নেপোলিয়ান বোনাপার্ট

বসুমতী সাহিত্য মন্দির

বসুমতী ঐতিহাসিক সিরিজ

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট

(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

"Napoleon was the greatest of the creations of God."

Lamartine.

* * * * * * *

"WHERE is there another monarch to be found who has shown such total disregard for personal luxury and such entire devotion to the prosperity of his country? The French, who knew Napoleon loved him; and as his true character becomes known throughout the world, he will be loved by every generous heart in every land."

Abbott's Life of Napoleon Bonaparte.

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় বিরচিত

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

চতুর্থ সংস্করণ

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারি-মেসিন-প্রেসে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত।

[মূল্য ৩৲ টাকা।

লেখকের নিবেদন

এই পুস্তক প্রধানতঃ এবট-রচিত নেপোলিয়ানের জীবনী অবলম্বনে লিখিত হইলেও ইহাতে সুলেখক এবটের অসাধারণ লিপিকুশলতা পরিব্যক্ত হয় নাই; কিন্তু সে যোগ্যতার অভাব সত্ত্বেও মহাবীর নেপোলিয়ানের মহীয়সী কীর্ত্তিকাহিনী বঙ্গীয় পাঠকসমাজে প্রচারিত করিবার চেষ্টায় লেখকের যে স্পর্দ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে, এই পুস্তকের প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেজন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী। কারণ,যোগ্যতরহস্তে এই ভার সমর্পণ করিলে এই জীবনীকে তিনি বিবিধ ত্রুটির হস্ত হইতে মুক্ত রাখিতে সমর্থ হইতেন।

ইংরাজী অনভিজ্ঞ পাঠকের নেপোলিয়ানের সুবিস্তীর্ণ জীবনীপাঠের বিশেষ সুবিধা নাই। যদি য়ুরোপীয়, কেবল য়ুরোপীয় কেন, সমগ্র পৃথিবীর আধুনিক বীরগণের মধ্যে কাহারও জীবনী পাঠ করিবার জন্য বঙ্গীয় পাঠকসমাজের মনে আগ্রহ জন্মিয়া থাকে, যদি উনবিংশ শতাব্দীর মহা-কুরুক্ষেত্রকাণ্ডের বিবরণপাঠে কৌতূহল চরিতার্থ করিবার বাসনা বলবতী হইয়া থাকে, তবে তাহা নেপোলিয়ান বোনাপার্টের জীবনী, তাহা আবুকার, অস্তারলিজ, ওয়াটার-লুর যুদ্ধব্যাপার। পাঠক প্রাচ্যভূখণ্ডের পৌরাণিক বীরেন্দ্র-বৃন্দের পুরাবৃত্ত পাঠ করিয়াছেন, প্রতীচ্য ভূখণ্ডের ঐতি-হাসিক বীরেন্দ্রকেশরীর অলোকসামান্য বীরত্বকাহিনীও পাঠ করুন; দেখিবেন, প্রাচ্যের দৈববল প্রতীচ্যের প্রতিভা-বলের নিকট হীনপ্রভ। কোন্ কোন্ গুণের একত্র সমাবেশে অতি সামান্য অবস্থা হইতে মানুষ দেশের ও সমাজের নেতৃত্বপদ লাভ করিতে পারে, নেপোলিয়ানের জীবনীতে তাহা উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত আছে; সুতরাং এরূপ মহানুভবের জীবনী নাটক-নভেল অপেক্ষা অসার বা উপে-ক্ষার বস্তু নহে; সম্ভবতঃ অনাবশ্যকও নহে।

বর্ত্তমান বঙ্গে নেপোলিয়ান বোনাপার্টের জীবনী-পাঠ-কের অভাব হইবে না, এ বিশ্বাস আমার আছে; শিক্ষা, সভ্যতা, স্বজাতি-বাৎসল্য ও স্বদেশ-প্রীতি আমি মৌখিক উচ্ছ্বাসমাত্র মনে করি না। ইহা পাঠে পাঠক-পাঠিকা-গণের মনে আনন্দসঞ্চার হইলে মনে করিব, শ্রম সার্থক হইয়াছে। বঙ্গীয় পাঠিকাগণের নিকট আশা করি, তাঁহারা ইহা পাঠ করিয়া নেপোলিয়ানের ন্যায় বিশ্বাস করিবেন, "দেশের উন্নতিকল্পে সুমাতার যেমন আবশ্যক, এমন আর কোন বিষয়েই নহে।"

নেপোলিয়ান-চরিত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ—প্রতিভা, পরি-শ্রম, প্রবৃত্তি, এই তিন শক্তি একত্র হইলে মনুষ্যত্ব স্ফূর্ত্তিলাভ করে, ধরণীর বিস্তীর্ণ বক্ষে তাহার বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত করে।

পুস্তকে যে সকল ত্রুটি বর্ত্তমান আছে, পাঠকগণকে তাহা ক্ষমা করিতে বলিতে পারি না। পুস্তকখানি দ্রুত লিখিত ও মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া অসাবধানতা বশতঃ স্থানে স্থানে দৈবাৎ দুই একটি ভ্রম রহিয়া গিয়াছে; পাঠক-পাঠিকাগণ সহজেই তাহা সংশোধন করিয়া লইতে পারিবেন।

এই পুস্তকের সমস্ত স্বত্ব প্রকাশক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের। এরূপ একখানি মূল্যবান্ পুস্তক তাঁহার চেষ্টা, যত্ন ও অর্থব্যয়ে প্রকাশিত হইল, ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে আনন্দের সংবাদ বলিয়া মনে করি। প্রকাশক মহাশয়ের আগ্রহ ও যত্নে মাতৃভাষায় একখানি মহৎ জীবনী লিখিবার অবসর পাইয়াই আমি আপনাকে যথেষ্ট পুরস্কৃত মনে করিয়াছি।

কলিকাতা;
বসুমতী আফিস, ১০ই আশ্বিন, ১৩১৮
প্রথম সংস্করণ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

প্রকাশকের নিবেদন

বহুদিন পরে নেপোলিয়ানের জীবনীর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম। ইহার তৃতীয় সংস্করণ বহুদিন নিঃশেষিত হইয়াছিল—সৎ-সাহিত্যামোদী সুধী জন-সমাজের বারংবার অনুরোধেও বসুমতী ও গ্রন্থাবলী মুদ্রণের ব্যস্ততার ভিতর ইহার পুনঃ সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। বর্ত্তমান সংস্করণ এ্যান্টিক কাগজে সুন্দরভাবে মুদ্রিত, চিত্রে চিত্রে চিত্রময়, উপহার দিবার সম্পূর্ণ উপযোগী, নয়ন মনোরঞ্জন রাজসংস্করণ। কিন্তু প্রথম সংস্করণের মূল্য ৪৲ ছিল, এবার মূল্য ৩৲ ধার্য্য হইল—এত সস্তায় এমন সংস্করণ—ইহাই বোধ হয় বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের বিশেষত্ব। এক্ষণে নেপোলিয়ানের আদর্শে বাঙ্গালীর আত্মশক্তি ও [illegible] নির্ভরতার উদ্বোধন হইলে এই প্রভূত ব্যয় সার্থক হইবে।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির;
১৬৬ বহুবাজার, কলিকাতা।

বিনয়াবনত—
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

চিত্র সূচী

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট

প্রথম খণ্ড

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট

প্রথম অধ্যায়

জন্ম ও বাল্যজীবন

কর্শিকা-দ্বীপ প্রকৃতি মাতার সুরম্য লীলা-নিকেতন; অসংখ্য গিরিশৃঙ্গে কর্শিকা-ভূমি মুকুটিত, অগণ্য গিরি-প্রস্রবণের চির-কলতানে ভূমধ্য-সাগর-বক্ষোবিরাজিত দ্বীপ-শ্রেষ্ঠ কর্শিকা নিরন্তর প্রতিধ্বনিত। ফরাসী-উপকূল হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় এক শত মাইল। এক সময়ে কর্শিকা ইতালী-রাজ্যের অংশভুক্ত ছিল; ইতালীয় ভাষা, ইতালীয় ভাব, ইতালীয় প্রথা কর্শিকায় প্রবেশলাভ করিয়াছিল। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে এক দল ফরাসী-সৈন্য এই দ্বীপ আক্রমণ করে, বহুদিনব্যাপী তুমুল যুদ্ধের পর কর্শিকার অধিবাসিবৃন্দ অপেক্ষাকৃত প্রবল শক্তির নিকট পরাভূত হইয়া পড়িল। ইহার ফলে কর্শিকা বোর্ব্বো-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হইল।

এই বিপ্লবকালে কর্শিকাদ্বীপে ইতালী-দেশোদ্ভূত কোন সম্ভ্রান্তবংশীয় আইন-ব্যবসায়ী যুবক বাস করিতেন, তাঁহার নাম চার্লস বোনাপার্ট। তাঁহার দেহ যেমন অলোক-সামান্য রূপের আধার ছিল, তাঁহার হৃদয়ও সেইরূপ তেজের আকর ছিল। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ মহাসম্ভ্রান্তবংশীয় ছিলেন, কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মীর বিড়ম্বনায় এই বংশ কিছুকাল পরে অর্থসম্পদ্ হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে। যে বংশের আদি-পুরুষগণ অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগে আপনাদিগের বিমল কীর্ত্তি-প্রভায় স্বদেশের ভাগ্য-গগন উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়া-ছিলেন, সেই বংশোদ্ভব চার্লস অবশেষে আপনার মানসিক শক্তিকে তাঁহার জীবনযাত্রার অন্যতম উপায় বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। চার্লস কর্শিকা দেশে লেটিসিয়া রামোলিনী-নাম্নী একটি অনিন্দ্য-সুন্দরী, সুশিক্ষিতা যুবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই দম্পতির ত্রয়োদশ সন্ততির মধ্যে দুই জন যৌবনাগমের পূর্ব্বেই ইহলোক হইতে অন্তরিত হন। চার্লসের আইন ব্যবসায়ে যথেষ্ট অর্থো-পার্জ্জন হইত ও বৃহৎ পরিবার তিনি অনায়াসে প্রতি-পালন করিতে সমর্থ ছিলেন। উচ্চ বংশগৌরবে তিনি সম্ভ্রান্তসমাজে স্থান লাভ করিয়াছিলেন; মানসিক শক্তি ও অপূর্ব্ব কার্য্যকুশলতায় তিনি যথেষ্ট ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন।

কর্শিকার রাজধানী আজাক্সিয়ো নগরে সুরম্য, সুবৃহৎ, পাষাণময় সৌধে চার্লস নেপোলিয়ান সপরিবারে বাস করিতেন। রাজধানীর কয়েক ক্রোশ দূরে সমুদ্রতীরে তাঁহাদের আর একখানি অতিসুন্দর পল্লী-নিকেতন ছিল। সমুদ্রের অব্যাহত সমীরণপ্রতিহত ফেনোর্ম্মিরাশি প্রভাতে সেই সুদৃশ্য অট্টালিকার পাদমূল চুম্বন করিত; সেই ক্ষুদ্র সৌধের নৈশদীপরশ্মি বহুদূর পর্য্যন্ত সমুদ্রজল আলোকিত করিয়া উন্মত্ত তরঙ্গরাশির সহিত নাচিয়া নাচিয়া খেলা করিত। গ্রীষ্মকালের প্রতপ্ত রবিকরে আজাক্সিয়োর পাষাণ-নির্ম্মিত সৌধ উত্তপ্ত হইয়া উঠিলে, চার্লসের পুত্রকন্যাগণ সমুদ্রতীরবর্ত্তী এই চির-সুশীতল গ্রীষ্মাবাসে আসিয়া বাস করিতেন। ফরাসীগণ যখন কর্শিকা আক্রমণ করেন, চার্লস বোনাপার্ট তখন যুবকমাত্র, ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি বিবাহ করিয়াছেন; এই নব-বিবাহিত যুবক, এই নবপ্রণয়ী স্বদেশের বিপদ্ দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; উদ্বেগবিরহিত আইন-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া, যুবতী প্রণয়িনীর প্রেমচর্চ্চা বিসর্জ্জন দিয়া তরবারি-হস্তে স্বদেশীয় বীর জেনারেল

পায়োলির উন্নত কেতনতলে দণ্ডায়মান হইলেন এবং শত্রুদলকে স্বদেশ হইতে বিদূরিত করিবার জন্য অসি কোষমুক্ত করিলেন। এই সময়ে চার্লসের প্রথম পুত্র জোসেফের জন্ম হইয়াছিল, তাঁহার পত্নী লেটিসিয়া দ্বিতীয়বার গর্ভবতী ছিলেন। অতি অল্পকালমধ্যে ঘোর বিপ্লবে সুন্দরী কর্শিকাভূমি মরুভূমে পরিণত হইল ; পায়োলি এবং তাঁহার বিশ্বস্ত সহযোগিগণ পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া পর্ব্বত-কন্দরে লুক্কায়িত হইয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া লেটিসিয়াও গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রিয়তম পতির অনুসরণ করিলেন। এই সময়ে অশ্বপৃষ্ঠে দুর্গম অরণ্যপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া শত্রুর তীক্ষ্ণদৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষাপূর্ব্বক লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হইতে তাঁহার কত অসুবিধা ও কষ্ট হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না এবং বীরললনা ভিন্ন কোন স্বভাবভীরু কোমলাঙ্গীর কুসুম-সুকোমল দেহ সে কঠোরতা সহ্য করিতে সমর্থ নহে। যাহা হউক, অকুণ্ঠিতভাবে হৃদয়শোণিত নিঃসারিত করিয়াও কর্শিকার সুসন্তানগণ স্বদেশকে শত্রুকবল হইতে রক্ষা করিতে পারিলেন না। অল্পদিনের মধ্যে সুন্দরী কর্শিকা-ভূমি বলদর্পিত ফরাসী-জাতির পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

ইহার পর স্বাধীনতার প্রিয়সন্তান কর্শিকাবাসিগণকে বোর্ব্বোসিংহাসনের অনুবর্ত্তী হইতে হইল। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে শ্রীমতী লেটিসিয়া আসন্ন-প্রসবাবস্থায় আজাক্‌সিয়োর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই দিন প্রভাতকালেও তিনি স্থানীয় ধর্ম্মমন্দিরে উপাসনার জন্য উপস্থিত ছিলেন ; কিন্তু ধর্ম্মোপাসনা শেষ হইবার পূর্ব্বে সহসা তিনি প্রসব-বেদনায় কাতর হইয়া পড়িলেন, সুতরাং তৎক্ষণাৎ গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক একখানি কৌচের উপর তিনি বেদনাক্রান্ত দেহ স্থাপন করিলেন ; এই কৌচখানি একখানি সুচিত্রিত আবরণ-বস্ত্রে আচ্ছাদিত ছিল, মহাকবি হোমার-প্রণীত মহাকাব্য ইলিয়াদে যে মহাসমরের বর্ণনা আছে, সেই মহাযুদ্ধের অধিনায়ক বীরগণের চিত্রে এই আবরণ-বস্ত্রখানি সমলঙ্কৃত ছিল। সেই চিত্রাবলীর উপর,—সেই আকিলিস, আগমেনন, হেক্টর প্রভৃতি ইউরোপীয় পৌরাণিক মহারথিগণের প্রতিকৃতি যেখানে বিরাজ করিতেছিল—সেইখানে শ্রীমতী লেটিসিয়া তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র, আধুনিক জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর ও প্রাচীনযুগের কর্ণার্জ্জুন, আলেক্‌জাণ্ডার, সিজর প্রভৃতির সহিত সমশ্রেণীতে আসন পাইবার যোগ্য, বিশ্ববিজয়ী নেপোলিয়ান বোনা-পার্টকে প্রসব করেন। এই কারুকার্য্যময় চিত্রাবলীতে তাঁহার গৌরবময় ভবিষ্যতের অসাধারণ বীর্য্য, মহত্ত্ব ও অলোকসামান্য মনুষ্যত্বের নির্ব্বাক্ দৈববাণীরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

যাহা হউক, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট আর দুই মাস পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি ইতালীয় নামে পরিচিত হইতে পারিতেন ; কিন্তু তাঁহার জন্মের আট সপ্তাহ পূর্ব্বে দেশের ভাগ্যগগন পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল ; তখন কর্শিকা ফরাসীদেশের অংশমাত্র।

নেপোলিয়ানের পিতা চার্লস নেপোলিয়ানকে বয়স্থ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই ; পুত্রের শৈশব অতিক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। কিন্তু শিশুপুত্রের উজ্জ্বল-ভবিষ্যতে তাঁহার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। এমন কি, মৃত্যুর পূর্ব্বে বিকারঘোরে তিনি নেপো-লিয়ানকেই তাঁহার সাহায্যে অগ্রসর হইবার জন্য কতবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। চার্লসের মৃত্যুর পর অষ্টসন্তান-বতী বিধবা লেটিসিয়ার শোক-দুঃখের সীমা রহিল না। চার্লসের মৃত্যুতে শিশুসন্তানগুলি লইয়া বিধবা সংসার অন্ধ-কার দেখিলেন ; কিন্তু তিনি সামান্যা নারী ছিলেন না, সামান্যা রমণীর গর্ভে নেপোলিয়ানের ন্যায় মহাপুরুষের জন্ম, জগতের ইতিহাসে দুর্লভ। বস্তুতঃ শ্রীমতী লেটিসিয়া রত্নগর্ভা ছিলেন, পুত্রকন্যাগণ মাতার আদেশ দেবতার আদেশের ন্যায় মান্য করিত ; তাহাদের অবাধ্যতার জন্য তাহাকে মনঃকষ্ট পাইতে হয় নাই।

কিন্তু সকলের মধ্যে নেপোলিয়ানই মাতার অধিক আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিলেন ; জননীর প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। সে ভক্তি দায়িত্বহীন অন্ধভক্তি নহে ; বিশ্বাসে, নির্ভরতায় তাহা অলঙ্কৃত ছিল ; জগতের শ্রেষ্ঠ বীরগণের মধ্যে প্রাচ্যজগতের শিবাজী এবং প্রতীচ্য জগতের নেপোলিয়ান মাতৃভক্তিতে অতুলনীয়। নেপোলিয়ান কত-বার জননীর প্রশংসা-কীর্ত্তন করিতে গিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার সহোদরগণ যে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষ লাভ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য

হইয়াছিলেন, তাহার জন্য তাঁহারা তাঁহাদের জননীর নিকট সর্ব্বতোভাবে ঋণী। মাতার উপর নেপোলিয়ানের এমন অসাধারণ বিশ্বাস ছিল যে, তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, "আমার মতে ভবিষ্যৎকালেও পুত্রের চরিত্রের দোষগুণ সম্পূর্ণরূপে মাতার উপর নির্ভর করে।" ক্ষমতা লাভ করিয়া নেপোলিয়ান সর্ব্বপ্রথমে জননীর সুখস্বচ্ছন্দতা-সংবর্দ্ধনের উপায় করিয়াছিলেন। তাহার পর যখন তিনি ফরাসীদেশের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব লাভ করেন, তখন তিনি রমণী-গণের মধ্যে বিস্তৃতরূপে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য বহু পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ফরাসী-রাজ্যের উন্নতিকল্পে সুমাতার যেমন আবশ্যক, এমন আর কোন পদার্থেরই নহে।

বোনাপার্ট-জননী বিধবা হওয়ার পর পুত্রগণকে লইয়া একটি পল্লীগৃহে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই গৃহখানি সম্পূর্ণ আড়ম্বরবর্জ্জিত এবং কতকগুলি সুবৃহৎ বৃক্ষের অন্তরালে অবস্থিত। অসংখ্য লতাকুঞ্জ ও হরিৎ পত্র অট্টালিকাখানি আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। অট্টালিকার সম্মুখে একটি সুদীর্ঘ অনাবৃত ক্ষেত্র; বালকগণ সেখানে প্রফুল্লহৃদয়ে শিশুসুলভ ক্রীড়ায় কালাতিপাত করিত। তাহারা দ্রুতপক্ষ প্রজাপতির অনুসরণে ছুটিয়া বেড়াইত, মুক্তপদে সরসীসলিলে লম্ফঝম্প করিত, আদরের কুকুরে চড়িয়া ঘোড়া-ঘোড়া খেলা করিত। তখন কি তাহারা স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল যে, ভবিষ্যতে কোন দিন ঐশ্বর্য্যময় রত্নমুকুটভারে তাহাদের চিন্তাহীন সরল ললাট ভারাক্রান্ত হইবে? কিন্তু বিধাতার বিধান! এই পিতৃহীন অসহায় বালকদিগের মধ্যেই একজন প্রতিভাবলে অসাধারণ ক্ষমতার সাহায্যে এই সৌরকর-সমুজ্জ্বল বিশাল পৃথিবীতে এমন এক মহাগৌরবময় দুর্লভ সিংহাসন সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যাহার বিস্ময়কর কাহিনী রোমান, পারসিক ও মিসরীয় সাম্রাজ্যের খ্যাতি সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল।

যে অট্টালিকায় নেপোলিয়ান শৈশবকাল যাপন করেন, তাহা এখনও বর্ত্তমান আছে, কিন্তু এখন তাহার অতি জীর্ণাবস্থা; কত শত তীর্থযাত্রী, কত স্বদেশপ্রেমিক মহাত্মা কর্শিকাভ্রমণে আসিয়া নেপোলিয়ানের এই বাল্যস্মৃতিস্তম্ভের উপর প্রীতিভরে পুষ্পদাম বর্ষণ করিয়া থাকেন।

এই নিভৃত অট্টালিকার সান্নিধ্যে একটি নাতি-উচ্চ গিরিশৃঙ্গ বর্ত্তমান আছে; সেই শৃঙ্গের পাদদেশের একটি গুহা আজও "নেপোলিয়ানের গুহা" নামে খ্যাত। অতি শৈশবকাল হইতেই নেপোলিয়ান এই স্থানটির প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন; তাহার চিন্তাশীল হৃদয়ের কল্পনা-স্রোত এখানে আসিয়া যেন শতধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। নেপোলিয়ানের ভাইভগিনীগণ যখন মাঠের মধ্যে মুক্তপ্রাণে খেলা করিত এবং সেই সরল শিশুগুলির উচ্চ হাস্যধ্বনিতে উন্মুক্ত প্রান্তর প্রতিধ্বনিত হইত, তখন নেপোলিয়ান তাহাদের অলক্ষ্যে এই বিজন গুহাদ্বারে আসিয়া বসিতেন; তিনি একখানি পুস্তক হস্তে লইয়া মসৃণ শিলাতলে পৃষ্ঠদেশ সংস্থাপনপূর্ব্বক অপরাহ্ণের পীত সৌরকরোদ্ভাসিত ভূমধ্য-সাগরের অনন্ত তরঙ্গমালার অশ্রান্ত নৃত্য সন্দর্শন করিতেন। মস্তকের উপর অসীম নীলাকাশ রহস্য-পূর্ণ-বক্ষে দিগন্তে বিস্তীর্ণ রহিত। কে বলিতে পারে, সেই সংসারজ্ঞানহীন, সরল শিশুর হৃদয়ে তখন কোন্ চিন্তার উদয় হইয়া ভূমধ্য-সাগরের বীচি-বিক্ষোভের ন্যায় ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া অনন্তের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িত?

নেপোলিয়ানের প্রকৃতি মধুর বলিয়া কাহারও মনে হইত না। তিনি অল্পভাষী ও নির্জ্জনতাপ্রিয় ছিলেন; তাঁহার স্বভাব বিমর্ষ ও মেজাজ খিট্‌খিটে ছিল। মায়ের ভিন্ন অন্যের শাসন তিনি কোনক্রমে সহ্য করিতে পারিতেন না। কাহারও সহিত খেলা কিংবা কাহারও সাহচর্য্য তাঁহার প্রীতিকর ছিল না; একটা বেশ খোলাখুলি ভাব ও তেজস্বিতার ভিতর স্নিগ্ধ কোমলতা তাঁহার বাল্যচরিত্রে বড় দেখা যাইত না। তাঁহার ভ্রাতাভগিনীগণ এই সকল কারণে তাঁহার প্রতি আশানুরূপ অনুরক্ত ছিল না, কিন্তু তাহারা তাঁহার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিত। একবার তাহাদের এক পিতৃব্য কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "জোসেফ সকল অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, কিন্তু নেপোলিয়ান সকলের নেতা।" নেপোলিয়ানের চরিত্রে এমন একটা অদম্য তেজস্বিতা ও দৃঢ়তা ছিল যে, জোসেফ নেপোলিয়ানের বশ্যতা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিত না। নেপোলিয়ানের তেজ কখন তাড়নার দ্বারা দমিত হয় নাই, বিন্দুমাত্র অশ্রুত্যাগ না করিয়া অকাতরভাবে তিনি সকল শাস্তি বহন করিতেন। এক সময়ে অন্যের কৃত অপরাধের জন্য তাঁহাকে দণ্ড দেওয়া

হয়, তিনি নীরবে সেই দণ্ড গ্রহণ করিলেন; তিন দিন কাল তিনি দণ্ডস্বরূপপ্রাপ্ত অতি মন্দ ভোজ্যদ্রব্য আহার করিয়া থাকিলেন, কিন্তু অপরাধী বন্ধুর নাম প্রকাশ করিলেন না। এইরূপ অনন্যসাধারণ তেজস্বিতা, এই প্রকার ত্যাগস্বীকার, পরের জন্য কষ্ট সহ্য করিবার এই প্রকার ক্ষমতা ছিল বলিয়াই শৈশবের নিরাশ্রয়, পিতৃহীন, সুখশান্তিবঞ্চিত নেপোলিয়ান যৌবনে অর্দ্ধ সসাগরা ধরণীর মহামহিমান্বিত মধ্যাহ্ন-ভাস্করতুল্য তেজস্বী সম্রাট্ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নিষ্ঠুরতা কোন দিন নেপোলিয়ানের চরিত্রে স্থান পায় নাই, তাঁহার চিত্ত কখন অসংযত হয় নাই।

কর্শিকা-দ্বীপে এখন পর্য্যন্ত একটি পনের সের ওজনের পিত্তল-নির্ম্মিত কামান দেখিতে পাওয়া যায়, এই কামান নেপোলিয়ানের বাল্যক্রীড়ার একটি উপকরণ ছিল। এই কামানের সুগম্ভীর নিনাদ তাঁহার কর্ণে সঙ্গীত-ধ্বনির ন্যায় প্রতীয়মান হইত। তাঁহার কল্পনানেত্রের সম্মুখে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুসৈন্যগণ এই কামানের অব্যর্থ গোলার আঘাতে দেখিতে দেখিতে বিধ্বস্ত হইয়া যাইত। নেপোলিয়ান তাহার পিতার অত্যন্ত আদরের সন্তান ছিলেন; পিতার ক্রোড়ে উপবেশনপূর্ব্বক শিশু নেপোলিয়ান কত দিন স্পন্দিতবক্ষে, অশ্রুপূর্ণনেত্রে, উন্নত-কর্ণে দেশবৈরী ফরাসীদিগের সহিত কর্শিকার সুসন্তানগণের বীরত্বপূর্ণ রণকাহিনী শ্রবণ করিয়াছেন; স্বদেশের শোচনীয় পরাজয়ের কথা শুনিয়া তাঁহার শিশুহৃদয় ব্যথিত হইত; তিনি ফরাসী-জাতিকে প্রাণের সহিত ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইত, তিনিও তাঁহার পিতার ন্যায় অসিহস্তে সমরক্ষেত্রে অবতরণ করেন; শত্রুগণ তাঁহার প্রবল-পরাক্রমে প্রতিহত হইয়া বায়ুতাড়িত শুষ্কপত্রের ন্যায় রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতেছে কিংবা প্রাণহীনদেহে রণভূমি আচ্ছন্ন করিয়াছে, ইহা দেখিবার ইচ্ছা শৈশবেই তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিত; তাই তিনি তাঁহার ঘুড়ি ও নাটাই, ব্যাট ও বল পরিত্যাগ করিয়া বীরোচিত ক্রীড়ায় অপার আনন্দ অনুভব করিতেন।

শিশু নেপোলিয়ান তাঁহার তেজস্বিনী জননীর মুখে তাঁহার যৌবনকালের নিদারুণ বিপদ, কঠোর পরিশ্রম, পরাজিত কর্শীয় বীরগণের সহিত নগরে নগরে পলায়নের কাহিনী শ্রবণ করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার মাতা পুত্রের আগ্রহ দেখিয়া অতি মধুর ভাষায় সেই সকল অতীত কাহিনী বিবৃত করিতেন। তিনি কি একদিনও মনে ভাবিয়াছিলেন, এই সকল কথা তাঁহার পুত্রের ভবিষ্যৎ জীবন কর্ম্মময় কঠোর সাধনার পথে মন্ত্রের ন্যায় পরিচালিত করিবে? নেপোলিয়ানের চরিত্রে কখন আমোদ-প্রমোদের প্রভাব লক্ষিত হয় নাই; শৈশবে, যৌবনে, প্রবীণ বয়সে নেপোলিয়ানকে কখন সংযমহীন সৌখীন আমোদে যোগদান করিতে দেখা যায় নাই। যখন অর্দ্ধ-পৃথিবীর রত্নময় সিংহাসন হইতে তিনি স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সমগ্র সভ্যজগতের বিরাট্ শাসনদণ্ড তাঁহার করচ্যুত হইলে যখন তিনি সেণ্টহেলেনায় দুঃসহ সুকঠোর বন্দিজীবন বহন করিয়া সেই অনন্ত সাগরমধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্রদ্বীপের কারাগারে বসিয়া দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতেছিলেন, সেই ঘোর দুর্দ্দিনেও তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়াছিলেন, "মা আমায় কত ভালবাসেন; আমার জন্য তিনি সর্ব্বস্ব,—এমন কি, তাঁহার শেষ বস্ত্রখানিও বিক্রয় করিতে পারেন।"—হায়, দুর্ভাগিনী জননী, অস্তাচল-বিলম্বী লুপ্তজ্যোতিঃ অস্তমিত তপনের ন্যায় মহাযশস্বী পুত্রের শোচনীয় পতন সন্দর্শনের জন্য তখন পর্য্যন্ত তিনি জীবিতা ছিলেন।

নেপোলিয়ানের জননীর চরিত্র তেজস্বিতা ও আত্ম-সম্ভ্রমের ভাবে পূর্ণ ছিল; একটি গল্পে তাহার কিছু আভাস পাওয়া যাইবে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন নেপোলিয়ান রাজমুকুটে স্বীয় বীরমস্তক শোভিত করিয়াছেন, রাজবেশে তাঁহার অঙ্গ বিভূষিত; সেই অবস্থায় সেণ্ট-ক্লাউডের উপবনে তাঁহার মাতার সহিত ঘটনাক্রমে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সম্রাট্ নেপোলিয়ান অমাত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহার সম্মুখবর্ত্তিনী জননীকে চুম্বন করিবার নিমিত্ত সহাস্যে অগ্রসর হইলেন, দেখিয়া তাঁহার জননী দৃঢ়গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "বাছা, এরূপে নহে। যাঁহার গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করিয়া তুমি পৃথিবীর মুখ দেখিয়াছ, তাঁহার কর-চুম্বন করিয়া তোমার কর্ত্তব্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর।" —মাতা শুভ্র, সরল হস্ত প্রসারণ করিয়া দিলেন, পুত্র অবনতমস্তকে তাহাতে ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া সন্তানের কর্ত্তব্য পালন করিলেন।

মায়ের গুণের কথায় এক এক সময়ে নেপোলিয়ানের বীর-হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠিত। অনেক সময়েই তিনি বলিতেন, "মা আমার সহায়-সম্বলহীন, অবলম্বনশূন্য হইয়াও সংসার-পরিচালনের সকল ভার নিজস্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই গুরুভার তাঁহার নিকট কোন দিন দুর্ব্বহ হয় নাই; তিনি নিজের বুদ্ধিবলে সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেন। তাঁহার সেই অসাধারণ বুদ্ধি অন্য কোন নারীর নিকট আশা করা যায় না। তিনি কি অসামান্যা রমণীই ছিলেন! সমস্ত পৃথিবীতেও কি তাঁহার তুলনা মিলে? তিনি গভীর মনোযোগের সহিত আমাদের কার্য্যকলাপ, গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন; সর্ব্বপ্রকার হীন-চিন্তা, অনুদারতা তিনি সযত্নে পরিবর্জ্জন করিয়া দিতেন; যাহা কিছু মহৎ, উন্নত, উদার, তাহাই আমাদের শিশু-হৃদয়ে সম্প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহার প্রাণপণ আগ্রহ ছিল। মিথ্যাকে তিনি হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করিতেন; অবাধ্যতা তিনি কোন দিন সহ্য করিতে পারেন নাই; আমাদের কোন দোষ ও ত্রুটির প্রতি তিনি উপেক্ষা প্রকাশ করিতেন না; কোন প্রকার ক্ষতি, পরিশ্রম বা ত্যাগস্বীকারে সম্পূর্ণ অকুণ্ঠিত ছিলেন। সকল কষ্ট তিনি সহ্য করিতে পারিতেন; কষ্টে তিনি কখন বিচলিত হইতেন না। পুরুষের শক্তির সহিত রমণীর কোমলতা ও কমনীয়তা সংমিশ্রিত হইয়া তাঁহার অনন্য-সুলভ প্রকৃতির উপাদান সংগঠন করিয়াছিল।"

নেপোলিয়ানের এক পিতৃব্য ছিলেন, তিনি আজীবন অবিবাহিত ছিলেন। লোকটি যেমন ধনী, তেমনই কৃপণ; পল্লীগ্রামের এক প্রান্তে একখানি ক্ষুদ্র গৃহে তিনি বাস করিতেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন নেপোলিয়ানের জননীর অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল; নেপোলিয়ান ও তাঁহার ভ্রাতা-ভগিনীগণ দৈনন্দিন আবশ্যকীয় সর্ব্বপ্রকার দ্রব্য প্রাপ্ত হইলেও তাঁহারা হাতে পয়সা পাইতেন না; বালকবালিকাগণের মন প্রতিদিন কত বিলাস-দ্রব্য-ক্রয়ের জন্য অধীর হইয়া উঠে, তাহা বৃদ্ধগণেরও অজ্ঞাত নহে; পয়সার জন্য ভ্রাতা-ভগিনীগণ চঞ্চল হইয়া উঠিতেন, কিন্তু নিরুপায়! মায়ের শাসন বড় কঠোর; অগত্যা তাঁহারা কাকা মহাশয়কে গিয়া ধরিতেন; কৃপণ কাকা মহাশয় কণ্ঠস্বরে গরীবীয়ানা ভাণের নিবিড়তা বিস্তার করিয়া বলিতেন, "আমার জমীজমা, বাগানবাড়ী, ঘোড়া-গরু, ছাগলভেড়া আছে, কিন্তু পয়সা নাই। বাবাসকল, পয়সার আমি বড় কাঙ্গাল।" অবশেষে শিশুগণ একদিন সন্ধান পাইল, তাঁহার আলমারির উপর স্বর্ণ-মুদ্রাপূর্ণ একটি ব্যাগ আছে। ভাই-ভগিনীগণ তখন ষড়যন্ত্র করিয়া ছোট ভগিনী পলাইনকে যাহা করিতে হইবে, তাহা শিখাইয়া রাখিল। বালিকা শিশুসুলভ আমোদের বশবর্ত্তী হইয়া সেই উপদেশ অনুসারে কাজ করিতে প্রতিশ্রুত হইল। সমস্ত ষড়যন্ত্র ঠিক করিয়া জোসেফ ও অন্যান্য ভ্রাতা-ভগিনীগণ কাকা মহাশয়ের নিকট কিছু অর্থলাভের জন্য তাঁহাকে ধরিয়া বসিল; কাকা মহাশয়ও তাঁহার অভ্যাসমত বলিলেন, "আমার এক কড়ি সঞ্চয় নাই, টাকা কোথায় পাইব?" যেমন এই কথা বলা, আর তৎক্ষণাৎ পলাইন কাকার আলমারির উপর হইতে ব্যাগটা টানিয়া স্বর্ণমুদ্রাগুলি মেঝের উপর ছড়াইয়া ফেলিল। ছেলে-মেয়েরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; কাকা মহাশয়ের রাগে আর কথা বাহির হইল না। এমন সময়ে নেপোলিয়ানের মাতা কোন কার্য্যোপলক্ষে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হাসি আমোদ মুহূর্ত্তমধ্যে প্রমাদে পরিণত হইল। মাতা সন্তানগণের এই অন্যায় ব্যবহারের জন্য অতি কঠোর তিরস্কার করিয়া তাহাদিগকে স্বর্ণমুদ্রাগুলি যথাস্থানে রাখিবার জন্য আদেশ করিলেন।

কর্শিকাদ্বীপ ফরাসীসাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হইবার পর প্যারী নগরীর রাজদরবার হইতে যিনি এই দ্বীপের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম ছিল কাউন্ট মার্ব্বোঁ। কাউন্ট মার্ব্বোঁ নেপোলিয়ানের জননীর শ্রেষ্ঠ হৃদয়বৃত্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছিলেন; তিনি বোনাপার্ট-পরিবারকে বন্ধুভাবে দেখিতেন। নেপোলিয়ানের গাম্ভীর্য্য, চিন্তাশীলতা ও শৈশবেই তাঁহার প্রত্যেক কথার সারবত্তা লক্ষ্য করিয়া এই সহৃদয় শাসনকর্ত্তা একদিন তাঁহার মাতাকে বলিয়াছিলেন, "আপনার এই সন্তান ভবিষ্যতে অসাধারণ গৌরব অর্জ্জন করিবে।"

পাঁচ ছয় বৎসর বয়সের সময় নেপোলিয়ান একদল বালক-বালিকার সহিত পাঠের জন্য পাঠশালায় প্রেরিত হইয়াছিলেন; সেই বিদ্যালয়ে একটি সুকেশিনী সুন্দরী বালিকা তাঁহার শিশু-হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলে। ইহাই

নেপোলিয়ানের প্রথম প্রণয়। এই বালিকার নাম জিয়া কমিনেতা। জিয়া দেখিতে দেখিতে নেপোলিয়ানের নয়ন-পুত্তলী হইয়া উঠিল। এই বাল্যপ্রেমের মধ্যে অধীরতা ছিল না, উন্মত্ততা ছিল না, স্বার্থপরতার সহিত তাহার কিছুমাত্র সংস্রব ছিল না। নেপোলিয়ান এই বালিকার মধুর সাহচর্য্যের একান্ত অনুরাগী ছিলেন; বালিকার প্রতি তিনি প্রতিদিন শত প্রকারে আদর প্রকাশ করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতেন না। বয়োজ্যেষ্ঠ বালকবালিকা-গণ নেপোলিয়ানের প্রেম-প্রবণতা লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বদা নানা উপহাসবাক্য প্রয়োগ করিত, কিন্তু তাহাতে নেপোলিয়ান কোন দিন লজ্জিত হন নাই; এক একদিন তাহাদের উপহাসে তিনি মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেন, তাহাদের সংখ্যা কিংবা বলের দিকে তাঁহার লক্ষ্য থাকিত না। তিনি মত্তমাতঙ্গের মত প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের মধ্যে গিয়া পড়িতেন, কিল্, চড়, লাথি, ঘুসী দ্বারা যাহাকে সম্মুখে পাইতেন, তাহাকেই নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতেন, লোষ্ট্র-নিক্ষেপে তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন; অবশেষে যখন তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিত, তখন তিনি বিজয়ী বীরের ন্যায় ফিরিয়া আসিয়া সস্নেহে তাঁহার সেই শৈশব-সঙ্গিনীর করধারণ করিতেন। এই সময়ে পরিচ্ছদ-পারিপাট্যের প্রতি নেপো-লিয়ানের কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না; তিনি এ বিষয়ে এতদূর উদাসীন ছিলেন যে, প্রায়ই তাঁহার মোজা তাঁহার পায়ের গোড়ালী পর্য্যন্ত নামিয়া আসিত। তাঁহার সহপাঠী বালকেরা ছড়া বাঁধিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিত, কিন্তু নেপোলিয়ান তাহাতে বিচলিত হইতেন না, প্রবীণোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত এই চপলতায় তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন।

নেপোলিয়ানের বয়স যখন দশ বৎসর, সেই সময় কাউন্ট মার্ব্বো প্যারীর সন্নিকটবর্ত্তী ব্রায়েনের সৈনিক-বিদ্যালয়ে তাঁহার অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেন। ইহার চল্লিশ বৎসর পরেও নেপোলিয়ান বলিয়াছেন যে, তিনি মাতার নিকট হইতে সর্ব্বপ্রথম বিচ্ছিন্ন হইয়া হৃদয়ে যে গভীর বেদনা পাইয়াছিলেন, তাহা জীবনে বিস্মৃত হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। কঠোর-তায় তাঁহার জীবন গঠিত হইলেও এই কঠোরতা সেই বিদায়-ক্ষণে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছিল; সাধারণ শিশুর ন্যায় তিনি কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন। ইতালী অতিক্রম পূর্ব্বক তিনি ফরাসী দেশে প্রবেশ করেন এবং অবশেষে প্যারী নগরীতে উপস্থিত হন। এই ক্ষুদ্র শিশু বিস্ময়বিহ্বল-নেত্রে সেই সহস্রসৌধকিরীটিনী, ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব ও বিলাসিতার অদ্বিতীয় লীলা-নিকেতন, সমগ্র ইউরোপের শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা ও উচ্চাভিলাষের পীঠস্থান প্যারীর অদৃষ্টপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে কি একবারও তখন কল্পনা করিয়াছিলেন যে, কালে এই প্যারী মহানগরী তাঁহার বিপুল গৌরবগুলকে পুলকিত হইয়া উঠিবে, নগরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার যশোগানে প্রতি-ধ্বনিত হইতে থাকিবে এবং সমস্ত ফরাসীরাজ্য অনুগতা কিঙ্করীর ন্যায় নতশিরে তাঁহার প্রত্যেক আদেশ পালন করিবে?

পাঠানুরক্ত, পরিশ্রমশীল নেপোলিয়ান বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সহাধ্যায়িগণ বিদেশী বলিয়া তাঁহাকে ঘৃণা করিতে লাগিল, কারণ, তখন তিনি ইতালী-ভাষায় কথা বলিতেন; ফরাসী-ভাষা তখন পর্য্যন্ত তিনি আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তিনি দেখিলেন, তাঁহার সহযোগিগণের অধিকাংশই ফ্রান্সের স্পর্দ্ধিত ধনাঢ্য আভিজাত-বংশধর। তাহাদের কাহারও অর্থাভাব ছিল না এবং তাহারা সেই অর্থের যথেচ্ছ অপব্যবহার করিত। এই সকল অবিনীত, স্বেচ্ছাচারসম্পন্ন, বিলাসিতার ক্রীতদাস ঐশ্বর্য্যবানের সন্তা-নেরা নেপোলিয়ানের সহিত যেরূপ অভদ্র ব্যবহার করিত, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি তাহা বিস্মৃত হন নাই।

শুধু তাহাই নহে, ব্রায়েনের আভিজাত্যযুবকগণ নেপো-লিয়ানকে কর্শিকার একজন 'আইন-ব্যবসায়ীর পুত্র' বলিয়া অবজ্ঞা করিত; কারণ, এই সকল অসার দাম্ভিকের বিশ্বাস ছিল, যাহারা দৈহিক বা মানসিক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে, তাহারা অবিমিশ্র ঘৃণার পাত্র। নেপোলিয়ানের পরিচ্ছদ-পারিপাট্যের অভাব ও তাঁহার অর্থের অপ্রাচুর্য্যকে তাহারা কোনমতেই ক্ষমা করিতে পারিত না। এই প্রকারে উপেক্ষিত হইয়া নেপোলিয়ানের কিশোর-হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক আঘাত লাগিত। এক এক সময়ে মর্ম্মাহত বালক দৃঢ়স্বরে বলিতেন, "এই ফরাসীগুলাকে আমি দুচক্ষে দেখিতে পারি না; আমার সাধ্যানুসারে আমি তাহাদের অপকার করিব।"—এই ঘটনার ত্রিশ বৎসর পরে নেপো-লিয়ান বলিয়াছিলেন, "দেশের সমস্ত লোক যখন সমবেত
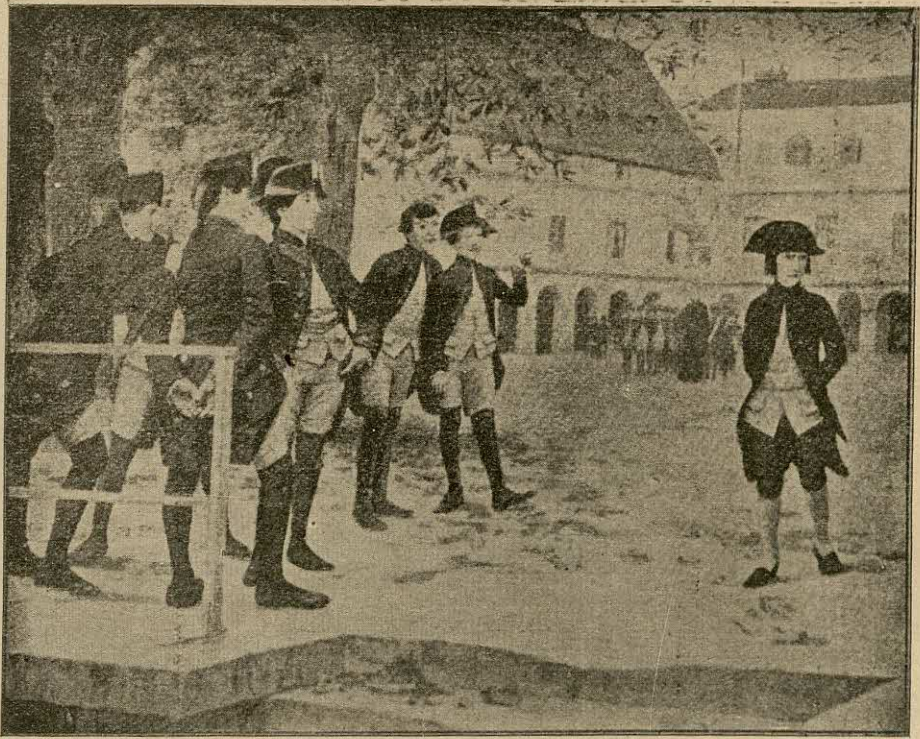
ব্রায়েন—সৈনিক বিদ্যালয় [৮ পৃষ্ঠা
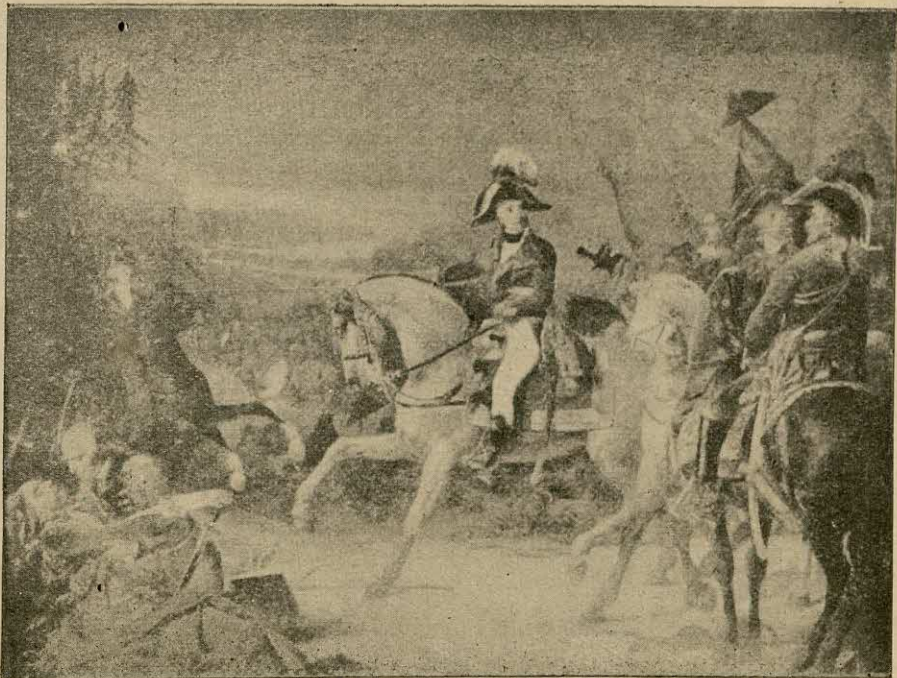
মস্কো গমন [৩১৯ পৃষ্ঠা

উচ্চকণ্ঠে ফরাসী-সিংহাসন গ্রহণের জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করিলেন, তখনও আমার মূলমন্ত্র ছিল, ‘প্রতিভার পথ সর্ব্বত্র উন্মুক্ত, বংশগৌরবে কোন ফল নাই’।”

যাহা হউক, এই সকল কারণে নেপোলিয়ান তাঁহার সহাধ্যায়িগণের সহিত সম্মিলিত না হইয়া একাকী আপনার পাঠাগারে পুস্তক ও মানচিত্রাবলীর মধ্যে আপনাকে সমাহিত রাখিতেন। অন্য সকলে যখন হীন আমোদ-প্রমোদে, বিলাসিতার পঙ্কিল স্রোতে আপনাদিগের দর্পোদ্ধত জীবনের কলঙ্করাশি ঘনীভূত করিয়া তুলিত, তখন তিনি বিপুল একাগ্রতার সহিত বিবিধ বিষয়ের জ্ঞানার্জ্জন দ্বারা স্বীয় জীবন সমলঙ্কৃত করিতেন। এইরূপে অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে তাঁহার সহাধ্যায়িগণকে অতিক্রম করিলেন এবং তাঁহার সর্ব্ববাদিসম্মত শ্রেষ্ঠতায় তিনি তাঁহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হইলেন। বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার পর অচিরকালমধ্যে নেপোলিয়ান বিদ্যালয়ের অলঙ্কার বলিয়া পরিগণিত হইলেন, সকলে তাঁহাকে আদর করিতে লাগিলেন; কিন্তু এই আদরে তাঁহার মনে গর্ব্বের সঞ্চার হয় নাই, স্বকীয় শ্রেষ্ঠতা-সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সজ্ঞান ছিলেন। গণিত-বিদ্যায় তাঁহার অনন্যসাধারণ দক্ষতা জন্মিয়াছিল; ইতিবৃত্ত, রাজনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত অধ্যয়ন করিতেন। মহাকবি হোমার ও ওসিয়ানের কাব্য-গ্রন্থগুলি তিনি বিশেষ পরিতৃপ্তির সহিত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার মাতাকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, “মা, আমার কোষে অসি এবং পকেটে হোমার লইয়াই আমি এই পৃথিবীতে আমার পথ মুক্ত করিতে পারি।” যাহারা নেপোলিয়ানকে বিমর্ষ ও চিন্তাকুল বলিয়া মনে করিত, তাহারাও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিত না। সাধারণ ক্রীড়া-ক্ষেত্রে তাঁহাকে উপস্থিত দেখা যাইত না, সে সময়ে তিনি নিভৃত পুস্তকালয়ে বসিয়া কাব্যরসাস্বাদনে প্রবৃত্ত থাকিতেন। “প্লুটার্কের জীবনী” পাঠ করিয়া উক্ত পুস্তক-বর্ণিত মহাপুরুষদিগের চিন্তায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। গ্রীসীয় ও রোমান পুরাবৃত্তসমূহের হৃদয়-বিমোহন আখ্যানমালা, বিভিন্ন সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন, জগতের বীরগণের অসাধারণ সাহস ও বীরত্বের রোমাঞ্চকর কাহিনী তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত চিন্তা অধিকার করিয়া রাখিত। কোন দিন বিশেষ কিছু শিখিতে না পারিলে তাঁহার মনে আক্ষেপের সীমা থাকিত না, তাঁহার মনে হইত, সে দিনটি তিনি অপব্যয় করিয়াছেন। ক্রমাগত সাধনা দ্বারা তিনি মনঃসংযোগবিষয়ে অদ্ভুত সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। যাহা কর্ত্তব্য ও অবশ্য পালনীয়, তাহাতে প্রগাঢ় মনঃসংযোগ জগতে মনুষ্যত্বলাভের একমাত্র উপায়, এ কথা নেপোলিয়ানের জীবনে উজ্জলরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

জর্ম্মান্-ভাষা-শিক্ষায় নেপোলিয়ানের কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না; জর্ম্মান্-ভাষার শিক্ষক এ জন্য তাঁহাকে নিতান্ত অপদার্থ মনে করিতেন। একদিন শিক্ষক মহাশয় ক্লাসে নেপোলিয়ানকে অনুপস্থিত দেখিয়া তাঁহার কোন সহাধ্যায়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “নেপোলিয়ান কোথায়?” সহাধ্যায়ী উত্তর করিলেন, “ইন্‌জিনিয়ারিং ক্লাসে।”—শিক্ষক মহাশয় অবজ্ঞাভরে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, “ওঃ—তা হ’লে সে কিছু না কিছু শেখে!” এই কথায় নেপোলিয়ানের সহাধ্যায়ী বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “বলেন কি মহাশয়! স্কুলের শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ছাত্রগণ নেপোলিয়ানের গণিতজ্ঞানের প্রশংসা করেন।” শিক্ষক অসন্তুষ্টভাবে বলিলেন, “এ কথা অনেকবার শুনিয়াছি; তা হইতে পারে, অনেক গর্দ্দভ অঙ্কশাস্ত্রে পণ্ডিত হয়, এরূপ শুনা গিয়াছে।” অনেক দিন পরে নেপোলিয়ান বন্ধুমণ্ডলীকে এই কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, “জানি না, আমার জর্ম্মান্-ভাষার শিক্ষক মহাশয় পরে আমার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া তাঁহার অভিজ্ঞতায় কেমন আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।”

ব্রায়েনের প্রত্যেক ছাত্রকে কর্তৃপক্ষ এক এক খণ্ড ভূমি দান করিতেন; ছাত্রগণ ইচ্ছামত এই ভূমি কর্ষণ করিত। যদি ঔদাস্যক্রমে কেহ সেই ভূমিখণ্ডে হস্তার্পণ না করিত, তাহাতেও কোন কথা ছিল না। যাহা হউক, ব্রায়েনের এই নিয়ম অনুসারে নেপোলিয়ানও এক খণ্ড ভূমি লাভ করিয়াছিলেন; এই ভূমিখণ্ডকে তিনি একটি অতি নয়নরঞ্জন উদ্যানে পরিণত করেন; যাহাতে কেহ উদ্যানে সহজে প্রবেশ করিতে না পারে, সে জন্য তিনি উচ্চ আইল দ্বারা তাহা পরিবেষ্টন পূর্ব্বক চারিদিকে ঘনসন্নিবিষ্ট-ভাবে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন। উদ্যানের মধ্যভাগে তিনি একটি সুন্দর লতাকুঞ্জ রচনা করিয়াছিলেন; সেই নির্জ্জন নিকুঞ্জে বসিয়া তিনি তাঁহার কর্শিকাস্থ গিরিগুহার অভাব মিটাইতেন। সেখানে তাঁহাকে বিরক্ত করিবার কেহ ছিল না, সুমধুর বিহঙ্গম-কূজন

ও বায়ুভরে লতাপত্রের সর্ সর্ কম্পনের সহিত হৃদয় মিশাইয়া গ্রন্থাধ্যয়নে তাঁহার অবসরকাল ক্ষেপণ করিতেন।

এই সময়ে সামরিক-গৌরব ভিন্ন অন্য প্রকার গৌরবের প্রতি ইউরোপের জনসাধারণের আস্থা ছিল না; অসিহস্তে যশের পথ পরিষ্কার করাই মনুষ্যজীবনের সারধর্ম্ম বলিয়া সকলের বিশ্বাস ছিল। রক্তপাত করিয়া যশস্বী হওয়া অপেক্ষা যে অন্য কোন মহত্তর উপায়ে গৌরবলাভ হইতে পারে, এ কথা কাহারও মনে স্থান পাইত না। শান্তিপ্রিয়তা কাপুরুষতা বলিয়া পরিচিত হইত, নির্ব্বিরোধী লোককে সাধারণে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছিল; জনসাধারণের ধারণা ছিল, যিনি অগ্নি ও অস্ত্রে নয়নানন্দদায়ক প্রমোদকানন পূতিগন্ধময় শ্মশানভূমিতে পরিণত করিতে পারেন, প্রাণাধিক প্রণয়ীর ক্রোড়বিচ্যুত প্রণয়িনীর হতাশ দীর্ঘশ্বাসে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ করিতে পারেন, যিনি অনাথা বিধবা ও পিতৃহীন শিশুর হাহাকারে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে সমর্থ এবং নররক্তে বিস্তীর্ণ জনপদের শত শত রাজপথ কর্দ্দমিত করিয়া পিশাচের ন্যায় নিষ্ঠুরতার পরিচয় প্রদান করিতে অকুণ্ঠিত, তিনিই বীর-পুরুষ। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ফরাসীদেশে আসিয়া এই শিক্ষাই লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে ফরাসী-রাজনৈতিক গগন নিবিড় মেঘজালে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল; ভল্টেয়ার, রুসো প্রভৃতির অগ্নিময় বক্তৃতামালা সাধারণকে শিখাইয়াছিল, যিশুখৃষ্টের ধর্ম্ম উপকথায় পরিপূর্ণ; জীবনের শেষে একদিন ঈশ্বরের মহাসিংহাসনের সম্মুখে মানবগণকে সমুপস্থিত হইয়া স্ব স্ব ফলভোগ করিতে হইবে, এ কথা তাহাদের অন্ধ কুসংস্কারমাত্র বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছিল। তাহারা মনে করিত, মৃত্যু অনন্তকালস্থায়ী নিদ্রামাত্র; জীবন উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যহীন, নিতান্ত অসার; পার্থিব দেহের সুখ-দুঃখের সহিত জীবনের সকল সুখ, সকল আশা, সকল কর্ম্মের অবসান হইবে।

ফরাসীগণ তখন খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-বিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্ধ জড়োপাসনাকে জীবনের অদ্বিতীয় অবলম্বনস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিল; তাহাদের ধর্ম্মভয়ও ছিল না, ঈশ্বরে বিশ্বাসও বিদূরিত হইয়াছিল। ভগবদ্ভক্তের যে সুপবিত্র হৃদয়-ভরা প্রার্থনা ধর্ম্মমন্দিরের কক্ষ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে বিধাতার উদ্দেশে প্রধাবিত হইত, ধর্ম্মমন্দিরের বাহিরে তাহার কিছুমাত্র প্রভাব লক্ষিত হইত না। এই ভয়ানক দূষিত শিক্ষার মধ্যে নেপোলিয়ানের কর্ম্মজীবন আরম্ভ হইয়াছিল। অপরের জীবনকে তিনি নিতান্ত তুচ্ছ মনে করিতেন, কিন্তু তাঁহার আত্মজীবন তাঁহার নিকট অন্যের জীবন অপেক্ষাও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইত। তিনি হাসিতে হাসিতে যে কোন মুহূর্ত্তে মৃত্যুমুখে জীবনপাত করিতে পারিতেন। জীবনে তাঁহার ঘৃণা ছিল না, ঘৃণা থাকিলে তিনি কখন বীরেন্দ্র-সমাজের বরণীয় দেবতারূপে বিরাজ করিতে পারিতেন না। তিনি জীবনকে অতি সন্তর্পণে রক্ষণীয় বলিয়া কোন দিন মনে করেন নাই। যেখানে তিনি অসঙ্কুচিতচিত্তে গমন করিতে পারিতেন না, সেখানে তিনি তাঁহার ক্ষুদ্রতম সৈনিককেও প্রেরণ করা যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করিতেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে শিক্ষায় মানুষকে পশুবৎ উন্মত্ত করিয়া তুলে, আত্মজীবনের পরিপূর্ণ সম্ভোগ ও পরিতৃপ্তিই যে শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য, সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও নেপোলিয়ান বোনাপার্ট কোন দিন উদার মনুষ্যত্ব হইতে বঞ্চিত হন নাই; সহস্র পরস্পর-বিরোধী মতের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়াও তিনি কর্ত্তব্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হন নাই; শত শত পাপ-প্রলোভনের মধ্যেও তিনি তাঁহার চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকের বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র মানবজীবনের বল্মীক-স্তূপের ঊর্দ্ধে তাঁহার মহিমময় জীবন সুনীল আকাশপথে হিমাচলের অভ্রভেদী শুভ্র কিরীটের ন্যায় অটলভাবে অবস্থান করিত। শৈশবে মাতার সুস্নিগ্ধ স্তনদুগ্ধের সহিত তিনি যে অমৃতময় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহাই ফরাসী-রাজ্যের এই দূষিত শিক্ষার প্রভাব হইতে তাঁহার কর্ম্মময় বীর-জীবনকে রক্ষা-কবচের ন্যায় রক্ষা করিয়াছিল।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের শীতকালে শীতের প্রতাপ অতি ভীষণভাব ধারণ করিয়াছিল। রাশি রাশি তুষারপাতে চতুর্দ্দিক্ এমন ভাবে আচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, ব্রায়েনের ছাত্রগণের পক্ষে গৃহের বাহির হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। নেপোলিয়ান তাঁহার বন্ধুগণের নিকট প্রস্তাব করিলেন, এই বিরক্তিকর সময় অতিবাহিত করিবার জন্য একটা আমোদের আয়োজন করা যাউক। তদনুসারে তিনি বরফ দ্বারা দুর্গ, পরিখা, সেতু প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইলেন। ইহাতে তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি, দূরদর্শিতা, বিজ্ঞান

ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় প্রগাঢ় জ্ঞানের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল; সকলে বুঝিয়াছিল, মানবজাতির পরিচালন-ক্ষমতা লইয়া নেপোলিয়ান পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; তিনি পরিচালিত হইবার জন্য আসেন নাই। ছাত্রগণ অসীম বিস্ময়ে তাঁহার আদেশ পালন করিতে লাগিল; ব্রায়েনের অধিবাসিগণ দলে দলে এই বরফ-নির্ম্মিত দুর্গ সন্দর্শনের জন্য সেখানে সমবেত হইতে লাগিল। দুর্গ-নির্ম্মাণ শেষ হইলে নেপোলিয়ান তাঁহাদের স্কুলের ছাত্রগণকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন;—এক দল দুর্গ রক্ষা করিতে নিযুক্ত হইল, অপর দল দুর্গ-বিজয়ের জন্য আদিষ্ট হইল। তিনি দুই দলকে সমানভাবে সাহায্য করিতে লাগিলেন। একবার এক দলকে দুর্গাক্রমণের কৌশল শিক্ষা দেন, আবার অপর দলের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগকে দুর্গ-রক্ষার উপায় বলিয়া আসেন। কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া এই দুর্গ-বিজয়ের অভিনয় চলিতে লাগিল; নিতান্ত অভিনয়ও নহে, কারণ, এই কৃত্রিম যুদ্ধে অনেককেই বিলক্ষণ আহত হইতে হইয়াছিল। যখন উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে-ছিল, বরফের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোলা আসিয়া সৈন্যমণ্ডলীকে ব্যতিবস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, সেই সময়ে একদিন তাঁহার অধীনস্থ একজন সৈনিকপুরুষ (অবশ্য বিদ্যালয়ের ছাত্র) তাঁহার কোন আদেশ-প্রতিপালনে অসম্মত হইল, নেপো-লিয়ান তৎক্ষণাৎ তাহাকে ভূতলশায়ী করিলেন এবং তাহার ললাটদেশ এমন ভাবে ক্ষত করিয়া দিলেন যে, সে ক্ষতচিহ্ন তাহার চিরজীবনের সঙ্গী হইয়া রহিল।

এই ক্ষুদ্র যুদ্ধাভিনয়ের অনেক দিন পরে যখন নেপো-লিয়ান প্রকৃতই রণরঙ্গে অঙ্গ ভাসাইয়াছিলেন, ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যের সিংহাসন লইয়া ক্রীড়াকন্দুকের ন্যায় যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেছিলেন, সমস্ত ইউরোপ যখন তাঁহার নামে সন্ত্রস্ত, সমস্ত পৃথিবী যখন তাঁহার বীরবিক্রমে পরিপূর্ণ, সেই সময়ে একদিন এই ক্ষতচিহ্নযুক্ত যুবক অর্দ্ধ-পৃথিবীর সম্রাট্ নেপোলিয়ানের সহিত সাক্ষাৎকামনায় তাঁহার প্রাসাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন; যুবকের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়; দারিদ্র্য ও বিবিধ প্রকার অভাবের নির্ম্মম নিষ্পেষণে তাঁহার দেহ ও মন বিচূর্ণিত। কোন রাজকর্ম্মচারী যুবকের আগমনবার্ত্তা সম্রাট্-সমীপে বিজ্ঞাপিত করিলে সম্রাট্ বলিলেন, "যুবকের নাম তাঁহার মনে পড়ে না, তবে তিনি যখন সম্রাটের সহপাঠী বলিয়া জানাইয়াছেন, তখন তাঁহাকে এমন কোন ব্যবহারের উল্লেখ করিতে হইবে, যাহাতে সম্রাট্ তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারেন।" রাজ-কর্ম্মচারী সম্রাট্কে অভিবাদন করিয়া দ্বিতীয়বার বলিলেন, "হুজুর, এই যুবকের কপালে একটা ক্ষতচিহ্ন আছে; যুবক বলিলেন, ইহা আপনার স্বহস্তের কীর্ত্তি।"

নেপোলিয়ান সহাস্যে বলিলেন, "হাঁ, মনে পড়িয়াছে, বরফের গোলা মারিয়া তাঁহার কপাল ফাটাইয়া দিয়া-ছিলাম। যুবককে প্রবেশ করিতে দাও।"

যুবক নেপোলিয়ানের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি পরম সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার সকল প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন।

১৭৭৯ হইতে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসর কাল নেপোলিয়ান ব্রায়েনের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। দীর্ঘ অবকাশের সময় তিনি কর্শিকায় উপস্থিত হইয়া অবসরকাল অতিবাহিত করিতেন। কর্শিকার প্রতি তিনি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন; স্বদেশের পর্ব্বত ও উপত্যকার উপর সুদীর্ঘকাল ভ্রমণ করিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন; কৃষকের কুটীরে শৈত্যনিবারক অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া কৃষকগণের মুখে তাহাদিগের সুখদুঃখের নানা প্রকার গল্প শ্রবণ করিতেন। নেপোলিয়ান তাঁহার পিতৃবন্ধু, কর্শিকার সুসন্তান, বীরপ্রবর পায়োলির অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। ব্রায়েনে অবস্থানকালে স্কুলের অধ্যক্ষ মধ্যে মধ্যে ছাত্রগণকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিতেন; একদিন নেপোলিয়ানের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল; সে দিন কোন কোন শিক্ষকও নিমন্ত্রিত হইয়া-ছিলেন। একজন শিক্ষক স্বেচ্ছাক্রমে পায়োলির নিন্দা আরম্ভ করিলেন; তিনি জানিতেন, নেপোলিয়ান সেই স্বদেশহিতৈষী বীরকে কত ভক্তি করিতেন, কিন্তু নেপোলি-য়ানকে বিরক্ত করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। নেপোলিয়ান পায়োলির প্রতি শিক্ষকের অবজ্ঞাপূর্ণ মন্তব্য শ্রবণ করিয়া সতেজে অবজ্ঞাভরে বলিলেন, "মহাশয়, মনে রাখিবেন, পায়োলি একজন মহাপুরুষ ছিলেন; তিনি তাঁহার স্বদেশকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন; আমার বাবা ফ্রান্সের সহিত কর্শিকাকে শৃঙ্খলিত করিবার সপক্ষে মত প্রদান করিয়াছিলেন, এ জন্য আমি তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারিলাম না, তিনি পায়োলির দুর্ভাগ্যের অনুসরণ করিয়া

তাঁহার সহিত সমরক্ষেত্রে দেহপাত করিলেই তাঁহার উপযুক্ত কার্য্য করা হইত।"

সেই দিন সন্ধ্যাকালে পদোচিত পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া নেপোলিয়ান অত্যন্ত প্রফুল্লমনে তাঁহার কোন বান্ধবীগৃহে উপস্থিত হইলেন। এই রমণীর নাম শ্রীমতী পারমন; সমস্ত প্যারীনগরে ইঁহার রূপগুণের খ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল এবং রাজ-পরিবারে ইঁহার যথেষ্ট সমাদর ছিল। নেপোলিয়ানের নারীসুলভ মুখ ও কোমল দেহ তাঁহার এই বীরবেশের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে নাই; বিশেষতঃ সে সময় সৈনিকদিগের ব্যবহৃত আজানু-সমুত্থিত বুট তাঁহার ক্ষীণ দেহে এমন অশোভন দেখাইতেছিল যে, শ্রীমতী পারমনের কনিষ্ঠা ভগিনী নেপোলিয়ানের বেশভূষা দেখিয়া হাসিয়াই আকুল হইলেন;—বলিলেন, তাঁহাকে "জুতার ভিতর বিড়ালের বাচ্চার মত দেখাইতেছে।" এই তুলনায় নেপোলিয়ান হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; রমণী-মুখের এ বিদ্রূপে নেপোলিয়ানের মনে যে কিছুমাত্র আঘাত লাগে নাই, এ কথা নিশ্চয়রূপে বলা যায় না; কিন্তু তিনি তাহা তাঁহার বন্ধুগণকে বুঝিতে দেন নাই, অধিকন্তু এই তুলনায় তাঁহার মনে কোন প্রকার বিকার জন্মে নাই, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য নেপোলিয়ান একখানি সুন্দর বাঁধান "জুতার ভিতর বিড়ালের বাচ্চা" (Puss in Boots) নামক শিশুপাঠ্য ইংরাজী পুস্তক সেই যুবতীকে একদিন উপহার প্রদান করিলেন।

ইহার কয়েক দিন পরে ভেলেন্স নামক স্থানে অশান্তির সূত্রপাত হওয়ায় নেপোলিয়ান তাঁহার রেজিমেণ্টের সহিত সেই স্থানে শান্তিস্থাপনার্থ যাত্রা করেন। অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে তাঁহার দেহ শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার মুখের রমণী-সুলভ লাবণ্য ও গঠন-পারিপাট্য প্রশংসনীয় ছিল। তাঁহার উন্নত ললাট ও অন্তর্ভেদী চক্ষুর্দ্বয় সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত; এমন কি, তাঁহাদের শ্রদ্ধাকর্ষণেও সমর্থ হইত। নেপোলিয়ান ভেলেন্সে আসিয়া একটি সম্ভ্রান্ত মহিলার বন্ধুত্ব লাভ করিয়াছিলেন. এই মহিলাটির নাম মাদাম ডি কলম্বিয়া। তাঁহার গৃহে নেপোলিয়ান অনেক সময়েই নিমন্ত্রিত হইতেন এবং সেখানেই তিনি সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত হইয়া উঠেন। মাদাম ডি কলম্বিয়ার একটি সুশীলা সুন্দরী কন্যা ছিলেন, তিনি নেপোলিয়ানের সমবয়স্কা। নেপোলিয়ানের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহৃদ্য স্থাপিত হইয়াছিল; তাঁহারা উভয়ে একত্র প্রায় প্রতিদিন প্রভাতে ও সায়ংকালে ভেলেন্সের চতুর্দ্দিকে বৃক্ষচ্ছায়া-সমাচ্ছন্ন পরিচ্ছন্ন পথে পরিভ্রমণ করিতেন।

কোন সময়ে নেপোলিয়ান তাঁহাদের এই প্রণয়-কাহিনীর প্রসঙ্গ উপলক্ষে বলিয়াছিলেন, "আমরা উভয়েই অতি নিরীহ প্রাণী ছিলাম; অল্পকালের জন্য প্রায়ই আমাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইত। এখনও মনে পড়ে, একদিন গ্রীষ্মকালের প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের সময় আমরা একত্র চেরী খাইতেছিলাম।" যাহা হউক, অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রণয়িযুগল বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন; তাহার পর দশ বৎসরের মধ্যে আর তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয় নাই। ফ্রান্সের সম্রাট্ হওয়ার পর নেপোলিয়ান এক সময়ে সহচর ও রাজ-কর্ম্মচারিবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া লিয়নস্ নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তৎকালে একদিন এই যুবতী বহুকষ্টে সম্রাটের সাক্ষাৎলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন; নেপোলিয়ান তখন আর নূতন সৈনিক পুরুষ নহেন, তিনি একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের সম্রাট্; আর যুবতীর তখন বিবাহ হইয়া গিয়াছে। প্রথম যৌবনের সে সুখ, আনন্দ, নিশ্চিন্তভাব আর নাই, ভাগ্য-চক্রের পরিবর্ত্তনে তখন তিনি সামান্য দরিদ্র-রমণী মাত্র; তাঁহার স্বামী একজন সহায়-সম্বলহীন, নিরুপায়, দরিদ্র যুবক। সম্রাট্ নেপোলিয়ান প্রথম যৌবনের সেই প্রেমময়ী সখীকে মুহূর্ত্তমধ্যে চিনিতে পারিলেন; তাঁহার সুখদুঃখের সমস্ত বিবরণ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিলেন এবং তাঁহার নিরুপায় স্বামীকে একটি উপযুক্ত রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে সম্রাট্-ভগিনীর সখীপদে নিযুক্ত করিলেন। সম্রাটের অনুগ্রহে একটি দরিদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবার এইরূপে দুঃসহ দারিদ্র্যযন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিল।

ভেলেন্স হইতে নেপোলিয়ানকে লিয়ন্সে যাত্রা করিতে হইল। সেখানে বিদ্রোহ-ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল; নেপোলিয়ান এ সময়ে যে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, সেই কর্ম্মে বেতন বড় অধিক ছিল না। তাঁহার বয়স তখন সপ্তদশ বৎসর মাত্র, তাঁহার বিধবা মাতা ছয়টি নাবালক পুত্র-কন্যা লইয়া অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। তিনি যে পুত্রের ব্যয়ভারে কোন প্রকার সাহায্য করিবেন, এ

সম্ভাবনা ছিল না, সুতরাং অর্থাভাবে নেপোলিয়ানকে অত্যন্ত মনঃকষ্টে কালযাপন করিতে হইত। এই তেজস্বী যুবকের প্রথম যৌবনে এই প্রকার অর্থাভাব তাঁহার মনের শান্তি নষ্ট করিয়া ফেলিল। কিন্তু তিনি হতাশ হন নাই; স্বকীয় ক্ষমতা ও প্রতিভার প্রতি তাঁহার পূর্ণ-বিশ্বাস ছিল। তিনি জানিতেন, এই দুঃখ-অমানিশার পর একদিন উজ্জ্বল প্রভাত তাঁহার ভাগ্যগগন উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবে। তাঁহার সহযোগী কর্ম্মচারিগণ আনন্দ-পূর্ণহৃদয়ে প্রতিদিন সহস্র প্রকার প্রমোদানুষ্ঠানে রত হইতেন, কিন্তু নেপোলিয়ান অতি সাবধানতার সহিত তাঁহাদের সংস্রব হইতে দূরে রহিতেন। তিনি নিজের পাঠাগারে বসিয়া অনন্যমনে সুন্দর সুন্দর পুস্তক-পাঠে মনের অশান্তি ও চিত্তক্ষোভ বিদূরিত করিতেন। এইরূপে কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিয়াও তাঁহার অধ্যয়ন-লিপ্সা একদিনের জন্যও মন্দীভূত হয় নাই।

কর্শিকা-বিজয়ের পর পায়োলি ইংলণ্ডে পলায়ন করেন। কিন্তু অবশেষে তাঁহাকে কর্শিকায় প্রত্যাগমনের অনুমতি দান করা হইয়াছিল।

পায়োলি বন্ধুপুত্র নেপোলিয়ানকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, উভয়ের বয়সের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান থাকিলেও উভয়ের মধ্যে একটি সুমধুর সখ্যবন্ধন ছিল। পায়োলি মুষ্টিমেয় কর্শিক-সেনা লইয়া কিরূপে শতগুণ ফরাসী সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য তাঁহারা কত নিদ্রাহীন রাত্রি গিরি-প্রান্তে অতিবাহিত করিয়াছেন, মস্তকের উপর দিয়া কত বিপদের স্রোত বহিয়া গিয়াছে, যুবক কর্শীয় বীরকে বৃদ্ধ কর্শীয় বীর দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহারই গল্প বলিতেন। শান্ত সন্ধ্যা ধীরে ধীরে তাঁহাদিগের চতুর্দ্দিকে অন্ধকারের গাঢ় যবনিকা বিস্তার করিত, আকাশে শত শত হীরকের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিত এবং অদূরবর্ত্তী সমুদ্রবক্ষে মুক্ত সমীরণ-চুম্বিত উর্ম্মিমালার অশ্রান্ত কলতান সেই বীরযুগলের শ্রবণপথে জীবভারাকুল অধীর বিশ্বের অর্থহীন রহস্য-কল্লোল বহিয়া আনিত। নেপোলিয়ান পায়োলির মনে এমন প্রভাব স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে, একদিন পায়োলি আবেগের সহিত সেই যুবক বীরকে বলিয়াছিলেন, "নেপোলিয়ান, আধুনিক কালে তোমার তুলনা মিলে না, তুমি প্লু টার্কের বীরগণের সমকক্ষ।"

নেপোলিয়ানের আত্মসম্মান ও কর্ত্তব্যজ্ঞান অত্যন্ত প্রখর ছিল। ব্রায়েনে অধ্যয়নকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকগণের তিনি প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন; অপেক্ষাকৃত বয়স্ক বালকগণের অত্যাচার হইতে তিনি তাহাদিগকে সযত্নে রক্ষা করিতেন। এই সময়ে ফ্রান্সের সম্ভ্রান্ত-সমাজের উপর নেপোলিয়ান আন্তরিক বিরক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের আভিজাত্যের অহঙ্কার তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। পরবর্ত্তী জীবনে যখন অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ নেপোলিয়ানকে তাঁহার জামাতারূপে লাভ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তখন তাঁহার দেশের অনেক সুপণ্ডিত ব্যক্তি নেপোলিয়ানের বংশমর্য্যাদা আবিষ্কারের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই বিবাহে নেপোলিয়ানের অনিচ্ছা না থাকিলেও তিনি যখন শুনিলেন, কোন উচ্চবংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছে,—এ কথা প্রমাণ করা বিবাহের জন্য একান্ত আবশ্যক, তখন তিনি তেজের সহিত উত্তর করিলেন, "ইতালীর কোন যথেচ্ছাচারী ভূস্বামীর বংশোদ্ভব হওয়া অপেক্ষা কোন সাধু ব্যক্তির বংশধর বলিয়া আপনার পরিচয় দেওয়া আমি অধিক শ্লাঘার বিষয় মনে করি; আমার বংশগৌরব আমার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সমস্ত ফরাসীজাতি উপযুক্ত উপাধি দ্বারা আমাকে বিভূষিত করিবে; আমার বংশের আমিই রডল্ফ। (অষ্ট্রীয়রাজ বংশের আদিপুরুষ) এবং আমার কৌলীন্য মন্তেনেতোর যুদ্ধবাসরে আমার করতলগত হইয়াছে।" তথাপি নেপোলিয়ান বংশমর্য্যাদার প্রতি নিতান্ত উদাসীন ছিলেন না; সাধারণের হৃদয়ের উপর আভিজাত্যের প্রভাব তিনি অনুভব করিতে পারিতেন, তাঁহার জীবনে এই পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বিভাবের প্রবল সংঘর্ষণের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ফরাসীদেশে অনেক কার্য্যদক্ষ বিশ্বস্ত সেনানীকে তিনি তাঁহাদের বংশমর্য্যাদানুসারেই মার্শেল, সেনাপতি প্রভৃতির উচ্চপদ প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সুন্দরী বিশ্বস্তা পত্নী জোসেফিনের সহিত পরিণয়বন্ধন ছেদন করিয়া সিজারবংশীয়া একটি বালিকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

নেপোলিয়ানের গৌরবময় কর্ম্মজীবনের অবসানকালে, যখন সমস্ত ইউরোপ সশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেন, তখন বিপদের সেই অকূল সমুদ্রে ভাসমান অবস্থাতেও একদিন তিনি তাঁহার অতীত স্মৃতিচিহ্নগুলি

সন্দর্শন করিতেছিলেন; প্রথম যৌবনে বরফের দুর্গে তিনি যে সেনাপতিত্বের অভিনয় সন্দর্শন করিয়াছিলেন, সেই কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। জীবনের দুর্দ্দিনে অতীত সুখের স্মৃতি বড় সুমধুর; তিনি স্থান-কাল বিস্মৃত হইয়া পূর্ব্বকথা ভাবিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার একটি রমণীর কথা মনে পড়িল, এই রমণী তাঁহাদের স্কুলের দ্বারবানের স্ত্রী; তাঁহাদের নিকট ফল, রুটী প্রভৃতি খাদ্য-সামগ্রী বিক্রয় করিত। সেই স্ত্রীলোকটি তখন বৃদ্ধা হইয়াছিল, কিন্তু তখনও সে স্থান পরিবর্ত্তন করে নাই। নেপোলিয়ান ধীরে ধীরে সেই রমণীর সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং স্ত্রীলোকটিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ বাছা, এই স্কুলে অনেক দিন একটি ছেলে লেখা-পড়া করিত, তাহার নাম বোনাপার্ট, তাহার কথা তোমার মনে পড়ে কি?"

বৃদ্ধা মাথা নাড়িয়া বলিল, "হাঁ, বেশ মনে পড়ে।"

"সে তোমার কাছে যে সকল জিনিস কিনিত, তাহার সমস্ত দাম তোমাকে মিটাইয়া দিত কি?"

বৃদ্ধা বলিল, "সে বড় ভাল ছেলে ছিল গো। আমার এক পয়সা সে বাকি রাখিত না, তা ছাড়া অন্য ছেলেদের কাছে আমার কিছু পাওনা থাকিলে তাহাও আদায় করিয়া দিত।"

নেপোলিয়ান বলিলেন, "তুমি বুড়া হইয়াছ, সকল কথা হয় ত তোমার মনে নাই; হয় ত এখনও তাহার কাছে তোমার দু চার পয়সা পাওনা আছে; এই টাকার তোড়া তোমাকে দান করিলাম, আমার দীর্ঘকালের কোন ঋণ থাকিলে ইহা দ্বারা তাহা পরিশোধিত হইবে।"

নেপোলিয়ানের চরিত্রে এই একটি অতি মহৎ গুণ দেখা যাইত যে, তিনি বাল্যকালে বা যৌবনে কোন প্রকারে একবার যাহাদের সংস্রবে আসিয়াছিলেন, মধ্য-জীবনে মহাগৌরবের দিনেও তিনি তাহাদের কথা স্মরণ করিতে পারিতেন। নেপোলিয়ানের হস্তাক্ষর অত্যন্ত কদর্য্য ছিল। ব্রায়েনের বিদ্যালয়ে যে ব্যক্তি হস্তাক্ষরের শিক্ষক ছিলেন, তিনি নেপোলিয়ানের হস্তাক্ষরের উন্নতি-বিষয়ে হতাশ হইয়া পড়িলেন; ছাত্রের কোন উপকার করাই তাঁহার সাধ্য ছিল না। দীর্ঘকাল পরে নেপোলিয়ান একদিন সেন্ট ক্লাউডের মন্ত্রভবনে প্রিয়তমা জোসেফিনের সহিত একত্র উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে একটি জীর্ণবস্ত্রপরিহিত দরিদ্র বৃদ্ধ তাঁহার সম্মুখে নীত হইলেন। ইনি ব্রায়েনের সেই হস্তাক্ষর-শিক্ষক; শিক্ষক মহাশয় নেপোলিয়ানের সম্মুখে আসিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বার্ষিক বৃত্তির জন্য প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট্ নেপোলিয়ান বৃদ্ধকে লইয়া একটু কৌতুক করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলেন না; তিনি কৃত্রিম ক্রোধভরে বলিলেন, "আপনি? আপনি আমার বাল্যকালে হস্তাক্ষরের শিক্ষক ছিলেন? কি অনিন্দনীয় হস্তাক্ষরই শিখাইয়াছিলেন! ঐ জোসেফিন্ ওখানে বসিয়া আছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন, আমার হস্তাক্ষর সম্বন্ধে তাঁহার কি মত?"

সাম্রাজ্ঞী জোসেফিন্ ভুবনমোহন হাস্যে সম্রাটের হৃদয় উৎফুল্ল করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনি আশ্বস্ত হউন, এই হস্তাক্ষরই আমার নিকট পরম প্রীতিকর।" শুনিয়া সম্রাট্ও হাসিয়া উঠিলেন, বৃদ্ধ মাষ্টারের পেন্সন মঞ্জুর হইয়া গেল।

সুখ-সৌভাগ্যের দিনে রাজকার্য্যে সর্ব্বদা পরিব্যাপ্ত থাকিয়াও সম্রাট্ নেপোলিয়ান তাঁহার শৈশবের ধাত্রী কর্শিকাবাসিনী একটি দরিদ্রা রমণীকে বিস্মৃত হন নাই, তিনি তাহার জন্য বার্ষিক সহস্র ফ্রাঙ্ক পেন্সনের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। অতি বৃদ্ধবয়সেও ধাত্রী তাহার পুত্রবৎ স্নেহভাজন নেপোলিয়ানকে সন্দর্শন করিবার জন্য প্যারী নগরীতে উপস্থিত হইয়াছিল। নেপোলিয়ানের অসাধারণ উন্নতি ও গৌরবে সেই বিধবার স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে আর আনন্দ রাখিবার স্থান ছিল না। ধাত্রী সম্রাট্-সদনে উপস্থিত হইলে, কৃতজ্ঞ নেপোলিয়ান অত্যন্ত দয়ার সহিত তাহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার পর পেন্সনের পরিমাণ দ্বিগুণিত করিয়া তাহাকে স্বদেশে প্রেরণ করিলেন।

প্যারী নগরীর সৈনিক-বিদ্যালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক নেপোলিয়ান দেখিলেন, ছাত্রগণের মধ্যে বিলাস-স্রোত খরবেগে প্রবাহিত; সম্ভ্রান্তব্যক্তির বংশধরগণ সর্ব্বপ্রকার পাপে অভ্যস্ত হইয়া সেখানে বিরাজ করিতেছে; প্রত্যেক ছাত্রের অশ্বের জন্য একজন করিয়া সহিস নিযুক্ত আছে; তদ্ভিন্ন তিন শত ছাত্রের জুতা ব্রসের জন্য, অস্ত্রশস্ত্রে শাণ দিবার নিমিত্ত এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় অনুজ্ঞা-পালনের জন্য বিভিন্ন ভৃত্যের ব্যবস্থা রহিয়াছে। তাহাদের শয়নের

বন্দোবস্ত অত্যন্ত জমকালো; আহারের আয়োজন এক একটি নবাবের ভোজনব্যাপারের মত; ছাত্রগণের সুখের, আরামের ও স্বাধীনতার সীমা ছিল না।

এই প্রকার নবাবীকাণ্ড দেখিয়া নেপোলিয়ান মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে যাহারা কঠোর পরিশ্রমে দেশের কার্য্য-সংসাধন করিবে, তাহাদের শিক্ষা কখন এমন বিলাসপূর্ণ বা আরামদায়ক হওয়া কর্ত্তব্য নহে। তিনি দেশের শাসন-কর্ত্তার নিকট এই সকল কদাচারের প্রতিবাদ করিয়া একখানি আবেদন-পত্র প্রেরণ করিলেন। তিনি লিখিলেন, ছাত্রগণের স্বহস্তে স্ব স্ব অশ্বের পরিচর্য্যা করা কর্ত্তব্য; তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কৃত করা এবং নিজের আবশ্যকীয় সকল কার্য্য সম্পন্ন করা উচিত; ইহাতে তাহাদিগকে ভবিষ্যতের কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে পরিচালিত হইবার উপযুক্ত সামর্থ্য ও রুচি প্রদান করিবে। এই পত্রে নেপোলিয়ানের অদম্য সাহস, স্পষ্টবাদিতা, সুদৃঢ় ভবিষ্যৎজ্ঞান এবং সেনানীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অভ্রান্ত যুক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

এই সময়ে নেপোলিয়ান মার্শেলিস নগরে কোন সাধারণ উৎসব উপলক্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন; উৎসব-প্রাঙ্গণে অনেকগুলি যুবক-যুবতীর নৃত্যানন্দ উপভোগ করিতেছিলেন; নেপোলিয়ানকে এই আনন্দে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করা হইল; কিন্তু তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, "নাচিয়া-গাহিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিয়া বেড়াইলে কখন মানুষ হওয়া যায় না।"—নেপোলিয়ান তাঁহার জীবনে কোন দিন এই প্রকার উদ্দেশ্যহীন হেয় আমোদে মগ্ন হন নাই। সাধারণ স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধে তাঁহার উচ্চ ধারণা ছিল না এবং স্ত্রীপুরুষ যে কেবল আমোদ-প্রমোদেই মত্ত হইয়া থাকে, এরূপ তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না; তাঁহার সুশিক্ষিত হৃদয়-রাজ্যের কল্যাণ ও বিবিধ মানবোচিত চিন্তায় সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিত। বিলিয়ার্ড কিংবা তাস-খেলায় তিনি জীবনের এক মুহূর্ত্তও অপব্যয় করিবার অবসর পান নাই। জীবনে কোন দিন তিনি "রসিক পুরুষ" নামে অভিহিত হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন নাই।

ছাত্রাবস্থায় একদিন গণিতের এক অতি দুরূহ সমাধান-সম্পাদনের জন্য নেপোলিয়ান এক গৃহে পূর্ণ তিন দিন কাল একাকী ক্ষেপণ করিয়াছিলেন। কার্য্য শেষ করিয়া তিনি গৃহের বাহির হন। শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে তাঁহার যে অসাধারণ শক্তি ছিল, তাহাই তাঁহার জীবন এরূপ গৌরবান্বিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বিপুল পদগৌরব লাভ করিয়াও ভ্রান্তিবশে অথবা ঐশ্বর্য্যমদে কোন দিন তাঁহার পদস্খলন হয় নাই। পৃথিবীতে আর কোন মহাপুরুষকে সিদ্ধির সুচির-প্রার্থিত কনক-মন্দিরে প্রবেশলাভ করিবার জন্য নেপোলিয়ান অপেক্ষা কঠোরতর সাধনা করিতে হয় নাই; উপযুক্ত শিক্ষা ও কঠোর সংযমকে আর কেহ জীবনযুদ্ধের দুর্ভেদ্য বর্ম্মরূপে ব্যবহার করেন নাই। পাঠে, পরিশ্রমে ও কোন নূতন বিদ্যা-শিক্ষায় তাঁহার কি অসামান্য অনুরাগ ও একাগ্রতা লক্ষিত হইত! কত নিদ্রাহীন রাত্রি তিনি সুকঠোর পরিশ্রমে অক্লান্তভাবে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি অসাধারণ ছিলেন, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, তর্কে, বাগ্মিতাতেও তাঁহার তুলনা মিলিত না।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমকালে নেপোলিয়ানকে সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত হইবার জন্য পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল; এই পরীক্ষায় তিনি অতি সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; ইতিহাসের প্রশ্নগুলির উত্তর এত সুন্দর হইয়াছিল যে, পরীক্ষক অধ্যাপক মুসো কেরুলায়ন নেপোলিয়ানের স্বাক্ষরের সন্নিকটে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন,—"এই যুবক, চরিত্রে ও বংশে কর্শিকা-দ্বীপবাসী; সৌভাগ্য প্রসন্ন হইলে সে পৃথিবীতে খ্যাতি লাভ করিবে।" এই অধ্যাপক তাঁহার গুণবান্ ছাত্র নেপোলিয়ানের প্রতি অতিশয় অনুকূল ছিলেন; তিনি তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিতেন, মনের যত কিছু অভিলাষ, সকল কথা বিশেষ আনন্দের সহিত শ্রবণ করিতেন; নেপোলিয়ানও তাঁহার সৌভাগ্যের দিনে এই গুণমুগ্ধ শিক্ষককে ভুলিতে পারেন নাই। অধ্যাপকের মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার বিধবার যাবজ্জীবনের জন্য উপযুক্ত ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, আমরা এই প্রসঙ্গের প্রথমে নেপোলিয়ানের যে পরীক্ষার উল্লেখ করিয়াছি, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি এক গোলন্দাজ সৈন্যদলে দ্বিতীয় লেফ্‌টনান্টের পদ লাভ করেন। এইরূপে প্রথমেই একজন কর্ম্মচারীর পদ লাভ করিয়া নেপোলিয়ানের মনে আনন্দের আর সীমা রহিল না; ষোড়শবর্ষীয় বালকের পক্ষে একটি সৈন্যদলের

লেফ্‌টনাণ্ট হওয়া বিশেষ সৌভাগ্যের কথা এবং অতি অল্প লোকেরই এরূপ সৌভাগ্যলাভ হইয়া থাকে।

লিয়ন্সে অবস্থানকালে একে ত তাঁহার আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল ছিল, তাহার উপর সেই বান্ধববর্জ্জিত বিদেশে তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন; অতি কষ্টে ও যন্ত্রণায় তাঁহার দিনপাত হইতে লাগিল। এই সময় জেনিভার একটি সদাশয়া মহিলা এই স্থানে কয়েকজন বন্ধু-সন্দর্শনে আসিয়াছিলেন। তিনি একদিন শুনিতে পাইলেন, হোটেলে একটি অসহায় সৈনিক যুবক পীড়িত হইয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন এবং তাঁহার অবস্থা অতি শোচনীয়। এই সংবাদ পাইয়া সেই দয়াবতী মনস্বিনী নারীর হৃদয় করুণা-রসে প্লাবিত হইয়া গেল; তিনি অবিলম্বে নেপোলিয়ানকে দেখিবার জন্য তাঁহার রোগ-শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন এবং নেপোলিয়ানের সরল সুন্দর মুখ দেখিয়া সেই যুবক বীরের প্রতি তাঁহার হৃদয় এরূপ আকৃষ্ট হইল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ নেপোলিয়ানের শুশ্রূষাকার্য্যে আত্মসমর্পণ করিলেন; নেপোলিয়ান যত দিন সম্পূর্ণ সুস্থ না হইলেন, তত দিন পর্য্যন্ত এই রমণী স্নেহময়ী মাতার ন্যায় সতর্কতা ও যত্নের সহিত প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিলেন; তাঁহার সেই অক্লান্ত আন্তরিক শুশ্রূষাতেই নেপোলিয়ান অল্পকাল-মধ্যে আরোগ্যলাভ করিয়া তাঁহার রেজিমেণ্টে যোগদান করিলেন।

এই ঘটনার দীর্ঘকাল পরে যখন নেপোলিয়ান ফ্রান্সের সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত, সেই সময়ে একদিন তিনি উল্লিখিত পরোপকারিণী রমণীর নিকট হইতে অভিনন্দন-পত্র প্রাপ্ত হইলেন; সেই পত্রে রমণী নিজের দুরবস্থার কথাও তাঁহার গোচর করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ান পত্র-পাঠ-মাত্র তাহার উত্তর পাঠাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে রমণীর সাহায্যার্থ দশ সহস্র ফ্রাঙ্ক পাঠাইয়া দিলেন। কৃতজ্ঞতা-প্রকাশে নেপোলিয়ান কোন দিন কৃপণতা করেন নাই; অন্যান্য সদ্‌গুণের সহিত এই মহদ্‌গুণ সম্মিলিত হইয়া নেপোলিয়ানের চরিত্র দেবত্ব-পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল।

নেপোলিয়ান যখন নবীন যুবক, সেই সময় লিয়ন্সের বিদ্বৎসমাজ হইতে একটি রচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়; রচনার বিষয় ছিল,—"মনুষ্যের প্রকৃত সুখের উপাদান।" নেপোলিয়ান এই রচনায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হন। নেপোলিয়ান সম্রাট্ হইবার পর এ রচনার কথা তাঁহার স্মরণ ছিল না, কিন্তু মন্ত্রী ট্যালিরান্ড এ কথা জানিতেন; তিনি সম্রাটের প্রীতিভাজন হইবার মানসে অথবা তাঁহাকে সহসা বিস্মিত করিবার অভিপ্রায়ে লিয়ন্সে একজন রাজ-কর্ম্মচারী প্রেরণ করিয়া সেই রচনার পাণ্ডুলিপি আনাইয়া লন এবং সম্রাটের অবসরকালে তাহা তাঁহার হস্তে প্রদানপূর্ব্বক সহাস্যে বলেন, "সম্রাট কি লেখককে চেনেন?" দীর্ঘকাল পরে সম্রাট্ প্রথম যৌবনের সেই হস্তাক্ষর দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন; ব্যাপারটি আদ্যোপান্ত তাঁহার মনে পড়িয়া গেল; তিনি লজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই পাণ্ডুলিপি অগ্নিশিখায় প্রদান করিলেন, তাঁহার বাল্যরচনাবলী দেখিতে দেখিতে ভস্মীভূত হইয়া গেল। মন্ত্রিবর কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরূপ করিবার কারণ কি?" নেপোলিয়ান মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ও ছেলে-বয়সের কেবল কল্পনার মায়াচিত্র। কত অসম্ভব কথা উহাতে লিখিয়াছিলাম!"—নেপোলিয়ানের ইতিহাসানুরাগ অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি কর্শিকার একখানি অতি সুন্দর ইতি-বৃত্ত-প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। ইহা সম্পূর্ণ হইলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বীরের ঐতিহাসিক জ্ঞান ও গবেষণার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইত; কিন্তু পুস্তকখানি সম্পূর্ণতা লাভ করিবার পূর্ব্বেই লেখক মসীপাত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিষ্কোষিত অসিহস্তে বিশাল রণসাগরে তাঁহার বীর-জীবন ভাসাইয়াছিলেন।

এই সময়ে রাজকীয় ও সার্ব্বজনিক এই দুইটি বিভিন্ন দল ফরাসীদেশে শাসনশক্তি-লাভের জন্য বিষম বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। নেপোলিয়ান সার্ব্বজনিক সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকরূপে দণ্ডায়মান হইলেন; অন্যদলের অধিনায়কগণ অধিকাংশই ফরাসীদেশের আভিজাতবংশের সন্তান, সুতরাং নেপোলিয়ান সার্ব্বজনিক সম্প্রদায়ের অন্যতম অধিনেতার পদগ্রহণ করায় অনেকেরই অপ্রিয় হইয়াছিলেন; অনেকে তাঁহাকে উদ্ধত, ক্ষমতাপ্রিয় ও দাম্ভিক বলিয়া মনে করিতে লাগিল। কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে ভাল করিয়া জানিতেন, নেপোলিয়ানের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় নাই; এমন কি, অনেক আলস্যপ্রিয় ব্যক্তি

নেপোলিয়ানের অসামাজিকতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলেও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। নেপোলিয়ান একবার যাহার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছেন, সে কখন তাঁহাকে হৃদয় হইতে বিদূরিত করিতে পারে নাই।

একবার ঘটনাক্রমে নেপোলিয়ানকে কিছুদিন অক্সোনি নামক স্থানে এক নাপিতের গৃহে কাল কাটাইতে হয়। নেপোলিয়ানের রূপ ও নবীন বয়স দেখিয়া নরসুন্দর-বনিতার মন মোহিত হইয়া গেল; তাহার ইচ্ছা, নেপোলিয়ান সর্ব্বদা তাহার সহিত রসিকতা ও হাস্য-পরিহাসে কালক্ষেপণ করেন। নাপিতানী সুরসিকা ও সুরূপা ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার সাহচর্য্য অপেক্ষা ইতিহাস ও গণিতের প্রতিই নেপোলিয়ান অধিক অনুরক্ত ছিলেন, সুতরাং কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি নাপিত-বধূর চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিলেন। ইহার কিছু দিন পরে যখন নেপোলিয়ান সমগ্র ইতালীয় সৈন্যের পরিচালনভার লাভ করিয়া প্রধান সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময় ঘটনাক্রমে তাঁহাকে একদিন অক্সোনির ভিতর দিয়া বিভিন্ন স্থানে যাইতে হইয়াছিল; নেপোলিয়ান সেই নাপিতের দোকানের কাছে আসিয়া দেখিলেন, নাপিতানী দোকানে বসিয়া আছে। তিনি তাহার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া নাপিতানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"কেমন গো, কিছু দিন আগে বোনাপার্ট নামে এক ছোকরা তোমাদের এখানে বাস করিত; তাহার কথা তোমার কিছু মনে আছে কি?"—নাপিতানী বিরক্তির সহিত বলিল, "তার কথা আর তুলো না বাছা! বেহদ্দ বেরসিক, না জান্‌তো নাচতে, না জান্‌তো গাইতে, না গল্পগুজবে মজ্‌বুদ, লোকের সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত কইত না,কেবল কেতাব আর কেতাব; কেতাবই তার যথাসর্ব্বস্ব ছিল।" নেপোলিয়ান বলিলেন,"বাছা, তুমি তাহাকে যেমন ভাবে চলিতে দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলে, সে যদি সেই ভাবেই চলিত, তবে আজ সে ইতালীর প্রধান সেনাপতি হইতে পারিত না; আমিই সেই নেপোলিয়ান বোনাপার্ট।"

১৭৯১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে নেপোলিয়ান কিছু দিনের অবকাশ লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, এই সময় তিনি প্রথম লেফ্‌টনান্টের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। সুদূর প্রবাসে দীর্ঘকাল সামরিক বিভাগের কার্য্যে নেপোলিয়ান পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন; কয়েক মাসের জন্য তিনি পল্লী-জীবনের নিরুপম মাধুর্য্য উপভোগ করিতে সমর্থ হইলেন। এই সময়ে তাঁহার সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য হইল, পাঠ। তিনি নির্জ্জন-পাঠের জন্য স্থান মনোনীত করিয়া লইলেন,—এই সময় তিনি প্রায় কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না এবং নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কোথাও যাইতেন না। ভবিষ্যতে যে কঠোর-সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেই সাধনা অবলম্বনপূর্ব্বক তিনি দিবারাত্রি অক্লান্ত-ভাবে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন; কোন দেবী যেন তাঁহার অলক্ষ্যে থাকিয়া তাঁহাকে ক্রমাগত অগ্রসর হইবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন এবং সেই অশব্দ, অশ্রুত, বিদ্যুতের ন্যায় নিত্য স্পন্দমান আদেশবাণীকে দৈববাণীরূপে গ্রহণ করিয়া নেপোলিয়ান সংসারের সর্ব্বপ্রকার প্রমোদ-প্রলোভন তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন। অর্দ্ধ-ইউরোপের সম্রাট্-জীবন এইরূপ প্রাণপণ চেষ্টায় গঠিত ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

একদিন হেমন্তের মেঘমুক্ত ঊষায়, যখন তরুণ অরুণ শতবর্ণে গগনপথ সুরঞ্জিত করিয়া ধরাতলে তাঁহার মহিমাচ্ছটা বিকীর্ণ করিতেছিলেন,সেই সময়ে সমুদ্রোপকূলে একাকী চিন্তাকুল-চিত্তে পাদচারণ করিতে করিতে নেপোলিয়ানের সহিত তাঁহার কোন বাল্যবন্ধুর সাক্ষাৎ হইল। এই বন্ধু নেপোলিয়ানের নির্জ্জনপ্রিয়তা ও অসামাজিকতার জন্য কিছু অনুযোগ করিলেন এবং অন্ততঃ মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। নেপোলিয়ান হাসিয়া বলিলেন, "বন্ধু, সেই ভাল, চল, কা'ল এই উপসাগরের অপর-পারস্থ উপকূলের উচ্চতার পরিমাণ করিয়া আসি।" নেপোলিয়ান এই কার্য্যে এমন গভীর মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বন্ধু তাঁহার সাহচর্য্য ত্যাগ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন; কিন্তু নেপোলিয়ানের কোন চিন্তা নাই, ক্ষুধাতৃষ্ণা নাই, উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্রে তরণীমাত্র আশ্রয় করিয়া যে জীবন বিপন্ন হইতে পারে,তদ্বিষয়েও ভ্রূক্ষেপ নাই। যে কার্য্যভার তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই সম্পাদন করা তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য; সে জন্য তিনি জীবন পর্য্যন্ত দান করিতে প্রস্তুত। এই একাগ্র কর্ম্মানুরাগ,এই অসাধারণ ত্যাগ-স্বীকারের স্পৃহা নেপোলিয়ানকে জগতে অমর করিয়াছে। প্রাচ্য বা প্রতীচ্য পৃথিবীর যে কোন অংশে যে কোন জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিলেই যে সকল গুণে তিনি বিশ্ববিজয়ী মহাবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্ট হইতে পারিতেন,ভগবান্ তাঁহাকে সেই সকল গুণ দিয়াই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

খ্যাতি-পথে

আমরা পূর্ব্ব-অধ্যায়ে বলিয়াছি, নেপোলিয়ান কয়েক মাসের অবসর লইয়া কর্শিকায় আসিয়াছিলেন; তাঁহার সেই অবসরকাল তিনি কর্শিকার ইতিহাস-রচনায় ক্ষেপণ করিতেছিলেন। তিনি প্লুটার্করচিত জীবনীর অনুকরণে এই গ্রন্থরচনা আরম্ভ করেন এবং স্বদেশহিতৈষী বিখ্যাত কর্শীয় বীরগণের জীবন-বৃত্তান্তই তাঁহার গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য বিষয়রূপে গৃহীত হয়। এই গ্রন্থের রচনাকার্য্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল; কিন্তু কর্শিকার ইতিবৃত্ত-রচনা লইয়াই তিনি তাঁহার অবসরকাল ক্ষেপণ করেন নাই; তিনি কয়েকজন সৈনিক কর্ম্মচারীর সহিত সম্মিলিত হইয়া একটি বক্তৃতাসভাও স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সভায় ইউরোপের তাৎকালিক রাজনীতি-সম্বন্ধে আলোচনা চলিত। নেপোলিয়ান এই সময় বিশেষ মনোযোগের সহিত রাজনীতির অনুশীলন করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বসাধারণের স্বাধীনতার সমর্থনপূর্ব্বক অগ্নিময়ী ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ঘৃণা ছিল। যে নিদারুণ অরাজকতা এই সময়ে সুখসম্পদ্‌পূর্ণ প্যারী নগরীর উপর অত্যাচার ও বিভীষিকার যবনিকা নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং জ্যাকোবিনের নিষ্ঠুরতা ও লোমহর্ষণ পাশবিকতা চতুর্দ্দিকে লক্ষকণ্ঠে মহা হাহাকারের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার উপর প্রচণ্ড ঘৃণা নেপোলিয়ান কোন মতেই হৃদয়ের মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে পারিতেন না। তিনি প্রাণের ভয়ে কাপুরুষতা কি কপটতা প্রকাশ করিতে জানিতেন না। যদি তিনি অপদার্থ কাপুরুষদিগের ন্যায় আতঙ্কপূর্ণ-হৃদয়ে নিজের উদ্দেশ্য-পথ হইতে বিচলিত হইয়া সাধারণের অনুসৃত পন্থায় ধাবিত হইতেন, তাহা হইলে ইউরোপের ঊনবিংশতি শতাব্দীর ইতিহাস ভিন্ন রূপ ধারণ করিত। কিন্তু তাঁহার পন্থা বিভিন্ন ছিল; তিনি স্পষ্টভাষী, তেজস্বী, বীর ছিলেন বলিয়াই মনোভাব গোপন করিতে পারিলেন না; সেই কর্শীয় বক্তৃতা-সভায় দণ্ডায়মান হইয়া জ্বলন্ত ভাষায় অত্যাচারের কঠোর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। ইহাতে সলিসেটি নামক নেপোলিয়ানের জনৈক শত্রু তাঁহার বিরুদ্ধে রাজবিদ্রোহের অপবাদ দিয়া ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে একখানি পত্র লেখায় নেপোলিয়ান অবিলম্বে বন্দিভাবে ফরাসী রাজধানী প্যারী নগরীতে নীত হইলেন, কিন্তু বিচারালয়ে তিনি সসম্মানে অব্যাহতি লাভ করিলেন।

ইহার কতিপয় বৎসর পরে নেপোলিয়ান এই হীন শত্রুর কাপুরুষতার সুমহৎ প্রতিশোধ প্রদান করিয়াছিলেন। জ্যাকোবিনদিগের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়া সলিসেটি বিদ্রোহী ঘোষিত হইল এবং তাহাকে বন্দী করিবার জন্য পুলিস-কর্ম্মচারিগণ গোপনে তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল, ফরাসীরাজ্যের আতঙ্কজনক যমদণ্ড গিলোটিন তাহার মস্তকের উদ্দেশে সমুদ্যত হইল। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া সলিসেটি শ্রীমতী পারমনের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিল। পাঠকের হয় ত মনে আছে, এই সম্ভ্রান্ত-মহিলাটিরই কনিষ্ঠা ভগিনী নেপোলিয়ানের সৈনিক-বেশ দেখিয়া তাঁহাকে "জুতার মধ্যে বিড়ালের বাচ্চা" বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। সলিসেটি শ্রীমতী পারমনের জীবন অত্যন্ত বিপন্ন করিয়া তুলিল, কারণ, রাজবিদ্রোহীকে যিনি আশ্রয় প্রদান করেন, তিনিও রাজদণ্ড হইতে অব্যাহতি-লাভ করিতে পারেন না। শ্রীমতী পারমনের পরিবারে নেপোলিয়ানের অব্যাহত-গতি ছিল; তিনিও জানিতেন, নেপোলিয়ান সলিসেটিকে যৎপরোনাস্তি ঘৃণা করেন, সুতরাং তাঁহার ভয় হইতে লাগিল যে, হয় ত যে কোন মুহূর্ত্তে নেপোলিয়ান সন্ধান পাইয়া তাহাকে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিবেন।

শ্রীমতী পারমনের গৃহে সলিসেটি লুক্কায়িত হইবার পরদিনই নেপোলিয়ান সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন, "দেখুন মাদাম, সলিসেটি এখন পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার সুখ বেশ বুঝিতে পারিবে; সে স্বয়ং যে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছে, সেই বৃক্ষের ফলই সে ভোজন করিবে; বুঝিবে, সে ফল কেমন অমৃতময়।"

শ্রীমতী পারমন কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "সে কি! সলিসেটি কি বন্দী হইয়াছে?" নেপোলিয়ান সেই বিস্ময়ের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া বলিলেন,

"সলিসেটির বিরুদ্ধে রাজবিদ্রোহের অভিযোগ উপস্থিত, এ কথা আপনার অজ্ঞাত থাকা অসম্ভব। আপনার ঘরে সলিসেটি লুকাইয়া আছে, আর আপনি এ কথা জানেন না?"

এবার শ্রীমতী পারমন অধীরভাবে বলিলেন, "আমার ঘরে! নেপোলিয়ান, আমার ঘরে সলিসেটি লুকাইয়া আছে? তুমি কি পাগল! এখানে যা বলিলে বলিলে, আর কোথাও এ কথার উল্লেখ করিও না, আমার জীবন বিপন্ন করিও না।"

নেপোলিয়ান তৎক্ষণাৎ চেয়ার হইতে উঠিলেন; শ্রীমতী পারমনের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন; তাহার পর উভয় হস্ত নিজের বক্ষের উপর স্থাপন করিয়া অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শ্রীমতী পারমনের মুখের দিকে এক মুহূর্ত চাহিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "মাদাম পারমন, সলিসেটি আপনার গৃহেই লুকাইয়া আছে; আমার কথার প্রতিবাদ করিবেন না; এখানে তাহার পরিচিত এমন ব্যক্তি আর কেহই নাই, যিনি তাহাকে আশ্রয় দান করিয়া আত্মজীবন, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুবর্গের জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করিবেন।"

শ্রীমতী পারমন তখন রমণীজনোচিত স্পর্দ্ধার সহিত বলিলেন, "আর তুমি বুঝি মনে কর, আমি তাহার এমনই বন্ধু যে, নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া তাহাকে আমার গৃহে আশ্রয় দান করিব? সে জানে যে, আমাদের রাজনীতিগত মত সম্পূর্ণ বিপরীত; তদ্ভিন্ন আমি শীঘ্রই ত প্যারী পরিত্যাগ করিতেছি।"

নেপোলিয়ান বলিলেন, "মাদাম, আপনার হৃদয় বড় উচ্চ, কিন্তু সলিসেটি একটা পশু। সে জানে, আপনি তাহাকে আশ্রয় না দিয়া থাকিতে পারিবেন না; আপনার জীবন বিপন্ন করিয়াও তাহাকে আশ্রয় দিবেন। এমন কি, এ জন্য আপনার পুত্রের জীবন বিপন্ন করিতেও আপনি সঙ্কুচিত হইবেন না। আমি তাহাকে কোন দিন ভালবাসিতাম না, এখন ঘৃণা করি।"

শ্রীমতী পারমন এবার নেপোলিয়ানের হাত ধরিলেন; নরপশু সলিসেটির জন্য তিনি মিথ্যাকথা বলিতেও সঙ্কুচিতা হইলেন না। সুস্পষ্ট-স্বরে বলিলেন, "নেপোলিয়ান, আমার সম্ভ্রমের দিব্য দিয়া বলিতে পারি, সলিসেটি আমার ঘরে নাই;—তবে সকল কথা শুনিবে কি?"

নেপোলিয়ান আবেগভরে বলিলেন, "হাঁ সব, সব কথা।"

শ্রীমতী পারমন বলিতে লাগিলেন, "সলিসেটি কা'ল ছটা পর্য্যন্ত আমার বাড়ী ছিল, কয়েক ঘণ্টা পরেই চলিয়া গিয়াছে। আমার বাড়ীতে বাস করা যে তাহার নীতিবিরুদ্ধ, তাহা আমি তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়ার পর সে এ গৃহ ত্যাগ করিয়াছে।"

নেপোলিয়ান বলিলেন, "রমণি, আপনি আমাকে ভুলাইবার জন্য যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন, আমি জানি, স্ত্রীলোকের জীবন বিপন্ন করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে তাহার আপত্তি নাই, এত ঘৃণিত সে হতভাগা। আপনি কি সত্যই বিশ্বাস করেন, সে আপনার ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে?"

শ্রীমতী বলিলেন, "হাঁ, আমি তাহার হোটেলের চাকরবাকরকে ঘুস দিয়া তাহাদের আশ্রয়ে বাস করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছি।"

নেপোলিয়ান শ্রীমতীর গৃহ ত্যাগ করিলেন। পার্শেই একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে সলিসেটি লুকায়িত ছিল; সে একখানি ক্ষুদ্র চেয়ারের উপর বসিয়া সকল কথা শুনিতেছিল। সেই দিনই সলিসেটির প্যারী-ত্যাগের সকল আয়োজন ঠিক হইয়া গেল, শ্রীমতী পারমনের অন্তঃপুর-রক্ষকের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সে গাড়ীর উপর উপবেশন করিল, গাড়ীর মধ্যে শ্রীমতী পারমন উপবিষ্টা ছিলেন। গাড়ী রাজধানী হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে উপস্থিত হইলে, শ্রীমতী একজন পত্রবাহকের নিকট এক পত্র পাইলেন, পত্রখানি নেপোলিয়ানের লেখা। শ্রীমতী কম্পিত-হস্তে পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন—

"আমার চক্ষুতে কেহ ধূলা দেয়, ইহা আমি পছন্দ করি না। আমি সলিসেটির আশ্রয়-স্থানের উল্লেখ না করিলে আমাকে প্রবঞ্চিত করা কাহারও সাধ্য হইত না। আমার প্রতি সলিসেটির কুব্যবহারের আমি প্রতিশোধ দিতে পারিতাম, কিন্তু আমি স্বেচ্ছাক্রমে সে প্রবৃত্তি পরিহার করিয়াছি। সলিসেটির রক্ষাকর্ত্রীর উপকারার্থ আমি তাহার প্রতি এই অনুগ্রহ প্রদর্শন করি নাই। একজন অসহায়, নিরস্ত্র, রাজদ্রোহীও আমার দ্বারা উৎপীড়িত হইবে না; সলিসেটির নাম আর কখন আমি উচ্চারণ করিব না, আমার অভিপ্রায় বুঝিয়া সে যেন অনুতাপ করিতে পারে।

"মাদাম পারমন, আপনাকে ও আপনার পুত্রগণকে আমার শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি। আপনি দুর্ব্বলা, অসহায়া, স্ত্রীলোকমাত্র। ভগবানের নিকট আপনার

একজন বন্ধুর এই প্রার্থনা যে, তিনি যেন আপনাকে রক্ষা করেন। সাবধান হইয়া চলিবেন, বড় বড় নগরে অধিক দিন যাপন করিবেন না; বিদায়!"

শ্রীমতী ছদ্মবেশী সলিসেটির দিকে চাহিয়া কহিলেন, "বোনাপার্টের এই মহৎ ব্যবহারের জন্য তাঁহার প্রশংসা করা তোমার কর্ত্তব্য। তিনি অত্যন্ত উদারতা প্রকাশ করিয়াছেন।"

"উদারতা!" অবজ্ঞাভরে সলিসেটি বলিল, "আপনার কি মনে হয়, সে আমাকে ধরাইয়া দিলেই কাজটা খুব সঙ্গত হইত?"

শ্রীমতী পারমন ঘৃণার সহিত বলিলেন, "কি সঙ্গত হইত না হইত, সে তর্ক তুলিয়া কাজ নাই, তবে তোমার পক্ষে কিঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ অপেক্ষাকৃত শোভনীয় হইত, সন্দেহ নাই।"

যাহা হউক, অতঃপর সলিসেটি নির্ব্বিঘ্নে ইতালীতে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং অবশেষে তাহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, নেপোলিয়ানের প্রকৃত মহত্ত্বগুণেই তাহার প্রাণরক্ষা হইয়াছে।

সলিসেটি কর্ত্তৃক আরোপিত অভিযোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নেপোলিয়ান দুই তিন মাস প্যারী নগরীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার অধিকাংশ সময়ই পুস্তকালয়ে বসিয়া দেশের প্রধান ব্যক্তিগণের সহিত সদালাপে সুখে অতিবাহিত হইত। তাঁহার চক্ষু তখন সমস্ত পৃথিবীর গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল, বিভিন্ন সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতনের কারণ তিনি পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন। তাঁহার সুবিশাল কল্পনার লীলাক্ষেত্র কেবল ফরাসীভূমি অথবা ইউরোপের মহাদেশের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, সমগ্র পৃথিবীকে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্ররূপে আয়ত্ত করিবার জন্য তিনি অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন। তাঁহার আকাশব্যাপিনী আশা তাঁহার নিভৃত চিত্তের অন্তরতম অংশে অতি ক্ষুদ্র দীপের ন্যায় ক্ষীণ আলোক-রশ্মি বিকীর্ণ করে নাই, উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকের ন্যায় তাহা প্রভাবিত এবং অত্যন্ত তীব্র ছিল। তিনি তখন আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন যে, এমন এক সসাগরা ধরণীব্যাপী সাম্রাজ্য সংস্থাপিত করিবেন, যাহার সহিত তুলনায় ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যসমূহ অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়; এই জন্যই উত্তরকালে তাঁহার দ্রুত উন্নতিতে তিনি কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করেন নাই; দায়িত্ব-গ্রহণে তাঁহার কখন উপেক্ষা প্রকাশিত হয় নাই; পক্ককেশ বৃদ্ধ সেনাপতিবৃন্দের হস্ত হইতে সেনামণ্ডলীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিতে তাঁহার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ উপস্থিত হইত না। পৃথিবীতে যাঁহারা অসাধারণ ক্ষমতাবলে অতুলকীর্ত্তি স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করেন, ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ, চক্ষুলজ্জা, আশঙ্কা, সঙ্কোচ তাঁহাদিগকে মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত করিতে পারে না।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ২০এ জুনের প্রভাত একটি স্মরণীয় প্রভাত। কেবল ফরাসীদেশের ইতিহাসে নহে, সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসে এ দিনের কথা রক্তাক্ষরে মুদ্রিত রহিবে। এই প্রভাতে নেপোলিয়ান তাঁহার বন্ধু বোরিয়েনির সহিত সীন নদী-তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, সহস্র সহস্র অশিক্ষিত নগরবাসী—পুরুষ, রমণী, এমন কি, বালকগণ পর্য্যন্ত দেহের বিবিধ ভঙ্গীর সহিত গগনভেদী চীৎকার করিয়া নানা প্রকার অস্ত্র-শস্ত্রে সসজ্জভাবে বন্যার জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় রাজধানীর বিভিন্ন-পথে ছুটিয়া চলিয়াছে; তাহাদের গন্তব্যস্থান কারারুদ্ধ নরপতির প্রাসাদ। নেপোলিয়ান ত্বরিতগতিতে সেই উচ্ছ্বসিত মানব-সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইয়া তাহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন; দেখিলেন, ত্রিশ সহস্র জ্ঞানশূন্য, অসন্তুষ্ট, ক্রুদ্ধ নাগরিক রাজ-প্রাসাদের দ্বারপথে প্রবেশপূর্ব্বক অবমানিত, লাঞ্ছিত নরপতির গৌরবহীন মস্তকে জ্যাকোবিনদের লোহিত চিহ্ন অঙ্কিত করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছে। দেশের শান্তি ও সুনিয়মের মস্তকে পদাঘাতপূর্ব্বক কুটীরবাসী, ক্ষুধাতুর, মদ্যাসক্ত সহস্র সহস্র উন্মত্ত ও পশুবৎ বর্ব্বরকে এই ভাবে উত্তেজিত হইতে দেখিয়া এবং পৃথিবীর মধ্যে সম্পদে ও সভ্যতায়, পাণ্ডিত্যে ও সম্ভ্রমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যের অধঃপতিত নরপতির দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করিয়া নেপোলিয়ানের বীর্য্যবান্ মনস্বী হৃদয় ক্রোধে, ক্ষোভে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তিনি অধিকক্ষণ এই দৃশ্য সন্দর্শন করিতে পারিলেন না; চীৎকার করিয়া বলিলেন, "হতভাগ্য সৈন্যগণ কেন ইহাদিগকে প্রাসাদে প্রবেশ করিতে দিল? বন্দুকের গুলীতে প্রথম পাঁচশত লোককে কেন ভূতলশায়ী করিল না? তাহা হইলে ত অবশিষ্ট মানুষগুলা পলাইবার পথ পাইত না!"

অতঃপর নেপোলিয়ানের চক্ষুর উপর প্যারী নগরীর রাজপথে প্রতিদিন নব নব অত্যাচারের দৃশ্য উন্মুক্ত হইতে লাগিল; ক্রমে ১০ই আগষ্টের সেই শোচনীয় দিন আসিল, —যে দিন উদ্ধত ক্রমবর্দ্ধিতপরাক্রম নগরবাসিগণ রাজা ও রাজপরিবারবর্গকে তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণের লীলা-নিকেতন রাজ-প্রাসাদ হইতে নগণ্য ভিক্ষুকের ন্যায় বিতাড়িত করিয়া সমস্ত প্রাসাদ বিলুণ্ঠিত করিল। বিশ্বস্ত রাজরক্ষিগণ রাজোদ্যানের মধ্যেই নেপোলিয়ানের চক্ষুর সম্মুখে উন্মত্ত নাগরিকবর্গের দ্বারা পশুবৎ নিহত হইল। যখন নাগরিকগণ সেই সকল রক্ষীর ছিন্নমুণ্ড বর্শায় বিঁধিয়া বিজয়চিহ্নস্বরূপ তাহা স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া পাশবিক জয়োল্লাসে রাজপথ প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে রাজধানীর মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল, তখন নেপোলিয়ান আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। এই ভীষণ পৈশাচিক কাণ্ড দেখিয়া তাঁহার চিন্তাস্রোত বিভিন্ন দিকে প্রধাবিত হইল। তিনি ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রজাসাধারণের পরিচালিত রাজ্যশাসন-নীতির বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু ফরাসী-দেশের সাধারণ ব্যক্তিগণের এই প্রকার অসংযত উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া তিনি বুঝিলেন, ইহারা স্বায়ত্ত-শাসনপ্রথা লাভ করিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত; এমন কাণ্ড-জ্ঞানহীন অশিক্ষিত উদ্‌ভ্রান্ত জনসাধারণের হস্তে কখন এই গুরুভার প্রদান করা সঙ্গত নহে। এ দিকে রাজতন্ত্রের দ্বারা দেশে যে একদল অপদার্থ আভিজাতসম্প্রদায় রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা, সকল গৌরব হরণ করিয়া সাধারণের স্বার্থ পদতলে বিদলিত করিতে থাকে, তাহাও তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না; তথাপি দেশের অবস্থা দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, কতকগুলি অজ্ঞান অশিক্ষিত সাধারণ লোক ন্যায়, ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত উল্লঙ্ঘন করিয়া যদি দেশে অশান্তির দাবানল প্রজ্বালিত করে, তবে তাহা অপেক্ষা রাজতন্ত্র অনেক ভাল, এ স্বীকার করিতেই হইবে। তিনি প্রকাশ্যভাবে অত্যন্ত তেজের সহিত সাধারণের এই নীতি-বিগর্হিত পৈশাচিক অনুষ্ঠানের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন।

এই প্রকার পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বী চিন্তা ভবিষ্যতের উন্নতিপথে তাঁহাকে পরিচালিত করিবার পক্ষে তাঁহার সহায় হইয়া উঠিল। তিনি জ্যাকোবিনদিগের শক্তি চূর্ণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, ফরাসীদেশে এরূপ একটি অজেয় শক্তিসম্পন্ন সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, যাহা প্রজাপুঞ্জের শাসনে সম্পূর্ণ যোগ্যতা লাভ করিতে পারে; সেই সিংহাসনচ্ছায়ায় প্রত্যেক গুণবান্ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি একমাত্র প্রতিযোগিতাবলে ক্ষমতা, অর্থ ও প্রতিপত্তিলাভে সমর্থ হইবে। এই সময়ে ফরাসী-দেশে সাধারণ অধিবাসিবর্গের মধ্যে বিচার-শক্তি, ধর্ম্ম ও নীতি একান্ত দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছিল। দেশের প্রচলিত আইনের প্রতি তাহাদের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা বা সম্ভ্রম বর্ত্তমান ছিল না; তাই নেপোলিয়ানের বিশ্বাস জন্মিল, ভবিষ্যতে ফ্রান্সের জন্য যে সিংহাসনের আবশ্যক, তাহা অবিচল রাখিবার নিমিত্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সহায়তা অপরিহার্য্য; তৎসঙ্গে ক্রমে প্রজাবর্গকে সুশিক্ষা ও মনুষ্যোচিত অধিকার প্রদানপূর্ব্বক তাহাদের সুবিশাল বাহুবলে সেই সিংহাসনের স্থায়িত্ব ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখাও অবশ্য প্রয়োজনীয়।

উন্মত্ত জনকোলাহল-ধ্বনিত রাজধানীর কোন রাজপথ দিয়া একদিন সন্ধ্যাকালে ভ্রমণাবসানে নেপোলিয়ান গৃহে ফিরিতে ফিরিতে শুনিলেন, প্রজাগণ নূতন সাধারণতন্ত্রের অনুকূলে উচ্চ উৎসাহ-বাক্য প্রয়োগ করিতেছে। এই সময়ে ফরাসী-দেশে ঘোর অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল, সুতরাং গিলোটিন-নামক সুশাণিত অস্ত্র-মুখে প্রতিনিয়ত নির্দ্দোষী ব্যক্তির হৃদয়শোণিত নিঃসারিত হইতে লাগিল। একদিন একটি মহিলা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই নব শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে আপনার মত কি?" নেপোলিয়ান অসঙ্কুচিতচিত্তে উত্তর দিলেন, "এক হিসাবে এই শাসন-নীতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু এই রক্তস্রোত কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নহে।" তাহার পর এই ভাব তাঁহার হৃদয়ে এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে, তিনি আত্মসংযমে অক্ষম হইয়া গম্ভীরস্বরে উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন, "না, না, না, এই শাসন-নীতি দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হউক, আমি ইহার কিছুমাত্র পক্ষপাতী নহি।"

এ সময়েও নেপোলিয়ানের আর্থিক অসচ্ছলতা বিদূরিত হয় নাই। একজন চর্ম্মকারের সহায়তায় তিনি অর্থের অসচ্ছলতা হইতে অনেকাংশে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছিলেন; উত্তরকালে সম্রাট্ হইয়াও নেপোলিয়ান সেই চর্ম্মকারের উপকার বিস্মৃত হন নাই; নেপোলিয়ান নানাপ্রকারে তাহার সহায়তা করিতেন। অতি নিকৃষ্ট বিনামানির্ম্মাতা হইলেও নেপোলিয়ান তাহাকে রাজকীয় বিনামা-নির্ম্মাতার

পদ প্রদান করেন। বলা বাহুল্য, চর্ম্মকার-পুত্রের ইহা অপেক্ষা গৌরবের পদ কিছুই ছিল না।

একজন স্বর্ণকার নেপোলিয়ানের আবশ্যককালে তাঁহার নিকট নগদ মূল্য না পাইয়াও একটি রৌপ্যনির্ম্মিত আধার বিক্রয় করিয়াছিল, স্বর্ণকারের ঋণ নেপোলিয়ান ভুলিতে পারেন নাই। ইতালীয় অভিযান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি সেই স্বর্ণকারকে ডাকাইয়া তাহাকে প্রচুর পুরস্কার প্রদান করেন; তাহার পর তিনি তাহাকে রাজকীয় অলঙ্কার-নির্ম্মাতৃপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং এইমাত্র করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার উচ্চপদস্থ সেনাপতিবৃন্দ ও রাজ-দরবারের কর্ম্মচারিবর্গকেও তাঁহাদের অলঙ্কার নির্ম্মাণকার্য্যে তাহাকে নিয়োগ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ান, সত্যই তুমি দেবতা ছিলে; উপকারীর নিকট তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু নাম লাভ করিবার উপযুক্ত। সম্রাট্ হইয়া সাধ্যানুসারে প্রত্যুপকারসাধন করিয়াও তুমি উপকারীকে অন্যের দ্বারা উপকৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছ; বর্ত্তমান কালে তোমার এই কাহিনী অতিরঞ্জিত বলিয়া অনেকের আশঙ্কা জন্মিবে।

প্রত্যেক কার্য্যেরই ফল আছে। কি সৈনিকমণ্ডলীতে, কি প্রজাসাধারণের মধ্যে সর্ব্বত্র সকলেরই নেপোলিয়ানের প্রতি যে অন্ধ অনুরাগ লক্ষিত হইত, তাহা কোন আকস্মিক ঘটনার ফল নহে। সহজাত সংস্কারের ন্যায় যে চেষ্টাশূন্য মহত্ত্ব ও পরোপকারপ্রবৃত্তি নেপোলিয়ানের মধুর স্বভাব অলঙ্কৃত করিয়াছিল, ইহা তাহারই নিতান্ত সাধারণ সুফল। ফরাসীর ন্যায় সদাপ্রফুল্ল মুক্তহৃদয় কৃতজ্ঞ জাতির মধ্যে নেপোলিয়ানের ন্যায় মনুষ্যের কামনা নিষ্ফল হইবার সম্ভাবনা ছিল না। নেপোলিয়ান যখন ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পুনর্ব্বার কর্শিকায় প্রত্যাগমন করিলেন, তখন তাঁহার রাজনৈতিক মত অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাঁহার কর্শিকা-প্রত্যাবর্ত্তনের অতি অল্পকাল পরেই দুই দল সৈন্যের অধিনায়কত্ব লাভ করিয়া তিনি আডমিরাল টারজেটের অধীনে সার্ডিনিয়ায় উপস্থিত হন, নেপোলিয়ান এখানে তাঁহার কর্ত্তব্য অতি দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়া কার্য্যশেষে কর্শিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ফরাসীদেশে তখনও অরাজকতার বিরাম ছিল না, রাজা ও রাণী উভয়েই বিদ্রোহোন্মত্ত প্রজার হস্তে প্রাণ দিয়াছিলেন। বীরবর পায়োলি দেশের রাজনৈতিক গগন ঘনঘটাচ্ছন্ন দেখিয়া কর্শিকাকে ইংলণ্ডের হস্তে সমর্পণ করিবার ষড়্যন্ত্র করিতেছিলেন; তিনি তখন কর্শিকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন; এক দল কর্শীয় সৈন্য পায়োলির জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত ছিল। পায়োলি হৃদয়ে উচ্চ আশা পোষণ না করিতেন, তাহাও নহে; তিনি তাঁহার যৌবনের বন্ধু ও কর্ম্মজীবনের সহযোগী চার্লসের পুত্র নেপোলিয়ানকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়ানের প্রতিভা তিনি বহু পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত ছিলেন। এমন এক জন যুবককে যদি সংসার-সংগ্রামে তীক্ষ্ণাস্ত্রের ন্যায় লাভ করা যায়, তাহা হইলে কোন যুদ্ধেই পরাজয়ের সম্ভাবনা থাকে না, এ কথা তিনি জানিতেন।

নেপোলিয়ান যুবক হইলেও তাঁহার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ছিল; সুদূরব্যাপিনী ধূমায়মানশিখা ও গাঢ় অন্ধকারের পরে একটা অতি ক্ষীণ, কিন্তু শুভ্র আলোকরেখা তাঁহার চক্ষুতে সমুজ্জ্বল আশার কি মোহময় স্বপ্ন-চিত্র-অঙ্কিত করিয়া দিতেছিল! তিনি পায়োলির অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহাকে এই অপকার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য বিশেষ আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, ফ্রান্সের অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারা যাইতেছে, ইহার দুর্গতির অবসানকাল সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে। এ প্রকার লোমহর্ষণ অত্যাচার কখন দীর্ঘস্থায়ী হয় না; শীঘ্রই আবার আইন-কানুনের আবশ্যকতা সাধারণে অনুভব করিবে। তিনি পায়োলিকে এ কথাও বুঝাইলেন যে, কর্শিকা একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ মাত্র; ইউরোপের বিভিন্ন পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য বর্ত্তমান থাকিতে কর্শিকার স্বাধীনতা সংরক্ষিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ইংলণ্ডের রীতি-নীতি, রুচি-প্রবৃত্তি প্রভৃতি সকল বিষয়ের সহিতই ইহার আকাশ-পাতাল প্রভেদ বর্ত্তমান; সুতরাং ইংলণ্ডের সহিত ইহার সংস্রব কল্যাণপ্রদ নহে; তাই তাঁহার বিশ্বাস, ইহা ফ্রান্সের একটি প্রদেশে পরিণত হইলে ইহার দ্রুত উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। রাজ্যের এই ঘোর বিপৎকালে প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্ত্তব্যপরায়ণ হওয়া আবশ্যক।—নেপোলিয়ানের এ সকল যুক্তি অকাট্য, কিন্তু পায়োলি তখন ইংলণ্ডের মোহে সম্পূর্ণ বিমুগ্ধ। প্রথম যৌবনে, স্বদেশের এই সর্ব্বপ্রাথমিক বিপদের দিনে ফরাসী-হস্তে নিদারুণ লাঞ্ছনার কথা এত দিনেও তিনি বিস্মৃত হইতে

পারেন নাই; নেপোলিয়ানের কথাগুলি তাঁহার নিকট যুক্তিগর্ভ বোধ হইল কি না, বলা যায় না, কিন্তু কিছুমাত্র তৃপ্তিকর হইল না। কর্শিকাকে ইংলণ্ডের পদানত করা তাঁহার একমাত্র সঙ্কল্প হইয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধেরা অনেক বিবেচনা করিয়া কাজ করেন, বিজ্ঞেরা অনেক বুদ্ধি খাটাইয়া কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা করেন, কিন্তু তথাপি তাহা ব্যর্থ হইয়া থাকে, ইহা অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তন-ফল। সেই দিন অপরাহ্ণে এক প্রবীণ বৃদ্ধ ও এক তরুণ যুবক দুই বন্ধুতে প্রজ্বলিত ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লবে পরস্পরের বিরুদ্ধে অসিধারণপূর্ব্বক স্ব স্ব সঙ্কল্পের পাদমূলে আত্মীয়তা-বন্ধন ছিন্ন করিলেন।

পায়োলির নিকট হইতে বাহির হইয়া নেপোলিয়ান চিন্তাকুলচিত্তে, অপ্রসন্নমুখে অশ্বারোহণে পর্ব্বতের উপর দিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন; তিনি একটি অধিত্যকায় উপস্থিত হইতেই পায়োলির অধীনস্থ এক দল অশ্বারোহী সৈন্য সহসা সেখানে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। কিন্তু সিংহকে অধিককাল পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখা পায়োলির সাধ্য হইল না; নেপোলিয়ান কৌশলে মুক্তিলাভ করিলেন এবং জাতীয় রক্ষিসৈন্য নামক এক দল সৈন্যের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিলেন; ইতিপূর্ব্বে তিনি এই সৈন্যদলেরই পরিচালকপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর পায়োলির সহিত নেপোলিয়ানের প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে লাগিল, পায়োলি আজাক্‌সিওর দুর্গ অধিকার করিবার জন্য ইংরেজদিগকে আহ্বান করিলেন; এই প্রকার আহ্বান শুনিয়া ইংলণ্ড কোনকালেই কোথাও তৎপ্রতি উদাসীন থাকেন নাই; এখানেও থাকিলেন না। বলা আবশ্যক, এই স্থানে নেপোলিয়ান পূর্ব্বে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন। একদিন ঝটিকা-সংক্ষুব্ধ অন্ধকারময় রাত্রিতে নেপোলিয়ান একখানি ক্ষুদ্র তরণীতে কয়েক শত সৈন্য লইয়া দুর্গ-সন্নিকটে অবতরণ করিলেন; তখন দুর্গরক্ষকগণ ঘোর নিদ্রায় অভিভূত ছিল; নেপোলিয়ানের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সৈন্যগণকে উপস্থিত দেখিয়া তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল; উভয় সৈন্যে তুমুল যুদ্ধ বাধিল; এ দিকে রাত্রি যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ঝটিকার ভীষণতাও সেই সঙ্গে সংবর্দ্ধিত হইল। সকালে দেখা গেল, নেপোলিয়ানের ক্ষুদ্র রণতরী তরঙ্গবাহিত হইয়া মধ্যসমুদ্রে ভাসিয়া গিয়াছে; তিনি মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া বহুসংখ্যক ইংরাজ সৈন্য ও তাহাদিগের কর্শীয় বন্ধুবর্গের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত হইয়াছেন। পাঁচ দিন পর্য্যন্ত তাঁহারা অতুলবিক্রমে আত্মরক্ষা করিলেন। এই সময়ে অনাহার-জনিত মৃত্যুর হস্ত হইতে প্রাণরক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা অশ্বমাংস ভোজন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অবশেষে রণতরী কূলে আসিয়া পৌঁছিলে নেপোলিয়ান সহচরবর্গের সহিত নির্ব্বিঘ্নে নগর ত্যাগ করিয়া পোতারোহণ করিলেন। পায়োলির বলবিক্রম প্রতিদিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। নেপোলিয়ান তখন দেখিলেন, পায়োলির সহিত প্রতিযোগিতা নিষ্ফল এবং তাঁহারও সপরিবারে কর্শিকাবাস নিরাপদ্ নহে। তিনি সৈন্যদলকে বিদায় প্রদান করিয়া কর্শিকাত্যাগের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এ দিকে পায়োলি শ্রীমতী লেটিসিয়াকে সপরিবারে কর্শিকায় অবস্থানপূর্ব্বক কর্শিকা সমর্পণের সহায়তার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। লেটিসিয়া বীর-রমণীর ন্যায় উত্তর করিলেন, "দুইটি মাত্র বিষয়ের নিকট আমি মস্তক অবনত করিব;—একটি সম্মান,দ্বিতীয়টি কর্ত্তব্য।"—পায়োলির আদেশে নেপোলিয়ান-পরিবারকে দ্বীপান্তরিত করিবার ব্যবস্থা হইল। একদিন প্রভাতে নেপোলিয়ান দেখিলেন, কয়েক সহস্র সাধারণ কৃষক অস্ত্রশস্ত্র স্কন্ধে লইয়া তাঁহাদের বাসগৃহ আক্রমণ করিতে আসিতেছে; নেপোলিয়ান ও পরিবারস্থ সকলে অতি সামান্য গৃহসামগ্রী লইয়া পলায়ন করিলেন; ক্রুদ্ধ চাষার দল আসিয়া গৃহ-দ্রব্য-সামগ্রী সমস্ত বিনষ্ট করিয়া ফেলিল।

সমস্ত দিন গুপ্তভাবে ভ্রমণ করিয়া লেটিসিয়া সন্তানগণ সমভিব্যাহারে গভীর রাত্রে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন এবং একখানি নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক কর্শিকা পরিত্যাগ করিলেন; সম্পত্তির মধ্যে কয়েকটি তোরঙ্গ ও আবশ্যকীয় দ্রব্যপূর্ণ কয়েকটি বাক্স মাত্র তাঁহাদের সঙ্গে ছিল। অন্ধকারপূর্ণ সুবিশাল স্তব্ধ সমুদ্রে সহস্র বিপদ্ ও দারিদ্র্য স্কন্ধে লইয়া তাঁহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন, দাঁড়িগণ দাঁড় টানিতে লাগিল, নেপোলিয়ান নৌকার কর্ণধার হইলেন; পৃথিবীর ইতিহাসে অধিকসংখ্যক সম্ভ্রান্ত পরিবারে এমন নির্ব্বাসন-কাহিনী পাঠ করা যায় না। সেই দিন, সেই নিশীথ রাত্রে সহস্র নক্ষত্রদীপ্ত মুক্ত-অম্বরতলে, উদ্দাম তরঙ্গাকুল অকূল সমুদ্র-বক্ষে বসিয়া, এই নিঃসহায় দরিদ্র পরিবার কি

একবার কল্পনাও করিতে পারিয়াছিলেন যে, একদিন সমগ্র ইউরোপে মহাবলদর্পিত সম্রাট্‌গণ রত্ন-সিংহাসনে বসিয়া এই পরিবারের প্রত্যেক আদেশ নতশিরে পালন করিবেন এবং তাঁহাদের গৌরবে সমস্ত পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে?

তরণী ধীরে ধীরে একখানি ক্ষুদ্র জাহাজের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন প্রভাত হইয়াছিল, অরুণের লোহিত করস্পর্শে সমুদ্রের নীলজল হিরণ্ময় ভাতি বিকাশ করিয়াছিল; দূরে কর্শিকার অরণ্য-পর্ব্বতসমাকীর্ণ তটভূমি কুজ্ঝটিকাজালে সমাচ্ছন্ন এবং সমীর-সংস্পর্শ-শূন্য সমুদ্রজল মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্তব্ধ! নেপোলিয়ান, তাঁহার মাতা ও ভাই-ভগিনীগণ এই জাহাজে আরোহণ করিয়া নাইসের বন্দর অভিমুখে জাহাজখানি পরিচালিত করিলেন। কয়েক দিন মাত্র নাইসে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী নগর মারসেলিসে উপস্থিত হইলেন; এখানে অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে নিদারুণ অভাব অনুভব করিতে হইয়াছিল।

এ দিকে ইংরাজগণ অল্পদিনের মধ্যেই কর্শিকা অধিকার করিলেন। কর্শিকা দুই বৎসর পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের অধীনতা-শৃঙ্খল বহন করিয়াছিল; এই অল্পকালের মধ্যে কর্শিকা-বাসিগণ তাহাদের নূতন রাজার আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, ভাষা প্রভৃতির প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া উঠিল। ফরাসী-দেশ হইতে এক দল সৈন্য এক দিন কর্শিকার উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইল, ইংরাজরণতরীসমূহের শতচক্ষুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সতর্কতা কিছুমাত্র ফলপ্রদ হইল না। প্রত্যেক গিরি উপ-ত্যকা হইতে অগ্নিশিখা উঠিয়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের সঙ্কেত জ্ঞাপন করিল; গিরিবক্ষ ভেদ করিয়া শত শত বংশীরব যুদ্ধপ্রিয় কৃষকগণকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া স্বদেশ-রক্ষার্থ দলে দলে অগ্রসর হইবার জন্য ইঙ্গিত করিল। চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহী প্রজাগণ স্বাধীনতার জন্য উন্মত্ত হইয়া রণসাজে সজ্জিত হইল এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই কর্শিকা হইতে স্বদেশের শত্রুদলকে বিতাড়িত করিল। পায়োলি জীবনের শেষ আশা এই ভাবে ব্যর্থ হইতে দেখিয়া ভগ্নহৃদয়ে ইংলণ্ডে পলায়ন করিলেন; যুবক নেপোলিয়ানের সুপরামর্শ গ্রহণ করেন নাই বলিয়া এতদিনে তাঁহার হৃদয়ে অনুতাপের সঞ্চার হইল।

এই ঘটনার পর নেপোলিয়ান আর একবার কর্শিকায় পদার্পণ করিয়াছিলেন; কর্শিকার জন্য তিনি বিস্তর অন্যায় ও অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু কর্শিকাবাসিগণ তাঁহার সদুপদেশের সহিত কিছুমাত্র সহানুভূতি প্রকাশ না করায় তাহারা তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি স্বদেশের পর্ব্বত ও অরণ্যের মহতী শোভা নেপোলিয়ান কোন দিন বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, স্বদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তাঁহার হৃদয়ে চিরদেদীপ্যমান ছিল।

এই সময়ে বিপ্লব-তরঙ্গতাড়িত ফরাসীভূমির আভ্য-ন্তরিক অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল, পাঠকগণ তাহা অনুভব করিতে পারিয়াছেন। ইউরোপের অনেক ক্ষমতা-শালী সম্রাট্ প্রথমে এই প্রজা-বিদ্রোহের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ছিলেন, কিন্তু চারিদিকে যখন অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, ফরাসীদিগের ধনমান, সুখশান্তি যখন প্রতিদিন সেই অনলে দগ্ধ হইতে লাগিল, তখন ইউরোপের অনেক মুকুটধারী নরপতিরই বিশ্বাস হইল, এই সময়ে ফরাসীদেশের কোন কোন অংশ হস্তগত করিয়া যথেষ্ট লাভবান্ হওয়া সহজ। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ইংলণ্ড ও স্পেনের সমবেত যুদ্ধ-জাহাজ সমুদ্রতীরবর্ত্তী তুলন নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সুযোগ বুঝিয়া তাহারা নগর অধিকার করিয়া ফেলিল; ইহার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিশ্বাসঘাতকতা বর্ত্তমান ছিল। অধিবাসিগণ মেষের ন্যায় ভীরু ও শৃগালের ন্যায় ধূর্ত্ত ছিল না, হস্তীর বল ও সিংহের তেজে তাহাদের দেহ-মন পরিপূর্ণ ছিল। ইংরাজদিগকে ফরাসীভূমি হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য সকলে এক-প্রাণ হইয়া উঠিল, বিদ্রোহ-বিধ্বস্ত শাসন-প্রণালীর উপর জনসাধারণ খড়্গহস্ত হইল, কিন্তু ইংরাজগণ একবার যে স্থান অধিকার করিয়া বসেন, সে স্থান হইতে তাঁহাদিগকে দূরীভূত করা সহজ নহে, তাঁহাদের পরাক্রান্ত সৈন্যগণ, তাঁহাদের দুর্জ্জেয় রণ-তরীসমূহ তুলনবাসিগণের অভীষ্টসিদ্ধির পথে ঘোর অন্তরায়-স্বরূপ উপস্থিত হইল। তিন মাস ধরিয়া নগর উদ্ধারের চেষ্টা হইল, কিন্তু কোনই ফললাভ হইল না; চল্লিশ হাজার ফরাসী সৈন্য দূরে দাঁড়াইয়া ইংরাজ-কামানের গর্জ্জন শুনিতে লাগিল। তাঁহাদের সেনাপতি কারটো কোন উপায়ই আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। তুলনবাসিগণের বিশেষ দুর্ভাগ্য যে, তাহারা কারটোকে এই ভীষণ সংগ্রামে সেনা-পতিরূপে লাভ করিয়াছিল; এ লোকটি কোন কালে

যুদ্ধব্যবসায়ী ছিলেন না, তিনি প্যারীনগরনিবাসী এক জন চিত্রকরমাত্র, সমরনীতিতে যেমন অনভিজ্ঞ, তেমনই দাম্ভিক।

এইরূপ অবস্থায় নেপোলিয়ানের বীর্য্য ও সেনাপতি-সুলভ গুণের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে, ইহা অসম্ভব নহে। তিনি ব্রিগেডিয়র জেনারেলের পদে উন্নীত হইয়া তুলন উদ্ধারের জন্য সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। অনতি-বিলম্বে কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তিনি যোদ্ধৃগণের নিশ্চেষ্টভাব, অক্ষমতা এবং সেনাপতির সমর-কৌশলে অনভিজ্ঞতা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

নেপোলিয়ান অক্লান্তভাবে সৈন্য ও কামানগুলি যথা-যোগ্য স্থানে সন্নিবিষ্ট করিতে লাগিলেন; কর্ম্মচারিগণ পদে পদে তাঁহার কার্য্যে বাধা উৎপাদন করিতে লাগিল; কিন্তু তাঁহার অব্যর্থ যুক্তি, অপূর্ব্ব তর্কজাল ও তাঁহার অসাধারণ রণকৌশলের সম্মুখে কোন আপত্তিই টিকিল না। এক দল গবর্ণমেন্টের গোয়েন্দা সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া সেনাপতি ও সৈনিকগণের কার্য্যপ্রণালী গবর্ণমেন্টের গোচর করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে কয়েক জন লোক নেপোলিয়ানের কামান-সংস্থাপন-কৌশলের মর্ম্ম অনুভব করিতে না পারিয়া তাঁহার সহিত তর্ক আরম্ভ করিয়া দিল। নেপোলিয়ান কঠোরস্বরে সংক্ষেপে বলিলেন, "তোমরা তোমাদের নিজের কাজে মন দাও, আমার কাজের জন্য আমি দায়ী, আমার মস্তকও এ দায়িত্ব অস্বীকার করিবে না।"

এই যুদ্ধ উপলক্ষে নেপোলিয়ান একদিন প্রভাতে তাঁহার সহোদর লুইয়ের সহিত এক স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, প্রায় দুই শত ফরাসীসৈন্য শত্রুহস্তে প্রাণদান করিয়াছে এবং তাহাদের মৃতদেহে রণভূমি আচ্ছন্ন রহিয়াছে; দেখিয়া নেপোলিয়ান ব্যথিতভাবে লুইকে বলিলেন, "এই লোকগুলি বৃথা প্রাণ দান করিয়াছে; এই সকল সৈন্যের পরিচালক যদি বুদ্ধিমান্ হইত, তাহা হইলে একটি প্রাণীকেও অনর্থত মরিতে হইত না; জানিও ভাই, যাহারা অন্যের পরিচালক হইবার গৌরবলাভে সমুৎসুক, তাহাদিগের নেতার উপযুক্ত অভিজ্ঞতা বর্ত্তমান থাকা একান্ত আবশ্যক।"—কর্ত্তব্যের সম্মুখে নেপোলিয়ান লক্ষ সৈনিকের প্রাণ সমরানলে আহুতি প্রদান করিতেও বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত ছিলেন না, কিন্তু একটি সৈনিকেরও অকারণ মৃত্যু তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। অতঃপর উভয় পক্ষে প্রবল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। নেপোলিয়ান সামান্য সৈনিকগণের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে উপদেশ দান করিতে লাগি-লেন; তাঁহার শ্রান্তি নাই, আহার-নিদ্রার অবসর নাই, দিবারাত্রি কামানের অগ্নিবৃষ্টি, দিবারাত্রি মৃত্যুর অবারিত স্রোতের বিরাম নাই। একজন গোলন্দাজ সৈন্য নেপো-লিয়ানের পাশেই শত্রুর গুলীতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল, তাহার দেহের রক্তে নেপোলিয়ানের পরিচ্ছদ প্লাবিত হইয়া গেল; নেপোলিয়ান মুহূর্ত্তমধ্যে সেই মরণাহত ভূপতিত সৈন্যের স্থান অধিকার করিলেন এবং স্বহস্তে তাহার বন্দুক লইয়া শত্রুসৈন্যের উপর গুলী বর্ষণ করিতে লাগিলেন; আপনাদের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীকে পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এই ভাবে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া সৈন্যগণের উৎসাহের সীমা রহিল না। সাধারণ সৈনিকের সহিত তিনি সমানভাবে সকল দুঃখ, কষ্ট, অসুবিধা সহ্য করিতে পারিতেন; এই গুণেই নেপোলিয়ান সমস্ত সৈনিকমণ্ডলীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তুলন অবরোধ অপরিবর্ত্তনীয়-ভাবেই চলিতে লাগিল। একদিন পঞ্চদশখানি শকট প্যারী হইতে তুলনের শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সকল শকটে যাট জন যোদ্ধৃবেশধারী সৈনিক পুরুষ রাজধানী হইতে আসিয়াছিল; তাহারা ফরাসীগবর্ণমেন্ট হইতে প্রধান সেনাপতির নিকট যুদ্ধসংবাদ অবগত হইবার জন্য আসিয়া-ছিল। তাহারা বলিল, যুদ্ধজয়ের বিলম্ব দেখিয়া গবর্ণমেন্ট অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছে; ইংরাজ রণতরীসকল এত দীর্ঘকালেও বিনষ্ট না হওয়ায় গবর্ণমেন্টের বিস্ময়ের সীমা নাই। তাহারা আরও প্রকাশ করিল যে, তাহারা গোলন্দাজ ভলন্টিয়ার; উপযুক্ত কামানাদিতে সজ্জিত হইয়া তাহারা অবিলম্বে রণক্ষেত্রে শত্রুসৈন্যের সম্মুখে উপস্থিত হইবার বাসনা করে। নেপোলিয়ান তাহাদের বক্তব্য শুনিয়া সেনাপতিকে বলিলেন, "লোকগুলিকে আমার কাছে পাঠাইয়া দিবে, আমি তাহাদের ভার গ্রহণ করিলাম।" তদনুসারে তাহারা সেনাপতি কর্ত্তৃক যথাসময়ে নেপোলিয়ানের নিকট প্রেরিত হইলে নেপোলিয়ান সযত্নে অতিথিসৎকার করি-লেন। পরদিন প্রভাতে তিনি তাহাদিগকে সমুদ্র-তীরে লইয়া গিয়া শ্রেণীবদ্ধ কয়েকটি কামান দেখাইয়া বলিলেন, সমুদ্রমধ্যে কিছু দূরে একখানি ইংরাজরণতরী দেখা

যাইতেছে, শীঘ্রই তাহা হইতে ফরাসীদিগের উপর অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ হইবে, অতএব তৎপূর্ব্বেই এই সকল শ্রেণীবদ্ধ কামান হইতে গোলা ছুড়িয়া রণতরীখানিকে সমুদ্র-জলে নিমগ্ন করা আবশ্যক। এই সখের সৈন্যদলের পরিচ্ছদ অত্যন্ত পরিপাটী ও বচনবিন্যাসের কৌশল বিশেষ মনোরম হইলেও জীবনে বোধ হয়, তাহারা এরূপ বিপদের সম্মুখীন হয় নাই; অদূরবর্ত্তী ইংরাজ রণতরীর অব্যর্থ সন্ধানের কথা মনে পড়ায় তাহাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল; তাহারা সভয় অন্তরে নেপোলিয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ, এখানে ত কোন প্রাচীর নাই; কিসের আড়ালে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিব?" ঠিক এই সময়ে কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশি উদ্‌গিরণ করিয়া সাক্ষাৎ কৃতান্তদূতের ন্যায় ভীষণ-দর্শন কামানের অগ্নিময় গোলাসমূহ গভীরগর্জ্জনে ছুটিয়া আসিয়া সখের সৈন্যদলের সম্মুখে পড়িল; সৈন্যগণ আর সেখানে মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিল; নেপোলিয়ান একদল আড়ম্বরপ্রিয় অপদার্থ কাপুরুষের হস্ত হইতে অতি সহজেই পরিত্রাণ লাভ করিলেন।

আর একদিন যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়াই একখানি আবশ্যকীয় পত্র লিখিবার জন্য তিনি একজন নবীন সৈনিক যুবককে আহ্বান করিলেন; যুবক তাঁহার বক্তব্য বিষয় লিখিতে লাগিল, সহসা শত্রুসৈন্যদল হইতে একটা গোলা আসিয়া তাঁহাদের পদপ্রান্তে পতিত হইল; কতকগুলি মৃত্তিকা চতুর্দ্দিক হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাদের দেহ আচ্ছন্ন করিল; পত্রখানির উপরও অনেকখানি ধূলি আসিয়া পড়িল। নির্ভীক সৈনিক পুরুষ বলিল, "ধন্যবাদ মহাশয়, কাগজের কালি শোষণের জন্য আর বালি কুড়াইতে হইবে না।"—এই যুবকের নির্ভীকতা ও বিপৎকালে বীরোচিত সপ্রতিভ ভাব, মৃত্যুর উচ্ছ্বাসিত স্রোতের প্রতি এই প্রকার সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য গুণগ্রাহী নেপোলিয়ানের বীর-হৃদয় আকর্ষণ করিল; তিনি তাঁহার তীক্ষ্ণ চক্ষুর্দ্বয় যুবকের মুখের উপর সংস্থাপন পূর্ব্বক একমুহূর্ত্তে তাহার হৃদয় পরীক্ষা করিলেন; তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুবক, আমি তোমার কোন উপকার করিতে পারি কি?" সৈনিক যুবক সেনাপতির কথায় একটু লজ্জিত হইয়া উত্তর করিল, "ইচ্ছা করিলে আপনি সকলই করিতে পারেন।" এই ঘটনার কয়েকদিন পরে নেপোলিয়ান এই যুবককে শত্রুপক্ষের অধিকৃত একটি স্থান পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিলেন এবং তাহাকে গমনোদ্যত দেখিয়া বলিলেন, "এরূপ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইলে ছদ্মবেশে যাওয়াই সঙ্গত।" যুবক অম্লানবদনে উত্তর করিল, "প্রভু, এ প্রকার আদেশ করিবেন না; আমি গোয়েন্দা নহি; আমার এই পরিচ্ছদেই আমি কর্ত্তব্য-সম্পাদনে যাইব; যদি আর প্রত্যাগমন না করিতে পারি, ক্ষতি কি?" এই দুই দিনের ব্যবহারেই নেপোলিয়ান সেই সৈনিক যুবকের চরিত্র বুঝিতে পারিলেন এবং তাহার উন্নতির জন্য সমুচিত চেষ্টা করিলেন। এই যুবকের নাম জুনো; ভবিষ্যতে ইনি ডিউক অব আব্রাটিস নামক গৌরবান্বিত উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ানের সহিত ক্রমে তাঁহার সুদৃঢ় বন্ধুতা স্থাপিত হইয়াছিল। একদিন তিনি কোন বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলেন, "আমি নেপোলিয়ানকে আমার উপাস্য দেবতার মত ভালবাসি। সংসারে যাহা কিছু লাভ করিয়াছি, তাহা সমস্তই নেপোলিয়ানের প্রসাদে।"

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে দুর্গাক্রমণের সমস্ত আয়োজন স্থির হইল। সেই রাত্রে মুষলধারে বৃষ্টি ও প্রচণ্ড ঝটিকার বিরাম ছিল না; সেই ভয়ানক দুর্য্যোগের মধ্যে শত শত গগনভেদী কামানের ঘন গর্জ্জন ও ধূমাগ্নি-শিখার ভিতর দিয়া নেপোলিয়ান ও তাঁহার বিশ্বস্ত সৈন্যগণ শত্রু-সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন, ইংরাজসৈন্যগণ ফরাসী বন্দুকের অব্যর্থ গুলীতে দলে দলে ভূপতিত হইতে লাগিল; দলে দলে সৈন্য আসিয়া তাহাদের স্থান পূর্ণ করিল, সম্মুখবর্ত্তী পরিখা মৃতদেহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ফরাসী সৈন্যগণ শত্রুর অমোঘ গুলীবর্ষণে স্থির থাকিতে না পারিয়া পুনঃ পুনঃ হটিয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু সে দিন নেপোলিয়ান রণদেবতার ন্যায় সৈন্য পরিচালন করিতেছিলেন; তাঁহার জ্বলন্ত উৎসাহবাক্য, তাঁহার অসাধারণ সাহস ও রণপাণ্ডিত্যে সৈন্যগণ অসীম-বিক্রমে আবার শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিল। ইংরাজসৈন্যগণ সে বিষম আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না, রণে ভঙ্গ দিল। তখন নেপোলিয়ান সেনাপতি ডুগোমিকে বলিলেন, "সেনাপতি! আপনি এখন বিশ্রাম করিতে পারেন; আমরা তুলন অধিকার করিয়াছি।"—দেখিতে দেখিতে দুর্গ-শিরে নেপোলিয়ানের বিজয়পতাকা উত্তোলিত হইল।

এই যুদ্ধোপলক্ষে স্কট-নামক খ্যাতনামা লেখক লিখিয়াছেন,—"এই ভয়াবহ রাত্রে চতুর্দ্দিকের অগ্নিকাণ্ড, শোণিত-স্রোত ও অশ্রুতরঙ্গের মধ্যে নেপোলিয়ানের শুভ গ্রহ তাঁহার সৌভাগ্যগগনে প্রকাশমান হইয়াছিল।"

তুলন জয় করিয়া নেপোলিয়ান ইংরাজরণতরীগুলি বিধ্বস্ত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; বিপদ দেখিয়া ইংরাজ সেনাপতি কতকগুলি জাহাজ লইয়া পলায়ন করিলেন; যে সকল বারুদ ও গোলাগুলী সঙ্গে লইয়া যাইবার সুবিধা না হইল, সেগুলি তিনি নষ্ট করিয়া গেলেন এবং অবশিষ্ট কতকগুলি রণপোত ও রণতরী ফরাসী কামানে বহ্নিমুখে সমর্পণ করিলেন।

এ দিকে বিজয়ী ফরাসী রাষ্ট্রীয় সৈন্যগণ উন্মত্তপ্রায় হইয়া অন্ধকারে ভ্রাম্যমাণ ভীষণদর্শন প্রেতের ন্যায় মশাল ও অসি-হস্তে পলায়নপর রাজকীয় দলস্থ ব্যক্তিগণকে পশুবৎ বধ করিতে লাগিল; চারিদিক্ হইতে শিশু, যুবতী ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধার হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। দুইখানি রণতরীতে সহস্র সহস্র মণ বারুদ বোঝাই ছিল, উন্মত্ত সৈন্যগণ রাত্রি বারোটার পর তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিল; দেখিতে দেখিতে রণতরী দুখানি জীর্ণ বস্ত্র-খণ্ডের ন্যায় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল, তাহাদের চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান রহিল না এবং সেই বারুদে অগ্নি লাগিয়া যে মহাশব্দ উৎপন্ন হইল, তাহাতে মহাভূকম্পনের ন্যায় স্থলভাগ কম্পিত হইয়া উঠিল, গিরিশৃঙ্গ পর্য্যন্ত বিচলিত হইল; পরদিন প্রভাতে ইংরাজ ও স্প্যানিস সৈন্যমণ্ডলীর জনপ্রাণীও কোথাও দেখা গেল না।

এই রণজয়ের সংবাদ পাইয়া হর্ষোন্মত্ত জ্যাকোবিন-সম্প্রদায় প্যারী হইতে সংবাদ পাঠাইলেন যে, রাজকীয় সম্প্রদায়স্থ যে যেখানে আছে, সকলের প্রাণদণ্ড করা হউক, যেন আর তাহারা বিদেশীয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া স্বদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র না করে। নেপোলিয়ান এই সময় বিপন্ন ব্যক্তিগণকে রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; যে অত্যাচার তিনি স্বয়ং দমন করিতে পারেন নাই, স্বচক্ষে তাহা সন্দর্শন করিয়া তাঁহার বীর-হৃদয় ক্ষোভে—দুঃখে আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। চুরাশী বৎসর বয়স্ক একটি বৃদ্ধ সদাগরের কয়েক লক্ষ মুদ্রা ছিল, সেই মুদ্রার জন্য লোলুপ হইয়া রাষ্ট্রীয়দল তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিলে, নেপোলিয়ান সেই বৃদ্ধের শোচনীয় মৃত্যু সন্দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, "যখন আমি এই পাশবিক অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করিলাম, তখন আমার বোধ হইল, পৃথিবীতে প্রলয়কাল উপস্থিত হইতে আর বিলম্ব নাই।"

জ্যাকোবিনদিগের প্রবল উৎপীড়ন হইতে অসহায় নগরবাসিগণকে রক্ষা করিতে গিয়া নেপোলিয়ানের জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও অনেককে বারুদের পিপার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া তাহাদের রক্ষা করিবার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন; অনেককে নৌকায় তুলিয়া স্থানান্তরে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

তুলন উদ্ধারের পর নেপোলিয়ান সেনাপতি দুগোমির সহিত মার্শেলিস নগরে গমন করেন। সেখানে একটি সমিতিতে সেনাপতির কোন বন্ধু কথাপ্রসঙ্গে নেপোলিয়ানকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ ক্ষুদে কর্ম্মচারীটি কে? কোথা হইতে উহাকে সংগ্রহ করিলে?" সেনাপতি দুগোমি গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "এই কর্ম্মচারীটির নাম নেপোলিয়ান বোনাপার্ট। তুলন অবরোধের সময় আমি উহাকে লাভ করিয়াছি; তুলন উদ্ধারে এই বীর-পুরুষ আমার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন, কার্য্যোদ্ধারে তিনিই প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। একদিন তুমি দেখিবে, এই ক্ষুদে কর্ম্মচারী আমাদের সকলের অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিবেন।"

এই বিজয়লাভের পর নেপোলিয়ান ইংরাজ ও স্পানিয়ার্ডের সম্মিলিত নৌ-সৈন্যের হস্ত হইতে ফ্রান্সের দক্ষিণ-উপকূলভাগ রক্ষা করিবার ভার প্রাপ্ত হইলেন। তিনি এই নবকার্য্যে তাঁহার মন-প্রাণ উৎসর্গ করিলেন। চব্বিশ বৎসর বয়সের যুবক; তাঁহার অক্লান্তভাবে পরিশ্রমের ক্ষমতা, ঝড়-বৃষ্টি তুচ্ছ করিয়া সমুদ্রকূলবর্ত্তী পর্ব্বতে পর্ব্বতে ঘুরিয়া বেড়াইবার শক্তি দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইয়া গেল। কত দিন রাত্রে তাঁহাকে দরিদ্র মৎস্যজীবী অথবা কৃষকের গৃহে মস্তক রক্ষা করিতে হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার উৎসাহভঙ্গ হয় নাই, যত্ন শিথিল হয় নাই, কষ্ট সহ্য করিবার প্রবৃত্তির হ্রাস পায় নাই। যে পরিশ্রমের জন্য লোকের দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িত, কেবলমাত্র অসাধারণ মানসিক বলে, হৃদয়াধিষ্ঠিত কোন মহামহিমময়ী দেবীর

উত্তেজনায় সেই পরিশ্রমে তিনি একবারও ক্লান্ত কিংবা কুণ্ঠিত হন নাই। আলস্যের সহিত নেপোলিয়ানের কোন দিন পরিচয় ছিল না।

অন্যের পক্ষে যাহা বর্ষব্যাপী কর্ম্ম, নেপোলিয়ান কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সেই দুরূহ কর্ম্ম সংসাধিত করিলেন, এই দুরূহ কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিয়া নেপোলিয়ান ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের প্রথমে ব্রিগেডিয়ার জেনারল-পদে উন্নীত হইয়া ইতালী দেশে নাইস নগরে তাঁহার সৈন্যগণের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য যাত্রা করিলেন।

নাইসে উপস্থিত হইয়া নেপোলিয়ান দেখিলেন, ফরাসী সৈন্যগণ নিতান্ত নিরুদ্যমভাবে সেখানে অবস্থান করিতেছে; আর সার্দ্দিনীয় ও অষ্ট্রীয় সৈন্যগণ বিষধর চক্রের ন্যায় তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই সকল ফরাসী সৈন্যের পরিচালনভার দুমার্ব্বিন-নামক একজন সেনাপতির হস্তে ন্যস্ত ছিল; এই ব্যক্তি সাহসী ও বহুদর্শী কর্ম্মচারী হইলেও তাঁহার অনেক বয়স হইয়াছিল, বাতে তিনি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময়ে শরৎ-ঋতু সমাগত হওয়ায় ইতালীর অরণ্য, পর্ব্বত ও উপত্যকা-সমূহ পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিল; সুখস্পর্শ সমীরহিল্লোলে, বিহঙ্গের মধুর কাকলীতে সুগন্ধি কুসুমগন্ধে বিশ্বের বিষাদ-বেদনা বিদূরিত হওয়ায় চতুর্দ্দিকে উৎসাহপূর্ণ আনন্দকল্লোল শরতের বিমল-সৌরকর-প্রদীপ্ত উজ্জ্বল আকাশ প্লাবিত করিতে লাগিল। নেপোলিয়ানের দেহ তুলন-বিজয়ের পর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, এতদিন পরে তিনি বিশ্রামের কিঞ্চিৎ অবসর পাইলেন, কিন্তু বিশ্রামসুখভোগকে তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন। তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত স্বপক্ষীয় ও বিপক্ষের সেনানিবাস পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন; পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেশের মানচিত্র অঙ্কিত করিলেন; ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া তিনি অশ্বারোহণে পর্ব্বতের প্রতি উপত্যকা, প্রত্যেক অরণ্যপ্রান্তর পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সকল স্থানের সহিত সুপরিচিত হইতে লাগিলেন এবং দেশের বিভিন্ন অংশের ভূচিত্রাবলী সংগ্রহ করিয়া, তাহার প্রত্যেক উপত্যকা, প্রত্যেক নদী, সমভূমি ও প্রান্তর, শত্রুদিগের প্রত্যেক সম্ভবজনক গতিপথ পেন্সিলচিহ্নে চিহ্নিত করিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ কার্য্যক্ষেত্র তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে প্রত্যক্ষ-দৃষ্টবৎ সুপরিস্ফুট করিয়া রাখিবার জন্ত বহু নিদ্রাহীন রাত্রি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া তিনি বিশ্রামের নিমিত্ত কয়েক ঘণ্টার জন্য তাঁহার শ্রান্ত মস্তক উপাধানে ন্যস্ত করিতেন। আবার অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া অশ্বারোহণে আল্পসের সুবিস্তীর্ণ দরীমালা পর্য্যবেক্ষণ-কার্য্যে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিতেন।

অষ্ট্রীয় সৈন্যগণের একটি বৃহৎ দল সায়রজিয়ার সন্নিকটে রোজা নদীর শ্যামল তীরভাগে পরমসুখে বাস করিতেছিল; তাহাদের কোন প্রকার ভয় বা বিপদের আশঙ্কা ছিল না। নেপোলিয়ান তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন। অন্যদিকে সেনাপতি মাসেনা পঞ্চদশ সহস্র সৈন্যের সহিত অতি গোপনে, কিন্তু দ্রুতগতিতে রোজা নদীর সমান্তরালভাবে অবস্থিত ওরেগলিয়া নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তাহার পর রোজা পার হইয়া একেবারে অসতর্ক অষ্ট্রীয় সৈন্যগণের পশ্চাতে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। ঠিক এই সময়ে দশ সহস্র সৈন্য লইয়া প্রধান সেনাপতি দুমার্ব্বিন শত্রুপক্ষের সম্মুখ-পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। ইত্যবসরে নেপোলিয়ান দশ সহস্র সৈন্যের সহিত ভূমধ্যসাগরের উপকূলে উপস্থিত হইয়া শত্রুগণের প্রধান আড্ডাসমূহ অবরোধ পূর্ব্বক দক্ষিণদিকের উর্ব্বর সমভূমি দিয়া তাহাদের পলায়নপথ বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। এই ঘটনার তিন সপ্তাহ পরে নেপোলিয়ান নাইসে তাঁহার সৈন্যমণ্ডলীর সহিত সম্মিলিত হইলেন, সমগ্র ফরাসীসৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিল।

যুবক সেনাপতির এই অদম্য উৎসাহ সহস্র সহস্র সৈন্যের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া পড়িল। উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল, কিন্তু নেপোলিয়ান এই যুদ্ধের গতিপথ নখদর্পণে দেখিয়া রাখিয়াছিলেন; তিনি পদে পদে জয়লাভ করিতে লাগিলেন। পায়েদমণ্ডিস নামক স্থানে বিশ হাজার দুর্জ্জেয় শত্রুসৈন্য সহসা বিভিন্ন দিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। সম্মিলিত শত্রুসৈন্যের প্রধান আশ্রয়স্থান সায়রজিয়া খাদ্যসামগ্রী ও অস্ত্রশস্ত্রাদিতে পরিপূর্ণ ছিল, তাহা সমস্তই ফরাসীগণ অধিকার করিয়া লইল। মে মাস আসিবার পূর্ব্বেই ফরাসীগণ মেরিটাইম আল্পসের সকল গিরিপথ আপনাদের অধিকারভুক্ত করিয়া লইল। মণ্ট সেনিস, মণ্ট টেণ্ডি ও মণ্ট ফিনিষ্টারের সমুন্নত

গিরিদুর্গে ফরাসী বিজয়পতাকা বায়ুপ্রবাহে কম্পিত হইয়া ফরাসীর গৌরবকাহিনী চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত করিতে লাগিল। এই বিজয়-সংবাদ বিদ্যুদ্গতিতে ফরাসী রাজধানী প্যারী নগরীতে উপস্থিত হইলে চারিদিকে হর্ষ-কোলাহল উপস্থিত হইল। সকলেই প্রধান সেনাপতি ডুমার্ত্তিনের প্রশংসা করিতে লাগিল, গৃহে গৃহে তাঁহার নাম ধ্বনিত হইতে লাগিল, কিন্তু যে সকল সৈন্য শত্রুসৈন্য পরাস্ত করিয়া এই বিমল যশ অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহারা জানিত, কাহার সাহস, অধ্যবসায়, তৎপরতা ও ভবিষ্যদ্দৃষ্টির বলে এই যুদ্ধে জয়লাভ হইয়াছে। সৈন্যগণের মধ্যে নেপোলিয়ানের খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও সুনামের সীমা রহিল না; তাঁহার অসাধারণ সেনাপতিত্বগুণের কথা সকলেই স্বীকার করিল এবং সেনাপতি ডুমার্ত্তিন নেপোলিয়ানের দূরদর্শনশক্তি, রণবিজ্ঞানে সুগভীর পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিকৌশল সন্দর্শন করিয়া এতদূর চমৎকৃত হইলেন যে, ভবিষ্যতে তাঁহার শক্তিশালী ব্রিগেডিয়র জেনারলের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করিয়া তাঁহার পরামর্শানুসারেই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

গ্রীষ্মের কয়েক মাস দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। ফরাসীগণ পর্ব্বতোপত্যকায় বসিয়া অষ্ট্রীয় সৈন্যগণের ভবিষ্যৎ আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য দুর্গাদির জীর্ণসংস্কারে প্রবৃত্ত হইল। নেপোলিয়ান অশ্রান্তভাবে নববিজিত দেশের প্রাকৃতিক লক্ষণ, দেশের শাসনপ্রণালী, রীতিনীতি, সৈন্যগণের রসদ-সংগ্রহের উপায় প্রভৃতি বিষয়ে তন্ন তন্ন করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। ভবিষ্যতে তিনি যে মহাগৌরবার্জ্জনে সমর্থ হইবেন, এ বিষয়ে তাঁহার সংশয়মাত্র ছিল না।

কিন্তু এই সময়ে সহসা একদিন এক বিচিত্র অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া নেপোলিয়ান ধৃত হইলেন এবং একজন সাধারণ অপরাধীর ন্যায় তিনি বিচারালয়ে নীত হইলেন। দেশের যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে অবিচারে হয় ত গিলোটিন যন্ত্রে তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করা হইত; কিন্তু তিনি সৌভাগ্যক্রমে সসম্মানে অব্যাহতি লাভ করিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহার পূর্ব্ববৎসর শীতকালে নেপোলিয়ান মার্শেলিস্-নগরস্থ একটি রাজকীয় কারাগারের জীর্ণসংস্কারে মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই ছিল যে, কারাগার বারুদাগারের জন্য ব্যবহারের বন্দোবস্ত করিবেন। নেপোলিয়ান যুদ্ধব্যপদেশে অষ্ট্রিয়া যাত্রা করিলে, তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত নূতন লোক নেপোলিয়ানের এই কার্য্য বিশেষ যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিয়া এই জীর্ণসংস্কারকার্য্য সম্পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন মন্দ লোক রাজ্যের শান্তিরক্ষকসমিতির নিকট প্রকাশ করিল, ফ্রান্সের একটি দ্বিতীয় বাস্তিল (রাজকারাগার) নির্ম্মিত হইতেছে, স্বদেশহিতৈষী নগরবাসীদিগকে আবদ্ধ করিবার জন্যই ইহার সৃষ্টি। অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারালয়ে নীত হইলে, তিনি প্রকাশ করিলেন যে, তিনি কিছুই জানেন না, এই কারাগারের জীর্ণসংস্কার-কার্য্য নেপোলিয়ান আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন, তিনি তাহা শেষ করিতেছেন। তখন নেপোলিয়ানকে অপরাধী জ্ঞানে সেখানে উপস্থিত করিয়া দুই পক্ষ কাল তাঁহাকে বন্দিভাবে রাখা হইল। কিন্তু প্যারী হইতে অবিলম্বেই তাঁহার মুক্তিদানের আদেশ আসিল। রাত্রি দুই ঘটিকার সময়ে একজন কর্ম্মচারী কারারুদ্ধ নেপোলিয়ানের নিকট এই সংবাদ লইয়া গিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন, তিনি তখনও টেবিলের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া কতকগুলি মানচিত্র ও পুস্তক মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতেছেন। আগন্তুক কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, এখনও শয়ন করেন নাই?"

নেপোলিয়ান বলিলেন, "শয়ন? আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম, যথাসময়ে উঠিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছি।"

কর্ম্মচারী পুনর্ব্বার বলিলেন, "এত সকালে?"

"দুই তিন ঘণ্টা নিদ্রাই মনুষ্যের জীবনরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট!"

যদিও নেপোলিয়ান গুরুতর অভিযোগ হইতে সসম্মানে মুক্তিলাভ করিলেন, কিন্তু তথাপি রাজ্যের প্রধানগণ রাজকীয় সম্ভ্রমরক্ষার জন্য দেশের বন্ধু নেপোলিয়ানের কর্ত্তব্যানুরাগের দণ্ডস্বরূপ অশ্বারোহী হইতে পদাতি সৈন্যদলে তাঁহাকে অবনত করিয়া দিলেন। রাজ্যের পরিচালকগণের আত্মসম্মান এতই অতিরিক্ত যে, আত্মকৃত ভ্রমের জন্য তাঁহারা একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে এই ভাবে দণ্ডিত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিলেন না। প্রথম দৃষ্টিতে এই ব্যবহার রহস্যময় বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও ক্ষমতাশালী অবিবেচক ব্যক্তিগণের জীবনের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা বিরল নহে।

যাহা হউক, নেপোলিয়ান এই প্রকার পদ-পরিবর্ত্তনে আপনাকে অত্যন্ত অবমানিত জ্ঞান করিলেন এবং বিরক্তির সহিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মার্শেলিসে তাঁহার জননী ও ভ্রাতাভগিনীগণের সহিত সম্মিলিত হইলেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে এই ঘটনা ঘটে, সমস্ত শীতকাল আর তাঁহার কোন কাজ করিবার ছিল না; তিনি রাজনীতি, ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস প্রভৃতি অধ্যয়নে কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু নেপোলিয়ানের ন্যায় সদাপরিশ্রমশীল, কর্ম্মদক্ষ যুবক কখন এমন নিরুদ্যমভাবে জীবনযাপন করিতে পারেন না। মে মাসের প্রথমে তিনি আবার প্যারীতে আসিয়া চাকরীর সন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু চাকরী মিলিল না। কত অপদার্থ মূর্খ কেবল স্তুতিবাদের বলে উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেছিল, আর নেপোলিয়ানের ন্যায় কার্য্যদক্ষ প্রতিভাবান্ ব্যক্তির সম্মুখে রাজকর্ম্মের অর্গল অবরুদ্ধ! নেপোলিয়ানের মনে যুগপৎ ঘৃণা ও ক্রোধের সঞ্চার হইল; এ দিকে প্রতিদিন তাঁহার অর্থকষ্ট বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; সুতরাং তিনি স্থির করিলেন, যদি ফ্রান্সদেশে তাঁহার চাকরী-সংস্থান না হয়, তাহা হইলে তিনি তুরস্কে উপস্থিত হইয়া সুলতানের চাকরী গ্রহণ করিবেন। তাঁহার এই অভিপ্রায় উপলক্ষে তিনি তাঁহার কোন বিশ্বস্ত বন্ধুকে একদিন বলিয়াছিলেন, "এক জন ক্ষুদ্র কর্শীয় সৈন্য জেরুজেলমের ভাগ্যসূত্র পরিচালিত করিবে, ইহা অদ্ভুত বটে!"

এই সময়ে নেপোলিয়ানের মনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল। তিনি কিংকর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া অস্থির হইয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময় তাঁহার স্নেহময়ী জননীর একখানি পত্র পাইলেন। মাতা লিখিয়াছেন, তাঁহার অর্থকষ্ট এখন এত অধিক হইয়াছে যে, অতঃপর তাঁহার জীবনযাত্রা দুরূহ হইবে। উপায়হীন পুত্রকন্যাগণের অভাবমোচন করিতে না পারায় তাঁহার জীবনধারণ বিড়ম্বনাপূর্ণ বলিয়া মনে হইতেছে। নেপোলিয়ানের হস্তে তখন কপর্দ্দকমাত্র সঞ্চিত ছিল না, চারিদিক্ অন্ধকার দেখিলেন; উন্মত্তের ন্যায় নদীতীরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে তখন চিন্তার ঘোর ঝটিকা প্রবাহিত হইতেছিল, জীবনধারণের স্পৃহা তাঁহার অন্তর হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল; নদীবক্ষে নিমজ্জিত হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন, এই ইচ্ছা তাঁহার মনে প্রবল হইয়া উঠিল। হায় দুর্ভাগ্য! যিনি একদিন অর্দ্ধধরণীর অধীশ্বররূপে অতুল-গৌরবে বিরাজ করিয়াছেন এবং যাঁহার পদতলে শত শত মুকুটধারীর হীরকরত্নখচিত উজ্জ্বল মুকুট বিলুণ্ঠিত হইয়াছে, তিনিই কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মর্ম্মভেদী দারিদ্র্যের ভীষণ পেষণে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া আত্মহত্যার জন্য কৃতসঙ্কল্প! যাহা হউক, আত্মহত্যা দ্বারা অকালে জীবনের অবসান করিবার জন্য তাঁহার জন্ম হয় নাই; নেপোলিয়ান নদীজলে লম্ফপ্রদানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, এমন সময়ে একটি ভদ্রলোক তাঁহার এই দুষ্কর্ম্মসাধনে বাধা প্রদান করিলেন। নেপোলিয়ান সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার ভূতপূর্ব্ব সহযোগী ও পুরাতন বন্ধু ডিমাসিস্। ডিমাসিস্ তাঁহার শোচনীয় কাহিনী অবগত হইয়া ছয় সহস্র ডলারের স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন; নেপোলিয়ান তাঁহার দুঃখিনী জননীর নিকট সেই টাকা পাঠাইয়া শান্তিলাভ করিলেন। তাহার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত নেপোলিয়ান ডিমাসিসের সাক্ষাৎ পান নাই। তিনি অনেক স্থলে তাঁহার পুরাতন বন্ধুর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু ডিমাসিস্ একেবারে নিরুদ্দেশ! পঞ্চদশ বৎসর পরে যখন নেপোলিয়ানের খ্যাতি সমস্ত ইউরোপে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, নেপোলিয়ানের উন্নতি-সূর্য্য তাঁহার ভাগ্য-গগন আলোকিত করিয়া তুলিল, সেই সময়ে একদিন তিনি সেই পরমোপকারী সুহৃদ্বয়ের সাক্ষাৎ পাইলেন। নেপোলিয়ান তাঁহাকে বলিলেন, "ভাই, আমি তোমাকে কত খুঁজিয়াছি, তোমার দেখা পাই নাই। তোমার ঋণ-পরিশোধের জন্য আমি বড় উৎসুক ছিলাম. সে দিন রাত্রে আমার বিপৎকালে হঠাৎ আমার সম্মুখে আসিয়া আমাকে সেই অসীম বিপজ্জাল হইতে উদ্ধার করিয়া আবার কোথায় অন্তর্ধান করিলে, তোমার আর সন্ধান পাইলাম না।" ডিমাসিস্ সহাস্যে উত্তর করিলেন, "আমি সে টাকা তোমাকে ঋণ দিই নাই, বন্ধুর বিপন্মুক্তির জন্য তাহা ব্যয় করিয়াছি; আমি সে টাকা লইব না।" ডিমাসিস্ কিছুতেই টাকা লইতে সম্মত হইলেন না, নেপোলিয়ানও ছাড়িবার পাত্র নহেন; তিনি বলিলেন, "বিপৎকালে তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ, তাহা কিছুতেই পরিশোধ করা যায় না; কিন্তু আমার কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তোমাকে যাহা কিছু দিব, তাহা গ্রহণ করিতেই হইবে।"

সম্রাট্ রাজকোষ হইতে তাঁহাকে ষষ্টি সহস্র ডলারের স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন, ডিমাসিস্‌কে তাহা গ্রহণ করিতে হইল। এতদ্ভিন্ন নেপোলিয়ান তাঁহাকে রাজোদ্যানের অধ্যক্ষপদ প্রদান পূর্ব্বক বার্ষিক ছয় সহস্র ডলার বেতন নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন ও তাঁহার সহোদরকে রাজ্যের কোন উচ্চপদে নিযুক্ত করিলেন। এমন মহৎ-হৃদয় উপকারী বন্ধু ও এইরূপ কৃতজ্ঞ, আত্মসম্মানবিশিষ্ট ঋণী জগতে একান্ত দুর্লভ।

অতঃপর ইতালীদেশে ফরাসী সৈন্যগণ পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইতে লাগিল; নেপোলিয়ান তাহাদিগকে যে স্থানে সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছিলেন, প্রবল অষ্ট্রীয় সৈন্যগণ তাহাদিগকে সে স্থান হইতে বিদূরিত করিয়া দিল। পাবলিক সেফ্‌টি কমিটী নামক রাজ্যের শান্তিরক্ষক-সমিতি কোন কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। স্বদেশের সেই গৌরব-সম্ভ্রম বিনাশের দিনে কাহারও কাহারও নেপোলিয়ানের কথা স্মরণ হইল; আল্পস পর্ব্বতে নেপোলিয়ানের সেই অদ্ভুত বীরত্বকথা কাহারও কাহারও মনে পড়িল। কমিটী তখন নেপোলিয়ানকে আহ্বান করিয়া পত্র লিখিলেন। সৌভাগ্যলক্ষ্মী নেপোলিয়ানকে ত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল স্থির থাকিতে পারিলেন না, নেপোলিয়ান কমিটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কমিটীর সভ্যগণ সসম্ভ্রমে তাঁহাকে আপনাদের অধিনায়করূপে গ্রহণ করিলেন।

যে সময়ে নেপোলিয়ান কমিটীর সভ্যরূপে সভাগৃহে মন্ত্রণাদানকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, সে সময়েও তাঁহার হৃদয় ইতালীদেশে অবস্থিত ফরাসীসৈন্যের গতিপথ-নিরূপণের চিন্তায় পরিপূর্ণ থাকিত। অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে সাধারণ পুস্তকালয়ে বসিয়া তিনি রণবিজ্ঞানবিষয়ক বিবিধ গ্রন্থ পাঠ করিয়া নব নব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেন।

কোন কোন দিন নেপোলিয়ান আলোকমালা-পূর্ণ বৃক্ষচ্ছায়া-সমাচ্ছন্ন রাজপথে সান্ধ্যভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতেন, ধনকুবেরের বিলাসপালিত, পৌরুষ-বর্জ্জিত সন্তানগণ পথিপ্রান্তে দাঁড়াইয়া নিশ্চিন্তমনে গল্প করিতেছে। তাহাদের গল্পের বিষয় হয় কোন রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীর কণ্ঠস্বরের সমালোচনা, না হয় কোন নর্ত্তকীর অঙ্গসৌষ্ঠবের বর্ণনা! সেই সকল গল্প শুনিয়া নেপোলিয়ানের মুখ ঘৃণায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত। একদিন নেপোলিয়ান পথভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, একটি ধনী যুবক এই প্রকার তুচ্ছকথার আলোচনা করিতে করিতে তাঁহার পার্শ্ব দিয়া যাইতেছেন। নেপোলিয়ান অবজ্ঞাভরে বলিলেন, "এই শ্রেণীর জঘন্য জীবের জন্যই কি ফরাসীদেশে ধনসম্পত্তির সৃষ্টি হইয়াছিল? মনুষ্য-জীবনের কি শোচনীয় অধঃপতন!" সংসারে নেপোলিয়ানের আর কোন আকর্ষণ বা কোন আসক্তি ছিল না; উচ্চাভিলাষ তাঁহার জীবনের একমাত্র উপাস্যদেবতারূপে তাঁহার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছিল; সেই দেবীর উপাসনাকেই তিনি জীবনের একমাত্র সাধনা বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। বিলাসিতা, আমোদ-আহ্লাদ, ইন্দ্রিয়-সুখভোগ তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর বোধ হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সে কালে আমাদের দেশের যোগি-ঋষিরা অরণ্যে বসিয়া তপস্যা করিতেন; তাঁহারা মোক্ষ-ফলের কামনা করিতেন; কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য যাঁহার কামনার সামগ্রী, তাঁহার সাধনার লীলাভূমি এই জনসঙ্ঘকল্লোলিত বিপুল বসুন্ধরা, মানবহৃদয়ের আকাশ-স্পর্শী চিন্তাক্ষেত্র দেশের ভাগ্যপরিবর্ত্তনের সন্ধিস্থল!

আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, এই সময়ে ফরাসী-দেশের ধর্ম্মের অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের উপর সর্ব্বত্র অবজ্ঞা প্রদর্শিত হইত; পুরোহিতদল দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল; ধর্ম্মমন্দির-সমূহ হয় বিজ্ঞান-মন্দিরে, না হয় বিলাসভবনে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল; আত্মার অবিনশ্বরতার কথা কেহ স্বীকার করিত না; সুতরাং এই ঘোরতর ধর্ম্মহীনতা নেপোলিয়ানের জীবনের উপরও কার্য্য-করী হইয়াছিল। কিন্তু স্বভাবতঃ তিনি ধর্ম্মপ্রবণ ছিলেন, বিশ্বনিয়ামকের বিশাল সৃষ্টিকৌশল ও অনন্ত রহস্য তাঁহার হৃদয়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত; তাঁহার উচ্চাভিলাষের মধ্যে অধীরতা, ক্ষুদ্রতা বা হিংসা-বিদ্বেষের ছায়া বর্ত্তমান ছিল না; তাহা স্থির, সমুজ্জ্বল, অটল। অক্লান্ত পরিশ্রম, অশ্রান্ত অধ্যবসায় ও অনন্যসাধারণ সাহস তাঁহার এই উচ্চাভিলাষের অবলম্বন দণ্ড ছিল। যৌবনকালেও সুখের মোহ তাঁহার জীবন মুগ্ধ করিতে পারে নাই; আমাদের এই পৃথিবীতে "দুদিনের খেলা-ধূলার" মধ্যে কোন আনন্দ আছে, ইহা তিনি স্বীকার করিতেন না। এক সময়ে তিনি বলিয়া-ছিলেন, জীবনে তিনি কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য সুখী হইয়াছেন, তাঁহার প্রণয়িনী জোসেফিনের হৃদয়ভরা প্রেম সে সুখের উপাদান। সংসারী হইয়াও নেপোলিয়ান সন্ন্যাসী ছিলেন।

ভগবান্ তাঁহাকে পুত্তলিকা করেন নাই, মানুষ করিয়াছিলেন; তাই সংসারে সাধারণের গতিপথ হইতে তাঁহার গতিপথ ভিন্ন ছিল।

এই সময়ে ফ্রান্সের জাতীয় সভা ফরাসী সাধারণ-তন্ত্র পরিচালনের একটি অভিনব ব্যবস্থা করেন। তদনুসারে রাজ্যের শাসনভার পাঁচ জন নির্ব্বাচিত প্রধান ব্যক্তির হস্তে প্রদত্ত হইল; ইঁহারা ডিরেক্টর নামে অভিহিত হইলেন। ব্যবস্থাদি-প্রণয়ন ও পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা দুইটি সভার হস্তে স্থাপিত হইল; একটি প্রাচীনের সভা, অন্যটি পঞ্চশতের সভা। প্রাচীনের সভার সভ্যসংখ্যা আড়াই শত; প্রত্যেক সভ্যই চল্লিশ বৎসর বা তাহা অপেক্ষা অধিকবয়স্ক ব্যক্তি; তাঁহাদে মধ্যে কেহ চিরকুমার থাকিতে পাইতেন না; অবিব ত ব্যক্তিগণ রাজ্যের কোন দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মের উপ ৬' বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল না। পঞ্চশতের সভা আমেরিকার প্রতিনিধি-সভার অনুরূপ, তাহার প্রত্যেক সভ্যের বয়স অন্যূন ত্রিশ বৎসর হওয়া আবশ্যক বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। সাধারণ-তন্ত্রাবলম্বী ব্যক্তিগণ দেশের শাসনপ্রণালী সাধারণতন্ত্রে পরিবর্ত্তিত করিবার সংকল্প রিয়াছিলেন; কারণ, রাজকীয় সম্প্রদায়ের প্রধানেরা বোর্ব্বোঁ-বংশীয়গণকে সিংহাসনে পুনঃ সংস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল; অন্য দিকে জ্যাকোবিনদিগের পৈশাচিক অত্যাচার হইতে দেশরক্ষা করাও একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল। অধিকাংশ জেলার অধিবাসিগণ স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া প্রস্তাবগুলির সমর্থন করিলেন।

প্যারী মহানগরী ৯৬টি ওয়ার্ড বা অংশে বিভক্ত ছিল; রাজ্যশাসননীতির পরিবর্ত্তনবিষয়ক এই প্রস্তাব ৪৮টি ওয়ার্ড কর্ত্তৃক গৃহীত হইল। অবশিষ্ট ৪৬টি ওয়ার্ড ইহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইল। রাজকীয় সম্প্রদায় ও জ্যাকোবিন সম্প্রদায়ের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে পরস্পরবিরোধী হইলেও তাহারা একপ্রাণ হইয়া এই প্রস্তাবের ঘোর প্রতিবাদ করিতে লাগিল। জাতীয় সভা দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিলেন যে, যখন রাজ্যের অধিকাংশ লোকই এই প্রস্তাবের অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তখন এই প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য হইবেই। প্রতিপক্ষের নেতৃগণ তখন অস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। প্যারী নগরীর সাধারণ অশিক্ষিত অধিবাসিগণ ত্যন্ত কলহ ও হুজুগপ্রিয় ছিল; তাহারা আভিজাত বংশোদ্ভব নেতৃদিগের পক্ষ-সমর্থন পূর্ব্বক জাতীয় সভাকে আক্রমণ করিবার জন্য সমুদ্যত হইল। উন্মত্ত নগরবাসিগণ রাজপথে মহা অশান্তির সৃষ্টি করিয়া তুলিল; ঘোর প্রজাবিদ্রোহে চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

জাতীয় সভা এই বিপুল আয়োজন দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, ইহা কয়েক শত উন্মত্ত, উদ্ধত নগরবাসীর অসার দাম্ভিকতা মাত্র নহে, দাবানলের সহিত সম্মিলিত ঝটিকার ন্যায় চল্লিশ সহস্র সুশিক্ষিত সুসজ্জিত সৈন্য তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া জাতীয় সভার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছে। এই বিদ্রোহদমনের জন্য জাতীয় সভা সেনাপতি মেনোকে নিযুক্ত করিলেন; মেনো অবিলম্বে শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। নেপোলিয়ান ক্ষমতাবিস্তারের এরূপ একটি সুযোগে উপেক্ষা প্রকাশ করিতে পারিলেন না; তিনি মেনোর অনুসরণ করিলেন। মেনো অতি নিরীহ-প্রকৃতির লোক ছিলেন; এই প্রকার গুরুতর ব্যাপারের সম্মুখীন হইবার যোগ্যতা তাঁহার ছিল না। প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের ক্ষমতা ও সংখ্যা দেখিয়া তিনি ভগ্নোৎসাহ হইলেন, অবশেষে তাহাদের সম্মুখ হইতে অন্তর্ধান করিলেন। তখন ক্ষিপ্তপ্রায় নাগরিকবর্গের আনন্দ ও উদ্দীপনার সীমা রহিল না, তাহারা বিবেচনা করিল, জগতে তাহারা অজেয়; একজন সেনাপতি সসৈন্যে যুদ্ধ করিতে আসিয়া পলায়ন করিলেন, অতএব তাহাদের আর কোন ভয় বা দুশ্চিন্তা নাই। রাজপথে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইল।

নেপোলিয়ান এই ব্যাপারের আদ্যোপান্ত স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিলেন। তাহার পর তিনি অব্যাকুলচিত্তে এই লোমহর্ষণ দৃশ্য হইতে তাঁহার দৃষ্টি ফিরাইয়া জাতীয় সভা-গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন রাত্রি একাদশ ঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে। জাতীয় সভা উপায়ান্তর দেখিলেন না, হয় ত এই এক রাত্রির মধ্যেই তাঁহাদের সমস্ত ক্ষমতা লুপ্ত হইবে। যাহা হউক, অনেক বাদানুবাদের পর জাতীয় সভা সেই রাত্রেই মেনোকে পদচ্যুত করিয়া ব্যারাস নামক দক্ষ সেনাপতির হস্তে সমস্ত সৈন্যের কর্ত্তৃত্বভার সমর্পণ করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। ব্যারাস প্রমথ্যমান মহাসমুদ্রজলোচ্ছ্বাসবৎ সেই ক্রমবর্দ্ধমান শত্রুরাশির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; সম্মুখে নিশ্চয়

মৃত্যু, পশ্চাতে নিদারুণ অবমাননা, এই ঘোরতর পরীক্ষা-কালে নেপোলিয়ানের কথা ব্যারাসের মনে পড়িল। তুলন অবরোধকালে তিনি নেপোলিয়ানের অসাধারণ বীরত্ব ও তেজস্বিতা, সৈনিকমণ্ডলীর উপর তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব এবং রণবিজ্ঞানে তাঁহার অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই সভাস্থলে উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "আমাদের যিনি রক্ষা করিতে পারেন, আমি তাঁহাকে জানি, যদি কেহ এই কার্য্যে সমর্থ হন, তাহা হইলে যুবক কর্শীয় বীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টই তাহার উপযুক্ত। তুলনে আমি তাঁহার সামরিক প্রতিভা ও শিক্ষার পরিচয় পাইয়াছি।"—নেপোলিয়ান সে সময়ে সভার একপ্রান্তে দর্শকদিগের বসিবার স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন, হয় ত ব্যারাস এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার সময় তাঁহার চক্ষু নেপোলিয়ানের সরল, সুন্দর, প্রতিভা-প্রদীপ্ত মুখের উপর একবার নিপতিত হইয়াছিল।

নেপোলিয়ান সেই মুহূর্ত্তে জাতীয় সভার সহিত পরিচিত হইলেন। সভ্যগণ ব্যারাসের মুখে নেপোলিয়ানের প্রশংসা-কাহিনী শুনিয়া মনে করিয়াছিলেন, নেপোলিয়ান হয় ত একটি "ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজ" ব্যক্তি হইবেন, কিন্তু নেপোলিয়ানের আকার দেখিয়া তাঁহাদের মনে অশ্রদ্ধার উদয় হইল; একটি অষ্টাদশবর্ষীয় বালকবৎ মূর্ত্তি, ক্ষুদ্রায়তন ক্ষীণদেহ এবং সর্ব্বপ্রকার অসাধারণত্ব-বর্জ্জিত। সভাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা কি আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইব?" সকলে সমস্বরে বলিলেন, "অবশ্য।" অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অত্যন্ত দৃঢ় উত্তর। তখন সভাপতি নেপোলিয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই কার্য্যের গুরুত্ব তুমি অনুভব করিয়াছ কি?" নেপোলিয়ান সহজভাবে বলিলেন, "সম্পূর্ণরূপে; আমি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা সম্পন্ন করিবারও আমার অভ্যাস আছে।" তাঁহার তীব্রপ্রতিভা-শিখা তাঁহার চক্ষুর ভিতর দিয়া দৃষ্টি-গোচর হইতেছিল। এই অসাধারণ মনুষ্যের কথায় ও ব্যবহারে এমন একটি বিশেষত্ব ছিল, যাহা লক্ষ্য করিয়া জাতীয় সভার সকল সভ্যেরই নেপোলিয়ানের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস-স্থাপনের প্রবৃত্তি হইল। নেপোলিয়ান সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে সেনাপতিপদে বরিত হইবেন, এমন সময়ে তিনি গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আপনাদের নিকট আমি একটি অঙ্গীকার চাই; আমার হস্তে অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রদান করিতে হইবে, সেই ক্ষমতা ভবিষ্যতে জাতীয় সভার কোন আদেশের মুখাপেক্ষী হইবে না।"—এ বিষয় লইয়া আন্দোলনের আর অবসর ছিল না, শত্রুর তীক্ষ্ণধার তরবারি তখন মস্তকের উপর সমুদ্যত; উন্মত্ত জনপদবাসিগণ জ্বলন্ত মশাল-হস্তে তখন প্রতিগৃহ দগ্ধ ও ভস্মীভূত করিবার জন্য চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, বিপ্লবের অন্ধকারময় মেঘ বজ্রানলশিখা বক্ষে বহন করিয়া মাথার উপর ঘনাইয়া আসিয়াছে, এ সময়ে কে তর্কবিতর্ক উপস্থিত করিবে? সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে নেপোলিয়ান অখণ্ড ও অপ্রতিহতভাবে সেনা-পরিচালনক্ষমতা লাভ করিয়া জাতীয় সভা ত্যাগ করিলেন।

নেপোলিয়ানের সাহস, কর্ত্তব্যজ্ঞান, ধীর পরাক্রম এবং কার্য্যকুশলতার পরীক্ষাকাল সমুপস্থিত হইল; প্যারী হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী শাবলনস্ নামক স্থানে পঞ্চাশটি কামান সংরক্ষিত ছিল, নেপোলিয়ান সেগুলি হস্তগত করিলেন, তাহার পর অদম্য উৎসাহের সহিত দিবারাত্রি শত্রুগণের বিরুদ্ধে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন; তিনি জানিতেন, কি কঠোর কর্ত্তব্যভার তিনি স্কন্ধদেশে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার অধীনস্থ পঞ্চসহস্র সৈনিকের সহায়তায় উন্মত্তপ্রায় চল্লিশ সহস্র সুশিক্ষিত অস্ত্রধারী বিদ্রোহীর দমন করিতে হইবে!

নেপোলিয়ান যথাস্থানে সৈন্য ও কামান সন্নিবিষ্ট করিয়া শত্রুর আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, দলে দলে বিপক্ষগণ নগরের ক্ষুদ্র রাজপথ পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। তাহাদের রণসঙ্গীত, তাহাদের বায়ুবিকম্পিত সমুন্নত পতাকাশ্রেণী ও তাহাদের হর্ষোন্মত্ততা দেখিয়া নেপোলিয়ানের প্রতীতি হইল, তাহারা আপনাদিগের বিজয়-বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ। তাহারা মনে একবার কল্পনাও করে নাই যে, জাতীয় সভার মুষ্টিমেয় সৈন্য তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সাহস করিবে।

কিন্তু তাহারা নেপোলিয়ানের সৈন্যরেখার সম্মুখীন হইয়া দেখিল, নেপোলিয়ানের সমস্ত সৈন্য অটলভাবে সেনাপতির আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছে। নেপোলিয়ানের ইঙ্গিতমাত্র তাহারা শত্রুসৈন্যের উপর গুলীবৃষ্টি আরম্ভ করিল। পথের উপর শিলাবৃষ্টির ন্যায় গুলীবৃষ্টি হইতে লাগিল, রাজপথ মৃত ও আহতের রক্তাক্ত দেহে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ক্রমাগত

অশ্রান্ত গুলীবৃষ্টি, শিক্ষিত হস্তের অব্যর্থ সন্ধান তাহারা কোনমতেই সহ্য করিতে পারিল না, তাহার পর সুরক্ষিত কামানসমূহ হইতে গগনভেদী বজ্রনাদ আরম্ভ হইল, শত্রুগণ ভীত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। নগরবাসিগণ স্ব স্ব গৃহে গিয়া লুকাইল। নেপোলিয়ানের সৈন্যদল প্রথমে প্রত্যেক নগরবাসীকে নিরস্ত্র করিয়া আসিল; তাহার পর মৃতদেহ সমূহ সমাহিত করা হইল, আহত ব্যক্তিগণ হাঁসপাতালে নীত হইল। চতুর্দ্দিকে শান্তি স্থাপিত হইলে নেপোলিয়ান স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

এইরূপে নেপোলিয়ানের সাহস ও যত্নেই ফরাসী-দেশে অভিনব শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল। পাঁচজন কার্য্য-নির্ব্বাহক সভ্যের কর্তৃত্বে এই সভার কার্য্য চলিতে লাগিল, কিন্তু এই সভা দীর্ঘস্থায়ী হইল না; দেশের শাসনভার কয়েক মাসের মধ্যেই এই সভার হস্ত হইতে বিচ্যুত হইল। নেপোলিয়ান বিন্দুমাত্র রক্তপাত না করিয়াও কেবলমাত্র নৈতিক শক্তিপ্রভাবে এই সভার শক্তি বিনষ্ট করিলেন। নেপোলিয়ানের সম্মানের সীমা রহিল না, তিনি অন্তর্দ্দেশীয় সৈন্যমণ্ডলীর প্রধান নায়কপদ প্রাপ্ত হইলেন; প্যারী নগরীর শাসনসংরক্ষণের ভার তাঁহার হস্তেই ন্যস্ত হইল।

এই সময়ে নেপোলিয়ানের পদ-গৌরব সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তথাপি তিনি পঞ্চবিংশতিবৎসর-বয়স্ক যুবক মাত্র, সাধারণে তাঁহাকে মহা সম্মানের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

এইরূপে উচ্চপদ ও গৌরব লাভ করিয়া নেপোলিয়ানের অর্থকষ্ট বিদূরিত হইল, যুদ্ধাবসানে তিনি তাঁহার জননীর সহিত সাক্ষাতের জন্য মার্সেলিস্ যাত্রা করিলেন এবং অবিলম্বে মাতার সকল অর্থকষ্ট দূর করিয়া দিলেন। মায়ের প্রিয়তম কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র রণরঙ্গে পরিশ্রান্ত হইয়া বিজয়িবেশে মাতৃসমীপে ফিরিয়া আসিলেন, গৃহে আনন্দকল্লোল প্রবাহিত হইল। নেপোলিয়ান সেই দিন হইতে সমস্ত পরিবারের প্রতিপালনভার গ্রহণ করিলেন।

প্রবল ঝঞ্ঝাক্লিষ্ট মেঘান্ধকারসঙ্কুল সুদীর্ঘ যামিনীর প্রলয়ানুষ্ঠানের মধ্যে এইরূপে নেপোলিয়ান শান্তিময় সুস্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল উষালোকের বিকাশ করিতে সমর্থ হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

ইতালীয় অভিযান,—অস্ট্রীয়গণের পশ্চাদ্ধাবন

নেপোলিয়ানের অপ্রতিহত চেষ্টায় নগরে শান্তি স্থাপিত হইল, বিপ্লবের আর কোন চিহ্ন বর্ত্তমান রহিল না। তাঁহার নাম প্রতি মুখে উচ্চারিত হইতে লাগিল। কিন্তু ফরাসী-দেশের তখন অতি দুঃসময় সমুপস্থিত হইয়াছিল, নিদারুণ দুর্ভিক্ষে প্যারী নগরীতে অল্পদিনের মধ্যেই হাহাকার উঠিল; অন্নাভাবে শ্রমজীবিগণের কাজ বন্ধ হইল। অনাহারে সহস্র সহস্র দরিদ্রলোক প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। ধনী সন্তানগণ এই দুর্দ্দিনে ফরাসী-রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক দেশান্তরে পলায়ন করিতে লাগিলেন। চারিদিকে উচ্ছৃঙ্খলতার সীমা রহিল না, নেপোলিয়ানের অস্ত্রবল দেশে শান্তিরক্ষার জন্য আইনের স্থান অধিকার করিল; তিনি মৃত্যুমুখে নিপতিত অন্নহীন দুস্থ ব্যক্তিগণের কষ্ট বিদূরিত করিবার জন্য নগরের প্রত্যেক পল্লীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন; দয়া ও সহানুভূতি অস্ত্রবলের সহিত সম্মিলিত হইল; কেবল তাঁহারই করুণাবলে শত শত পরিবার আসন্নমৃত্যুর কবল হইতে প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। দরিদ্রের কুটীরে, অন্নহীন অর্থহীন নিরুপায় অনাথের অন্ধকারময় গৃহগুহায় নেপোলিয়ান করুণাময় দেবতার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন, অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে তিনি ব্যথিতের দুর্দ্দশা সন্দর্শন করিয়া তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে অনশনে মৃতপ্রায় ব্যক্তিগণের কুটীরে জ্বালানীকাঠ ও রুটী প্রদত্ত হইতে লাগিল; নিজের সুখ, আরাম সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া তিনি দীন-দুঃখীর দুঃখ-প্রশমনের জন্য দিবারাত্রি অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।

শ্রীমতী পারমনের গৃহে একদিন তাঁহার নিমন্ত্রণ ছিল। তিনি সেই গৃহদ্বারে সমুপস্থিত হইয়া শকট হইতে অবতরণ

করিবেন, এমন সময় একটি স্ত্রীলোক তাহার মৃতপুত্র ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িল। শোক ও ক্ষুধা এই রমণীর হৃদয়ের নির্ঝর শুকাইয়া তুলিয়াছিল, তাহার শিশু পুত্র অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, পৃথিবীতে তাহার আর কি সান্ত্বনা ছিল? সান্ত্বনা দিবারও কেহই ছিল না, তাই রমণী লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয় সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় পথিপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে কাতরকণ্ঠে বলিল, "অনাহারে আমার প্রাণ বাহির হইতেছে, আমি পাঁচটি সন্তানের জননী, আহারাভাবে তাহারাও বাঁচিবে না; আমি পুত্রকটিকে লইয়া জলে ডুবিয়া মরিব স্থির করিয়াছি, এ কষ্ট আর সহিতে পারি না; ছেলেরা অনাহারে চোখের উপর মরিতেছে, এ দৃশ্য আর দেখিতে পারি না।" নেপোলিয়ান বিশেষ যত্নের সহিত তাহার পারিবারিক সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার কুটীরের সন্ধান লইলেন, তাহার কথঞ্চিৎ অভাবমোচনের জন্য তাহাকে কিছু অর্থদান করিলেন এবং তাহাকে বিদায় দিয়া আলোকোজ্জ্বল সুসজ্জিত হর্ম্ম্যতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই অনাথা রমণীর দুঃখ, কষ্ট, তাহার প্রাণাধিক মৃতপুত্রের কঙ্কালসার দেহ ও বিবর্ণ মুখ, দুঃখিনীর গভীর আর্ত্তনাদ পুনঃ পুনঃ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল. সে দিন তিনি স্বচ্ছন্দচিত্তে ভোজন করিতে কিংবা হাস্যামোদে যোগদান করিতে পারিলেন না। আহারের পরই তিনি সেই বিপন্না রমণীর সকল কথা সত্য কি না, জানিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিলেন। রাজকর্ম্মচারীর মুখে শুনিলেন, রমণীর কথার একবর্ণও অতিরঞ্জিত নহে। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই পরিবারকে আনাইয়া মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিলেন। তাহারা চিরদিনের জন্য নেপোলিয়ানের নিকট ঋণপাশে আবদ্ধ হইয়া রহিল। এইরূপ অসাধারণ দয়া ও প্রকৃতি-মাধুর্য্য দ্বারা নেপোলিয়ান ফরাসীজাতির হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন। পশুবলে মানুষের ভয় আকর্ষণ করা যায়; পশুবলে মনুষ্যের মস্তক অত্যাচারীর পদপ্রান্তে নত হইয়া পড়ে; কিন্তু মনুষ্যের হৃদয় জয় করিতে হইলে স্নেহ চাই, করুণা চাই, প্রেম চাই; ভগবান্ নেপোলিয়ানকে সেই সকল মহদ্‌বৃত্তিদানে কৃপণতা করেন নাই।

এই সময়ে প্যারী নগরীতে একটি সম্ভ্রান্ত রমণী বাস করিতেছিলেন, উচ্চ সমাজে তাঁহার অসাধরণ প্রতিপত্তি ছিল। ইনি যেমন সুন্দরী, তেমনি গুণবতী ছিলেন; এই সকল কারণে প্যারী নগরের সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভব শিক্ষিতব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার বিশেষ আত্মীয়তা সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই রমণীর বয়স তখন অষ্টাবিংশতি বৎসর। শ্রাবণের কুলপ্লাবী তরঙ্গিণীস্রোতের ন্যায় যৌবন-তরঙ্গ তাঁহার দেহের ললিতশোভা শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল; কিন্তু যুবতী বিধবা, এত সুখ, এত ঐশ্বর্য্য, এমন সামাজিক প্রতিপত্তি সত্বেও তাঁহাকে বিধবা হইতে হইয়াছিল। যমের অপরাধ ছিল না, দেশের অন্তর্বিপ্লব-বহ্নিতে তাঁহার স্বামীর জীবন-কুসুম অকালে ভস্মীভূত হইয়াছিল। এই রমণীর নাম জোসেফিন তাসের বোহার্ণা। এই জোসেফিনই উত্তরকালে নেপোলিয়ানের প্রেমময়ী ভার্য্যারূপে ফরাসী রাজনীতি-গগনে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় প্রতিভাত হইয়াছিলেন, একদিন লক্ষকণ্ঠে তাঁহার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছিল।

পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত মার্টনিকো নামক দ্বীপে জোসেফিনের জন্ম হয়। যৌবনাগমের অতি অল্পকাল পরেই ভাইকাউন্ট বোহার্ণার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। মার্টনিকোর একটি নিভৃত অট্টালিকার অন্তরালে যে কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়াছিল, ভাইকাউন্ট বোহার্ণা তাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহা চয়নপূর্ব্বক সুখ, ঐশ্বর্য্য ও বিলাসিতার লীলাক্ষেত্র পারীনগরীতে লইয়া যান; প্যারী-রাজপ্রাসাদে রাজ্ঞী মেরি আন্তোনিয়ের সখীত্বে সেই ফুল্ল শতদলের শোভা যেন শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল! তাহার পর বিপ্লবের অগ্নিতে চারিদিক্ বহ্নিময় হইয়া উঠিল;—রাজা গেল, রাণী গেল, সমস্ত প্যারী শ্মশানের বীভৎস বেশ ধারণ করিল; সঙ্গে সঙ্গে ভাইকাউন্ট বোহার্ণাকেও সেই অগ্নিচক্রে পড়িয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইল। জোসেফিনের গৃহ লুণ্ঠিত হইল, তিনি কারাবরুদ্ধা, অবমানিতা, দারিদ্র্যকশাহত ও আত্মীয়-বন্ধুবিচ্যুতা হইয়া অতিকষ্টে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছু কাল পরে বিপদের মেঘ কাটিয়া গেল, তিনি স্বগৃহে পুনঃস্থাপিতা হইলেন। তাঁহার স্বামীর বিপুল অর্থের কিয়দংশ তাঁহার হস্তে আসিল। তিনি শিশুপুত্র ইউজিন ও কন্যা হরতেন্‌কে লইয়া প্যারীনগরে বাস করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় একদিন নেপোলিয়ানের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল।

নেপোলিয়ান জাতীয় সভার অনুজ্ঞা অনুসারে প্যারীর

অধিবাসিবর্গের ভবিষ্যৎ উচ্ছৃঙ্খলতাদমনের নিমিত্ত তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যথাসময়ে বোহার্ণার তরবারিও তাঁহার গৃহ হইতে অন্তরিত করা হইল। এই ঘটনার কয়েক দিন পরে বোহার্ণার দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র ইউজিন নেপোলিয়ানের সন্নিটবর্ত্তী হইয়া সরলভাবে অত্যন্ত আবেগপূর্ণ-হৃদয়ে তাহার পরলোকগত পিতার তরবারি প্রার্থনা করিল। এই প্রকার অনুরোধে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে নেপোলিয়ান কোন দিন সমর্থ হন নাই, আজও পারিলেন না; বালকের সুন্দর মুখ, সরল কথা, অকৃত্রিম হৃদয়ভাব তাঁহার চক্ষে স্বর্গের সৌন্দর্য্য বিকাশ করিল; তিনি বালককে কাছে আনিয়া সদয়ভাবে তাহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার পিতার প্রতি আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার জন্য তাহার প্রশংসা করিলেন, অবশেষে ইউজিনের পিতার তরবারি ইউজিনের হস্তে সমর্পণ করিলেন। এই সদয়-ব্যবহারে কৃতজ্ঞ বালকের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল; বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে সে কোন কথা বলিতে পারিল না, কেবল তরবারিখানি উভয় হস্তে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া নেপোলিয়ানকে নীরবে অভিবাদন পূর্ব্বক সে প্রস্থান করিল। দ্বাদশবর্ষীয় শিশুর পিতৃভক্তির এই প্রকার নিদর্শন সন্দর্শন করিয়া নেপোলিয়ানের বীরহৃদয় বিগলিত হইল। তিনি সন্তানের চরিত্রসংগঠনের উপর জননীর প্রভাবের কথা জানিতেন, তাই বুঝিতে পারিলেন, এমন সন্তানের জননী নিশ্চয় উচ্চ নারীগুণে ভূষিতা। জোসেফিনের কোমল হৃদয় পুত্রস্নেহে পরিপূর্ণ ছিল, নেপোলিয়ান তাঁহার পিতৃহীন পুত্রের প্রতি যে মহৎ আচরণের পরিচয় প্রদান করিলেন, পুত্রের প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে জোসেফিনের হৃদয় কৃতজ্ঞতা-রসে অভিসিক্ত হইল। কৃতজ্ঞ জননী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য নেপোলিয়ানের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তখনও তাঁহার সুকৃষ্ণ পরিচ্ছদে গভীর শোকের পরিচয় পরিব্যক্ত হইতেছিল। জোসেফিনের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, ভাষার পারিপাট্য, মার্জ্জিত রুচি ও মহনীয় নারীভাবের সহিত সুকোমল মাতৃভাবের সুমধুর সংমিশ্রণ নেপোলিয়ানের হৃদয় বিমোহিত করিল; শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমপূর্ণ হৃদয়ে নেপোলিয়ান জোসেফিনের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়ান বুঝিলেন, এমন দুর্লভ দেবী-প্রকৃতিসম্পন্না রমণীর সাহচর্য্য জীবনের শ্রেষ্ঠতম সুখের আকর। তিনি মধ্যে মধ্যে অবসরকালে জোসেফিনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। এইরূপে উভয়ের প্রথম পরিচয় বন্ধুত্বে ও বন্ধুত্ব ক্রমে প্রগাঢ় প্রণয়ে পরিণত হইল।

জেসেফিন নেপোলিয়ান অপেক্ষা দুই বৎসরের বড় ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রথম যৌবনের অপার্থিব শোভা তাঁহার দেহের প্রত্যেক অঙ্গে অক্ষুণ্ণ ছিল, তাঁহাকে দেখিলে সুন্দরী ষোড়শী বলিয়াই বোধ হইত; প্রণয়ীর দুর্গম হৃদয়-দুর্গ জয় করিবার জন্য সেই হরিণনেত্রা, মধ্যক্ষীণা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, চারুভাষিণী, মধুরহাসিনী নিতম্বিনীর অতুলনীয় রূপরাশি ও রমণীদুর্লভ গুণরাশি যেন প্যারীর সেই সৌধান্তরালে প্রতীক্ষা করিতেছিল। নেপোলিয়ান জোসেফিনের করে আত্মসমর্পণ করিলেন; তাঁহার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের তখন অন্ত ছিল না, বিন্দুমাত্রও অবসর ছিল না, কিন্তু শতকার্য্য পরিত্যাগ করিয়াও তিনি প্রত্যহ জোসেফিনের মধুর কথা শুনিবার জন্য তাঁহার গৃহে সমাগত হইতেন; নেপোলিয়ানের অসাধারণ প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও গল্পপারিপাট্যে মুগ্ধ হইয়া রাজধানীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণও সেখানে সমবেত হইতেন। নেপোলিয়ানের হৃদয়াকর্ষণশক্তিপ্রভাবে তাঁহার বন্ধুসংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ্চ জোসেফিনের সহিত নেপোলিয়ানের বিবাহ হইয়া গেল। উভয়ের হৃদয়েই পরস্পরের প্রতি গভীর প্রেমের সঞ্চার হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। একমাত্র উচ্চাভিলাষ বাল্যকাল হইতে নেপোলিয়ানের হৃদয়-দেবতা ছিল; জোসেফিনের প্রতি প্রেম তাঁহার সেই উচ্চাভিলাষের সহচরী হইল। এই সময়ে ফরাসীদেশে বিবাহ ধর্ম্মসংস্কাররূপে পরিগণিত হইত না; ধর্ম্মের সহিত ফরাসীজাতি সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল; সুতরাং বিবাহ জীবনযাত্রার একটা আবশ্যকীয় উপকরণ ভিন্ন ধর্ম্মজীবনের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ আছে, এ কথা তাহারা বিশ্বাস করিত না। এই বন্ধন ইহজীবনে ছিন্ন করাও তাহাদের নিকট দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হইত না। সুতরাং রেজেষ্টারীতে নাম লিখিয়াই উভয়ের বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। ফরাসী ভূমি জ্ঞান ও অহঙ্কার-স্ফীত-হৃদয়ে ধর্ম্ম একটি অন্ধ কুসংস্কারমাত্র মনে করিয়া ধর্ম্মমন্দিরের দ্বার রোধ করিয়া দিয়াছিল, পুরোহিতবর্গকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল, এমন কি,

ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত তাহারা সিংহাসনচ্যুত করিয়া বিলাসিতা-পাপ ও আত্মসুখেচ্ছা-পরিতৃপ্তিকে ধর্ম্মের আসনে বসাইয়াছিল; সুতরাং বলা বাহুল্য, নেপোলিয়ানের সহিত জোসেফিনের বিবাহে কোন প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন হয় নাই।

বিবাহের কয়েক দিন পূর্ব্বে নেপোলিয়ান ইতালীস্থ ফরাসী সৈন্যমণ্ডলীর প্রধান সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইলেন; ভূতপূর্ব্ব সেনাপতিকে অতিরিক্ত পানদোষে পদচ্যুত করা হইল। এই দায়িত্বভার যখন নেপোলিয়ানের স্কন্ধে নিপতিত হইল, তখন তাঁহার বয়স ছাব্বিশ বৎসর মাত্র। ছাব্বিশ বৎসরের যুবককে এই প্রকার গুরুতর দায়িত্ব প্রদান করিবার পূর্ব্বে এক জন ডিরেক্টর বলিলেন, "এমন গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করিবার উপযুক্ত বয়স এখনও তোমার হয় নাই, বৃদ্ধ সেনাপতিগণের উপর কিরূপে কর্ত্তৃত্ব করিবে?" নেপোলিয়ান সহজস্বরে উত্তর দিলেন, "এক বৎসরের মধ্যেই আমি বৃদ্ধ হইব, অথবা আমার জীবন শেষ হইবে।" আর একজন ডিরেক্টর তাঁহাকে বলিলেন, "আমরা তোমাকে কেবল সৈন্যমণ্ডলীর অধিনায়কত্ব প্রদান করিব; তাহাদের দুরবস্থার সীমা নাই, কিন্তু তাহাদের অভাব-নিরাকরণের জন্য আমরা তোমাকে অর্থ-সাহায্য করিতে পারিব না।" নেপোলিয়ান বলিলেন, "তাহাই হউক, আমি ইহাদের জন্য দায়ী রহিলাম।"

বিবাহের পরই নেপোলিয়ান তাঁহার পত্নীকে প্যারীতে রাখিয়া ইতালী যাত্রা করিলেন। নাইস নগরে তাঁহার সৈন্যগণ অবস্থান করিতেছিল। মার্সেলিসে মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ২৭শে মার্চ্চ তারিখে নেপোলিয়ান ইতালীর আনন্দহীন শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, সেখানে ফরাসী-সৈন্যগণ অসীম দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে, অসংখ্য শত্রুসৈন্য তাহাদের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহারা ফরাসীগণকে উর্ব্বর সমতলক্ষেত্র হইতে আল্পস গিরিমালার অনুর্ব্বর কঠিন সানুদেশে বিতাড়িত করিয়াছে। অষ্ট্রীয় সৈন্যগণ ধনধান্যপূর্ণ সমৃদ্ধ নগরগুলি অধিকার করিয়া বসিয়াছে, একদল শত্রু রৌদ্রপ্রদীপ্ত দ্রাক্ষাকুঞ্জ-শোভিত গিরি-উপত্যকায় প্রমোদমত্ত অবস্থায় কালযাপন করিতেছে, আর ফরাসী সাধারণ-তন্ত্রের দুর্দ্দশাগ্রস্ত সৈন্যমণ্ডলী অনাহারে অস্বচ্ছন্দচিত্তে তুষারপাত মস্তকে ধারণ করিয়া অতি সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় প্রতিদিন প্রপীড়িত হইতেছে। যাহা হউক, এই যুদ্ধের কারণ কি, আমরা প্রথমে তাহার উল্লেখ করি।

আমেরিকার ইউনাইটেড্‌ষ্টেটের অনুকরণে ফ্রান্স রাজতন্ত্র-শাসন-প্রণালীর উচ্ছেদ করিয়া সাধারণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। শতাব্দী ধরিয়া অসংখ্য ইন্দ্রিয়পরায়ণ অসংযত-চরিত্র রাজবংশধরগণ লক্ষ লক্ষ প্রজাকে উৎপীড়িত ও পদদলিত করিয়াছিল। সেই বহুলক্ষ প্রজা এত কাল পরে একত্র হইয়া একদেশদর্শী রাজবিধানের বিরুদ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইল এবং রাজাকে তাঁহার সিংহাসন হইতে, জমীদার ও সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তিগণকে তাঁহাদের প্রাসাদতুল্য সৌধান্তরাল হইতে বিদূরিত করিয়া তাহাদের নিজের স্বার্থরক্ষার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিল। রাজ্যশাসনবিষয়ে তাহাদের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, সুতরাং পদে পদে তাহারা ভ্রমজালে বিজড়িত হইতে লাগিল। অবশেষে যখন ইউরোপের সমগ্র রাজশক্তিপুঞ্জ অজস্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইল, নিজেদের বুদ্ধিদোষে যখন তাহারা ধ্বংসের সোপানে পদার্পণ করিল এবং মৃত্যুস্রোত আগ্নেয়গিরির অগ্নিময় ধাতুস্রাবের ন্যায় ছুটিয়া আসিল, তখন তাহারা কোন দিকে উদ্ধারের পথ দেখিতে পাইল না, কঠোর রাজশাসনে অধীর হইয়া সমস্বরে তাহারা স্বায়ত্ত-শাসনের প্রার্থনা করিয়াছিল, প্রার্থনা বিফল হইলে বিপক্ষের উপর তাহাদের প্রচণ্ড ক্রোধ ও অন্ধ নিষ্ঠুরতার অব্যর্থ বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই ক্রোধ ও নিষ্ঠুরতার সাহায্যেই এখন তাহারা আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল।

তাহার পর ইউরোপের রাজন্যবর্গ যখন দেখিলেন, ফরাসীদেশের লক্ষ লক্ষ প্রজা চিরন্তন রাজবিধানের বিরুদ্ধে স্পর্দ্ধাভরে দণ্ডায়মান হইয়াছে এবং তাঁহাদেরই সমক্ষমতাপন্ন একজন নরপতি তাঁহার প্রাসাদ হইতে অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তির ন্যায় বিতাড়িত হইয়া গিলোটিন-যন্ত্রে নিহত হইয়াছেন, তখন তাঁহারা মনে করিলেন, ফরাসী-সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ক্রমে দেশব্যাপী হইয়া হয় ত সমস্ত ইউরোপীয় নরপতিগণকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতে পারে, কারণ, আয়র্লণ্ডের জীর্ণ মৃৎকুটীর হইতে, অন্ধকারাচ্ছন্ন কর্দ্দমসঙ্কুল খনির অভ্যন্তর হইতে স্বাধীনতা ও সাম্যের যে ভেরীনিনাদ উত্থিত হইয়াছিল, ক্রমে তাহা শ্রমজীবিগণের কর্ম্মশালা, পণ্যজীবিগণের বিপণি, জনপূর্ণ নগরের রাজপথসমূহ পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। এই ঘোরতর

সাম্যবাদ ফরাসী-রাজধানী প্যারী নগরী হইতে উত্থিত হইয়া অতি অল্পকালের মধ্যে ইউরোপের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল, ইউরোপের প্রত্যেক সিংহাসন বিকম্পিত করিয়া তুলিল। সুতরাং ইউরোপের নরপতিগণ একত্র সম্মিলিত হইয়া এই নবীন প্রজাশক্তি চূর্ণ করিয়া ফেলিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ে ইউরোপে রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী এমন এক জন লোকও ছিলেন না, এই সমবেত শক্তির সহিত যাহার সহানুভূতি না ছিল, এমন এক জনও সাধারণ-তন্ত্রের পক্ষপাতী লোক দেখা যাইত না, যদি না বলিতেন, "পরমেশ্বর ফ্রান্সের বিজয়পতাকা সমস্ত পৃথিবীর উপর উত্তোলিত করুন।" উভয় দলই মনে করিতেন, তাঁহারা আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রাম করিতেছেন। এই দুই দলের নিত্যসংঘর্ষণ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। যে ক্ষিপ্তপ্রায় প্রজামণ্ডলী ফরাসী দেশের রাজসিংহাসন চূর্ণ করিয়াছিল, ক্রমবর্দ্ধিত পরাক্রমের সহিত তাহারা রাজশক্তি ধ্বংস করিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিল; আবার প্রজাশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী রাজসৈন্যগণ ফরাসী প্রজামণ্ডলীকে কামান ও বেওনেট দ্বারা আক্রমণ করিল, সম্মিলিত রাজসৈন্যদল তাহাদের রাজ্য পদদলিত করিবার জন্য অগ্রসর হইল; তাহাদের সুন্দর, সুখৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন নগরসমূহ ধ্বংস করিয়া অস্ত্রবলে তিন কোটি গর্ব্বোন্মত্ত প্রজাপুঞ্জ-উপেক্ষিত বোর্ব্বোঁ বংশকে ফরাসী সিংহাসনে সংস্থাপিত করিবার জন্য বাধ্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। সম্মিলিত রাজভক্ত ফরাসী প্রজাগণকে অস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদের পতাকা-মূলে সমবেত হইয়া বিদ্রোহী সাধারণতন্ত্রাবলম্বীদিগের রক্তে রাজপথ সিক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সাধারণ-তন্ত্রের পক্ষপাতী ফরাসী প্রজাগণ সর্ব্বসাধারণকে তাঁহাদের বর্ণত্রয়-চিত্রিত পতাকামূলে আহ্বান পূর্ব্বক স্বদেশকে যুগব্যাপী দাসত্ব হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

ইউরোপের প্রত্যেক নগরে, যেখানে নেপোলিয়ান তাঁহার বিজয়ী সৈন্যদল লইয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন, সেখান হইতেই রাজকীয় দল পলায়ন করিতে লাগিল, আর সাধারণতন্ত্রাবলম্বিগণ রাজার ন্যায় তাঁহার অভ্যর্থনায় প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার সীমা রহিল না। আবার যাহারা ফরাসীদেশের রাজতন্ত্র-শাসনপ্রণালীর পক্ষপাতী ছিল, তাহারা বিভিন্ন রাজগণের সৈন্যমণ্ডলীকে পুলকস্পন্দিত-হৃদয়ে আহ্বান করিতে লাগিল; সাধারণতন্ত্রে ও রাজতন্ত্রে এই প্রচণ্ড সংঘর্ষণ, নিদাঘের অপরাহ্ণে বৈদ্যুতিকভরা দুইখানি কৃষ্ণবর্ণ গগনব্যাপী মেঘের ন্যায় পরস্পরের অদূরে অবস্থান করিতে লাগিল এবং বিভিন্ন প্রকৃতির তড়িৎ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া প্রলয়ের বজ্রনাদে আকাশ ও মেদিনী প্রতিধ্বনিত এবং বিশ্বাসী জীবসকলকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল।

ইংলণ্ড তাহার অজেয় নৌ-সৈন্যসমূহ ফ্রান্সের উপকূলস্থ প্রত্যেক বন্দরের সন্নিকটে প্রেরণ করিয়া অরক্ষিত স্থানসমূহ বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। ইংরাজ সেনাগণ জাহাজ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক রাজভক্ত ফরাসীদিগকে স্বদেশীয় শত্রুদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য উত্তেজিত করিতেও বিরত হইল না। অষ্ট্রিয়া প্রায় দুই লক্ষ সৈন্যকে ফ্রান্সের উত্তরাংশ আক্রমণ করিবার জন্য রাইন নদীর তীরে প্রেরণ করিলেন; শুধু তাহাই নহে, ইতালীতে অষ্ট্রিয়ার অধিকৃত যে সকল স্থান ছিল, সেই সকল স্থান হইতে যাহাতে এই যুদ্ধোপলক্ষে সাহায্য প্রদত্ত হয়, অষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট তাহারও বন্দোবস্ত করিলেন। তাহার পর এই সকল সৈন্য বৃটিশ নৌ-সৈন্যের সাহায্যার্থ সার্দ্দিনিয়ার রাজসৈন্য, নেপ্‌লস ও সিসিলির মহাপরাক্রান্ত সুবিখ্যাত অশ্বারোহী সেনামণ্ডলী, সর্ব্বসমেত প্রায় অশীতিসহস্র রণদুর্ম্মদ অসমসাহসী বিভিন্ন শ্রেণীর সৈন্য আল্‌স গিরির সন্নিকটবর্ত্তী সীমান্তরেখায় সমুপস্থিত হইল। এই সকল সেনা রণপণ্ডিত, অসাধারণ বুদ্ধিমান্, বহুদর্শী সেনাপতিবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত হইতেছিল। তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্র, তাহাদের পরিচ্ছদ ও রসদ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে সংগৃহীত ছিল। এই প্রকার ন্যূনাধিক প্রায় তিন লক্ষ মত্ত মাতঙ্গতুল্য মহাপরাক্রান্ত শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। কুরুক্ষেত্র মহাসমরেও ভীষ্ম ও কর্ণ, দ্রোণ ও অর্জ্জুনকে এমন অক্ষৌহিণীর সহিত সম্মুখ-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয় নাই। সুরসেনাপতি অরিন্দম কার্ত্তিকেয় যখন বিশ্ববিজয়ী অসুর-সৈন্যনিপাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখনও তাঁহাকে বোধ হয়, এমন সুসজ্জিত সুশিক্ষিত অসংখ্য অরাতি-সৈন্যের বিরুদ্ধে রণবীরবেশে দণ্ডায়মান হইতে হয় নাই।

ফরাসী সাধারণতন্ত্রের পক্ষে এই যুদ্ধ আত্মরক্ষার হেতু মাত্র। ইউরোপের রাজন্যবর্গের সমবেত সৈন্যমণ্ডলীর

হস্তনিক্ষিপ্ত অব্যর্থ গুলী ও সুশাণিত সঙ্গীনের আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্যই তাহার অজেয় শত্রু-অনীকিনীর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছিল। একপক্ষে ইউরোপের সম্মিলিত রাজন্যবর্গ বিবেচনা করিলেন, তাঁহারা ফরাসী সাধারণ-তন্ত্রের বিরুদ্ধে যে সমর-ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়াছে; কারণ, উন্মত্ত ফরাসী প্রজাগণ তাহাদের সিংহাসনের মূলে কঠোর কুঠারাঘাত করিয়াছে, তাহাদের এই শক্তি সমূলে বিনাশ না করিলে কে বলিতে পারে, কোথায় তাহা কিরূপ ভীষণ ফল প্রসব করিবে? হয় ত সমস্ত ইউরোপ হইতে রাজবংশের উচ্ছেদ সাধিত হইবে।—মনুষ্যস্বভাবসুলভ দুর্ব্বল মনোবৃত্তি লইয়া ইউরোপের রাজন্যবর্গ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা রাজ্যেশ্বরের মহা ঐশ্বর্য্যশালী বংশধর, সিংহাসন তাঁহাদের পৈতৃকসম্পত্তি, সাধারণতন্ত্রাবলম্বী প্রজাগণের সাম্যবাদ ও করালকবল হইতে সেই সিংহাসন রক্ষা করিবার জন্য যে তাঁহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন, ইহা কিছুমাত্র অসম্ভব কিংবা অস্বাভাবিক নহে। পক্ষান্তরে, যে সকল প্রজা সাম্য ও স্বাধীনতা ঘোষণাপূর্ব্বক যুগান্তকালব্যাপী অত্যাচার ও পক্ষপাতপূর্ণ রাজবিধানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া জগতে সাধারণতন্ত্র-স্থাপনের সংকল্প করিয়াছিল, তাহাদেরও কোন অপরাধ দেখা যায় না। ব্যক্তিগত যথেচ্ছাচার ও ব্যক্তিগত প্রাধান্য দ্বারা তাহারা উৎপীড়িত হইয়া আসিয়াছে, রাজা সিংহাসনে বসিয়া তাহাদের ক্ষুধার গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছে, তাহাদের দিবারাত্রিব্যাপী কঠিন পরিশ্রমের ফলস্বরূপ সামান্য অর্থ রাজার বিলাস-প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত করিবার জন্য নিয়োজিত হইয়াছে; কত জন অবিচারে রাজপদতলে জীবনবিসর্জ্জন দিয়াছে। সকলেই সমান মানুষ, সকলকেই বিধাতা সমধর্ম্মাবলম্বী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তবে কেন এ বৈষম্য, এ আকাশ-পাতাল ব্যবধান? সকলে একবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল;—বলিল, পরমেশ্বর রাজার সৃষ্টি করেন নাই, রাজা ঘৃণিত দস্যু, পরস্বাপহারী তস্করমাত্র, রাজা থাকিবে না, রাজ-বিধানও থাকিবে না, আমরা সব সমান নিপাত দাও রাজা, নিপাত দাও রাজমন্ত্রী, ধ্বংস কর রাজার আইন—যে আইন শুধু দরিদ্রের উৎপীড়নের ফাঁদ মাত্র। আর যদি পরমেশ্বর রাজা নামক অত্যাচারী নররক্তশোষক রাক্ষসের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে সে ঈশ্বরকেও আমরা মানি না, তিনি রাজার ন্যায়ই যথেচ্ছাচারী একজনকে বড় করিয়া তদ্দ্বারা তিনি আর পাঁচজনের সর্ব্বনাশের সহায়তা করেন। ফরাসী বিপ্লবের মূলমন্ত্র ইহাই। তাহার পর আমেরিকার যুক্ত-সাম্রাজ্যে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যেমন সমগ্র ইউরোপীয় রাজশক্তি অভ্যুত্থান করিয়াছিল, আমেরি-কার যুক্ত-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধেও তাহা অবশ্যম্ভাবী হইত, কিন্তু অর্দ্ধ-পৃথিবীব্যাপী দুস্তর আতলান্তিক মহাসমুদ্র যুক্ত-সাম্রাজ্যের সাধারণতন্ত্র ইউরোপের সম্মিলিত রাজশক্তির গ্রাস হইতে অব্যাহত রাখিল; নতুবা কে বলিতে পারে, আবার একদিন যুক্ত-সাম্রাজ্যের সভাপতি মহাবীর ওয়াসিংটন বন্দিভাবে সেণ্ট হেলেনার ন্যায় কোন বিজন দ্বীপে প্রেরিত হইতেন কি না, যুক্ত-সাম্রাজ্য আবার ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় জর্জ্জের মহিমান্বিত সিংহাসনতলে লুণ্ঠিত হইত কি না! ফরাসী সাধারণতন্ত্র পাপস্রোতে ভাসিতেছিল বলিয়াই বোধ হয়, বিধাতার রোষ সমবেত সম্রাট্‌মণ্ডলীর আক্রমণরূপে তাহার মস্তকে পতিত হইয়াছিল। আর যথেচ্ছাচার-সম্পন্ন রাজ-শক্তি অসহায় প্রজাগণের ধনপ্রাণ গ্রহণ করিতেছিল, নিদারুণ অত্যাচার ও উৎপীড়নের সীমা ছিল না, তাই তাহাদের রক্ষার ভার এক ক্ষুদ্র কর্শীয় যুবকের উপর প্রদত্ত হইয়াছিল। সকলই বিধাতার ইচ্ছা, তিনি নেপোলিয়ানের হৃদয়ে যে সকল মহদ্‌গুণ প্রদান করিয়াছিলেন, ইউরোপের সমবেত রাজশক্তির দুর্জ্জয় পরাক্রম তাহার নিকট সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিল।

ফরাসী সাধারণতন্ত্রের এই বিপৎসঙ্কুল অবস্থায় নেপো-লিয়ান নাইসে পদার্পণ করিয়া দেখিলেন, সেখানে অবস্থিত ত্রিশ সহস্র ক্ষুধাতুর নিরুৎসাহ অসন্তুষ্ট সৈন্য লইয়া তাঁহাকে অবিলম্বে অশীতি সহস্র সম্মিলিত রাজসৈন্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়-মান হইতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের কোষাগার তখন শূন্য, সৈন্যগণের বেতনদানের ক্ষমতা ছিল না। তাহাদের পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত জীর্ণ ও মলিন হইয়া গিয়াছিল এবং অশ্বারোহিগণ পর্ব্বতের তুষারময় পৃষ্ঠে নিদারুণ শীতে প্রাণত্যাগ করিতে-ছিল। সৈন্যগণের প্রধান সহায় কামান-বন্দুক, তাহাও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল না এবং যাহা ছিল, তাহার অধিকাংশ অকর্ম্মণ্য। যুবক সেনানায়ক প্রথমেই তাঁহার অধীনস্থ সেনাপতিকে নিকটে আহ্বান করিলেন; তাঁহাদের অনেকেই পক্ককেশ, বহুদর্শী যোদ্ধা; তাঁহারা একটি অজাতশ্মশ্রু

বালককে তাঁহাদের পরিচালকরূপে সন্দর্শন করিয়া বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহারা অবিলম্বে নেপোলিয়ানের শ্রেষ্ঠতা ও পরিচালন-ক্ষমতার পরিচয় পাইলেন। বর্থিয়ার, মেসানা, অগারো, সেরুরি ও লেন্‌স প্রভৃতি সেনাপতিগণ যুদ্ধক্ষেত্রে অসিহস্তে বীরগৌরব লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই নেপোলিয়ানের অনন্যসাধারণ প্রতিভার পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। এই সকল সেনাপতির মধ্যে একজন প্রথম মন্ত্রণাসভা-পরিত্যাগকালে বলিয়াছিলেন,—"আমাদের এই পরিচালক আমাদিগকে নিশ্চয় সুযশ ও সৌভাগ্যের অধিকারী করিবেন।" নেপোলিয়ান অতি অল্পদিনের মধ্যেই সমগ্র সৈন্যমণ্ডলীর শ্রদ্ধাভক্তি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইলেন; তাঁহার চরিত্রে, তাঁহার ব্যবহারে, তাঁহার কথায় এমন একটি অনির্ব্বচনীয় তেজস্বিতা, মধুরতা ও হৃদয়াকর্ষভাব সংমিশ্রিত থাকিত যে, তাঁহার প্রত্যেক আদেশ দাম্ভিক বৃদ্ধ জেনারলগণও নতশিরে পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার এক একটি কথা মৃতপ্রায় অবসন্ন সৈনিকহৃদয়ে বিপুল উৎসাহ, অদম্য উত্তেজনা ও অননুভূতপূর্ব্ব বীর্য্য সঞ্চারিত করিল।

এই সময়ে নেপোলিয়ানকে আত্মসম্ভ্রম ও পদমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট সাবধানতার সহিত থাকিতে হইত। মদ্যাসক্তি ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা সৈন্যশ্রেণীর একটি অপরিহার্য্য দোষ, নেপোলিয়ান সেই দোষের প্রতি সর্ব্বদা অবিমিশ্র ঘৃণা প্রকাশ করিতেন, সৈন্যগণ তাঁহার জ্ঞাতসারে কোন প্রকার কুক্রিয়া করিতে সাহসী হইত না। নাইসে সুন্দরী নর্ত্তকী ও গায়িকাগণের অভাব ছিল না। ইহারা তরুণবয়স্ক প্রধান সেনাপতিকে নানাপ্রকার হাবভাবে সর্ব্বদা মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু নেপোলিয়ান তাহাদের শতহস্ত দূরে বাস করিতেন, তাঁহাকে পশুবৎ ইন্দ্রিয়সুখে মুগ্ধ করা সামান্য মানবী দূরের কথা, অপ্সরারও সাধ্য ছিল না; এ বিষয়ে প্রাচীনকালের সংযতেন্দ্রিয় তপোনিষ্ঠ ঋষিগণ অপেক্ষা তাঁহার শ্রেষ্ঠতা ছিল। ইহাতে অনেকের মনেই বিস্ময়োদ্রেক হইতে পারে। কারণ, যে সুগভীর ধর্ম্মভাব ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস মানবহৃদয়কে সর্ব্বপ্রকার পাপ কুপ্রবৃত্তির হস্ত হইতে অব্যাহত রাখে, সেই ধর্ম্মবিশ্বাস নেপোলিয়ানের ছিল না; কিন্তু কেবল কঠোর কর্ত্তব্যজ্ঞান ও সুনীতির প্রতি বলবতী আস্থা তাঁহাকে মানবসুলভ কলুষরাশি ও দুর্ব্বলতার অনায়ত্ত করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার মাতার নিকট হইতে শৈশবে তিনি যে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের অক্ষয় রক্ষাকবচরূপে নিত্য বিরাজ করিত।

নেপোলিয়ান ইতালীতে পদার্পণ করিয়া প্রথমেই স্থির করিলেন, অষ্ট্রিয়ার সহিত বন্ধুত্ববন্ধন হইতে সার্দ্দিনিয়ার অধিপতিকে বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে। তাহার পর অষ্ট্রিয়াবাসিগণকে এরূপভাবে আক্রমণ করিতে হইবে, যাহাতে অষ্ট্রীয় সম্রাট্ তাঁহার রাইন নদী-তীরবর্ত্তী সৈন্যমণ্ডলীকে তাঁহার সাহায্যার্থ আহ্বান করেন; তাহা হইলে সাধারণতন্ত্রের সৈন্যগণের বিরুদ্ধে সুসজ্জিত বৈদেশিক সৈন্যবল দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। তৃতীয়তঃ, পোপের ক্ষমতা প্রতিহত করিতে হইবে। নেপোলিয়ান জানিতেন, ইউরোপের প্রবলশক্তিসম্পন্ন পুরোহিত-সম্রাট্ বোর্ব্বোঁ-বংশকে ফরাসীদেশের সিংহাসনে সংস্থাপন করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত শক্তি ব্যয় করিতেছেন।

পোপ ফরাসী সাধারণ-তন্ত্রের প্রতি অমার্জ্জনীয় দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন। ফরাসী দূত রোমে প্রেরিত হইলে, প্রকাশ্য রাজপথে তিনি উদ্ধত নগরবাসিগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার গৃহ লুণ্ঠিত হইয়াছিল, অবশেষে সেই নিরস্ত্র, অসহায়, অবধ্য দূত পোপের অনুচর-হস্তে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই অবমাননায় ফরাসী সাধারণতন্ত্র ইহার প্রতিবিধান প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু পোপ সে প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নাই, এই অমানুষিক অত্যাচারের কিছুমাত্র প্রতিবিধান হয় নাই। কিন্তু নেপোলিয়ান ত্রিশ হাজার মাত্র নিরুৎসাহ, অভুক্ত, অসন্তুষ্ট, উপযুক্ত যুদ্ধাস্ত্রবিহীন সৈন্য-সহায়তায় কিরূপে মহাবলপরাক্রান্ত পোপের ক্ষমতাদর্প চূর্ণ করিবেন, কিরূপেই বা অশীতি সহস্র বীর্য্যবান্, বলদর্পিত, শত্রুসংহারে কৃতসঙ্কল্প বিপক্ষ-সৈন্যের রণ-পিপাসা নিবারণ করিবেন? ক্ষুদ্র মনুষ্যের কি ইহা সাধ্য?

কিন্তু নেপোলিয়ানের নিকট অসাধ্য বা অসম্ভব কিছু ছিল না, তিনি প্রথমেই এক ঘোষণা প্রচার করিলেন, প্রত্যেক রেজিমেণ্টে তাহা পাঠ করা হইল, ইতালীয় সৈন্যের শ্রবণপথে তাহা দৈববাণীবৎ প্রবেশ করিল। এই ঘোষণাপত্রে লিখিত ছিল;—"সৈন্যগণ, তোমরা ক্ষুধার্ত্ত ও বিবস্ত্র; গবর্ণমেণ্ট তোমাদের নিকট বহুবিষয়ে ঋণী, কিন্তু কোনপ্রকার প্রতিদান তাঁহার সাধ্য নহে। এই গিরিপথে তোমাদের কষ্টসহিষ্ণুতা, তোমাদের সাহস অনুকরণীয়; কিন্তু

তাহাতে তোমাদের বীরত্বের কোন পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। আমি তোমাদের পরিচালকরূপে এখানে আসিয়াছি, সূর্য্যকরোজ্জ্বল ধরণীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উর্ব্বরা, শস্যশ্যামলা ভূখণ্ডে আমি তোমাদিগকে পরিচালিত করিব। ধনধান্যপূর্ণ বহু প্রদেশ, ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন বহু নগর অচিরে তোমাদের করায়ত্ত হইবে, তোমাদের আহারসামগ্রী, সম্মান, গৌরব কোন বিষয়েরই অভাব হইবে না। সৈন্যগণ, এই দুষ্কর কর্ম্মে কি তোমাদের সাহস নাই?"

তরুণবয়স্ক নির্ভীক সেনাপতি-শ্রেষ্ঠের মুখের এই আশ্বাস-বাণী শ্রবণ করিয়া সৈনিকমণ্ডলীর হৃদয় উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার সমস্ত সৈন্যকে অষ্ট্রীয় সৈন্য-গণের বিভিন্ন দলের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিলেন; তাঁহার প্রতীতি জন্মিল, অষ্ট্রীয় সৈন্যগণের বিচ্ছিন্ন দল তাঁহার ত্রিংশৎ সহস্রের যুগপৎ আক্রমণ কখনই সহ্য করিতে পারিবে না। তাই তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "যুদ্ধ বর্ব্বরের বিজ্ঞান, সৈন্যসংখ্যা যাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহার জয়-লাভ অবশ্যম্ভাবী।" এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য!

তখন ক্রোশব্যাপী সুদীর্ঘদেহ ভুজঙ্গের ন্যায় সেই বিশাল সৈন্যশ্রেণী চলিতে আরম্ভ করিল। সেনাপতি-বৃন্দ তাঁহাদের অধিনায়কের নির্ভীকতা ও জ্ঞান-গৌরবে বিশ্বাসস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া উঠিলেন। নেপোলিয়ান দিবারাত্রি অশ্বারোহণে অগ্রসর হইলেন। তিনি স্বয়ং সৈন্যগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন, তাহাদের দুঃখে কষ্টে সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন, তাহাদিগের নিকট তাঁহার সকল অভিসন্ধি ব্যক্ত করিলেন; এমন সদয়, পর-দুঃখকাতর, সুখে-দুঃখে সদা-প্রফুল্ল, নির্ভীক, তেজস্বী, সর্ব্বগুণে গুণবান্ নেতা তাহারা আর কখন লাভ করে নাই। তখন নববসন্তসমাগম হইয়াছে, চিরতুষারাবৃত আল্পসের সমুন্নত উপত্যকাভূমি নেপোলিয়ান ও অস্ত্রিয়াবাসিগণের মধ্যে দুর্ভেদ্য ব্যবধান বিরচিত করিয়া রাখিয়াছে; এই ব্যব-ধানের অন্তরালপথে নেপোলিয়ান তাঁহার সৈন্যমণ্ডলীকে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। তিনি আল্পসগিরি প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক ভূমধ্যসাগরতীর দিয়া শত্রুসৈন্য আক্রমণে যাত্রা করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিলেন। ইহাতে কি অদম্য উদ্যম, অলৌকিক অধ্যবসায় ও সৈন্যপরিচালন ক্ষমতা আবশ্যক, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না; এই বিরাট্ শক্তির বর্ণনা করিতে গিয়া মনুষ্যের ভাষা সবিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া যায়।

অষ্ট্রীয় সেনাপতি বোলির সৈন্যগণ তিন অংশে বিভক্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে মধ্যের অংশের দশ সহস্র সৈন্য মণ্ডেনো নামক ক্ষুদ্র গ্রামে অবস্থিতি করিতে লাগিল। ১১ই এপ্রিলের রাত্রি অত্যন্ত অন্ধকারপূর্ণ ও ঝটিকাসংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল; মুষলধারে বৃষ্টিবর্ষণ, কর্দ্দমসঙ্কুল পথ মনুষ্যগমনের অযোগ্য হইয়াছিল, কিন্তু এই ঝটিকা-বিক্রান্ত দীর্ঘরাত্রে অষ্ট্রীয় সৈন্যগণ তাহাদের নিঃশব্দ শিবিরের উত্তপ্ত শয্যায় নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা-সুখ উপভোগ করিতেছিল। নেপোলিয়ান ও তাঁহার সৈন্যগণ এই ভয়ানক রাত্রে অশ্রান্ত বৃষ্টিধারা মস্তকে ধারণপূর্ব্বক পর্ব্বতের কর্দ্দমময় দুর্গম অধিত্যকাপথে অতি কষ্টে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ধারাপাত-পুষ্ট বিস্তীর্ণ গিরিনদীসমূহ তাঁহারা পদব্রজে নিঃশব্দে অতিক্রম করিলেন, পিচ্ছিল সিক্ত উচ্চ শিলাভূমির উপর তাঁহারা অতি সাবধানে আরোহণ করিলেন,অবশেষে নিশাবসানে যখন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন নির্গলিতাম্বু-গর্ভ মেঘমালার ব্যবধানপথে ঊষার লোহিতালোক অম্বরপথ জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিল, তখন তরুণ সেনাপতি নেপোলি-য়ান মণ্ডেনোর সম্মুখবর্ত্তী গিরিপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়া সর্ব্ব-প্রথম শত্রুসৈন্যের শিবিরশ্রেণী দৃষ্টিগোচর করিলেন। তিনি এমন যোগ্যতার সহিত সৈন্য পরিচালিত করিয়াছিলেন যে, বিপক্ষসৈন্যগণ ঘুণাক্ষরেও তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা জানিতে পারিল না।

তাহার পর তিনি পথশ্রান্ত, জাগরণক্লিষ্ট সৈন্যগণকে কিছুমাত্র বিশ্রামাবকাশ দান না করিয়াই অস্ত্রিয়া ও সার্দ্দিনি-য়ার সম্মিলিত সৈন্যমণ্ডলীর উপর প্রলয়ের ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় নিপতিত হইলেন। সম্মুখে, পশ্চাতে, সর্ব্বস্থানে যুগপৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধ চলিতে লাগিল। রক্তস্রোতে ধরাতল কর্দ্দমিত হইয়া উঠিল। সেই যুদ্ধদৃশ্য ভয়াবহ; বিজয়ী সৈন্যগণের উৎসাহধ্বনি, আহতের আর্ত্তনাদ, সহস্র অশ্বের যুগপৎ ধাবনশব্দ এক অভূতপূর্ব্ব হর্ষ-বিষাদ-বেদনামিশ্রিত শব্দ-কল্লোলের সৃষ্টি করিল। কত নবীন যুবক, জননীর একমাত্র হৃদয়ানন্দস্বরূপ সন্তান, পত্নীর চিরজীবনের অদ্বিতীয় অবলম্বন, সহস্র প্রজাপুঞ্জের দয়াবান্ অধীশ্বর,—কত সমরবিশারদ সেনানায়ক, নির্ভীক-চেতা বীরপুরুষ সেই সমরক্ষেত্রে হৃদয়শোণিত নিঃসারিত

করিলেন, যুদ্ধোন্মত্ত অশ্বের পদতলে তাঁহাদের শোণিতাপ্লুত গতপ্রাণ দেহ চূর্ণ হইয়া গেল; কামানের লৌহশকট তাঁহাদের দেহের উপর দিয়া পরিচালিত হইতে লাগিল; রণক্ষেত্র ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইল। অবশেষে দীর্ঘযুদ্ধের পর অস্ত্রীয় সৈন্যগণ শত্রুর অব্যর্থ গুলীবর্ষণ আর সহ্য করিতে পারিল না, তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল, তিন সহস্র হত ও আহত সৈন্য রণক্ষেত্রে নিপতিত রহিল, তাহাদের পতাকা ও কামান ফরাসী সৈন্যেরা অধিকার করিয়া লইল। প্রধান সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইয়া নেপোলিয়ানের এই প্রথম যুদ্ধজয়; এই একমাত্র রণজয়েই তাঁহার বীরত্বগৌরব চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইল; তাই একদিন তিনি কথাপ্রসঙ্গে অস্ত্রীয় সম্রাট্‌কে বলিয়াছিলেন,—"আমার বংশগৌরব মণ্টেনোর যুদ্ধক্ষেত্রে লাভ করিয়াছি।"

অস্ত্রীয় সৈন্যগণ দিগোর অভিমুখে পলায়ন করিল। নূতন সৈন্যদলের সহিত সম্মিলিত হইয়া নেপোলিয়ানের বিজয়ী সৈন্যবর্গের হস্ত হইতে মিলাননগর রক্ষা করা তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইল, সার্দ্দিনীয় সৈন্যগণ মিলেসিমো অভিমুখে পলায়নপর হইল, তাহাদের উদ্দেশ্য, তাহাদের রাজধানী তুরিন নগর শত্রুসৈন্যের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে। উভয় সৈন্যদল পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়া নেপোলিয়ানের পক্ষে অনুকূল হইয়াছিল, তখন অক্লান্ত নেপোলিয়ান তাঁহার রণশ্রান্ত ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ সৈন্যগণকে কয়েক ঘণ্টামাত্র বিশ্রামদান করিলেন, কিন্তু স্বয়ং রণক্লেশ বিস্মৃত হইয়া, কিছুমাত্র বিশ্রাম না করিয়াই পরাজিত শত্রুসৈন্যগণকে অবিলম্বে পুনরাক্রমণের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ১৩ই ও ১৪ই এপ্রিল এই দুই দিন ভয়ানক যুদ্ধে অতিবাহিত হইল। অস্ত্রীয় ও সার্দ্দিনীয় সৈন্যগণ দুর্গম ও বন্ধুর পর্ব্বতপৃষ্ঠে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, প্রতি ঘণ্টায় নবসৈন্যবল তাহাদের সাহায্যার্থ তাহাদের সন্নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, নেপোলিয়ানের সৈন্যগণকে নিকটে উপস্থিত দেখিয়া তাহারা পর্ব্বতপৃষ্ঠ হইতে রাশি রাশি প্রস্তরস্তূপ তাহাদের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। নেপোলিয়ান জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ক্রমাগত সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে বিচরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সাহস, বীরত্ব ও রণ-কৌশলে উভয় যুদ্ধেই পুনর্ব্বার বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার অঙ্কশায়িনী হইলেন। দিগোতে অস্ত্রীয় সৈন্যগণ তাহাদের কামান, বন্দুক, খাদ্যসামগ্রী ফেলিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল, তিন সহস্র অস্ত্রীয় সৈন্য নেপোলিয়ানের হস্তে বন্দী হইল; মিলেসিমোতে পঞ্চদশ শত সার্দ্দিনীয় সৈন্য নেপোলিয়ানের করে আত্মসমর্পণ করিল। নেপোলিয়ান বিদ্যুদ্‌গতিতে শত্রুসৈন্যের উপর নিপতিত হইয়া, বজ্রাঘাতে মহীরুহের ন্যায় তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তথাপি নেপোলিয়ান নিতান্ত নিরাপদ ছিলেন না। তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিপুল শত্রুসৈন্য সজ্জিত হইতেছিল, তাঁহার সৈন্যের সহিত তুলনায় তাহাদের সংখ্যা অনেকগুণে অধিক ছিল। অস্ত্রিয়াবাসিগণ তাঁহার সাহস দেখিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া রহিল, তাহাদের নিকট ইহা বাতুলের সাহস বলিয়া প্রতীয়মান হইল। বাতুল না হইলে কে মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া বিপক্ষের সৈন্য-সমুদ্রে ঝম্ফপ্রদান করিতে সাহস করে? তাঁহার বিনাশ সুনিশ্চিত, কেবল একটিমাত্র উপায় তখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল; যদি তিনি অলৌকিক দ্রুতগতিতে সৈন্যপরিচালনা করিয়া শত্রুসমূহের দলবদ্ধ হইবার পথে অলঙ্ঘ্য বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারেন, তবেই রক্ষা; কিন্তু একদিনের একঘণ্টামাত্র সময়ের কিংকর্ত্তব্যচিন্তায় তাঁহার ও সমবেত সৈনিকমণ্ডলীর জীবন বিপন্ন হইতে পারে। অন্যের পক্ষে এই বিপৎসাগরে অবতরণ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার উপায় মাত্র; এই বিপজ্জাল হইতে উদ্ধারলাভ করা মনুষ্যের মধ্যে একমাত্র নেপোলিয়ানের সাধ্য ছিল; নেপোলিয়ান—অতিমানুষ।

এই বিভিন্ন যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া নেপোলিয়ান তাঁহার সৈন্যগণকে যথারীতি আহার্য্য দান করিতে পারিতেন না, তাঁহার অবসরও ছিল না; এ জন্য ক্ষুধাতুর বিজয়ী সৈন্যগণ লুণ্ঠনকার্য্যে মনোনিবেশ করিল। নেপোলিয়ান স্বভাবতই লুণ্ঠনপ্রথার বিরোধী ছিলেন, ইতালীবাসিগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণের ইচ্ছাও তাঁহার ছিল; তাঁহার আগ্রহ ছিল, যেন ইতালীয়গণ তাঁহাকে লুণ্ঠনপ্রিয় দস্যু মনে না করিয়া, উদ্ধত উৎপীড়কের নিদারুণ পীড়ন হইতে পরিত্রাণকর্ত্তা বলিয়া মনে করিতে পারে। এই জন্য লুণ্ঠনপ্রিয় সৈন্যগণকে তিনি কঠোর শাসন করিতে লাগিলেন। এই প্রকার কঠোরতা অবলম্বন করায় অতি অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার সৈন্যদলের ভিতর হইতে লুণ্ঠনপ্রথা বিলুপ্ত হইয়া গেল।

অতঃপর নেপোলিয়ান জেমোলো পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিলেন; সৈন্যগণ তাঁহার অনুগমন করিল। সেই সমুচ্চ গিরিশৃঙ্গের উর্দ্ধদেশ হইতে নেপোলিয়ান সসৈন্যে গিরি-পাদমূলে অবস্থিত ইতালীয় সমভূমির মুক্তশোভা প্রাণ ভরিয়া সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের নয়নসমক্ষে একখানি মনোহর চিত্রপট পরিদৃশ্যমান হইল। এই নয়নমনোবিমুগ্ধকর মোহন প্রাকৃতিক শোভা নিরীক্ষণ করিয়া নেপোলিয়ানের সৌন্দর্য্যলিপ্সু হৃদয় আনন্দরসে পরিপ্লাবিত হইল। ফলপুষ্প-সুশোভিত সুদৃশ্য উদ্যানশ্রেণী, শ্যামল-লতা-পত্র-ভূষিত নয়ন-রঞ্জন দ্রাক্ষাকুঞ্জ, সুদূরবিস্তীর্ণ শস্যশ্যামল সমতল ক্ষেত্র, শান্তি-পূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম, পর্ব্বতের পাদদেশ বহুদূর পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া দৃশ্য-গৌরবের আদর্শস্থানীয় হইয়া বিরাজ করিতেছিল। নেপোলিয়ান দেখিলেন, বিশালকায়া তরঙ্গিণী-সমূহ সৌরকর-প্রদীপ্ত দ্রব রজতধারার ন্যায় অরণ্য ও প্রান্তরের অভ্যন্তর দিয়া শ্যামায়মান গিরি অধিত্যকা পরি-বেষ্টন করিয়া সৌধপ্রাসাদ-পরিশোভিত মহাসমৃদ্ধ নগরীসমূহের রাজপথপ্রান্ত চুম্বন করিয়া ধীরগতিতে কোন্ নিরুদ্দেশাভি-মুখে যাত্রা করিয়াছে। আবার বহুদূরে চিরতুষার-মুকুটিত অভ্রংলিহ গিরিরাজি যেন পাষাণবাহু বিস্তারপূর্ব্বক কবিত্ব ও শিল্প-সৌন্দর্য্যের আগার পুণ্যভূমি ইতালীকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিতেছে। নেপোলিয়ান অশ্বপৃষ্ঠে উপবেশনপূর্ব্বক নির্ব্বাক্‌ভাবে হর্ষোৎফুল্ল-হৃদয়ে এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন, তাহার পর গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "হানিবল আল্পস্ অতিক্রম করিয়াছিলেন, আমরা তাহা প্রদক্ষিণ করিলাম।"

কিন্তু আর মুহূর্ত্তকাল সময় নষ্ট করিবারও অবসর ছিল না। অষ্ট্রীয় ও সার্দ্দিনীয় সৈন্যগণ চারিদিক্ হইতে তাঁহাদের আক্র-মণের জন্য সমবেত হইতে লাগিল। ফরাসী সৈন্যগণ ইতালীর সমতল প্রদেশে পদার্পণ করিয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। অগারোকে অষ্ট্রীয় সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবনের ভার প্রদান করিয়া নেপোলিয়ান সার্দ্দিনীয় সৈন্যগণকে আক্রমণ করিবার জন্য তুরিন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১৮ই তারিখে সেভারে উপস্থিত হইয়া নেপোলিয়ান দেখিলেন, আট সহস্র শত্রুসৈন্য সেখানে শিবির নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছে।

নেপোলিয়ান সিংহ-বিক্রমে তাহাদের উপর আপতিত হইলেন। সমস্ত দিন ধরিয়া উভয় পক্ষে ঘোর যুদ্ধ চলিল; জয়-পরাজয়ের স্থিরতা হইল না, সকলে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল, কামান ও বন্দুকের বজ্রনাদে রণক্ষেত্র প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, অন্ধকারে শত্রু, মিত্র-নির্ণয় দুরূহ হইয়া উঠিল। অবশেষে রাত্রির জন্য যোদ্ধৃ-গণ অস্ত্র সংবরণ করিল। ফরাসীসৈন্যগণ মস্তকের নীচে বন্দুক রাখিয়া শয়ন করিল; অভিপ্রায়, অতি প্রত্যূষেই তাহারা শত্রুগণকে আক্রমণ করিবে। কিন্তু সেই অন্ধকার রাত্রেই সার্দ্দিনীয়গণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া কার-সগ্‌লিয়া নামক তরঙ্গ-ভীষণা বেগবতী নদীর পশ্চাতে শিবির সংস্থাপন করিল। বহুসংখ্যক নূতন সৈন্য তাহাদের সাহা-য্যার্থ অগ্রসর হইল, এক দিনেই নেপোলিয়ান নদী পার হইয়া সসৈন্যে তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। এ দিকে অষ্ট্রীয়গণ পশ্চাদ্ভাগে সমবেত হইতেছিল, ক্রমে তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হইতে লাগিল; পুনঃপুনঃ যুদ্ধে জয় লাভ করিলেও ফরাসী সৈন্যের অবস্থান অত্যন্ত সঙ্কটজনক হইয়া উঠিল। এরূপ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য, তাহাই চিন্তার বিষয়; সুতরাং রাত্রে এক মন্ত্রণাসভা বসিল। মন্ত্রণায় স্থির হইল, অতি প্রত্যূষে পূর্ব্ব-দিক্ আলোকিত হইতে না হইতে সেতু ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। তাহাই হইল;—উষালোক গগনতল উজ্জ্বল করিতে না করিতে ফরাসী সৈন্যগণ সেতুর উপর আসিয়া পড়িল; তাহারা সার্দ্দিনীয় সৈন্য-মণ্ডলী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা করিয়াছিল; তাহাদের সৌভাগ্য-ক্রমে সার্দ্দিনীয়গণ এরূপ আতঙ্কিত হইয়া পড়িল যে, আর তাহারা সেখানে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিল না, সেই রাত্রেই সেখান হইতে অন্তর্ধান করিল। সার্দ্দিনীয়গণ যে এরূপ কাপুরুষ, নেপোলিয়ান এরূপ আশা করেন নাই, এই সংবাদ শুনিয়াই তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, অবাধে সেতুপার হইয়া তিনি শত্রুসৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। সার্দ্দিনীয় সৈন্যগণ শত্রুর পুনঃপুনঃ আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া মন্তোভি নামক স্থানের সন্নিকটে পর্ব্বতের এক অতি দুর্গম অংশে শিবিরসংস্থাপন পূর্ব্বক সভয়চিত্তে কালক্ষেপণ করিতেছিল। নেপোলিয়ান সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাহাদের সম্মুখীন হইলেন।

তাহার পরই আক্রমণারম্ভ। সার্দ্দিনীয়গণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিল, কিন্তু এবারও নেপোলিয়ান অদ্ভুত রণনৈপুণ্যদ্বারা বিজয় লাভ করিলেন। সার্দ্দিনীয়গণের দুই সহস্র বীরপুরুষ, আটটি কামান, একাদশটি পতাকা নেপোলিয়ানের হস্তগত হইল।

এক সহস্র সার্দ্দিনীয়ের মৃতদেহে রণভূমি আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। কিন্তু সার্দ্দিনীয়গণের অব্যাহতি নাই, নেপোলিয়ানের প্রচণ্ড বীরত্ব ঝটিকা-প্রবাহিত অনল-শিখার ন্যায়; যুদ্ধক্ষেত্র যত বিপদসঙ্কুল হয়, জীবন যত মৃত্যুর সমীপবর্ত্তী হয়, দেহ যত অধিক পরিশ্রান্ত হয়, ততই তাঁহার স্ফূর্ত্তির বৃদ্ধি হয়। বিশ্রাম না করিয়াই তিনি পলায়িত সার্দ্দিনীয়গণের অনুধাবন করিলেন। আবার কেরাস্কোর যুদ্ধক্ষেত্রে তাহারা পরাজিত হইল। বিজয়ী নেপোলিয়ান সার্দ্দিনীয় রাজধানী তুরিন নগরের বিংশতি মাইলের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজধানীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, নগরমধ্যে সাধারণ-তন্ত্রের পক্ষপাতী সহস্র সহস্র লোক অসন্তুষ্টচিত্তে রাজশাসনের অনুকূল মতাবলম্বী হইয়া বাস করিতেছিল, তাহারা নেপোলিয়ানকে তাহাদের উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইল। রাজা ও রাজপারিষদবর্গ প্রমাদ গণিলেন। ইংরাজ ও অষ্ট্রীয় পারিষদগণ রাজাকে ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের বন্ধুত্ববন্ধনে সুদৃঢ়রূপে বিশ্বাসস্থাপনের উপদেশ দান করিলেন; রাজাকে রাজধানী হইতে পলায়নপূর্ব্বক যুদ্ধ করিবার পরামর্শদান করিতেও ভুলিলেন না। তাঁহারা দৈববাণী করিলেন যে, এই উদ্ধত বালক জয়লাভে উন্মত্ত হইয়াছে, কিন্তু এখনই সে এমন বিপজ্জালে জড়িত হইবে যে, আর উদ্ধার হইতে পারিবে না।

যাহা হউক, রাজা কোন দৈববাণীতে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার পদতলে সিংহাসন ও মস্তকে রাজমুকুট কম্পিত হইতেছে। নেপোলিয়ানের ন্যায় পরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী বীরের গতিরোধ করা তাঁহার সাধ্য নহে; অতএব তিনি স্থির করিলেন, নেপোলিয়ানকে উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক একেবারে ফরাসী সাধারণতন্ত্রের চরণাশ্রিত হইবেন এবং তাঁহাদের প্রতি শত্রুতাসাধন জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিবেন। কিন্তু বলা বাহুল্য, তাঁহার অপরাধের মার্জ্জনা ছিল না, তিনিই ইংলণ্ড ও অষ্ট্রিয়াকে ফরাসী সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনিই সৈন্য পাঠাইয়া ফ্রান্সের নগর বিধ্বস্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, রাজভক্ত ফরাসীদিগকে সাধারণ-তন্ত্রের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার যন্ত্রই তিনি, তথাপি তিনি বিপৎকালে সাধারণতন্ত্রের করুণা-ভিক্ষার প্রত্যাশা করিলেন!

সার্দ্দিনীয়া-রাজের বিপদ নেপোলিয়ানের অজ্ঞাত ছিল না। তখনও বিভিন্ন রাজ্যের সম্মিলিত সৈন্যসংখ্যা তাঁহার সৈন্যবল অপেক্ষা অনেক অধিক। শত্রুগণের দুর্গ ধ্বংস করিবার উপযুক্ত কামানাদি তাঁহার সঙ্গে ছিল না, স্বদেশ হইতে তখন তিনি বহুদূরে, আকস্মিক বিপদে শীঘ্র সাহায্য পাইবারও কোন আশা ছিল না। তাঁহার নিজের সৈন্যগণ পরিশ্রান্ত, পূর্ণ আহারে বঞ্চিত, ছিন্নবস্ত্রমণ্ডিত, কিন্তু শত্রুসৈন্যের খাদ্যভাণ্ডার পূর্ণ, তাহারা প্রচুর সুখ উপভোগে প্রফুল্লচিত্ত, তাহাদের সৈন্যের অভাব হইলে সে অভাব পূর্ণ করাও সহজ ছিল। নেপোলিয়ান উচ্চাভিলাষী ছিলেন, কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষ ছিলেন না, অসাধারণ প্রতিভা ও দূরদৃষ্টিই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। নেপোলিয়ান তাঁহার সহযোগী সেনাপতিবর্গের ঘোর অসম্মতিতে তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া সার্দ্দিনীয়ার সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। সেই সন্ধির বিধানানুসারে সার্দ্দিনীয়ারাজ ইংরাজ ও অষ্ট্রীয় বন্ধুত্ববন্ধন ছিন্ন করিলেন। তিনটি দুর্গ দুর্গস্থ সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ও অস্ত্রশস্ত্রের সহিত নেপোলিয়ানের হস্তে সমর্পিত হইল। ফরাসীগণ ইতিমধ্যে যে সকল স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদেরই অধিকৃত থাকিল। তদ্ভিন্ন সমস্ত সৈন্যকে বিদায়দান করিয়া সার্দ্দিনীয়ারাজ বিজয়ী ফরাসীসৈন্যমণ্ডলীকে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার পথ প্রদান করিলেন।

বিজয়ী সৈন্যগণের প্রতি নেপোলিয়ানের উক্তি তাঁহার মহৎ হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করে, তাহা এই;—

"সৈন্যগণ! পঞ্চদশ দিনের মধ্যে আমরা ছয়টি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছি। বিপক্ষের একবিংশতিটি পতাকা, পঞ্চাশটি কামান, বহুসংখ্যক সুদৃঢ় দুর্গ ও রাজ্যের কিয়দংশ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। পঞ্চদশ সহস্র শত্রু আজ আমাদের কারাগারে আবদ্ধ, দশ সহস্রাধিক বীরপুরুষকে আমরা আহত ও মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিয়াছি। তোমরা পর্ব্বতে পর্ব্বতে যুদ্ধ করিয়াছ, এখন তোমরা হলণ্ড ও রাইনের সৈন্যবলকে প্রতিহত করিতে পার। তোমাদের আহার্য্য দ্রব্য, বস্ত্রাদি কিছুই ছিল না, এখন সকলই পাইয়াছ; কামানের অভাবেও তোমরা যুদ্ধ জয় করিয়াছ, সেতু ভিন্ন নদীপার হইয়াছ, নগ্নপদে চলিয়াছ এবং অনাহারে যুদ্ধ করিয়াছ। ফরাসী সাধারণতন্ত্রের বিশ্বস্ত সৈন্যগণ, স্বাধীনতার

দূতগণই এরূপ অসাধ্যসাধন করিতে পারে। কিন্তু সৈন্যগণ, কোন কর্ম্ম অসম্পূর্ণ থাকিতে আমাদের বিশ্রাম নাই। তুরিন কিংবা মিলান এখনও তোমাদের হস্তগত হয় নাই। শুনিয়াছি, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ অগ্রসর হইতে আশঙ্কা করিতেছে, কিন্তু ইহা আমি বিশ্বাস করি না;— মণ্ডেনো, মিলেসিমো, দিগো ও মন্দোবী-বিজয়ী বীরগণের হৃদয় নির্ভীক, ফরাসীনামের গৌরব বহুদূর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত করিতে তাহারা সমর্থ, কিন্তু পুনর্ব্বার যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্ব্বে তোমাদের নিকট আমার একটি অনুরোধ আছে, তাহা পূর্ণ করিবার জন্য অঙ্গীকারে আবদ্ধ হও। তোমরা যে সকল রাজ্য জয় করিবে, সেই সকল রাজ্যে কোন প্রকার অত্যাচার করিতে পারিবে না। প্রতিজ্ঞা কর যে, তোমাদের দ্বারা কোন ব্যক্তি উৎপীড়িত হইবে না, নতুবা তোমরা বিপন্ন জাতি সকলের উদ্ধারকর্ত্তা নামে পরিকীর্ত্তিত না হইয়া তাহাদের ধ্বংসকারক বলিয়া পরিচিত হইবে। মনুষ্যত্ব ও সম্মান আমি কখন বিনাশ করিব না; আমি দস্যুদলকে তোমাদের গৌরবমুকুট হরণ করিতে দিব না। যে লুণ্ঠন করিবে, তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইবে।"

"ইতালীবাসিগণ! তোমাদের দাসত্বশৃঙ্খল ছিন্ন করিবার জন্য ফরাসী সৈন্যগণ অগ্রসর হইয়াছে। ফরাসীগণ সকল জাতির বন্ধু, তাহাদের প্রতি তোমরা বিশ্বাসস্থাপন করিতে পার। তোমাদের ধনসম্পদ,তোমাদের ধর্ম্ম,তোমাদের আচার-ব্যবহারের প্রতি সম্যক্ সম্মান প্রদর্শিত হইবে। আমরা মহৎ-হৃদয় বিপক্ষের ন্যায় যুদ্ধ করিব, তোমাদের যাহারা উৎ-পীড়ক, সেই সকল যথেচ্ছাচারীর সঙ্গেই আমাদের বিবাদ।"

সার্দ্দিনীয়ার অধীশ্বরের সহিত সন্ধিস্থাপন,নেপোলিয়ানের অধিকাংশ সৈন্য ও সেনাপতির অনুমোদিত হয় নাই; রাজাকে পদচ্যুত করিয়া সার্দ্দিনীয়ায় সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করাই সকলের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল; কিন্তু যাহা নেপোলি-য়ানের কর্ত্তব্য বোধ হইল, তাহা তিনি নির্ভীকভাবে সম্পন্ন করিলেন। তাহার পর তাঁহার সৈন্যগণের মন অপেক্ষাকৃত গুরুতর বিষয়ে নিয়োজিত করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। তখনও তাঁহাদের সম্মুখে, পশ্চাতে, চারিদিকে শত্রুগণ প্রলয়ের মেঘের ন্যায় তাঁহাদিগকে আচ্ছন্ন করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিল।

সার্দ্দিনীয়ার সহিত সন্ধিস্থাপনের পর নেপোলিয়ান অনতিবিলম্বে তাঁহার প্রধান অনুচর মুরাটকে সন্ধিপত্র ও শত্রুহস্ত হইতে অধিকৃত একবিংশতিটি ধ্বজ-পতাকা সহ প্যারী নগরে প্রেরণ করিলেন। এই আশাতিরিক্ত বিজয়-গৌরবে প্যারী নগরীর সর্ব্বত্র মহা হর্ষকল্লোল উত্থিত হইল। নেপোলিয়ানের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধায় ফরাসীদেশবাসী প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ইতালীয় নাম, অনেক ফরাসী তাঁহার নাম উচ্চা-রণ করিতেই কষ্ট বোধ করিত, ফরাসীদেশের অতি অল্প-সংখ্যক লোকেই তাহার নামের সহিত পরিচিত ছিল। এই বিজয়লাভের পর সকলেই ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—"কে এই যুবক সেনাপতি? সমস্ত ইউরোপ তাঁহার প্রতিভালোকে কেমন করিয়া সহসা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল?" সকলের মুখেই নেপোলিয়ানের সাহস ও বীরত্বের কথা, সমস্ত ইউরোপের দৃষ্টি নেপোলিয়ানের উপর নিপতিত হইল। নেপোলিয়ানের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের জন্য প্রজা-সাধারণের মধ্যে উৎসব আরম্ভ হইল। সমস্ত ফরাসী-ভূমির সম্মান নেপোলিয়ানের উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলির ন্যায় বর্ষিত হইতে লাগিল।

যখন নেপোলিয়ান এই প্রকার বিজয়লাভে উৎফুল্ল, তখনও তিনি তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী যোসেফিনকে এক-দণ্ডের জন্য বিস্মৃত হন নাই। সপ্তাহকাল দিবারাত্রির মধ্যে তিনি সুস্থচিত্তে আহারের পর্য্যন্ত অবসর পান নাই, উপযুক্ত বিশ্রামলাভ ঘটিয়া উঠে নাই, এমন কি, এই সময়ের মধ্যে তিনি তাঁহার পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই, কিন্তু যোসেফিনকে তিনি প্রায়ই প্রেমপূর্ণ সংক্ষিপ্ত পত্র লিখিয়া স্বীয় কুশল সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিতেন।

সার্দ্দিনীয়ার সন্ধি শেষ হওয়ার পর নেপোলিয়ান আর কালবিলম্ব না করিয়া পর্ব্বতরাজিত অষ্ট্রীয় সৈন্যগণের পশ্চাদ্ধাবন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অষ্ট্রীয় সৈন্যগণ তখন পো নদীর পরপারে শিবিরসন্নিবেশ করিয়া আরও কতকগুলি সৈন্যের সহায়তালাভের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

নেপোলিয়ান সার্দ্দিনীয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক পারমারাজ্যে পদার্পণ করিলেন। ডিউক অব পারমা ফরাসী সাধারণ-তন্ত্রের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় অন্যান্য রাজন্যবর্গের সহিত যোগ-দান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রজাসংখ্যা পাঁচ লক্ষ এবং

সৈন্যসংখ্যা তিন সহস্র ছিল। ডিউক দেখিলেন, এই পরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী বীরের আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষার চেষ্টা তাঁহার পক্ষে বাতুলতা মাত্র। তিনি ইতিপূর্ব্বে ফরাসী সাধারণতন্ত্রের শত্রুতাসাধন করিলেও, তিনি নেপোলিয়ানের শরণাগত হইবামাত্র নেপোলিয়ান তাঁহাকে অভয়দান করিয়া তাঁহার সহিত এক সন্ধিস্থাপন করিলেন, এই সন্ধির সর্ত্তানুসারে ডিউক নেপোলিয়ানকে পঞ্চশত ডলার নামক রৌপ্যমুদ্রা, যুদ্ধের উপযুক্ত ষোল শত অশ্ব এবং প্রচুরপরিমাণে রসদ প্রদান করিলেন।

ডিউক অব পারমার সহিত একটি ব্যবহারে নেপোলিয়ানকে অনেকে অপরাধী স্থির করেন। ডিউকের চিত্রশালায় কতকগুলি অতি সুন্দর চিত্র ছিল, নেপোলিয়ান প্যারী নগরীর চিত্রশালায় পাঠাইবার জন্য কুড়িখানি চিত্র ডিউকের নিকট প্রার্থনা করিলেন। ইহার মধ্যে একখানি চিত্র অতি সুন্দর, এমন কি, ইউরোপের অনেক দেশে এই চিত্রের খ্যাতি প্রচারিত ছিল। ডিউক সেই চিত্রখানি নেপোলিয়ানকে প্রদান করিতে অসম্মত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাকে দুই লক্ষ ডলার প্রদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নেপোলিয়ান কহিলেন, "এই টাকা দুই দিনের মধ্যে ব্যয় হইয়া যাইবে, কিন্তু ফরাসীরাজ্যের রাজধানীতে এমন একখানি চিত্র রক্ষা করিলে তাহা যুগান্তকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে, এই চিত্রের আদর্শে কত প্রতিভাবান্ শিল্পী উৎকৃষ্ট চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিবে।"

নেপোলিয়ানের পক্ষে এই কার্য্য কতদূর সাধুজনোচিত হইয়াছিল, এ বিষয়ে যাঁহারা সন্দেহ করেন, তাঁহারা একটা কথা ভুলিয়া যান। তিনি যখন বিপক্ষের রাজ্য অধিকার করিতেন, তখন তাঁহাদের সম্মতি গ্রহণপূর্ব্বক অধিকার করিতেন না। নেপোলিয়ান নিজের স্বার্থ ও পরের অর্থ অপেক্ষা ফরাসীদেশের গৌরবকে মূল্যবান্ বলিয়া মনে করিতেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অষ্ট্রীয় সৈন্যগণ পো নদীর পরপারে শিবির-সংস্থাপন করিয়াছিল। পো ক্ষুদ্রনদী নহে, যেমন বিস্তৃত, তেমনই খরস্রোতা, অন্যের পক্ষে এই নদী পার হইয়া শত্রুদল আক্রমণ করা সহজসাধ্য ছিল না, কিন্তু নেপোলিয়ানের গতি বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুত, তাঁহার বেগ অসহনীয়; তিনি সৈন্যগণকে স্রোতের অনুকূলে পরিচালিত করিলেন এবং ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে আশী মাইল পথ অতিক্রমপূর্ব্বক যে সকল নৌকা নদীতে দেখিতে পাইলেন, তাহা ধরিয়া অতি ক্ষিপ্রগতিতে সৈন্যবর্গকে পরপারে লইয়া চলিলেন। সৈন্যগণ জয়ধ্বনিপূর্ব্বক লম্বার্ডির সমতলক্ষেত্রে সমবেত হইল।

অষ্ট্রীয় সেনাপতি বোলি, ভলেন্‌জা নামক স্থানে কামানাদি সংস্থাপনপূর্ব্বক সৈন্যগণকে নিরাপদে রাখিবার আয়োজন করিতেছিলেন। তিনি যে মুহূর্ত্তে শুনিলেন, নেপোলিয়ান তাঁহার সেনাপতিত্ব-কৌশল ব্যর্থ করিয়া নদীপার হইয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তেই সেই সকল সৈন্য একত্র করিয়া নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ফম্বিয়ো নামক স্থানে উভয়পক্ষে সাক্ষাৎ হইল। অষ্ট্রীয় সৈন্যগণ মন্দিরচূড়া, সৌধ-বাতায়ন ও গৃহপ্রাচীরে বসিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু ফরাসী সৈন্যগণের সঙ্গীনের তীক্ষাগ্র তাহারা সহ্য করিতে পারিল না, দুই সহস্র অষ্ট্রীয় সৈন্য নেপোলিয়ানের হস্তে বন্দী হইল, মৃতদেহে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

পলায়নপর অষ্ট্রীয় সৈন্যগণের পশ্চাতে বিজয়োন্মত্ত ফরাসী সেনাদল ধাবিত হইল। কামানের গোলাতে অষ্ট্রীয়গণের নির্ব্বিঘ্নে পলায়নও দুর্ঘট হইয়া উঠিল। সন্ধ্যাকালে অবসন্ন, আঘাত-জর্জ্জরিত অষ্ট্রীয় সৈন্যগণ আদা নদীর তীরবর্ত্তী লোদি নামক গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই নদী দুই শত গজ প্রশস্ত, ইহার উপর একটি ত্রিশ ফিট প্রস্থ কাষ্ঠনির্ম্মিত সেতু ছিল, সেই সেতু দিয়া তাহারা নদী পার হইল। তাহার পর নগরাভিমুখে ফরাসীসৈন্যের উপর ক্রমাগত কামান ছুড়িতে লাগিল, অগত্যা ফরাসীসৈন্যগণ আত্মরক্ষা করিবার জন্য নগরবাসিগণের গৃহ-প্রাচীরের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল, নেপোলিয়ান তখনও তাহাদের সহিত মিলিতে পারেন নাই।

নেপোলিয়ান এরূপ ঘোর অদৃষ্টবাদী ছিলেন যে, প্রাণের ভয়কে তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। তিনি শীঘ্রই স্ব-সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইলেন, তাঁহার পর স্বয়ং একাকী নগর হইতে বাহির হইয়া নদীতীরে অজস্র গোলাবর্ষণের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া নদীর অবস্থা ও শত্রুসৈন্যের অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে অন্যলোক নিশ্চয়ই ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িত।

তিনি দেখিলেন, সেই তরঙ্গভীষণা নদী খরবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, অপর পারে চারি সহস্র অশ্বারোহী ও দ্বাদশ সহস্র পদাতি সৈন্য ত্রিশটি কামান বিভিন্ন দিকে সজ্জিত করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন সেই অপ্রশস্ত সেতুর উভয় দিকে কামানশ্রেণী এরূপভাবে রক্ষা করা হইয়াছে যে, মুহূর্ত্তমধ্যে সেতুর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র অগ্নিবৃষ্টি হইতে পারে, এবং শত্রুসৈন্য সেতুমুখে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই অষ্ট্রীয়সৈন্যের অব্যর্থ গুলীতে তাহাদিগকে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

বোলি তাঁহার এই সৈন্যব্যূহের প্রতি এতই বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছিলেন যে, সেতু নষ্ট করা তাঁহার আবশ্যক বোধ হয় নাই। তিনি ভাবিতেছিলেন, ফরাসীসৈন্য একবার নদীপার হইবার চেষ্টা করিলেই তাঁহার বাসনা সফল হয়। নেপোলিয়ান বোলির মনের ভাব অবিলম্বেই বুঝিতে পারিলেন, তিনি সেই অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে স্বহস্তে কামান সজ্জিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি নগরমধ্যে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সৈন্য ও সেনাপতিদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "অবিলম্বে সেতু অধিকার করিতে হইবে। সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী সৈনিকও এ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর বিবেচনা করিল না; এই দুষ্কর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে একটি সৈন্যেরও সাহস হইল না। একজন সেনানী স্পষ্ট বলিল, "এই সংকীর্ণ সেতুর উপর দিয়া এই প্রকার অবিশ্রান্ত অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে সৈন্য-পরিচালন অসম্ভব।" —নেপোলিয়ানের কর্ণে এ কথা প্রবেশ করিল। তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "কি! অসম্ভব? ফরাসী ভাষায় এমন শব্দ নাই।"—অন্যের মতামতে নেপোলিয়ানের হৃদয় কখন বিচলিত হইত না; সেনাপতিগণের বিমুখতায় তিনি বিরক্ত হইলেন, তাহার পর ছয় সহস্র সৈন্যকে একত্র সমবেত করিয়া তাহাদিগকে এরূপভাবে উৎসাহিত করিলেন যে, তাহারা এই উদ্যমে প্রাণবিসর্জ্জনের সংকল্প করিল।

নেপোলিয়ান তখন তাঁহার অধিকাংশ অশ্বারোহী সৈন্যগণকে নগর হইতে তিন মাইল দূরে নদীপার হইবার জন্য প্রেরণ করিলেন; অষ্ট্রীয় সৈন্যগণ অসতর্কতাবশতঃ এই স্থান রক্ষা করিবার কিছুমাত্র উপায় করে নাই। ফরাসী অশ্বারোহিগণ জ্যোৎস্নাপূর্ণ রাত্রে নির্ব্বিবাদে নদীপার হইয়া গেল। তাহারা যে মুহূর্ত্তে অষ্ট্রীয় সৈন্যদলের উপর বিষমবেগে নিপতিত হইল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে নেপোলিয়ান তাঁহার অন্যান্য সৈন্যগণকে শ্রেণীবদ্ধভাবে নগরের অভ্যন্তর হইতে নদীর অভিমুখে পরিচালিত করিলেন। শত্রুসৈন্যগণ প্রথমে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে তাহারা সাবধানতা অবলম্বনপূর্ব্বক নগরপথে প্রধাবিত ফরাসীসৈন্যের উপর প্রচণ্ডতেজে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ দলে দলে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় গতপ্রাণদেহে ভূপতিত হইতে লাগিল, মৃতদেহের স্তূপে সম্মুখবর্ত্তী সৈন্যশ্রেণীর গতিরোধ হইল। অশ্রান্ত অগ্নিময় গুলীবৃষ্টি মস্তকে ধারণ করিয়াই তাহারা সেতুর মধ্যপথে অগ্রসর হইল; কিন্তু আর অগ্রসর হওয়া মানবের পক্ষে দুঃসাধ্য, নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ বিচলিত হইল, তাহারা প্রত্যাবর্ত্তনের উপক্রম করিল, দেখিয়া নেপোলিয়ান এক সমুন্নত পতাকা স্বহস্তে গ্রহণপূর্ব্বক নিরুৎসাহ সৈন্যগণের অগ্রগামী হইলেন; লেনস্, মেসানা ও বার্থি নামক সেনাপতিত্রয় তাঁহার অনুগমন করিলেন। ধূমে তখন চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল, সেতু অমানিশার ন্যায় সূচীভেদ্য অন্ধকারজালে সমাবৃত হইয়াছিল। সেই ধূমানলশিখার মধ্যে, নিশ্বাসনিরোধী গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে কর্ত্তব্যবিমূঢ় সৈন্যমণ্ডলীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বিজয়ী রণদেবতার ন্যায় নেপোলিয়ান গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"সৈনিকগণ, তোমাদের সেনাপতির অনুগমন কর।" এই সাহস ও নির্ভীকতায় বিচলিত সৈন্যগণের হৃদয়ে অদম্য উৎসাহের সঞ্চার হইল; তাহারা সঙ্গীন সমুন্নত করিয়া অষ্ট্রীয় গোলন্দাজগণের অভিমুখে ধাবিত হইল। দেখিতে দেখিতে তাহারা সেতু অধিকার করিয়া লইল এবং দলে দলে ফরাসীসৈন্য ক্ষুধিত সিংহের ন্যায় অষ্ট্রীয় সৈন্যগণকে আক্রমণ করিতে লাগিল। অষ্ট্রীয়গণ নিরুপায় হইয়া অন্তিমসাহস অবলম্বনপূর্ব্বক প্রাণপণশক্তিতে ফরাসীসৈন্যশ্রেণীর আক্রমণ ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! আজ ফরাসী সৈন্যগণ উন্মত্ত, আজ তাহারা জীবনবিসর্জ্জন করিবার জন্য প্রস্তুত, বীররসের মাদকতাপূর্ণ আস্বাদনে আজ তাহারা জ্ঞানশূন্য হইয়া বিপদ ও শত্রুর অলৌকিক পরাক্রম তৃণজ্ঞান করিল, শত্রুর নিক্ষিপ্ত বন্দুকের গুলী বালকের ক্রীড়াকন্দুকের ন্যায় তাহারা অগ্রাহ্য করিতে লাগিল।

সেনাপতি লেনস্ সর্ব্বপ্রথমে সেতু অতিক্রম করিয়াছিলেন,

তাহার পরই নেপোলিয়ান। এই অসমসাহসিক কার্য্যে সফলমনোরথ হইয়া লেনস্ উৎসাহপূর্ণ-হৃদয়ে বীর-বিক্রমে শত্রুরেখা ভেদ করিয়া তাহাদের একটি পতাকা আক্রমণ করিলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার অশ্ব শত্রুর গুলীতে গতপ্রাণ হইয়া ভূপতিত হইল, দেখিতে দেখিতে ছয়খানি তীক্ষ্ণধার শত্রু-তরবারি তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া সমুত্থত হইল। মৃত্যুভয় তুচ্ছজ্ঞান করিয়া লেনস্ চক্ষুর নিমিষে সেই মৃত অশ্ব হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন; তাহার পর ভীমবিক্রমে সন্নিকটবর্ত্তী একজন অস্ত্রীয় অশ্বারোহী সৈন্যের মস্তক তাঁহার বিশাল তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিয়া তাহাকে অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে ভূপাতিত করিলেন, এবং সেই অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক ছয়জন তরবারিধারী আত-তায়ীকে বধ করিয়া তিনি স্বসৈন্যদলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। নেপোলিয়ান স্বচক্ষে সাহসী সহযোগীর এই অসাধারণ বীরত্ব-পূর্ণ কর্ম্ম নিরীক্ষণ করিলেন। উৎসাহে, পুলকে, বীরগর্ব্বে তাঁহার প্রশংসমান চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সহস্র সহস্র ফরাসী সৈন্যের চক্ষুর উপর ইহা সংঘটিত হইল, তাহারা প্রচণ্ডতেজে আর একবার অস্ত্রীয় সৈন্যগণকে আক্রমণ করিল।

অস্ত্রীয়গণ এই শেষ আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না, রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। তাহাদের দুই সহস্র সৈন্য ও বিশটি কামান ফরাসীগণের হস্তগত হইল, আড়াই হাজার সৈন্য ও চারি শত অশ্বের মৃতদেহে রণভূমি ভীষণ শ্মশানের আকার ধারণ করিল। এই ঘোর যুদ্ধে ফরাসীসৈন্যের অপ-চয়ও অল্প হয় নাই, অস্ত্রীয়গণ প্রকাশ করিয়াছিল, ফরাসী-গণ চারি সহস্র সৈনিকের হৃদয়-শোণিত নিঃসারিত করিয়া এই বিজয়গৌরব লাভ করিয়াছে।

অন্যের সম্মানের প্রতি নেপোলিয়ানের কি অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল! এক সময়ে নেপোলিয়ানের কোন বন্ধু লোদি-যুদ্ধের বর্ণনা তাঁহার নিকট পাঠ করিতেছিলেন; তাহাতে লিখিত ছিল, 'নেপোলিয়ান বীরবিক্রমে সর্ব্বপ্রথমে সেতু পার হইয়াছিলেন; এবং সেনাপতি লেন্স তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন।' এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই নেপোলিয়ান অধীর হইয়া উঠিলেন; তিনি বুঝিলেন, লেন্সের যাহা প্রাপ্য, তাহা অন্যায় করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করা হইতেছে। তিনি দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "আমার আগে,—আমার আগে; লেন্স আমার আগে সেতু পার হইয়াছিলেন, আমিই তাঁহার অনু-গমন করিয়াছিলাম; এ অংশটা সংশোধিত হওয়া উচিত।" অবশ্য তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের বর্ণনার এ ভ্রম সংশোধিত হইল!

অতঃপর লম্বার্ডি, বিজয়ী নেপোলিয়ানের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। অস্ত্রীয়গণ উর্দ্ধশ্বাসে দূরবর্ত্তী তীরল নামক স্থানে পলায়ন করিল। লম্বার্ডির আর্ক ডিউক এবং তাঁহার পত্নী অশ্রুপূর্ণনেত্রে কাতর-হৃদয়ে তাঁহাদের সুন্দরী রাজধানী মিলান নগরীকে নেপোলিয়ানের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক তাঁহা-দের পলায়িত বন্ধুগণের অনুসরণ করিলেন। নগরবাসিগণ সাধারণতন্ত্রের বিজয়ঘোষণাপূর্ব্বক বিজয়ী বীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টের সসম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন; চারিদিকে আনন্দোৎসব উপস্থিত হইল, প্রজাগণ রাজপ্রাসাদের উপর এক বিজ্ঞাপন সংলিপ্ত করিল, "এই গৃহ ভাড়া দেওয়া হইবে, চাবীর জন্য ফরাসী সেনাপতির নিকট প্রার্থনা করুন।"— অবশ্য লম্বার্ডির প্রজাগণের পক্ষে এতখানি অসংযত আনন্দ প্রকাশ করা ভদ্রোচিত হয় নাই; রাজ্যচ্যুত হতভাগ্য রাজা ও রাজমহিষীর জন্য কিঞ্চিৎ সমবেদনা প্রকাশ করাই তাহা-দের কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু কে সমবেদনা প্রকাশ করিবে? ফরাসী সাধারণতন্ত্রের শক্তি প্রজাবর্গের হৃদয় হইতে রাজ-ভক্তি উন্মূলিত করিয়া ফেলিয়াছিল। সাম্য ও স্বাধীনতার মোহাকর্ষণে তাহাদের হৃদয় মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। ১৫ই মে তারিখে মিলানবাসিগণ নেপোলিয়ানকে কুসুমদাম-সজ্জিত, সুদৃশ্যতোরণ-সমলঙ্কৃত রাজপথ দিয়া রাজপ্রাসাদে লইয়া গেল, নগরের সমস্ত লোক তাঁহার অনুসরণ করিল, চতুর্দ্দিকে পতাকা উড়িতে লাগিল, জাতীয় গৌরবপূর্ণ সুমধুর বাদ্য-নিনাদে চারিদিক্ পরিপূর্ণ হইল, পুরাঙ্গনাগণ বাতায়ন-পথে নলিননয়ন প্রসারিত করিয়া বিজয়ী বীরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের কুসুম-কোমল করপল্লব হইতে পুষ্পমাল্য খসিয়া নেপোলিয়ানের মস্তকে বর্ষিত হইতে লাগিল।

লম্বার্ডি ইতালীর নন্দনকানন তুল্য। আল্পস্ হইতে আপেনাইন গিরিমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমস্ত প্রদেশ দৃশ্য-বৈচিত্র্যে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিবার যোগ্য। শত শত শস্যশ্যামল সমতল ক্ষেত্র, নয়নতৃপ্তিকর শষ্পরাজি-পরিশোভিত প্রান্তর, সুদৃশ্য দ্রাক্ষাকুঞ্জ, ফলপুষ্পসমন্বিত সুরম্য উদ্যানশ্রেণী প্রকৃতির এই প্রিয়তমা লীলাভূমি আচ্ছন্ন

করিয়া রাখিয়াছে। লম্বার্ডির রাজধানী মিলান নগরী ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় মনোলোভা; ঐশ্বর্য্যে, সম্মানে, জ্ঞানে এবং বিলাসিতায় তাহা ইউরোপের বহু রাজধানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এখানে নেপোলিয়ান তাঁহার সৈন্যগণকে সুগভীর পরিশ্রমের পর ছয়দিন অবকাশ দান করিলেন। লম্বার্ডির অধিবাসিগণ নেপোলিয়ানকে আত্মীয় জ্ঞান করিতে লাগিল; নেপোলিয়ানের নাম ইতালীয়, তাঁহার মাতৃভাষা ইতালীয়, প্রাচীন রোমীয় গৌরব ও বীরত্বে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ, সেই প্রাচীন মহত্ব, গৌরব ও ধর্ম্মে আবার ইতালীবাসিগণকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্যই তিনি যেন তাহাদের সুকঠোর অধীনতাশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া তাহারা তাঁহাকে ত্রাণকর্ত্তা মনে করিতে লাগিল; তাহাদের চক্ষে নেপোলিয়ান প্রাচীনকালের রোমীয় বীর কেটো, সিপিয়ো, হানিবলের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেন।

লম্বার্ডিতে আসিয়া নেপোলিয়ান সৈন্যগণকে উপযুক্ত পরিমাণে আহারাদি-দানে সমর্থ হইলেন; লম্বার্ডিতে যে অর্থ-লাভ হইল, তাহা দ্বারা বস্ত্রাদিও ক্রীত হইল।

একদিন প্রভাতে নেপোলিয়ান মিলান নগরের রাজপথে অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতে বাহির হইবেন, এমন সময়ে একজন পদাতিক সৈন্য কতকগুলি অত্যন্ত আবশ্যকীয় পরোয়ানা আনিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিল। নেপোলিয়ান অশ্বপৃষ্ঠে উপবেশন করিয়াই পরোয়ানা পাঠ করিলেন, তাহার পর তিনি মৌখিক উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক সেই পদাতিককে তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিবার অনুমতি করিলেন।

পদাতিক বলিল,—"আমার অশ্ব নাই; আমি যে অশ্বটি পাইয়াছিলাম, ক্রমাগত ছুটিতে ছুটিতে হঠাৎ পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে, সেনাপতির প্রাসাদদ্বার পর্য্যন্ত সে ছুটিয়া আসিয়াছিল।"

নেপোলিয়ান তৎক্ষণাৎ তাঁহার অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া বলিলেন, "তবে আমার এই অশ্ব লইয়া যাও।"

প্রধান সেনাপতির সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শ্রেষ্ঠ অশ্বে আরোহণ করিতে পদাতিক কিছু সঙ্কোচ বোধ করিল; নেপোলিয়ান তাহা বুঝিতে পারিলেন, বলিলেন,—"মনে করিতেছ, এমন সুন্দর অশ্ব, সুসজ্জিত, কি করিয়া চড়া যায়! যুবক! মনে রাখিও, ফরাসী সৈন্যের ইহাতে মুগ্ধ হইলে চলিবে না।"

যুদ্ধের পর বিরামসুখ-নিমগ্ন সেনাগণ শিবিরান্তর্ব্বর্ত্তী অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে বসিয়া অগ্নিসেবা করিতে করিতে নেপোলিয়ানসম্বন্ধে এই প্রকার শত শত কাহিনী বিবৃত করিত। নেপোলিয়ানের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতিরসে তাহাদের বীরহৃদয় উথলিয়া উঠিত।

নেপোলিয়ান লম্বার্ডির সুশাসনের বন্দোবস্ত করিয়া এবং যাহাতে দেশের মধ্যে কোন প্রকার অশান্তি উৎপন্ন হইতে না পারে, সেজন্য বিভিন্ন স্থানে কতকগুলি সৈন্য-সমাবেশ করিয়া, অষ্ট্রীয় সৈন্যগণের পশ্চাদ্ধাবনে পুনর্ব্বার মনঃসংযোগ করিলেন। কিন্তু নেপোলিয়ানের বীরত্ব, গৌরব ও প্রভাব দেখিয়া প্যারিসের ডিরেক্টর-সভা বিচলিত হইলেন, এক-মাসের মধ্যে যাঁহার সুনাম সমস্ত ইউরোপে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, দীর্ঘকাল তাঁহার হস্তে ক্ষমতা থাকিলে তিনি কোন্ দুষ্কর কর্ম্ম সংসাধন করিতে না পারেন? প্যারিসের ডিরেক্টর-সভা নেপোলিয়ানের ক্ষমতা-হ্রাসের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। অনেক চিন্তার পর তাঁহারা কেলার নামক একজন খ্যাতনামা বহুদর্শী সেনাপতিকে নেপোলিয়ানের সহযোগী পদে নিযুক্ত করিয়া অর্দ্ধেক সৈন্যের সহিত অষ্ট্রীয় সৈন্যবর্গের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য তাঁহাকে আদেশ করিলেন, অপরার্দ্ধ-পরিমাণ সৈন্য লইয়া নেপোলিয়ান পোপের অধিকার-সীমায় যাত্রা করিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন। নেপোলিয়ান এই আদেশ শ্রবণমাত্র তাঁহার পদত্যাগপত্র প্রেরণ করিলেন; লিখিলেন, "দুই জন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি অপেক্ষা একজন নিকৃষ্ট সেনাপতিও ভাল। রাজ্যশাসনের ন্যায় কৌশল দ্বারা যুদ্ধ-জয় করিতে হয়।"—নেপোলিয়ানের পদত্যাগপত্র পাইয়া ফরাসী সাধারণ-তন্ত্রের অধ্যক্ষগণের চৈতন্যোদয় হইল, তাঁহারা বুঝিলেন, ইতালীয় সৈন্যমণ্ডলীর প্রধান পরিচালকের ক্ষমতা হ্রাস করা তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গত হইবে না। নেপোলিয়ানের পূর্ব্ব-ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রহিল।

২২এ মে তারিখে নেপোলিয়ান মিলান পরিত্যাগপূর্ব্বক অষ্ট্রীয়গণের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। অষ্ট্রীয় সেনাপতি বোলি তিরল পর্ব্বতের আশ্রয়ভূমি হইতে নেপোলিয়ানের গতিরোধ করিবার জন্য মান্‌তোয়ার দুর্ভেদ্য দুর্গে পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, নেপোলিয়ান এখন শত্রু-দুর্গজয়ের চেষ্টা না করিয়া

অসাধারণকার্য্যের জন্য পুরস্কৃত করা দূরে থাক, তাঁহাকে অপদস্থ করিবার নিমিত্ত চেষ্টার ক্রটি করেন নাই।

নেপোলিয়ান অবিলম্বে অস্ত্রীয় সৈন্যগণের উপর আসিয়া পড়িলেন। একদল অস্ত্রীয় সৈন্য মিনসিয়ো নদীর তীরদেশে তাঁহার অভিযানে বাধা প্রদান করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল; এই সকল সৈন্য সংখ্যায় পঞ্চদশ সহস্র হইবে। তাহারা নদীর সেতু কিয়দংশ ভগ্ন করিলেও নেপোলিয়ানের গতিরোধে সমর্থ হইল না। নদী পার হইবার সময় নেপোলিয়ান শিরঃ-পীড়ায় কাতর হইলেন, কিন্তু তিনি অপর পারে উপস্থিত হইয়া শত্রুগণকে আক্রমণের সমস্ত কৌশল স্থির করিলেন, অনন্তর নদীতীরবর্ত্তী একটি প্রাচীন দুর্গে প্রবেশপূর্ব্বক শিরোবেদনা লাঘবের জন্য উষ্ণসলিলপূর্ণ পাত্রে তাঁহার পাদদ্বয় নিমজ্জিত করিয়া বসিলেন। তখন অল্পসংখ্যক সৈন্য তাঁহার সঙ্গে দুর্গমধ্যে অবস্থান করিতেছিল। জলপূর্ণ পাত্রে তিনি পাদদ্বয় প্রবেশ করাইয়াছেন, এমন সময়ে বহির্দ্দেশে বহুসংখ্যক অশ্বের খুরধ্বনি উত্থিত হইল; একদল অস্ত্রীয় অশ্বারোহী সৈন্যকে দুর্গদ্বারে উপস্থিত দেখিয়া নেপোলিয়ানের দ্বারবান্ দ্বারপ্রান্ত হইতে চীৎকার করিল,—"অস্ত্র ধর, অস্ত্র ধর, অস্ত্রীয় সৈন্য উপস্থিত।" নেপোলিয়ান এক লম্ফে আসন পরিত্যাগ করিলেন, তাড়াতাড়ি এক পা বুটের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন, অন্য পদ প্রবেশ করাইবার আর অবসর হইল না, তাহা হস্তে লইয়াই তিনি বাতায়নপথে ছুটিলেন এবং সেই পথে দুর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যের অলক্ষিতভাবে দুর্গ-সংলগ্ন উদ্যানের অভ্যন্তর দিয়া বহির্দ্দেশে আসিলেন; অশ্ব সুসজ্জিত ছিল, অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক সেনাপতি মেসানার সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সৈন্যগণ অল্পদূরে মাধ্যাহ্নিক আহারাদির উদ্‌যোগে ব্যস্ত ছিল, প্রধান সেনাপতিকে এই ভাবে অশ্বারোহণে ছুটিতে দেখিয়া তাহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না; সেনাপতির আদেশে তৎক্ষণাৎ তাহারা আহারায়োজন পরিত্যাগপূর্ব্বক অস্ত্রীয় সৈন্যগণের পশ্চাদ্ধাবন করিল। তখন অস্ত্রীয়গণ পলায়নই বুদ্ধিমানের কার্য্য বিবেচনা করিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। এই সময় হইতে নেপোলিয়ানের দৈহিক বিপদের সম্ভাবনা এতদূর বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, তিনি পঞ্চশত সুদক্ষ যোদ্ধাকে তাঁহার দেহরক্ষকরূপে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সকল দেহরক্ষকই পরে 'ইম্পিরিয়াল গার্ড' নামে খ্যাত হইয়াছিল। অতঃপর যে সকল যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, সেই সকল যুদ্ধে এই সৈনিক-মণ্ডলী বিশেষ গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিল।

এই ঘটনার পর নেপোলিয়ান মান্‌তোয়া-দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া শিবিরসংস্থাপন করিলেন। এই দুর্গে বিংশতি সহস্র অস্ত্রীয় সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। নেপোলিয়ান দেখিলেন, এই দুর্ভেদ্য দুর্গ অধিকার করা সহজ হইবে না, সুতরাং কামান দাগিয়া দুর্গ অধিকারের চেষ্টা না করিয়া তিনি দুর্গ অবরোধের সঙ্কল্প করিলেন।

অস্ত্রীয় গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন, এই দুর্জ্জেয় দিগ্বিজয়ীর দর্প চূর্ণ করা সেনাপতি বোলির সাধ্য নহে। তখন তাঁহাকে তাঁহারা সেনাপতির কার্য্য হইতে অবসর দান করিয়া জেনারেল উমজেরকে এই পদে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার ষষ্টিসহস্র নূতন সৈন্য সাহায্যস্বরূপ প্রেরণ করা হইল। ইতিপূর্ব্বে নেপোলিয়ানও নূতন সৈন্য সাহায্য পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা অধিক নহে, সুতরাং তাঁহাকে ত্রিশ সহস্রমাত্র সৈন্য লইয়া নববলদৃপ্ত অশীতি সহস্র অস্ত্রীয় সৈন্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইল। প্রায় তিনজন জার্ম্মাণের বিরুদ্ধে একজন ফরাসী। নেপোলিয়ান বুঝিলেন, মান্‌তোয়ার দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইতে নবনির্ব্বাচিত অস্ত্রীয় সেনাপতি উমজেরের প্রায় একমাস লাগিবে। সুতরাং এই অবসরে তিনি দক্ষিণ ইতালীতে অবস্থিত শত্রুগণকে নিরস্ত করিয়া আসা যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করিলেন।

নেপল্‌স রাজ্য ইতালীর দক্ষিণভাগে অবস্থিত। ইহা ইতালীর মধ্যে একটি ঐশ্বর্য্যশালী রাজ্য। এই সময়ে বোর্ব্বোঁবংশীয় একটি অসচ্চরিত্র ভীরুস্বভাব নরপতি নেপল্‌সসিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন, ইঁহার নৌসৈন্য ইংরাজ নৌ-সৈন্যগণের সহযোগে তুলন-আক্রমণে ব্যাপৃত ছিল এবং অন্যান্য সৈন্য নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে অস্ত্রীয়দিগকে সাহায্য করিতেছিল। এই দুর্ব্বলচিত্ত নরপতি তাঁহার নিজের ও অস্ত্রীয় সৈন্যের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পরিচয় পাইয়া নেপোলিয়ানের সহিত সন্ধিস্থাপনের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। নেপোলিয়ান কিংকর্ত্তব্য-সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, যদি এই রাজাকে সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে নেপল্‌সের ষষ্টিসহস্র সৈন্যকে

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দূরে রাখা যাইবে। তদ্ভিন্ন নেপল্‌স রাজ্যের অভ্যন্তরপথে সৈন্য-প্রেরণও সহজ হইবে, নেপোলিয়ান সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। এই সন্ধির সর্ত্ত নেপল্‌সপতির এতদুর অনুকূল হইয়াছিল যে, নেপোলিয়ান এইজন্য ফরাসী সাধারণতন্ত্রের পরিচালকবর্গের অসন্তোষভাজন হইয়াছিলেন। বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সেনাপতির কূটনীতি সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য নহে।

এই সন্ধি স্থাপিত হওয়ায় পোপের সহিত নেপল্‌সের অধীশ্বরের প্রণয়বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইল। পোপের হৃৎকম্পের সীমা ছিল না। তিনি ফরাসী সাধারণ-তন্ত্রকে সহস্রবার অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন, ফরাসী সাধারণ-তন্ত্রের বিরুদ্ধে ধর্ম্ম-যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন, ফরাসী সাধারণ-তন্ত্রের অবধ্য দূতকে প্রকাশ্য রাজপথে হত্যা করিবার জন্য হত্যাকারীর সহায়তা পর্য্যন্ত করিয়াছেন। তিনি জানিতেন, খৃষ্টধর্ম্মের শিরোভূষণ হইলেও এই সকল অত্যাচারের জন্য তিনি শত্রুর মার্জ্জনা-লাভের যোগ্য নহেন। তিনি আরও জানিতেন, এই দুর্জ্জেয় তরুণ সেনাপতি অন্যায়াচরণের কি ভয়ঙ্কর প্রতিফল প্রদান করেন! নেপোলিয়ান ছয় সহস্রমাত্র সৈন্য লইয়া পোপের অধিকার-সীমায় প্রবেশ করিলেন পোপের অপ্রতিহত পৌরোহিত্য-ক্ষমতার অধীনে তখন সার্দ্ধ দুই লক্ষ লোক, তাহাদের অধিকাংশই ঘোরতর ধর্ম্মান্ধ; পোপ তাহাদিগের ত্রাণকর্ত্তার দ্বারস্বরূপ, তাহারা তাঁহার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত ছিল; কিন্তু নেপোলিয়ানের অপ্রতিহত-তেজের কথা শুনিয়া পোপ এই পথে চলিতে সাহস পাইলেন না।

সুতরাং অবিলম্বে এক পুরোহিত-দূত নেপোলিয়ানের নিকট সন্ধি-প্রার্থনায় প্রেরিত হইলেন। নেপোলিয়ান সাধারণ-তন্ত্রের অনুমোদন সাপেক্ষে এক সন্ধি স্থাপন করিলেন। এ সন্ধিতে পোপকে অত্যন্ত লঘুতা স্বীকার করিতে হইল। কিন্তু স্বকীয় ক্ষমতা-বিলোপ অপেক্ষা এ লঘুতা-স্বীকার তাঁহার নিকট সঙ্গত বলিয়া মনে হইল। অনেক লোক পোপের ক্ষমতার বিরুদ্ধে গোপনে ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছিল, তাহারা পোপের হীনতায় উৎফুল্ল হইয়া নেপোলিয়ানের নিকট প্রার্থনা করিল যে, পোপকে ক্ষমতাচ্যুত করা হউক। কিন্তু নেপোলিয়ান ইতালীর শাসনপ্রণালী চূর্ণ করিবার জন্য আগমন করেন নাই। তিনি পোপকে চিত্ত সুস্থির করিবার অবসর দান করিলেন। নেপোলিয়ান শান্তিস্থাপনের পক্ষপাতী না হইলে পোপের সহিত সংঘর্ষণ অবশ্যম্ভাবী হইত।

তস্কানী নব ফরাসী-সাধারণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার সমর্থনপূর্ব্বক নিরপেক্ষভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু ইংলণ্ড এই ক্ষুদ্র রাজ্যের নিরপেক্ষতায় ঔদাসীন্য প্রকাশপূর্ব্বক এই রাজ্যেরই অন্তর্গত লেগহরণের বন্দর অধিকার করিলেন। ইংলণ্ডের কয়েকখানি রণতরী সহসা বন্দরে আবির্ভূত হইয়া ফরাসীদিগের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইল। এই অনধিকারচর্চ্চা নেপোলিয়ানের অসহ্য হওয়ায় তিনি ইংরাজ-জাহাজ আক্রমণ করিয়া অনেক মাল লুটিয়া লইলেন। সুখের বিষয়, নেপোলিয়ানের শুভাগমনের পূর্ব্বেই অনেক ইংরাজ-জাহাজ বন্দর পরিত্যাগ সঙ্গত জ্ঞান করিয়াছিল। ইংলণ্ড সমুদ্রের অধীশ্বরী, সুতরাং তাঁহার অধিকারের মধ্যে ইংরাজ যাহা দেখিতেন, সে সমস্তই তাঁহাদের আত্মসাৎ করিবার বাসনা হইত, তাঁহারা বিপক্ষের পণ্যদ্রব্যপূর্ণ জাহাজও কয়েকবার লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। এই প্রকার দস্যুতা উভয়ের পক্ষেই নিন্দনীয়; কিন্তু তথাপি অনেকেই ইহার আবশ্যকতা অনুভব করে।

যাহা হউক, লেগ্‌হরণে একদল সৈন্যসংস্থাপন করিয়া নেপোলিয়ান তস্কানীর রাজধানী ফ্লরেন্সে উপস্থিত হইলেন। সমস্ত ইতালী তখন তাঁহার পদানত, ফ্লরেন্সের গ্রাণ্ড ডিউক, অষ্ট্রীয় সম্রাটের ভ্রাতা নেপোলিয়ানের প্রতি বিশেষ বিদ্বেষ সত্ত্বেও বিজয়ী বীরের ন্যায় তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। ফ্লরেন্স আর নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধাচরণে সাহসী হইল না।

অতঃপর নেপোলিয়ান মান্‌তোয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই বিংশতি দিনের মধ্যে তিনি দক্ষিণ-ইতালীর সকল রাজ্যগুলিকেই ভয়প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদের বিপক্ষতাচরণ-প্রবৃত্তি দমন করিয়া ফেলিলেন, অথচ তাঁহার সহিত মুষ্টিমেয়মাত্র সেনাবল ছিল। নেপোলিয়ানের নামে ইউরোপের প্রতাপান্বিত অধীশ্বরগণের মনে কিরূপ আতঙ্কের সঞ্চার হইত, এই ঘটনা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। নেপোলিয়ান অনাবশ্যক বিবাদে প্রবৃত্ত হন নাই, প্রতিদ্বন্দী পক্ষের প্রবল আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষা ও ফরাসী-সিংহাসন অধিকার বিষয়ে বোর্ব্বোঁবংশের চেষ্টা ব্যর্থ করা

ভিন্ন তাঁহার নরশোণিতপাতের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। যেখানে যুদ্ধ করিয়া তিনি শত্রুপক্ষকে পরাজিত করিয়াছেন, কিংবা বিনা যুদ্ধে শত্রুগণ বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, সেইখানেই তিনি শত্রুগণের সহিত সন্ধি করিয়াছেন, আর তাঁহার কোন সন্ধিই শত্রুগণের পক্ষে কঠিন হয় নাই। তাঁহার সুদীর্ঘকালব্যাপী দিগ্বিজয়ের মধ্যে তাঁহার অসাধারণ গৌরব ও বীরবিক্রমে চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ হইলেও তিনি একদিনের জন্য শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই, যে দিন যে যুদ্ধ জয় করিয়াছেন, তাহার পরদিনই সেই বিজয়ানন্দ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে প্রবলতর বিপক্ষের বিরুদ্ধে সমরসজ্জা করিতে হইয়াছে এবং বিপদের মেঘ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিয়ত ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু সেজন্য কোন দিন তিনি চিন্তিত হন নাই; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধে জয়লাভ, ক্ষুদ্র আনন্দ, ক্ষুদ্র বিরামলাভের জন্য তাঁহার জন্ম হয় নাই। অর্দ্ধ-পৃথিবীর ভাগ্যপরিবর্ত্তনভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত ছিল, সম্রাট্‌গণের পরিচালনদণ্ড বিধাতা তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

মান্‌তোয়ার অবরোধ ও অধিকার

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের প্রথমে মান্‌তোয়ার প্রতি সমস্ত ইউরোপের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ইহার দুর্গপ্রাকারের চতুর্দ্দিকে যে সকল ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার দ্বারা অবশেষে ইতালীর অদৃষ্টচক্র নিয়ন্ত্রিত হইল। লম্বার্ডির দুর্গপ্রাকার দুর্ভেদ্য বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস ছিল; ইহার গঠনপ্রণালী এবং রক্ষা-কৌশলে এরূপ নৈপুণ্য অবলম্বন করা হইয়াছিল যে, বহির্দ্দেশ হইতে আক্রমণপূর্ব্বক ইহা অধিকার করা শত্রুপক্ষের সাধ্য ছিল না। দীর্ঘকালব্যাপী অশ্রান্ত ও বহুব্যয়সাধ্য অবরোধ দ্বারাই ইহা হস্তগত হইতে পারিত।

নেপোলিয়ান যখন বহুসৈন্য সমভিব্যাহারে শত্রুসৈন্যের অনুসরণ করিয়াছিলেন, সে সময়ে তিনি একটি শিবিরও সঙ্গে লন নাই। সুতরাং সমস্ত দিন দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া বৃষ্টিধারায় সিক্ত হইলেও সৈন্যগণকে রাত্রিকালে উন্মুক্ত প্রান্তরে বিশ্রাম করিতে হইত। বৃষ্টিধারা ও ঝটিকা হইতে আত্মরক্ষা করিবার তাঁহাদের আর কোন উপায় ছিল না। নেপোলিয়ান বলিলেন,—"বস্ত্রমণ্ডপ স্বাস্থ্য-রক্ষার পক্ষে অত্যন্ত অনুপযোগী, যে সকল সৈনিক কর্ম্মচারীকে লেখাপড়া করিতে হয়, শিবিরসমূহ তাহাদিগের আবশ্যক।"—ইউরোপের সমস্ত জাতি নেপোলিয়ানের এই উক্তি সুযুক্তিপূর্ণ ভাবিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবমান সৈন্যগণের জন্য শিবিরবহনের প্রথা পরিবর্জ্জন করিয়াছেন।

নেপোলিয়ানের সহগামী সৈন্যের মধ্যে পঞ্চদশ সহস্র লোক আহত, পীড়িত ও পরিশ্রান্ত হইয়া হাঁসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। গুরুতর পথশ্রমে ও পরাক্রান্ত বিপক্ষের অব্যর্থ গুলী ও তীক্ষ্ণধার তরবারিতে নেপোলিয়ানের বহু সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। তিনি যে গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার সংসাধনের নিমিত্ত তাঁহার হতাবশিষ্ট ত্রিশ সহস্র সৈন্য নিতান্তই অল্প। দক্ষিণ-ইতালী হইতে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের পর মান্‌তোয়ানগর অবরোধ করিবার পূর্ব্বেই যে বলদর্পিত শত্রুসৈন্য বিদ্যুৎস্ফুরিত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় রাজ্যের উত্তরাংশ আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহাদের দমন করা তাঁহার অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল, বহুদর্শী রণনিপুণ সেনাপতি উম্‌জের কর্তৃক পরিচালিত ষষ্টি-সহস্র সুশিক্ষিত যোদ্ধা ফরাসী সৈন্যগণকে উন্মূলিত ও বিধ্বস্ত করিবার জন্য উত্তর-আল্পসের পাদদেশে শিবিরসন্নিবেশপূর্ব্বক রণরঙ্গে অবতীর্ণ হইবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল।

মান্‌তোয়ার প্রায় ত্রিশ ক্রোশ উত্তরে গার্ডার হ্রদের উত্তরপ্রান্তে টাইরোলিয়ান গিরিমালার বক্ষোদেশে প্রাচীরে

বেষ্টিত ট্রেণ্টনগর অবস্থিত ছিল। উমজেরের সৈন্যগণ দুর্গমধ্যে অবস্থিত বিংশতি-সহস্র সৈন্যের সহিত সম্মিলিত হইয়া উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রের সহিত নেপোলিয়ানের উপর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল; সুতরাং সকলের বিশ্বাস হইল, নেপোলিয়ানের পরিত্রাণ-লাভের আর কোন সম্ভাবনা নাই। ইতালীর সাধারণতন্ত্রের দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কের সীমা রহিল না। ইতালীয় সাধারণতন্ত্র কিছুতেই বুঝিতে পারিল না যে, নেপোলিয়ানের ত্রিশ হাজারমাত্র সৈন্য কিরূপে রণ-দুর্ম্মদ অশীতি সহস্র শত্রুসৈন্যের গতিরোধ করিবে। ইতালীর রাজতন্ত্রাবলম্বী অধিবাসিগণ স্থির করিয়া রাখিল যে, নেপোলিয়ানের পরাজয় আরম্ভ হইবামাত্র তাহারা মহা উৎসাহে ফরাসী সৈন্যগণকে আক্রমণ করিবে। এই আক্রমণের জন্য নানাপ্রকার আয়োজন চলিতে লাগিল। রোম, ভিনিস্, নেপল্‌স বিদ্রোহোন্মুখ হইয়া গোপনে অস্ত্রীয়দিগকে সাহায্য করিতে লাগিল। পোপ তাহার সন্ধিবন্ধনে উপেক্ষা প্রকাশপূর্ব্বক কার্ডিনাল ম্যাটিকে শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন।—কোন সংবাদই নেপোলিয়ানের অজ্ঞাত রহিল না। বিস্ময়, বিরক্তি ও উদ্বেগের সহিত তিনি একবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন; দেখিলেন, বিপদের মহাসমুদ্র উন্মত্ত-গর্জ্জনে তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য চতুর্দ্দিক্ হইতে ছুটিয়া আসিতেছে; তাঁহার অদৃষ্টাকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন।

গার্ডার নামক সুন্দর হ্রদটি পর্ব্বতের মধ্যে প্রসারিত, ইহার এক দিকে মান্তোয়া ও অন্য দিকে ট্রেণ্টনগর অবস্থিত। ইহার স্ফটিকবিমল সুগভীর জলরাশি দীর্ঘে পঞ্চদশ ক্রোশ এবং প্রস্থে দুই হইতে ছয় ক্রোশ পর্য্যন্ত প্রসারিত। সেনাপতি উম্জের এই হ্রদের উত্তর প্রান্ত হইতে সাড়ে সাত ক্রোশ দূরে অবস্থান করিতেছিলেন এবং নেপোলিয়ান এই হ্রদের সাড়ে সাত ক্রোশ দক্ষিণে সসৈন্যে অবস্থিত ছিলেন। অশীতিবর্ষ-বয়স্ক, সরল-হৃদয়, সাহসী অস্ত্রীয় সেনাপতি তাঁহার স্বকীয় সেনা-কটকের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক পূর্ণ-বিশ্বাসভরে বলিয়া উঠিলেন,—"ছোকরাকে আমরা শীঘ্রই হাতে পাইব।" কিন্তু তাঁহার মনে একটা আশঙ্কা বড় প্রবল ছিল, যুদ্ধজয়ে তাঁহার সন্দেহমাত্র ছিল না, তিনি ভাবিতেছিলেন যে, নেপোলিয়ান তাঁহার দুর্জ্জেয় সৈন্যমণ্ডলীর প্রবল আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া হয় ত ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিবেন। সুতরাং নেপোলিয়ানের পলায়নে বাধাদানের নিমিত্ত তিনি ট্রেণ্টনগরে তাঁহার সেনাদলকে তিনটি বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিলেন; এক একটি দল বিংশতি সহস্র সৈন্যে গঠিত হইল। অনন্তর অস্ত্রীয় সেনাপতি একদল সৈন্য কোয়াডানোবিচ নামক একজন সহযোগী সেনাপতির অধীনে গার্ডার হ্রদের পশ্চিম তীরে প্রেরণ করিলেন; ফরাসী সৈন্যগণ যাহাতে মিলানের পথে পলায়ন করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করাই তাহাদের উদ্দেশ্য হইল। বিংশ সহস্র সৈন্যের দ্বিতীয় দল লইয়া সেনাপতি উম্জের স্বয়ং হ্রদের পূর্ব্বধার দিয়া মান্তোয়া নগর উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হইলেন। তৃতীয় সৈন্যদল সেনাপতি মেলাসের অধীনে আদির পর্ব্বতের উপত্যকার মধ্যস্থল দিয়া অগ্রসর হইল। এইরূপে নেপোলিয়ানের পলায়নের সকল পথ রুদ্ধ হইল। অস্ত্রীয় সেনাপতি মনে করিলেন, গুহানির্ম্মুক্ত পিপীলিকা-শ্রেণীর ন্যায় ফরাসী সৈন্যদলকে তিনি বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ হইবেন।

কিন্তু বয়সে প্রবীণ না হইলেও প্রতিভাবান্ নেপোলিয়ান রণচর্চ্চায় শিশু ছিলেন না; অস্ত্রীয় বীরগণের এই প্রকাণ্ড আয়োজন, তাঁহাদের সুবিপুল গুপ্ত অভিসন্ধি নেপোলিয়ানের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও নিদ্রাহীন চক্ষুর প্রখর দৃষ্টিকে পরাভূত করিতে পারিল না। ৩১এ জুলাইএর সায়ংকালে তিনি চরমুখে শত্রুসৈন্যের গতিবিধির সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার সঙ্কল্প স্থির করিলেন। তিনি তাঁহার অধীনস্থ সেনাপতিগণকে আদেশ প্রদান করিলেন, মান্তোয়া অবরোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক অবিলম্বেই এ স্থান হইতে যাত্রা করিতে হইবে। এই আদেশে ফরাসী সৈন্য ও সেনাপতিগণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাঁহারা দেখিলেন, ইহাতে যে ক্ষতি হইবে, তাহা বড় সাধারণ নহে। দুই মাস হইতে অসীম উৎসাহে তাঁহারা এই অবরোধকার্য্যে মনঃসংযোগ করিয়াছেন, পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের ত্রুটি হয় নাই, স্তূপাকার খাদ্যদ্রব্য সেখানে সজ্জিত রহিয়াছে, অবরুদ্ধ নগর শীঘ্রই যে আত্মসমর্পণ করিবে, তাহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা বর্ত্তমান। এইরূপ অবস্থায় সমস্ত ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া সকলের কিরূপ বিস্ময় ও বিরক্তিকর হইয়াছিল, তাহা অনুভবযোগ্য; কিন্তু সেনাপতির কথায় কে প্রতিবাদ করিবে? মান্তোয়া

পরিত্যাগের জন্য নির্ব্বাক্‌ভাবে সকলে সজ্জিত হইল; সকলে স্থিরভাবে সেনাপতির আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

সমস্ত জগৎ তিমির-সাগরে মগ্ন করিয়া ভগবান্‌ মরীচি-মালী দিগন্তবিস্তৃত হ্রদের পশ্চিম প্রান্তে অস্তগমন করিলেন। ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশে সমুজ্জল নক্ষত্রপুঞ্জের বিমল শোভা, নিম্নে মান্‌তোয়া নগরের সম্মুখে নেপোলিয়ানের সহস্র সহস্র সৈন্য আদেশপালনের জন্য স্পন্দমান-বক্ষে দণ্ডায়মান। সেনাপতির আদেশে কামানের শকটগুলি অগ্নিকুণ্ডে ও শত শত মণ বারুদ হ্রদগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল। কামান-সমূহের মুখ বন্ধ করা হইল, সমস্ত গোলাগুলী ভূগর্ভে প্রোথিত হইল; তাহার পর রাত্রি দ্বিপ্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই সমস্ত সৈন্য গার্ডার হ্রদের পশ্চিমতীরে তীরবেগে অগ্রসর হইল। হতভাগ্য সেনাপতি কোয়াডা নোবিচ একবার স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, নেপোলিয়ানের অমিত-তেজা সেনামণ্ডলী আগ্নেয়গিরি-বক্ষোবিনিঃসৃত অগ্নিময় ধাতুস্রাবের ন্যায় তাঁহাকে সসৈন্যে দগ্ধ করিবার জন্য উন্মত্ত গর্জ্জনে ছুটিয়া আসিতেছে; সুতরাং তিনি আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ্‌ মনে করিতেছিলেন। পরদিন প্রভাতে মান্তোয়ার বনভূমির উপর প্রথম সূর্য্যালোক নিপতিত হইলে সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, পূর্ব্বদিন অপরাহ্নের লোহিত তপনরাগে ফরাসী সৈন্যশ্রেণীর সহস্র সহস্র লৌহাস্ত্র শিরস্ত্রাণ-প্রতিবিম্বিত হইয়া চতুর্দ্দিকে যে আলোক-তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হইয়াছে। মান্‌তোয়া নগরের অবরুদ্ধ, অর্দ্ধভুক্ত, আত্মসমর্পণে কৃত-সঙ্কল্প সহস্র সহস্র নরনারী নগরসৌধ-চূড়া হইতে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, যেন কোন মায়া-মন্ত্রবলে দুর্দ্দান্ত শত্রু-সৈন্যগণ শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে, কোথাও কাহারও চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান নাই। তাহারা আপনাদিগের বিস্ময়াকুল দৃষ্টিকে বিশ্বাস করিতে পারিল না।

সেই দিন বেলা ১০টার সময় পর্য্যন্ত সেনাপতি কোয়াডা নোবিচ ধীরপদবিক্ষেপে বিশ্বস্তহৃদয়ে সসৈন্যে অগ্রসর হইতেছিলেন। তিনি একবার কল্পনাও করেন নাই যে, পঞ্চদশ ক্রোশের মধ্যে কোন শত্রুসৈন্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইতে পারে। কিন্তু উষালোকে নৈশ অন্ধকারের ন্যায় তাঁহার এই সুদৃঢ় বিশ্বাস মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সমগ্র ফরাসীসৈন্য অপ্রতিহত ঝটিকার ন্যায় ভীষণবেগে তাঁহার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সৈন্যের উপর আপতিত হইল। অস্ত্রীয় সৈন্যগণ যদি দলবদ্ধ হইয়া সেখানে যুদ্ধ করিত, তাহা হইলে তাহাদের একটি প্রাণীও নেপোলিয়ানের সৈন্যের প্রচণ্ড আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিত না, সেই অপ্রতিহত বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া বায়ুতাড়িত শুষ্ক বৃক্ষপত্রের ন্যায় তাহারা প্রাণ লইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল; নিরুপায় হইয়া তাহারা পলায়নপূর্ব্বক তাহাদিগকে আত্মরক্ষা করিতে হইল। সেই পলায়িত শত্রুসৈন্যের অনুসরণে নেপো-লিয়ান এক মুহূর্ত্তও অপব্যয় করিলেন না। অপর যে দুই দল অস্ত্রীয় সৈন্য নেপোলিয়ানের গতিরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিল, তাহারা সুপ্রশস্ত গার্ডার হ্রদের সুবিস্তীর্ণ বারি-রাশির অপর পার হইতে সুগভীর মেঘগর্জ্জনের ন্যায় মুহুর্মুহুঃ কামাননির্ঘোষ শুনিয়া মনে মনে প্রমাদ গণিল; কিন্তু সহযোগী সৈন্যগণের সাহায্যের কোনও উপায় করিতে পারিল না। শত্রুসৈন্যগণ সহসা কোয়াডা নোবিচের সৈন্যশ্রেণীর উপর নিপতিত হইয়া তাহাদিগকে এরূপভাবে লণ্ডভণ্ড করিয়া দিবে, তাহা তাহারা মুহূর্ত্তের জন্যও কল্পনা করে নাই; তাহারা একবার মনেও ভাবিতে পারে নাই যে, মান্‌তোয়ার অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া নেপোলিয়ান সসৈন্যে এই কার্য্যে অগ্রসর হইবেন। অস্ত্রীয় সৈন্যগণ সহযোগী সেনামণ্ডলীর সহিত হ্রদপ্রান্তে সম্মিলিত হইবার জন্য দ্রুতপদে অগ্রসর হইল। নেপোলিয়ান বুঝিলেন, এই উভয় সৈন্যদল সম্মিলিত হইবার পূর্ব্বেই তাহাদের গতিরোধ করা আবশ্যক। তিনি সৈন্যমণ্ডলীকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন,—"সৈন্যগণ! তোমাদের দ্রুতগতির উপর আমাদের রণজয় সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। তোমাদের কোন আশঙ্কা নাই। তিন দিনের মধ্যে আমরা সমস্ত অস্ত্রীয় সৈন্য বিনষ্ট করিব। আমার কথার উপর তোমরা বিশ্বাসস্থাপন কর। তোমরা বোধ হয় জান, আমি যাহা বলিয়াছি, কখনও তাহার অন্যথা হয় নাই।"

ক্ষুধা, নিদ্রা, ক্লান্তি, সমস্ত পরিহার পূর্ব্বক নেপোলিয়ান তাঁহার শ্রান্ত শোণিতাপ্লুত সৈন্যগণের সহিত ভীমবেগে অগ্রসর হইলেন। দিবারাত্রি ক্রমাগত চলিয়া পরদিন মধ্যরাত্রে তিনি তাঁহার সৈন্যগণকে কেবল একঘণ্টাকালের

জন্য উন্মুক্ত প্রান্তরে বিশ্রামের আদেশ প্রদান করিলেন, কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে বিশ্রামলাভ ঘটিল না।

৩রা আগষ্ট অতি প্রত্যূষে অষ্ট্রীয় সেনাপতি মেলাস্ পর্ব্বতপৃষ্ঠ হইতে নেপোলিয়ানের সুগম্ভীর কামান-গর্জ্জন শুনিতে পাইলেন এবং অবিলম্বেই দেখিলেন, নেপোলিয়ানের বলদর্পিত সৈন্যশ্রেণী বীরবিক্রমে সবেগে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইতিমধ্যে সেনাপতি উম্‌জেরের সৈন্যদলের পাঁচ সহস্র সেনা মেলাসের সহিত যোগদান করিয়াছিল। মেলাস এই পঞ্চবিংশতি-সহস্র সৈন্য সহায়তায় ফরাসী সেনা-তরঙ্গ প্রতিহত করিবার জন্য সম্মুখযুদ্ধে প্রস্তুত হইলেন; তাঁহার সেনাগণ স্ব স্ব স্থান অধিকার করিয়া দাঁড়াইল। উম্‌জের তখন কয়েক ক্রোশ দূরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার পঞ্চদশ-সহস্র সৈন্য লইয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন। নেপোলিয়ান দেখিলেন, তাঁহার অধীনে তখন দ্বাবিংশ-সহস্র সৈন্যমাত্র বর্ত্তমান, অবিলম্বেই তাঁহাকে চল্লিশ সহস্র রণদুর্ম্মদ অষ্ট্রীয় সৈন্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। জীবনের এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে তিনি তাঁহার রণক্লান্ত পথশ্রান্ত প্রিয়তম সৈন্যগণকে মুহূর্ত্তকালের জন্যও বিশ্রাম-দান করিতে পারিলেন না।

তখন তিনি লোনাট নামক স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অগ্নিময় জ্বলন্ত ভাষায় তিনি তাঁহার অবসন্ন সৈন্যমণ্ডলীকে সমুৎসাহিত করিলেন; তাহাদের সম্মুখে কি বিপদ্ উপস্থিত, তাহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, সৈন্যগণ চেষ্টা করিলেই যে বিজয়লক্ষ্মী তাহাদের অঙ্কশায়িনী হইবেন, সে কথাও তাহাদের জ্ঞাপন করিলেন। নেপোলিয়ানের অধীনে বহুযুদ্ধে তাহারা জয়লাভ করিয়াছে, এই তরুণ-বয়স্ক সেনাপতিকে তাহারা অজেয় মনে করিত, তাঁহার অনুমতিক্রমে প্রাণ-বিসর্জ্জনেও তাহাদের আপত্তি ছিল না। অবসন্ন প্রাণের সমস্ত আগ্রহ, সকল শক্তি একত্র করিয়া প্রচণ্ড-বিক্রমে তাহারা শক্রসৈন্য আক্রমণ করিল। অষ্ট্রীয় সৈন্য-গণ গৌরব ও আত্মসম্মান অব্যাহত রাখিবার জন্য অন্তিম সাহসে ভর করিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া উভয় পক্ষের যুদ্ধ হইল, উভয় পক্ষের রক্তস্রোতে রণ-স্থল প্লাবিত হইয়া গেল। নেপোলিয়ান অদূরে দণ্ডায়মান হইয়া অবিচলিতচিত্তে উদ্বেগবিহীন দৃষ্টিতে এই রণক্রীড়া সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়ান-সৈন্যের অদম্য তেজ রণবিশারদ অষ্ট্রীয় সৈন্যগণ অধিককাল সহ্য করিতে পারিল না; ছত্রভঙ্গ হইয়া দিগ্বিদিকে পলায়ন করিল। বহু-সংখ্যক সাহসী অষ্ট্রীয় সৈন্য বীরের সুনাম রক্ষা করিয়া হৃদয়-শোণিত নিঃসারণপূর্ব্বক রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিল; পঞ্চ সহস্র অষ্ট্রীয় সৈন্য নেপোলিয়ানের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল; শক্রসৈন্যের বিশটি কামান বিজয়ী নেপোলিয়ানের করতল-গত হইল। সেনাপতি জুনোর অধীনস্থ অশ্বারোহী সৈন্য-গণের অব্যর্থ অস্ত্রাঘাতে ও অশ্বসমূহের পাদতাড়নায় অষ্ট্রীয় সৈন্যগণ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল।

দিবাকর পশ্চিমাকাশ সুবর্ণবর্ণে অনুরঞ্জিত করিয়া তিরোলগিরিমালার অন্তরালে অন্তর্হিত হইলেন। ঘোর অন্ধকাররাত্রি জগৎ আচ্ছন্ন করিল। আহত শোণিতাপ্লুত, মৃতপ্রায় সৈন্যগণের হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদে, যন্ত্রণামথিত হৃদয়ের করুণ বিলাপোচ্ছ্বাসে এবং বিদীর্ণদেহ অশ্বসমূহের তীব্রচীৎকারে দূরব্যাপী নৈশাকাশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, রণক্ষেত্র অতি ভীষণ শ্মশানের আকার ধারণ করিল; ক্লান্ত ফরাসীসৈন্যগণ অনেক সহ্য করিয়াছিল, এই বিজয়লাভের পর তাহাদের অবসন্নতা এতদূর বৃদ্ধি পাইল যে, তাহারা আর পদমাত্র অগ্রসর হইতে পারিল না, রণক্ষেত্র-নিপতিত শোণিতপ্লাবিত, গতপ্রাণ শক্রসৈন্যের পার্শ্বে পড়িয়া বিশ্রামলাভ করাও তাহাদের বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠিল। নিদ্রা-ভরে তাহাদের চক্ষু আচ্ছন্ন হইয়াছিল, বন্দুকের উপর মস্তক রাখিয়া তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রেই দেহ প্রসারিত করিয়া বিরাম-দায়িনী নিদ্রাদেবীর শরণাপন্ন হইল। কিন্তু নেপোলিয়ানের চক্ষে নিদ্রা ছিল না, তিনি বুঝিয়াছিলেন, রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে তাঁহাকে আর একদল পরাক্রান্ত, সমধিক বিচক্ষণ সেনাপতি-পরিচালিত শক্রসৈন্যের বিরুদ্ধে সম্মুখ-সংগ্রামে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। পরাজিত শক্রসৈন্যের সহায়তায় সেনাপতি উম্‌জের প্রবলবেগে অগ্রসর হইতে-ছিলেন, তাঁহার আক্রমণ ব্যাহত করিবার অভিপ্রায়ে নেপোলিয়ান সমস্ত রাত্রি ধরিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরদিনের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

কাষ্টিগ্‌লিয়ন নামক একটি প্রাচীরবেষ্টিত সুরক্ষিত নগরে সেনাপতি উম্‌জের তাঁহার সহযোগী মেলাসের পলা-য়িত সৈন্যগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত

হইলেন। ত্রিশ সহস্র অষ্ট্রীয় সৈন্য নেপোলিয়ানের আগমন-প্রতীক্ষায় যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইল। এ দিকে উষাগমের পূর্ব্বেই ফরাসী সৈন্যগণ যাত্রা আরম্ভ করিল। নেপোলিয়ান স্বয়ং অশ্বারোহণপূর্ব্বক সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে ধাবিত হইয়া তাহাদিগকে যুদ্ধকালোপযোগী বিবিধ আদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। এই সৈন্য-পরিচালন-কার্য্যে তাঁহাকে এমন দ্রুতবেগে চারিদিকে ঘুরিতে হইয়াছিল যে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উপর্য্যুপরি পাঁচটি অশ্ব শ্রান্তিভরে তাঁহার পদতলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। সৈনিকবৃন্দ তাহাদের তরুণ সেনাপতির অলৌকিক সাহস, অদম্য উৎসাহ, অবিচল প্রতিজ্ঞা এবং অসাধারণ কার্য্যকুশলতার পরিচয় পাইয়া আনন্দ, উৎসাহ ও উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। শীঘ্রই উভয় সৈন্যদলের সাক্ষাৎ হইল। প্রভাত-সূর্য্যের কনক-কিরণে তখনও ধরাতল প্লাবিত হয় নাই, উষার মৃদু আলোকে অন্ধকারের কৃষ্ণযবনিকা অপসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উভয়পক্ষে ঘোরযুদ্ধ আরম্ভ হইল, তাহার পর তরুণ অরুণ রক্তনেত্রে যখন পৃথিবীর দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, শান্ত সুন্দর সুনির্ম্মল প্রভাতে দুই দল জিগীষু যোদ্ধা দয়া, ধর্ম্ম, প্রেম, সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া পরস্পরের হৃদয়-শোণিত-পাতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

কাষ্টিগ্‌লিয়নের যুদ্ধে অষ্ট্রীয় সৈন্যগণের শোচনীয় পরাজয় নেপোলিয়ানের কাব্যময় জীবনের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। সেই প্রভাতে শোণিতময় মহা-যুদ্ধক্ষেত্রে অষ্ট্রীয়গণের বীরদর্পে যে বজ্রাঘাত হইল, তাহাতেই অষ্ট্রীয়-গৌরব বিনষ্ট হইয়া গেল। পরাভূত অষ্ট্রীয় সৈন্যগণ বহুকষ্টে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল, পলায়নে অক্ষম হইয়া কত জন শত্রুহস্তে দেহ-বিসর্জ্জন করিল, তাহার সংখ্যা নাই। নেপোলিয়ানের বিজয়ী সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ অষ্ট্রীয় সৈন্যদলের অনুসরণ করিল। ছয় দিন পূর্ব্বে যে ষষ্টিসহস্র, গর্ব্বোদ্ধত, রণবিশারদ সুসজ্জিত অষ্ট্রীয় সৈন্য উড্ডীয়মান সুরঞ্জিত পতাকা ও উন্মাদনাময় রণসঙ্গীতে সহস্র সহস্র নগরবাসীর হৃদয় মুগ্ধ করিয়া ট্রেণ্ট নগরের রাজপথ অতিক্রম করিয়াছিল, কে জানিত, ছয় দিনের মধ্যেই নেপোলিয়ানের প্রচণ্ড তেজে তাহারা ভস্মীভূত হইয়া যাইবে? কে জানিত, নেপোলিয়ানের ত্রিশ সহস্র সৈন্যের হস্তে চল্লিশ সহস্র অষ্ট্রীয় সৈন্য এইভাবে নিগৃহীত হইবে যে, হতাবিশিষ্ট, রণশ্রান্ত, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বিংশসহস্র মাত্র পরাজিত সৈন্যকে অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে হইবে।

এতদিনে অষ্ট্রীয়গণ বুঝিতে পারিল, নেপোলিয়ানের শক্তি অলৌকিক; তাঁহার গতি অপ্রতিহত। যদিও এই যুদ্ধে তাঁহার সাত শত সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার বীরপ্রতিভা ভিন্ন এরূপ রণজয়ের কোন সম্ভাবনা ছিল না; পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ যুদ্ধজয়ের দৃষ্টান্ত এখনও বিরল।

রোম, ভিনিস ও নেপল্‌সের রাজতন্ত্রসমূহ নেপোলিয়ানের পতন অবশ্যম্ভাবী স্থির করিয়া স্ব স্ব সন্ধিপত্র উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক নেপোলিয়ানের শত্রু-সৈন্যের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা সভয়ে দেখিলেন, নেপোলিয়ানের প্রচণ্ড বিক্রমে শত্রু-সৈন্য বিধ্বস্ত, তাঁহাদের অমার্জ্জনীয় অপরাধের প্রায়শ্চিত্তকাল উপস্থিত। কিন্তু বিজয়ী বীর নেপোলিয়ানের মহত্ত্ব ও দয়া তাঁহার বীরত্ব অপেক্ষা অল্প ছিল না। তিনি তাঁহাদের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন, কেবল বলিলেন, এইরূপ বিশ্বাসঘাতকগণের প্রতি অতঃপর তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিবেন। তাহার পর নেপোলিয়ান মিথ্যাবাদী পোপের সহকারী কার্ডিনাল ম্যাটিকে তাঁহার সম্মুখে আহ্বান করিলেন। নেপোলিয়ানের নিকট তিনি কিরূপ গুরুতর অপরাধে অপরাধী, তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। সেই পক্ককেশ সম্মানিত বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজক ব্যাকুলহৃদয়ে, কম্পিত-কলেবরে তরুণবীর নেপোলিয়ানের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন, এবং অত্যন্ত কাতরভাবে অনুতপ্ত স্বরে বলিলেন, "পেক্কাভি! পেক্কাভি!" (আমি অপরাধী! আমি অপরাধী!)

মহৎ-হৃদয় নেপোলিয়ানের সমস্ত ক্রোধ বিদূরিত হইল, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকের প্রতি ঘৃণা তিনি পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি আদেশ করিলেন, "তোমার এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তুমি কোন ধর্ম্মমন্দিরে থাকিয়া তিন মাসকাল উপবাস, উপাসনা ও অনুতাপ কর।"

এই ঘোর অরাজকতাকালে লম্বার্ডির অধিবাসিগণ নেপোলিয়ানের পক্ষ পরিত্যাগ করে নাই, প্রতিদিন তাহারা ফরাসীদিগের স্বার্থে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আসিয়াছিল। নেপোলিয়ান তাহাদের সেই সহৃদয়তা ও সহানুভূতি বিস্মৃত হন নাই। নেপোলিয়ান তাহাদের নিকট যে সহৃদয়তাপূর্ণ

পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি ছত্রে তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

এখানে নেপোলিয়ানের মহত্ত্ব সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র গল্পের উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বদিন রাত্রে প্রহরিগণের কার্য্যতৎপরতা পরীক্ষা করিবার জন্য নেপোলিয়ান প্রচ্ছন্নবেশে সৈন্যরেখামধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। দুইটি পথের সংযোগস্থলে একজন প্রহরী দণ্ডায়মান ছিল; সে নেপোলিয়ানকে চিনিত না, তাঁহার গতিরোধ করিল। নেপোলিয়ান বলিলেন, "আমি একজন সেনাপতি, পথ ছাড়িয়া দাও।" প্রহরী তাহার সঙ্গীন প্রসারিত করিয়া বলিল,—"এই পথ দিয়া কাহাকেও বাহির হইতে কিংবা ভিতরে প্রবেশ করিতে দিবার আমার অধিকার নাই; যদি আপনি স্বয়ং নেপোলিয়ানও হন, তাহা হইলেও আপনাকে ছাড়িতে পারি না।" অগত্যা নেপোলিয়ান সেই স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরদিন তিনি সেই সৈনিক-প্রহরীর পরিচয় গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে নিজের সম্মুখে আহ্বান করিলেন এবং তাহার কর্ম্মদক্ষতার পুরস্কারস্বরূপে তাহাকে উচ্চতরপদে নিযুক্ত করিলেন।

ফরাসীর সহিত অষ্ট্রীয় সৈন্যের এই ভীষণ যুদ্ধের অবসানে উভয়পক্ষ তিন সপ্তাহমাত্র বিশ্রাম করিয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়াও অষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট ফ্রান্সের সহিত সন্ধিস্থাপনে অস্বীকৃত হইলেন। অষ্ট্রীয়দিগের যুদ্ধপতাকায় লিখিত ছিল, "গালিয়া দি লেন্দা এষ্ট" (ফরাসী সাধারণতন্ত্র বিধ্বস্ত করিতে হইবে) তাঁহারা ব্যর্থমনোরথ হইয়া তাঁহাদের মূলমন্ত্র অনুসারে কার্য্য করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

ফরাসী সাধারণতন্ত্র ধ্বংস করিবার জন্য অষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট নব সৈন্যদল সংগঠন করিলেন। তিন সপ্তাহকালের মধ্যে সেনাপতি উম্‌জেরের অধীনে পঞ্চান্ন হাজার সৈন্য ট্রেণ্টনগরে সম্মিলিত হইল। তখনও মান্‌তোয়াতে বিশ সহস্র সৈন্য অষ্ট্রীয় সৈন্যের সাহায্যার্থ প্রস্তুত ছিল। তিন সপ্তাহের মধ্যে বহু দূরবর্ত্তী বিদেশে নেপোলিয়ানকে এই পঁচাত্তর হাজার নববলদৃপ্ত বিপক্ষ সৈন্যের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। নেপোলিয়ান কিছু নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সমস্ত সৈন্য মিলিয়া ত্রিশ সহস্রের অধিক হয় নাই।

সেপ্টেম্বরের প্রথমে অষ্ট্রীয় সৈন্যগণ মান্‌তোয়ার উদ্ধারার্থ যাত্রা করিল। ইহাদের সংখ্যা ত্রিশ সহস্র। উপরে বলিয়াছি, মান্‌তোয়াতে আরও বিশ সহস্র সৈন্য ছিল, এই পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য মান্‌তোয়াতে নেপোলিয়ানের পথরোধ করিবে বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইল। কিন্তু অষ্ট্রীয় সৈন্যগণকে মান্‌তোয়া পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে হইল না; মধ্যপথে তিনি তাহাদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন। অষ্ট্রীয়দিগের সাত হাজার সৈন্য তাঁহার হস্তে বন্দী হইল এবং তাহাদের বিশটি কামান তিনি হস্তগত করিলেন। এইরূপে অষ্ট্রীয় সেনাপতি ডেভিটোবীচের সর্ব্বনাশ সাধিত হইল।

প্রধান সেনাপতি উম্‌জের ত্রিশ হাজার সৈন্য লইয়া অন্যপথে নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন; ডেভিটোবীচের সর্ব্বনাশসাধন করিয়া নেপোলিয়ান বিংশতি সহস্রমাত্র সৈন্যের সহিত উম্‌জেরকে সমুচিত শিক্ষাদানের জন্য দ্রুতবেগে তাঁহার বিরুদ্ধে ধাবিত হইলেন এবং তীরবেগে ত্রিশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া বাসানো নামক স্থানে তিনি সসৈন্যে বৃদ্ধ সেনাপতি উম্‌জেরের সম্মুখীন হইলেন। উভয়পক্ষে মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল। সূর্য্য অস্তগমন করিলেন, পৃথিবী ধীরে ধীরে নৈশ-অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। কিন্তু এ ভীষণ যুদ্ধের অবসান হইল না। তিমিরাবৃত মুক্ত প্রান্তরবক্ষে অসংখ্য গ্রহনক্ষত্রখচিত অনন্ত অম্বরতলে উভয় সৈন্যদল রণোন্মত্ত হইয়া হিংস্রজন্তুর ন্যায় পরস্পরকে আক্রমণ করিতে লাগিল। উভয়পক্ষের হত ও আহত সৈন্যগণের শোণিতাপ্লুত বিচ্ছিন্নদেহে রণক্ষেত্র ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইল। মৃতপ্রায় সৈন্যগণের হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদে স্তব্ধ নৈশ-প্রকৃতি ও আলোকহীন অম্বরতল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।—দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর উভয় সৈন্যদলই বুঝিতে পারিল, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট অজেয়। পুনঃপুনঃ যুদ্ধজয় করিয়া ফরাসীসৈন্যগণের সাহস সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, অষ্ট্রীয় সৈন্যগণের মন হইতে সকল আশা বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহারা যুদ্ধ করিতে পারিল না; বেত্রাহত সঙ্কুচিতলাঙ্গুল কুকুরের ন্যায় সেনাপতি উম্‌জের তাঁহার অধীনস্থ হতাবশিষ্ট ষোড়শ সহস্র মাত্র সৈন্য লইয়া প্রাণরক্ষার জন্য মান্‌তোয়া দুর্গাভিমুখে পলায়ন করিলেন। মান্‌তোয়ার সৈন্যগণ যখন নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল, তাহারা

পথিমধ্যে পলায়নপর উম্‌জেরের সৈন্যগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া সেণ্টজর্জ্জ নামক স্থানে নেপোলিয়ানকে প্রতিহত করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইল। নেপোলিয়ান শত্রু-সৈন্যের অনুসরণে তীব্রবেগে ধাবিত হইয়াছিলেন, সমবেত অষ্ট্রীয় সৈন্যগণ তাঁহার সে বেগ প্রতিহত করিতে পারিল না। সমস্ত অষ্ট্রীয় সৈন্য ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া প্রাণ লইয়া দুর্গমধ্যে লুকায়িত হইল। কোন দিকে শত্রুর আর চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান রহিল না। নেপোলিয়ানের এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব বিজয়বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল; এই সংবাদে সমস্ত ইউরোপ স্তম্ভিত হইয়া গেল; সকলে বুঝিতে পারিল, ইউরোপের ইতিবৃত্তে এইরূপ অসাধারণ রণজয়কাহিনী আর কখন কীর্ত্তিত হয় নাই।

যখন ঘোরযুদ্ধ চলিতেছিল, অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে, অর্দ্ধাবৃত-দেহে, পথশ্রান্ত, রণক্লান্ত ফরাসী সৈন্যগণ সহস্র অসুবিধা সহ্য করিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাদের তরুণ সেনাপতির প্রতি বীতস্পৃহ হয় নাই। একজন সৈনিক পুরুষ তাহার ছিন্নপ্রায় পরিচ্ছদে অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক নেপোলিয়ানকে বলিয়াছিল, "মহাশয়! আমরা এত যুদ্ধ জয় করিলাম, কিন্তু আমাদের ছিন্নপরিচ্ছদ দূর হইল না।" নেপোলিয়ান তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই সৈনিক যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া সদয়ভাবে বলিলেন,—"সাহসী বন্ধু! তুমি একটা কথা ভুলিয়া গিয়াছ; তোমরা নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিলে তোমাদের গৌরবপূর্ণ ক্ষতচিহ্নগুলি আর লক্ষিত হইবে না।" নেপোলিয়ানের উক্তি তাঁহার সহস্র সহস্র সৈন্যের হৃদয় আত্মপ্রসাদে পরিপূর্ণ করিল; তাহারা মহা উৎসাহে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল, ছিন্ন-পরিচ্ছদের কথা আর কাহারও মনে রহিল না।

যে দিন বাসানোর যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহার পূর্ব্বরাত্রে নেপোলিয়ান তাঁহার সৈন্যরেখা সন্দর্শন করিতে করিতে শিবির হইতে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছিলেন। অনবসর বশতঃ সমস্ত দিন তাঁহার কিছু আহার হয় নাই এবং তাহার পূর্ব্বে কয়েক রাত্রি ধরিয়া ক্ষণকালের জন্যও তিনি চক্ষু মুদিত করেন নাই। তিনি ক্ষুধায় কাতর হইয়াছেন দেখিয়া একজন দরিদ্র সৈনিক তাহার থলি হইতে একখণ্ড রুটি বাহির করিয়া তাহার অর্দ্ধাংশ ক্ষুধাতুর নেপোলিয়ানকে দান করিল। নেপোলিয়ান মহাতৃপ্তিভরে তাহাই চর্ব্বণ করিয়া এক ঘণ্টার জন্য সেই অনাবৃত প্রান্তরমধ্যে তাঁহার ক্ষুদ্রসৈন্যের পার্শ্বে ভূমিশয্যায় শয়ন করিলেন। এই ঘটনার দশ বৎসর পরে যখন নেপোলিয়ান ফরাসীদেশের সম্রাটরূপে বেল্‌জিয়ম্ রাজ্যে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে সেই সৈনিক যুবক তাঁহার সেনাদল হইতে বহির্গত হইয়া নেপোলিয়ানকে বলিল, "সম্রাট, বাসানোর যুদ্ধকালে আপনি একদিন ক্ষুধাতুর হইলে আমি আমার সামান্য খাদ্যের অংশ দান করিয়া আপনার ক্ষুন্নিবারণ করিয়াছিলাম। আজ আপনি সম্রাট্, আমার দরিদ্র পিতা বার্দ্ধক্যভারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন, আপনি তাঁহার জীবিকানির্ব্বাহের সংস্থান করিয়া দিউন।" নেপোলিয়ান তদ্দণ্ডেই সেই বৃদ্ধের ভরণপোষণের উপযুক্ত পেন্সন মঞ্জুর করিয়া উক্ত বিশ্বস্ত সৈনিকপুরুষকে লেপ্টেনাণ্টের পদে উন্নীত করিয়া দিলেন।

বাসানোর যুদ্ধের পর নেপোলিয়ান অশ্বারোহণে একাকী যাইতেছেন শুনিয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য উম্‌জের একদল অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি এ বিষয়ে এতদূর নিশ্চয় ছিলেন যে, নেপোলিয়ানকে ধরিবার পূর্ব্বেই আনন্দে অধীর হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে দুরাশা ফলবতী হয় নাই। অশ্বধাবনে নেপোলিয়ান অদ্বিতীয় ছিলেন; উচ্চৈঃশ্রবার বংশধর তাঁহাকে শত্রু-কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

এই সকল ভয়ানক যুদ্ধে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় নেপোলিয়ানের চরিত্রের মাধুর্য্য ও মহত্ব বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে। নিম্নলিখিত গল্পে নেপোলিয়ানের চরিত্রমহত্ব ও সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। একদিন ঘোর যুদ্ধের সময় একজন পদাতিক সৈন্য দেখিল, তাহাদের প্রধান সেনাপতি অতি সঙ্কটাপন্ন স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সেই পদাতিক তাঁহাকে গম্ভীরস্বরে বলিল, "সরিয়া দাঁড়ান।" নেপোলিয়ান কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলে সেই সৈনিক যুবক নেপোলিয়ানকে সজোরে ধাক্কা দিয়া বলিল, "যদি আপনি মরেন, তাহা হইলে কে এই বিপদ্ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবে?" আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া সৈনিক যুবক নেপোলিয়ানের স্থান গ্রহণ করিল। সৈনিকের কথা মূল্যবান্, তাহা নেপোলিয়ান বুঝিতে পারিলেন; তাঁহার মুখ দিয়া একটাও তিরস্কারবাক্য উচ্চারিত হইল না, যুদ্ধের পর সেই পদাতিক সৈন্যকে তিনি সম্মুখে আহ্বান করিলেন এবং তাহার স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া সদয়ভাবে বলিলেন, "বন্ধু! তোমার সৈনিকোচিত সাহস সম্মানলাভের যোগ্য; তোমার

বীরত্ব পুরস্কারের যোগ্য। এই মুহূর্ত্ত হইতে তোমাকে উচ্চতর পদ প্রদান করিলাম।" ভাগ্যবান্ পদাতিক একজন সৈনিক কর্ম্মচারিরূপে পরিগণিত হইল। অন্য সেনাপতিগণ প্রতিভার জলন্ত শিখাস্বরূপ নেপোলিয়ানকে অবশেষে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; নেপোলিয়ানের শ্রেষ্ঠতা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না; সেনানীবৃন্দ তাঁহাকে অসাধারণ শ্রদ্ধা করিত। তাহাদের সহিত নেপোলিয়ানের সৌহৃদ্যের অভাব ছিল না। কোন একটি ভীষণ যুদ্ধের সময় নেপোলিয়ান শত্রুসৈন্যের পরিচালন-কৌশলের ত্রুটি দেখিয়া সেই ত্রুটির সুযোগ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন। সহসা দেখিলেন, একটি পদাতিক সৈন্য ধূম ও বারুদে আচ্ছন্ন অবস্থায় তাঁহার সম্মুখে লাফাইয়া পড়িয়া বলিল, "সেনাপতি! ঐখানে একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলে আমাদের যুদ্ধজয় নিশ্চয়।" নেপোলিয়ান সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই আমার গুপ্ত অভিসন্ধি কিরূপে টের পাইলি?" এই পদাতিকের বীরত্বে বুদ্ধিকৌশলে সেদিনের যুদ্ধে জয়লাভ হইয়াছিল। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে নেপোলিয়ান এই প্রতিভাবান্ সাহসী সৈন্যের অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু তাহার মৃতদেহ পাওয়া গেল, রণক্ষেত্রে একটা গুলী আসিয়া তাহার মস্তিষ্ক চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। নেপোলিয়ানের বহুসংখ্যক সুদক্ষ সেনাপতি থাকিলেও একটি ক্ষুদ্র সৈনিকের প্রতি তাঁহার অনুরাগের পরিচয় পাইয়া বুঝিতে পারা যায় যে, নেপোলিয়ান যাহার ভিতর প্রতিভার বীজ অঙ্কুরিত দেখিতেন, তাহাকেই আপন করিয়া লইতেন।

অস্ট্রিয়ার দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা শিথিল হইল না। পুনঃ পুনঃ পরাজয়ে তাহার অধ্যবসায়ও সুদৃঢ় হইয়া উঠিল, অস্ট্রিয়ার সহিত সন্ধিস্থাপনের কোনই সম্ভাবনা দেখা গেল না, তৃতীয়বার পরাজয়ের পর অস্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট মহা উৎসাহে নূতন সেনাদলের সংগঠন করিলেন। ইংলণ্ড ফ্রান্সের চিরশত্রু। হৃদয়ের উদারতাবশতঃ তিনি ভিয়েনার মন্ত্রিসভাকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে উৎসাহিত করিয়া অর্থ ও সৈন্যের দ্বারা অস্ট্রীয়গণের সাহায্যে প্রতিশ্রুত হইলেন।

এই নব সৈন্যদলকে সুসজ্জিত যুদ্ধোপযোগী করিবার জন্য অস্ট্রীয় গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বস্ব ব্যয় হইয়া গেল; সাম্রাজ্যের চতুর্দ্দিক হইতে লক্ষ সৈন্য সংগৃহীত হইল। রাজধানী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্রপল্লী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র দুর্জ্জেয় শত্রু-দমনের জন্য মহা আয়োজন চলিতে লাগিল। প্রায় পঁচাত্তর হাজার সৈন্য উত্তর-টারেলের অধিকত্যকাভূমিতে সম্মিলিত হইয়া নেপোলিয়ানকে চূর্ণ করিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সাহসী সেনাপতি উম্‌জেরের অধীনে পঁচিশ হাজার সৈন্য যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইল। তিন সপ্তাহের মধ্যে লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাত্রা করা নেপোলিয়ানের পক্ষে অপরিহার্য্য হইল। নেপোলিয়ান বুঝিলেন, তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক হইয়াছে। ফ্রান্স হইতে তিনি যে সাহায্য পাইয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুদ্ধে মৃত সৈনিকগণের অভাবপূরণের পক্ষেই তাহা যথেষ্ট নহে। তাঁহার অধীনে সর্ব্বসমেত ত্রিশ হাজার সৈন্যমাত্র বর্ত্তমান। সৈনিকগণের পরিচ্ছদ ছিন্ন, খাদ্যভাণ্ডার শূন্য, অবশ্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব, এই সকল অভাব নেপোলিয়ান অতি তীব্রভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈনিকগণ পুনঃ পুনঃ যুদ্ধজয়ে সমর্থ হইলেও তাহাদের দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না। পুনর্ব্বার নবযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিয়া এবং তাহার উপযুক্ত আয়োজনের কোন সম্ভাবনা না থাকায় নেপোলিয়ানের সৈন্যগণের মধ্যে অনেকেই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। অনেকে বলিতে লাগিল, "আমাদের এই দুর্দ্দিনে ফ্রান্স কেন আমাদিগকে উপযুক্ত সাহায্য হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে? আমরা এই মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া সমস্ত ইউরোপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অসমর্থ। আমরা তিনবার শত্রুগণকে পরাজিত করিয়াছি, চতুর্থবার আবার অগণ্য শত্রুসৈন্য আমাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছে; চিরকালই কি আমরা যুদ্ধ করিয়া মরিব?"

বস্তুতঃ নেপোলিয়ানের শত্রু মিত্র সকলেই স্থির করিলেন, এবার তাঁহার পতন অবশ্যম্ভাবী। এত দিন ধরিয়া নেপোলিয়ানের সহিত যুদ্ধ করিয়া শত্রুগণ বুঝিয়াছিল, সৈন্যগণকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া তাহাদের সাহায্যে নেপোলিয়ানকে পরাজয় করিবার চেষ্টা বিফল; সুতরাং পঁচাত্তর হাজার অস্ট্রীয় সৈন্য সম্মুখ হইতে এবং উম্‌জের-পরিচালিত পঁচিশ হাজার সৈন্য পশ্চাৎ হইতে যুগপৎ নেপোলিয়ানকে আক্রমণপূর্ব্বক তাঁহাকে সসৈন্যে বিধ্বস্ত করিবার জন্য ষড়্‌যন্ত্র করিল; সকলে বুঝিল, এবার আর ফরাসী সৈন্যগণের উদ্ধার নাই। নেপোলিয়ান উপায়ান্তর না দেখিয়া ফ্রান্সের ডিরেক্টার-সভায় তাঁহার শোচনীয় অবস্থার কথা বিবৃত করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন; তাহার উপসংহারে

তিনি লিখিলেন, "আমার স্বাস্থ্য পর্য্যন্ত এরূপ ভঙ্গ হইয়াছে যে, এখন আমি অতি কষ্টে অশ্বারোহণে সমর্থ। আমাদের সৈন্যগণের সংখ্যার অল্পতার কথা শত্রুবর্গের অবিদিত নাই; এক সাহস ভিন্ন আমার দ্বিতীয় কোন অবলম্বন বর্ত্তমান দেখিতেছি না; কিন্তু যে গুরুতর দায়িত্বভার স্কন্ধে লইয়া এখানে অবস্থান করিতেছি, একমাত্র সাহসেই তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। অতঃপর নূতন সৈন্য না পাঠাইলে ইটালীরক্ষা অসম্ভব।" কিন্তু নেপোলিয়ান সৈন্যগণের নিকট তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিলেন না, তিনি তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিলেন,—"আর একবার, এই শেষবার মাত্র যুদ্ধে জয় করিতে পারিলেই সমস্ত ইতালী আমাদের হস্তগত হইবে। এ কথা সত্য যে, শত্রুপক্ষ সংখ্যায় আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক; কিন্তু তাহাদের অর্দ্ধেক সৈন্য রণবিদ্যায় অপারদর্শী, ফ্রান্সের সুশিক্ষিত বহুদর্শী সৈনিকমণ্ডলীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই। উপস্থিত যুদ্ধে জয়লাভ ও মান্তোয়া অধিকার হইলেই আমাদের সকল পরিশ্রমের অবসান হইবে। মান্তোয়া অধিকারের পর শান্তিস্থাপন অনিবার্য্য।

কিন্তু এই দুর্দ্দিনেও নেপোলিয়ানের হৃদয়ে শান্তির অভাব ছিল না; সমস্ত ইটালী তাঁহাকে উদ্ধারকর্ত্তা ভাবিয়া পূজা করিতেছিল। নেপোলিয়ান ইতালীবাসীদিগের ভিতর হইতে সৈন্যসংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এই সংবাদে অষ্ট্রীয়গণের বিদ্রূপ-পরায়ণতা সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছিল; কারণ, তাহাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, ইতালীবাসিগণ রণ-চর্চ্চার সম্পূর্ণ অযোগ্য। লৌহ ও ইস্পাতের পরিবর্ত্তে তাম্র দ্বারা যাহারা অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে চাহে, তাহাদের অস্ত্র শিশু-চিত্ত-বিনোদক হইতে পারে, কিন্তু যুদ্ধব্যবসায়ীর নিকট তাহা সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য। নেপোলিয়ান এই সকল অদূরদর্শী ভবিষ্যদ্বক্তার বিদ্রূপ প্রলাপে কর্ণপাত করা আবশ্যক জ্ঞান করিলেন না। তিনি একাগ্রচিত্ত সাধকের ন্যায় তাঁহার সংকল্পসাধনে মনোনিবেশ করিলেন। ইতালীবাসীর নিকট তিনি বৈদেশিক ছিলেন না, তাহারা সকলে তাঁহাকে স্বদেশীয়ের ন্যায় শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মান করিত, তাঁহার গৌরবে তাহারা স্বদেশের গৌরব অনুভব করিত। তিনি তাহাদের রাজ্য হইতে তাহাদের চিরঘৃণার আস্পদ, উদ্ধত, অত্যাচারী অষ্ট্রীয়গণকে বিদূরিত করিবার পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সাধারণের বন্ধু ও অত্যাচারীর শত্রু। ইতালীয় ভাষা তাঁহার মাতৃভাষা। ইতালীয়গণের রীতি, নীতি, আচার-ব্যবহার তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। ইতালীর সাহিত্য ও সুকুমার শিল্পকলার তিনি চিরপক্ষপাতী ছিলেন। এ অবস্থায় সমস্ত ইতালী যে তাঁহার জন্য প্রাণবিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। তিনি অচিরকালমধ্যে পার্ম্মা ও টাস্কানীর ডিউকদ্বয়কে স্বদলভুক্ত করিয়া লইলেন; ইতালীর বিভিন্ন, বিচ্ছিন্ন রাজ্যের নায়কগণ তাঁহার সাহায্যে বদ্ধপরিকর হইলেন; চতুর্দ্দিকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা পূর্ণ হইয়া উঠিল।

নবেম্বর মাসের প্রথমে অষ্ট্রীয়গণ যুদ্ধযাত্রা করিলেন। নবেম্বরের প্রচণ্ড শীতে টাইরলের পার্ব্বত্য পথ দুর্গম হইয়া উঠিল, গিরিশিখর শুভ্র তুষার-কিরীটে বিমণ্ডিত হইল; কিন্তু অষ্ট্রীয়গণের নিশ্চেষ্ট থাকিবার আর অবসর ছিল না; কারণ, তাহারা বুঝিয়াছিল, সেনাপতি উম্জেরকে যথোপযুক্তরূপে অবিলম্বে সাহায্য না করিলে মান্তোয়া-পতন ও ইতালীতে অষ্ট্রীয় অধিকারের বিলোপসাধন নিশ্চিত।

অষ্ট্রীয়গণের সৈন্যপরিচালনের সংবাদ যে মুহূর্ত্তে নেপোলিয়ানের কর্ণগোচর হইল, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি ভেরোনা নগরে অবস্থিত সৈন্যগণের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য যাত্রা করিলেন। তৎপূর্ব্বেই তিনি সেনাপতি ভাবোকে দ্বাদশ সহস্র সৈন্যের অধিনায়করূপে অষ্ট্রীয় সৈন্যের গতিরোধ করিবার জন্য ট্রেণ্টের কয়েক ক্রোশ উত্তরে একটি গিরিসঙ্কটে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। সেনাপতি ভাবো বাত্যাহত সমুদ্রের ন্যায় শত্রু-সৈন্যের সুবিপুল তরঙ্গোচ্ছ্বাস প্রতিহত করিতে না পরিয়া পশ্চাতে হটিয়া আসিলেন। এই সংবাদ শ্রবণমাত্র নেপোলিয়ান যে পরিমাণ সৈন্য পাইলেন, সমস্ত সৈন্য লইয়া তাঁহার বিপন্ন সহযোগীর সাহায্যের জন্য এবং বিপক্ষের পথরোধ করিবার জন্য বায়ুবেগে অগ্রসর হইলেন। নেপোলিয়ান তাঁহার দশ সহস্র সৈন্যকে মান্তোয়া অবরোধে নিযুক্ত রাখিয়া অবশিষ্ট পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য লইয়া ভেরোনার সন্নিকটে ব্যূহ সংস্থাপন করিলেন। অষ্ট্রীয় সৈন্যগণ অগণ্য পিপীলিকা-শ্রেণীর ন্যায় আদিজ পর্ব্বতের উপত্যকাভূমি আচ্ছন্ন করিল। তাহাদের শিবিরস্থিত অগ্নিরাশির আলোক-জিহ্বায় অন্ধকারপূর্ণ গগনমণ্ডলের বহুদূর পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। নেপোলিয়ানের পঞ্চদশ সহস্র ফরাসী

সৈন্যের চতুর্দ্দিকে প্রায় চল্লিশ সহস্র অষ্ট্রীয় সৈন্য রণ-কোলাহলে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

অষ্ট্রীয় সৈন্যগণ ইতিপূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ পরাজিত হওয়ায় এবার তাহারা অত্যন্ত সতর্কভাবে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইল। নেপোলিয়ান আহার-নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক সেনাসন্নিবেশ করিতে লাগিলেন। অষ্ট্রীয় সৈন্যগণের সংখ্যাধিক্য ও তাহারা যেরূপ উৎকৃষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহা দেখিয়া নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ রণজয়বিষয়ে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। কিন্তু সেনাপতির জন্য তাহারা প্রাণ দিতে পারিত,—মিলন, পাভিয়া ও লোদি প্রভৃতি স্থানের হাঁসপাতালে যে সকল পীড়িত ও আহত সৈন্য অবস্থিত ছিল, তাহারা স্বেচ্ছাক্রমে স্ব স্ব শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক রক্তাক্ত ও বিশীর্ণ-দেহে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া অস্ত্রধারণ করিল। নেপোলিয়ান স্থির করিলেন, আরও অধিকসংখ্যক অষ্ট্রীয় সৈন্য সমাগত হইবার পূর্ব্বে যুদ্ধ আরম্ভ করা কর্ত্তব্য।

যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অতি ভয়ঙ্কর হিমযামিনীর অবসানের পূর্ব্বেই যখন আকাশ গাঢ় মেঘে আচ্ছন্ন ছিল, উদ্দাম বায়ু-প্রবাহ সেই পার্ব্বত্য প্রদেশের শৈত্য শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল, সেই সময়ে সেই ভয়ানক দুর্যোগময়ী রাত্রিতেই পঞ্চদশ সহস্র উন্মত্ত ফরাসী সৈন্য চল্লিশ সহস্র অষ্ট্রীয় সৈন্য-দিগকে প্রবলবেগে আক্রমণ করিল, মুহূর্ত্তমধ্যে চতুর্দ্দিকে ঘোর কোলাহল উত্থিত হইল; যুদ্ধক্ষেত্রের উপর দিয়া ঝটিকা ও অন্ধকারের ভিতর দিয়া ভীষণ মৃত্যুস্রোত গভীর-গর্জ্জনে ছুটিয়া চলিল। অশ্রান্ত বারিবর্ষণ ও প্রবল ঝটিকার মধ্যে বাহজ্ঞান-বর্জ্জিত রণোন্মত্ত সৈনিকগণ প্রাণের মমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্ধ আবেগে যুদ্ধ করিতে লাগিল। প্রভাত হইল, বৃষ্টিরও বিরাম নাই, যুদ্ধেরও নিবৃত্তি হইল না; রাত্রি পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল। অবশেষে সূচিভেদ্য অন্ধকারাবৃত গভীর রাত্রে ক্ষুধাতুর রণশ্রান্ত সৈন্যগণ যুদ্ধ পরিহার করিয়া বৃষ্টিধারা ও নরশোণিতে প্লাবিত, বহুসংখ্যক যোদ্ধার মৃতদেহে সমাচ্ছন্ন রণক্ষেত্রেই বিশ্রাম করিতে লাগিল।

সেই অন্ধকারময়, আহত সৈনিকগণের আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ, সহস্র সহস্র মৃত সৈনিক-দেহে সমাচ্ছন্ন রণক্ষেত্রের অবস্থা বর্ণনার অতীত। নেপোলিয়ানের দুই সহস্র সৈন্য স্বদেশের গৌরব-রক্ষার্থ আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল; মৃত অষ্ট্রীয় সৈন্যগণের সংখ্যা ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক। উভয় পক্ষের মৃত সৈন্যগণের অনেকেই ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার শ্রেষ্ঠকুল-সমুদ্ভূত। স্বদেশ, স্বজন ও পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী সকলের নিকট চিরবিদায় লইয়া ভীষণ সমরক্ষেত্রে এইভাবে দেহ বিসর্জ্জন করিতে হইবে, তাহা তাহারা কোন দিন কল্পনাও করে নাই; বায়ুপ্রভাবের সহিত তাহাদের বেদনাপ্লুত হৃদয়ের দীর্ঘনিশ্বাস এবং রক্তধারার সহিত অশ্রু-ধারা সংমিশ্রিত হইল; তাহাদের যন্ত্রণাময় আশাহীন জীব-নের উপর মৃত্যুর চিরবিস্মৃতিসমাচ্ছন্ন অনন্ত অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিল।

পরদিন নূতন সেনাদল পঙ্গপালের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া হতাবশিষ্ট অষ্ট্রীয় সৈন্যগণের সহিত যোগদান করিল। তখন নেপোলিয়ান উপায়ান্তর না দেখিয়া সসৈন্যে ভেরোনার নগরপ্রাচীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। এই সর্ব্বপ্রথম তিনি শত্রুসৈন্যকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ এতবার যুদ্ধজয়ের পর অবশেষে অকৃতকার্য্য হওয়ায় একেবারে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল; তাহারা মনে করিল, শত্রুসৈন্যের হস্তে আত্মসমর্পণ ভিন্ন আর তাহাদের কোন উপায় নাই। এই ভাবে সমস্ত দিন অতি-বাহিত হইল। আবার রাত্রি আসিল। বৃষ্টি ও ঝটিকার অবসানে মেঘান্তরিত আকাশে বসিয়া শুক্লপক্ষের শশধর কৌমুদীধারায় ধরাতল প্লাবিত করিতে লাগিলেন। নেপো-লিয়ান আদেশ প্রদান করিলেন, এই রাত্রেই নগর পরিত্যাগ করিতে হইবে। সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই আদেশবাণী শ্রবণ করিল। নগরের পশ্চিমদ্বার সশব্দে উদ্ঘাটিত হইল। নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে বিসর্পিতগতিতে চলিতে লাগিল। সকলেই নীরব, কোন দিকে শব্দমাত্র নাই; পশ্চাতে রণক্লান্ত শত্রুসৈন্য গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন; ফরাসীসৈন্যগণের পথরোধ করিবার জন্য একটি প্রাণীও সজাগ ছিল না। ফরাসী-সৈন্যগণ নির্ব্বিঘ্নে নদী পার হইয়া রাজ-পথে গিয়া উঠিল; এই পথ ফ্রান্স পর্য্যন্ত প্রসারিত।

সৈন্যগণ ভগ্নমনে, নিরুৎসাহ-চিত্তে নির্ব্বাক্‌ভাবে পুত্তলি-কার ন্যায় সেনাপতির আদেশে ক্রোশের পর ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। সহসা নেপোলিয়ান তাঁহার সৈন্যগণকে একটি বিভিন্ন পথে পরিচালিত করিলেন। এই পথ আদিজ পর্ব্বতের উপত্যকা পর্য্যন্ত প্রসারিত। নেপো-লিয়ান কেন এ পথে চলিলেন, তাঁহার গুপ্ত অভিসন্ধি কি,

তাহা নিরূপণ করা কাহারও সাধ্য হইল না ; তাঁহাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেও কেহ সাহসী হইল না। নেপোলিয়ান দ্রুতগতি সাত ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া মধ্যরাত্রে পুনর্ব্বার নদী পার হইয়া একেবারে অস্ত্রীয় সৈন্যগণের পশ্চাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানটি একটি বহুদূর-বিস্তৃত জলাভূমি, জলজ উদ্ভিদ ও লতায় পরিপূর্ণ, মধ্যে মধ্যে সঙ্কীর্ণ, পরিচ্ছন্ন পথ। এরূপ স্থলে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সৈন্যের আধিক্যে রণজয় করা সহজ নহে, সুতরাং নেপোলিয়ান অনেক চিন্তার পর যে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য স্থির করিয়াছিলেন, বুদ্ধিমান্ ফরাসী-সৈন্যগণ অবিলম্বে তাহা বুঝিতে পারিল। সেনাপতির অসাধারণ বুদ্ধি-কৌশলের পরিচয় পাইয়া তাহাদের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল, মুহুর্ম্মুহুঃ হর্ষধ্বনিতে সেই নিস্তব্ধ জলাভূমি প্রকম্পিত হইতে লাগিল। ফরাসী-সৈন্যগণের নিরুৎসাহভাব মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইল, তাহাদের অবসাদ ও পলায়নের অপমান নব-বিজয়-গৌরবলাভের সম্ভাবনার মধ্যে বিলীন হইয়া গেল।

তখন গভীর রাত্রি। বহুদূর, যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূর পর্য্যন্ত গগনতল অস্ত্রীয় শিবিরস্থ অগ্নিকুণ্ডের আলোকে আলোকিত হইয়াছিল এবং ফরাসী-সৈন্যগণ ঘোর অন্ধকারের মধ্যে অবস্থান করিতেছিল। পথশ্রম, অনিদ্রা, অনাহার ও দুশ্চিন্তায় কাতর হইলেও নেপোলিয়ানের বাহ্যপ্রকৃতি দেখিয়া কেহ তাঁহার অন্তরের ভাব জানিতে পারিল না। তিনি সেই স্তব্ধ, শীতল, সুপ্তিময়, হিমযামিনীর মধ্যে অবিচলভাবে একটি উচ্চস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া শত্রুসৈন্যের অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন ; চল্লিশ সহস্র অস্ত্রীয় সৈন্য গিরিপ্রান্তে বহুদূর ব্যাপিয়া অচঞ্চল বহ্নির ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছে। আর তাঁহার অধীনে ত্রয়োদশ সহস্র মাত্র সৈন্য। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় সৈন্যের রণজয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না, প্রত্যেকেরই বিশ্বাস হইল, রণলক্ষ্মী বিজয়মাল্য হস্তে হইয়া তাহাদেরই কণ্ঠে সমর্পণ করিবার জন্য অদূরে প্রতীক্ষা করিতেছেন।

এই জলাভূমির মধ্যস্থলে আরকোলা নামক গ্রাম অবস্থিত ছিল ; তাহার চতুর্দ্দিকে জলরাশি। একটি সঙ্কীর্ণ সেতুপথে এই জলরাশি অতিক্রম করিয়া গ্রামে যাওয়া যাইত। একদল সুশিক্ষিত অস্ত্রীয় সৈন্য এই গ্রামে অবস্থিত ছিল। নেপোলিয়ান স্থির করিলেন, শত্রু-হস্ত হইতে সর্ব্বপ্রথমে এই গ্রাম অধিকার করা আবশ্যক। প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই নেপোলিয়ান সসৈন্যে সেই সঙ্কীর্ণ সেতুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। শত্রুসৈন্যগণ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহার পথরোধ করিবার জন্য সেতুর দিকে ছুটিয়া আসিল। নেপোলিয়ানের সৈনিকগণের আগ্নেয়াস্ত্রসমূহ হইতে আগ্নেয়গিরির বিগলিত ধাতুপাত তুল্য অগ্নিস্রোত বর্ষিত হইয়া পুরোবর্ত্তী শত্রুসৈন্যগণকে ধ্বংস করিয়া ফেলিল। নেপোলিয়ান এক লম্ফে তাঁহার অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পতাকাবাহীর হস্ত হইতে সমুন্নত রণপতাকা আকর্ষণ করিয়া জলদগম্ভীরস্বরে বলিলেন,"লোদি-বিজয়ী বীরগণ ! তোমাদের সেনাপতির অনুসরণ কর।" নেপোলিয়ান দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন, তাঁহার সাহস ও বীরত্বে অনুপ্রাণিত হইয়া, শত্রু-সৈন্যগণের অব্যর্থ গুলীবর্ষণ তুচ্ছ করিয়া নির্ভীক ফরাসী-সৈন্যগণ তাহাদের মত্তমাতঙ্গতুল্য বীর্য্যবান্ সেনাপতির অনুসরণ করিল। দেখিতে দেখিতে নেপোলিয়ান সসৈন্যে সেতুর মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন।

এই সময়ে শত্রুগণের অগ্নিবৃষ্টি এরূপ দুঃসহ ও ভয়াবহ হইয়া উঠিল যে, ফরাসী-সৈন্যগণের মধ্যে আর কিছুমাত্র শৃঙ্খলা বর্ত্তমান রহিল না। বারুদের ধূমে সমস্ত সেতুটি এমন ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল যে, মুক্ত দিবালোকেও তাহা নৈশ-অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সৈনিকদলের গতিরোধ হইল, তাহারা মুমূর্ষু ও মৃত সৈনিকগণের দেহ পদদলিত করিয়া প্রাণরক্ষার জন্য পশ্চাতে হটিয়া আসিতে লাগিল। নেপোলিয়ানের পুরোবর্ত্তী কয়েকজন সৈন্য শত্রুহস্ত হইতে তাঁহার প্রাণরক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে সবলে পশ্চাতে আকর্ষণ করিতে লাগিল, নেপোলিয়ান সহসা সেতু হইতে খালের জলে নিপতিত হইলেন, কর্দ্দমের মধ্যে পড়িয়া তাঁহার গতিরোধ হইল। অস্ত্রীয়গণ নেপোলিয়ানের সৈন্যদলের অভিমুখে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। নেপোলিয়ানের সৈন্যেরা সভয়ে দেখিল, তাহাদের প্রিয়তম সেনাপতি সৈন্যদলের ভিতর হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। সৈন্যগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিন্তা করিতেছে, এমন সময় সম্মুখদিক্ হইতে সুগম্ভীর স্বর উত্থিত হইল, "তোমাদের সেনাপতির প্রাণরক্ষার জন্য অগ্রসর হও।" যাহাদের কর্ণে এই স্বর প্রবেশ করিল, তাহারা সকলেই

আরকোলার সেতুপথে

[৬৪ পৃষ্ঠা।

বুঝিতে পারিল, ইহা নেপোলিয়ানের কণ্ঠস্বর। সৈনিকগণের হৃদয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চালিত হইল। পলায়নপর বিপন্ন সৈন্যগণ আত্মপ্রাণের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রকাশপূর্ব্বক স্বহৃঃসহ অগ্নিস্রোত বক্ষে ধারণ করিয়া তাহাদের প্রিয়তম সেনাপতিকে শত্রু-কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য বীরদর্পে তাঁহার অনুগমন করিল। শত্রুগণের সহস্র চেষ্টা ব্যর্থ হইল, নিশাবসানের পূর্ব্বেই নেপোলিয়ান আরকোলা অধিকার করিলেন।

প্রভাত হইবামাত্র অষ্ট্রীয়-সেনাপতি আল্‌বিঞ্জি বুঝিতে পারিলেন, নেপোলিয়ান সসৈন্যে নির্ব্বিঘ্নে ভেরোনা পরিত্যাগ করিয়াছেন। কয়েক মুহূর্ত্ত অতীত না হইতেই নেপোলিয়ানের কামানসমূহের সুগম্ভীর বজ্রনিঃস্বন তাঁহার অনন্যসাধারণ অনুষ্ঠানের কথা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত করিল। অষ্ট্রীয় সেনাপতি আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া সৈন্যগণের রণযাত্রার আদেশ প্রদান করিলেন। অবিলম্বে উভয় পক্ষে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। নেপোলিয়ান বিদ্যুদ্গতিতে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। আত্মজীবনের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র লক্ষ্য রহিল না। তাঁহার সহযোগী সেনাপতি লেন্স ইতিপূর্ব্বে গুরুতর আহত হইয়া মেলনের হাঁসপাতালে শয্যাশায়ী ছিলেন। এই যুদ্ধে যোগ না দিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। আত্মজীবনের প্রতি নেপোলিয়ানকে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে দেখিয়া মহাবীর লেন্স তাঁহার প্রিয়বন্ধুর সঙ্গে ছায়ার ন্যায় ঘুরিতে লাগিলেন। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি নেপোলিয়ানের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন না এবং নেপোলিয়ানকে রক্ষা করিতে গিয়া তিনি দেহের উপর তিন স্থানে তিনটি প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হইলেন।

নেপোলিয়ানের আর একজন সৈন্য, সাহসী বীর যুবক মুইরণের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সেনাপতির প্রতি মুইরণের অন্ধ অনুরাগ ছিল। নেপোলিয়ানের জীবন আত্মজীবন অপেক্ষা প্রিয়তম জ্ঞান করিত। যখন প্রচণ্ডবেগে যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন মুইরণ দেখিল, নেপোলিয়ান সহসা কোথা হইতে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। দেখিতে দেখিতে শত্রু-নিক্ষিপ্ত একটা বোমা আসিয়া নেপোলিয়ানের সম্মুখে পড়িল, মুইরণ সেনাপতির প্রাণরক্ষার্থ একলম্ফে নেপোলিয়ানকে অন্তরাল করিয়া বোমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, ক্ষণকালমধ্যে বোমাটি বিস্ফুরিত হইয়া প্রভুভক্ত সাহসী বীর মুইরণের দেহ চূর্ণ করিয়া ফেলিল। এইরূপে বিশ্বস্ত সেনানীর প্রাণের পরিবর্ত্তে নেপোলিয়ানের প্রাণরক্ষা হইল। দিবারাত্রি ধরিয়া উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলিল। গভীর রাত্রে কয়েক ঘণ্টার জন্য যুদ্ধ নিবৃত্ত রাখিয়া উভয় সৈন্যদলই রণক্ষেত্রে বিশ্রামগ্রহণ করিল, কিন্তু রাত্রি শেষ হইবার পূর্ব্বেই আবার দ্বিগুণবেগে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, দিবা-রাত্রিমধ্যে আর তাহা নিবৃত্ত হইল না। সে ভয়াবহ যুদ্ধের কাহিনী লেখনী-মুখে পরিব্যক্ত হইবার নহে। এই ভয়ানক যুদ্ধের মধ্যে একটা কামানের গোলা তীরবেগে আসিয়া নেপোলিয়ানের অশ্বের উপর নিপতিত হইল; নিদারুণ যন্ত্রণা ও ভয়ে সেই বীর্য্যবান্ মহাকায় অশ্ব ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। বিস্তর চেষ্টা করিয়াও নেপোলিয়ান তাহাকে সংযত করিতে পারিলেন না। অশ্ব নেপোলিয়ানকে পৃষ্ঠে লইয়া অষ্ট্রীয় সৈন্যরেখার অভিমুখে ধাবিত হইল; কিন্তু অর্দ্ধপথেই কর্দ্দমের মধ্যে পতিত হইল, তাহার আর উত্থানশক্তি রহিল না, তাহার প্রাণহীন দেহ কর্দ্দমের মধ্যে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। নেপোলিয়ান সেই কর্দ্দমরাশির মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই কর্দ্দমতলে গৌরববিহীন অথবা কোন অষ্ট্রীয় সৈন্যের তীক্ষ্ণ-ধার তরবারি বা অব্যর্থ গুলীর আঘাতে ইহজীবনের অবসান ভিন্ন অন্য কোন সম্ভাবনা বর্ত্তমান রহিল না।

কিন্তু নেপোলিয়ানের বৈচিত্র্যময় বীরজীবন এরূপ ভাবে বিনষ্ট হইবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। তাঁহার সৈন্যগণ তাঁহার বিপদ বুঝিতে পারিয়া তাঁহার উদ্ধারার্থ ছুটিয়া আসিল। অনতিবিলম্বে তিনি উদ্ধারলাভ করিলেন, তাঁহার দেহে সামান্য আঘাত লাগিয়াছিল মাত্র। এই ভয়ানক যুদ্ধ তিন দিনকাল স্থায়ী হইয়াছিল। এই ভীষণ আহবে নেপোলিয়ানের আট সহস্র প্রিয়তম সৈন্য রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল; কিন্তু বিপক্ষ-পক্ষের হতাহত ও বন্দীর সংখ্যা প্রায় বিংশ সহস্র। উভয় পক্ষের সৈন্যগণের ক্লান্তির সীমা ছিল না; সকলেই ইচ্ছা করিতে লাগিল, এই যুদ্ধের অবসান হউক। তিন দিন যুদ্ধের পর নেপোলিয়ানের অমোঘ বীরত্ব সহ্য করিতে না পারিয়া অষ্ট্রীয়গণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। ফরাসী-সৈন্যগণ মহা উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে ভগ্নবাঁধ

জলস্রোতের ন্যায় প্রবলবেগে পলায়িত সৈন্যদলের অনুসরণ করিল। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই অষ্ট্রীয় সেনাপতি আলবিঞ্চি-পরিচালিত বিশাল অনীকিনী প্রাণভয়ে দ্রুতবেগে পলায়নপূর্ব্বক অষ্ট্রিয়ার দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল; তাঁহার ত্রিশ সহস্র সৈন্যের রণসাধ চিরজন্মের মত নিবৃত্ত হইয়া গেল। বিজয়ী বীর নেপোলিয়ান তাঁহার বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া ভেরোনা নগরের পূর্ব্বদ্বারপথে বীরদর্পে নগরপ্রবেশ করিলেন; তাঁহার সৈন্যমণ্ডলী পুলক-স্পন্দিত-হৃদয়ে সুমধুর বাদ্যনিনাদে চতুর্দ্দিকে রণজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিতে করিতে নগরমধ্যে প্রবেশ করিল। নগরবাসিগণ বিস্ময়াপ্লুত-হৃদয়ে প্রফুল্লচিত্তে বিজয়ী সেনাগণের অভ্যর্থনা করিল। নেপোলিয়ানের অসাধারণ সাহস, অলোকসামান্য বীরত্ব, অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহার শত্রুগণ মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন; চারিদিক্ হইতে ধন্য ধন্য রব উত্থিত হইল। এইরূপে কয়েক মাসের মধ্যে নেপোলিয়ান অগণ্য অষ্ট্রীয় সৈন্যগণকে, একবার বা দুইবার নহে, ক্রমাগত চারিবার পরাস্ত করিলেন। এই যুদ্ধজয়ের পর নেপোলিয়ান ফরাসী-সাধারণ-তন্ত্রের পরিচালকগণের নিকট যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে ফরাসী সৈন্যগণের সাহস ও বীরত্বের প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন, "আরকোলা-যুদ্ধের ন্যায় ভয়ানক যুদ্ধ আর সংঘটিত হয় নাই। আমি আমার প্রায় সমস্ত সেনাপতিকে হারাইয়াছি; তাঁহাদের বীরত্ব, তাঁহাদের সাহস ও উৎসাহ, তাঁহাদের স্বদেশপ্রেমের আমি তুলনা দেখি না।"

আমরা এই যুদ্ধে প্রভুভক্ত বীর মুইরণের আত্মপ্রাণ-বিসর্জ্জনের কাহিনী ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সহস্র বিপদের মধ্যেও নেপোলিয়ান সেই মহাপ্রাণ জীবনরক্ষকের কথা বিস্মৃত হন নাই। এই যুদ্ধজয়ের পরই তিনি মুইরণের পত্নীকে লিখিলেন,—"তুমি তোমার প্রিয়তম স্বামিধনে বঞ্চিত হইয়াছ, আমিও এমন অনুরক্ত বিশ্বাসী বন্ধু হইতে বঞ্চিত হইয়া সাধারণ মনঃকষ্ট পাই নাই; কিন্তু আমাদের প্রিয়তম মাতৃভূমির ক্ষতি আমাদের উভয়ের অপেক্ষা অনেক অধিক। তাঁহার একজন অসমসাহসী, সুদক্ষ, রণনিপুণ সৈনিক কর্ম্মচারী হইতে তিনি চিরবঞ্চিত হইলেন। যদি তুমি তোমার কিংবা তোমার শিশু পুত্রের জন্য আমার নিকট কোনপ্রকার সাহায্যের কামনা কর, তাহা হইলে আমাকে লিখিবে, আমি সাধ্যানুসারে তোমাদের উপকার করিব।"

নেপোলিয়ান উপর্য্যুপরি চারিটি বিভিন্ন যুদ্ধে প্রবল-পরাক্রান্ত অগণ্য অষ্ট্রীয় সৈন্য পরাজিত করিলেও অষ্ট্রীয়া ফরাসী-সাধারণতন্ত্রের সহিত সন্ধিস্থাপন অগৌরবজনক জ্ঞান করিলেন। নেপোলিয়ানকে পরাজিত করিবার জন্য পুনর্ব্বার অষ্ট্রীয় সৈন্য সংগ্রহ হইতে লাগিল। এ দিকে ইতালীদেশে রাজতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্রভুক্ত অধিবাসিগণের মধ্যে বিবাদ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। ফ্রান্সের মহাশত্রু ইংলণ্ড অষ্ট্রিয়ার সহিত সম্মিলিত হইয়া রোম, ভেনিস্ এবং নেপেল্‌সের শাসন-কর্ত্তৃগণকে নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণপূর্ব্বক সাধারণতন্ত্রের মূলচ্ছেদে অগ্রসর হইবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিল। নেপোলিয়ানও স্বপক্ষ-সমর্থনের নিমিত্ত সাধারণতন্ত্রাবলম্বী ব্যক্তিগণকে রাজশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন।

ফরাসী সাধারণতন্ত্রের পরিচালকগণ নেপোলিয়ানের অসাধারণ গৌরব ও ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া মহা ভীত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার জন্য সেনাপতি ক্লার্ককে অষ্ট্রীয়-যুদ্ধে তাঁহার সহায়তার জন্য প্রেরণ করিলেন। নেপোলিয়ান তাঁহাকে বিশেষ ভদ্রতার সহিত গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "যদি আপনি এথানে আমার আদেশ অনুসারে কার্য্য করিবার জন্য আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত আমি আপনাকে আমার সাহায্যে নিযুক্ত করিব; কিন্তু যদি আপনার অন্যরূপ অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে আপনি যত শীঘ্র বিদায় গ্রহণ করেন, ততই মঙ্গল।" এই প্রেরিত সেনাপতি নেপোলিয়ানের প্রতিভায় এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি নেপোলিয়ানের অধীনে সেনা পরিচালন করা সৌভাগ্যজনক জ্ঞান করিলেন এবং তাঁহার নিয়োগকর্ত্তৃগণকে লিখিয়া পাঠাইলেন,—"ইতালীদেশে আরব্ধ সমস্ত রাজনৈতিক কার্য্যই প্রধান সেনাপতি নেপোলিয়ান কর্ত্তৃক সম্পন্ন হওয়া একান্ত আবশ্যক।"

যে সময়ে অষ্ট্রীয় সেনাপতি আলবিঞ্চি তাঁহার উচ্ছ্বাসিত সেনাতরঙ্গে নেপোলিয়ানকে প্লাবিত করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, সেই সময়ে পোপও তাঁহার বিরুদ্ধে মহা ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছিলেন। পোপের পক্ষে এই কাজটি গুরুতর বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য হইয়াছিল। নেপোলিয়ান ম্যাটিকে তাঁহার

তিনমাসব্যাপী প্রায়শ্চিত্তাদির পর স্বসমীপে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, "আপনি পোপের নিকট গমন করুন এবং তাঁহাকে বলুন, রোম যুদ্ধ প্রার্থনা করিতেছেন, তথাস্তু; কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে অন্ততঃ মনুষ্যত্বের অনুরোধেও তাঁহাকে যুক্তিপথ অবলম্বন করিতে বলি। আমার সেনাদল বলবান্, আমার ইচ্ছামাত্র পোপের অচিরকালস্থায়ী ক্ষমতা বিলুপ্ত হইতে পারে। কিন্তু আমার স্বদেশের ইচ্ছানুসারে আমি সন্ধির জন্য সমুৎসুক। যুদ্ধে ব্যাপৃত হওয়া অতি নির্দ্দয়ের কর্ম্ম, বিশেষতঃ দুর্ব্বল পক্ষের ইহাতে সর্ব্বনাশ নিশ্চিত। আমি সন্ধিস্থাপনের জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছি; যুদ্ধ আর আমাকে বিপদ্ কিংবা গৌরবদানে সমর্থ নহে।"

পোপের তখনও বিশ্বাস ছিল, অষ্ট্রীয়গণ অবিলম্বে নেপোলিয়ানকে সসৈন্যে ধ্বংস করিতে সমর্থ হইবেন; সুতরাং তিনি নেপোলিয়ানের এই পত্রের প্রতি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন। পোপের এই দর্প নেপোলিয়ানের অজ্ঞাত রহিল না; কিন্তু সে সম্বন্ধে তিনি কোন প্রকার উচ্চবাচ্য না করিয়া অষ্ট্রীয়দিগের বিরুদ্ধে সমরসজ্জায় প্রবৃত্ত হইলেন, দক্ষিণ-ইতালীর শত্রুগণের প্রতিও তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি রহিল। তাঁহার ভ্রূ-ভঙ্গীতে কেহ বশ্যতা স্বীকার করিল, অনেকে তাঁহার গূঢ় রাজনৈতিক কৌশলে বাধ্য হইয়া তাঁহার বন্ধুশ্রেণীভুক্ত হইল। এইরূপে দেখিতে দেখিতে চারি সপ্তাহ অতীত হইল। অষ্ট্রীয়গণ আবার অসংখ্য সৈন্যসংগ্রহপূর্ব্বক অবরুদ্ধ মান্তোয়া নগরের অনাহারে মৃতপ্রায় অধিবাসিবর্গের উদ্ধারসাধনের জন্য প্রস্তুত হইল। অষ্ট্রীয় সেনাপতি উম্‌জের গুপ্তচরমুখে সেনাপতি আল্‌বিঞ্জির নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন যে, যদি অবিলম্বে মান্তোয়ার উদ্ধারসাধন না হয়, তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যেই শত্রুহস্তে মান্তোয়ানগরের পতন অনিবার্য্য।

নেপোলিয়ানের প্রিয়তমা পত্নী নেপোলিয়ানের অনুমতিক্রমে ইতালীতে আসিয়া স্বামীর সহিত সম্মিলিতা হইয়াছিলেন। তাঁহার আদর, যত্ন ও প্রেমে নেপোলিয়ানের রণশ্রান্ত, অবসন্ন দেহ ও উদ্বেগাকুল হৃদয় যেন অমৃতধারাপাতে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। রমণীর হৃদয়রঞ্জনে নেপোলিয়ানের অসাধারণ ক্ষমতা না থাকিলেও তিনি সুশিক্ষিত নারীসমাজের প্রভাব বিশেষ হিতকর বলিয়া অনুভব করিতেন। রমণীসমাজের প্রতি নেপোলিয়ানের শ্রদ্ধা অত্যন্ত অধিক ছিল। একদিন তিনি ইংরেজ সমাজের সহিত ফরাসী-সমাজের তুলনা প্রসঙ্গে বলিতেছিলেন,—"ইংলণ্ডের পুরুষসমাজ রমণী অপেক্ষা বোতলের সম্মান অধিক করিয়া থাকে! টেবিল হইতে রমণীগণকে নির্ব্বাসিত করিয়া তাহারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া বোতলের উপাসনা করে। রমণীগণের অভাবে গল্প কখনও প্রীতিকর কিংবা আমোদপ্রদ হইতে পারে না। ফরাসীদেশে মহিলা ব্যতীত পুরুষসমাজের কোন গৌরব নাই। রমণীগণ কথোপকথন ও গল্পে প্রাণসঞ্চার করেন।"

একদিন কথা-প্রসঙ্গে নেপোলিয়ান রমণীগণের কপটতা ও অন্তঃসারহীনতার সম্বন্ধে কঠিন মন্তব্য প্রকাশ করিলে যোসেফিন অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত স্বামীর কথার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; নেপোলিয়ান সহাস্যে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীকে বলিলেন,—"যোসেফিন্! তোমার সহিত অন্য রমণীর তুলনা চলে না।"

ইতালীতে নেপোলিয়ানের হস্তে অর্থের অভাব ছিল না, কিন্তু যোসেফিন্ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে যদিও নেপোলিয়ান তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীকে সাম্রাজ্ঞীর ন্যায় ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত করিয়া রাখিতে পারিতেন, তথাপি তিনি পত্নীসহবাসে নিতান্ত সাধারণভাবে কালযাপন করিতেছিলেন। তাঁহার অধীনস্থ অনেক সেনাপতি বিলাস-স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু নেপোলিয়ান সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতা হইতে সর্ব্বদা শত হস্ত দূরে অবস্থান করিতেন। যোসেফিনের সহবাসেই তাঁহার জীবনের সমস্ত বিলাসিতা পর্য্যবসিত হইয়াছিল। এই পঞ্চম যুদ্ধের পূর্ব্বে যখন সুবিশাল অষ্ট্রীয় সেনাকটক তাঁহার বিরুদ্ধে সংগঠিত হইতেছিল, সেই সময়ে যোসেফিন্‌কে অধিকতর নিরাপদ্ স্থানে প্রেরণ করা আবশ্যক হইল। যোসেফিন্ স্বামীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি রাজপথের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একখানি শকটে কতকগুলি আহত ব্যক্তির দেহ একস্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইতেছে। এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া স্বামীর ভবিষ্যৎ অমঙ্গল-আশঙ্কায় যোসেফিনের কোমলহৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি আবেগভরে স্বামীর কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক অবিরলধারায় অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়ান তাঁহার রোরুদ্যমানা পত্নীকে উভয় বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া স্নেহভরে বলিলেন,—

"তোমার এই অশ্রুপাতের জন্য উম্‌জেরকে কঠোর দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে।" এই সময়ে নিদারুণ উদ্বেগ, অবিরাম পরিশ্রম ও বহুবিধ অনিয়ম সহ্য করিয়া নেপোলিয়ানের দেহ অস্থিচর্ম্মমাত্রে পরিণত হইয়াছিল, তাঁহার গণ্ডস্থল পাণ্ডুরবর্ণ ধারণ করিয়াছিল; কেবল উজ্জ্বল, প্রদীপ্ত চক্ষুর্দ্বয় তাঁহার অন্তর্নিহিত দুর্দ্দমনীয় তেজস্বিতা ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিত; কিন্তু তাঁহার মানসিক শান্তির অভাব ছিল না। চতুর্দ্দিকে যখন বিপদের মেঘ ঘনীভূত, তাঁহার উন্নত মস্তক লক্ষ্য করিয়া শত্রুগণ যখন তাহাদের কালানলবর্ষী আগ্নেয়াস্ত্রসমূহ সমুদ্যত করিয়াছিল, জীবন ও মৃত্যুর ব্যবধান যখন একটি নিশ্বাসপাতমাত্রেই বিলুপ্ত হইতে পারিত, তখনও নেপোলিয়ান শান্তহৃদয়ে বলিয়াছিলেন, "এই সকল বিপদের সম্মুখীন হইবার উপযুক্ত সামর্থ্য প্রদান করিয়াই প্রকৃতি আমার হৃদয় প্রস্তরবৎ কঠিন করিয়াছেন, বজ্রাঘাতেও ইহা চঞ্চল হয় না, তীক্ষ্ণ শর ইহাতে লাগিয়া প্রতিহত হইয়া যায়।

জানুয়ারী মাসের প্রথমে আলবিঞ্জি সসৈন্যে অস্ট্রিয়ার পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে মান্‌তোয়া অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ফরাসী সাধারণতন্ত্রের ধ্বংসসাধনের জন্য অস্ট্রিয়ার ইহা পঞ্চম উদ্যম। টাইরল নগর সে সময়ে ফরাসী কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। পাছে নগরের সাধারণ অধিবাসিবর্গ ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, এই আশঙ্কায় নেপোলিয়ান এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন যে, যে কোন ব্যক্তিকে অস্ত্রধারণ করিতে দেখা যাইবে, গুলীর দ্বারা তাহার প্রাণবধ করা হইবে। আলবিঞ্জি প্রকাশ করিলেন,—যত জন টাইরলবাসীকে এইরূপে গুলী করা হইবে, তিনি তত জন ফরাসী বন্দীকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইবেন। এই কথা শুনিয়া নেপোলিয়ান প্রকাশ করিলেন, প্রত্যেক ফরাসী বন্দীর জীবনের পরিবর্ত্তে প্রত্যেক অস্ট্রীয় সৈনিক কর্ম্মচারীর প্রাণদণ্ড করা হইবে।

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী অতি দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছিল; ভয়ানক শীত, মেঘজালে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন, প্রলয়ের ঝটিকায় সমস্ত প্রকৃতি সন্ত্রস্ত। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল, ঝটিকার নিবৃত্তি হইল এবং রাত্রিকালে গগনমণ্ডলে নক্ষত্ররাজি পূর্ণদীপ্তিতে সুপ্রকাশিত হইল। সেই রাত্রে একজন অশ্বারোহী সৈন্য ব্যস্তভাবে আসিয়া নেপলিয়ানকে সংবাদ দিল যে, বহুসংখ্যক অস্ট্রীয় সৈন্য রিভোলি-প্রান্তরে সম্মিলিত হইয়া অগ্রগামী ফরাসী সৈন্যগণকে ভীষণবেগে আক্রমণ করিয়াছে। মুহূর্ত্তমধ্যে আর একজন অশ্বারোহী আসিয়া প্রকাশ করিল যে, আর একদল অস্ট্রীয় সৈন্য ফরাসী-হস্ত হইতে মান্‌তোয়া উদ্ধারের জন্য যাত্রা করিয়াছে। উদ্বেগের ছায়াপাতে নেপোলিয়ানের ললাটদেশ অন্ধকারপূর্ণ হইল।

নেপোলিয়ান আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া বিদ্যুদ্‌গতিতে শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। সেই দিন রাত্রি দুই ঘটিকার সময়, যখন জগৎ অন্ধকারে আবৃত এবং চরাচর বিরামদায়িনী নিদ্রার সুকোমল ক্রোড়ে প্রসুপ্ত, সেই সময় ত্রিশ সহস্র সৈন্যের সহিত নেপোলিয়ান একটি তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতের সানুদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শত্রুসৈন্যগণ তখনও তাহাদের শিবিরে নিদ্রিত। সে কি বিরাম-দৃশ্য! ক্রোশের পর ক্রোশ ধরিয়া তাহাদের অসংখ্য শিবির প্রসারিত, সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর বস্ত্রাবাসে পরিপূর্ণ; যতদূর দৃষ্টি যায়, ফেনকিরীটভূষিত সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় শুভ্র শিবিরশ্রেণী তরঙ্গিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। শিবিরের চতুর্দ্দিকে, ব্যবধান-পথে, সম্মুখে, পশ্চাতে, ঊর্দ্ধে শত শত উজ্জ্বল আলোক সেই ঘোর অন্ধকারময় রাত্রেও সমস্ত দৃশ্যটি সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। চন্দ্রোদয় হইল। নেপোলিয়ান সেই খণ্ডচন্দ্রের ম্লান আলোকে গিরিবক্ষোবিরাজিত সমুন্নত, স্তব্ধ ও ফার ও পাইন বৃক্ষসমূহের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন;—সে দৃশ্য স্থির, সুন্দর, মহান্। ঊর্দ্ধে গিরিশৃঙ্গের তুষারকিরীট কৌমুদীজাল-সম্পাতে রজতভ্রান্তি উৎপন্ন করিতেছিল। চিন্তাকুল-দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া নেপোলিয়ান কিংকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে লাগিলেন। শত্রুসৈন্যগণ পাঁচটি বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল; প্রত্যেক দলে দশ সহস্র সৈন্য। তিনি তাঁহার ত্রিশ সহস্র সৈন্যের সহিত তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

রাত্রি চারি ঘটিকার সময় নেপোলিয়ানের কামানগর্জ্জনে অস্ট্রীয় সৈন্যগণের নিদ্রা বিদূরিত হইল। যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই ঘোর যুদ্ধে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন পক্ষের জয়-পরাজয় নির্ণীত হইল না। নেপোলিয়ানের জীবন বহুবার বিপন্ন হইয়া উঠিল; সমস্ত দিনের মধ্যে শত্রুর গুলীতে আহত হইয়া নেপোলিয়ানের তিনটি অশ্ব একটির পর একটি করিয়া

রিভোলির যুদ্ধ

[৬৮ পৃষ্ঠা ।

মৃত্যুমুখে পতিত হইল। অনেকবার তাঁহার পরাজয়ের সম্ভাবনা ঘটিল, কিন্তু অবশেষে বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। যুদ্ধাবসানকালের দৃশ্য অত্যন্ত ভয়াবহ হইয়া উঠিল। নেপোলিয়ানের প্রবল আক্রমণে ব্যাকুল হইয়া অস্ত্রীয় সৈন্যগণ শৃঙ্খলাভঙ্গ অবস্থায় সঙ্কীর্ণ গিরিপথ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল, আর ফরাসী-সৈন্যের নিক্ষিপ্ত কামানের জ্বলন্ত গোলায় তাহারা দলে দলে নিহত হইয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ধরাপৃষ্ঠে নিপতিত হইতে লাগিল। বহু অস্ত্রীয় সৈন্যের প্রাণনাশপূর্ব্বক রিভোলির শোণিতময় যুদ্ধের অবসান হইল। নেপোলিয়ানের সংগ্রামময় জীবনে এরূপ ভয়াবহ যুদ্ধ অতি অল্পই সংঘটিত হইয়াছিল এবং রণজয়ে এরূপ কষ্ট তাঁহাকে অধিকবার ভোগ করিতে হয় নাই।

কতকগুলি সৈন্যকে পরাজিত অস্ত্রীয়গণের পশ্চাদ্ধাবনের আদেশ প্রদানপূর্ব্বক নেপোলিয়ান অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া সেই রাত্রেই অস্ত্রীয় সেনাপতি প্রোভেরার গতিরোধের জন্য যাত্রা করিলেন। প্রোভেরা বিশ সহস্র সৈন্য লইয়া অবরুদ্ধ মান্‌তোয়াবাসিগণের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন। সমস্ত দিন দ্রুতপদে চলিয়া অপরাহ্ণকালে প্রোভেরা সসৈন্য মান্‌তোয়ার সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং ফরাসী অবরোধকারিগণকে আক্রমণ করিলেন। এই সুযোগে অস্ত্রীয় সেনাপতি উম্‌জের সসৈন্যে নগর হইতে বহির্গত হইয়া আর একদল ফরাসী সৈন্যের উপর অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। অল্পক্ষণ যুদ্ধের পর নেপোলিয়ান সহসা মহাবেগে শত্রুসৈন্যের মধ্যে নিপতিত হইয়া ঝটিকাবেগে শুষ্ক বৃক্ষপত্রের ন্যায় প্রোভেরার সৈন্যমণ্ডলীকে আলোড়িত ও বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিলেন। সেনাপতি উম্‌জের তাঁহার অর্দ্ধভুক্ত সৈন্যদলের সহিত দুর্গমধ্যে পলায়নপূর্ব্বক বহুকষ্টে আত্মরক্ষা করিলেন। এইরূপে এই ভীষণ যুদ্ধের অবসান হইল।

পঞ্চবিংশতি সহস্র বন্দী অস্ত্রীয়দিগের হস্তচ্যুত হইল। ছয়সহস্র হতাসু অস্ত্রীয় সৈনিকের দেহে রণস্থল পূর্ণ হইল এবং তাহাদের পাঁচশটি যুদ্ধপতাকা ও ষাটটি কামান নেপোলিয়ান অধিকার করিয়া লইলেন। এইরূপে অস্ত্রীয় অনীকিনী পঞ্চমবার ধ্বংস করিয়া নেপোলিয়ান ইতালীদেশে ফরাসীগৌরব অব্যাহত রাখিলেন; তাঁহার অতুলনীয় বীরত্বে সমস্ত ইউরোপ পরিপূর্ণ হইল; তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া সকলেরই বিশ্বাস জন্মিল, নেপোলিয়ান দৈবশক্তিসম্পন্ন, অজেয় বীর। উৎসাহহীন অবসন্ন সৈন্য লইয়া অবরুদ্ধ মান্‌তোয়ার দুর্গপ্রাচীরাভ্যন্তরে অনাহারে প্রাণত্যাগ ভিন্ন সেনাপতি উম্‌জেরের উপায়ান্তর রহিল না।

অবশেষে মহাপ্রাণ নেপোলিয়ান দয়াপরবশ হইয়া উম্‌জেরকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে অবাধে অস্ট্রিয়া গমনের অনুমতি প্রদান করিলেন। পরদিন প্রভাতে দীর্ঘকাল পরে মান্‌তোয়ার নগরদ্বার উদ্ঘাটিত হইল। নির্ব্বীর্য্য বিষণ্ণ অস্ত্রীয় সেনাগণ মান্‌তোয়া নগর হইতে বহির্গমন করিয়া নেপোলিয়ানের পদতলে তাহাদের তরবারি সমর্পণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। বৃদ্ধ অস্ত্রীয় সেনাপতির এই প্রকার লঘুতা-স্বীকার স্বচক্ষে দেখিতে না পারিয়া নেপোলিয়ান অশ্বারোহণপূর্ব্বক পোপের অধিকারসীমায় যাত্রা করিলেন এবং একজন প্রতিনিধির হস্তে উম্‌জেরের তরবারি গ্রহণ করিবার ভার প্রদান করিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, বিজ্ঞ বৃদ্ধ অস্ত্রীয় সেনাপতি তাঁহার সম্মুখে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লজ্জা ও ক্ষোভে মৃতপ্রায় হইবেন।—নেপোলিয়ানের ন্যায় এই প্রকার মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে একান্ত বিরল।

ফরাসী-সাধারণতন্ত্রের অধিনায়কগণ নেপোলিয়ানের এই উদারতা অনুকূলভাবে গ্রহণ করিলেন না; অস্ত্রীয় সেনাপতির প্রতি সমুচিত মহত্ত্ব প্রকাশ করায় তাঁহারা নেপোলিয়ানের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। নেপোলিয়ান তাঁহাদের অসন্তোষে যৎপরোনাস্তি বিরাগপ্রদর্শন পূর্ব্বক লিখিয়া পাঠাইলেন.—"একজন সাহসী সম্মানিত শত্রুর প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য বলিয়া আমার বিবেচনা হইয়াছিল, আমি ফরাসী সাধারণতন্ত্রের গৌরবরক্ষার জন্য তাঁহার সহিত সেইরূপ ব্যবহারই করিয়াছি।" যাহা হউক, এইরূপে অবরুদ্ধ মান্‌তোয়া নগর নেপোলিয়ানের হস্তে পতিত হইল, পরাভূত অস্ত্রীয়গণ তাহাদের কলঙ্কধ্বজা স্কন্ধে বহিয়া নিরাশ-হৃদয়ে ইতালী পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল। অতঃপর নেপোলিয়ান অস্ত্রীয় সম্রাট্‌কে তাঁহার রাজপ্রাসাদে বসিয়া ক্ষুদ্রশক্তি, উপেক্ষিত, ফ্রান্সের সহিত সন্ধিস্থাপনে বাধ্য করিবার জন্য সসৈন্যে ভিয়েনা নগরে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে পোপের দর্প চূর্ণ করা তাঁহার আবশ্যক বোধ হইল।

পোপের চল্লিশ সহস্র সৈন্য নেপোলিয়ানকে আক্রমণ করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাতে অগ্রসর হইতেছিল, মান্‌তোয়ার পতনে তাহারা ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। ভিয়েনা-যাত্রার পূর্ব্বে নেপোলিয়ান এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন যে, "ফরাসী সৈন্যগণ অবিলম্বে পোপের রাজ্যে প্রবেশ করিবে। তাহারা প্রজাবর্গের ধর্ম্মে বা স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবে না। তাহাদের এক এক হস্তে বিজয়চিহ্নস্বরূপ সঙ্গীন সমুদ্যত থাকিলেও অপর হস্তে তাহারা অভয় ও শান্তিঘোষণার নিদর্শনস্বরূপ অলিভ্‌শাখা গ্রহণ করিবে। যাহারা এই সকল ফরাসী সৈন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে, তাহাদের মার্জ্জনালাভের আশা নাই। শান্তিপ্রিয় নগর ও গ্রামবাসিগণকে সম্পূর্ণ অভয়প্রদান করা যাইতেছে।"

এ দিকে পোপ তাঁহার রাজ্যের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী সকল প্রজাকেই নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন; এই দুর্জ্জয় শত্রু পরাজিত হইলে তিনি তাহাদিগকে বিবিধ অধিকারদানের অঙ্গীকার করিলেন এবং সেই শুভ সংকল্পসিদ্ধির জন্য প্রত্যেক ধর্ম্মমন্দিরে চল্লিশ ঘণ্টাকালব্যাপী প্রার্থনা আরম্ভ হইল। নেপোলিয়ানের সঙ্গে পাঁচ হাজার ফরাসী সৈন্য ছিল, তদ্ভিন্ন তিনি আরও চারি সহস্র ইতালী সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সকল সৈন্যের সহায়তায় নেপোলিয়ান কার্ডিনাল বস্কার দ্বারা পরিচালিত সাত হাজার পোপীয় সৈন্যের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। কার্ডিনাল বস্কা তখন সসৈন্যে সিনিয়ো নদীর তীরে শিবির-সন্নিবেশ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। বসন্তকালের একটি সুমধুর অপরাহ্ণে নেপোলিয়ান কর্ত্তৃক পরিচালিত ফরাসী সেনাগণ তাঁহার সন্নিকটবর্ত্তী হইলে সমরানভিজ্ঞ কার্ডিনাল নেপোলিয়ানের নিকট দূত প্রেরণপূর্ব্বক তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন যে, যদি তিনি পোপ-সৈন্যের বিরুদ্ধে অধিক দূর অগ্রসর হন, তাহা হইলে পোপীয় কামানের অগ্নিমুখে ধ্বংস হইতে হইবে। নেপোলিয়ান বলিলেন, "কার্ডিনালের কামানের আগুনে ধ্বংস হইতে কিছুমাত্র স্পৃহা নাই, বিশেষতঃ তাঁহার সৈন্যগণ যেরূপ পরিশ্রান্ত হইয়াছে, তাহাতে সেই রাত্রির জন্য তিনি সসৈন্যে বিশ্রাম গ্রহণ করিবেন, অতএব তাঁহার কোন আশঙ্কা নাই।"

সেই গভীর রাত্রে অন্ধকারের মধ্যে একদল ফরাসী সৈন্য পোপীয় সৈন্যের পলায়নে বাধা প্রদানের জন্য নদীর অপর পারে অবস্থান করিতে লাগিল। প্রভাতে উভয় সৈন্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সম্মুখযুদ্ধে পোপের সৈন্যগণের দুর্দ্দশার সীমা রহিল না, বহুসংখ্যক পোপীয় সৈন্য নেপোলিয়ানের হস্তে নিহত ও বন্দী হইল।

এইরূপে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া নেপোলিয়ান সসৈন্যে রোমের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ইহাতে রোমের চতুর্দ্দিকে গভীর আতঙ্কের সঞ্চার হইল। রোমনগর হইতে লরেটা নামক স্থানে নেপোলিয়ানের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করা হইল। কিন্তু পোপ ষষ্ঠ পায়স্‌ নেপোলিয়ানের মহত্ত্বে বিশ্বাসস্থাপন করিতে না পারিয়া রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়নের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইতিমধ্যে নেপোলিয়ানের দূত তাঁহার সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "ফরাসী সেনাপতির এরূপ অভিপ্রায় নহে যে, তাঁহার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করেন, শান্তিস্থাপনই নেপোলিয়ানের একমাত্র উদ্দেশ্য।"

ফরাসী-সাধারণতন্ত্রের অধিনায়কগণ পোপের বিশ্বাসঘাতকতা ও বিপক্ষতাচরণে তাঁহার প্রতি এরূপ বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, নেপোলিয়ান তাঁহার প্রতি কোন প্রকার অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, ইহা তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল না। তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা ও গৌরব হইতে বঞ্চিত করিবার তাঁহারা পক্ষপাতী ছিলেন। নেপোলিয়ান মনুষ্যহৃদয়ের দুর্ব্বলতার কথা জানিতেন, কর্ত্তৃপক্ষের অভিপ্রায় অনুসারে কাজ করিলে সমস্ত দেশের মধ্যে কিরূপ অশান্তি-কোলাহল উত্থিত হইবার সম্ভাবনা, তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না; সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষের অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত না করিয়া, পোপের সম্মান ও ক্ষমতা সম্পূর্ণ অব্যাহত রাখিয়া নেপোলিয়ান তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। এইরূপে নয় দিনের মধ্যে অসীমক্ষমতা-সম্পন্ন মহাপরাক্রান্ত পোপের বিষদন্ত ভগ্ন হইল। অনন্তর নেপোলিয়ান মান্‌তোয়া নগরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সসৈন্যে ভিয়েনা-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

নেপোলিয়ান তাঁহার শত্রুগণের প্রতি কোন দিন অসদ্ব্যবহার করেন নাই। পোপ প্রথম হইতে তাঁহার প্রতি যেরূপ শত্রুতা-সাধন করিতেছিলেন, তাহাতে পোপের

সহিত উদারভাবে সন্ধিস্থাপন করা নেপোলিয়ানের সদাশয়তা ও মহত্ত্বের অনুরূপ হইয়াছিল। কিন্তু নেপোলিয়ানের শত্রুগণ ইউরোপে তাঁহার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করিতে লাগিল। ক্যাথলিক খৃষ্টানগণের নিকট প্রচার করা হইল যে, নেপোলিয়ান ক্যাথলিক-গুরু বৃদ্ধ পোপের কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে অপমানিত করিয়াছেন। এক দিন নেপোলিয়ান শুনিলেন যে, তিনি পরস্ত্রীপরায়ণ, শোণিতলোলুপ, মহাপাপিষ্ঠ নররাক্ষসরূপে বহুস্থানে পরিচিত হইয়াছেন; কিন্তু এই অপবাদে নেপোলিয়ানের প্রগাঢ় ধৈর্য্য বিচলিত হয় নাই। এই সকল ঘৃণিত অপবাদের কথা শুনিয়া তিনি কোন দিন ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হন নাই। তিনি জানিতেন, ক্ষুদ্র মনুষ্যের ক্ষুদ্র হিংসা, দ্বেষ ও নিন্দার অনেক উর্দ্ধে তাঁহার সুমহৎ কর্ত্তব্য অখণ্ডগৌরবে অমর-মহিমায় বিরাজ করিতেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

ভিয়েনা যাত্রা,—মিলানের রাজদরবার

মান্‌তোয়ার পতনের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রীয়গণ ইতালী হইতে বিতাড়িত হইল। পোপ নেপোলিয়ানের অনুগ্রহে আত্মরক্ষা করিলেন। অস্ত্রীয়গণ পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া ফরাসী সাধারণতন্ত্রের সহিত সন্ধিস্থাপনে সম্মত হইল না, তাহারা মহা উৎসাহের সহিত বহু সৈন্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল; সুতরাং নেপোলিয়ানের পক্ষে ভিয়েনা-যাত্রা অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। কিন্তু যুদ্ধ করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, সন্ধিস্থাপনই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল। উদ্দেশ্য যাহাই হউক, তাঁহার ভিয়েনা-যাত্রায় অসাধারণ সাহস ও উদ্যম প্রকাশিত হইয়াছিল। কার্ণিক আল্পসের উচ্চ শিখরমালা অতিক্রমপূর্ব্বক পঞ্চাশ সহস্র সৈন্যের সহায়তায় কোটি কোটি লোকের বাসভূমি, পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ মহা ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, ক্ষমতাদর্পিত সাম্রাজ্যে বিপক্ষভাবে প্রবেশ করা অল্প সাহস বা ক্ষুদ্রশক্তির কার্য্য নহে। নেপোলিয়ান ভিনিসের শাসনকর্ত্তাকে তাঁহার সাহায্যার্থ আহ্বানপূর্ব্বক লিখিলেন—"তোমার রাজ্যের মধ্যে বিদ্রোহানল প্রধূমিত হইতেছে, আমার মুখের একটিমাত্র কথায় এই অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া সমস্ত রাজ্য দগ্ধ করিতে পারে। এই জন্য আমার অনুরোধ, তুমি ফ্রান্সের সহিত সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হও। তোমার রাজ্যশাসনসম্বন্ধে কতিপয় নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া প্রজা-সাধারণের সুখ ও শান্তি বৃদ্ধি কর, কতিপয় নূতন নিয়মের প্রবর্ত্তন কর। তাহা হইলে প্রজাবর্গের বিদ্রোহভাব দমনপূর্ব্বক তোমার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখা যাইবে।"

ভিনিসের শাসনকর্ত্তার অধীনে তখন ষাট হাজার সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। ভিনিস-গবর্ণমেণ্ট নেপোলিয়ানের প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না, তাঁহারা নিরপেক্ষ থাকিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইলেন। নেপোলিয়ান বলিলেন—"তবে তাহাই হউক, তোমরা নিরপেক্ষভাবে অবস্থান কর; কিন্তু স্মরণ রাখিও, যদি তোমরা তোমাদের প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আমার বিপক্ষতাচরণ কর, কিংবা তোমাদের কোন কার্য্যে আমার অসুবিধা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমি তোমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিব না। আমি ভিয়েনা-যাত্রা করিতেছি। আমার ইতালীতে অবস্থানকালে তোমরা আমার প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার করিলে আমি তাহা মার্জ্জনা করিতে পারিতাম, কিন্তু ইতালী পরিত্যাগ করিয়া যখন অস্ত্রিয়ায় আমি কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকিব, সে সময়ে কোন অপরাধ করিয়া তোমরা আমার নিকট মার্জ্জনা প্রত্যাশা করিও না। ভিনিস্ আমার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিলে তাহাকে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে।"

মান্‌তোয়া নগর সুবিখ্যাত ইতালীয় মহাকবি ভার্জ্জিলের জন্মস্থান। ইতালীর সুখ-সৌভাগ্য ও গৌরবের সময় কি ইতালীবাসী, কি অস্ত্রীয়গণ, এই জগদ্বিখ্যাত মহাকবির

জন্মস্থানের প্রতি কোন প্রকার সম্মানপ্রদর্শন করা আবশ্যক জ্ঞান করে নাই। কিন্তু অবরুদ্ধ মান্তোয়া নগর নেপোলিয়ানের ভীষণ কামান-নিক্ষিপ্ত অগ্নিময় গোলার অব্যর্থ আঘাতে কাতর হইয়া পরাক্রান্ত শত্রুর হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিবার পরেই নেপোলিয়ান নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে ইতালীর শ্রেষ্ঠতম অমরকবির প্রতি সমুচিত সম্মানপ্রদর্শনের জন্য একটি উৎসবের অবতারণা করিলেন এবং তাঁহার সমাধিক্ষেত্রের উপর একটি কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া সমগ্র ইতালীদেশের সম্মানবৃদ্ধি করিলেন। অনন্তর ইতালীর বিভিন্ন দেশের শাসনকর্ত্তাদিগের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য ইতালীতে দশ সহস্র সৈন্য রাখিয়া তিনি ইতালী পরিত্যাগ করিলেন।

এই সময়ে অষ্ট্রীয়-সম্রাটের ভ্রাতা আর্কডিউক চার্লসের হস্তে অষ্ট্রীয় সৈন্যমণ্ডলীর পরিচালনভার ন্যস্ত ছিল। চার্লস নেপোলিয়ানের সমবয়স্ক ছিলেন। উপযুক্ত সেনাপতি বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট গৌরব ছিল। মার্চ্চ মাসের প্রথমে পঞ্চাশ হাজার অষ্ট্রীয় সৈন্য তাঁহার অধীনে পীয়ার নদীর তীরদেশে সম্মিলিত হইয়াছিল। সাম্রাজ্যের চতুর্দ্দিক্ হইতে আরও চল্লিশ সহস্র সৈন্য তাঁহার পতাকামূলে সমবেত হইল। এই নব্বই হাজার সৈন্য লইয়া চার্লস নেপোলিয়ানের গতিরোধে কৃতসংকল্প হইলেন। নেপোলিয়ানের অধীনে তখন পঞ্চাশ সহস্রের অধিক সৈন্য ছিল না। সমস্ত ইউরোপ বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে এই দুই বীরের সমরকৌশল ও যুদ্ধ সন্দর্শনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল। সকলেরই বিশ্বাস জন্মিল, বিজয়গর্ব্বে উন্মত্ত হইয়া নেপোলিয়ান মৃত্যুস্রোতে লম্ফ প্রদান করিলেন, কিন্তু নেপোলিয়ান মুহূর্ত্তের জন্যও ভগ্নোদ্যম বা চিন্তাকুল হইলেন না, তাঁহার গুপ্ত অভিসন্ধি তাঁহার হৃদয়তলেই সংগুপ্ত রহিল।

তখন আল্পসের শিখরমালা প্রস্তর-কঠিন তুষাররাশিতে সমাচ্ছন্ন ছিল; বায়ুপ্রবাহ এরূপ শীতল যে, তাহার প্রভাব সহ্য করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত ছিল না। এই প্রকার ভয়ানক শীতল বায়ুপ্রবাহের মধ্য দিয়া তুষারমুকুটিত দুর্লঙ্ঘ্য গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া, নেপোলিয়ান অভীপ্সিত পথে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। নেপোলিয়ান যে দিন তাঁহার সৈন্যগণকে অষ্ট্রিয়ার অভিমুখে যাত্রা করিবার আদেশ প্রদান করিলেন, সে দিন আকাশমণ্ডল ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া প্রবলবেগে বৃষ্টিবর্ষণ আরম্ভ হইয়াছিল এবং সমস্ত দিন প্রচণ্ড ঝটিকার বিরাম ছিল না। এই প্রবল বৃষ্টি ও ঝটিকার মধ্যেই নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ প্রফুল্লচিত্তে পাইপ নদীর তীরে উপস্থিত হইল। অষ্ট্রীয় সৈন্যগণ এই ভাবে তাহাদিগকে সহসা সম্মুখে দেখিয়া এরূপ বিহ্বল হইয়া পড়িল যে, ফরাসী সৈন্যগণের গমনে বাধা দেওয়া দূরের কথা, তাহারা পলায়নপূর্ব্বক সেখান হইতে কুড়ি ক্রোশ দূরে তেথ্‌লিয়া মস্তো নদীর পূর্ব্বদিকে উপস্থিত হইয়া শিবিরস্থাপন করিল। নেপোলিয়ান সসৈন্যে পলায়িত শত্রুগণের অনুধাবন করিলেন এবং ১০ই মার্চ্চ প্রভাতে নয় ঘটিকার সময়ে শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। নেপোলিয়ান দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে সুবিস্তীর্ণ নদী, উপল-বন্ধুর নদীবক্ষে স্রোত অত্যন্ত প্রবল এবং নদী পার হইবার কোনই উপায় বর্ত্তমান নাই। তিনি আরও দেখিলেন, নদীর অপর পারে শত্রুসৈন্য বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত প্রান্তরে সম্মুখ-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া ব্যূহরচনাপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে এবং শত্রুসৈন্য বিনাশ করিবার জন্য শত শত অগ্নিমুখ কামান ও বন্দুক সমুদ্যত রহিয়াছে। অস্ত্রধারী অশ্বারোহিগণ এমন সতর্কভাবে অবস্থান করিতেছে যে, কোন প্রকারে নদী পার হইলেও প্রচণ্ড আক্রমণে নদীর অপর তীরে উপস্থিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ পথশ্রমে একে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর দীর্ঘকাল ধরিয়া সমস্ত পথ বৃষ্টিতে ভিজিয়া তাহাদের পরিচ্ছদ সিক্ত ও কর্দ্দমে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তাহারা নদীর অপর পারে অগণ্য শত্রুসৈন্যগণকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত দেখিয়া মনে মনে প্রমাদ গণিল এবং তাহাদিগকে পরাস্ত করিবার আশা বাতুলতা মাত্র বলিয়া তাহাদের বোধ হইল।

নেপোলিয়ান তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শত্রুসৈন্যের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন; তাহার পর তাঁহার সৈন্যগণকে কিছু দূর হটিয়া গিয়া পান-ভোজনের আদেশ প্রদান করিলেন। সেই সূর্য্যকরোজ্জ্বল সুন্দর প্রভাতে শ্যামল তৃণদলশোভিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর-বক্ষে সহস্র সহস্র সৈন্য নেপোলিয়ানের আদেশমাত্র মহা সমারোহে আহারের আয়োজন করিল।

আর্কডিউক চার্লস মনে করিলেন, নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ পথশ্রমে যেরূপ পরিশ্রান্ত হইয়াছে, তাহাতে আহার ও

বিশ্রাম না করিয়া কখনই তাহারা নদী পার হইবার চেষ্টা করিবে না। সুতরাং তিনি তাঁহার সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রাখা আবশ্যক জ্ঞান করিলেন না; অষ্ট্রীয় সৈন্যগণ তাঁহার আদেশে ব্যূহভঙ্গ করিয়া বিরামের জন্য দূরে চলিয়া গেল। নেপোলিয়ান তাঁহার সৈন্যগণকে আহারাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ নদী পার হইবার আদেশ প্রদান করিলেন। ফরাসী সৈন্যগণের অর্দ্ধপথ অতিক্রম করার পর অষ্ট্রীয়গণ তাহাদের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিল।

অষ্ট্রীয়গণ শত্রুসৈন্যের গতিরোধ করিবার জন্য দ্রুতবেগে নদীতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিল, নেপোলিয়ানের কয়েক দল সৈন্য নদী পার হইয়া তীরে উঠিয়াছে। তখন উভয় দলে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে নেপোলিয়ান সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন! বহুসংখ্যক অষ্ট্রীয়সৈন্য রণক্ষেত্রে নিপতিত হইল; অবশিষ্ট সৈন্যগণ নূতন সৈন্যের সাহায্যের আশায় যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল। নেপোলিয়ান সসৈন্যে তাহাদিগের অনুগমন করিয়া পুনঃ পুনঃ আক্রমণে তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিলেন।

এইরূপে নেপোলিয়ান সমস্ত অষ্ট্রীয় সৈন্যগণকে সমভূমি হইতে পর্ব্বতপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিতাড়িত করিলেন। অবশেষে অষ্ট্রীয়সৈন্যগণ আল্পসের দুর্গম বক্ষে আশ্রয়গ্রহণ করিল, কিন্তু সেখানেও তাহাদের পরিত্রাণ নাই। নেপোলিয়ান সসৈন্যে সেই চির-তুষারজাল-সমাচ্ছন্ন, মহা সুশীতল গিরিশৃঙ্গে শত্রুসৈন্যের সমীপস্থ হইলেন। সেই সকল সমুন্নত গিরিশৃঙ্গের উর্দ্ধে সুনীল আকাশ হইতে মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড সমুজ্জ্বল কিরণে শৈত্যসমাকুল গিরিপ্রদেশের পাষাণ-কঠিন তুষাররাশি বিগলিত করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিলেন। উভয় সৈন্যমণ্ডলীর অবস্থানভূমির বহু নিম্নে সেই অভ্রভেদী পর্ব্বতের সানুদেশে বায়ুপ্রবাহ-সঞ্চালিত শুভ্র মেঘরাশি পুঞ্জীভূত হইতেছিল এবং আরও অধিক নিম্নে সমুন্নত পার্ব্বত্য পাইন্ বৃক্ষশ্রেণীর উর্দ্ধে বহুসংখ্যক মুক্তপক্ষ ঈগলপক্ষী উড্ডীন হইয়া তাহাদের তীব্র কণ্ঠস্বরে উর্দ্ধাকাশের বায়ুমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতেছিল।

এই দুর্গম প্রদেশে বিতাড়িত হইয়া অষ্ট্রীয়-সৈন্যগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল এবং অতঃপর পলায়ন অসম্ভব ভাবিয়া, অন্তিম সাহসের উপর নির্ভর করিয়া, শত্রুসৈন্যগণকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের জন্য ঘুরিয়া দাঁড়াইল। আবার উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মত্তমাতঙ্গতুল্য বলশালী সৈন্যগণ রণজয়-কামনায় উন্মত্তের ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিল। উভয় পক্ষের সৈন্যগণের শোণিতস্রোতে শুভ্র তুষাররাশি রঞ্জিত হইয়া গেল। উভয়পক্ষীয় ধুম ও বহ্নি উদ্গিরণকারী কামানসমূহের গম্ভীর গর্জ্জন সমতলভূমির অধিবাসিবর্গের নিকট প্রলয়ের বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। বহু উর্দ্ধে মেঘের অন্তরালে অবস্থান করিয়া এইরূপ ভয়ানক যুদ্ধ কি পৌরাণিক, কি ঐতিহাসিক, সকল যুগেই সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একটি স্মরণীয় ঘটনা।

আর্ক ডিউকের সৈন্যগণ অবশেষে নেপোলিয়ানের প্রবল আক্রমণ সহ্য করিতে পারিলেন না। যাহাদের পদদ্বয় দৃঢ় ছিল, তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। যাহারা পলায়নে সমর্থ হইল না, তাহারা নেপোলিয়ানের হস্তে বন্দী হইল। সহস্র সহস্র অষ্ট্রীয়সৈন্য অত্যুন্নত গিরি-উপত্যকার তুষাররাশির মধ্যে সমাহিত হইল। হতাবশিষ্ট অষ্ট্রীয়গণ উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়াও নেপোলিয়ানের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। প্রাণভয়ে পলায়নপর মৃগের পশ্চাতে প্রধাবিত শার্দ্দূলের ন্যায় নেপোলিয়ান অষ্ট্রীয়গণের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া তাহারা আল্পস্ অতিক্রম করিয়া গেল, নেপোলিয়ানও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আল্পস্ পার হইলেন। পরাভূত অষ্ট্রীয়সৈন্য আল্পস্ অতিক্রম করিয়া তাহাদের স্বরাজ্যসীমায় প্রবেশ করিল; নেপোলিয়ানও সসৈন্যে অষ্ট্রিয়ায় উপস্থিত হইলেন। আল্পসের অপর পারে অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্য অবস্থিত। ফরাসী সৈন্যগণের কর্ণে নূতন ভাষা প্রবেশ করিল; চতুর্দ্দিকে নব নব দৃশ্য, অধিবাসীবর্গের আচার, ব্যবহার, পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ বিভিন্ন, কিন্তু নেপোলিয়ান শত্রুসৈন্যের পশ্চাতে কতদূর আসিয়াছেন, সে বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া মহাবেগে অতুল সাহসে একেবারে অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের বক্ষোদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অতি অল্প চেষ্টাতেই মহাসমৃদ্ধ অসাধারণ প্রতাপসম্পন্ন অষ্ট্রীয়সম্রাটের সহস্র সহস্র সৈন্য সশস্ত্র অবস্থায় নেপোলিয়ানের চতুর্দ্দিকে সমবেত হইয়া যে তাঁহার সহচর সৈন্যগণকে বিধ্বস্ত করিতে পারে, এ সম্ভাবনা একবারও তাঁহার মনে স্থান পাইল না—এরূপ সাহস, এরূপ বীরত্ব ও অদম্য স্পর্দ্ধা পৃথিবীর ইতিহাসে একান্ত বিরল।

অষ্ট্রীয় সৈন্যগণের পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে অবশেষে নেপোলিয়ান লুবেন নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দূরবীক্ষণের সাহায্যে নগর-প্রাচীর হইতে তিনি ভিয়েনার নগর সন্দর্শন করিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল। তাই নেপোলিয়ান তাহাদিগকে এখানে এক-দিন বিশ্রাম করিবার অনুমতি দিলেন। শত্রুর অনুসরণে ফরাসী সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, এই অবসরে তাহারা সকলে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইল। আর্ক ডিউক চার্লস তাঁহার ছিন্নবিচ্ছিন্ন সৈন্যসমূহ লইয়া রাজধানী রক্ষা করিবার জন্য ভিয়েনা অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

ফরাসী সৈন্যের আগমনসংবাদ অবিলম্বে বিদ্যুদ্বেগে ভিয়েনা নগরের চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইল। রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া রাজ্যের ধনাঢ্য ও সম্রান্ত সকল ব্যক্তি রাজ-ধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাণভয়ে হঙ্গেরীর দুর্গম অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পরিবারবর্গের প্রাণ ও অর্থ নিরা-পদে রক্ষা করিবার জন্য কত লোক যে নগর ত্যাগ করিয়া গেল, তাহার সংখ্যা নাই; পলাতকগণের বহুসংখ্যক নৌকায় সুবৃহৎ দানিয়ুব নদী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। নেপো-লিয়ান সহজেই বুঝিলেন,তাঁহার আগমনে অস্ত্রিয়াবাসিগণের মনে অত্যন্ত আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে; সুতরাং এক প্রকাশ্য ঘোষণাপত্রে তিনি অষ্ট্রীয়গণকে জানাইলেন যে, তিনি প্রজাগণের শত্রু নহেন, বন্ধু; তাঁহার যুদ্ধের উদ্দেশ্য রাজ্য জয় নহে, শান্তিস্থাপন। অষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট ইংরাজজাতির উৎকোচে বশীভূত হইয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অবৈধ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়াই তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে। তিনি কিংবা তাঁহার সৈন্যগণ অস্ত্রিয়াবাসিগণের ধর্ম্ম বা তাঁহা-দের কোন অধিকারে হস্তক্ষেপণ করিবেন না। এই ঘোষণা শ্রবণ করিয়া অস্ত্রিয়াবাসিগণ কথঞ্চিৎ নিঃশঙ্ক হইল। অস্ত্রি-য়ার সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তি ফ্রান্সের সহিত সন্ধিস্থাপনের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। আর্ক ডিউক চার্লস সম্রাট্কে জানাই-লেন, সন্ধিস্থাপন ব্যতীত সৈন্যগণের বাহুবলে শত্রু-হস্ত হইতে সাম্রাজ্য রক্ষা করা অসম্ভব। সন্ধির সর্ত্ত স্থির করি-বার জন্য অষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট পাঁচদিনের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে নেপোলিয়ানকে অনুরোধ করিলেন। নেপোলিয়ান তাহার উত্তরে বলিলেন, "যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থায় কয়েক দিনের জন্য যুদ্ধে বিরত হওয়া ফরাসী সৈন্যের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু ইহাতে যদি অষ্ট্রীয়গণের সমস্ত অসুবিধা বিদূরিত হয়, তাহা হইলে এই স্বার্থত্যাগেও আমি প্রস্তুত আছি।" নেপোলিয়ানের আদেশ অনুসারে সৈন্যগণ যুদ্ধে বিরত হইল; সন্ধিস্থাপনের আয়োজন চলিতে লাগিল। অষ্ট্রীয় সম্রাট্ সন্ধির প্রথম সর্ত্তে লিখিলেন, তিনি ফরাসী সাধারণ-তন্ত্রকে রাজশক্তিসম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। ইহা শুনিয়া নেপোলিয়ান সগর্ব্বে উত্তর করিলেন, "এ সর্ত্তটা উঠিয়া দেওয়া হউক। ফরাসী সাধারণ-তন্ত্র সূর্য্যের ন্যায় দীপ্যমান, অন্ধ ভিন্ন সকলের নিকটই ইহা প্রতীয়মান হইবে। আমরা স্বাধীন, আমাদের ইচ্ছানুসারে আমরা যে কোন ভাবে আমাদের রাজ্যশাসন করিতে পারি। অতঃপর কোন দিন যদি ফরাসী জাতি রাজতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী হয়, তখন অষ্ট্রীয় সম্রাট্ এই আপত্তি করিতে পারেন যে, তিনি ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে সাধারণতন্ত্র ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া স্বীকার করেন নাই।"

যাহা হউক, অবিলম্বে সন্ধিস্থাপন হইল। প্যারিসের অধ্যক্ষসভা হইতে কোন প্রকার আদেশ গ্রহণ না করিয়াই স্বনামে তিনি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। এই সন্ধি সংস্থা-পিত হইলে নেপোলিয়ান তাঁহার বিজয়ী সৈন্যগণকে ভিনি-সের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিলেন। ভিনিস তাহার প্রতিজ্ঞা পালন করেন নাই। তখন নেপোলিয়ানের অল্পপরিমাণ সৈন্য গগনস্পর্শী আল্পসের শত শত উপত্যকা ও অধিত্যকা অতিক্রম করিয়া পরাজিত অষ্ট্রীয় সৈন্যের পশ্চাতে ধাবমান হইয়াছিল, তখন তাহাদের আর ইতালী-সীমায় দেখিতে না পাইয়া ভিনিসের অধিবাসিগণ স্থির করিয়াছিলেন, নেপো-লিয়ান সসৈন্যে অষ্ট্রীয়গণের হস্তে পরাভূত ও বন্দী হইয়াছেন। ভিনিসেনের শাসনকর্ত্তা এই সংবাদটি অভ্রান্ত সত্য মনে করিয়া মহা আনন্দিত হইলেন এবং আদেশ করিলেন,—"এ রাজ্যে যে সকল ফরাসী আছে, তাহাদিগকে নিহত কর।" ধর্ম্মযাজক মহাশয়েরা কাণ্ডজ্ঞানহীন শ্রমজীবিগণকে ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে অত্যন্ত উত্তেজিত করিয়া তুলি-লেন। ভিনিস্ নগরে দলে দলে ফরাসী সৈন্য নিহত হইতে লাগিল। ভিনিসের ফরাসী সেনানিবাসে যে সকল সৈন্য ছিল, বহুসংখ্যক উন্মত্ত ভিনিস্বাসী তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। এমন কি, যে সকল আহত পীড়িত ফরাসী সৈন্য হাঁসপাতালে শয্যাশায়ী ছিল, নির্দ্দয় ভিনিসীয়গণ তাহাদিগের

প্রতিও দয়া প্রদর্শন করিল না; যাহাকে সম্মুখে পাইল, ফরাসী বলিয়া সন্দেহ হইবামাত্র তাহাকে হত্যা করিল।

এই সকল সংবাদ যথাকালে নেপোলিয়ানের কর্ণগোচর হইল। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া ভিনিস্বাসিগণকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্য সসৈন্যে ভিনিসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। নেপোলিয়ানের আগমনসংবাদ অচিরকালমধ্যে ভিনিসের প্রতি গৃহে প্রচারিত হইল। ভিনিসীয়েরা সভয়ে শুনিল, অষ্ট্রীয় সৈন্যের হস্তে নেপোলিয়ানের পরাজয় বা অবরোধ সংবাদ সর্ব্বৈব মিথ্যা; তিনি সসৈন্যে অষ্ট্রিয়ায় গমনপূর্ব্বক অষ্ট্রীয় সম্রাটের দর্প চূর্ণ করিয়া ভিনিস্বাসিগণের দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল দানের জন্য ভিনিসে প্রত্যাগমন করিয়াছেন; এই সংবাদে রাজ্যের সর্ব্বত্র মহা আতঙ্কের সঞ্চার হইল। ভিনিসের মন্ত্রিসভা অত্যন্ত ভীত ও কুণ্ঠিতভাবে নেপোলিয়ানের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। নেপোলিয়ান ঝটিকার পূর্ব্বে স্তব্ধ প্রকৃতির ন্যায় ধীরভাবে ভিনিস্-দূতের ক্ষমা-প্রার্থনা শ্রবণ করিলেন। ক্রোধে তাঁহার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছিল, হৃদয়ের মধ্যে তিনি মহাসিন্ধুর তরঙ্গতাড়না অনুভব করিতেছিলেন। অবশেষে যখন ভিনিস্-দূত তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ নেপোলিয়ানকে বহু লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা প্রদানের প্রস্তাব করিল, তখন তিনি আর কোনমতে ধৈর্য্য-রক্ষা করিতে পারিলেন না; তিনি আহত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"যদি তোমরা আমাকে পেরুর সমস্ত ধনভাণ্ডার দান করিতে স্বীকার কর, যদি তোমরা তোমাদের দেশ স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া আমার পদতলে উপহার অর্পণ কর, তাহা হইলেও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক তোমরা যে রক্তস্রোত প্রবাহিত করিয়াছ, তাহার মার্জ্জনা নাই। তোমরা আমার পুত্রগণের প্রাণসংহার করিয়াছ, তোমাদের রাজ-পতাকা ধূলিতলে লুণ্ঠিত হইবে।—এখান হইতে চলিয়া যাও।"

ভিনিস্-গবর্ণমেণ্ট প্রমাদ গণিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, নেপোলিয়ানের নিকট ক্ষমাপ্রাপ্তির আশা নাই; সুতরাং অন্য উপায় না দেখিয়া তাঁহারা ফরাসী-সাধারণ-তন্ত্রের অধ্যক্ষসভাকে উৎকোচদানে বশীভূত করিয়া পরিত্রাণলাভের চেষ্টা করিলেন। উৎকোচ-বিক্রীত অধ্যক্ষসভা নেপোলিয়ানকে অনুরোধ করিলেন, যেন ভিনিসের মন্ত্রিসভার সভ্যগণকে ও আভিজাতবর্গকে ক্ষমা করা হয়। তাহার প্রত্যুত্তরে নেপোলিয়ানের অগ্নিমুখ কামানসমূহ হইতে বজ্রনির্ঘোষ উত্থিত হইয়া আড্রিয়াতিকসাগরের অধীশ্বরী বিলাসচঞ্চলা মহিমান্বিতা ভিনিসের হৃদয় সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল; ভিনিসের মধ্যেও গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইল; সাধারণ-তন্ত্রাবলম্বী ও রাজতন্ত্র-মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ অসি ও বন্দুক হস্তে পরস্পরকে আক্রমণ করিল। রাজপথে, এমন কি, প্রতি গৃহের দ্বারে দ্বারে নর-রক্তস্রোত প্রবাহিত হইল। গগনব্যাপী অনল-শিখায়, লুণ্ঠনকারী বলবান্ ব্যক্তিগণের ভীম-কণ্ঠধ্বনিত, উৎপীড়িত দুর্ব্বলপ্রজার কাতর আর্ত্তনাদে, রণমত্ত শোণিত-লোলুপ সৈনিকদলের পৈশাচিক হুঙ্কারে এবং অস্ত্রাহত, রক্তাপ্লুত, মৃতপ্রায় নগরবাসিগণের করুণ-ক্রন্দনে ইন্দ্রালয়ের ন্যায় সমৃদ্ধিশালিনী, শান্তি-সুখময়ী, সুন্দরী পুরী কি ভীষণভাব ধারণ করিল, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।

ভিনিসে যখন এই প্রকার ভীষণ অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল, সেই সময়ে তিন সহস্র ফরাসী-সৈন্য জলপথে ভিনিস্ নগরে প্রবেশ করিল। তাহাদিগকে সমুপস্থিত দেখিয়া সাধারণতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। মহাপরাক্রান্ত বিপক্ষের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করা ভিনিসের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। আত্মরক্ষায় অসমর্থ ভিনিস অবশেষে নেপোলিয়ানের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া দীনভাবে তাঁহার করুণাভিক্ষা মাগিতে লাগিল। নেপোলিয়ান রাজতন্ত্রের বিলোপসাধন করিয়া ভিনিসে সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ফরাসী-সাধারণ-তন্ত্রের বিজয়পতাকা ভিনিসের সমুচ্চ রাজপ্রাসাদে সগৌরবে উড্ডীন হইয়া নেপোলিয়ানের প্রতাপ ও মহিমা ঘোষণা করিতে লাগিল।—এইরূপে পঞ্চদশ শত বৎসরের পুঞ্জীভূত অত্যাচার, আভিজাতবর্গের নির্দ্দয় স্বেচ্ছাচার, শাসনকর্ত্তৃগণের অবৈধ একদেশদর্শিতা ও দাম্ভিকতার উপর সুশাসনের শান্তিময়ী যবনিকা নিপতিত হইল।

নেপোলিয়ান এখন প্রকৃত প্রস্তাবে সমগ্র ইতালীর ভাগ্য-বিধাতা হইয়া উঠিলেন। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে যখন ছাব্বিশ বৎসর বয়স্ক যুবক নেপোলিয়ান ত্রিশ সহস্র ছিন্ন-পরিচ্ছদধারী অর্দ্ধভুক্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে ভূমধ্যসাগরের সুবিস্তীর্ণ তটভূমি রণভেরীর গম্ভীর নিঃস্বনে প্রতিধ্বনিত করিয়া অসংখ্য সুশিক্ষিত অষ্ট্রীয়সৈন্যমণ্ডলীর বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন, তখন একবার কেহ কল্পনাও করে

নাই যে, অচিরকালমধ্যে সমস্ত ইতালী তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িবে, মহাপ্রতাপসম্পন্ন, অতুল-ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত, অসংখ্য সৈন্য-বলদৃপ্ত অষ্ট্রীয় সম্রাট্ তাঁহার সিংহনাদে সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়-কম্পিত-হৃদয়ে দুর্গম পার্ব্বত্য-প্রদেশে পলায়ন করিতে প্রস্তুত হইবেন এবং সমস্ত ইউরোপ উদ্‌গ্রীবভাবে নেপোলিয়ানের সেই অলৌকিক বীরত্ব সন্দর্শন করিয়া ভয় ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিবে। আজ সমস্ত ইতালী ভক্তিরসসিক্ত কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে বিজয়ী নেপোলিয়ানকে তাঁহাদের উদ্ধারকর্ত্তা জ্ঞানে পূজা করিতে লাগিল। তিনি সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা ও প্রীতিলাভের অধিকারী হইলেন। তাঁহার গমন-পথ নলিন-নয়না-ললনাকুলের করপল্লব-স্খলিত কুসুমরাশিতে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল; নগরমধ্যে মহোৎসব আরম্ভ হইল। শত্রুকুলের পতনের সঙ্গে সঙ্গে নেপোলিয়ান তাঁহার শোণিত-রঞ্জিত-তরবারি কোষবদ্ধ করিলেন।

দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল, নেপোলিয়ান তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী যোসেফিনকে লইয়া মিলানের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। ইতালীর বিভিন্ন রাজ্য হইতে রাজদূতগণ মিলানের রাজপ্রাসাদে সমাগত হইয়া বিনয়নম্রবচনে নেপোলিয়ানের মনস্তুষ্টি করিতে লাগিলেন। তাঁহার একটিমাত্র কথার উপর সমস্ত ইউরোপের সুখ-দুঃখ নির্ভর করিতে লাগিল; ইউরোপের সমুদায় সম্রাট্ অপেক্ষা তাঁহার ক্ষমতা অধিক, ইহা সকলেই বুঝিতে পারিল। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীগণ যোসেফিনের সখিত্ব স্বীকার করা পরম গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়ানকে একবার দেখিবার আশায় ইতালীর যুবকগণ দলে দলে তাঁহার প্রাসাদপ্রান্তে সমাগত হইতে লাগিল; কিন্তু সমগ্র ইউরোপ নেপোলিয়ানের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া শান্তি-ঘোষণায় উন্মুখ হইলেও একমাত্র ইংলণ্ড তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিলেন না। নেপোলিয়ানের সুগম্ভীর কামান-নির্ঘোষ ও তাঁহার প্রচণ্ড বীরদর্প সুদূর-প্রসারিত দুর্লঙ্ঘ্য নীলাম্বুরাশি অতিক্রম করিয়া স্বাধীনতার লীলানিকেতন শ্বেতদ্বীপে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল না। ইংলণ্ডের বিশ্ব-বিজয়ী নৌ-সৈন্য নানা সুযোগে ফরাসীদিগের বিভিন্ন অধিকারসীমা আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতে লাগিল। সমস্ত ইউরোপের মধ্যে কেবল একমাত্র ইংলণ্ড ফরাসী-সাধারণ-তন্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

নেপোলিয়ান মিলানের সন্নিকটে মন্তেবেলো নামক স্থানে একটি সুন্দর প্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন। গুরুতর পরিশ্রমে তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; তাঁহার মনও নানাবিধ জটিল চিন্তায় ব্যাকুল ছিল; ইতালীর নব-বিজিত রাজ্যসমূহের শাসনকার্য্য কিরূপে সম্পন্ন করা যায়, সেই চিন্তাই তাঁহার প্রধান চিন্তা হইয়াছিল। আড্রিয়াতিক সাগরে নৌ-সৈন্য প্রতিষ্ঠা, দেশের মধ্যে নব নব রাজপথ নির্ম্মাণ, পয়ঃপ্রণালী খনন, সমুদ্র-উপকূলে নূতন নূতন বন্দর স্থাপন ও রাজ্যের চতুর্দ্দিকে দেশ-হিতকর কার্য্যে এবং ব্যবহারোপযোগী গৃহ, ধর্ম্মালয়, সেতু প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য তিনি বিপুল আয়োজন করিলেন; রাজ্যের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার অন্ত রহিল না। ইংলণ্ডের প্রতি নেপোলিয়ানের চিরবিরাগ ছিল; ইংলণ্ডের স্পর্দ্ধা তাঁহার অসহ্য হইয়াছিল, তাই ইংলণ্ডের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য এই সময় হইতে তিনি সচেষ্ট হইলেন এবং এই জন্যই তিনি ফ্রান্সের অধ্যক্ষসভায় লিখিয়াছিলেন,—"উত্তমাশা অন্তরীপ ইংলণ্ডের অধিকারভুক্ত হইলেও আমাদের কোন ক্ষতি নাই। এখন আমাদের মিশর অধিকার করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলে আমরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার সহজ পথ পাইব। মিশরে অতি সহজেই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপনিবেশ সংস্থাপিত হইতে পারে। মিশরেই আমরা ইংরাজ-প্রতাপ খর্ব্ব করিব।"

বিধাতা নেপোলিয়ানের অদৃষ্টে বিশ্রাম-সুখ লিখেন নাই। মিলানে অবস্থানকালে নেপোলিয়ান জানিতে পারিলেন, অষ্ট্রীয় সম্রাট্ সুবিস্তীর্ণ অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের চতুর্দ্দিক্ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সংকল্পে বিঘ্ন উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছে। অবশেষে কাম্পো ফর্মীয় নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে নেপোলিয়ানের সহিত অষ্ট্রীয় রাজদূতগণের দরবার বসিল। অষ্ট্রীয় দূতগণ নেপোলিয়ানকে বলিলেন যে, "যদি নেপোলিয়ান অষ্ট্রীয়গণের অনুকূলে সন্ধিস্থাপন না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা রুসিয়াকে অষ্ট্রিয়ার সাহায্যার্থ আহ্বান করিবেন।" অনন্তর কথাপ্রসঙ্গে একজন রাজদূত বলিলেন,—"অষ্ট্রিয়া শান্তিস্থাপনে অভিলাষী। যিনি উচ্চাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া এই সাম্রাজ্যের স্বার্থ ও শান্তি নাশ করিতে উদ্যত, অষ্ট্রিয়া তাঁহাকে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন।"

এই স্পর্দ্ধাপূর্ণ বাক্য নেপোলিয়ান অত্যন্ত ধীরভাবে

নিঃশব্দে শ্রবণ করিলেন; অনেকক্ষণ তিনি কোন কথা বলিলেন না। তিনি একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন, সহসা তিনি গাত্রোত্থান করিয়া নিকটস্থ আলমারী হইতে একটি কাচপাত্র বাহির করিয়া আনিয়া তাহা প্রদর্শন-পূর্ব্বক বলিলেন, "মহাশয়গণ, আপনাদের সহিত যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা ভঙ্গ হইল, আমি যুদ্ধঘোষণা করিলাম; কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, আমি এই কাচপাত্র আজ যে ভাবে চূর্ণ করিলাম, তিন মাসের মধ্যে আপনাদের সুবৃহৎ সাম্রাজ্য আমি সেই ভাবে চূর্ণ করিয়া ফেলিব।" এই কথা বলিয়া নেপোলিয়ান সেই কাচপাত্র সবলে গৃহ-প্রাচীরে নিক্ষেপ করিলেন। চক্ষুর নিমিষে তাহা শত খণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল এবং তিনি বিস্মিত ও স্তম্ভিত রাজদূতগণকে দ্বিতীয় কথা বলিবার অবসর না দিয়াই সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাহার পর নেপোলিয়ান অষ্ট্রিয়ার আর্ক ডিউকের নিকট একজন কর্ম্মচারী প্রেরণ করিয়া জানাইলেন যে, তাঁহাদের সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পুনর্ব্বার যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। অষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট নেপোলিয়ানের এই প্রকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও তেজস্বিতায় এতদূর ভীত হইলেন যে, আর যুদ্ধানল পুনঃ প্রজ্বালিত করিবার আবশ্যক হইল না। পরদিন বেলা পাঁচ ঘটিকার সময় নেপোলিয়ানের অভিপ্রায়ানুসারেই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। নেপোলিয়ান ইচ্ছা করিলে এই সময়ে কোটি কোটি মুদ্রা সঞ্চয় করিতে পারিতেন। ভিনিসীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার করুণাকণা লাভ করিবার জন্য তাঁহাকে বহু লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা উপহার দান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি মৃদু হাস্যের সহিত তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ তাঁহার অসাধারণ সাহস ও বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অষ্ট্রীয়সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ পুরুষানুক্রমে ভোগ করিবার জন্য দান করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন; কিন্তু নেপোলিয়ান সম্রাট্‌কে তাঁহার দানশীলতা ও সহৃদয়তার জন্য ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন,—"সম্রাটের এই সম্মানে তাঁহার আবশ্যক নাই; ফরাসীজাতি তাঁহার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করেন, তাহাতেই তিনি গৌরবান্বিত।"

যাহা হউক, এই সময়ে নেপোলিয়ান যোসেফিনের সহিত একত্র বাস করিয়া সুখী হইয়াছিলেন। যোসেফিনের সুখ-সৌভাগ্যেরও সীমা ছিল না। নেপোলিয়ান বলিতেন,—"আমি রাজ্য জয় করি, কিন্তু যোসেফিনের হৃদয়-জয়ে আমি অসমর্থ।" কিছুকাল পূর্ব্বে যখন যোসেফিন রাজনৈতিক অপরাধে কারাগারে অবরুদ্ধ হইয়া ঘাতক-হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জনের জন্য প্রতিদিন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, যখন তাঁহার পুত্রকন্যার সহিত নিরাশ্রয় অনাথ ভিক্ষুক বালক-বালিকার কোনই পার্থক্য ছিল না এবং নেপোলিয়ান একজন কপর্দ্দকহীন সামান্য কর্শীয় সৈনিক মাত্র ছিলেন, তখন কি তাঁহারা একবারও ভাবিয়াছিলেন যে, অদূরবর্ত্তী ভবিষ্যতের অন্ধকারময় গর্ভে তাঁহাদের জন্য এত সুখ ও সমৃদ্ধি লুকায়িত রহিয়াছে? এই অল্পদিনের মধ্যে নেপোলিয়ানের ক্ষমতা ও প্রতিভায় সমস্ত ইউরোপ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার শক্তি ফরাসী-সাধারণ-তন্ত্রের শক্তি অপেক্ষা প্রবল হইয়াছিল, তিনি ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের ভাগ্যনিয়ন্তা ও পরিচালকরূপে বিরাজ করিতেছিলেন এবং তাঁহার কণ্ঠোচ্চারিত একটি কথার উপর লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছিল; তখন ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সম্রাট্‌গণ যে কোন মূল্যে তাঁহার বন্ধুত্ব-ক্রয়ের জন্য উদ্‌গ্রীব। এত সুখ ও ঐশ্বর্য্য যোসেফিনের নিকট স্বপ্ন-সম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তাঁহার বহুগুণসম্পন্ন মহৎ হৃদয় ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা ও সম্মানের অধিকারিণী হইয়াছিলেন।

কিন্তু নেপোলিয়ানের চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত বিলাসসুখ ও প্রলোভন হৃদয়-বিমোহন-বেশে সজ্জিত ছিল, তাহাও সামান্য নহে; পৃথিবীর কোন সাধারণ লোক এই সকল প্রলোভনের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিত না। কোন ব্যক্তি নেপোলিয়ানের অসাধারণ গুণগ্রামের কথা উল্লেখ করিয়া মহাজ্ঞানী সলোমনের সহিত তাঁহার তুলনা করিতেছিলেন; তাহা শুনিয়া একজন শ্রোতা বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, সলোমনের সঙ্গে আবার নেপোলিয়ানের তুলনা! সলোমনের সাত শত পত্নী আর তিশ শত উপপত্নী ছিল; কিন্তু নেপোলিয়ান এক স্ত্রী লইয়াই সন্তুষ্ট, সে স্ত্রীও আবার তাঁহার অপেক্ষা বয়সে বড়।"—এই কথা হইতে বুঝিতে পারা যায়, চরিত্রের পবিত্রতা ও সাধুতা তখন সাধারণের নিকট কিরূপ অকিঞ্চিৎকর পদার্থ ছিল। কিন্তু এই কলুষিত যুগে জন্ম-গ্রহণ করিয়াও নেপোলিয়ান তাঁহার মহৎ চরিত্র সর্ব্বপ্রকার

পাপপ্রলোভন হইতে অব্যাহত ও নিষ্কলঙ্ক রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নেপোলিয়ানের উপর যোসেফিনের প্রভাব অত্যন্ত অধিক ছিল; এ জন্য যোসেফিনের সঙ্গিনীগণ ও তাৎকালিক শ্রেষ্ঠ সমাজের পরম রূপবতী যুবতীবর্গ যোসেফিনের প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করিতেন। অনেক সময়ে উচ্চপদস্থ রমণীগণ কথাপ্রসঙ্গে নেপোলিয়ানের প্রতি আন্তরিক অনুরাগের পরিচয় প্রদান করিতেন। একদিন একটি রমণী নেপোলিয়ানের,—অসাধারণ গৌরব লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "জেনারেল বোনাপার্ট হইতে না পারিলে আর জীবনের মূল্য কি?" নেপোলিয়ান সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই রমণীর মুখের উপর অচঞ্চল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"কর্ত্তব্যপরায়ণা পত্নী ও সুমাতা হইতে পারা অল্প গৌরবের বিষয় নহে।"

নেপোলিয়ানের অসীম ক্ষমতা দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া প্যারিসের অধ্যক্ষসভা তাঁহার গতিবিধি ও মনোভাব লক্ষ্য করিবার জন্য বহুসংখ্যক গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন; ইহারা নেপোলিয়ানের প্রত্যেক কথা অধ্যক্ষসভার গোচরে আনিত। যোসেফিন অত্যন্ত সরলা এবং লঘুহৃদয়া রমণী ছিলেন, তিনি কাহারও নিকট কোন কথা গোপন করিতেন না; সুতরাং নেপোলিয়ান তাঁহার কোন গুপ্ত অভিসন্ধিই প্রকাশ হইয়া পড়িবার ভয়ে যোসেফিনের নিকট কখনও ব্যক্ত করিতেন না। তিনি বলিতেন, "কোন গুপ্ত কথার ভার যোসেফিনের পক্ষে অসহ্য।" সুতরাং এই ভারে তিনি যোসেফিনকে কোন দিন নিপীড়িত করিতেন না। মন্ত্রগুপ্তিবিষয়ে নেপোলিয়ান অসাধারণ মনুষ্য ছিলেন। যতই বুদ্ধিমান ও সুচতুর লোক হউক, কেহই চেষ্টা করিয়া তাঁহার কোন গুপ্ত অভিসন্ধির মর্ম্মাবগত হইতে পারিত না। আকাশব্যাপী যাঁহার কল্পনা, পৃথিবীব্যাপী যাঁহার কার্য্য, যাঁহার ভ্রূ-ভঙ্গীতে ইউরোপের লক্ষ-প্রহরি-পরিবেষ্টিত শ্রেষ্ঠ সম্রাট্‌গণ মণিমাণিক্যখচিত সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়াও ভয়কম্পিত হইতেন, যাঁহার সামান্য অঙ্গুলি-সঙ্কেতে সেই সকল মুকুটধারিগণের শিরোদেশ হইতে রত্ন-মুকুট খসিয়া পড়িত, সেই সার্থক-জন্মা, মহাবীর্য্যবান্ মহাপুরুষের মন্ত্রগুপ্তি যে অবশ্য-প্রয়োজনীয়,—সাধনার অপরিহার্য্য অঙ্গ, এ কথা বলাই বাহুল্য।

ক্যাম্প-ফর্নীয়োর সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পর নেপোলিয়ান তাহা প্যারিসে অধ্যক্ষসভায় মঞ্জুর করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। অধ্যক্ষসভা সম্পূর্ণরূপে এই সন্ধির বিরোধী হইলেও ইহা না-মঞ্জুর করিতে সাহসী হইলেন না। তাঁহার এই প্রকার শান্তিপ্রিয়তায় ফ্রান্স দেশের সর্ব্বসাধারণ লোকে তাঁহার অত্যন্ত প্রশংসা করিতে লাগিল।

নবেম্বর মাসের মধ্যভাগে নেপোলিয়ান যোসেফিনকে মিলানে রাখিয়া সুইজারল্যাণ্ডের পথে রাষ্টার্ড নামক স্থানে যাত্রা করিলেন। এখানে এক রাজনৈতিক মহাসমিতিতে তিনি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। নেপোলিয়ান মিলান নগর ত্যাগ করিবার সময় চতুর্দ্দিকে যেরূপ আনন্দোৎসব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অদৃষ্টপূর্ব্ব। সমস্ত নগরের অধিবাসিগণ আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। সুবিস্তীর্ণ সুন্দর নগর লোহিত পরিচ্ছদে ও আলোকদামে সজ্জিত হইয়াছিল; শত শত পুষ্পমালায় প্রতি গৃহচূড়া সমাচ্ছন্ন, আকাশে অগ্নিক্রীড়া, গৃহে গৃহে গীত-বাদ্য ও আনন্দোচ্ছ্বাস, বিস্তীর্ণ প্রান্তরে প্রফুল্ল সৈনিকগণের কৌশলপূর্ণ রণক্রীড়া, সুচারু-বেশিনী, কোমলাঙ্গী, সুরসুন্দরীগণের ন্যায় রূপবতী, আয়তনেত্রা, মধুরহাসি রঙ্গিণী ইতালিনীগণের পুলকচঞ্চল উৎসব সন্দর্শন,—সমস্ত মিলিয়া প্রকৃতির রম্যকানন ইতালীর প্রমোদভবন-তুল্য মিলান নগরীকে দেবরাজ ইন্দ্রের নন্দনকাননস্থিত উৎসবমুখর প্রমোদভবনের ন্যায় শোভাময় করিয়া তুলিল।

নেপোলিয়ান যতদূর চলিলেন, ততদূর পর্য্যন্ত এই প্রকার উৎসবদৃশ্য তাঁহার নয়নগোচর হইতে লাগিল। তিনি আড়ম্বরপ্রিয় লোক ছিলেন না; তাঁহার প্রতি ঈদৃশ সম্মানপ্রদর্শনে তিনি কিছুমাত্র আনন্দোৎফুল্ল হইলেন না। তাঁহার একজন সহচর বলিলেন—"এই প্রকারে সম্মানিত হওয়া প্রকৃতই সৌভাগ্যের বিষয়।" নেপোলিয়ান মৃদু হাস্যে উত্তর করিলেন—"হইতে পারে; কিন্তু এই সকল অবিবেচক লোকই আবার আমার কিঞ্চিৎ অবস্থা-পরিবর্ত্তনে এই প্রকার আনন্দোৎসাহপূর্ণহৃদয়ে আমাকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইতেও সমর্থ।" রাষ্টার্ডে নেপোলিয়ানের অধিক বিলম্ব হয় নাই। সেখানে যে রাজনৈতিক সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার উদ্দেশ্য ফ্রান্সের সহিত জর্ম্মাণীর সন্ধিস্থাপন। কয়েকজন জর্ম্মাণ রাজপুত্র এই সমিতির পরিচালকস্বরূপ সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন; রাজনীতি-সম্বন্ধে ইঁহাদের সহিত নেপোলিয়ানের মতদ্বৈধ হওয়ায় নেপোলিয়ান অবিলম্বে

সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গুপ্তভাবে ফ্রান্সে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর দেড় বৎসর কাল বিদেশে অবস্থানের পর নেপোলিয়ান প্যারিসে প্রবেশ করিলেন। নেপোলিয়ানের রাজধানী প্রত্যাবর্ত্তনে তথায় মহা উৎসব আরম্ভ হইল। এক বৎসর কালের মধ্যে নেপোলিয়ান যে অসাধ্যসাধন করিয়াছিলেন, একাধিক সহস্র-রজনীর অসম্ভব ঘটনাবলী অপেক্ষা তাহা অল্প বিস্ময়কর নহে। তাঁহার খ্যাতিতে চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ হইয়াছিল, সুতরাং সহস্র সহস্র লোক প্রতিদিন তাঁহাকে দেখিতে আসিতে লাগিল; কিন্তু তিনি সকলের চক্ষুর অগোচরে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি কোন উৎসবে যোগদান করিতেন না; কোন স্থানে গমন করিবার আবশ্যক হইলে এমন সাধারণভাবে সেখানে যাইতেন যে, তাঁহার দর্শন-বাসনায় অধীর জনসাধারণ তাঁহাকে চিনিবার অবসর পাইত না। প্যারিসে আসিয়া তিনি কেবল সুবিদ্বান্, চিন্তাশীল পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিকদিগের সংসর্গে বাস করিতেন। নেপোলিয়ানের বাগ্মিতাশক্তি অসাধারণ ছিল। তিনি প্যারিসে উপস্থিত হইলে ফরাসী-মহাসভায় একটি প্রকাণ্ড দরবারের আয়োজন হইয়াছিল। সেই দরবারস্থলে নেপোলিয়ান যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রোতৃগণের হৃদয় আনন্দ ও উন্মাদনায় অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। আত্ম-প্রশংসায় তাঁহার সেই সুন্দর বক্তৃতা কলুষিত হয় নাই; ক্ষুদ্র ক্ষমতায় স্ফীত দাম্ভিকের ন্যায় আত্মকাহিনী কীর্ত্তনে তাঁহার অনুরাগ ছিল না। তিনি তাঁহার স্বদেশ-বাসিগণকে তাঁহার স্বদেশীয় সৈন্যমণ্ডলীর অসাধারণ বীরত্বের কথা বলিলেন, তাঁহার অধীন সেনাপতিগণের সৈন্য-পরিচালনশক্তির পরিচয় প্রদান করিলেন, কিন্তু নিজের যোগ্যতা-সম্বন্ধে একটি কথারও উল্লেখ করিলেন না।

মিশর-আক্রমণের সঙ্কল্প অনেকদিন হইতে নেপোলিয়ানের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, মিশরে ইংরাজ-প্রতাপ বিনষ্ট করিতে পারিলে প্রাচ্য-ভূখণ্ডে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে ফরাসী গৌরব-পতাকা উড্ডীন করা সহজ হইবে। তাঁহার বিশ্বব্যাপিনী আশা কল্পনা-নেত্রের সম্মুখে প্রাচ্য-ভূখণ্ডের এক মনোমোহিনী মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছিল। প্রাচ্য-জগতের অতুল ঐশ্বর্য্য, শস্যসম্পদপূর্ণ বিপুল জনপদসমূহ, তাহার যুগান্তকালব্যাপী অনন্ত কীর্ত্তিকলাপ প্রাচীন জাতিসমূহের রহস্যময় জীবনেতিহাস ও বিচিত্র ঘটনাবলীর কাহিনী তাঁহার উচ্চাভিলাষপূর্ণ হৃদয় মোহমন্ত্রের ন্যায় আচ্ছন্ন করিয়াছিল; তাই প্রাচ্য-ভূখণ্ডের সহিত আধুনিক ইউরোপের সুদৃঢ় রাজনৈতিক সম্বন্ধ-সংস্থাপনের জন্য তিনি অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি যৎপরোনাস্তি সহিষ্ণুতার সহিত প্যারিসের সুবৃহৎ রাজকীয় পুস্তকালয়ে সংরক্ষিত মিশর-সম্বন্ধীয় সমুদায় পুস্তক অধ্যয়ন করিলেন। যাহা কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়, সমস্তই তাঁহার অসাধারণ স্মরণ-শক্তির সাহায্যে হৃদয়ে গাঁথিয়া লইলেন। এই সকল পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠায় তিনি যে সকল মন্তব্য স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, কিরূপ অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত তিনি তাঁহার সংকল্পসাধনে রত ছিলেন।

সৌভাগ্যবশতঃ নেপোলিয়ান মিশরজয়ের ভীষণ সঙ্কল্পে স্বদেশীগণ কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার ফ্রান্সে প্রত্যাগমনের পর সমস্ত ইউরোপ তাঁহাকে সর্ব্বসাধারণের বন্ধু বলিয়া মনে করিতেছিল। প্রজাপুঞ্জ তাঁহাকে প্রবলের অত্যাচার-নিপীড়িত আর্ত্তের ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিল। এমন কি, ইংলণ্ডেও প্রবল রাজ-ক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন বহুলোকের মনে বিশ্বাস জন্মিল, নেপোলিয়ান সাম্য ও স্বাধীনতার অদ্বিতীয় সংস্থাপয়িতা। তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভা, তাঁহার চরিত্রের পবিত্রতা সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় তাঁহার অসাধারণ কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তা এবং আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রাবের ন্যায় তাঁহার অগ্নিময়ী বক্তৃতা সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, নেপোলিয়ানের কোন সঙ্কল্পে বাধা প্রদানে কাহারও প্রবৃত্তি হয় নাই। ফরাসী দেশের সকলেরই আগ্রহ হইল, যেন নেপোলিয়ান একবার ইংলণ্ড আক্রমণ করিয়া তাহার বহু-দিনের দম্ভ ও বীর-দর্প চূর্ণ করেন। ইংলণ্ডের তিনি ভয়ানক শত্রু হইলেও যাঁহারা ইংলণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিতে সমর্থ, তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন; সুতরাং ইংলণ্ডের বীরত্ব-গৌরব-সমুজ্জ্বল সুদৃঢ় সিংহাসন নেপোলিয়ানের ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। ইংলণ্ডের অভিজাতমণ্ডলী নিদারুণ ভয় ও দুশ্চিন্তায় কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন। এমন কি, সেই সময়ের অদ্বিতীয় রাজনীতিক, বাগ্মী ও সুবিজ্ঞ বহুদর্শী পণ্ডিত

অকুণ্ঠিতচিত্তে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন যে, যদি ফ্রান্সের সহিত সরলভাবে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে ইংলণ্ডে ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট আর একদিনমাত্রও স্থায়ী হইবে না; সুতরাং নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে সাধারণের মনে নানা প্রকার কুভাব উৎপাদন করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা চলিতে লাগিল। তাঁহাকে সাধারণের অপ্রীতিভাজন করিবার জন্য অর্থব্যয় ও উৎসাহের অভাব হইল না। ইংলণ্ডের সংবাদপত্রসমূহ নেপোলিয়ানের মহৎ চরিত্রে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিবার জন্য মহাবেগে হংসপুচ্ছ চালনা করিতে লাগিল এবং এই পবিত্র সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া অনেক নূতন সংবাদপত্র প্রতিনিয়ত মুদ্রাযন্ত্র হইতে ভূমিষ্ঠ হইতে লাগিল। ইংরাজজাতি তাঁহাদের স্বাভাবিক উর্ব্বরা কল্পনা-শক্তির প্রভাবে অবিলম্বে প্রমাণ করিয়া ফেলিলেন যে, নেপোলিয়ান একটি নররূপী রাক্ষস, অতি ভয়ঙ্কর দস্যু; ইউরোপের বিভিন্ন জাতির রত্নভাণ্ডার লুণ্ঠন করাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য; সেই সকল লুণ্ঠিত অর্থ তিনি আত্ম-সেবায় বিনিয়োগ করিতেছেন; তাঁহার ন্যায় অসচ্চরিত্র, অপব্যয়ী, মনুষ্যত্বহীন, নরকুলাঙ্গার মনুষ্যজাতির মধ্যে আর দ্বিতীয় নয়নগোচর হয় না। ইন্দ্রিয়-সুখ চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি সর্ব্বপ্রকার পাপে অকুণ্ঠিত; তাঁহার অন্তঃপুর দুশ্চরিত্রা রমণীগণের লীলাক্ষেত্র, পৃথিবীর মধ্যে জঘন্যতম পাপের রঙ্গভূমি; যেন ভগবান তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ লইয়া তাঁহার হৃদয় হইতে মনুষ্যের সমস্ত সদ্গুণ হরণ করিয়া, তাহার বিনিময়ে সয়তানের সকল দোষ প্রদান করিয়াছেন। এমন হৃদয়হীন, দয়াহীন, নররক্তলোলুপ, মনুষ্যবিদ্বেষী, মনুষ্যচর্ম্ম-ধারীগণের মধ্যে আর কখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। নেপোলিয়ানের চরিত্রসমালোচনায় ইংলণ্ডের সংবাদপত্র-পরিচালকগণ এ সময়ে যে নীতি ও ধর্ম্মজ্ঞানের মহত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিতেও ঘৃণা বোধ হয়। ইংলণ্ডের সহৃদয় সম্পাদকমণ্ডলীর ও রাজনীতিকগণের এই প্রকার চরিত্র বিশ্লেষণশক্তি-প্রাচুর্য্যের কথা নেপোলিয়ানের অজ্ঞাত ছিল না। এ সকল কথা শুনিয়া নেপোলিয়ান অবজ্ঞাভরে বলিয়াছিলেন—"আমার সম্বন্ধে যে সকল গ্লানিকর প্রবন্ধে ইংরাজমন্ত্রী মহাশয়েরা ইউরোপ প্লাবিত করিতেছেন, তাহার কোনটিই স্থায়িত্বলাভ করিবে না। এই সকল জঘন্য নির্লজ্জ মিথ্যা-বাদের প্রতিবাদ করিতেও ঘৃণা বোধ হয়। আমার বিরুদ্ধে যে সকল মিথ্যা কথা প্রচারিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটিমাত্র সত্য; কিন্তু তাহাও বিকৃত সত্য। আমি একদিন সেনাপতি র‍্যাপকে একটি ভয়ানক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবল মৃত্যু স্রোতের মধ্যে অচঞ্চলভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়াছিলাম। যুদ্ধক্ষেত্রস্থ কামানের ধূমে ও শোণিতে তাঁহার বদনমণ্ডল আচ্ছন্ন দেখিয়া আমি আবেগভরে বলিয়া উঠিয়াছিলাম,—"ও কমিল এস্ত বো!" (কি সুন্দর দৃশ্য!) কিন্তু আমার এই কথার মধ্যেও তাহারা গুরুতর অপরাধ আবিষ্কার করিয়াছে। আমি একজন সাহসী সৈনিকের অচঞ্চল বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া যে উচ্ছ্বাসময়ী বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে ইহারা আমার নররক্তলোলুপতার গন্ধ পাইয়াছে।"

যাহা হউক, ক্রমে ফরাসীদেশে নেপোলিয়ানের প্রভাব এরূপ বর্দ্ধিত হইল যে, একদিন কোন উৎসবাবসানে রাজ-পথ-সমাগত নগরবাসিগণ নেপোলিয়ানকে দেখিবামাত্র সমস্বরে হুঙ্কার করিয়া উঠিল—নেপোলিয়ান দীর্ঘজীবী হউন।" তাহার পরই নগরের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র নগরবাসীর কণ্ঠস্বর চতুর্দ্দিকে শব্দকল্লোল উচ্চতর করিয়া ধ্বনিত হইল, "আমরা আমাদের দেশের কর্ত্তা এই উকীলগুলাকে দূর করিয়া নেপোলিয়ানকে রাজা করিব।" ফরাসী সাধারণতন্ত্রের অধিবাসিগণের এই প্রকার হৃদয়ভাব লক্ষ্য করিয়া অধ্যক্ষ-সভা অত্যন্ত বিচলিত হইলেন; সুতরাং নেপোলিয়ান মিশরে যাত্রা করিবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিবামাত্র তাঁহারা সর্ব্বান্তকরণে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন; কিন্তু তাঁহারা মনে মনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "যাক্ যুদ্ধে, আর যেন ফিরিয়া না আসে।"

—

আলেক্‌জান্দ্রিয়ায় আধিপত্য [৮৫ পৃষ্ঠা
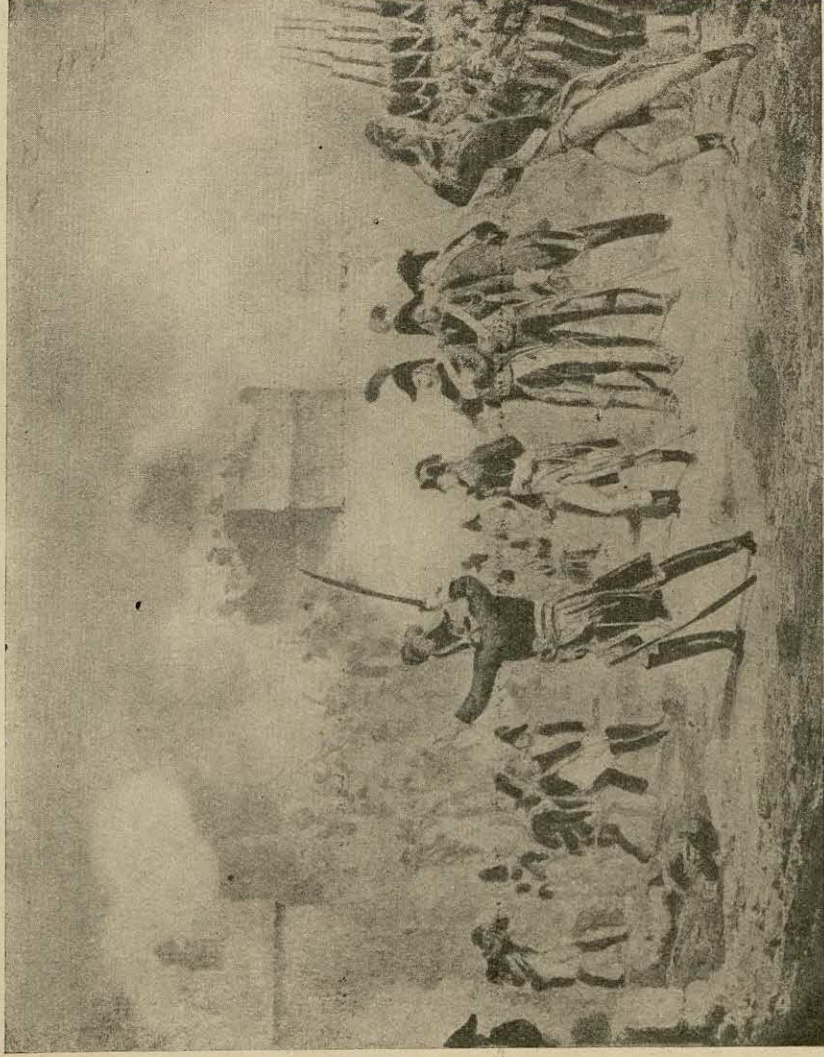
ষষ্ঠ অধ্যায়

মিশর অভিযান,—কাইরো-যাত্রা

নেপোলিয়ানের মিশর-অভিযান পৃথিবীর ইতিহাসে একটি প্রধান স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে; মানবীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার ইহা গৌরবময় স্মৃতি-চিহ্ন-স্বরূপ। বাল্যকালে যখন নেপোলিয়ান ব্রায়েনের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন, সেই সময়ে তাঁহার প্রাণের কল্পনা প্রাচীন-যুগের বীরগণের সমুজ্জ্বল স্মৃতিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। রোম ও গ্রীসের প্রাচীন কীর্ত্তি-সৌরভময় গৌরব-সম্ভারে পরিমলা-কুল-লুব্ধ ভৃঙ্গের ন্যায় তাঁহার সরল শিশু-হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিত। ক্রমে বয়স ও বিক্রম-বৃদ্ধির সহিত প্রাচ্য-ভূখণ্ডে একটি মহা-সমৃদ্ধ সাম্রাজ্য সংস্থাপনের বাসনা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। বাল্যকালে যখন তিনি ভূচিত্রে পারস্য উপসাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, তখন প্রাচ্য ভূখণ্ডের মহিমা-মণ্ডিত নদ, নদী ও সাগর-ভূধরের বৈচিত্র্যময় মনোহর চিত্র তাঁহার তেজোগর্ব্বময় প্রতিভা-প্রদীপ্ত চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত; দেখিতে দেখিতে কল্পনা সত্যের আকার ধারণ করিত। তিনি দেখিতেন, ইউফ্রেটিস্, সিন্ধু এবং গঙ্গা, শত শত উপনদীর ও শাখা-নদীর সহিত সম্মিলিত হইয়া প্রাচীন সভ্যতার মহা পবিত্র কেন্দ্রস্থল ধৌত করিয়া প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হইতেছে। তাহাদের তীরে কত পবিত্র জনপদ, কত বিভিন্ন জাতি অসীম সুখ ও অনন্ত ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত হইয়া যেন একজন দিগ্বিজয়ী বীরের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। কল্পনা-বিহ্বল বালক নেপোলিয়ান বলিয়া উঠিতেন,—"পারস্যবাসিগণ তৈমুরলঙ্গের পথ রুদ্ধ করিয়াছে, আমি দ্বিতীয় পথ মুক্ত করিব।" মহাবীর আলেকজাণ্ডারের ন্যায় পাপ ও দুর্ব্বলতার অধীন না হইয়া তাঁহার ন্যায় অখণ্ডপ্রতাপে রহস্যাবৃত প্রাচ্যভূখণ্ড জ্ঞান ও সভ্যতার উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত করিয়া তুলিবেন; ইউরোপীয়গণের দৃষ্টির সীমান্তরে অবস্থিত, অনাবিষ্কৃত, অজ্ঞানান্ধ-তমসাচ্ছন্ন বহু জনপদ তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভা-কিরণে অনুরঞ্জিত করিবেন, ইহাই তাঁহার বাল্যস্বপ্ন ছিল; এতদিন পরে তিনি সেই স্বপ্ন সফল করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"ইউরোপে মহাকীর্ত্তি-স্থাপনের উপযুক্ত ক্ষেত্র বর্ত্তমান নাই, কোটি কোটি লোকের অধ্যুষিত প্রাচ্য-ভূমণ্ডলই তাহার উপযুক্ত স্থান।"

এই সময়ে মিশর তাহার অতীত সভ্যতা ও সাগরব্যাপী প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ বক্ষে লইয়া বিস্মৃতির গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকিলেও তাহার স্মৃতির ক্ষীণ আলোক তাহার সমাধি-স্তম্ভ ভেদ করিয়া জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত বর্ত্তমান ইউরোপের বিস্ময়সমাকুল দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল। নেপোলিয়ান বুঝিয়াছিলেন, চেষ্টা করিলে আবার ইহা জ্ঞান ও শিল্পকলার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইতে পারে। ভূমধ্যসাগরের সুবিস্তীর্ণ লবণাম্বুরাশি ইহার উত্তরসন্নিবিষ্ট জনপদসমূহের পদতল বিধৌত করিয়া ইউরোপের ধনজনপূর্ণ, সমৃদ্ধিসম্পন্ন বহু নগরের সহিত সুবিস্তীর্ণ বাণিজ্য-সংস্থাপনের পথ মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। লোহিতসাগরের উর্ব্বর উপকূলভাগ সহজেই অনন্ত ঐশ্বর্য্য-সমলঙ্কৃত ভারতবর্ষ ও চীন সাম্রাজ্যের মহামূল্য রত্নসম্ভারে পরিপূর্ণ হইতে পারে এবং সুবিস্তীর্ণ নীল নদের অনন্ত প্রবাহ আফ্রিকাবক্ষস্থ অনাবিষ্কৃত বহু দেশের নব নব জাতিকে ইউরোপের সহিত বাণিজ্যবন্ধনে আবৃত করিতে সমর্থ। যে সময় মিশরের প্রতি নেপোলিয়ানের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল, সেই সময়ে মিশরে যথেচ্ছাচার শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল। রাজ্যের যথেচ্ছাচারী নায়কগণের বিবিধ প্রকার পাপ ও বিলাসিতার সবল তাড়নায় নিরুপায় প্রজাবর্গ নিরন্তর নিপীড়িত ও দারিদ্র্যযন্ত্রে নিষ্পেষিত হইতেছিল। এক দিকে বিলাসিতা ও পাপ, অন্যদিকে অনাহার ও ভিক্ষাবৃত্তি ধনীর প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত তরঙ্গিত হইতেছিল। নেপোলিয়ান সঙ্কল্প করিলেন, এই যুগব্যাপী অত্যাচার ও পীড়নের হস্ত হইতে মিশরবাসিগণকে উদ্ধার করিয়া মিশরের শাসনকর্ত্তৃগণের বিলাসস্রোতে মজ্জমান গৌরবহীন সিংহাসন চূর্ণ করিয়া

সেখানে সর্ব্বসাধারণের স্বাধীনতা-গৌরব-প্রদীপ্ত সুদৃঢ় সিংহাসন সংস্থাপিত করিবেন। তাহার পর সমস্ত পূর্ব্ব-ভূখণ্ড তাঁহার কীর্ত্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলে অচিরলব্ধ স্বাধীনতার অমৃতময় ফলের আস্বাদনে সঞ্জীবিত বিভিন্ন জাতির সহিত সম্মিলিত হইয়া তিনি ভারতবর্ষে বৃটিশশক্তির উপর প্রচণ্ড দণ্ডাঘাত করিবেন। এইরূপ উচ্চাভিলাষ লইয়া নেপোলিয়ান কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সর্ব্বদর্শী বিধাতার অভিপ্রায় অন্যরূপ ছিল।—এই অর্দ্ধ-ধরণীর গতি-পরিবর্ত্তনে নেপোলিয়ানের প্রাণব্যাপী আকাঙ্ক্ষা সফল হয় নাই।

নেপোলিয়ানের ক্রমবর্দ্ধিত প্রভাব দর্শনে ভীত হইয়া অধ্যক্ষ সভা তাঁহার মিশর-অভিযানের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। নেপোলিয়ান তাঁহার অভিপ্রায় বিশেষ গোপন রাখিয়াছিলেন। কারণ, তিনি জানিতেন, তাঁহার অভিসন্ধি প্রকাশ হইয়া পড়িলে ইংলণ্ড তাঁহার সঙ্কল্প-সাধনে পদে পদে বাধা প্রদান করিবেন; হয় ত ইংরেজ দুর্জ্জয় নৌ-সৈন্যের সহায়তায় তাঁহার গমনপথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা উপস্থিত করিবেন; কিংবা মিশরের পরাক্রান্ত নায়ক মামলুকগণকে পূর্ব্ব হইতেই উত্তেজিত করিয়া সহস্র সহস্র বিঘ্নের সৃষ্টি করিয়া তুলিবেন; সুতরাং নেপোলিয়ান গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া সঙ্কল্পিত কার্য্যের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বন্ধুবর্গের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে এই সর্ব্বপ্রথম সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সমরনীতিবিশারদ পণ্ডিত এবং বীরমণ্ডলী সমভিব্যাহারে দিগ্বিজয় যাত্রার সূত্রপাত হইল। নেপোলিয়ান স্থির করিলেন, তিনি ষট্‌চত্বারিংশ সহস্র সৈন্য লইয়া দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিবেন। এই সুবিশাল সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত থাকিবেন, ইঞ্জিনিয়ার, ভূতত্ত্ববিদ্, শিল্পী প্রভৃতি সকলেই থাকিবেন। নেপোলিয়ান অক্লান্ত পরিশ্রমে বিপুল আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন; দিবাভাগের মধ্যে তাঁহার বিশ্রামের অবকাশ রহিল না। অন্যের উপর কোন কার্য্যের ভার প্রদান না করিয়া প্রত্যেক কার্য্য তিনি স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। সাহিত্যবিশারদ ব্যক্তিগণকে পত্রাদি লেখা, বহুদর্শী সেনাপতিগণের সহিত পরামর্শ করা, অর্থ, রণপোত ও রসদ সংগ্রহ প্রভৃতি আবশ্যকীয় সমস্ত কার্য্যভার তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন।

তাঁহার অদম্য উৎসাহ অল্পসময়ের মধ্যেই সহস্র সহস্র ব্যক্তির হৃদয়ে সঞ্চারিত হইল। তুলন, জেনোয়া, এজাক্সিয়ো সিবিটা, ভেক্সিয়া এই চারিস্থানে বহু সৈন্য সম্মিলিত হইতে লাগিল। তাঁহার সৈন্যগণের রসদ ও যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র-শস্ত্র বহন করিবার জন্য তিনি ফ্রান্স ও ইতালীর চারি শত বণিকের অর্ণবপোত সংগ্রহ করিলেন। তাঁহার বিভিন্ন ইতালীয় সৈন্যদল জেনোয়া ও তুলন নগরে উপস্থিত হইবার জন্য আদিষ্ট হইল। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণকে তিনি সেই সুদূর ভূখণ্ডে তাঁহার সাহচর্য্য গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত করিলেন। রোমের বিভিন্ন বিদ্যালয় হইতে বিবিধ প্রাচ্য ভাষার বহুসংখ্যক অক্ষর সংগ্রহ করা হইল এবং সেই সকল অক্ষর-ব্যবহারাভিজ্ঞ মুদ্রাকরগণকে সঙ্গে লওয়া স্থির হইল, এতদ্ভিন্ন ভবিষ্যতের ব্যবহারোপযোগী কত নূতন নূতন বৈজ্ঞানিকযন্ত্র নির্ম্মিত হইল, তাহার সংখ্যা নাই। ইউরোপের বহুসংখ্যক সুবিদ্বান্ চিন্তাশীল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নেপোলিয়ানের গুপ্ত অভিসন্ধির মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে না পারিলেও তাঁহার পতাকামূলে সম্মিলিত হইলেন। এরূপ বিপুল আয়োজনের কথা কাহারও নিকট গোপন রাখা অসম্ভব। নেপোলিয়ানের যে কোন গুরুতর অভিসন্ধি আছে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিল; কিন্তু সেই অভিসন্ধি কি, তাহা কেহই জানিতে পারিল না; সুতরাং চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার অমূলক জনরব প্রচারিত হইতে লাগিল। "নেপোলিয়ান কোথায় রণযাত্রা করিবেন?" এই প্রশ্ন লোকের মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল। কেহ বলিল, "তিনি কৃষ্ণসাগরে যাত্রা করিতেছেন।" কেহ এ কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "তাঁহার লক্ষ্যস্থল ভারতবর্ষ।" কাহারও অনুমান হইল, "তিনি সুয়েজ প্রণালীকে খালে পরিণত করিবার জন্য যাত্রা করিতেছেন।" কাহারও ধারণা জন্মিল, "ফরাসীর আজন্ম-শত্রু দাম্ভিক ইংলণ্ডের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য তাঁহার এ সুবিপুল রণসজ্জা।" মহা দুশ্চিন্তায় ইংলণ্ডের মন্ত্রি-সমাজের আহার-নিদ্রা বন্ধ হইল। তাঁহারা সুস্পষ্ট বুঝিলেন, অবিলম্বে প্রলয়ের ঝটিকা আরম্ভ হইবে, কিন্তু কোথায় আরম্ভ হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পরিলেন না। ইলণ্ড তাঁহার জগদ্বিখ্যাত রণতরীসমূহ অস্ত্র-শস্ত্র ও সুশিক্ষিত সৈন্যমণ্ডলী দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া জলযুদ্ধবিশারদ লর্ড নেল্‌সনের অধীনে ফরাসীদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য ভূমধ্যসাগরে প্রেরণ করিলেন। পাঁচ মাস প্যারিসে

অবস্থান করিয়া ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে ৯ই মে নেপোলিয়ান আরব্ধ অভিযানের সমস্ত আয়োজনের অবসানে তুলন নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী যোসেফিনও তাঁহার সহগামিনী হইলেন। ছত্রিশখানি যুদ্ধ-জাহাজ, বাহাত্তরখানি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট রণতরী এবং চারি শত রসদ-বহনোপযোগী জলযান, চত্বারিংশ সহস্র সৈন্য, শতাধিক সাহিত্য ও বিজ্ঞানবিৎ, বহুসংখ্যক অস্ত্র-শস্ত্র ও প্রচুর খাদ্যসামগ্রীতে পরিপূর্ণ হইল, কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত কেহই জানিতে পারিলেন না, তাহাদের লক্ষ্যস্থান কোথায়?

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ২৯ মে প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ-জাহাজসমূহ ভূমধ্যসাগরের অরুণালোক-প্রদীপ্ত সুনীল তরঙ্গ-রাশির উপর অনন্ত আকাশে ভাসমান মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের ন্যায় পক্ষবিস্তার করিল। নেপোলিয়ান একশত কুড়ি কামানবাহী "ওরিয়েন্" নামক জাহাজে আরোহণপূর্ব্বক অভিযান-যাত্রা করিলেন। সহস্র সহস্র সৈনিকপূর্ণ যুদ্ধ-জাহাজগুলি অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সমুদ্রের প্রায় নয় ক্রোশ স্থান অধিকার করিয়া চলিল। নেপোলিয়ান দীর্ঘকালের জন্য যোসেফিনের নিকট বিদায়গ্রহণ করিলেন; এই বিদায়-দৃশ্য অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল। যোসেফিন নেপোলিয়ানের সহিত মিশরযাত্রার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেও গুরুতর পথশ্রম ও বিপদের সম্ভাবনায় নেপোলিয়ান তাঁহাকে সঙ্গিনী করিতে সাহসী হইলেন না। সমুদ্রতটে দণ্ডায়মান স্বামীকে বিদায়-দানের সময় তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে যোসেফিনের অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষুর সম্মুখ হইতে জলযানসমূহ ধীরে ধীরে সমুদ্রের সুদূরবর্ত্তী সীমান্তরেখার অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। এই সকল জাহাজ ক্রমান্বয়ে জেনোয়া, এজাক্সিয়ো, সিবিটা ও ভেক্সিয়ার বন্দরে উপস্থিত হইয়া সেই সকল স্থানে অবস্থিত ইতালীয় সৈন্যগণকে তুলিয়া লইল; তাহার পর সমবেত জাহাজগুলি মাল্টা অভিমুখে যাত্রা করিল।

ভূমধ্যসাগরের সুনীল তরঙ্গরাশি অনুকূল বায়ুহিল্লোলে নাচিয়া নাচিয়া ফেনময় শুভ্রহাস্যে দিগন্তের অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে; বহুদূরে শরতের সমুজ্জল সূর্য্যকরে প্রদীপ্ত, শস্য-শ্যামলা, বনরাজি-মেখলা ইতালীর উচ্চ তটভূমি আকাশের সীমান্তরেখাবলম্বী মেঘখণ্ডের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে এবং আরও বহুদূরে গগনস্পর্শী আল্পসের শুভ্র তুষার মুকুটিত শৃঙ্গসমূহে দীপ্ত, সৌরকরবিচিত্র বর্ণচ্ছটা বিকাশ করিতেছে। নেপোলিয়ান "ওরিয়েন" জাহাজের ডেকের উপর দণ্ডায়মান হইয়া বিস্ময়সমাকুল-নেত্রে স্তব্ধভাবে সেই সুমহান্ মোহন দৃশ্য সন্দর্শন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতে তৃপ্তিলাভ না করিয়া সুদূরবর্ত্তী পার্ব্বত্য দৃশ্য সুস্পষ্ট দেখিবার জন্য তিনি দূরবীক্ষণ যন্ত্র উদ্যত করিলেন; তাহার পর তাঁহার পার্শ্বোপ-বিষ্ট জনৈক বন্ধুকে বলিলেন, "ইতালীর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে আমার হৃদয় উন্মাদময় উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। যে সমুন্নত পর্ব্বতশ্রেণী ইতালীবক্ষে মহাগৌরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহাদের অন্তরালে মহাপরাক্রান্ত ফরাসী-সৈন্য-গণের সহায়তায় বারংবার আমি শত্রুজয় করিয়াছি,—এখন আমি বহুদূরবর্ত্তী প্রাচ্য-ভূখণ্ডে রণযাত্রা করিলাম। আমার সেই রণজয়ী সৈন্যগণ সেখানেও অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিবে।" চারি সপ্তাহকাল অবিশ্রান্তভাবে জাহাজপরিচাল-নার পর ১৬ই জুন তারিখে তুলন হইতে পঞ্চশত ক্রোশ দূরবর্ত্তী মাল্টা-দ্বীপের শুভ্র গিরিশৃঙ্গসমূহ প্রভাতসূর্য্যকিরণে নেপোলিয়ানের নয়ন-সমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মাল্-টার অধিনায়কগণ নেপোলিয়ানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া বিপজ্জনক জ্ঞান করিয়া ইতিপূর্ব্বেই গোপনে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাই নেপোলিয়ান বলিয়াছিলেন, "মান্তোয়ায় অবস্থানকালে আমি মাল্টা জয় করিয়াছি।" মাল্টার সন্নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র নেপোলি-য়ানের রণতরী হইতে কামানের সুগম্ভীরধ্বনি উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে তাঁহার আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। অবিলম্বে মালটার দুর্গশিরে ত্রিবর্ণাঙ্কিত পতাকা উড্ডীন হইল। মাল্-টার বন্দর পৃথিবীর মধ্যে একটি সুদৃঢ় বন্দর। নেপোলি-য়ানের রণপোতসমূহ পর্য্যায়ক্রমে বন্দরে প্রবেশ করিল; বিজয়ী বীরকে বক্ষে ধারণ করিয়া ভীষণদর্শন "ওরিয়েন" বন্দরের অদূরে সগর্ব্বে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিল।

ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া নেপোলিয়ান তাঁহার সংকল্প অনুসারে কার্য্য করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইলেন। শত শত কামান জাহাজ হইতে তীরে তুলিয়া যথাস্থানে সংস্থাপিত করা হইল। তুর্কী বন্দীদিগকে অবিলম্বে কারাগার হইতে মুক্তিদান করা হইল; নেপোলিয়ানের সহৃদয়তাপূর্ণ ব্যবহারে তাহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি সর্ব্বসাধারণের

সহিত এরূপ সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে, মাল্টার অধিবাসিগণ ফরাসীদিগকে অতি শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। মাল্টার পথ-ঘাটের বিবিধ বন্দোবস্ত করিয়া ও নগরমধ্যে শান্তিরক্ষার সমস্ত বন্দোবস্ত শেষ করিয়া নেপোলিয়ান এক সপ্তাহের মধ্যে মিশর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিন সহস্র অস্ত্রধারী ফরাসীসৈন্য মাল্টাদ্বীপ-রক্ষার্থ সেখানে অবস্থান করিতে লাগিল। মাল্টার অধিনায়কবর্গ নেপোলিয়ানের সহৃদয়তা ও মহত্ত্বে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের অনেকেই নেপোলিয়ানের সহিত মিশরজয়ে যাত্রা করিলেন।

ফরাসী-রণতরী-সমূহের প্রতিমুহূর্ত্তে ইংরাজ রণতরী-সমূহের সম্মুখে পতিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। যদিও নেপোলিয়ান স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, তথাপি ইংরাজগণ তাঁহার পথরোধ করিলে তিনি কোন দিন পশ্চাৎপদ হইতে উৎসুক ছিলেন না। এই জন্য তিনি প্রত্যেক জাহাজে পাঁচ শত গোলন্দাজ-সৈন্য রক্ষিত করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ান জাহাজের পরিচালনাসম্বন্ধে এই উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে, যদি শত্রু-সৈন্যের কোন জাহাজ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসে, তাহা হইলে তাহার অনুগমন করিয়া তাহাকে ধ্বংস করিতে হইবে। ইংরাজ সেনাপতি নেল্‌সন ফরাসীদিগকে বন্দর হইতে বাহির হইতে দেখিয়াই তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন। কিন্তু ফরাসীগণ কোন্ পথে কি উদ্দেশ্যে যাইতেছে, তাহার বিন্দুবিসর্গও তিনি অবগত হইতে পারিলেন না। প্রথমে এই অভিযানের উদ্দেশ্য ফরাসী সৈন্যমণ্ডলীর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, দুই চারি জন কর্ম্মচারী ভিন্ন অন্য কেহ ইহার কথা জানিত না। অবশেষে রণতরীসমূহ যখন আফ্রিকার উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন এই রহস্য সকলের নিকট ব্যক্ত হইয়া পড়িল। সকলের নিকট এই কথা প্রকাশ হইবামাত্র চারিদিকে হর্ষোচ্ছ্বাস উত্থিত হইল; সকলে আফ্রিকার উপকূলভাগের অদৃষ্টপূর্ব্ব সুন্দর দৃশ্য দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল। সায়ংকালে নেপোলিয়ান "ওরিয়েন" জাহাজের একটি সুসজ্জিত, দীপালোক-প্রদীপ্ত, প্রশস্ত কক্ষে কয়েকজন পণ্ডিত ও সেনাপতির সহিত মিশরের রীতি-নীতি সম্বন্ধে আলাপ করিতেছিলেন। একদিন রাত্রে ইংরাজ ও ফরাসী-রণতরীসমূহ পরস্পরের এত নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল যে, ফরাসী সৈন্যগণ নেল্‌সনের যুদ্ধজাহাজের তোপধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিল। তাহাদের মনে তখন কি ভীষণ আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল! ঊর্দ্ধে অন্ধকারাচ্ছন্ন অনন্ত আকাশে কোটি কোটি নক্ষত্রের সুনির্ম্মল বিকাশ, সুবিশাল ছায়াপথ সমুদ্রতীরবর্ত্তী বালুকা-রাশির ন্যায় পুঞ্জ পুঞ্জ নক্ষত্রে দীপ্যমান হইয়া ঊর্দ্ধাধোভাবে প্রসারিত রহিয়াছে; পদতলে অন্ধকারময় মৃত্যুতরঙ্গ বিপুলগর্জ্জনে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিতেছে; আর মধ্যস্থলে দুই দল যুদ্ধজাহাজ কালানলরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া পরস্পরের বক্ষ বিদীর্ণ করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছে। যাহা হউক, সে রাত্রে আর উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ হইল না, নৈশ অন্ধকারের উপর নিবিড় কুহেলিকা পরস্পরের ক্ষমতা-প্রদর্শনের অভিপ্রায় ব্যর্থ করিয়াছিল।

স্বদেশত্যাগের ছয় সপ্তাহ পরে ১লা জুলাই প্রাতঃকালে নেপোলিয়ান সসৈন্যে ফ্রান্স হইতে সহস্র ক্রোশ দূরবর্ত্তী মিশরের বালুকাময় নিম্নভূমির সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। প্রাচীনকালের মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন উচ্চশির মিনারসমূহ, পম্পীর জয়স্তম্ভ এবং ক্লিয়োপেট্রার গৌরবস্তম্ভ সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী সৈকত-প্রান্তরে সগর্ব্বে দণ্ডায়মান হইয়া ফরাসীদিগের কল্পনা-মুখর হৃদয়ে প্রাচ্যজগতের বিলুপ্ত-প্রায় গৌরবের সমুজ্জ্বল স্মৃতি বিকাশিত করিয়া তুলিল। আলেকজান্দ্রিয়া নগরের বন্দর হইতে তিন মাইল দূরে সৈন্যগণ জাহাজ হইতে অবতরণ করিল। ইংরাজ সেনাপতি নেল্‌সন ফরাসী সৈন্যের অনুসন্ধানে দুই দিন পূর্ব্বে এই স্থানে উপস্থিত হন; কিন্তু তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া তিনি গ্রীসের অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া সৈন্যগণ অবতরণ করিল। এই অবতরণকালে অনেক দূরে সমুদ্রের মধ্যে একখানি জাহাজ দেখিতে পাওয়া গেল। ফরাসীগণ প্রথমে অনুমান করিল, হয় ত ইহা ইংরাজদিগের জাহাজ হইবে। নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ তখন যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিল না, সুতরাং তিনি কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার চিন্তা অধিককাল স্থায়ী হইল না; কারণ, অবিলম্বে জানিতে পারা গেল, ইহা তাঁহারই দলভুক্ত একখানি রণতরী। নেপোলিয়ান তাঁহার তিন সহস্র সৈন্যকে রণসাজে সজ্জিত হইবার জন্য আদেশ করিলেন। অদূরে আলেক্‌জান্দ্রিয়া নগর। তুর্কিগণ যদি সহসা

আলেকজেন্দ্রিয়ার আধিপত্য

[৮৫ পৃষ্ঠা।
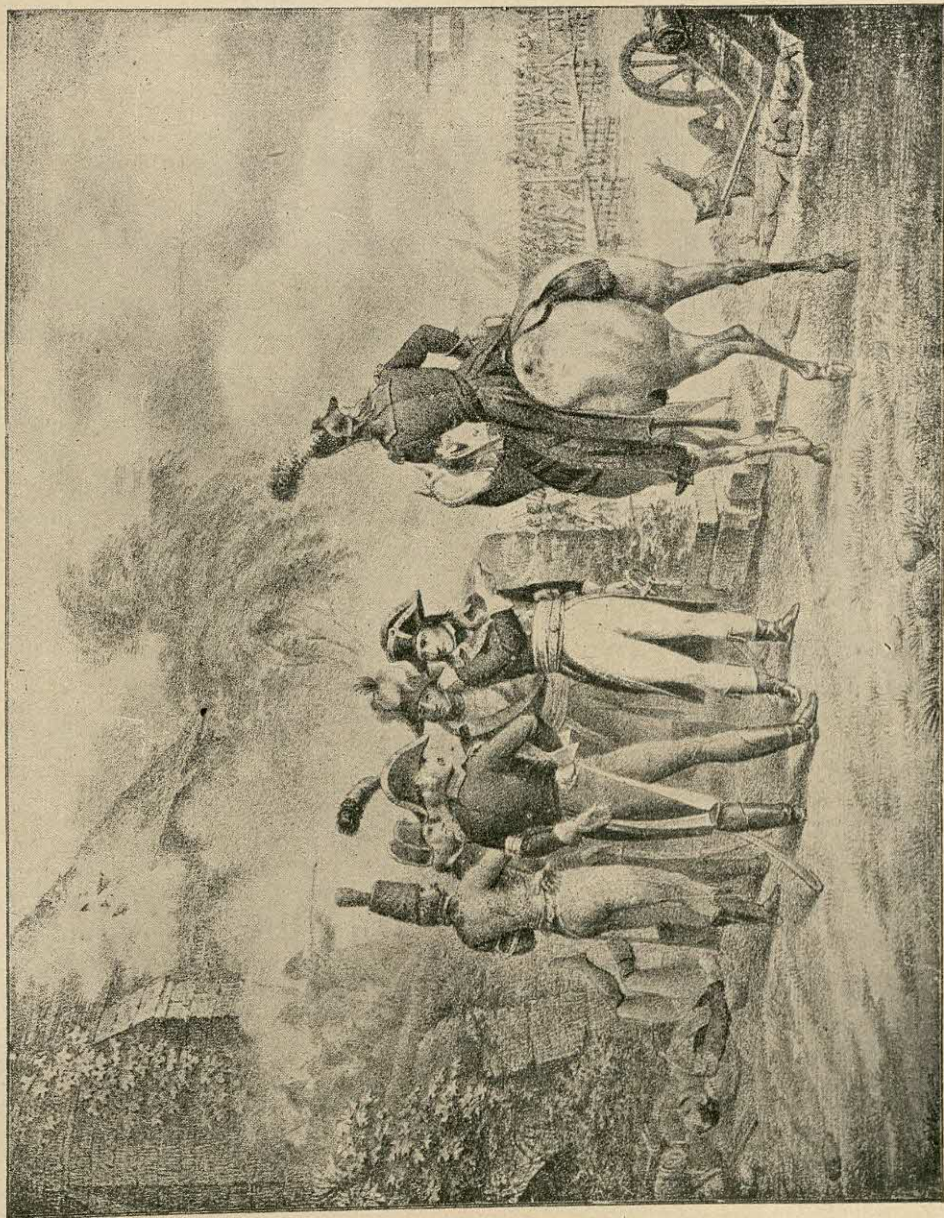
আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদেরও অস্ত্রধারণ করা আবশ্যক হইবে ভাবিয়া এইরূপ আদেশ প্রদান করিলেন। তাহার পর সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সৈন্যগণ, আজ তোমরা যে গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করিতেছ, তাহার উপর পৃথিবীর সভ্যতা ও বহির্বাণিজ্যের সম্প্রসারণ নির্ভর করিতেছে। তোমরা এখন ইংলণ্ডের প্রভুত্বের উপর যে প্রচণ্ড দণ্ডাঘাত করিবে, সেই আঘাত যেন তাহার পক্ষে সাঙ্ঘাতিক হয়। তোমরা এখন যে সকল লোকের সংস্পর্শে আসিবে, তাহারা মুসলমান। তাহাদের ধর্ম্মের মূলতন্ত্র 'আহেলল্লা মহম্মদ রোসুলাল্লা।' তাহাদের ধর্ম্মমতের কোন প্রতিবাদ করিও না। ইতালীয় ও ইহুদীগণের সহিত তোমরা যেরূপ ব্যবহার করিয়াছ, তাহাদেরও সহিত সেইরূপ উদার ব্যবহার করিবে; খৃষ্টান, বিশপ ও রাবীগণের প্রতি তোমরা যেরূপ সম্মান প্রদর্শন কর, মুসলমান মুপ্‌তি ও ইমানদিগের প্রতিও সেই প্রকার সম্মান প্রদর্শনে বিরত হইবে না; খৃষ্ট ও মেসায়ার ধর্ম্মমতের প্রতি তোমাদের শ্রদ্ধা আছে, মহম্মদের ধর্ম্মমতের প্রতিও সেই প্রকার শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে; ইউরোপে যে আচার-ব্যবহারে তোমরা অভ্যস্ত, এ দেশের আচার-ব্যবহার তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই বিভিন্ন ব্যবহারে কিছুমাত্র অবজ্ঞা প্রকাশ করিবে না। এ দেশের রমণীসমাজ আমাদের দেশের ন্যায় নহে। কিন্তু রমণীর প্রতি অত্যাচার পৃথিবীর সকল দেশেই অমার্জ্জনীয়; তোমরা এ কথা মনে রাখিবে। কখন লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইবে না, লুণ্ঠন দ্বারা ব্যক্তিবিশেষ ধনবান্ হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহাতে সৈন্যগণের সম্মান নষ্ট হয়, দেশের ধনসম্পত্তির বিলোপ ঘটে এবং যাহাদিগকে সহজে বন্ধুরূপে লাভ করা যাইতে পারে, তাহারাও শত্রুতা-সাধনে প্রবৃত্ত হয়।"

অতি প্রত্যূষে সূর্য্যোদয় হইবার পূর্ব্বে নেপোলিয়ান তাঁহার তিন সহস্র সৈন্য আলেক্‌জান্দ্রিয়া নগরের অভিমুখে পরিচালিত করিলেন। তিনি স্থির করিলেন, তুর্কীদিগকে এরূপ অদম্য সাহস ও অসাধারণ বিক্রম প্রদর্শন করিবেন, যাহাতে প্রথম আক্রমণেই ফরাসী-সৈন্যগণের অজেয় পরাক্রম সম্বন্ধে তাহাদের কোন প্রকারে সন্দেহ না হয়। ফরাসী সৈন্যগণ নগরপ্রান্তে উপস্থিত হইবামাত্র মাম্‌লুকগণ দুর্গের উপর হইতে মহা কলরবে বৃষ্টিধারার ন্যায় গুলীবর্ষণ আরম্ভ করিল। ফরাসী সৈন্যগণ সেই অশ্রান্ত গুলীবর্ষণ মস্তকে ধারণপূর্ব্বক সম্মুখের সকল বাধা অতিক্রম করিয়া দলে দলে দুর্গ-প্রাকারে উঠিতে লাগিল। তখন পরস্পর সন্নিকটবর্ত্তী উভয় সৈন্যের মধ্যে বাহুতে বাহুতে, বক্ষে বক্ষে মহা সংগ্রাম উপস্থিত হইল। তুর্কীগণ ফরাসী সৈন্যের দুর্দ্দমনীয় প্রতাপ সহ্য করিতে পারিল না; অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। অনতিবিলম্বে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার দুর্গম দুর্গশিরে ত্রিবর্ণাঙ্কিত ফরাসী-পতাকা সগৌরবে উড্ডীন হইল। যে সকল তুর্কী নেপোলিয়ানের সহিত মাণ্টা হইতে মিশরে আসিয়াছিল, তাহারা সকলেই নেপোলিয়ানের গুণগ্রামে ও সদাশয়তায় এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাহারা আলেক্‌জান্দ্রিয়ার অধিবাসিবর্গের প্রতি গৃহে উপস্থিত হইয়া নেপোলিয়ানের মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার প্রতি তাহাদের বীর হৃদয় আকৃষ্ট হইয়া তুলিল।

নেপোলিয়ানের মহৎ দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার সৈন্যগণ লুণ্ঠন প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতি পরিহার করিয়া অপক্ষপাত, সদয় ও সহৃদয়তাপূর্ণ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইল। ঐন্দ্রজালিকের কুহকদণ্ডস্পর্শে দেখিতে দেখিতে প্রজাপুঞ্জের অসহনীয় অত্যাচার বিদূরিত হইয়া গেল; চতুর্দ্দিকে সাম্যের বিজয়ভেরী বিঘোষিত হইল। অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন মূর্খ আরবও নেপোলিয়ানের মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। তাহারা বুঝিল, নেপোলিয়ান পরাজিতের সর্ব্বস্বাপহারক দস্যু নহেন, তাহাদের উদ্ধারকর্ত্তা ও শান্তিদাতা। তাহাদের রমণীগণের সম্মান অব্যাহত রহিল; তাহাদের ধনসম্পত্তিতে কেহ হস্তার্পণ করিল না, তাহাদের স্বার্থ সম্পূর্ণ অটুট রহিল; সুতরাং নেপোলিয়ানের মিশরে পদার্পণ তদ্দেশীয়গণের নিকট একটি অতি শুভ ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইল। তাহার পর নেপোলিয়ান সর্ব্বসাধারণ প্রজাবর্গের অবগতির জন্য যে মহত্ত্বপূর্ণ ঘোষণা-পত্র প্রচার করিলেন, তাহাতে তাহাদের সমস্ত ভয় বিদূরিত হইয়া গেল।

নেপোলিয়ানের চরিত্রে এই একটি প্রধান বিশেষত্ব ছিল যে, কোন ধর্ম্মের প্রতি তিনি বিরাগ প্রদর্শন করিতেন না। ধর্ম্মমাত্রই মনুষ্য-হৃদয়ের আবশ্যকীয় অলঙ্কার বিবেচনা করিয়া সকল ধর্ম্মের প্রতি তিনি সম্যক্ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন। মনুষ্যহৃদয় আকর্ষণ করিবার জন্য যে

সকল গুণ অবশ্য-প্রয়োজনীয়, নেপোলিয়ানের চরিত্রে তাহার কোনটিরই অভাব ছিল না। মুসলমানগণ সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র অখিল-ব্রহ্মাণ্ডপতির নির্ম্মল সত্তায় বিশ্বাসস্থাপন করেন, ইহা নেপোলিয়ানের চক্ষে অত্যন্ত প্রীতিকর বোধ হইত। নেপোলিয়ানের সহগামী দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও সেনানায়কগণ সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানকেই অত্যন্ত অশ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন, কিন্তু নেপোলিয়ানের প্রবল নীতিজ্ঞান সকল ধর্ম্মের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ করিয়াছিল। মিশরে আসিয়া মুসলমান-ধর্ম্মের প্রতি খৃষ্টানজন-বহির্ভূত উদারতা প্রকাশ করায় অনেকে তাঁহার উপর কপটতার অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া নেপোলিয়ান বলিয়াছিলেন,—"আমি মহম্মদীয় ধর্ম্মের কোন নিয়ম পালন করি না। মহম্মদীয় ভজনালয়ে বসিয়া আমি কোন দিন উপাসনা করি নাই। মুসলমানগণের ন্যায় আমি মদ্যস্পর্শে বিরত নহি, ত্বক্‌চ্ছেদও করি নাই। আমি কেবল বলিয়াছি, আমরা মুসলমানগণের বন্ধু এবং মুসলমানধর্ম্ম-সংস্থাপককে আমি শ্রদ্ধা করি। এ কথা সত্য; এখনও আমার হৃদয়ে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার অভাব নাই।"

নেপোলিয়ান আলেক্‌জান্দ্রিয়ায় ছয় দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। এই কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি এই প্রাচ্যনগরে প্রতীচ্যদেশ-প্রবর্ত্তিত সর্ব্বপ্রকার সংস্কার আরম্ভ করিয়াছিলেন; তাঁহার আদেশে ইঞ্জিনিয়ার, শিল্পী ও মিস্ত্রিদল নগরের উন্নতিকল্পে প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে লাগিল। আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দর ও দুর্গের সংস্কার করা হইল, পক্ষপাতপূর্ণ ব্যবহারশাস্ত্রের বিবিধ বিধি পরিবর্ত্তিত হইল, নগরে শান্তিরক্ষার জন্য নানা প্রকার উৎকৃষ্ট নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল; নানা স্থানে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতে লাগিল এবং প্রাচীন কালের লুপ্তপ্রায় মহৎকীর্ত্তিসমূহ যাহাতে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে, তাহার চেষ্টা হইতে লাগিল; রাজ্যের শাসনভার নেপোলিয়ান আলেক্‌জান্দ্রিয়ার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন; তাঁহারা নেপোলিয়ানের প্রদর্শিত পথে সদাশয়তা ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের সহায়তায় রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। সেই দিন হইতে অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী অধোগতি. অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, অত্যাচার ও হীনতা সূর্য্যালোকে অন্ধকারের ন্যায় নীল-সলিল-বিধৌত মিশরের বিস্তীর্ণ অঙ্গ হইতে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইল।

আলেক্‌জান্দ্রিয়া নগর জয় করিবার সময় নেপোলিয়ানের ত্রিশ জন সৈন্য রণক্ষেত্রে প্রাণ-বিসর্জ্জন করিয়াছিল। তাহাদের মৃতদেহ পম্পীর স্তম্ভের পাদদেশে সমাহিত করিয়া নেপোলিয়ান সেই সমাধিক্ষেত্রের উপর একটি সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; সেই স্তম্ভের উপর মৃতবীরগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও খোদিত করা হইয়াছিল। সেই দিন মৃত বীরগণের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহাতে তাহাদের মৃত্যু সমস্ত যোদ্ধৃমণ্ডলীর নিকট বরণীয় বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল। মনুষ্য-হৃদয় আকর্ষণ করিবার জন্য কোন্ কোন্ গুণ থাকা আবশ্যক, পৃথিবীর কোন দিগ্বিজয়ী বীরেরই সে সম্বন্ধে নেপোলিয়ানের অপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞতা ছিল না।

নেপোলিয়ানের সহযোগী সেনাপতি ক্লেবার আহত অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন; নগররক্ষার্থ তাঁহার হস্তে তিন শত সৈন্য অর্পণ করিয়া অবশিষ্ট সৈন্যদল সমভিব্যাহারে নেপোলিয়ান কায়রো-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নেপোলিয়ানের জাহাজগুলি সম্পূর্ণ নিরাপদ অবস্থায় ছিল না; ইংরাজের নৌ-সৈন্যদল আসিয়া যে কোন মুহূর্ত্তে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিত। এই জন্য কায়রো-যাত্রার পূর্ব্বে নেপোলিয়ান জলযুদ্ধবিশারদ আড্‌মিরাল ব্রুয়েকে জাহাজগুলি অবিলম্বে আবুকার উপসাগর হইতে আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দরে আনিয়া রাখিবার জন্য আদেশ করিলেন এবং যে সকল জাহাজের বন্দরে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা ছিল না, সেগুলি কর্ফু দ্বীপাভিমুখে পরিচালিত করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। কিন্তু আড্‌মিরাল ব্রুয়ে নেপোলিয়ানের আদেশ প্রতিপালনে অবহেলা করায় ভবিষ্যতে ফরাসী রণতরীসমূহকে বিষম বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, সে কথা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

কায়রো-যাত্রার পূর্ব্বে নেপোলিয়ান কয়েকখানি জাহাজ খাদ্যদ্রব্য, অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাগুলী ও বারুদে পরিপূর্ণ করিয়া ভূমধ্যসাগরের তটরেখার নিকট দিয়া নীলনদের পশ্চিমশাখার অভিমুখে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প ছিল, তাঁহার সৈন্যগণ অন্য পথে পদব্রজে মরুভূমি পার হইয়া যথাকালে জাহাজের নিকট উপস্থিত হইতে পারিবে; জাহাজগুলি নীল নদের প্রবলস্রোতের প্রতিকূলে অগ্রসর

হইল। এ দিকে সৈন্যগণ মিশরের ভীষণ মরুভূমির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই মরুময় প্রান্তর প্রায় ত্রিশ ক্রোশ বিস্তৃত। এই নীরস শুষ্ক মরুভূমি সম্পূর্ণরূপে জনসমাগমশূন্য। ঊর্দ্ধাকাশ হইতে দীপ্তদিবাকর অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় সুতীব্র ময়ূখমালা বর্ষণ করিয়া মরুবালুকারাশি জ্বালাময় করিয়া তুলিয়াছেন। যে দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই অসীম বালুকাসমুদ্র, কোন দিকে একটি বৃক্ষ, এমন কি, একগাছি তৃণ পর্য্যন্ত নেত্রপথে পতিত হয় না। এই মরুভূমির মধ্যে কোথাও বিন্দুপরিমাণ পানীয় জল পাইবার সম্ভাবনা নাই। যে দুই একটি কূপ ছিল, একে তাহার জল অত্যন্ত বিস্বাদ ও পানের অযোগ্য, তাহার উপর দুর্দ্দান্ত আরবগণ শত্রুতা-সাধনের জন্য সেই জলে বিষ মিশ্রিত করিয়াছিল। সুতরাং নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ পথিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পানীয় জলের অভাবে অধিক পরিমাণে বিপন্ন হইয়া পড়িল।

৬ই জুলাই প্রত্যূষে নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ এই মরুভূমির উপর দিয়া অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল। তাহারা দেখিল, সুবিস্তীর্ণ মরুভূমি তাহাদের চতুর্দ্দিকে অনন্ত সমুদ্রের ন্যায় ধূ ধূ করিতেছে, প্রবল বায়ুবেগে বালুকারাশি উৎক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে; কোন দিকে জনসমাগম নাই, কেবল বহুদূরে, আকাশ ও মরুভূমির সীমান্তরেখায় দুই চারিজন সশস্ত্র আরব অশ্বারোহী সৈন্য বিদ্যুতের ন্যায় এক একবার দৃষ্টিগোচর হইয়া আবার মুহূর্ত্তের মধ্যে সীমান্তরেখার অন্তরালে অন্তর্হিত হইতেছে, কখন বা তাহারা সমুচ্চ বালুকাস্তূপের অন্তরালে সংগুপ্ত থাকিয়া পথশ্রান্ত, দ্রুতগমনে অসমর্থ, পশ্চাদ্‌বর্ত্তী দুই চারি জন ফরাসী সৈন্যকে নিহত করিয়া বিদ্যুদ্বেগে পলায়ন করিতেছে। নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ সকলেই শস্যশ্যামলা, ফল-পুষ্পভূষিতা প্রকৃতির রম্য-উপবন সুন্দরী ইতালীভূমির বক্ষে বিচরণ করিয়া এইভাবে দুর্লঙ্ঘ্য মরুভূমি অতিক্রমের কষ্টে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত ছিল, মরুভূমির মধ্যে আসিয়া তাহাদের নৈরাশ্য ও বিরক্তির সীমা রহিল না। অনেক উচ্চপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত উৎসাহভঙ্গ হইয়া পড়িলেন; এমন কি, লেন্স, মুরাট প্রমুখ সেনাপতিবর্গ— যাঁহারা সমরক্ষেত্রে জীবন-মরণ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া স্বদেশের গৌরবরক্ষার্থ প্রচণ্ড তেজে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, অগ্নিময় জ্বলন্ত গোলা অব্যর্থ মৃত্যুস্রোত বক্ষে ধারণ করিয়া বিদ্যুদ্গতিতে ছুটিয়া আসিতেছে দেখিয়াও যাঁহারা ক্ষণমাত্র প্রাণভয়ে বিচলিত হন নাই,—সেই সকল মহাযোদ্ধা মরুভূমির সুতীব্র দাহনজ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া নিদারুণ যন্ত্রণা ও নিরাশায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহাদের মস্তকাবরণ সবেগে বালুকারাশির উপর নিক্ষেপপূর্ব্বক সবলে তাহা পদদলিত করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণের অনেকেই পথশ্রম ও জলকষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া মরুভূমির মধ্যে পড়িয়া প্রাণ হারাইল। কিন্তু অধিকাংশ সৈন্যই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও অবসাদে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অকম্পিত-পদে, বীর-বিক্রমে মুক্তমরুপ্রদেশের অগ্নিরাশি ভেদ করিয়া চলিতে লাগিল।

কিন্তু এত কষ্টেও কাহারও মুখ হইতে একটি অসন্তোষের কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই, কিংবা নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে কেহ একটিও অপ্রিয় কথা উচ্চারণ করে নাই। নেপোলিয়ান সমস্ত সৈন্যমণ্ডলীর প্রধান সেনাপতি হইয়াও তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য স্বয়ং পদব্রজে তাহাদের সহিত অগ্রসর হইলেন। রাত্রিকালে বিশ্রাম করিবার আবশ্যক হইলে তিনি সাধারণ সৈনিকের ন্যায় অনাবৃত বালুকারাশির উপর শয়ন করিতেন, ক্ষুধাবোধ হইলে সৈনিকগণের সহিত সাধারণ খাদ্যদ্রব্যে উদর পূর্ণ করিতেন। সকল সৈন্য শয়ন করিলে তিনি শয়ন করিতেন এবং সকলের গাত্রোত্থানের পূর্ব্বেই বালুকাশয্যা ত্যাগ করিতেন। সৈন্যগণ প্রত্যহ শতবার স্ব স্ব অদৃষ্টের প্রতি ধিক্কার প্রদান করিয়াছিল, ক্রোধে ও ক্ষোভে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিয়াছিল, তাহাদের সহগামী বৈজ্ঞানিকগণকে তাহাদের এই দুর্গতির কারণ বিবেচনা করিয়া তাহাদের প্রতি প্রখর বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়াছিল; কিন্তু নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে কেহ একটি কথাও উচ্চারণ করে নাই; মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধার অভাব হয় নাই। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ক্লান্তিতে নেপোলিয়ানকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও কাতর দেখা যায় নাই, সৈন্যগণের দেহ হইতে পথশ্রমে যখন ঘর্ম্মস্রোত নির্গত হইত, তখন দেখা যাইত, নেপোলিয়ানের ললাটদেশে বিন্দুপরিমাণও ঘর্ম্ম সঞ্চিত হয় নাই। এই অক্লান্ত পরিশ্রমে একবারও তাঁহার মুখে বিষাদের ছায়া নিপতিত হয় নাই। একদিন একদল পদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারী এই সুকঠোর পথক্লান্তিতে অসন্তোষ প্রকাশ করিলে নেপোলিয়ান

ভ্রূভঙ্গীপূর্ব্বক তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন,—"তোমাদের এই বিদ্রোহপূর্ণ ভাষা পরিত্যাগ করিয়া সংযম অবলম্বন কর, নতুবা তোমরা ছয় ফিট উচ্চ হইলেও দুই ঘণ্টার মধ্যে তোমাদের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইবে।"

তাহার পর সেই সুদুস্তর মরুভূমির মধ্যে নিরাশা ও বিষাদে সকলের হৃদয় আচ্ছন্ন হইলে যখন বহুসংখ্যক তাল-বৃক্ষ-পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম-সন্নিকটবর্ত্তী স্বচ্ছ জলপূর্ণ সুবিস্তীর্ণ হ্রদ তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল, তখন তাহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না; সেই স্বচ্ছ সলিলে অবগাহন-পূর্ব্বক সমস্ত শ্রান্তি ও দেহের সকল জ্বালা দূর করিবার আশায় অধীর হইয়া তাহারা বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। এইরূপে তাহারা ক্রোশের পর ক্রোশ ধরিয়া চলিতে লাগিল, কিন্তু হায়, কোথায় বা সেই সকল গ্রাম, কোথায় বা সেই স্বচ্ছশীতল সুগভীর জলরাশি! ভীষণ মরুভূমির মধ্যে মরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে তাহারা প্রতারিত হইতে লাগিল। একদিন নেপোলিয়ান তাঁহার অধীনস্থ দুই একজন সৈনিক-কর্ম্মচারীর সহিত ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহার সৈন্যদল হইতে কিছু দূরে আসিয়া পড়িয়াছিলেন; কয়েকজন আরব অশ্বারোহী সৈন্য একটি বালুকাস্তূপের অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া তাঁহাদের গতি-বিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল; অবশেষে নেপোলিয়ান তাহাদের হাতে আসিয়া পড়িলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার কোন অপকার করিবার পূর্ব্বেই তিনি তাহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। তিনি সৈন্য-গণের সহিত মিলিত হইয়া সহাস্যে বলিয়াছিলেন,—"আমার অদৃষ্টে পরমেশ্বর আরবের হস্তে মৃত্যু লেখেন নাই।"

নেপোলিয়ানের সৈন্যদল যতই নীলনদের সন্নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, মামলুক অশ্বারোহী সৈন্যগণের সংখ্যা ততই অধিক হইয়া উঠিল এবং নেপোলিয়ানের সৈন্যগণকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণে বিব্রত করিয়া তুলিল। এই সকল মুসলমান সৈন্যগণ তেজস্বী আরবী অশ্বে আরোহণ করিয়া পিস্তল, তরবারি ও অন্যান্য অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া শত্রুসৈন্যের প্রাণ বিনাশ করিবার জন্য ইতস্ততঃ বিচরণ করিত। ইহারা অত্যন্ত সাহসী এবং অশ্বারোহণ-তৎপর; ইতালীর অশ্বা-রোহী সৈন্যগণের অপেক্ষাও অশ্বারোহণে সুনিপুণ। নেপো-লিয়ানের কোন কোন সৈন্য মূল দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেই ইহারা লক্ষপ্রবেগে তাহাদের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া সুতীক্ষ্ণ দামাস্কস্ তরবারির সাহায্যে তাহাদের মস্তক দেহ-চ্যুত করিয়া চক্ষুর নিমিষে এমন ত্বরিত-গতিতে অন্তর্ধান করিত যে, ফরাসী সৈন্যগণের বন্দুক তুলিবারও অবসর হইত না।

ক্রমাগত পাঁচ দিন অসীম যন্ত্রণা সহ্য করিয়া নেপো-লিয়ানের সৈন্যগণ দেখিতে পাইল, নীলনদের সুবিমল জলধারা মরুপ্রান্ত বিধৌত করিয়া নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই দৃশ্যে অবসন্ন মৃতপ্রায় সৈন্যগণের হৃদয়ে নবপ্রাণের সঞ্চার হইল। আনন্দে অধীর হইয়া সকল কষ্ট ভুলিয়া তাহারা যুগপৎ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল; সৈন্যগণের সকল শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইল। ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য নীলের শীতল জলে পড়িয়া দেহের যন্ত্রণা জুড়াইবার জন্য উন্মত্তহৃদয়ে মহাবেগে ধাবিত হইল এবং অল্পকালমধ্যেই সকলে নীলের সুনীল বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল। দীর্ঘকাল নদীগর্ভে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়া সৈন্যগণ দেহের জ্বালা ও পিপাসার শান্তি করিল।

নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ যখন এইভাবে জলক্রীড়ায় মত্ত ছিল, তখন দূরে বহু অশ্বের পদধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল। সেই সকল অশ্বের পাদোৎক্ষিপ্ত ধূলিজালে গগনতল সমাচ্ছন্ন এবং দেখিতে দেখিতে প্রায় এক সহস্র মামলুক সৈন্য তেজস্বী আরবী অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক ভৈরব-গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক প্রতি-ধ্বনিত করিতে করিতে ফরাসী সৈন্যগণের সম্মুখীন হইল। তাহাদের তীক্ষ্ণধার তরবারিতে দীপ্ত সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হইতেছিল; তাহাদের রত্নোজ্জ্বল উষ্ণীষের স্বর্ণখচিত প্রান্ত বায়ুভরে উড্ডীন হইতেছিল, তাহাদের কৃষ্ণ-শ্মশ্রু-মণ্ডিত মুখে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা অঙ্কিত ছিল। তাহারা সন্নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র ফরাসী সৈন্যগণের রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল, বহুদর্শী সৈন্যগণ হৃৎপরোনাস্তি সতর্কতার সহিত সুদৃঢ় ব্যূহ রচনা করিয়া শত্রু-সৈন্যের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মুসলমান সৈন্যগণ প্রলয়ের মহা ঝটিকার ন্যায় প্রবলবেগে নেপোলিয়ানের সৈন্যরেখার উপর নিপতিত হইল; কিন্তু গিরিশ্রেণী যেমন প্রলয়ের ঝটিকাবেগে বিচলিত না হইয়া অকম্পিতভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ নেপোলিয়ানের সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্যও এই নিদারুণ আক্রমণে কিছু-মাত্র বিচলিত হইল না; ফরাসী সৈন্যগণের সহস্র সহস্র সমুন্নত সুতীক্ষ্ণ সঙ্গীন, মুসলমান অশ্বারোহিগণের সহস্র

সহস্র বন্দুক হইতে ধূমানল-শিখা নির্গত হইয়া চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন করিল ; দেখিতে দেখিতে শত শত মুসলমান অশ্বারোহী শোণিতাপ্লুত দেহে চিরদিনের জন্য ধরাশয্যা অবলম্বন করিল, তাহাদিগকে আর উঠিতে হইল না। অবশিষ্ট মুসলমান সৈন্য প্রাণভয়ে পলায়ন করিল।

নেপোলিয়ান যে সময়ে ও যে স্থানে তাঁহার জাহাজসমূহ দেখিবার আশা করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে ঠিক সেই সময়ে সেই স্থানেই দেখিতে পাইলেন। ইহা দৈবাধীন ঘটনা নহে। নেপোলিয়ানের সূক্ষ্ম ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি ও মিশরের পথ-ঘাট-সম্বন্ধে নখদর্পণে প্রত্যক্ষবৎ প্রখর পর্য্যবেক্ষণশক্তি দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হইয়াছিল। নেপোলিয়ানের অধীনস্থ সেনাপতিগণ একবার বলিয়াছিলেন যে, এক সপ্তাহকাল মিশরে বাস করিয়া নেপোলিয়ান মিশরের প্রত্যেক বিষয়সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্বদেশ-সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা অপেক্ষা অল্প নহে।

দেশের প্রকৃতিভেদে ফরাসী সৈন্যগণের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। বিজিত সৈন্যশ্রেণী কঠোর পরিশ্রম এবং গভীর প্রবাস-বেদনা বিস্মৃত হইয়া সিকামোর ও তালবৃক্ষশ্রেণীর সুদূর-বিস্তীর্ণ শীতল ছায়ায় সঙ্গীত ও নৃত্য আরম্ভ করিল। চতুর্দিকে শস্যক্ষেত্রে প্রচুরোৎপন্ন স্বাদু শস্যশীর্ষ প্রকৃতিদেবীর সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলের ন্যায় বায়ুপ্রবাহে বিদোলিত হইতেছে ; পারাবতদল ঝাঁকে ঝাঁকে চতুর্দিকে উড়িয়া চলিয়াছে ; শতদল বিবিধ অপরিচিত বৃক্ষে বসিয়া সুগন্ধবিশিষ্ট বহু বিহঙ্গম সুমধুর-কাকলীতে তাহাদের স্বাধীন-সুখ জীবনের হর্ষে গগনতল প্লাবিত করিতেছে এবং দরিদ্র গ্রামবাসিগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধূমধূসরিতকুটির ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই সকল সুমধুর প্রাকৃতদৃশ্যের মধ্যে নেপোলিয়ানের সৈন্যগণের হৃদয় আনন্দ ও শান্তিরসে প্লাবিত হইয়া গেল। রাশি রাশি সুপক্ক খর্জ্জুর ভক্ষণে তাহারা ক্ষুধানিবৃত্তি করিতে লাগিল। এইরূপ আহার, আনন্দ ও বিশ্রামে পরিশ্রম অপগত হইলে পুনর্ব্বার সপ্তাহকাল ধরিয়া তাহারা নীলনদের তীর-উর্ব্বর কূলে কূলে চলিতে লাগিল এবং গভীর আনন্দভরে প্রকাশ করিল, কাইরোর ন্যায় সুন্দর স্থান ভূমণ্ডলে আর দ্বিতীয় নাই।

নেপোলিয়ান কাইরোর পথে জনৈক আরব শেখের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই শেখ মহাশয় ধনবান্ ব্যক্তি, কিন্তু তাঁহার গৃহের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া নেপোলিয়ান একজন দ্বি-ভাষীর সাহায্যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— "আপনি ঐশ্বর্য্যবান্ ব্যক্তি হইয়াও এরূপ শোচনীয়ভাবে থাকেন কেন ? আপনি সরলভাবে সকল কথা খুলিয়া বলুন, আপনার কোন আশঙ্কা নাই।" শেখ মহাশয় বলিলেন,— "কিছুদিন পূর্ব্বে আমি আমার গৃহের সমারোহপূর্ব্বক তাহা সুসজ্জিত করিয়াছিলাম। কাইরোর মামলুকগণ কোন সূত্রে সে সংবাদ জানিতে পারিয়া আমাকে প্রচুর অর্থের অধিকারী বলিয়া মনে করিলেন এবং আমার নিকট অনেক টাকা চাহিয়া বসিলেন। আমি প্রথমে এই টাকাপ্রদানে অস্বীকার করায় আমার উপর সজোরে বেত্রাঘাতের আদেশ হইল। সেই ভীষণ আঘাতে আমি চিরজীবনের জন্য খঞ্জ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি এবং অবশেষে এইভাবে কালযাপন করাই কর্ত্তব্য মনে করিয়াছি।" নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি মামলুকগণের এইরূপ পৈশাচিক অত্যাচার স্বচক্ষে দেখিয়া নেপোলিয়ান বিস্মিত হইলেন। তাহাদের অত্যাচারে কোন লোক ধনসম্পত্তি ও স্ত্রীকন্যাদি লইয়া নিরাপদে কালযাপন করিতে পারিত না, এমন কি, কোন ব্যক্তির জীবন পর্য্যন্ত নিরাপদ্ ছিল না।

নেপোলিয়ান যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই অতি-সাহসী মামলুক অশ্বারোহী সৈন্য চারিদিক্ হইতে দলে দলে আসিয়া ফরাসী সৈন্যসমূহের নানা প্রকার অসুবিধা উৎপাদন করিতে লাগিল। তাহাদের আক্রমণে কোন একটা নিয়ম বা শৃঙ্খলা না থাকায় নেপোলিয়ানকে সর্ব্বদাই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া চলিতে হইল। তদনুসারে তিনি তাঁহার সৈন্যগণকে পাঁচ দলে বিভক্ত করিলেন। প্রত্যেক দল আবার দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া চলিতে লাগিল এবং তাহাদের প্রান্তভাগ কামানের দ্বারা সুরক্ষিত করা হইল। সেনাপতিগণ, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলী ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির স্থান এই সেনাদলের মধ্যস্থলে নির্দ্দিষ্ট হইল। এইভাবে এক সপ্তাহ যাত্রার পর ফরাসী সৈন্যগণ কাইরো নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল। শত্রুসৈন্যগণ দলে দলে আসিয়া বহুবার তাহাদের গতিরোধ করিয়াছিল, কিন্তু ফরাসী সৈন্যগণের গুলীবৃষ্টিতে তাহারা অধিককাল তাহাদের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে নাই।

ফরাসী সৈন্যগণ কাইরোর সন্নিকটবর্ত্তী হইলে

মামলুকগণের অধিনায়ক মোরাদ-বে দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য এবং চতুর্ব্বিংশ সহস্র পদাতিক সৈন্য লইয়া ফরাসী সৈন্যের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কাইরো নগর নীলনদের পূর্ব্বতীরে সংস্থাপিত; নেপোলিয়ান ইহার পশ্চিমতীর ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। ২১শে জুলাই প্রাতঃকালে নেপোলিয়ান তাঁহার সৈন্যগণকে নগরের সন্নিকটবর্ত্তী হইবার আদেশ প্রদান করিলেন। তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই। সৈন্যগণ চলিতে আরম্ভ করিল। অবিলম্বে সূর্য্যোদয় হইলে ফরাসী সৈন্যগণ দেখিল, অদূরবর্ত্তী নগরবক্ষে সমুন্নত মিনার-সমূহ দণ্ডায়মান হইয়া নির্ম্মল গগনতল চুম্বন করিতেছে, প্রভাত-সূর্য্যের সুরঞ্জিত কিরণজাল তাহাদের শিরোদেশ লোহিত আভায় রঞ্জিত করিয়াছে এবং দক্ষিণে মরুপ্রান্তরের সীমান্তভূমিতে পিরামিডের বিরাট্ দেহ স্পর্দ্ধাভরে গিরি-শৃঙ্গের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দ্দিকস্থ সুবিস্তীর্ণ সমতল ভূখণ্ডের উপর অভ্রভেদী মহিমা প্রকাশ করিতেছে।

সহস্র সহস্র ফরাসী সৈন্য অদূরবর্ত্তী সেই যুগান্তকাল-প্রথিত সুমহান্ দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়মগ্নহৃদয়ে নিশ্চলভাবে স্তব্ধ হইয়া রহিল। মহা উৎসাহে নেপোলিয়ানের মুখমণ্ডল লোহিত আভা ধারণ করিল। তিনি সৈন্যগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন—"সৈন্যগণ, তোমাদের এ মহা গৌরবময় অভিযান সন্দর্শনের জন্য ইহারা বিগত চল্লিশ শতাব্দী ধরিয়া এইখানে এইভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।"—ফরাসী সৈন্যগণের বিস্ময় সম্যক্ প্রশমিত হইবার পূর্ব্বেই তাহারা দেখিতে পাইল, পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় সহস্র সহস্র মামলুক সৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইতেছে। ফরাসী সৈন্যগণ আর কালবিলম্ব না করিয়া উদ্দীপনাময় সুগভীর রণসঙ্গীতে পিরামিডের পদপ্রান্তস্থ, প্রভাত-রৌদ্রপ্লাবিত, স্নিগ্ধসমীর-শীতল, সুবিস্তীর্ণ মুক্ত প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া শত শত সমুজ্জ্বল রণপতাকা উড্ডীন করিয়া মহা উৎসাহে সগর্ব্বপদ-ক্ষেপে শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হইল; পিরামিডের পাদদেশ সহস্র সহস্র অস্ত্রধারী সৈনিকের সমাবেশে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দশ সহস্র মামলুক অশ্বারোহী সৈন্যের উজ্জ্বল অস্ত্র প্রভাত-রৌদ্রে ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল, তাহাদের তেজস্বী অশ্ব, তাহাদের সুদীর্ঘ বীরদেহ, তাহাদের বিচিত্র রণপরিচ্ছদ প্রাচ্য-ভূখণ্ডের বীররুচি প্রকাশ করিতেছিল। নেপোলি-য়ানের সৈন্যগণ পাঁচ দলে বিভক্ত হইয়া চত্বারিংশৎ সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যে সংঘটিত শত্রুব্যূহ আক্রমণো-দ্যত হইল।

নেপোলিয়ান তাঁহার সুবৃহৎ অশ্বপৃষ্ঠে আসীন হইয়া সম্মুখবর্ত্তী মুসলমান সৈন্যগণের অবস্থান পর্য্যবেক্ষণের জন্য দূরবীক্ষণের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অন্যান্য সেনাপতিগণও দূরবীক্ষণের সাহায্যে শত্রুসৈন্যের ব্যূহরচনা-কৌশল সন্দর্শন করিতেছিলেন, কিন্তু শত্রুসৈন্যের কোন ত্রুটি তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল না। কেবল নেপোলিয়ানই দেখিলেন, শত্রুগণের ব্যূহরচনার মধ্যে একটি গুরুতর ত্রুটি বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহাদের কামানসমূহ শকটের উপর সংস্থাপিত নাই, সুতরাং সেই সকল কামানের অবস্থার পরি-বর্ত্তন সহজসাধ্য নহে। এরূপ অবস্থায় শত্রুগণের সম্মুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক পার্শ্বদেশ আক্রমণে রণজয় অবশ্যম্ভাবী। তাহাদিগকে সেইভাবে আক্রমণ করিবার জন্য আদেশ প্রদানের পূর্ব্বেই বুদ্ধিমান্ মোরাদ-বে আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে আদেশ প্রদান করিলেন,—"এই সকল কুকুরকে অবিলম্বে কুষ্মাণ্ডের ন্যায় খণ্ড খণ্ড কর।"

অতঃপর যে দৃশ্য আরম্ভ হইল, তাহা অতি ভয়াবহ। দশ সহস্র সুদৃশ্য পরিচ্ছদ ও অস্ত্রসজ্জিত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তুরঙ্গ-মারোহী মামলুক-সৈন্য ভৈরব হুঙ্কারে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া, পদভরে বসুন্ধরা প্রকম্পিত করিয়া, যুগপৎ মহাবেগে ফরাসী সৈন্যমণ্ডলীর উপর নিপতিত হইল। সেই সুদুঃসহ বেগ সহ্য করা পৃথিবীর অন্য কোন সেনাদলের পক্ষে অসম্ভব হইত কি না সন্দেহ; কিন্তু নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ বর্ষার মহা বেগবতী নদীস্রোতের সম্মুখবর্ত্তী গিরিমালার ন্যায় অবিচলভাবে দণ্ডায়মান রহিল, ফরাসী সৈন্যশ্রেণী পদমাত্রও বিচলিত না হইয়া, সঙ্গীন সমুদ্যত করিয়া মুসলমানগণের গতি রোধ করিল। ফরাসী কামান ও বন্দুক হইতে সহস্র সহস্র গোলাগুলী শনৈঃ শনৈঃ নিঃসারিত হইয়া বর্ষার সুপ্রচুর ধারাপাতের ন্যায় মুসলমান সৈন্যগণের উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। সেই অব্যর্থ আঘাতে মুসলমানগণের শত শত অশ্ব ও অশ্বারোহীর গতপ্রাণ দেহ বালুকাময় রণক্ষেত্রে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। বালুকারাশি হত ও আহত মুসলমান সৈন্যগণের হৃদয়শোণিতে লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। কামানের গম্ভীর নির্ঘোষে এবং বারুদের সুপ্রচুর ধূমে রণস্থল আচ্ছন্ন হইল; ধূমের সহিত ক্ষিপ্তপ্রায়

আহত অশ্বসমূহের ক্ষুরোৎক্ষিপ্ত ধূলিরাজি সম্মিলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে নৈশ-অন্ধকারের সৃষ্টি করিল। পশ্চাদ্‌গামী শত শত অশ্বের ভীষণ পদতাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া কত মুসলমান সৈন্য বিনা যুদ্ধে ধরাশায়ী হইল, তাহার সংখ্যা নাই। নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ তাহাদের অদূরবর্ত্তী পিরামিডের ন্যায় অচলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া অটল-সাহসে যুদ্ধ করিতে লাগিল, একটি সৈন্যও রেখা ত্যাগ করিল না। ক্রোধে, ক্ষোভে এবং শত্রুসৈন্যগণের অলৌকিক বীরত্ব দর্শনে অধীর মুসলমান সেনামণ্ডলী বিদলিত-লাঙ্গুল সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। প্রাণের মায়ামমতা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক অন্তিম সাহসে নির্ভর করিয়া প্রচণ্ড তেজে আর একবার তাহারা ফরাসী সৈন্যরেখা বিদীর্ণ করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু সেই দুর্ভেদ্য সৈন্যদুর্গ ভেদ করা তাহাদের সাধ্য হইল না। অক্ষমতায় ক্ষোভে ক্ষুব্ধ হইয়া মুসলমান সৈন্যগণ তাহাদের বন্দুক উন্নত করিয়া ফরাসী সৈন্যশ্রেণীর মস্তকে গুলীবর্ষণ করিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী সৈন্যগণের অব্যর্থ গুলীতে হত ও আহত হইয়া তাহারা ধরাশায়ী হইল। যাহারা কিঞ্চিৎ সবল রহিল, তাহারা মৃত্যুকালীন নিঃশেষিতপ্রায় সাহস ও বলের সহিত ভূপতিত অবস্থাতেই ফরাসী সৈন্যগণের পদে কোষমুক্ত তরবারির দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল এবং এইরূপে তাহাদিগকে ছিন্ন-পদ অবস্থায় ভূতলে নিপাতিত করিতে লাগিল। মামলুক সৈন্যগণ যেরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিল, তাহা অনন্যদুর্লভ, প্রাচ্য-ভূখণ্ডে এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বিক্রমশালী, দুর্জ্জয় সেনাদল আর দ্বিতীয় ছিল কি না সন্দেহ।

কিন্তু নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ইউরোপজয়ী, রণবিদ্যাবিশারদ, মহাপরাক্রান্ত সৈন্যদল লইয়া মিশর-দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার সুশিক্ষিত গোলন্দাজ-সৈন্যপরিচালিত কামানশ্রেণী হইতে অগ্নিময় গোলাসমূহ গম্ভীর নির্ঘোষে নির্গত হইয়া মুসলমান সৈন্যদলের উপর বজ্রের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল, প্রতি মুহূর্ত্তে মুসলমান সৈন্যগণের সংখ্যা হ্রাস পাইতে লাগিল, তাহাদের মধ্যে আর কোন প্রকার শৃঙ্খলা বর্ত্তমান রহিল না। অবশেষে এই অশ্রান্ত অগ্নিস্রোত সহ্য করিতে না পারিয়া মুসলমান পদাতিক সৈন্যগণ প্রাণভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল। তদ্দর্শনে অশ্বারোহিগণও "যঃ পলায়তি স জীবতি," এই মহাজনবাক্যের অনুসরণ করিল, দেখিয়া ফরাসী সৈন্যগণের উৎসাহ ও বিক্রম শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তাহারা অধিকতর তেজের সহিত গোলা-বর্ষণ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে অগ্নিবৃষ্টি, সহস্র সহস্র মুসলমান সৈন্য কম্পমান-বক্ষে নীলনদের খরস্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িল; কিন্তু তাহাতেও রক্ষা নাই, ফরাসীর গুলী ঝাঁকে ঝাঁকে শিলাবৃষ্টির ন্যায় সেই রণক্লান্ত সন্তরণশীল মুসলমানগণের মস্তকের উপর বর্ষিত হইতে লাগিল, তাহাদের রক্তে নীলনদের সুনীল সলিলপ্রবাহ লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। যে সকল মুসলমান সৈন্য মরুভূমি-অভিমুখে পলায়ন করিল, তাহাদেরও অধিকাংশেরই প্রাণের আশা বর্ত্তমান রহিল না; ঊর্দ্ধে মার্ত্তণ্ডদেবের জ্বালাময় কিরণ; পদতলে বহুদূর-বিস্তীর্ণ মরুবালুকারাশি অগ্নিময়,—মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ অত্যুষ্ণ বাষ্পের ন্যায় অসহ্য।

তথাপি বিজয়ী ফরাসী সৈন্যগণ পলায়িত মুসলমান সেনাদলের পশ্চাদ্ধাবনে বিরত হইল না। অতি অল্পকালের মধ্যেই রণক্ষেত্র ভয়ানক আকার ধারণ করিল। সূর্য্যদেব মধ্যাকাশে আরোহণ করিবার পূর্ব্বেই পরাজিত মুসলমান সৈন্যগণ রণক্ষেত্র হইতে অদৃশ্য হইল, কিন্তু হত ও আহত সৈন্যগণের রক্তাক্তদেহে বিস্তীর্ণ প্রান্তর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মুসলমান সেনাগণের মূল্যবান্ শাল, উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্র, আরবী ঘোড়া এবং প্রচুর অর্থ ফরাসীদিগের হস্তগত হইল। মামলুকগণ স্ব স্ব দেহে বহুমূল্য স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করিত এবং যুদ্ধক্ষেত্রেও তাহারা স্বর্ণমুদ্রা বহন করিয়া আনিত, সে সমস্তই ফরাসী সৈন্যগণ প্রাপ্ত হইল। তাহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না। এই যুদ্ধে ফরাসী সৈন্যের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা এক শতের অধিক হয় নাই, কিন্তু মুসলমানদিগের দশ সহস্র সেনা নিহত হইয়াছিল। তাহারা কাপুরুষের ন্যায় প্রাণবিসর্জ্জন করে নাই; সেই সকল রণদুর্ম্মদ, অসমসাহসী মামলুক অশ্বারোহিগণের বীরত্ব দর্শন করিয়া নেপোলিয়ান বিস্ময়াপ্লুত-হৃদয়ে বলিয়াছিলেন,—"এই সকল মামলুক অশ্বারোহিগণকে আমরা ফরাসী পদাতিক সৈন্যদলের সহিত সম্মিলিত করিতে পারিলে আমি পৃথিবীজয়ে সমর্থ হইতাম।"

এই যুদ্ধে জয়লাভের পর নেপোলিয়ান মিশরের একাধিপত্যলাভে সমর্থ হইলেন। যুদ্ধজয়ের রাত্রে তিনি

মুরাদ বের সুপ্রশস্ত রাজপ্রাসাদে বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। এই প্রাসাদ প্রাচ্যদেশীয় বিলাসিতার সর্ব্বপ্রকার উপকরণে সজ্জিত ছিল। প্রাসাদস্থিত বহুমূল্য দ্রব্যরাজির শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া ফরাসী সামরিক কর্ম্মচারিগণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। বাস্তবিকই এই সকল যথেচ্ছাচারী শাসন-কর্ত্তৃগণের অবৈধ বিলাসবাসনা ও ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির জন্য নিগৃহীত মিশরীয় প্রজাগণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। নীলনদ ক্রীতদাসের ন্যায় পোতপূর্ণ রত্নভাণ্ডার রাজ্যের সর্ব্বত্র হইতে বহন করিয়া তাহাদের অর্থলালসা প্রশমিত করিত। রাজকীয় উদ্যান সুবিস্তীর্ণ, প্রকৃতি দেবীও যেন প্রতাপশালী মামলুক সর্দ্দারগণের ভয়ে ভীত হইয়া প্রাণপণ শক্তিতে সেই উদ্যানের শোভা সম্পাদন করিয়াছিলেন; নয়নাভিরাম পুষ্পকাননের মনোরম দৃশ্য ইন্দ্রের নন্দনকাননের সহিত উপমিত হইতে পারিত। স্থানে স্থানে লতাপত্র-মণ্ডিত নিভৃত নিকুঞ্জ, হরিৎপত্র-শোভিত সুন্দর দ্রাক্ষাক্ষেত্র, গুচ্ছ গুচ্ছ সুপক্ক দ্রাক্ষা সৈনিকগণের রসনেন্দ্রিয় সরস করিয়া তুলিল। সৈনিকবৃন্দের ক্ষুধানলে আহুতি প্রদানের জন্য শত শত মণ নানাবিধ মুখরোচক মিষ্টান্ন নেপোলিয়ানের আদেশে আনীত হইল, তাহারা মুখব্যাদানপূর্ব্বক পরম পরিতৃপ্তিভরে উদরদেবের পরিচর্য্যায় রত হইল। বহুদেশ হইতে সংগৃহীত, প্রাসাদাভ্যন্তরে বহুযত্নে সংরক্ষিত বিবিধ দ্রব্যসম্ভার বিজয়ী সৈন্যদলের করতলগত হইল।

'পিরামিডের যুদ্ধ' জয় করিয়া নেপোলিয়ান আসিয়া এবং আফ্রিকা ভূখণ্ডে অজেয় বীর বলিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট খ্যাত হইলেন। তাঁহার নামে পরাক্রান্ত শত্রুগণের হৃদয় মহা ভয়ে বিকম্পিত হইতে লাগিল। নেপোলিয়ানের প্রতিভা-কিরণে অত্যাচারী, উদ্ধত, ইন্দ্রিয়পরায়ণ দেশীয় শাসনকর্ত্তৃগণ প্রভাত-সূর্য্যালোকে কুহেলিকারাশির ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। মিশরের মরুভূমিতে পদার্পণ করিবার তিন সপ্তাহমধ্যে নেপোলিয়ান মিশরের সম্রাট্‌রূপে পূজিত হইতে লাগিলেন। মিশরবাসিগণ তাঁহাকে তাহাদের উদ্ধারকর্ত্তা ও স্বাধীনতা-দাতা বলিয়া মনে করিতে লাগিল এবং মিশরবাসিগণ তাঁহাকে 'সুলতান কেবির' এই মহা-গৌরবপূর্ণ উপাধি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিল।

মামলুকগণের পত্নীবর্গের প্রতি নেপোলিয়ান যোগ্য সম্মান-প্রদর্শনে বিরত হন নাই। তাঁহারা সকলেই কাইরোর রাজপ্রাসাদে বাস করিতেছিলেন, নেপোলিয়ান তাঁহার সুযোগ্য সহযোগী ইউজিনকে মোরাদ-বের পত্নীর রক্ষণা-বেক্ষণের ভার প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদের সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন। তাঁহাদের প্রাণ, মান ও অর্থ-সম্পত্তি যাহাতে নিরাপদে থাকে, তাহার উপায়-বিধান করিলেন এবং তাঁহাদের কোন প্রার্থনাই অপূর্ণ রাখিলেন না। মোরাদ-বের পত্নী ইউজিনের সৌজন্য ও সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে একটি বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরীয় উপহার দান করিয়াছিলেন।

কাইরো-জয়ের পর নেপোলিয়ান মিশরের সর্ব্ববিধ উন্নতিতে মনঃসংযোগ করিলেন, অরাজক অবস্থায় প্রজাগণের যে সমস্ত অসুবিধা ও কষ্ট অবশ্যম্ভাবী, তাহা বিদূরিত করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন, সম্ভ্রান্ত আরবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভদ্রব্যবহারে তাঁহাদিগকে বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে অভয়দান-পূর্ব্বক বলিলেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম, তাঁহাদের স্বাধীনতা এবং সর্ব্বপ্রকার অধিকার ও মিশরের লুপ্তপ্রায় গৌরব সংরক্ষিত করাই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। এই প্রকার ব্যবহারে তিনি সর্ব্বসাধারণের নিকট বিশ্বাস ও প্রশংসাভাজন হইলেন। উৎকৃষ্ট নিয়মে রাজ্যশাসনের জন্য তিনি কাইরোর শ্রেষ্ঠ অধিবাসিবর্গের দ্বারা একটি সভা স্থাপন করিলেন, রাজ্যের চতুর্দ্দিকে নানা স্থানে তাহার শাখাসভা-সমূহ স্থাপিত হইতে লাগিল। অপক্ষপাত আইন প্রবর্ত্তিত হইল, রাজ্যের নানা স্থানে খাল খনন করা হইল, নূতন পথ নির্ম্মিত হইল, স্বল্পব্যয়ে নানাবিধ উৎকৃষ্ট পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের নানাবিধ কল স্থাপিত হইল এবং কৃষিদ্রব্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইল। যে সকল ইঞ্জিনিয়ার, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক এবং মিস্ত্রীগণ নেপোলিয়ানের সহিত মিশরযাত্রা করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই সকল বিভিন্ন কার্য্যবিভাগের ভার গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিতে লাগিলেন। নব-নির্ম্মিত হাঁস-পাতালে পীড়িত ব্যক্তিগণের জন্য উপযুক্ত শয্যা রক্ষিত হইল। বিবিধ ধাতু দ্বারা নানাপ্রকার শিল্পদ্রব্য নির্ম্মিত হইতে লাগিল। মুদ্রাযন্ত্রে আরবী ও ফারসী ভাষায় নানাবিধ গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া অজ্ঞানান্ধকারপূর্ণ দেশের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের পথ মুক্ত করিয়া দিল। নেপোলিয়ান
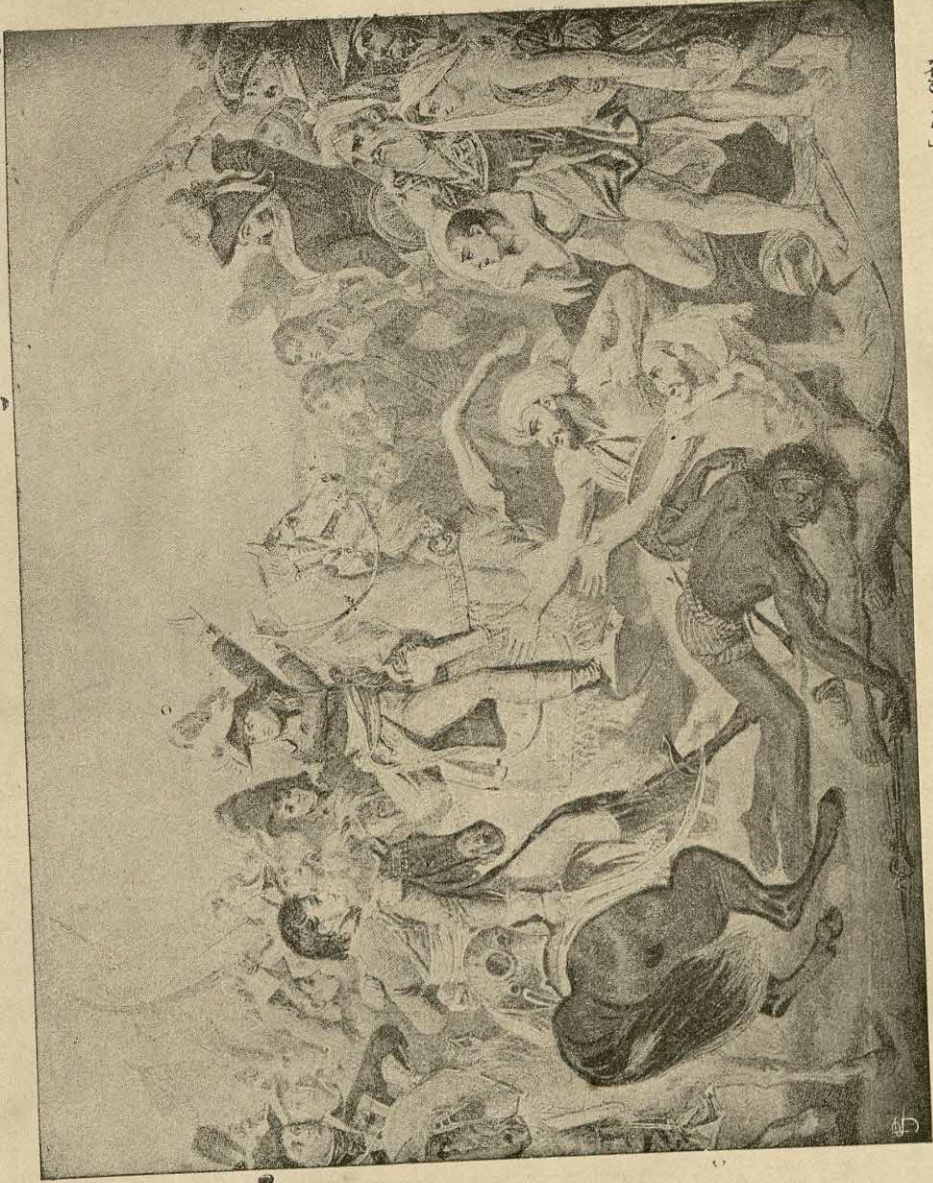
পিরামিডের যুদ্ধ

[৯১ পৃষ্ঠা

অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন, তাঁহার মহৎ দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া কর্ম্মচারিবর্গ মিশরের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি-সাধনে যত্নবান্ হইলেন। মিশরের উন্নতির জন্য, এই পতিত দেশের পূর্ব্বগৌরব পুনঃস্থাপিত করিবার নিমিত্ত তিনি যেরূপ কঠোর পরিশ্রমে অহোরাত্র ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন, মানবের পক্ষে সেরূপ পরিশ্রম বাঞ্ছনীয় হইলেও অত্যন্ত দুর্লভ। বিলাসিতায় তাঁহার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই, অসার আড়ম্বরের প্রতি তিনি সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ, জিতেন্দ্রিয়তায় তিনি ঋষিতুল্য, ইহা লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিলে তিনি সহাস্যে বলিয়াছিলেন,—"প্রমদাপ্রসঙ্গে কিংবা ব্যসনে আমার কিছুমাত্র আসক্তি নাই, আমি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক মনুষ্য।"

আরবগণের সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় এমন অসাধারণ মনুষ্যসম্বন্ধে তাহাদের কিছুমাত্র ধারণা ছিল না, তাহারা কোন দিন কল্পনা করিতেও পারে নাই যে, যিনি বজ্র-হস্তে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া অচিরকাল-মধ্যে একটি সুবিস্তীর্ণ শাসনদণ্ড পরিচালন করেন, তিনি এরূপ সদয়হৃদয় ও নিঃস্বার্থপর হইতে পারেন! তাহাদের বিস্ময়ের ইয়ত্তা রহিল না! কারণ, প্রাচ্য-ভূখণ্ডে এরূপ মহত্ব এবং আত্মত্যাগ-সম্বন্ধে তাহাদের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না, ইহার কারণ-নির্ণয়েও তাহারা অক্ষম ছিল। মহা পরাক্রান্ত বীর একটা দেশ জয় করিয়া পরাজিত জাতির স্ত্রী-কন্যাগণের সম্মান অব্যাহত রাখিলেন, তাহাদের ধন-প্রাণ অপহৃত হইল না, ইহা তাহাদের নিকট সম্পূর্ণ রহস্যপূর্ণ ব্যাপার বলিয়া অনুভূত হইল। ত্রিংশৎ সহস্র ইউরোপীয় তাহাদের স্বদেশ ও স্বজন পরিত্যাগপূর্ব্বক সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরবর্ত্তী ভূখণ্ডে পদার্পণ করিয়া তদ্দেশীয়গণের সুখ, শান্তি ও উন্নতিবিধানের জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেছে, ইহা মিশরবাসিগণের নিকট বিধিনির্দ্দিষ্ট বিধানের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তাহারা নেপোলিয়নকে আল্লার অনুগৃহীত মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। মুসলমান-গণের ভজনালয়ে সহস্র সহস্র ভক্তের সমস্বরে সুগম্ভীর প্রার্থনার সহিত নেপোলিয়ানের মহিমা ধ্বনিত হইয়া অনন্ত অম্বর-তল পরিপূর্ণ করিতে লাগিল।

নেপোলিয়ান মিশরবাসিগণের হৃদয়াকর্ষণের জন্য তাহাদের আচার-ব্যবহার এবং রীতি-নীতিসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তাহাদের ধর্ম্মবিষয়ক ও জাতীয় উৎসবে যোগদানে বিরত হইলেন না। যদিও তিনি তদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত সেবকগণের হস্তে বিচার-বিতরণের ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন, তথাপি যাহাতে নিরপেক্ষভাবে সর্ব্বত্র বিচার বিতরিত হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। আফ্রিকার বিস্তীর্ণ মরুস্থলে যে সকল ভীষণস্বভাব দস্যু দল-বদ্ধ হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে পথিকগণের ধনপ্রাণ অপহরণ করিত, নেপোলিয়ানের কঠোর শাসনে এই পাপ-ব্যবসায় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তাহারা শান্তভাবে কালযাপন করিতে লাগিল। মিশরবাসিগণের সহিত অল্পদিনের মধ্যেই ফরাসীসৈন্যগণের বন্ধুত্ব ঘনীভূত হইয়া উঠিল; সৈন্যগণ অবাধে নগরবাসিগণের গৃহে প্রবেশ করিত, তাহাদের ফর্সীতে তাম্রকূট ধূমপান করিত, তাহাদের শ্রমসাধ্য গৃহকর্ম্মে সাহায্য করিত এবং বালকবালিকাগণের সহিত অসঙ্কোচে শিশুসুলভ ক্রীড়ায় যোগদানপূর্ব্বক তাহাদের আনন্দ শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিত।

এক দিন নেপোলিয়ান কাইরোর রাজপ্রাসাদে বসিয়া বহুসংখ্যক সেক ও ওমরাহবর্গের সহিত আলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি সংবাদ পাইলেন, কতকগুলি দস্যু দলবদ্ধ হইয়া মরুস্থলে একটি অসহায় দরিদ্র কৃষকের প্রাণবধপূর্ব্বক তাহার মেষপাল লুণ্ঠন করিয়াছে। এই সংবাদ শ্রবণমাত্র নেপোলিয়ান তাঁহার এক জন কর্ম্মচারীকে আহ্বানপূর্ব্বক আদেশ প্রদান করিলেন—তিন শত অশ্বারোহী সৈন্য এবং দুই শত উষ্ট্র লইয়া অবিলম্বে দস্যুগণের অনুসরণে প্রবৃত্ত হও, যে প্রকারে পার, তাহাদিগকে ধৃত করিয়া এই অত্যাচারের প্রতিফল প্রদান কর।

নেপোলিয়ানের এই আদেশ শুনিয়া এক জন সেক সবিস্ময়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দস্যুহস্তে নিহত এই হতভাগ্য কৃষক কি আপনার কোন আত্মীয় যে, আপনি তাহার প্রাণনাশে এ প্রকার ক্রোধ প্রকাশ করিতেছেন?" নেপোলিয়ান যে উত্তর দিলেন, সেরূপ মহত্বপূর্ণ বাণী পৃথিবীর মহা পরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ীর মুখে কদাচ শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি বলিলেন, "সে আমার আত্মীয় নহে, কিন্তু আত্মীয় অপেক্ষাও অধিক; তাহার জীবন ও সম্পত্তিরক্ষার ভার ভগবান্ আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।" বিস্ময়মুগ্ধ সেক বলিল, "আশ্চর্য্য বটে, আপনি মহাপুরুষের ন্যায় কথা

বলিলেন।" নেপোলিয়ানকে গোপনে বধ করিবার জন্য তুরস্কের অধিনায়কগণ অনেকগুলি গুপ্তঘাতক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু মিশরবাসিগণ নেপোলিয়ানকে এরূপ আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত যে, ঘাতকগণের সমস্ত ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছিল।

এই প্রকার সুখ ও সৌভাগ্যের মধ্যে ফরাসী সৈন্যগণ এরূপ ভয়ানক বিপদে নিপতিত হইল যে, ফরাসীজাতির উন্নতিস্রোত তাহাতে প্রতিহত হইয়া পড়িল। নৌ-সেনাপতি আডমিরাল ব্রুয়ে নেপোলিয়ানের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। নেপোলিয়ান মিশরযাত্রার পূর্ব্বে আবুকার উপসাগর হইতে ফরাসী নৌবল অপেক্ষাকৃত নিরাপদ্‌স্থানে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু আডমিরাল ব্রুয়ে নেপোলিয়ানের কোন স্বার্থসাধনোদ্দেশে স্বদেশে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করায় যথাকালে নেপোলিয়ানের আদেশ প্রতিপালন করিতে পারেন নাই। নেপোলিয়ানের কাইরো নগরে উপস্থিত হইবার পরদিন ব্রুয়ের পত্রে অবগত হইলেন যে, ফরাসী নৌ-সৈন্যসমূহ আবুকার উপসাগরেই অবস্থিত রহিয়াছে এবং ইংরাজগণ কর্তৃক তাহাদের আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা আছে। এই সংবাদে নেপোলিয়ান বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া ব্রুয়ের নিকট এক দূত প্রেরণ করিলেন এবং অত্যন্ত অসন্তুষ্টভাবে তাঁহাকে জানাইলেন যে, মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া আলেক্‌জান্দ্রিয়ার বন্দরে কিংবা কর্ফুতে যেন সমস্ত জাহাজ পরিচালিত হয়। দুর্ভাগ্যের বিচিত্র গতি! এই দূত এক দল আরবের হস্তে পথিমধ্যে নিহত হইল। ইতিমধ্যে ইংরাজ নৌ-সৈন্যগণের সর্ব্বপ্রধান পরিচালক লর্ড নেল্‌সন জানিতে পারিলেন, ফরাসীগণ মিশরে অবতীর্ণ হইয়াছে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

১লা আগষ্টের সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময় ইংরাজের যুদ্ধজাহাজসমূহ সগর্ব্বে আবুকার উপসাগরে প্রবেশ করিল। তাহারা দেখিল, ফরাসীদিগের ত্রয়োদশখানি যুদ্ধজাহাজ এবং চারিখানি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট রণতরী অর্দ্ধচন্দ্রাকারে উপকূলসন্নিকটে অবস্থিত রহিয়াছে। জলযুদ্ধে সুপণ্ডিত প্রতিভাবান্ নেল্‌সন যে ভাবে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন, তাহাতে প্রথম হইতেই ফরাসীগণের পরাজয়সম্ভাবনা সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল না। তিনি ইংরাজ যুদ্ধজাহাজসমূহকে ফরাসী জাহাজগুলির উভয়পার্শ্বে সংস্থাপিত করিলেন, তাহাতে প্রত্যেকখানি ফরাসী জাহাজের উভয়পার্শ্বে দুইখানি ইংরাজ জাহাজ কর্তৃক আক্রান্ত হইবার ব্যবস্থা হইল। অন্যান্য ফরাসীজাহাজ দূরে নঙ্গর ফেলিয়া অবস্থান করিতেছিল. প্রতিকূল বায়ু ভেদ করিয়া বিপন্ন সহযোগিবর্গের সাহায্যার্থ অগ্রসর হওয়া তাহাদের সাধ্য ছিল না।

আডমিরাল ব্রুয়ে মনে করিয়াছিলেন, তিনি তটভূমির যেরূপ নিকটে তাঁহার রণতরীসমূহকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তটভূমি ও ফরাসী রণতরীসমূহের ব্যবধানপথে ইংরাজ যুদ্ধজাহাজসমূহ অগ্রসর হইতে পারিবে না,—তাঁহার এই বিশ্বাসই তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ হইল। দেখিতে দেখিতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ফরাসী জাহাজগুলি ইংরাজ যুদ্ধজাহাজসমূহ কর্তৃক পরিবেষ্টিতপ্রায় হইল। ফরাসীগণ যে ইংরাজ হস্তে পরাজিত হইবে, এ কথা অনেক ইংরাজেরও বিশ্বাস হইত না, তাই একজন কাপ্তেন নেল্‌সনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি আমরা জয়লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে পৃথিবীর লোকে কি বলিবে?" নেল্‌সন বলিলেন, "জয়লাভের মধ্যে আর 'যদি' নাই; আমরা যে জয়লাভ করিব, তাহা নিশ্চয়; তবে সেই জয়-সংবাদ বহন করিবার জন্য কেহ জীবিত থাকিবে কি না, সে কথা স্বতন্ত্র।"

যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ফরাসীগণ বিপুলবিক্রমে ইংরাজের আক্রমণ ব্যাহত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পঞ্চদশ ঘণ্টাকাল অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। নৈশ অন্ধকারে চরাচর পরিব্যাপ্ত হইল, তখনও এই ভীষণ যুদ্ধের বিরাম নাই। আবুকার উপসাগর অগ্নিস্রাবী আগ্নেয়গিরির ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। গন্ধকের নিবিড় ধূম নৈশ অন্ধকারের গভীরতা সমধিক বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল। সমুদ্রবক্ষে এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য আর কখনও কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। রাত্রি প্রায় একাদশ ঘটিকার সময় ফরাসীদিগের ওরিয়েণ্ট জাহাজে অগ্নিস্পর্শ হইল, সে অগ্নি নির্ব্বাণ করা কাহারও সাধ্য হইল না। জলন্ত জাহাজের পুঞ্জীভূত ধূম কুণ্ডলীকৃত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ প্রকাণ্ড ব্যোমযানের ন্যায় উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। অনলের লোলজিহ্বা দাবানলের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া গগন স্পর্শ করিতে লাগিল; সমস্ত আকাশ আলোকিত হইয়া গেল। সেই উজ্জ্বল আলোকে

গ্রহ-তারকাগণ বিলুপ্ত হইল। দেখিতে দেখিতে জাহাজের বারুদাগারে অগ্নি লাগিল; শত শত মণ বারুদ অগ্নিস্পর্শমাত্র প্রজ্জলিত হইয়া ভীষণবেগে দক্ষিণে, বামে, উর্দ্ধে, চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইল; যুগপৎ সহস্র সহস্র কামানগর্জ্জনের স্তায় অতি ভয়ঙ্কর শব্দে জল, স্থল ও নভঃপ্রদেশ প্রকম্পিত হইয়া উঠিল এবং উভয় পক্ষের সমস্ত জাহাজ সবেগে আলোড়িত হইল। ভয় ও বিস্ময়ে স্তম্ভিতহৃদয়ে উভয় পক্ষের সৈন্যগণ যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিল এবং রণকোলাহল থামিয়া গিয়া সেই সমুদ্রবক্ষ শ্মশান-ভূমির ন্যায় স্তব্ধভাব ধারণ করিল। কিন্তু অবিলম্বেই পুনর্ব্বার যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইল। সেই অন্ধকার রাত্রে বিস্তীর্ণ সাগরবক্ষে সহস্র সহস্র বীর প্রাণের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বিজয়লাভের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল, প্রলয়ের মৃত্যু দেহ ধারণপূর্ব্বক সেই উন্মত্তপ্রায় রণনিরত সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র আরব সাগরকূলে দণ্ডায়মান হইয়া ভয়স্তম্ভিতহৃদয়ে বিপুল-বিস্ময়ে সুসভ্য মানবজাতির এই মহা গৌরবময় অনুষ্ঠান সন্দর্শন করিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি যুদ্ধ চলিল, পরদিন প্রভাতেও যুদ্ধের বিরামলক্ষণ দেখা গেল না; তাহার পর ক্রমে কামানের বজ্রনাদ মন্দীভূত হইয়া আসিল। মধ্যাহ্ন-কালে ফরাসীসৈন্যগণ পরাভূত হইল। তাহাদের অধিকাংশ জাহাজই বিধ্বস্ত হইয়া গেল, কেবল চারিখানি মাত্র জাহাজ মাল্টা-অভিমুখে পলায়ন করিল। এই ভয়ানক যুদ্ধে ইংরাজের জাহাজগুলি এরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহারা এই সকল ফরাসী জাহাজের অনুসরণে সক্ষম হইল না।

ফরাসী রণতরী-সমূহের অধ্যক্ষ আডমিরাল ব্রুয়ে যুদ্ধারম্ভ কালেই আহত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সুরক্ষিত কক্ষে শয্যা গ্রহণ না করিয়া যে স্থানে ইংরাজ-কামান-নিক্ষিপ্ত জ্বলন্ত গোলা আসিয়া সবেগে নিপতিত হইতেছিল, জাহাজের সেই সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ্‌সঙ্কুল স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া বিবিধ আদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "এক জন আডমিরালের এইভাবে মৃত্যু হওয়াই বাঞ্ছনীয়।" তাহাই হইল, ইংরাজ-নিক্ষিপ্ত একটা জ্বলন্ত গোলা আসিয়া তাঁহার দেহ শতখণ্ডে চূর্ণ করিয়া ফেলিল।

এইরূপে সুবিখ্যাত নীলের মহাসমরের অবসান হইল। বৃটিশজাতির পক্ষে ইহা গৌরবময় বিজয়, কিন্তু একটিমাত্র রণজয়ে সমগ্র মানবজাতির এমনভাবে আর কখন স্বার্থহানি হইয়াছে কি না সন্দেহ। নেপোলিয়ানের অদম্য চেষ্টায় মিশরের মৃতদেহে ধীরে ধীরে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হইতে-ছিল, এই ভয়ানক আঘাতে সে শক্তি নিঃশেষিত হইল। আফ্রিকার অন্ধকারময় উপকূলে শত শত বৎসর কাল পরে যে শিক্ষা, সভ্যতা ও জ্ঞানের উন্নত প্রদীপ ধীরে ধীরে প্রদীপ্ত হইতেছিল, এই ঝটিকার ফুৎকারে নিমিষের মধ্যে তাহা নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। আবার দীর্ঘকালের জন্য রাজ্যের প্রবল-প্রতাপান্বিত অধিনায়কবর্গ হৃদয়হীন অত্যাচার, পাশবিক উৎপীড়ন এবং বর্ব্বরোচিত স্বেচ্ছাচারের সুকঠিন লৌহপাশ দ্বারা যন্ত্রণাদগ্ধ প্রাচ্য-ভূখণ্ডবাসিগণকে বন্ধন করিবার জন্য উদ্যত হইল।

এই পরাজয়-সংবাদ পাইবামাত্র নেপোলিয়ানের সকল আশা বিশুষ্ক হইয়া গেল। তিনি যে আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত কঠোর। ইউরোপের সহিত তাঁহার সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ইউরোপ হইতে আর কোন প্রকার সাহায্যলাভের সম্ভাবনা রহিল না; এমন কি, তাঁহার ইউরোপে প্রত্যাগমনের আশাও সুদূরপরাহত হইয়া পড়িল। তিনি বুঝিলেন, মিশর তাঁহার কারাগারস্বরূপ হইল; তথাপি তিনি এই শোচনীয় পরাজয়সংবাদ শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্র অধীর হইলেন না, মুহূর্ত্তকালের জন্যও তাঁহার উৎসাহের অভাব হইল না। অদম্য উৎসাহে তিনি তাঁহার আরব্ধকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন; সৈন্যগণের নিরাশহৃদয়ে নবশক্তির সঞ্চার করিলেন। তাঁহার সাহস এবং আত্মসংযমে সৈন্যগণ এই শোচনীয় রাষ্ট্রীয় বিপদের কথা সহজেই বিস্মৃত হইল। নেপোলিয়ান তাঁহার সহযোগী ও বন্ধু ক্লেবারকে লিখিলেন, "হয় আমরা এই দেশে প্রাণ-ত্যাগ করিব, না হয় প্রাচীন যুগের বীরগণের ন্যায় বহির্গত হইব। আমাদের এই বিপদে আমরা আমাদের সঙ্কল্প অপেক্ষাও মহত্তর কার্য্যসাধনে সক্ষম হইব। এ জন্য আমা-দের প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। মিশরবাসিগণের মধ্যে অন্ততঃ মনুষ্যত্বের বীজ অঙ্কুরিত করিতে হইবে।"

ক্লেবার উত্তর করিলেন, "আমাদিগকে অনেক সুমহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে; আমি সেই জন্য প্রস্তুত হইতেছি।"

নীলের এই মহাসমরে ফরাসীদিগের পরাজয়-সংবাদ

শ্রবণ করিয়া ইউরোপের রাজন্যবর্গের হর্ষের সীমা রহিল না। যুদ্ধজয়ের পরই ইংলণ্ড নেল্‌সনকে "ব্যারণ অব দি নাইল" নামক গৌরবজনক উপাধি দান করিলেন এবং তাঁহার জন্য বার্ষিক দুই সহস্র পাউণ্ড পেন্সন মঞ্জুর করা হইল। ইউরোপের প্রধান নরপতিবৃন্দ তাঁহার নিকট বহুমূল্য উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন। ইউরোপের যথেচ্ছাচারসম্পন্ন নরপতিবৃন্দ নেপোলিয়ানের প্রতাপে সঙ্কুচিতচিত্তে কালযাপন করিতেছিলেন, নেপোলিয়ানের সেই প্রতাপ খর্ব্ব হইতে দেখিয়া তাঁহারা আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। প্রবলের অত্যাচারে উৎপীড়িত যে সকল প্রজাবৃন্দের হৃদয়ে স্বাধীনতার আশা ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতেছিল, তাহাদের সে আশা বিলুপ্ত হইল। হর্ষোন্মত্ত ইংলণ্ড বিভিন্ন দেশের রাজগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া বোঁর্ব্বোবংশে ফরাসী-সিংহাসন সমর্পণের জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন এবং ফরাসী সাধারণতন্ত্রের মূলমন্ত্র সাম্য ও স্বাধীনতাকে পদদলিত করিবার জন্য তাঁহারা উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। ইউরোপের রাজতন্ত্রাবলম্বিগণের আনন্দোচ্ছ্বাস এবং সাধারণতন্ত্রাবলম্বিগণের দীর্ঘশ্বাসে চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ হইল।

প্রকৃতপক্ষে আবুকার যুদ্ধের শোচনীয় দিন নব আশাদৃপ্ত ফরাসীজাতির অতি দুর্দ্দিন। এই বিষাদময় ঘটনা নেপোলিয়ানের হৃদয়ে যে বিষাদের ছায়া নিক্ষেপ করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; নেপোলিয়ান তাঁহার বন্ধুগণের নিকট তাঁহার মনোভাব গোপন করেন নাই। এক এক সময়ে তিনি যন্ত্রণাময় চিন্তার তাড়নায় অন্যমনস্ক হইয়া উঠিতেন এবং আবেগভরে বলিতেন, "দুর্ভাগ্য ব্রুয়ে, তুমি এ কি করিলে?" কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি আত্মসংবরণ করিতেন। তাঁহার আত্মসংযম এরূপ প্রবল ছিল যে, এই বিপৎপাতের সংবাদে অধীর না হইয়া তিনি তাঁহার প্রিয়-সুহৃৎ, সমরনিহত ব্রুয়ের শোকাতুরা বিধবা পত্নীকে সান্ত্বনা দানের নিমিত্ত গভীর সহানুভূতিপূর্ণ পত্র লিখিতেও বিস্মৃত হইলেন না। হৃদয়হীন নিষ্ঠুর ব্যক্তির নিকট হইতে কখন এরূপ সময়ে এরূপ পত্রের আশা করা যায় না।

মিশরপ্রবাসী ফরাসী সৈন্যগণ প্রথমে তাহাদের স্বদেশপ্রত্যাগমনের আশা সুদূরপরাহত বুঝিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়াছিল, কিন্তু অত্যল্পকালের মধ্যেই তাহারা তাহাদের স্বাভাবিক প্রফুল্লতা পুনঃপ্রাপ্ত হইল এবং দীর্ঘকাল তাহাদের মিশরপ্রবাস অবশ্যম্ভাবী ভাবিয়া নেপোলিয়ানের প্রবর্ত্তিত মিশরের উন্নতিসাধনে একাগ্রচিত্তে যত্নবান্ হইল।

সপ্তম অধ্যায়

সিরীয় অভিজান, মিশর-প্রত্যাবর্ত্তন ও মিশর ত্যাগ

পিরামিড-যুদ্ধের অবসানে নেপোলিয়ান মিশরের প্রভুত্বলাভে সমক্ষ হইলেও এই বিস্তীর্ণ দেশে তাঁহার শত্রুর অভাব ছিল না। মামলুকগণ ফরাসী সৈন্যমণ্ডলীর প্রবল পরাক্রমে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইলেও তাহারা পুনর্ব্বার দলবদ্ধ হইয়া নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে সজ্জিত হইতেছিল এবং তুরস্ক ও ইংলণ্ডের আক্রমণের সম্ভাবনাও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। মোরাদ-বে কয়েক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত উত্তর-মিশরে পলায়ন করিয়াছিলেন, সেনাপতি দেশাই দুই সহস্র সৈন্য লইয়া তাঁহাকে আক্রমণপূর্ব্বক পরাজিত করিয়া উত্তর-মিশর অধিকার করিলেন এবং নেপোলিয়ানের অনুমোদিত সহৃদয়তাপূর্ণ সমুদয় শাসনপ্রণালী দ্বারা তদ্দেশবাসিগণের হৃদয় জয় করিলেন। এই সকল সৈন্যের সহিত অনেকগুলি বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত সেই প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন; তাঁহারা উত্তর-মিশরের অভ্যন্তরস্থ চারি সহস্র বৎসরের পুরাতন লুপ্তপ্রায় গৌরবের স্মৃতিচিহ্নগুলিকে ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তুর্কীদিগের অসহনীয় অত্যাচারের পরিবর্ত্তে পক্ষপাতবিরহিত সাম্যনীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত দেশাই-প্রবর্ত্তিত সুশাসনে তদ্দেশবাসিগণ নবজীবন লাভ করিল।

আবুকার-যুদ্ধজয়ে ইংলণ্ডের উৎসাহ এরূপ বর্দ্ধিত
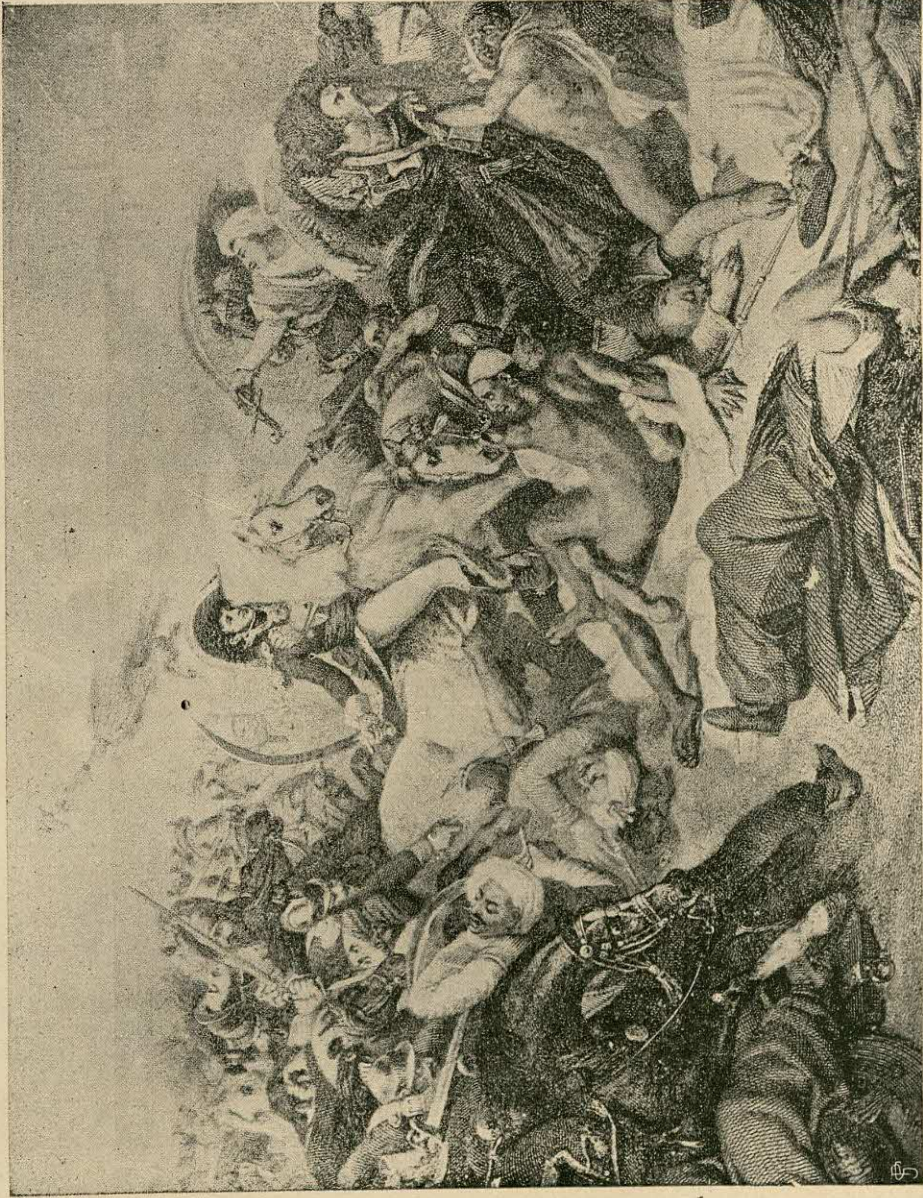
কাইরোর যুদ্ধ

[২১ পৃষ্ঠা ।

হইয়াছিল যে, তিনি সমস্ত ইউরোপকে ফরাসী-সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান করিবার জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এ দিকে তুরস্কের সুলতানও নেপোলিয়ানের শত্রুতা-সাধনে পশ্চাৎপদ্ ছিলেন না; মামলুকদিগের অধঃ-পতনে সুলতানের কিছুমাত্র আক্ষেপ ছিল না বটে, কিন্তু ইউরোপীয় সৈন্যগণ যে তাঁহার সিংহাসনের অদূরে সগর্ব্বে পাদচারণ করিতেছে, ইহা তাঁহার কোনক্রমেই সহ্য হইতে-ছিল না।

ফরাসী যুদ্ধজাহাজসমূহ ধ্বংস হওয়ার পর লেভান্ত উপ-সাগরে ফরাসীদিগের আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়া ইংরাজদিগের প্রাধান্য প্রবল হইয়া উঠিল। নেপোলিয়ান মামলুকগণকে পরাজিত করিবার পূর্ব্বে তাহারা তুরস্কের একটি প্রদেশ স্বাধিকারভুক্ত করিয়াছিল; সেই প্রদেশটি এখন পুনরধিকার-ভুক্ত করিবার জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তুরস্ককে অস্ত্রধারণে উত্তেজিত করিলেন। ইংলণ্ডের অগ্নিময়ী বক্তৃতায় উত্তেজিত হইয়া ফ্রান্সের এই দুর্দ্দিনে রুসিয়া তাঁহার প্রবলপরাক্রম সৈন্যদলকে ফরাসী-সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে রণসাজে সজ্জিত করিলেন এবং মিশর হইতে ফরাসী সেনাগণকে বিতাড়িত করিবার জন্য রুসিয়া তুরস্কের সহিত সখ্যতাস্থাপন করিলেন। খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান রাজগণ স্ব স্ব ধর্ম্মগত বৈষম্য পরিহার-পূর্ব্বক এবং সুদীর্ঘকালের বিদ্বেষভাব বিস্মৃত হইয়া ফরাসী সাধারণতন্ত্রের মূলচ্ছেদ করিবার জন্য ক্রুশকাষ্ঠ এবং অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত পতাকা একত্র সংবদ্ধ করিলেন।

রুসিয়ার যুদ্ধজাহাজ-সমূহ কৃষ্ণসাগর হইতে যাত্রা করিয়া বস্ফোরসের অভ্যন্তর দিয়া স্বর্ণশৃঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে শত শত কামানের বজ্রনিঃস্বনে আকৃষ্ট শত সহস্র তুরস্কবাসী কন্‌ষ্টাণ্টিনোপোল, পেরা এবং স্কুটারির রাজপথে সম্মিলিত হইয়া বিপুল আনন্দে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল, রুসিয়া-যুদ্ধজাহাজসমূহ তুরস্কের রণতরীসমূহের সহিত সম্মি-লিত হইল। এই সম্মিলনদৃশ্য অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল। তখন সেপ্টেম্বর মাস, শরতের দীপ্ত সূর্য্যালোকে গ্রীসীয় সাগরের তরঙ্গ-তাড়িত সুনীল বারিরাশি যেন অগ্নিময় হইয়া উঠিয়াছিল, চতুর্দ্দিকের প্রাকৃত দৃশ্য অতীব মনোরম; সেই সুন্দর দৃশ্যরাজির অভ্যন্তরপথে, অবাধ-সমীরণ-চুম্বিত চির-চঞ্চল অনন্ত উর্ম্মিরাশি ভেদ করিয়া সারি সারি অর্ণবযান প্রসারিতপক্ষে অগ্রসর হইতেছে। যে বহুপ্রাচীন, মহাকাব্য প্রথিত পয়ঃপ্রণালী ইউরোপের সহিত আসিয়া ভূখণ্ডকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, তাহার নিকটে এবং দূরে ইউরোপ ও আসিয়ার তটভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রেণীবদ্ধ দর্শক-মণ্ডলী বিস্ময়াকুল দৃষ্টিতে অর্দ্ধচন্দ্র ও ক্রুশের এই অদৃষ্টপূর্ব্ব মিলনদৃশ্য সন্দর্শন করিতে লাগিল। উভয় জাতির সম্মিলিত যুদ্ধজাহাজসমূহ সমুদ্রাধীশ্বরী ইংলণ্ডের রণতরীসমূহের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য ভূমধ্যসাগরাভিমুখে অগ্রসর হইল। তুরস্কের সুলতান এবং রুসিয়ার জারের অখণ্ড স্বেচ্ছাচার সমূলে বিধ্বস্ত করিবার জন্য যে সার্ব্বজনীন স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহা উন্মূলিত করিবার অভিপ্রায়ে ক্রুশ এবং অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত পতাকার অপূর্ব্ব সম্মিলন জগতের বিস্ময় উৎপন্ন করিয়াছিল।

তুরস্কাধিপতির বিশ সহস্র সৈন্য রোড্‌সে সমবেত হইয়া-ছিল। সকল সৈন্য একত্র মিলিয়া মিশরের কূলে কূলে চলিতে লাগিল। কামানের সাহায্যে ফরাসী-অধিকার আক্রমণ করা তাহাদের অভিপ্রায় ছিল। আর একদল মহা পরাক্রান্ত সৈন্য সিরিয়ায় সমবেত হইয়া ফরাসীদিগকে আক্রমণের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ইংলণ্ড ও বোর্ব্বোদিগের পৃষ্ঠপোষকগণ ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের নিকট হইতে বহু অর্থসংগ্রহ করিয়া সিরীয় উপকূলে যুদ্ধের প্রকাণ্ড আয়োজন করিলেন। এ দিকে ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বহু সৈন্য ফরাসীসৈন্যগণের পশ্চাদ্‌ভাগ আক্রমণের জন্য লোহিতসমুদ্রে প্রেরণ করিলেন। ইতালী হইতে ফরাসীদিগকে বিতাড়িত করিবার অভিপ্রায়ে অষ্ট্রিয়া, সার্দ্দিনিয়া, নেপল্‌স এবং অন্যান্য ইয়োরোপীয় ক্ষুদ্ররাজ্যের সহিত রাজনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। এই সকল রাজ্যের সৈন্যগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া ফরাসীরাজ্যের সীমা আক্রমণ করিবে, তাহারও বন্দোবস্ত হইল। সুতরাং এই ভয়ানক বিপদ্‌কালে নেপোলিয়ান যে স্বদেশের নিকটে কিছু সাহায্য লাভ করিবেন, সে আশাও বর্ত্তমান রহিল না এবং সকলেরই বিশ্বাস জন্মিল, নেপোলিয়ান অসংখ্য বিপক্ষ-সৈন্য কর্তৃক জলে স্থলে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইবেন।

মোরাদ-বে দেখিলেন, এই উৎকৃষ্ট অবসর। তিনি বিজয়ী ফরাসীগণকে তাঁহার স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করি-বার জন্য নানাস্থানে বিচ্ছিন্ন মামলুকদলকে ও তুর্কীগণকে

আহ্বানপূর্ব্বক একটি সৈন্যদল সংগঠন করিলেন। জলে স্থলে সর্ব্বত্র ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে চক্রান্তজাল অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিল। চারিদিকে ফরাসীদিগের মস্তক লক্ষ্য করিয়া কামান, বন্দুক ও তরবারি উদ্যত হইল। চতুর্দ্দিক্ যখন বিপদের মেঘে এইরূপ সমাচ্ছন্ন, তখন নেপোলিয়ানের অলৌকিক প্রতিভা এই বিপদ্জাল ছিন্ন করিয়া উজ্জ্বল গৌরবে বিশ্বের বিস্ময়াকুল দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

কাইরোতে কোন প্রকার বিপদের সম্ভাবনা না থাকায় সেখানে অধিক সৈন্য সংরক্ষিত হয় নাই, ফরাসী সৈন্যগণ বিচ্ছিন্নভাবে সমস্ত মিশর ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছিল। ২১এ অক্টোবর প্রভাত পাঁচ ঘটিকার সময়ে নিদ্রাভঙ্গে নেপোলিয়ান জানিতে পারিলেন, নগর বিদ্রোহাবলম্বন করিয়াছে, বেদুইন ও আরব অশ্বারোহিগণ নগরদ্বারে সমবেত কয়েকজন সামরিক কর্ম্মচারী ও বহুসংখ্যক ফরাসী সৈনিকের প্রাণবধ করিয়াছে। নেপোলিয়ান তাঁহার কতকগুলি দেহরক্ষক সৈন্য লইয়া এই বিদ্রোহ দমন করিয়া আসিবার জন্য জনৈক পার্শ্বচরকে আদেশ করিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে তাঁহার একজন ভগ্নদূত শোণিতপ্লাবিত দেহে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রকাশ করিল যে, বিদ্রোহদমনার্থ প্রেরিত সমস্ত ফরাসী সৈন্য নিহত হইয়াছে। নেপোলিয়ান বিপদের গুরুত্ব বুঝিতে পারিলেন এবং নির্ভীক-হৃদয়ে সবলহস্তে এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

দেহরক্ষকগণের নিধন-সংবাদ শ্রবণমাত্র নেপোলিয়ান একদল বিশ্বস্ত রক্ষীসৈন্যের সহিত বিদ্রোহীদিগের সম্মুখীন হইলেন। অল্পকালের মধ্যেই বিদ্রোহিগণ নেপোলিয়ানের অস্তিত্বের প্রভাব অনুভব করিল। বন্দুকের গুলী, কামানের গোলা এবং বোমা, বর্ষার প্রবল বারিধারার ন্যায় বিদ্রোহীদিগের উপর বর্ষিত হইতে লাগিল; বিদ্রোহিগণ দলে দলে রাজপথে নিহত হইল। অনেকে প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল, কিন্তু পলাইয়াও রক্ষা নাই। পলায়ন করিয়া যেমন কেহ অদৃষ্টের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না, তাহারাও তেমনি পলায়নপূর্ব্বক নেপোলিয়ানের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। মৃতদেহে নগরের বিভিন্ন রাজপথ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। পথে শোণিতের স্রোত বহিল। যাহারা গৃহমধ্যে বা গৃহচূড়ায় দেহ লুকাইয়া ফরাসীগণের উপর গুলীবর্ষণ করিতেছিল, তাহাদিগের নিপাতের জন্য সেই সকল গৃহে অগ্নি প্রদান করা হইল; অগ্নিতে দগ্ধ হইবার আশঙ্কায় গৃহবাসিগণ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক দেহমাত্র লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ধর্ম্মমন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। তাহারা ভাবিয়াছিল, ধর্ম্মালয়সমূহের উপর নেপোলিয়ান হস্তক্ষেপণ করিবেন না; কিন্তু তাঁহার নিকট তাহারা যে অপরাধ করিয়াছিল, নেপোলিয়ান তাহা অমার্জ্জনীয় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কামানের গোলার ভীষণ আঘাতে শত শত মন্দির ভূমিসাৎ হইয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভাগ্য বিদ্রোহী নগরবাসিগণের জীবন্ত অবস্থাতেই সমাধিলাভ হইল। নেপোলিয়ানের প্রচণ্ড ক্রোধ দাবানলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া ফরাসী-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিল, সেই ক্রোধ অতি ভয়ানক। সেই ভীষণ ক্রোধের পরিচয় পাইয়া সমস্ত মিশরবাসীর হৃদয় নিদারুণ ভয় ও উদ্বেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল। অবিলম্বে নগরমধ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইল; একজনও তুর্কী কিংবা আরব পুনর্ব্বার নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে অসি উত্তোলিত করিতে সাহসী হইল না। মিশরভূমি সেই পরাক্রান্ত মহাবীরের অব্যর্থ ভুজবীর্য্যের যে পরিচয় লাভ করিল, তাহা সহজে বিস্মৃত হইতে পারিল না এবং ইংলণ্ড, রুসিয়া ও তুরস্ককে যুগপৎ নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিতে দেখিয়াও নির্ব্বিরোধিভাবে অবস্থান করিতে লাগিল।

জানুয়ারী মাসের প্রথমে নেপোলিয়ান সংবাদ পাইলেন যে, ইংরাজ-জাহাজসমূহ দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত সিরীয় সৈন্যদল সিরীয় মরুভূমির সন্নিকটে মিশর আক্রমণপূর্ব্বক এল-আরিস অধিকার করিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ স্থির করিলেন, বায়ুবেগে মরুভূমি অতিক্রমপূর্ব্বক তিনি তাহাদিগকে আক্রমণ করিবেন, এবং রোড্‌সে সমবেত শত্রুসৈন্যের সহিত তাহাদের সম্মিলনপথ রুদ্ধ করিবেন।

নেপোলিয়ানের আরও গূঢ় অভিসন্ধি ছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, লেবানন গিরিপ্রদেশের রুসগণকে এবং সিরিয়ার বহুসংখ্যক বিভিন্নসম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টানগণকে তাঁহার পতাকামূলে সমবেত করিয়া লক্ষ সৈন্য সমভিব্যাহারে তিনি ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজগণকে বিতাড়িত করিবার জন্য যাত্রা করিবেন। ইংলণ্ড যখন সমুদ্রের অধীশ্বরী হইয়া প্রবলপ্রতাপে সুবিস্তীর্ণ নীলাম্বুরাশি শাসন করিতেছিলেন, তখন সেই দুর্দ্দমনীয় শত্রুকে

স্থলপথে নির্জ্জিত করা ভিন্ন নেপোলিয়ানের অন্য কোন উপায় ছিল না।

যাহা হউক, এই সংকল্প স্থির করিয়া দশ সহস্র সৈন্য সঙ্গে লইয়া, নেপোলিয়ান আফ্রিকা ও আসিয়ার সীমান্তপথে সুবিস্তীর্ণ মরুভূমি অতিক্রম করিবার অভিপ্রায়ে যাত্রা করিলেন। এ দিকে ইংরাজগণ নেপোলিয়ানের সীরিয়-অভিযানে বাধা-প্রদানের জন্য আলেকজান্দ্রিয়া নগর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। ইংরাজগণের এই আক্রমণের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া নেপোলিয়ান এক নূতন উষ্ট্রারোহী সৈন্যদলের সৃষ্টি করিলেন। প্রত্যেক উষ্ট্রের উপর দুই দুই জন সৈন্য বিপরীতমুখে উপবিষ্ট হইত। উষ্ট্রগুলি যেরূপ বলবান্, সেইরূপ কষ্টসহ। তাহারা অনাহারে থাকিয়া জলপান বা বিশ্রামমাত্র না করিয়া ক্রমাগত নব্বুই মাইল পথ চলিতে পারিত। এই সৈন্যগণের ভয়ে আরব-দস্যুগণ মিশর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিল। নেপোলিয়ান স্বয়ং একজন উষ্ট্রারোহী ছিলেন।

অস্ত্র-শস্ত্র ও রসদ প্রভৃতি লইয়া দশ সহস্র সৈন্যের পক্ষে সেই ভীষণ মরুভূমি অতিক্রম করা কিরূপ কষ্টকর হইয়াছিল, বর্ণনা অপেক্ষা তাহা অনুভবযোগ্য। সৈন্যগণ যাহাতে অসন্তুষ্ট না হয়, সে জন্য নেপোলিয়ান উষ্ট্র হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। তিনি অম্লানবদনে অতি ক্ষুদ্র সৈনিকের ন্যায় বিবিধ অসুবিধা সহ্য করিতে লাগিলেন। ক্রমাগত পাঁচ দিন ধরিয়া নেপোলিয়ানকে সসৈন্য মরুভূমির উপর দিয়া চলিতে হইল। সৈন্যগণের পিপাসা-নিবারণের জন্য চর্ম্ম-মশক পূর্ণ করিয়া পানীয়-জল সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল; তথাপি সৈন্যগণ মধ্যে মধ্যে পানীয় জলের অভাব অনুভব করিত, পিপাসার যন্ত্রণায় সময়ে সময়ে তাহারা উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিত; কিন্তু নেপোলিয়ানের উৎসাহ ও সান্ত্বনাবাক্যে তাহারা শান্ত ভাব ধারণ করিত। সেনাপতিকে তাহাদের সহিত সমভাবে কষ্ট ও অসুবিধা সহ্য করিতে দেখিয়া তাহারা স্ব স্ব কষ্টের কথা বিস্মৃত হইত এবং সহস্র প্রকার ক্লেশ ও অসুবিধা সত্ত্বেও কোনরূপ অনুযোগ করিতে লজ্জিত হইত।

মরুভূমির সেই মেঘমুক্ত নির্ম্মল আকাশ হইতে মার্ত্তণ্ড-দেবের যে প্রচণ্ড কিরণধারা বর্ষিত হইত, তাহা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় অসহনীয়। একদিন মরুভূমির উপর দিয়া চলিতে পথক্লান্তি ও ভয়ানক উত্তাপে নেপোলিয়ানের নিশ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। তাঁহার একজন অনুচর তাঁহার অবস্থা দেখিয়া পথপ্রান্তস্থ একটি ভগ্নপ্রায় স্তম্ভের ছায়া তাঁহার জন্য ছাড়িয়া দিল। নেপোলিয়ান সেই স্তম্ভের ছায়ায় কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রাম করিয়া, তাঁহার উত্তপ্ত মস্তক শীতল করিলেন এবং বলিলেন, "আমার অনুচরের পক্ষে ইহা সামান্য ত্যাগস্বীকার নয়।" আর এক সময়ে তাঁহার একদল সহগামী সৈন্য বালুকাস্তূপের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া পথহারা হইয়াছিল, এমন কি, তাহাদের প্রাণের আশা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল। নেপোলিয়ান কয়েকজন আরবকে সঙ্গে লইয়া উষ্ট্রারোহণে তাহাদের অনুসরণে যাত্রা করিলেন, বহু অনুসন্ধানে তাহাদের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া তিনি দেখিলেন, তাহারা নিরাশা, পিপাসা এবং পথশ্রমে মৃতপ্রায় হইয়াছে; কয়েকজন যুবক সৈন্য একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া তাহাদের হস্তস্থিত বন্দুক দ্বিখণ্ড করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিল। সেনাপতিকে সন্দর্শন করিয়া তাহাদের দেহে নব-প্রাণের সঞ্চার হইল, আশা ও আনন্দে তাহাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। নেপোলিয়ান বলিলেন, "তোমাদের খাদ্যদ্রব্য এবং পানীয় নিকটেই আছে; কিন্তু যদি তোমাদের উদ্ধারসাধনে অধিক বিলম্ব হইত, তাহা হইলে নিরাশ-হৃদয়ে ক্রন্দন করিয়া কি কোন লাভ ছিল? তাহাতে কোন লাভ নাই। সৈন্যগণ! তোমরা বীরের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিতে শিক্ষা কর।"

পাঁচ দিন পরে নেপোলিয়ান সসৈন্যে এল্-আরিস নগরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এল্-আরিস দুর্ভেদ্য প্রাচীর-বেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র নগর। এখানে অনেক সৈন্য সংস্থাপিত ছিল। নগরবাসিগণের দুর্ভাগ্য ও দারিদ্র্যের সীমা ছিল না। স্থানীয় শাসনকর্ত্তৃগণের কঠোর উৎপীড়নে নগরবাসিগণকে অসহ্য যন্ত্রণাভোগ করিতে হইত। তুর্কীগণ এই নগর অধিকার করিয়া বারুদ ও গোলাগুলী প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ এখানে সংরক্ষিত করিয়াছিল। গভীর রাত্রে নেপোলিয়ান নগর প্রাচীরের সমীপবর্ত্তী হইলেন। তুর্কীগণ শত্রুসৈন্যের আগমনসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকায় নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাইতেছিল। ফরাসী কামানের সুগম্ভীর বজ্রনাদে এবং গোলাগুলীর তাড়নায় তাহাদের সুখনিদ্রা ভঙ্গ হইল। তাহারা সত্বর অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীরের অন্তরাল হইতে শত্রুসৈন্যের উপর অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ করিল; কিন্তু যুদ্ধ

অধিককাল স্থায়ী হইল না ; শীঘ্রই তাহাদিগকে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে হইল।

নগরজয় করিয়া নেপোলিয়ান নগরমধ্যে অবস্থিত দুই হাজার শত্রুসৈন্য বন্দী করিলেন ; কিন্তু লোকগুলিকে লইয়া তাঁহাকে কিছু অসুবিধায় পড়িতে হইল। দশ হাজার মাত্র সৈন্য লইয়া ইংলণ্ড ও রুসিয়ার নৌ-সৈন্যকর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে তিনি রণযাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার শিবিরে যে পরিমাণ খাদ্য ছিল, তাহা তাঁহার সৈন্যগণের পক্ষেই যথেষ্ট নহে ; শত্রুসৈন্যগণকে সেই পরিমিত খাদ্যের অংশ দান করা তাঁহার নিকট সঙ্গত বিবেচিত হইল না। বিশেষতঃ অতঃপর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাহারা যে ফরাসীসৈন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিত, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। পুনর্ব্বার কখনও তাহারা ফরাসী-সৈন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে না, এইরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে মুক্তিদান করাও বিপজ্জনক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। কারণ, অসভ্য তুর্কীগণ যে কোন অঙ্গীকার করিয়া পর-মুহূর্ত্তেই তাহা ভঙ্গ করিতে পারিত। নেপোলিয়ান বুঝিলেন, মুক্তিলাভ করিবামাত্র তাহারা অদূরবর্ত্তী অন্যান্য তুর্কীসৈন্যগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাঁহার বিপদ্‌বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে। একমাত্র উপায় ছিল, গুলী করিয়া সকলকে নিহত করা। কিন্তু এরূপভাবে শীতল শোণিতপাত দ্বারা মনুষ্যত্বের অপমান হয় ; নেপোলিয়ান সে প্রকার কাপুরুষ ছিলেন না। তিনি তাহাদের স্বাধীনতাদানে অঙ্গীকার করিলে তাহারা তাঁহার নিকট স্বীকার করিল যে, মুক্তিলাভ করিয়াই তাহারা বোগ্দাদে প্রস্থান করিবে। তাঁহাদিগকে বোগ্দাদের দিকে এক দিনের পথ অগ্রসর করিয়া রাখিয়া আসিবার জন্য নেপোলিয়ান তাহাদের সঙ্গে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এই সৈন্যগণ নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবামাত্র বিশ্বাসঘাতক তুর্কীসৈন্যেরা বোগ্দাদের পরিবর্ত্তে যাফার দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিল। ফরাসীদিগের নির্ব্বুদ্ধিতা দেখিয়া এই সকল তুর্কীসৈন্য প্রচুর হাস্য করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের এই হাস্য অচিরকালমধ্যে ক্রন্দনে পরিণত হইল। আবার তাহাদিগকে নেপোলিয়ানের হস্তে পতিত হইতে হইয়াছিল।

এল্‌-আরিস জয় করিয়া নেপোলিয়ান আবার সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। মরুভূমি না হইলেও অত্যন্ত শুষ্ক, অনুর্ব্বর এবং বিরল-সলিল ভূখণ্ডের উপর দিয়া তাঁহাকে চলিতে হইল। এইরূপ মরু প্রায় এক শত পঞ্চাশ মাইল পথ অতিক্রম করিলে প্রকৃতিদেবীর নয়নরঞ্জন সুদৃশ্য শোভা ফরাসীগণের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। সুনীল আকাশ হইতে সূর্য্যকিরণ অগ্নিবৃষ্টির ন্যায় তাহাদিগকে দগ্ধ করিতেছিল ; সহসা তাহারা দেখিল, সেই আকাশে নিকষ কৃষ্ণ-মেঘজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া প্রচণ্ড-রৌদ্র অপগত হইয়াছে ; অদূরে শ্যামল লতা-পত্র এবং বিচিত্রবর্ণের বিবিধ পুষ্পে সুশোভিত গিরি-উপত্যকা ; অলিভকুঞ্জ মেঘমালার ন্যায় দূরে শোভা পাইতেছে। অরণ্যসমাবৃত গিরিশ্রেণীর দৃশ্য কি রমণীয় ! এই সকল প্রাকৃতিক দৃশ্য-বৈচিত্র্য সন্দর্শন করিয়া সৈন্যগণের রৌদ্রপীড়িত জ্বালাময় চক্ষু শীতল হইয়া গেল। অবশেষে তাহারা যখন সিরিয়ার পর্ব্বতসমূহের সন্নিকটবর্ত্তী হইল, তখন পুঞ্জীভূত মেঘরাশিতে গগন অন্ধকার হইয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সৈন্যগণের নিকট এ দৃশ্য অভিনব ; আনন্দে, উৎসাহে, হাস্যে তাহারা সকল কষ্ট ও পরিশ্রম বিস্মৃত হইল এবং মুখব্যাদানপূর্ব্বক চাতকের ন্যায় বৃষ্টিধারা পান করিতে লাগিল।

কিন্তু গভীর রাত্রে সিক্তবস্ত্রে ভয়ানক শীতের মধ্যে মুক্তপ্রান্তরে যখন তাহারা বিশ্রাম করিতে বসিল, তখন তাহারা ধারাপাত-বর্জ্জিত মিশরের মেঘশূন্য গ্রহনক্ষত্র-খচিত নৈশ-নভোমণ্ডলের জন্য আক্ষেপ করিতে লাগিল। ফরাসী সৈন্যগণ কয়েকদিনের মধ্যেই গাজানগরে উপস্থিত হইল। এখানে আর একদল তুর্কীসৈন্য তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল, কিন্তু অল্পক্ষণ যুদ্ধের পর তাহারা পলায়ন করিল এবং তাহাদের ভাণ্ডার বিজয়ী ফরাসীসৈন্যগণ কর্তৃক অধিকৃত হইল।

ইংলণ্ড তাঁহার বিশ্ববিজয়ী রণতরীসমূহের সহায়তায় অক্লান্তবীর নেপোলিয়ানের গতিরোধ করিবার জন্য নানাবিধ যুদ্ধোপকরণ ও ইঞ্জিনিয়ারবর্গকে আফ্রিকায় প্রেরণ করিতেছিলেন। তুরস্ক ও রুসিয়ার সম্মিলিত নৌ-সৈন্যমণ্ডলী আফ্রিকার উপকূলে সমবেত হইতেছিল ; আলেকজান্দ্রিয়ার সহিত নেপোলিয়ানের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করাই তাহাদের প্রধান সঙ্কল্প হইল। ডামাস্কসে ত্রিশসহস্র তুর্কী অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা আসিয়া জুটিল। রোড্‌সে বিংশতি সহস্র সৈন্য রক্ষিত হইয়াছিল। সিরিয়ার গিরিপথসমূহ পাগ্‌ড়ীধারী মুসলমানসৈন্যে পূর্ণ হইয়া গেল, তাহাদের তীক্ষ্ণধার যুদ্ধাস্ত্রসমূহ

কায়রোর মামলুক ও তুর্কী-বিদ্রোহ

[৯৮ পৃষ্ঠা

রবিকরে প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিল। এইরূপ অরাতি-চক্রের ভিতর দিয়া নেপোলিয়ান নিঃশঙ্কচিত্তে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং কায়রো-পরিত্যাগের তেইশ দিন পরে ৩রা মার্চ্চ যাফানগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই নগরটি সুরক্ষিত এবং এখানে বহুসংখ্যক সৈন্য সন্নিবিষ্ট ছিল; সুতরাং নগরজয় নিতান্ত সহজসাধ্য হইল না। কিন্তু চারিদিকের অবস্থা বিবেচনায় আর মুহূর্ত্তকালও নষ্ট করিবার উপায় ছিল না। চতুর্দ্দিক্ হইতে শত্রুগণ তাঁহার ক্ষুদ্র সেনাদলকে নিষ্পেষিত করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছিল। শত্রুপক্ষের রণতরীসমূহে সমুদ্রবক্ষ শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছিল; স্থলপথে যে অসংখ্য সৈন্য চলিতেছিল, তাহাদের পদভরে মেদিনী প্রকম্পিত হইতেছিল। বিপক্ষের সকল সৈন্য একত্র সম্মিলিত হইবার পূর্ব্বে বিভিন্ন দলকে ধ্বংস করিতে না পারিলে জয়লাভ করা দুরূহ; তাহা নেপোলিয়ান বুঝিয়াছিলেন। যাফার দুর্গপ্রাচীর বিদীর্ণ করিয়া কিল্লাদারকে আত্মসমর্পণের জন্য আদেশ প্রেরণ করিলেন। যে ফরাসী দূত দুর্গমধ্যে এই আদেশ লইয়া গিয়াছিল, বর্ব্বর মুসলমানেরা তাহার মুণ্ডচ্ছেদন করিল, তাহার পরে স্পর্দ্ধাভরে সেই মৃত দূতের রক্তাক্ত দেহ দুর্গশিরে ঝুলাইয়া রাখিল।

তখন ক্রোধান্ধ ফরাসী সৈন্যগণ স্পর্দ্ধিত মুসলমানগণকে এই অবৈধ কার্য্যের প্রতিফল-দানের নিমিত্ত মহাবেগে দুর্গ আক্রমণ করিল। ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষই প্রাণের মমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল। উভয়পক্ষের হতাহত সৈনিকের দেহে দুর্গের অভ্যন্তর এবং বহির্ভাগ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ফরাসী সৈন্যগণ ভগ্নবাঁধ নদীস্রোতের ন্যায় নগরমধ্যে প্রবেশ করিল; নগরে পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান হইল। সেই ভীষণ হত্যাকাহিনীর বর্ণনা অসম্ভব। নগরবাসিগণের আর্ত্তনাদে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

নেপোলিয়ান এই ভীষণ হত্যাদৃশ্যে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহার সৈন্যগণকে নিবৃত্ত করিবার জন্য তাহাদিগের নিকট দুইজন অনুচর প্রেরণ করিলেন। উন্মত্ত সৈন্যগণ তখন নগরবাসিগণকে তাহাদের গৃহমধ্যে হত্যাপূর্ব্বক কামানের গোলায় তাহাদের গৃহদ্বার-সমূহ চূর্ণ করিয়া ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহ অগ্নিমুখে সমর্পণ করিয়া নগরমধ্যে প্রলয়ের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছিল। তুর্কীগণ সে অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া হতাবশিষ্ট নগরবাসিগণের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিল; নেপোলিয়ানের অনুচরদ্বয় অনেক কষ্টে ক্ষিপ্তপ্রায় ফরাসী সৈন্যগণকে শান্ত করিল এবং দুই সহস্র তুর্কীকে ফরাসীশিবিরে বন্দী করিয়া আনিল।

নেপোলিয়ান সে সময় তাঁহার শিবির-সম্মুখে পাদচারণ করিতেছিলেন। এই দুই সহস্র নগরবাসীকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া বিরাগভরে তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; অত্যন্ত দুঃখিতস্বরে তিনি বলিলেন, "এ সকল লোক লইয়া আমি কি করিব? কোথা হইতে ইহাদিগকে খাইতে দিব? ইহাদিগকে মিশরে কিংবা ফরাসীদেশে লইয়া যাইবার জন্য কি কোন জাহাজ আছে? কেন আমার সৈন্যেরা এ কাজ করিল?" নেপোলিয়ানের অনুচরদ্বয় ভীতভাবে নেপোলিয়ানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনাপূর্ব্বক বলিল যে, "নগরবাসিগণকে তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহারা এইরূপ কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছে।" নেপোলিয়ান বলিলেন, "হাঁ, আমি নগরের বালক, বৃদ্ধ ও রমণীগণকে এবং শান্তিপ্রিয় নগরবাসিগণকে রক্ষা করিবার আদেশ দিয়াছিলাম, অস্ত্রধারী সৈন্যগণ সম্বন্ধে আমার সে আদেশ ছিল না। এই সকল হতভাগাকে এখানে না আনিয়া নগরমধ্যে তোমাদেরই প্রাণত্যাগ করাই উচিত ছিল। ইহাদিগকে লইয়া এখন আমি কি করিব?"

এই সকল দুর্ভাগ্য তুর্কীগণের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য নেপোলিয়ানের শিবিরমধ্যে তৎক্ষণাৎ একটি সমর-সভা বসিল; কিন্তু সভায় কোন প্রকার মীমাংসাই হইল না। পর দিন আবার সভা বসিল, সে দিনও কোন ফল হইল না। তৃতীয় দিন সভা বসিলে পূর্ব্বদিনের ন্যায় সে দিনও সেনাপতিগণ কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। তুর্কীগণ ফরাসীদিগের খাদ্যদ্রব্য নিঃশেষ করিতে লাগিল। ফরাসী সৈন্যেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। নেপোলিয়ান দেখিলেন, শত্রুগণকে শিবিরে বন্দী করিয়া রাখা যেমন কঠিন, তাহাদিগকে মুক্তিদান করাও সেইরূপ বিপজ্জনক। মুক্তিলাভ করিলেই তাহারা ফরাসীসৈন্যগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে, সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ রহিল না।

যে সকল ফরাসী সৈন্য তুর্কীদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছিল, তাহারা অত্যন্ত শোচনীয়রূপে নিহত হইল। ফরাসী

সেনাপতিগণ তিন দিন সভাস্থাপনের পর চতুর্থ দিনে স্থির করিলেন, তুর্কী বন্দীদিগকে নিহত করিতে হইবে। নেপোলিয়ান অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে এই আদেশ পত্রে স্বাক্ষর করিলেন। দুর্ভাগ্য বন্দিগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় সমুদ্রকূলে বালুকারাশির উপর লইয়া গিয়া দলে দলে বধ করা হইল। তাহাদের মৃতদেহ সেই জনহীন প্রান্তরে নিপতিত থাকিয়া মনুষ্যের নিদারুণ নৃশংসাচারের সাক্ষ্য প্রদান করিতে লাগিল। এই কার্য্যে নেপোলিয়ানের চরিত্রে গভীর কলঙ্ক ক্ষেপণ করিলেও সকল অবস্থা বিবেচনায় তাঁহাকে অপরাধী বিবেচনা করা সঙ্গত নহে। এই হৃদয়হীন বর্ব্বরতার প্রসঙ্গোপলক্ষে নেপোলিয়ানের জীবনী-লেখক নিরপেক্ষ আবট বলিয়াছেন, "যদি কেহ বলেন, তুর্কী বন্দীদিগকে নিহত করা নেপোলিয়ানের কর্ত্তব্য হয় নাই, তাহা হইলে সে কথার এই অর্থ হয় যে, যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করাই নেপোলিয়ানের উচিত ছিল। শুধু তাহাই নহে, ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া এবং রুসিয়া অবজ্ঞাত ও নির্ব্বাসিত বোঁর্ব্বো বংশে ফরাসী-সিংহাসন সমর্পণ করিবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহাতে বাধা প্রদান করাও স্বাধীন ফরাসী-জাতির পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। ইংলণ্ড ফ্রান্সের নগরসমূহ কামানের গোলাতে বিধ্বস্ত করিয়া একটি গর্ব্বিত জাতি দ্বারা তাহাদের সিংহাসনচ্যুত রাজাকে সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ফরাসীগণ ইংলণ্ডের সেই প্রচণ্ড শত্রুতার প্রতিফল-প্রদানের অভিপ্রায়েই তাহাদের দুর্ব্বলতার আশ্রয়ভূমি ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। যুদ্ধের শোচনীয় ফলের জন্য আক্রমণকারিগণই দায়ী, আক্রান্ত হইয়া যাহারা আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত, তাহারা কখন দায়ী নহে।"

অতঃপর নেপোলিয়ান একার নগরে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। একার সিরিয়ার একটি প্রধান সৈন্যাবাস। একমেৎ নামক দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান সেনাপতি এই দুর্গম দুর্গের অভ্যন্তরে বহুসংখ্যক সৈন্য এবং অস্ত্র-শস্ত্র সঞ্চিত করিয়া শত্রুর আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কর্ণেল ফিলিপো নামক বোঁর্ব্বোদিগের জনৈক গুপ্তচর ও নেপোলিয়ানের সতীর্থ একজন সুদক্ষ ফরাসী ইঞ্জিনিয়ারের সহায়তায় তিনি দুর্গসংরক্ষণের বিপুল আয়োজনে প্রবৃত্ত ছিলেন। একমেৎ নেপোলিয়ানের আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া লেভান্ত উপসাগরে ইংরাজ-রণতরীসমূহের পরিচালক সার সিড্‌নে স্মিথের নিকট এ সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। সার সিড্‌নে দুইখানি যুদ্ধ-জাহাজ এবং কয়েকখানি ক্ষুদ্রায়তন রণতরী লইয়া ফরাসীগণের একার নগরে উপস্থিত হইবার দুই দিন পূর্ব্বে একার বন্দরে পদার্পণ করিলেন। বহুসংখ্যক ইঞ্জিনিয়ার, গোলন্দাজ সৈন্য এবং অস্ত্র-শস্ত্রে একার-দুর্গ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। একমেতের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

ইতিপূর্ব্বে নেপোলিয়ান আলেকজান্দ্রিয়া নগর হইতে দুর্গ-ধ্বংসের উপযোগী যন্ত্রাদি তাঁহার নিকট প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন; নেপোলিয়ানের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই জাহাজ সার সিড্‌নে স্মিথের হস্তগত হইল। নেপোলিয়ান ইহা গুরুতর ক্ষতি বলিয়া মনে করিলেন। তিনি একমেতের নিকট সন্ধি-স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। ফরাসী-দূত সন্ধি পতাকা হস্তে লইয়া বিপক্ষ-শিবিরে উপস্থিত হইলে বর্ব্বর তুর্কী সর্দ্দার সেই দূতের মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক সেই মস্তক দুর্গ-শিরে লট্‌কাইয়া, ছিন্ন দেহটি সাগরগর্ভে নিক্ষেপ করিল। এই গর্হিতাচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, নেপোলিয়ান সন্ধিস্থাপনের বাসনা পরিহারপূর্ব্বক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কিন্তু সহসা সৈন্যগণের মধ্যে সাঙ্ঘাতিক প্লেগরোগের আবির্ভাব হইল। ফরাসী সৈন্যগণ প্লেগাক্রান্ত হইয়া দলে দলে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। এই অভিনব বিপৎপাতে সৈন্যগণের আতঙ্কের ইয়ত্তা রহিল না; তাহারা তাহাদের রোগাক্রান্ত সহযোগিগণের সংস্পর্শে আসিতেও অসম্মত হইল। রোগের সংক্রামকতায় ভীত হইয়া চিকিৎসকগণ পর্য্যন্ত রুগ্ন সৈন্যগণের চিকিৎসা পরিত্যাগ করিলেন। বহুসংখ্যক সৈন্য চিকিৎসাভাবে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। নেপোলিয়ান জীবনের মমতা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পীড়িত সৈন্যগণের রোগ-শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিলেন; তাহাদের অবশ হস্ত নিজের হস্তের মধ্যে গ্রহণ করিয়া মধুরবাক্যে তাহাদিগকে সান্ত্বনা দান করিতে লাগিলেন, তাহাদের দেহ হইতে দূষিত পূঁজ-রক্ত স্বহস্তে মুছিয়া দিলেন। নেপোলিয়ানের এই প্রকার আশ্বাসবাণী শুনিয়া ও সহৃদয়তাপূর্ণ সদয়ব্যবহার লাভ করিয়া, মর্ম্মাহত মুমূর্ষু সৈন্যগণের ব্যথিত হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে সিক্ত হইল; তাহাদের কপোলদেশ

বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল; তাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাদের সেনাপতির মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল।

চিকিৎসকগণ নেপোলিয়ানের এই মহৎ দৃষ্টান্তে লজ্জিত হইয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য পুনর্গ্রহণ করিলেন। সুস্থ সৈন্যগণ তাহাদের রুগ্ন সহযোগিবর্গের রোগ-যন্ত্রণা প্রশমনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। নেপোলিয়ান দিবারাত্রি সৈন্যগণের পরিচর্য্যা-কার্য্যে ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়ানের এই প্রকার অলৌকিক আত্মত্যাগ লক্ষ্য করিয়া একজন চিকিৎসক তাঁহাকে মিষ্ট ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, এরূপ ভয়ানক বিপদ্‌কে এমন ভাবে আলিঙ্গন করা অত্যন্ত অদূরদর্শিতার কার্য্য। নেপোলিয়ান প্রশান্তচিত্তে উত্তর করিলেন, "ইহা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, কারণ, আমি প্রধান সেনাপতি।"

অতঃপর নেপোলিয়ান একার-দুর্গ-অবরোধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই দুর্গ সিরিয়ার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভেদ্য ছিল। নেপোলিয়ান বুঝিয়াছিলেন, ইহা অধিকার করিতে পারিলেই সমস্ত সিরিয়া তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িবে। নেপোলিয়ান ইতিপূর্ব্বেই দ্রুস্‌ এবং অন্যান্য বিভিন্ন খৃষ্টান-সম্প্রদায়কে বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। তুর্কীদিগের প্রবল অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া তাহারা নেপোলিয়ানের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। তাহারা সঙ্কল্প করিয়াছিল, একারের পতনের অব্যবহিত পরেই তাহারা নেপোলিয়ানের সৈন্যদলের সহিত সম্মিলিত হইয়া যথেচ্ছাচারী মুসলমানগণের অসহনীয় শাসনদণ্ড ভঙ্গ করিবে। তাহাদের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ নেপোলিয়ানের শিবিরে যাতায়াত করিতেছিল এবং ফরাসী সৈন্যগণের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছিল। এই ভয়ানক যুদ্ধের ফল একদিকে মনুষ্যের স্বাধীনতা, অন্যদিকে যথেচ্ছাচারের সমর্থন। তুর্কীগণও অলস ছিল না; তাহারা অসাধারণ চেষ্টায় সমগ্র দেশের মুসলমান অধিবাসিবর্গকে মহম্মদের নামে অনুপ্রাণিত ও "খৃষ্টান কুকুর"সমূহের বিনাশসাধনের জন্য উত্তেজিত করিয়াছিল। এইরূপে অবরুদ্ধ নগরের উদ্ধারসাধনমানসে বহুসংখ্যক মুসলমান সৈন্য অগণ্য পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় শ্রেণীবদ্ধভাবে মহাপরাক্রান্ত ফরাসী সৈন্যগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিল।

নেপোলিয়ান দশদিন পর্য্যন্ত একার দুর্গ অবরোধ করার পর তুর্কীসৈন্যগণ তাঁহার সন্নিকটবর্ত্তী হইল। ইহাদের দলে ত্রিশ সহস্র সৈন্য ছিল; তন্মধ্যে দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য পরাক্রমে ও শিক্ষায় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নেপোলিয়ান কেবল আট সহস্র মাত্র সৈন্যের সহায়তায় ইউরোপীয় তুর্কী ও অন্যান্য মুসলমান সৈন্যগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। অতঃপর নেপোলিয়ান কিছুমাত্র সময় নষ্ট না করিয়া দুই সহস্র সৈন্য দুর্গ অবরোধের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট ছয় সহস্র সৈন্যের সহিত তাঁহার বিরুদ্ধে ধাবমান প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় বেগবান্‌ বলদর্পিত ত্রিশ সহস্র সৈন্যের গতিরোধার্থ অগ্রসর হইলেন। প্রথমে তিনি তাঁহার সহযোগী ক্লেবারকে তিন সহস্র সৈন্যের সহিত প্রেরণ করিয়া অবশিষ্ট তিন সহস্র সৈন্য লইয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন।

টেবর পর্ব্বতের পাদদেশসংস্থিত সঙ্কীর্ণ গিরিপথ অতিক্রম করিয়া সেনাপতি ক্লেবার একটি বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। সে দিন এপ্রেল মাসের যোড়শ দিবস; অরুণদেব সবে মাত্র প্যালেস্তাইনের ধূসর গিরিমালার উর্দ্ধে সুনির্ম্মল গগনতল হইতে হিরন্ময় কিরণধারায় ধরাতল প্লাবিত করিতেছিলেন। সেই অরুণকিরণ-প্লাবিত প্রশস্ত প্রান্তরে ক্লেবার তুর্কীসৈন্যগণকে সমবেত দেখিলেন, প্রভাতের লোহিত সূর্য্যালোকে সহস্র সহস্র সুরঞ্জিত মস্তকাবরণ, সমুজ্জ্বল লৌহাস্ত্রসমূহ, প্রভাতবায়ুকম্পিত পতাকা-শ্রেণী নয়ন-রঞ্জন শোভা ধারণ করিয়াছিল। সুসজ্জিত, মহাতেজস্বী, দ্রুতগামী আরবী অশ্বে দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান ছিল। ক্লেবার সসৈন্যে প্রান্তরসীমায় পদার্পণ করিবামাত্রই তুর্কী সৈন্যগণ প্রতিশোধ-কামনায় উন্মত্ত ও আনন্দে অধীর হইয়া অতি গভীর সমুদ্রগর্জ্জনের ন্যায় যুগপৎ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। অশ্বারোহী সৈন্যদল সুতীক্ষ্ণ তরবারিসমূহ কোষমুক্ত করিয়া মহা চীৎকারশব্দে ঝটিকা-প্রবাহের ন্যায় বেগে শত্রুসৈন্যের উপর আসিয়া পড়িল। প্রত্যেক ফরাসী সৈন্য জানিল, শত্রুগণ যেরূপ ভাবে ব্যূহরচনা করিয়া অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে তাহাদের অবিচলতার উপর রণজয় ও জীবনের স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে। একের স্কন্ধের সহিত অপরের স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া তাহারা অটল অচলের ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইল।

উন্নত সঙ্গীনের মুখে অশ্বগণকে পরিচালিত করা অসম্ভব। তুর্কীদিগের অশ্বসমূহ তীক্ষ্ণধার সঙ্গীনের আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া পশ্চাতে হটিয়া গেল, অশ্বারোহিগণ বিস্তর চেষ্টা করিয়াও আর তাহাদিগকে অগ্রসর করিতে পারিল না। তখন সুশিক্ষিত ফরাসী সৈন্যগণের সহস্র সহস্র বন্দুক হইতে যুগপৎ সহস্র সহস্র অগ্নিময় গুলী নিঃসারিত হইয়া তুর্কী অশ্বারোহীদিগের উপর নিপতিত হইল; বহুসংখ্যক তুর্কী অশ্বারোহীর প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহ ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইল। ছয় ঘণ্টা ধরিয়া মহাতেজে যুদ্ধ চলিল, কিন্তু ফরাসীদিগের সুদৃঢ় ব্যূহ ভঙ্গ হইল না। ফরাসী বন্দুকসমূহ পুনঃ পুনঃ অগ্নি উদ্গিরণ করিয়া বহুসংখ্যক তুর্কীসৈন্য ধ্বংস করিয়া ফেলিল।

মধ্যাহ্নকাল সমাগত হইল; দিনকর মধ্যাকাশ হইতে অগ্নিরাশি বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং তাহা মস্তকে ধারণপূর্ব্বক উভয় পক্ষের সৈন্যদল উন্মত্তভাবে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। ফরাসী সৈন্যগণ দেখিল, তাহারা বিপক্ষগণের যত সৈন্যই ধ্বংস করুক, তাহাদের সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না; এ দিকে তাহাদের গোলাগুলী ও বারুদ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এ অবস্থায় আর অধিককাল যুদ্ধ করা সম্ভব নহে বুঝিয়া ফরাসী সৈন্যগণ বীরের ন্যায় জীবন বিসর্জ্জন কামনায় অন্তিমসাহসে ভর করিয়া শেষবার শত্রু সৈন্যগণকে আক্রমণ করিল।

তখন বেলা একটা। নেপোলিয়ান ঠিক সেই সময়ে তাঁহার তিন সহস্র সৈন্য লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রের অদূরবর্ত্তী গিরিপ্রান্তে সমাগত হইলেন। তখন ভীষণ বেগে যুদ্ধ চলিতেছিল; সহস্র সহস্র মৃতদেহে রণভূমি আচ্ছন্ন হইয়াছিল। আহতগণের আর্ত্তনাদে কর্ণ বধির হইতেছিল; তাহার উপর বীরগণের হুঙ্কার, বন্দুকের নির্ঘোষ, ধূমানলশিখা। নিবিড় ধূমে রণভূমি এরূপভাবে আচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। নেপোলিয়ান তাঁহার সৈন্যগণের বন্দুকের শব্দে তাহাদের অবস্থাননির্ণয়ে সমর্থ হইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি কিংকর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর তিনি তাঁহার সহগামী তিন সহস্র সৈন্যকে দুই দলে বিভক্ত করিয়া ত্রিভুজাকার ব্যূহ রচনাপূর্ব্বক তুর্কীদিগের উপর বিদ্যুদ্বেগে নিপতিত হইলেন। ছয় সহস্র ফরাসী সৈন্য দ্বিগুণ তেজে তাহাদের পাঁচগুণ অধিকসংখ্যক বিপক্ষ সৈন্যদলকে আক্রমণ করিল।

নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ তুর্কী সেনাদলের উপর নিপতিত হইবার পূর্ব্বেই পর্ব্বতের উপর হইতে একবার কামান দাগিয়াছিল। প্রতি গুহা প্রতিধ্বনিত করিয়া অদূরবর্ত্তী রণশ্রান্ত ফরাসী সৈন্যগণের হৃদয়ও আনন্দরসে পরিপূর্ণ করিয়া শূন্যে বিলীন হইল। যুদ্ধনিরত ফরাসী সৈন্যগণ বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া দেখিল, তাহাদের মহাবীর সেনাপতি, তাহাদের জীবন-মরণের সহচর, তাহাদের একমাত্র উপাস্যদেবতা এবং বিপদের ত্রাণকর্ত্তা নেপোলিয়ান তাহাদের উদ্ধারের জন্য বিদ্যুদ্বেগে সেই দিকে অগ্রসর হইতেছেন। ফরাসী সৈন্যগণ উন্মত্তের ন্যায় সহস্রকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল,"নেপোলিয়ঁ। নেপোলিয়ঁ।!"—নেপোলিয়ানের নাম প্রত্যেক ফরাসী বীরের হৃদয়ে ঐন্দ্রজালিক শক্তি প্রদান করিল। নেপোলিয়ানের নাম শ্রবণমাত্র ক্ষতজর্জ্জরিত রক্তাপ্লুত আহত বীরগণের ধমনীতে শোণিত-স্রোত প্রবল হইয়া উঠিল, অশ্রুচ্ছ্বাসে তাহাদের দৃষ্টিশক্তি রুদ্ধ হইল। ফরাসী সৈন্যগণ উৎসাহকম্পিত-দেহে মহা বেগে শত্রুসৈন্যের উপর নিপতিত হইল। নেপোলিয়ানের ত্রিভুজাকার সৈন্যব্যূহের তিনটি বিভিন্ন কোণ হইতে কালানলসদৃশ সাংঘাতিক গোলাবর্ষণ তুর্কীগণ সহ্য করিতে পারিল না; মহাভয়ে ভীত হইয়া সেই ত্রিশ সহস্র তুর্কীসৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

সেই বিপুল সেনাকটক সুদৃঢ় তট-প্রতিহত সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরবক্ষে পলায়নপর হইলে সহসা একদল ফরাসী সৈন্য তাহাদের গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইল; সুতরাং তাহাদের পলায়ন অসম্ভব হইয়া উঠিল। সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে চারি দিকেই ফরাসী সেনা। ছত্রভঙ্গ তুর্কীসৈন্যগণের দুরবস্থার সীমা রহিল না। তাহাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে অগ্নিময় গুলী আসিয়া পড়িতে লাগিল। বন্দুকের গম্ভীর শব্দ, কামানের বজ্রনাদ, বিজয়ী ফরাসীসেনাগণের সহর্ষ হুঙ্কার, সকল শব্দ একত্র মিশিয়া তুর্কীদিগের হৃদয় কম্পিত করিয়া তুলিল। বহুযুদ্ধবিজয়ী, সমরনিপুণ ফরাসী সৈন্যগণের অব্যর্থ গুলীবর্ষণ তুর্কীদিগের নিকট অলৌকিক ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। ফরাসী বীরগণের তীক্ষ্ণাগ্র সঙ্গীন,

টেবর পর্ব্বতের পাদদেশস্থিত যুদ্ধ

[১০৩ পৃষ্ঠা।
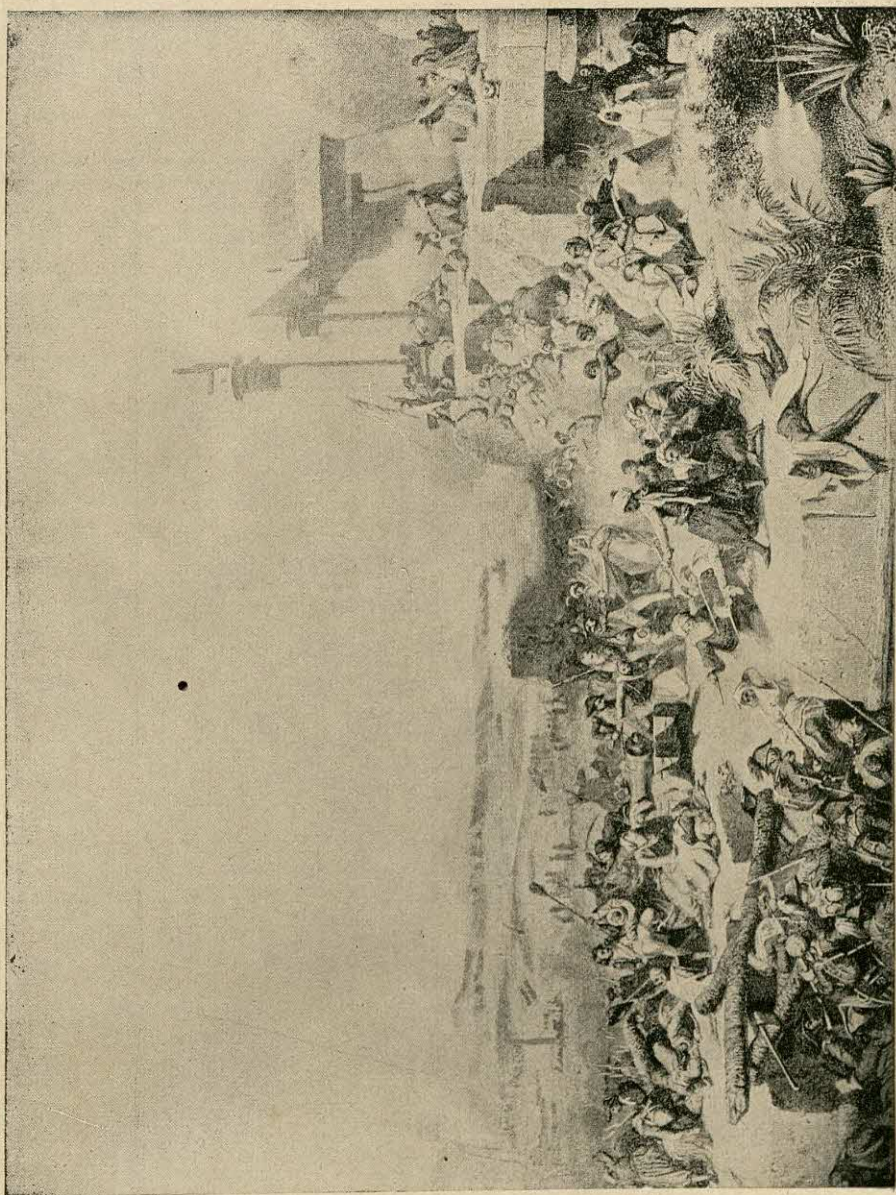
কামানের গোলা, বন্দুকের গুলীতে তুর্কীসৈন্যসমূহের ক্ষত-বিক্ষত অঙ্গ রক্তস্রোতে প্লাবিত হইয়া গেল।

সেনাপতি মুরাট নেপোলিয়ানের অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত ছিলেন, নেপোলিয়ান মুরাটকে পৃথিবীমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তিনি অতি ভীমকায় মনুষ্য ছিলেন, তাঁহার পরিচ্ছদের পারিপাট্য অত্যন্ত অতিরিক্ত ছিল। তিনি উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় একটি অতি বৃহৎ আরবী অশ্বে আরোহণ করিতেন এবং আরোহণ করিলে সকল সৈন্যের উর্দ্ধে তাঁহার বিরাট মস্তক বিরাজ করিত। মুরাট অদম্য উৎসাহে উষ্ণীষ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। তাঁহার হস্তে অতি তীক্ষধার তরবারি। তাঁহার অশ্ব যেমন দ্রুতবেগে অগ্রসর হইল, তিনিও সেইরূপ দ্রুতহস্তে তাঁহার অসি-চালনা করিয়া হেমন্তের পক্কশীর্ষ ধান্যের ন্যায় পাগড়ীশোভিত শত্রুশিরগুলি দেহচ্যুত করিতে লাগিলেন। সেই মথিত-প্রায় শত্রুসৈন্যের মধ্যে মুরাট বিজয়ী বীরের সমুন্নত পতাকার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।

এই যুদ্ধের আরম্ভকাল হইতে অবসানকাল পর্য্যন্ত কত তুর্কীসৈন্য শত্রুহস্তে ধরাশায়ী হইল, তাহা সহজেই কল্পনা করা যাইতে পারে। ফরাসীসৈন্যগণ ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া কিরূপ ভীষণস্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, নিম্নলিখিত গল্পটি হইতে সে কথা প্রমাণিত হইবে। এই যুদ্ধাবসানে একজন ফরাসী সামরিক কর্ম্মচারী দেখিতে পাইলেন, একজন আহত ফরাসী সৈন্য মৃতপ্রায় পতিত হইয়াও আর একজন গুরুতর-রূপে আহত ক্ষীণপ্রাণ মামলুক সৈন্যের শ্বাসরোধ পূর্ব্বক তাহার প্রাণবধের জন্য উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া দিতেছে। কর্ম্মচারী এই আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিয়া ফরাসী সৈন্যটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ অবস্থাতে তুমি এই পাপে লিপ্ত হইতেছ কেন?" সেই শার্দ্দূলপ্রকৃতি ফরাসী তাহার অন্তিম-শ্বাস আকর্ষণ পূর্ব্বক বলিল, "হাঁ, তুমি ত মশায় নিজের পছন্দমাফিক কথা বলিয়া গেলে; ঘা ত আর তোমাকে সহিতে হয় নাই; মারিয়া মরিবার সুখটুকু ছাড়িয়া মরিব কেন?"

যুদ্ধে ফরাসীদিগের বিজয়লাভ হইল। তুর্কী সৈন্যগণ যে কেবল পরাজিত হইল তাহাই নহে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইল। অবশেষে দিবসের সূর্য্য একটি সুলোহিত অগ্নিগোলকের ন্যায় ধূমাচ্ছন্ন হইয়া লিবানন গিরিরাজির অন্তরালে ধীরে ধীরে অস্তগমন করিলেন। তখন সেই বিপুল বিস্তীর্ণ সৈন্যশ্রেণী—যাহারা দম্ভ করিয়া বলিয়াছিল, আমরা সমুদ্রতীরবর্ত্তী বালুকারাশির ন্যায় ও গগনের নক্ষত্ররাজির ন্যায় অগণ্য—সেই দাম্ভিক মিশরজয়লোলুপ সৈন্যশ্রেণী সম্পূর্ণরূপ অদৃশ্য হইল। চারিশত উষ্ট্রের সহিত তুর্কী-শিবির ও বহু মূল্যবান্ সামগ্রী বিজয়ী সৈন্যমণ্ডলী হস্তগত করিল।

একটি সুপ্রশস্ত সমতলক্ষেত্রে, সম্মুখযুদ্ধে নেপোলিয়ানের ছয় সহস্রমাত্র সৈন্য এই প্রকার জয়লাভ করিল। নেপোলিয়ানের সিরিয়াজয়ের অভিপ্রায় এইরূপে সিদ্ধ হইল। অনন্তর তিনি একারে প্রত্যাগমন করিলেন এবং গভীর উৎসাহে দুর্গাবরোধে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তখনও ইংরাজ, রুশীয় ও তুর্কী রণতরীসমূহ বন্দরে অপেক্ষা করিতেছিল। ইংরাজ-সেনাপতিবৃন্দ, ফরাসী ইঞ্জিনিয়ারগণ এবং ইউ-রোপীয় তুর্কী-সেনামণ্ডলী নেপোলিয়ানের চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য প্রাণপণে যত্নবান্ হইলেন।

উভয়পক্ষের সৈন্যগণের মধ্যে যে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তাহা বর্ণনাতীত। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া উভয় পক্ষের বহু সৈন্য নিহত হইতে লাগিল; কিন্তু তথাপি কোন পক্ষের শ্রান্তি-ক্লান্তি নাই; কাহারও নিদারুণ সমরস্পৃহা প্রশমিত হইল না। ফরাসীগণ কোন সুযোগে আলেকজান্দ্রিয়া হইতে দুর্গপ্রাচীর চূর্ণকারী কামান আনাইয়াছিল; তাহার সাহায্যে একারের পাষাণ-প্রাচীর চূর্ণ করা হইল। নগরের শত শত গৃহ গোলার আঘাতে ইষ্টকস্তূপে পরিণত হইল, নগরবাসিগণ রক্তাক্তদেহে ব্যাকুল-অন্তরে প্রাণরক্ষার জন্য কম্পিতপদে ইতস্ততঃ ধাবিত হইল। কিন্তু কাহারও রক্ষা নাই। সুবৃহৎ সৌধরাজি অগ্নিতে প্রজ্বলিত হইতেছে; ধূমরাশি উত্থিত হইয়া নগরের রাজপথ অন্ধকারময় করিয়া ফেলিয়াছে; নগর-বাসিগণের পরিধেয়বস্ত্রে অগ্নি লাগিয়া গিয়াছে; তাহাদের দেহ বারুদে ও ধূমে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে; তাহারা প্রাণ লইয়া ছুটিতেছে, আর উন্মত্ত শৃঙ্খলাচ্যুত সৈনিকগণ তীক্ষ্ণাগ্র সঙ্গীন তাহাদের বক্ষে বিদ্ধ করিতেছে; তীক্ষধার তরবারিতে কাহারও মুণ্ডচ্ছেদন করিতেছে; মুহুর্ম্মুহুঃ কামানের গোলা আসিয়া রাজপথ, গৃহ, হর্ম্ম্য চূর্ণ করিতেছে; তাহাদের ভীষণ শব্দে চতুর্দ্দিক্ প্রকম্পিত হইতেছে। নগরবাসিগণের আর্ত্ত-নাদে, সৈনিকগণের হুঙ্কারে, বন্দুকের অনল-শিখায় এবং

গন্ধকের সুপ্রচুর ধূমে সমস্ত নগর পূর্ণ হইয়া উঠিল, আলোকোজ্জ্বল দিবা ও অন্ধকারাচ্ছন্ন বিভাবরী এই উভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ বর্ত্তমান রহিল না। সেই ভয়ানক দৃশ্যের বর্ণনা অসম্ভব।

নগরমধ্যে প্রতিদিন যে সকল লোক নিহত হইল, তাহাদের মৃতদেহ সমাহিত করিবারও কাহারও অবসর হইল না। শত শত মৃতদেহে রাজপথ পরিপূর্ণ হইয়া রহিল, সূর্য্যোত্তাপে সেই সকল মৃতদেহ বিগলিত হইয়া দুঃসহ পূতিগন্ধ উত্থিত হইতে লাগিল, বায়ুমণ্ডল দূষিত হইয়া গেল। কিন্তু তথাপি কেহ নিরস্ত হইল না। উন্মত্ত ফরাসী সৈন্যগণ নগরপ্রাচীর এবং সুবৃহৎ হর্ম্ম্যরাজির পাদদেশে গহ্বর খনন করিয়া তাহাতে শত শত মণ বারুদ নিক্ষেপ পূর্ব্বক সেই বারুদে অগ্নি প্রদান করিল, মহাশব্দে সুদৃঢ় প্রাচীর-হর্ম্ম্যাদি শত খণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল, কৃষ্ণবর্ণ ধূম ও ধূলিরাশিতে ঊর্দ্ধগগন সমাচ্ছন্ন হইল। কিন্তু তথাপি তিনি নগর অধিকার করিতে পারিলেন না।

সার সিড্‌নে স্মিথ সমবেত ইংরাজ ও তুর্কীসেনা পরিচালন করিতেছিলেন। তাঁহার রণকৌশল, বীরত্ব, সাহস এবং দৃঢ়চিত্ততার কিছুমাত্র অভাব হয় নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ফরাসী সৈন্যগণ যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে; তাই তিনি এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন যে, যে সকল ফরাসী সৈন্য নেপোলিয়ানের পক্ষ পরিত্যাগ করিবে, তিনি তাহাদিগকে ফ্রান্সে প্রেরণ করিবার ভার গ্রহণ করিবেন। বহুসংখ্যক ঘোষণাপত্র ফরাসী সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে নিক্ষেপ করা হইল। এই বাঞ্ছনীয় প্রলোভনেও ফরাসী সৈন্যগণের হৃদয় বিচলিত হইল না। নেপোলিয়ানের প্রতি তাহাদের এরূপ অসাধারণ অনুরাগ ছিল যে, এই প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া একটি সৈন্যও তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিল না। তখন নেপোলিয়ান আর এক ঘোষণাপত্রে প্রচার করিলেন, "সার সিডনে স্মিথ ক্ষিপ্ত হইয়াছেন।" এই ঘোষণা শ্রবণ করিয়া সার সিড্‌নে প্রকৃতই ক্ষিপ্ত হইয়া নেপোলিয়ানকে দ্বৈরথ যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। তখন নেপোলিয়ান তাঁহাকে জানাইলেন, "যদি সার সিড্‌নে মারলবারোকে তাঁহার সমাধি-গহ্বর হইতে তুলিয়া পাঠাইতে পারেন, তাহা হইলে আমি এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে পারি। যদি তিনি তাঁহার বাহুবলপ্রদর্শনের জন্য একান্ত অধীর হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার জন্য কয়েক হাত জমি মাপিয়া রাখিয়া তাঁহার নিকট একজন দীর্ঘকায় সৈনিককে পাঠাইয়া দিব; তাহার সহিত তিনি যুদ্ধ করিয়া দেখিতে পারেন।"

এই অবরোধকালে নেপোলিয়ানের অন্যতম সহযোগী সেনাপতি কাফারেলী শত্রুনিক্ষিপ্ত একটি গুলীতে সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছিলেন; অষ্টাদশ দিবস অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার প্রতি নেপোলিয়ানের এরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল যে, দিবারাত্রিব্যাপী ঘোর যুদ্ধে ব্যস্ত থাকিলেও প্রত্যহ দুইবার করিয়া তিনি তাঁহার শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত নানা বিষয়ের আলাপ করিতেন। বিষম যন্ত্রণায় কাতর হইয়া কাফারেলী সর্ব্বদা প্রলাপবাক্য প্রয়োগ করিতেন, কিন্তু তাঁহার উপর নেপোলিয়ানের এমন অসাধারণ প্রভাব ছিল যে, নেপোলিয়ানের নাম উচ্চারিত হইবামাত্র তিনি প্রকৃতিস্থ হইতেন এবং প্রলাপবাক্য পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বাভাবিকভাবে কথা বলিতেন।

নেপোলিয়ানের প্রতি তাঁহার সৈন্যগণের অসাধারণ অনুরাগের পরিচয় প্রায় প্রতিদিনই পাওয়া যাইত। একদিন শত্রুনিক্ষিপ্ত একটি বোমা আসিয়া সবেগে নেপোলিয়ানের পদপ্রান্তে পতিত হইল; দুইজন ফরাসী সৈন্য নেপোলিয়ানের সন্নিকটে দণ্ডায়মান ছিল, তাহারা তাহাদের সেনাপতির বিপদ্ বুঝিতে পারিয়া দ্রুতপদে তাঁহার উপর আসিয়া পড়িল এবং উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া স্ব স্ব দেহের অন্তরালে তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিল। সেই জ্বলন্ত বোমা অবিলম্বে বিস্ফুরিত হইয়া নেপোলিয়ানের পদপ্রান্তে এমন একটি সুবৃহৎ গহ্বরের সৃষ্টি করিল যে, তাহার মধ্যে একখানি শকট ও দুইটি অশ্বের অনায়াসে স্থান হইতে পারিত। নেপোলিয়ান এবং তাঁহার সৈন্যদ্বয় এই গহ্বরে নিপতিত হইয়া প্রস্তর ও বালুকারাশিতে আচ্ছন্ন হইলেন। নেপোলিয়ান সামান্যই আঘাত পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু একজন সৈনিক গুরুতররূপে আহত হইয়াছিল। সৈনিকদ্বয়ের আত্মত্যাগের পরিচয় পাইয়া নেপোলিয়ান তাহাদিগকে কর্ম্মচারিপদে উন্নীত করিয়াছিলেন।

নেপোলিয়ান বলিতেন,—আমার বিশ্বাস, কোন সেনাপতি কখন আমার ন্যায় সৈনিকগণের অনুরাগভাজন হইতে

পারেন নাই। আরকোলা যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণেল মুইরণ আমার প্রতি নিক্ষিপ্ত শত্রুর জলন্ত গোলা অসঙ্কোচে বক্ষে ধারণ করিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার বীরদেহ বিদীর্ণ হইয়া আমার পদপ্রান্তে নিপতিত হইয়াছিল, তাঁহার দেহ হইতে শোণিতরাশি তীরবেগে নিঃসৃত হইয়া আমার মুখমণ্ডল প্লাবিত করিয়াছিল। আমার কোন বিপদে এক-জনও ফরাসী সৈনিক আমার প্রতি তাহার আন্তরিক অনু-রাগ প্রদর্শনে বিরত হয় নাই; কেহই এ পর্য্যন্ত আমার ন্যায় সৈন্যগণের বিশ্বাসভাজন হইতে সমর্থ হন নাই। যখন সৈন্যগণের উন্মুক্ত শিরামুখ হইতে শেষ শোণিতবিন্দু উৎ-সারিত হইয়াছে, তখনও তাহারা প্রসন্নমুখে বলিয়াছে, "নেপোলিয়ঁ। চিরজীবী হউন।"

ক্রমাগত দুইমাসকাল নেপোলিয়ান একার নগর অধি-কার করিয়া রহিলেন। তাঁহার প্রায় তিন সহস্র সৈন্য প্লেগে ও শত্রুহস্তে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিল। পীড়িত ও আহত সৈন্যগণ দলে দলে হাঁসপাতাল পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল; তথাপি নেপোলিয়ান তাঁহার আরব্ধ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। তিনি বলিতেন, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অধ্যবসায়শীল ব্যক্তিই বিজয়লক্ষ্মীকে লাভ করিতে সমর্থ হয়। যাহা হউক, অবশেষে নেপোলিয়ানের সমস্ত গোলা নিঃশেষিত হইয়া গেল। তখন তিনি সমুদ্রতীরে একদল সৈন্য পাঠাইয়া একটি কৃত্রিমযুদ্ধের আয়োজন করি-লেন। তাহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া সার সিডনে জাহাজের উপর হইতে তাহাদের উপর ক্রমাগত গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়ান আদেশ প্রদান করিয়া-ছিলেন, প্রত্যেক গোলার জন্য তিনি তাহাদিগকে পাঁচ ফ্রাঙ্ক করিয়া পুরস্কার দিবেন। ফরাসী সৈন্যগণ মহা উৎসাহে সেই বালুকাময় সমুদ্রতট হইতে ইংরাজ-নিক্ষিপ্ত গোলা সকল সংগ্রহ করিয়া আনিয়া নেপোলিয়ানের হস্তে প্রদান করিল। এই সকল গোলা যখন নিঃশেষিত হইয়া গেল, তখন নেপো-লিয়ান একদল অশ্বারোহী সৈন্যকে একবার সমুদ্রতটে বিচরণ করিবার জন্য পাঠাইলেন। ইংরাজগণ ভাবিল, হয় ত তাহারা আবার কোন নূতন অভিযানে যাত্রা করিয়াছে; সুতরাং ইংরাজ-জাহাজ হইতে পুনর্ব্বার গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল; অবিলম্বে এই সমস্ত গোলাও নেপোলিয়ানের হস্তগত হইল। এইরূপে কয়েক দিন ধরিয়া শত্রুর গোলাতেই নেপোলিয়ান শত্রুসৈন্য ধ্বংস করিলেন।

মে মাসের একদিন অপরাহ্নকালে সমুদ্রের সীমান্ত-রেখায় কতকগুলি স্ফীতবক্ষ পাল একার নগর হইতে সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। কিছুক্ষণ পরে বুঝিতে পারা গেল, সেই জাহাজগুলি একার বন্দরাভিমুখেই অগ্রসর হইতেছে। আনন্দ ও উদ্বেগে উভয় সৈন্যদলের হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল। ফরাসী সৈন্যগণ মনে করিল, এই সকল জাহাজ আলেক্জান্দ্রিয়া অথবা ফ্রান্স হইতে তাহাদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতেছে। তুর্কীগণ ভাবিল, এই সকল জাহাজ শত্রুর প্রবল আক্রমণ হইতে তাহাদিগের উদ্ধার করিবার জন্যই আগমন করিতেছে। এই সকল জাহাজ শত্রুভাবে, কি মিত্রভাবে আসিতেছে, তাহা নিরূপণ করিবার জন্য ইংরাজরণতরীসমূহ বন্দর পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই সকল জাহা-জের অভিমুখে অগ্রসর হইল। অবশেষে ফরাসী সৈন্যগণ যখন দেখিল, অর্দ্ধচন্দ্র ও ক্রুশচিহ্নশোভিত তুর্কী ও ইংরাজের সম্মিলিত জাহাজসমূহ তাহাদেরই ধ্বংসের জন্য অগ্রসর হই-তেছে, তখন তাহারা অত্যন্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল। দ্বাদশ সহস্র সৈন্য বহু পরিমাণ যুদ্ধোপকরণের সহিত নগর-প্রান্তস্থ বন্দরে আসিয়া উপনীত হইল।

যাহাতে এই সকল সৈন্য স্থলভাগে পদার্পণ করিতে না পারে, অবিলম্বে তাহারই উপায় করা নেপোলিয়ানের নিকট সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইল। বস্তুতঃ নগর অধিকারের সমস্ত আশা এই সঙ্কল্পসিদ্ধির উপর নির্ভর করিতে লাগিল। নেপোলিয়ান বুঝিলেন, এই সকল শত্রু-সৈন্যের তীরে উঠিতে ছয় ঘণ্টা সময় লাগিবে। তদনুসারে তিনি তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করি-বার জন্য প্রস্তুত হইলেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসিল। সেই নিবিড় সান্ধ্য অন্ধকারের সাহায্যে অন্যের অলক্ষিতভাবে সহস্র সহস্র ফরাসী সেনা দ্রুতপদে নগরপ্রান্ত হইতে সাগরতটে সমবেত হইল। অনতি-বিলম্বে অতি লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হইল। নবাগত সৈন্যগণ অত্যন্ত ব্যস্তভাবে জাহাজ হইতে বহুসংখ্যক নৌকায় অবতরণপূর্ব্বক তাহাদের বন্ধুগণের উদ্ধারের জন্য তীরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু তাহারা তীরে উঠিতে না উঠিতে ফরাসী সেনাগণ তাহাদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক বধ

করিতে লাগিল। তথাপি সেই অগণ্য সৈন্য ধ্বংস করা ফরাসী সেনাগণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। প্রবল-পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া দলে দলে ফরাসী সৈন্য দেহপাত করিতে লাগিল। নেপোলিয়ানের সৈন্যসংখ্যা ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। তুর্কীদিগের তীক্ষ্ণধার ভীষণ খড়্গ ফরাসী সৈনিকগণের সঙ্গীনাঘাত ব্যর্থ করিয়া তাহাদের শোণিতে রঞ্জিত হইল। মনুষ্যের যাহা সাধ্য, তাহা সাধন করিবার জন্য ফরাসীগণ প্রাণপণে চেষ্টা করিল; অবশেষে নেপোলিয়ান দেখিলেন, রণজয়ের আর কোন আশা নাই।

তখন নেপোলিয়ান নিরাশ-হৃদয়ে নগরাবরোধ পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি জানিতেন, অসংখ্য তুর্কীসৈন্য ইংলণ্ড ও রুসিয়ার রণতরীসমূহের সহিত সম্মিলিত হইয়া অচিরকালমধ্যেই রোম হইতে মিশরে আসিয়া উপস্থিত হইবে। তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অবিলম্বে তাঁহার মিশরে প্রত্যাবর্ত্তন অবশ্য প্রয়োজনীয়। আবুকার উপসাগরে ফরাসী রণতরীসমূহ যদি ইংরাজহস্তে বিধ্বস্ত না হইত, তাহা হইলে একার নগর জয় করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইত না। কিন্তু আবুকার যুদ্ধের পরাজয়ে নেপোলিয়ানের সকল আশা তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল।

২০শে মে নেপোলিয়ান নগরাবরোধ পরিত্যাগ করিলেন। কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়া তাহা অসমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যাগ করিবার দৃষ্টান্ত নেপোলিয়ানের জীবনেতিহাসে ইতিপূর্ব্বে আর লক্ষিত হয় নাই। ফরাসী সৈন্যগণ যে নগরাবরোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিতেছে, শত্রুগণের নিকট এ সংবাদ সম্পূর্ণ গোপন রাখিবার জন্য কতকগুলি ফরাসী সৈন্য নগরের উপর ক্রমাগত গুলীবর্ষণ করিতে লাগিল; অবশিষ্ট সৈন্যগণ তাহাদের দ্রব্যসামগ্রী, কামান, বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্রাদি এবং পীড়িত ও আহত সৈন্যদিগকে স্থানান্তরিত করিতে লাগিল। নেপোলিয়ানের তিন সহস্র সৈন্য প্লেগে ও শত্রুর অস্ত্রে নিহত হইয়া একারের বালুকাময় প্রান্তরে সমাহিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু নেপোলিয়ানের উদ্দেশ্য যে আংশিকরূপে সংসাধিত হয় নাই, এ কথা বলা যায় না। তিনি সিরিয়ার সম্মিলিত বহুসংখ্যক শত্রুসৈন্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়াছেন; তাঁহার কামানসমূহ-নিক্ষিপ্ত গোলার অব্যর্থ আঘাতে একারনগর ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে, শত শত সুন্দর সমুন্নত সৌধ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রাচ্য ভূখণ্ড জয় করিয়া সেখানে এক মহা গৌরবপূর্ণ সাম্রাজ্য স্থাপনের যে উচ্চাভিলাষ নেপোলিয়ানের হৃদয়ে দীর্ঘকাল হইতে জাগরূক ছিল, সে কথা নেপোলিয়ানের সৈন্যগণের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল; সুতরাং এই প্রত্যাবর্ত্তনকালে নেপোলিয়ানের উচ্চাভিলাষপূর্ণ হৃদয়ে যে ভাবেরই সঞ্চার হউক, তাঁহার মিশর-প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে প্রচারিত হইবামাত্র তাহারা আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল।

একার-ত্যাগের সময়ে ফরাসীদিগের হাঁসপাতালে দ্বাদশ শত পীড়িত ও আহত সৈন্য শয্যাশায়ী ছিল; অন্যান্য সৈন্যেরা তাহাদিগের জন্য স্ব স্ব অশ্ব ছাড়িয়া দিল; অশ্বারোহণে যাহাদিগের সামর্থ্য ছিল না, তাহাদিগের জন্য ডুলী স্থির করা হইল। একজন চলৎশক্তিহীন আহত সৈনিককে নিজের অশ্ব প্রদানপূর্ব্বক নেপোলিয়ান পদাতিকগণের সহিত পদব্রজে অগ্নিময় বালুকারাশির উপর দিয়া চলিতে লাগিলেন।

সেই অগ্নিময় মরুভূমির উপর দিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের সময় ফরাসী সৈন্যগণ নিদারুণ কষ্ট অনুভব করিতে লাগিল; সে কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া বহুসংখ্যক পীড়িত ও আহত সৈনিক পথপ্রান্তে প্রাণত্যাগ করিল। দ্বাদশ শত পীড়িত ও আহত সৈনিকের মধ্যে অনেকেই অশ্বারোহণে এই দুর্গম মরুপথ অতিক্রম করিতে বাধ্য হইয়াছিল। পথশ্রমে তাহারা এরূপ অবসন্ন ও অশ্বপরিচালনে অসমর্থ হইয়া উঠিল যে, তাহাদিগের দেহ অশ্বের দেহের সহিত বন্ধন করিয়া দিতে হইল। নেপোলিয়ান এবং তাঁহার সহযোগী সেনাপতিবর্গ তাঁহাদিগের অশ্বসমূহ রুগ্ন ও আহত সৈন্যগণের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিয়া পদব্রজে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সকল অসমর্থ সৈনিকের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক অশ্বের অভাবে অনেককে পদব্রজেই চলিতে হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কতজন যে ভূপতিত হইয়া আর উঠিতে পারিল না, তাহার সংখ্যা নাই। এমন কি, কামানবাহী শকটসমূহ মরুভূমির মধ্যে পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহাদের অশ্বসমূহও পীড়িত এবং রুগ্ন সৈনিকগণের বহনের জন্য নিয়োজিত হইল; কিন্তু তথাপি তাহাতে কুলাইল না; অনেকে জীবনাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক মৃত্যুর প্রতীক্ষায়

পথিপ্রান্তে পড়িয়া রহিল। কেহ কেহ তুর্কীদিগের হস্তে পড়িয়া অত্যন্ত নির্দ্দয়ভাবে নিহত হইবার আশঙ্কায় মহাকষ্টে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল; তাহাদের বিদীর্ণ-মুখ ক্ষত হইতে শোণিতরাশি নির্গত হইয়া পথের বালুকা সিক্ত করিতে লাগিল, তাহারা সহযোগী সৈন্যগণের করুণালাভের আশায় কাতরভাবে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়াও তাহাদের পাষাণ হৃদয় বিচলিত করিতে সমর্থ হইল না। এইরূপে পঞ্চবিংশতি দিবস ধরিয়া সৈন্যগণ পথে যে কঠোর যন্ত্রণা সহ্য করিল, তাহার যথাযথ বর্ণনা প্রকাশ করা অসম্ভব।

সৈন্যগণের অশেষ দুর্দ্দশা সন্দর্শন করিয়া নেপোলিয়ানের করুণহৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। একদিন তিনি শ্রান্তদেহে পদব্রজে বালুকারাশি অতিক্রম করিতে করিতে দেখিলেন, সিরিয়ার মধ্যাহ্নসূর্য্যের অগ্নিকণবর্ষী দীপ্ত ময়ূখমালা অনাবৃত মস্তকে ধারণ করিয়া শত শত পীড়িত ও আহত মৃতপ্রায় সৈনিক অতি কষ্টে মন্থরগমনে পথ অতিক্রম করিতেছে, আর একজন সুস্থকায় সবল সৈনিক কর্ম্মচারী পাদচারণে অসমর্থ ব্যক্তিকে তাহার অশ্বপ্রদানে অসম্মত হইয়া অশ্বারোহণেই অগ্রসর হইয়াছে; দেখিয়া ঘৃণা ও ক্রোধে নেপোলিয়ান এতদূর অধীর হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহার কোষবদ্ধ তরবারির সুদৃঢ় লৌহমুষ্টির এক আঘাতে সেই অশ্বারোহিপুঙ্গবকে একেবারে ধরাশায়ী হইতে হইল। নেপোলিয়ান তখন একজন স্খলিতগতি আহত সৈনিককে সেই অশ্বে আরোহণ করাইলেন।—পতিতের প্রতি এই প্রকার দয়া দেখিয়া পদাতিক সৈন্যগণ নেপোলিয়ানের জয়নাদে মরুপ্রদেশের সেই মধ্যাহ্ন-আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল।

যে সকল ফরাসী সৈন্য প্লেগরোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহারা সুস্থ সৈন্যগণের পশ্চাতে বিচ্ছিন্নভাবে নীত হইতেছিল। অতি সাহসী পরাক্রান্ত সৈন্যগণেরও তাহাদের সংস্পর্শে আসিতে হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। পথে শিবিরস্থাপনের আবশ্যক হইলে নেপোলিয়ান তাঁহার শিবির এই সকল পীড়িত সৈন্যদলের সন্নিকটে সংস্থাপন করিতেন। তাহাদের কোন অভাব হইলে সে অভাব পূর্ণ হইতেছে কি না, তাহা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য তিনি প্রতি রাত্রে এই সকল দুর্ভাগ্যগণের শিবিরে উপস্থিত হইয়া তাহাদের শয্যাপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইতেন, তাহাদিগকে সান্ত্বনা দান করিতেন। প্রভাতে যাত্রারম্ভের সময়ে নেপোলিয়ান পিতার ন্যায় স্নেহপূর্ণ-হৃদয়ে তাহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন; এই প্রকার অনুগ্রহপূর্ণ সস্নেহ ব্যবহারে নেপোলিয়ান তাঁহার সৈনিকমণ্ডলীর শ্রদ্ধা, ভক্তি ও অনুরাগ আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি তাহাদের গভীর অনুরাগলাভের উপযুক্ত ছিলেন সন্দেহ নাই। নেপোলিয়ানের শোচনীয় মৃত্যুর বহুকাল পরেও তাঁহার অধীনস্থ কতজন পককেশ বৃদ্ধ সৈনিক তাহাদের অক্ষম বার্দ্ধক্যের কর্ম্মহীন দিবস মহাপ্রাণ নেপোলিয়ানের অশেষ গুণকাহিনীকীর্ত্তনে অতিবাহিত করিয়াছে; নেপোলিয়ানের অলৌকিক বীরত্ব, তাঁহার দেবোচিত গুণগ্রাম স্মরণপূর্ব্বক তাহাদের কৃতজ্ঞ হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত ও তাহাদের প্রভাহীন চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়াছে। নেপোলিয়ান সম্বন্ধে যাহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল, সেই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত না হইয়া থাকিতে পারে নাই।

সিরিয়া হইতে মিশরে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় পথিমধ্যে একদল আরবের সহিত নেপোলিয়ানের সাক্ষাৎ হইল। নেপোলিয়ানের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা ছিল; তাহারা স্বেচ্ছাক্রমে ফরাসী সৈন্যদলের পথপ্রদর্শক হইতে স্বীকার করিল। দলপতির একটি দ্বাদশবর্ষবয়স্ক পুত্র উষ্ট্রারোহণে নেপোলিয়ানের পাশে পাশে চলিতেছিল; অল্পক্ষণের আলাপে নেপোলিয়ানের সহিত সেই বালকের বন্ধুত্ব গাঢ় হইয়া উঠিল। বালক বলিল, "সুলতান কেবির, আপনি কাইরো নগরে ফিরিয়া যাইতেছেন। আপনাকে দু-একটি সৎপরামর্শ দিতে ইচ্ছা করি।" নেপোলিয়ান বলিলেন,—"বল বন্ধু, তোমার পরামর্শ গ্রহণীয় হইলে আমি তদনুসারে কাজ করিব।" বালক বলিতে লাগিল,—"আপনার অবস্থা লাভ করিলে আমি কি করিতাম, জানেন? আমি কাইরো নগরে উপস্থিত হইয়াই নগরের শ্রেষ্ঠ দাসব্যবসায়িগণকে আহ্বানপূর্ব্বক তাহাদের নিকট হইতে কুড়িটি সুন্দরী যুবতী নিজের জন্য গ্রহণ করিতাম; তাহার পর নগরের শ্রেষ্ঠ রত্নব্যবসায়িগণের নিকট হইতে বহুমূল্য হীরক-রত্নাদি আদায় করিতাম। অন্যান্য বণিকদিগের সহিতও সে প্রকার ব্যবহারে কুণ্ঠিত হইতাম না। যাহার এমন অসীম ক্ষমতা, সে ব্যক্তি যদি এরূপভাবে ধন-রত্নাদি সংগ্রহ না করে, তাহা হইলে ক্ষমতা লাভ করিয়া ফল কি?" নেপোলিয়ান উত্তর করিলেন,—"বন্ধু, এই সকল দ্রব্য যাহাদের, তাহা হইতে তাহাদিগকে ঐ ভাবে বঞ্চিত না করাতেই কি অধিক মহত্ত্ব প্রকাশিত হয় না?"

সর্দ্দার-পুত্র নেপোলিয়ানের কথার সারবত্তা বুঝিতে না পারিয়া কিছু বিমর্ষ হইল। নেপোলিয়ান পরে কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—এই বালকটি ভবিষ্যতে স্বদেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারিবে বলিয়া বোধ হয়; এই অল্পবয়সেই সে বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ এবং সাহসী, সে অতি দক্ষতার সহিত তাহার দলস্থ সৈনিকগণকে পরিচালিত করিতেছিল। কিন্তু আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যতে ক্ষমতা লাভ করিয়া সে তাহার বাসনা পূর্ণ করিবে।"

তিনমাসকাল পরে নেপোলিয়ান মহাসারোহে কাইরো নগরে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। মিশরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তিনি দেখিলেন, তাঁহার সৈন্যগণ মহা অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা এক বৎসরকাল স্বদেশের মুখ দর্শন করে নাই। ছয় মাস হইতে তাহারা স্বদেশের কোন সংবাদ প্রাপ্ত হয় নাই। প্রাচ্য-ভূখণ্ডে এক অভিনব সাম্রাজ্য স্থাপনের উচ্চাভিলাষ নেপোলিয়ানের হৃদয় হইতে দূরীভূত হইয়াছিল; সুতরাং স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তনের চিন্তা ধীরে ধীরে তাঁহার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইল। কিন্তু তিনি জানিতেন, তাঁহার এই সঙ্কল্পসিদ্ধির পথেও বাধা উন্নত-মস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তখনও বহুসংখ্যক তুর্কী সৈন্য রোড্‌সে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে এবং রুসিয়া ও ইংলণ্ডের নৌ-সৈন্যগণের সহায়তায় তাহারা যে কোন মুহূর্ত্তে মিশর আক্রমণ করিতে পারে। এই সম্মিলিত সৈন্যদলকে সমূলে বিধ্বস্ত না করিয়া তাঁহার স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তনের উপায় নাই; সুতরাং তিনি তাহাদের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

জুলাই মাসের একদিন অপরাহ্নে নেপোলিয়ান একজন বন্ধুর সহিত কাইরো নগরের বর্হির্দ্দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন; অস্তমান তপনের লোহিতরাগ সমুন্নত পিরামিডের শিরোভাগ চুম্বন করিতেছিল; নেপোলিয়ান সেই পিরামিডের সুবিস্তীর্ণ ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলেন, মরুপথ অতিক্রমপূর্ব্বক একজন আরব অশ্বারোহী ধূলিজালে আচ্ছন্ন হইয়া দ্রুতবেগে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। অল্পকালের মধ্যে সে নেপোলিয়ানের নিকট উপস্থিত হইয়া সংবাদ প্রদান করিল, আবুকার উপসাগরে বহুসংখ্যক রণতরী পরিদৃশ্যমান হইয়াছে, অষ্টাদশ সহস্র অস্ত্রধারী নির্ভীক তুর্কীসেনা সাগরতটে সম্মিলিত হইয়াছে, সুদক্ষ ইংরাজ গোলন্দাজ কর্ত্তৃক পরিচালিত বহুসংখ্যক কামান আনীত হইয়াছে, ইংলণ্ড, রুসিয়া ও তুরস্কের সমবেত রণতরীসমূহ শত্রুপক্ষের সহায়তায় দণ্ডায়মান। মোরাদ বে এই সকল সৈন্যের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য বহুসংখ্যক মামলুক অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া উত্তর-মিশরের মরুভূমি অতিক্রম করিতেছেন, তুর্কীগণ আবুকার গ্রাম অধিকারপূর্ব্বক তত্রত্য সেনানিবাসের সৈনিকগণকে নিহত এবং দুর্গ হস্তগত করিয়াছে!—মিশরের আকাশে প্রলয়ের মেঘ ঘনীভূত।

এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র নেপোলিয়ান তাঁহার শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন। যুদ্ধযাত্রার সমস্ত বন্দোবস্ত স্থির করিতে রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল। তাহার এক ঘণ্টা পরেই তিনি অশ্বারোহণপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন, সৈন্যগণ তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। মিশরের বিভিন্ন প্রদেশে এবং সিরিয়ায় নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করিতেছিল, সুতরাং তিনি আট সহস্রের অধিক সৈন্য সঙ্গে লইতে পারিলেন না। নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ সূর্য্যের অগ্নিবর্ষী কিরণে প্রজ্বলন্ত বালুকারাশির উপর দিয়া ক্ষুৎপিপাসা তুচ্ছজ্ঞান করিয়া, মরুপ্রদেশসুলভ দিবসের প্রচণ্ড রৌদ্র এবং রজনীর দুঃসহ শৈত্য মস্তকে ধারণ করিয়া আহার-নিদ্রা পরিহারপূর্ব্বক অক্লান্তপদে উর্দ্ধশ্বাসে দিবারাত্রি চলিতে লাগিল। সপ্তম দিবসে তাহারা আবুকার উপসাগরের তটদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই মধ্যরাত্রে নেপোলিয়ান ছয় সহস্র সৈন্য লইয়া তুর্কী সৈন্যমণ্ডলীর সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন; তুর্কীগণ তখন সাগরকূলে নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতেছিল। নেপোলিয়ান এক উচ্চ ভূখণ্ডে দণ্ডায়মান হইয়া নিদ্রিত শত্রুগণের অবস্থানভূমি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ, জীবজগৎ সুপ্ত, কেবল শুক্লা নিশীথিনীর পূর্ণপ্রায় শশধর মধ্যাকাশ হইতে শুভ্র হাস্য বিকীর্ণ করিয়া কৌমুদীরাশিতে ধরাতল প্লাবিত করিতেছিলেন। সেই উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে নেপোলিয়ান দেখিলেন, দূরব্যাপী নৈশানিলসংস্পর্শচঞ্চল, কৌমুদীচুম্বনাধীর বারিধিবক্ষে সম্মিলিত শত্রুগণের বহুসংখ্যক রণপোত সুপ্তিমগ্ন রহিয়াছে; নেপোলিয়ান তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শত্রুপক্ষের অশ্বারোহী, পদাতিক এবং কামান সমূহের সংখ্যা নির্ণয় করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সহযোগী সেনাপতি মহাবীর ক্লেবার দুই সহস্র সৈন্য পরিচালন করিয়া আসিতেছিলেন, তিনি তখনও বহু পশ্চাতে পড়িয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহার সহিত মিলনের জন্য অপেক্ষা না করিয়া সিরিয়ার বিভিন্ন স্থান হইতে শত্রুসৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবার পূর্ব্বেই নেপোলিয়ান তুর্কীদিগকে আক্রমণের সঙ্কল্প করিলেন। ছয় সহস্র ফরাসী সৈন্য তাহাদের তিনগুণ অধিক শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিল।

এরূপ অসমান যুদ্ধ পৃথিবীতে অধিকবার সংঘটিত হইতে দেখা যায় না। এই মুসলমান সৈন্যগণ যেরূপ মহাবলপরাক্রান্ত,সেইরূপ রণবিশারদ; তাহার উপর তাহারা ইংরাজ ও ফরাসী কর্ম্মচারী কর্তৃক পরিচালিত। ঠিক এক বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানে ফরাসী রণতরীসমূহ ইংরাজ যুদ্ধজাহাজ কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছিল; সেই শোচনীয় ঘটনার কথা নেপোলিয়ান তখনও বিস্মৃত হন নাই। সেই কথা স্মরণ করিয়া নিদারুণ প্রতিশোধকামনায় তাঁহার বীরহৃদয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। বীরবর মোরাট তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান; তিনি স্থিরচিত্তে এই যুদ্ধের ভবিষ্যৎ ফলের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, এই যুদ্ধে পরাজিত হইলে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইবে এবং শত্রুসৈন্য ধ্বংস করিতে না পারিলে সসম্মানে মিশর পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব। যদি তিনি বিপক্ষসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিতে পারেন, তাহা হইলেই অজেয় বীরের ন্যায় মহাগৌরবে সসৈন্যে নিরাপদে প্যারিসে উপস্থিত হইতে পারিবেন। দৈবানুগ্রহের প্রতি তাঁহার অসাধারণ বিশ্বাস ছিল, তাই তিনি মোরাটের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "এই যুদ্ধ পৃথিবীর ভাগ্য-পরিবর্ত্তন করিবে।" মোরাট নেপোলিয়ানের চিন্তার গভীরতার পরিমাণ করিয়া বলিলেন, "এই যুদ্ধ অন্ততঃ এই সমবেত সৈন্যমণ্ডলীর ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিজয় অথবা মৃত্যুলাভের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছি। যদি পদাতিক সৈন্যগণকে অশ্বারোহী সৈন্যশ্রেণীর বিরুদ্ধে পরিচালিত করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে আমাদের সৈন্যগণও তুর্কী অশ্বারোহিগণের সম্মুখীন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবে না।"

রক্তিম উষার প্রথম আলোকচ্ছটা পূর্ব্বগগন আলোকিত করিবামাত্র ফরাসী সৈন্যগণের আগ্নেয়াস্ত্রের সুগম্ভীর নিঃস্বনে তুর্কীগণের সুখনিদ্রা ভঙ্গ হইল। তাহার পর যে মহাযুদ্ধের আরম্ভ হইল, সেরূপ ভীষণ সমর পৃথিবীতে অধিকবার সংঘটিত হয় নাই। এই নর-শোণিতরঞ্জিত মহা সমরক্ষেত্রে নেপোলিয়ানের অগ্নিময়ী প্রতিভা যেরূপ উজ্জ্বলভাবে বিকসিত হইয়াছিল, সেরূপ আর কখনও হয় নাই। তিনি একটি উচ্চ ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া অবিচলিতচিত্তে ধীরভাবে, করুণাবিরহিত-হৃদয়ে, অসাধারণ দক্ষতার সহিত সৈন্যগণকে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। ফরাসী সৈন্যগণ ক্ষুধিত শার্দ্দূলের ন্যায় তুর্কীদিগকে আক্রমণ করিল; তুর্কীগণ প্রাণভয়ে কম্পমান মৃগযূথের ন্যায় পলায়ন করিতে লাগিল। এই সাগরবক্ষেই ফরাসী রণতরীসমূহ শত্রুহস্তে বিধ্বস্ত হইয়াছে, এ কথা স্মরণ করিয়া, ইউরোপের নরপতিবৃন্দ ফরাসী সাধারণতন্ত্রের উচ্ছেদসাধনে বদ্ধপরিকর ও দলবদ্ধ হইয়াছেন, এ কথা চিন্তা করিয়া প্রত্যেক ফরাসী সৈন্য বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। ইংলণ্ড, রুসিয়া ও তুরস্কের সম্মিলিত বিশ সহস্র সৈন্যকে ধ্বংস করিয়া গৌরবলাভের সংকল্প হৃদয়ে সঞ্জীবিত হওয়ায় ছয় সহস্র ফরাসী সেনা যুগপৎ মহাগর্জ্জনপূর্ব্বক দুঃসহবেগে শত্রুসৈন্যমণ্ডলীর উপর নিপতিত হইল। তুর্কীগণ ফরাসী সৈন্যসমূহের অমিত পরাক্রম ও রণকৌশলে ব্যতিব্যস্ত এবং ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ফরাসী সৈন্য-নিক্ষিপ্ত গোলা-গুলী ও বোমা এমন সত্বরতার সহিত ঝাঁকে ঝাঁকে তুর্কীসৈন্যগণের উপর বর্ষিত হইতে লাগিল যে, তাহা তুর্কীদিগের নিকট দুর্ব্বোধ্য কুহকময় ঘটনার ন্যায় প্রতীয়মান হইল। ফরাসী সঙ্গীনের তীক্ষ্ণ আঘাতে, ফরাসী অশ্বসমূহের লৌহমণ্ডিত ক্ষুরের ভীষণ তাড়নায় দলে দলে তুর্কীসেনা ক্ষতবিক্ষত দেহের উৎসারিত শোণিতে লিপ্ত হইয়া রণক্ষেত্রে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। মহাভয়ে ভীত হইয়া সহস্র সহস্র তুর্কী অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য আত্মরক্ষার নিমিত্ত সাগরবক্ষে ঝম্প প্রদান করিল এবং উদ্দাম তরঙ্গরাশি প্রতিহত করিয়া তিন মাইল দূরে অবস্থিত জাহাজসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে প্রাণপণে সন্তরণ করিতে লাগিল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! নেপোলিয়ানের আদেশমাত্র সহস্র ফরাসী-বন্দুক হইতে শিলাবৃষ্টির ন্যায় সন্তরণরত তুর্কীবীরগণের মস্তকের উপর গুলীবৃষ্টি আরম্ভ হইল। সেই আঘাতে বহুসংখ্যক তুর্কীসৈন্যের ভবলীলা সাঙ্গ হইল; তাহাদের শোণিতস্রাবে সাগরজল লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। অতলস্পর্শ জলধিগর্ভে শত শত হতভাগ্য স্বহস্তে তাহাদের সমাধি রচনা করিল।

তুর্কীগণ উপদ্বীপের সর্ব্বশেষ প্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া

যুদ্ধ করিতেছিল ; স্থলপথে পলায়ন অসম্ভব, সহস্র সহস্র ফরাসী সৈন্য সে দিকে দুর্ভেদ্যভাবে অবস্থিত। এই আবুকার উপসাগরে একবার ফরাসীগৌরব নিমজ্জিত হইয়াছে, ফরাসী সৈনিকমণ্ডলী আজ সেই গৌরব পুনরুদ্ধার করিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ; মহাবীর মোরাটও তাঁহার সংকল্প পরিত্যাগ করেন নাই, সুতরাং এই ঘোর দুর্দ্দিনে এই ভয়ানক বিপদ্ হইতে তুর্কীগণকে কে উদ্ধার করিবে ? মোরাট তাঁহার মহাবলদৃপ্ত অশ্বারোহী সৈন্যগণকে ভীমবেগে শত্রু-সৈন্য-পরিখার অভ্যন্তরে পরিচালিত করিলেন এবং আত্ম-জীবনের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া তাঁহার তেজস্বী তুরঙ্গমে আরোহণপূর্ব্বক তুর্কী-শিবিরের কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হইলেন। তুর্কীসৈন্যমণ্ডলীর অধিনায়ক মুস্তাফাপাশা দেহ-রক্ষিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া এখানে বিরাজ করিতেছিলেন। অরিন্দম মোরাটকে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় পুরোবর্ত্তী দেখিয়া পাশা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়িলেন, মোরাটের দেহ ভেদ করিয়া গুলী চলিয়া গেল ; কিন্তু তিনি সে আঘাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া কোষমুক্ত সুতীক্ষ্ণ তরবারির প্রচণ্ড আঘাতে মুস্তাফাপাশার মণিবন্ধ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং সেই আহত সেনাপতিকে বন্দী করিয়া জয়চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে নেপোলিয়ানের সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন।

নেপোলিয়ান মুসলমান সেনাপতিকে সসম্মানে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে আঘাতবেদনায় কাতর দেখিয়া মধুর-স্বরে বলিলেন, "আপনি যুদ্ধে পরাজিত হইলেও যুদ্ধক্ষেত্রে যে অসাধারণ সাহস ও বিক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন, সে কথা আমি আপনার সুলতানের গোচর করিব।" আহত তুর্কী সেনাপতি সগর্ব্বে উত্তর করিলেন, "আপনার সে কষ্টস্বীকারের আবশ্যক নাই। আমার পরিচয় আপনার অপেক্ষা আমার প্রভু উত্তম-রূপে অবগত আছেন।" অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার পূর্ব্বেই তুর্কী সৈন্যগণ পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইল ; জন-প্রাণীও পলায়নে সমর্থ হইল না। দুই সহস্র তুর্কীসেনা ফরাসীর হস্তে বন্দী হইল, অবশিষ্ট সৈন্যেরা যুদ্ধক্ষেত্রে ও সাগরগর্ভে প্রাণত্যাগ করিল। ইংরাজ রণপোতসমূহের অধ্যক্ষ সার সিডনে স্মিথ পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া ঘোরযুদ্ধের সময় বহু কষ্টে এক-খানি নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক প্রাণ লইয়া তাঁহার জাহাজে পলায়ন করিলেন। দ্বাদশসহস্রাধিক তুর্কীসৈনিকের মৃতদেহ আবুকার উপসাগরের তরঙ্গমালায় ভাসিতে লাগিল। পৃথিবীর কোন যুদ্ধে এত অধিক প্রাণি-হত্যার কথা ইতি-হাসে পাঠ করা যায় না। এক বৎসর পূর্ব্বে যে আবুকার উপসাগরবক্ষে বিজয়লক্ষ্মী ইংরাজের অঙ্কশায়িনী হইয়াছিলেন, সেই চিরচঞ্চলা দেবী সেই উপসাগরের তটভূমিতে আজ আবার ফরাসীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

অপরাহ্ণের আকাশ নির্ম্মল। ভগবান্ অংশুমালী ধরাতল লোহিতরাগে রঞ্জিত করিয়া ভূমধ্য উপসাগরের সুদূর-প্রসা-রিত সুনীল তরঙ্গরাশির অন্তরালে ধীরে ধীরে অস্তগমন করিলেন। নেপোলিয়ান তাঁহার শিবিরদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া অগণ্য শত্রুসৈন্যের শোচনীয় ধ্বংসের কথা চিন্তা করি-তেছেন, এমন সময়ে সেনাপতি ক্লেবার দুই সহস্র সৈন্য লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মহাবীর ক্লেবার নেপোলিয়ানকে সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করিতেন ; ছয় সহস্র-মাত্র সৈন্যের সহায়তায় নেপোলিয়ান আশু যে দুষ্কর কর্ম্ম-সাধন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া ক্লেবারের বীরহৃদয় আনন্দ ও বিস্ময়রসে পরিপ্লুত হইল, মহা উৎসাহে স্পন্দমান বক্ষে উভয় হস্তে নেপোলিয়ানের কণ্ঠালিঙ্গনপূর্ব্বক তিনি বলিলেন, "সেনাপতি, আমি আপনাকে আলিঙ্গন করি ; আপনি বসুন্ধরার ন্যায় মহান্।"

প্রচণ্ড ঝটিকার পর প্রশান্ত প্রকৃতির ন্যায় মিশরভূমি শান্তভাব ধারণ করিল। কোন দিকে শত্রুর চিহ্নমাত্র রহিল না। নেপোলিয়ানের সকল উদ্বেগ দূরীভূত হইল। এখন কেবল এই নববিজিত রাজ্যের শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তনমাত্র অবশিষ্ট রহিল। নেপোলিয়ান বুঝিলেন, এই কার্য্য-সম্পা-দনের নিমিত্ত অসাধারণ প্রতিভাবান্ ব্যক্তির আবশ্যক নাই, কোন একজন দূরদর্শী শাসনকর্ত্তা দ্বারা এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে।

ক্রমাগত দশ মাস কাল নেপোলিয়ান ইউরোপের কোন সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই। সার সিডনে স্মিথ, ভদ্রতাবশতই হউক কিংবা ফ্রান্সের শোচনীয় দুর্গতি-সংবাদে তাঁহাকে ব্যথিত করিবার অভিপ্রায়েই হউক, নেপোলিয়ানের নিকট কতকগুলি ইউরোপীয় সংবাদপত্র প্রেরণপূর্ব্বক আবুকার উপসাগর হইতে জাহাজ লইয়া প্রস্থান করিলেন।

সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া নেপোলিয়ান অত্যন্ত মনো-যোগের সহিত সেই সকল সংবাদপত্র পাঠ করিলেন এবং তিনি জানিতে পারিলেন, ফ্রান্সের রাজনৈতিক গগন ঘন

ঘটায় আচ্ছন্ন হইয়াছে, অধ্যক্ষসভা ফরাসী-সাধারণতন্ত্রের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে অক্ষম হওয়ায় সাধারণ কর্ত্তৃক পদে পদে ঘৃণিত ও উপেক্ষিত হইতেছে; নিত্য নব-ষড়যন্ত্র, অত্যাচার, উৎপীড়ন এবং গুপ্তঘাতকের শোচনীয় নরহত্যায় ফ্রান্সের অধিবাসিগণের মধ্যে মহা অশান্তির সঞ্চার হইয়াছে। তিনি সবিস্ময়ে পাঠ করিলেন, ফ্রান্স আবার ইউরোপের রাজতন্ত্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছে; অস্ত্রীয়গণ ইতালী অধিকার করিয়া ফরাসীদিগকে আল্পসের অপর পারে বিতাড়িত করিয়াছে এবং ইউরোপের সমবেত রাজন্যবর্গ বিপন্ন সাধারণতন্ত্রের রাজ্যসীমায় সহস্র সহস্র সৈন্য সম্মিলিত করিতেছেন। ক্রোধে, ক্ষোভে এবং উদ্বেগে নেপোলিয়ানের বীরহৃদয় উন্মত্ত হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার এক-জন সহচরকে বলিলেন, "যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই হই-য়াছে। নির্ব্বোধেরা ইতালী হারাইয়াছে; আমাদের সকল যুদ্ধজয় নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। আমাকে মিশর ত্যাগ করি-তেই হইবে, আর বিলম্ব না করিয়া আমি ফ্রান্সে প্রত্যাগমন করিব এবং যদি সম্ভব হয়, এই বিপজ্জাল ছিন্ন করিয়া বিপন্ন ফ্রান্সকে রক্ষা করিব।"

নেপোলিয়ানের চরিত্রে এক অসাধারণ বিশেষত্ব ছিল। তাঁহার যাহা সঙ্কল্প, তাহা তিনি এক মুহূর্ত্তের মধ্যে স্থির করিয়া লইতেন; তাহার পর সেই সংকল্প-সিদ্ধির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। সংকল্প যতই কঠিন হউক, তাহা সাধন করিতে এক দিকে যেমন তিনি সুখ, শান্তি, ক্ষতি, লাভ কোন বিষয়ে লক্ষ্য করিতেন না, অন্যদিকে সেইরূপ সেই সঙ্কল্প স্থির করিতেও সাধারণ লোকের ন্যায় তাঁহাকে বিস্তর চিন্তা ও সময় নষ্ট করিতে হইত না। কিন্তু তিনি যতই সত্বরতার সহিত কোন একটি সংকল্পসাধনে কৃতনিশ্চয় হউন, তাঁহার সে সংকল্পে কিছুমাত্র বিবেচনার অভাব লক্ষিত হইত না। তিনি যে পথ অবলম্বন করিতেন, বহু পরামর্শ ও বহু চিন্তার পরেও কেহ তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পথ আবিষ্কার করিতে পারিত না; সত্বরতার সহিত এই যে কর্ত্তব্যপথ নির্ণয় করিবার শক্তি, ইহাই নেপোলিয়ানকে মহীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছিল এবং ইহাই তাঁহার জীবনে মহাগৌরবময় সফলতা প্রদান করিয়াছিল।

সুতরাং নেপোলিয়ান এক মুহূর্ত্তের চিন্তায় ইউরোপ-প্রত্যাগমনের সংকল্প স্থির করিলেন। স্বদেশযাত্রায় তিনি কাহাকে কাহাকে সঙ্গে লইবেন এবং সমুদ্রপথে কিরূপে চতুর ইংরাজ-রণতরীসমূহের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপপূর্ব্বক নিরাপদে স্বদেশে উপস্থিত হইবেন, তাহাও অল্পসময়ের মধ্যে স্থির হইয়া গেল। তাঁহার এই স্বদেশ-প্রত্যাগমন-সংবাদ দুই এক জন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ভিন্ন আর কাহাকেও জানিতে দিলেন না। তিনি জানিতেন, যদি এ সংবাদ ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ হয়, তাহা হইলে ইংরাজ রণতরীসমূহ সমুদ্রপথে শতচক্ষু মেলিয়া তাঁহার সন্ধানে রত হইবে এবং নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন তাঁহার সম্ভব হইবে না। দুইখানি রণতরী ও চারিশত লোকের দুই মাসের আহারোপযোগী খাদ্যদ্রব্য বহনের নিমিত্ত দুইখানি জাহাজ অবিলম্বে আলেকজান্দ্রিয়া নগরের বন্দরে সমুপস্থিত করিবার জন্য সেই দিনই তিনি আদেশ প্রদান করিলেন।

তাহার পর নেপোলিয়ান ১০ই আগষ্ট কাইরো নগরে সসৈন্য পুনঃ প্রবেশ করিলেন। সৈন্যগণ পাছে কোন প্রকারে তাঁহার মিশরত্যাগের অভিপ্রায় জানিতে পারে, এই আশ-ঙ্কায় তিনি চতুর্দ্দিকে প্রচার করিলেন যে, মিশরের অজ্ঞাত-পূর্ব্ব প্রদেশ সকল আবিষ্কারের জন্য শীঘ্রই তাঁহাদিগকে যাত্রা করিতে হইবে।

এক দিন প্রভাতে সৈন্যগণ জানিতে পারিল, সেনাপতি সাগরসঙ্গমস্থলে কয়েক দিনের জন্য যাত্রা করিতেছেন। কাহারও মনে কোন প্রকার সন্দেহের উদয় হইল না। কয়েক জন নির্দ্দিষ্ট অনুচর সঙ্গে লইয়া দ্রুতগতিতে মরুপ্রদেশ অতি-ক্রমপূর্ব্বক ২২শে আগষ্ট তারিখে নেপোলিয়ান আলেক্-জান্দ্রিয়া নগরে উপস্থিত হইলেন এবং আট জন সহচর ও কয়েকজন বিশ্বস্ত দেহরক্ষী সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে লুক্কা-য়িতভাবে নগর পরিত্যাগ করিলেন। অতি দ্রুতবেগে অশ্ব-ধাবন করিয়া নেপোলিয়ান উপসাগরের অতি নির্জ্জন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গিগণ তাঁহার অভিপ্রায় কি, তাহার বিন্দুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ-চিত্তে তাঁহার অনুগমন করিলেন। সেই সাগরমধ্যে দুইখানি রণ-তরী নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান ছিল এবং সাগরতটে কয়েক-খানি নৌকা তাহাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল, এই শেষ-মুহূর্ত্তে নেপোলিয়ান তাঁহার সঙ্গিগণের নিকট ফ্রান্স-যাত্রার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। মহানন্দে সকলের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অশ্বগুলিকে সাগরকূলে পরিত্যাগপূর্ব্বক

নেপোলিয়ান তাঁহার সহচরবর্গের সহিত নৌকায় উঠিলেন, উপরে গ্রহনক্ষত্রখচিত অনন্ত নীলাম্বর, পদতলে অন্ধকারময় বিশাল সমুদ্র, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। ঝুপ ঝুপ শব্দে দাঁড় ফেলিয়া নৌকাগুলি অন্ধকারের মধ্যেই রণতরী-দ্বয়ের সম্মুখীন হইল। আরোহিগণ জাহাজে আরোহণ করিলেন, তৎক্ষণাৎ জাহাজে পাল তুলিয়া দেওয়া হইল। তাহার পর রজনীর অবসানে পূর্ব্বাকাশ আলোকিত হইলে প্রভাতের উজ্জ্বল আলোকে তাঁহারা চাহিয়া দেখিলেন, মিশরের বালুকাময় সীমান্ত-রেখা বহুদূরে সমুদ্রের সর্ব্বশেষ প্রান্তে ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছে।

অষ্টম অধ্যায়

স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তন

মিশর অভিযানের ফল যাহাই হউক, মনুষ্যের উচ্চাভিলাষ কতদূর উচ্চ হইতে পারে, ইহা তাহার নিদর্শন। ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তনে নেপোলিয়ানের মহত্ত্বের উচ্চতা প্রকাশ হইয়াছিল। ফরাসী যুদ্ধজাহাজসমূহ আবুকারে বিধ্বস্ত না হইলে নেপোলিয়ানের প্রাচ্যভূখণ্ডে মহা সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যের সংস্থাপন-সংকল্প হয় ত ধীরে ধীরে সিদ্ধ হইত, অন্ততঃ এ কথা নিশ্চয় যে, প্রাচ্য-ভূমণ্ডলে একটা মহা পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইত ; কিন্তু সে আশা নির্ম্মূল হইয়াছিল। তাঁহার সৈন্যগণ বিভিন্নদলে বিভক্ত হইয়া মিশরে নির্ব্বাসিত রহিল, কোন দিক হইতে সাহায্যের উপায় রহিল না। নেপোলিয়ান সেনাগণকে এইরূপে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া বীরোচিত কার্য্য করেন নাই বলিয়া অনেকের বিবেচনা হইতে পারে ; কিন্তু এ কথা অসঙ্কোচে বলা যায় যে, তিনি প্রবাসী সৈনিকগণের উদ্ধারভার গ্রহণ করিয়াই সেই সুদূর আফ্রিকা হইতে মাতৃভূমিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ানের বীরত্বের মূল্য অনেক হইলেও সহস্র সহস্র সৈনিকের জীবনের মূল্যও অল্প নহে ; তিনি প্রকাশ্যভাবে সকলকে লইয়া স্বদেশ-যাত্রা করিলে তাঁহার স্বদেশে পদার্পণ করিবার পথে কত বিঘ্ন উপস্থিত হইত, কে বলিতে পারে ? ইংলণ্ড তখন সমুদ্রের অধীশ্বরী, ইংরাজ তাঁহার প্রধান শত্রু।

প্রমথ্যমান রাজনৈতিক মহাসমুদ্রে কাণ্ডারিবিহীন ফরাসী স্বাধীনতা-তরণী তখন প্রায় নিমজ্জমান। ইংলণ্ড, রুসিয়া, তুরস্ক, ইউরোপের সমস্ত রাজন্যবর্গ খড়্গ-হস্তে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান, তাঁহাদের রণতরী-সমূহে ভূমধ্যসাগরের বারিরাশি সমাচ্ছন্ন, তাঁহাদের আক্রমণ হইতে অব্যাহত থাকিয়া যে কোন উপায়ে স্বদেশ-প্রত্যাগমন নেপোলিয়ানের পক্ষে সঙ্গত হইয়াছিল।

নেপোলিয়ান ২২শে আগষ্ট রাত্রিকালে "মুইরণ" জাহাজে উঠিয়া স্বদেশযাত্রা করেন। এই জাহাজে পাঁচ শত সৈন্য সংরক্ষিত ছিল। নেপোলিয়ানের সহচরবর্গ স্বদেশ-যাত্রার কথা শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, কিন্তু নেপোলিয়ানের আনন্দ বা নিরানন্দ কেহ বুঝিতে পারেন নাই। সেই অন্ধকার রাত্রে যখন রণতরীদ্বয়ের বস্ত্র-ময় পক্ষ উড্ডীন হইল, সাগর-তরঙ্গরাশি ভেদ করিয়া তাহারা যখন আন্দোলিত বক্ষে চলিতে লাগিল, তখন নেপোলিয়ান চিন্তাকুল হৃদয়ে জাহাজের ডেকের উপর দণ্ডায়মান হইয়া অদূরবর্ত্তী মিশরের সীমান্তরেখার দিকে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিলেন। ঊর্দ্ধাকাশ হইতে অনন্ত নক্ষত্ররাজির ম্লানস্নিগ্ধ কিরণচ্ছটা ভূমধ্যসাগরের সুনীল তরঙ্গবক্ষে তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল।

নেপোলিয়ান সাধারণতঃ সৈনিকদিগের শিবিরস্থিত অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক তাহাদের সহিত স্বাধীন-ভাবে গল্প করিতেন, তাহাদের সহিত নিতান্ত পরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিতেন, তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্বে ও মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহারা তাঁহাকে হৃদয়ের সিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়াছিল। তাঁহার ব্যবহারে কিছুমাত্র উদ্ধতভাব ছিল না ; কিন্তু তাঁহার আলোচনার বিষয় সম্পূর্ণ পৃথক এবং বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিল। জাহাজের উপরেও যখন সৈনিকগণ

সুরা ও কামিনী-কাঞ্চনের মধুর আলাপে কর্ম্মহীন সুদীর্ঘ দিবা ক্ষেপণ করিত, তখন নেপোলিয়ান সাম্রাজ্যের ধ্বংস ও গঠন, জাতীয় জীবন-স্রোতের পরিবর্ত্তন, অনন্ত কীর্ত্তি-সংস্থাপন প্রভৃতি বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। নেপোলিয়ানের এই সকল মহৎ চিন্তার বিষয় তাঁহার সৈন্যগণ ধারণা করিতে পারিত না; তাহারা তাঁহার আদেশের দাস হইয়াই আপনাদিগকে ধন্য মনে করিত। নেপোলিয়ানের মহৎ সংকল্পের সহিত অতি অল্পসংখ্যক সৈনিকেরই পরিচয় বা সহানুভূতি ছিল। কিন্তু ফ্রান্সের সমস্ত লোক নেপোলিয়ানের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল; তাহারা বুঝিয়াছিল, তাহাদের রাজ্যের ঘোর দুর্দ্দিনে নেপোলিয়ানই তাহাদের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা; তাই তাহারা সমস্বরে বলিতে লাগিল, "ইতালী-বিজেতা মিশরবিজয়ী নেপোলিয়ান কোথায়? এ সময়ে কেবল তিনিই আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন।" সমগ্র জাতির উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টি নেপোলিয়ানের উদ্দেশ্যে প্রধাবিত হইল।

নেপোলিয়ান মিশর ত্যাগ করিবার সময় আলেকজান্দ্রিয়ার নিকট ও দূরে ইংরাজের বহুসংখ্যক রণতরী সমুদ্রজলে বিচরণ করিতেছিল, এজন্য নেপোলিয়ানের কোন কোন সঙ্গী ইংরাজের হস্তে বন্দী হইবার ভয়ে জাহাজ পরিত্যাগ করিতে সমুৎসুক হইয়া উঠিল দেখিয়া নেপোলিয়ান বলিলেন, "তোমরা স্থিরভাবে থাক, আমরা নিরাপদে ইহাদিগকে অতিক্রম করিব।"

নেপোলিয়ানের জাহাজের পরিচালক আডমিরাল গান্থম সর্ব্বাপেক্ষা সোজা পথে জাহাজ পরিচালিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু নেপোলিয়ান জাহাজ আফ্রিকার কূলে কূলে লইয়া যাইবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "পথিমধ্যে যদি আমরা ইংরাজ-জাহাজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হই, তাহা হইলে সমুদ্রকূলে বালুকাময় ভূমে অবতরণপূর্ব্বক কয়েকটা কামান লইয়া স্থলপথে য়ুরান্ বা টিউনিস্ যাত্রা করিব এবং সেখান হইতে পুনর্ব্বার জাহাজে উঠিব।"

নেপোলিয়ান যে মহা বিপদের অভ্যন্তর দিয়া যাত্রা করিয়াছেন, তাহা তিনি বুঝিতেন। তাঁহার সঙ্গিগণের অনেকে ইংরাজ-হস্তে নিপতিত হইবার আশঙ্কায় মহা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু নেপোলিয়ান ক্ষণকালের জন্যও সে ভয়ে বিচলিত হন নাই। জাহাজ চলিবার সময় ক্রমাগত বিশ দিন কাল বাতাসের গতি এমন পরিবর্ত্তনশীল ছিল যে, সেই সময়ের মধ্যে জাহাজ তিন শত মাইলের অধিক অগ্রসর হইতে পারে নাই। এ জন্য অনেকে অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া মিশর প্রত্যাবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু নেপোলিয়ানের সংকল্প কোন দিন পরিবর্ত্তিত হয় নাই। তিনি তাঁহার অসন্তুষ্ট ও ভীত সহচরবর্গকে বলিয়াছিলেন, "আমরা নিশ্চয়ই নিরাপদে স্বদেশ-প্রত্যাগমনে সমর্থ হইব। সমস্ত বিপদের ভিতর দিয়া আমি অগ্রসর হইতে প্রস্তুত; ভাগ্যলক্ষ্মী আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না।"

জাহাজের উপর নেপোলিয়ান নানা সদ্‌গ্রন্থ পাঠ এবং বিবিধ রাজনৈতিক আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। কোন কোন দিন সায়ংকালে ডেকের উপর পদচারণা করিতে করিতে সঙ্গিগণের তর্ক কিংবা বাগ্‌বিতণ্ডা শ্রবণ করিতেন। একদিন সন্ধ্যাকালে নেপোলিয়ানের কয়েকজন কর্ম্মচারী "কোয়াটার ডেকে" সম্মিলিত হইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। তাঁহাদের অধিকাংশই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন না। তখন সন্ধ্যা গাঢ় হইয়াছিল; শান্ত, সুন্দর, মেঘহীন আকাশে সহস্র সহস্র নক্ষত্র উজ্জ্বল স্নিগ্ধকান্তি বিকাশ করিতেছিল। তাহার পর সেই অনন্ত আকাশের অন্ধকার যবনিকা ভেদ করিয়া সমুদ্রের পূর্ব্বসীমান্তরেখায় ধীরে ধীরে চন্দ্রোদয় হইল, ঐন্দ্রজালিকের কুহকদণ্ডস্পর্শে নিশীথিনীর কৃষ্ণাবগুণ্ঠন খসিয়া পড়িল, উজ্জ্বল কৌমুদীরাশি সুবিস্তীর্ণ সমুদ্রজল চুম্বন করিয়া তাহার তরঙ্গ-চঞ্চল তরলবক্ষে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। পদতলে অগাধ, অনন্ত, অপ্রমেয় মহাসমুদ্র সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত মনোহর চন্দ্রকিরণরাশি, সুশীতল নৈশ-সমীরণের অব্যাহত অশ্রান্তগতি, চতুর্দ্দিকের সুগম্ভীর শান্তি, ভগবানের অনন্ত মহিমা প্রকাশ করিতেছিল। এই হৃদয়ানন্দদায়িনী মুগ্ধা প্রকৃতির মহান্ দৃশ্যের মধ্যে বসিয়া কয়েকজন লোক প্রবল উৎসাহে 'ঈশ্বর নাই' এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য ঘোরতর তর্কযুদ্ধে কালক্ষেপণ করিতেছিল। নেপোলিয়ান আত্মচিন্তায় বিভোর হইয়া সেই স্থানে পদচারণা করিতেছিলেন। তিনি এ পর্য্যন্ত কোন পক্ষসমর্থনের জন্য একটি কথাও বলেন নাই; চলিতে চলিতে সহসা তিনি সেই বিতণ্ডাপরায়ণ কর্ম্মচারিবর্গের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান

হইলেন এবং গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনারা অতি উত্তম তর্ক করিতেছেন, কিন্তু বলিতে পারেন, আমাদের মস্তকের উপর ঐ যে অনন্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডল দৃশ্যমান রহিয়াছে, উহা কাহার সৃষ্টি?" কেহ কোন উত্তর করিল না, নেপোলিয়ান মৌনভাবে পুনর্ব্বার পদচারণা আরম্ভ করিলেন, কর্ম্মচারিগণ ঈশ্বরকে ছাড়িয়া অন্য প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত বায়ুর গতি বিপরীতমুখী ছিল। ১লা অক্টোবর তারিখে নেপোলিয়ান কর্শিকায় পৌছিয়া আজাক্সিয়ো বন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। নেপোলিয়ান স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, এই সংবাদ মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত নগরে প্রচারিত হইল; নগরবাসিগণ তাহাদের স্বদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরকে সন্দর্শন করিবার জন্য দলবদ্ধ হইয়া বন্দরে উপস্থিত হইল। এখানে কয়েকদিন বিশ্রাম করার পর আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া নেপোলিয়ান ৭ই অক্টোবর কর্শিকা পরিত্যাগ করিলেন। এই স্থান হইতে যাত্রা করিয়া তাঁহার বিপদের সম্ভাবনা প্রতিপদে প্রবল হইয়া উঠিল। ৮ই অক্টোবর অপরাহ্ণে নেপোলিয়ান দেখিলেন, বহুদূর পশ্চিমে সমুদ্রবক্ষে একখানি ইংরাজ-রণতরী সেই অস্তমান তপনের হিরন্ময় কিরণে আকাশপটে চিত্রাঙ্কিতের ন্যায় দেখা যাইতেছে। নেপোলিয়ানের জাহাজের পরিচালক বুঝিলেন, সেই ইংরাজ-রণতরীর দৃষ্টি তাঁহাদের উপর পতিত হইয়াছে। তিনি কর্শিকাভিমুখে জাহাজের গতি পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। নেপোলিয়ান জানিতেন, তখন কর্শিকায় প্রত্যাবর্ত্তন ও ইংরাজের কারাগৃহে প্রবেশ, এই উভয়ের মধ্যে অধিক প্রভেদ নাই। তিনি পোতপরিচালককে বলিলেন, "এই পথ অবলম্বন করিলে ইংলণ্ডে যাইতে হইবে, আমার ফ্রান্সে গমন করা আবশ্যক। সমস্ত পাল তুলিয়া দাও, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার স্থান গ্রহণ করিতে বল; উত্তর-পশ্চিম-মুখে জাহাজ চালাও।"

অনুকূল বায়ুভরে নৈশ অন্ধকারের ভিতর দিয়া জাহাজ দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। চারিদিকে বহুসংখ্যক ইংরাজ-রণতরী, তাহাদের লক্ষ্য ব্যর্থ করিয়া ফ্রান্সদেশের উপকূল লক্ষ্য করিয়া জাহাজ অগ্রসর হইল। প্রতিপদে বিপদ্ ঘনীভূত হইতে লাগিল এবং নেপোলিয়ান ব্যতীত জাহাজের প্রত্যেক কর্ম্মচারী প্রতি মুহূর্ত্তে ইংরাজ-হস্তে পতিত হইবার আশঙ্কায় অধিকতর ব্যাকুল হইতে লাগিল। নেপোলিয়ান স্থির করিয়াছিলেন, যদি তাঁহার জাহাজ ইংরাজের হস্ত হইতে রক্ষা করা অসম্ভব হয়, তাহা হইলে জাহাজ পরিত্যাগপূর্ব্বক নৌকারোহণে স্বদেশের দিকে অগ্রসর হইবেন। তদনুসারে তিনি প্রশান্তভাবে একখানি সুদীর্ঘ নৌকা আবশ্যকীয় কাগজপত্র এবং দ্রব্যরাজিতে পরিপূর্ণ করিয়া যে কোন মুহূর্ত্তে তাহা সমুদ্রবক্ষে ভাসমান করিবার জন্য প্রস্তুত রাখিতে আদেশ প্রদান করিলেন। সেই রাত্রে জাহাজের কেহই চক্ষু মুদ্রিত করিলেন না; সেই প্রকার ভয়ানক অবস্থায় নিদ্রাকর্ষণও অসম্ভব। এ দিকে স্বদেশে স্ত্রী-পুত্রকন্যাদির আনন্দময় মুখদর্শন, অন্যদিকে দুর্ভেদ্য ইংরাজ কারাগারে দুঃসহ জীবনযাপন। কিন্তু এই সঙ্কটময় সময়েও নেপোলিয়ানকে ক্ষণকালের জন্য উদ্বেগ-কাতর কিংবা বিচলিত হইতে দেখা যায় নাই।

এই ভাবে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল। পরদিন প্রভাতে বহুদূরে, সমুদ্রের প্রান্তসীমায় ফ্রান্সের গিরিমালার অস্ফুট রেখা আরোহিগণের দৃষ্টিগোচর হইল। তাঁহারা বুঝিলেন, আর বিপদের আশঙ্কা নাই। উৎসাহে সকলের মুখ হইতে আনন্দ-ধ্বনি উচ্চারিত হইল। নেপোলিয়ান অব্যাকুলচিত্তে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাঁহার লীলা-নিকেতন প্রিয়তম ফরাসী-ভূমির দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরদিন প্রভাতে আট ঘটিকার সময় নেপোলিয়ানের জাহাজ ফ্রেজুস বন্দরে নঙ্গর করিল। ক্রমাগত পঞ্চাশ দিন পর্য্যন্ত তিনি ভূমধ্যসাগরের বিস্তীর্ণ তরঙ্গরাশির মধ্যে বহুসংখ্যক ইংরাজ, রুসীয় ও তুর্কী রণতরীসমূহের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া স্বদেশের কূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য এ প্রকার ধীরভাবে বিচক্ষণতার সহিত সম্পন্ন হওয়ার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে একান্ত বিরল।

নেপোলিয়ানের চারিখানি জাহাজ ফ্রেজুসের বন্দরে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তনসংবাদ জ্ঞাপনার্থ "মুইরণ" জাহাজের প্রধান মাস্তুলে সাঙ্কেতিক পতাকা উত্তোলন করা হইল। নগরবাসিগণের কর্ণে সে সংবাদ বিদ্যুদ্গতিতে প্রবেশলাভ করিল। নগরবাসিগণের আনন্দ-কোলাহলের ইয়ত্তা রহিল না। জাহাজের নঙ্গর জলস্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই শত শত নৌকায় বন্দর আচ্ছন্ন হইয়া গেল। নগরবাসিগণ নৌকারোহণে জাহাজের সন্নিকটবর্ত্তী হইল

এবং নৌকাসমূহ জাহাজ স্পর্শ করিবামাত্র অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে বিভিন্ন দিক্ দিয়া তাহারা জাহাজে উঠিতে লাগিল।

নেপোলিয়ানের জাহাজ আলেক্‌জান্দ্রিয়া নগর হইতে আসিতেছে শুনিয়া কর্ত্তৃপক্ষ প্লেগের ভয়ে নগরবাসিগণকে জাহাজের আরোহিগণের সংস্রবে আসিবার নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু হর্ষোন্মত্ত নগরবাসিগণ তদুত্তরে বলিয়াছিল,"অস্ত্রিয়াবাসিগণের অপেক্ষা প্লেগের আক্রমণ বাঞ্ছনীয়।" মিউনিসিপালিটী-প্রবর্ত্তিত স্বাস্থ্যবিধি উলঙ্ঘন করিয়া উন্মত্ত নগরবাসিগণ নেপোলিয়ানকে মহানন্দে তীরে লইয়া আসিল। নগরের আবালবৃদ্ধ-বনিতাগণ তাহাদের স্বদেশের গৌরবসূর্য্য, তাহাদের স্বাধীনতা-তরণীর অদ্বিতীয় কর্ণধার নেপোলিয়ানকে দেখিবার জন্য সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক নগরপথে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইল। আহত সৈন্যগণ হাঁসপাতালের উত্তপ্ত শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহাদের চিরজীবনের আরাধ্য দেবতাকে দেখিবার জন্য বহুকষ্টে রাজপথ অতিক্রমপূর্ব্বক বন্দরের দিকে অগ্রসর হইল। অতি অল্পকালের মধ্যে বন্দরে এরূপ ভয়ানক জনতা হইল যে, নেপোলিয়ানও নগরাভিমুখে অগ্রসর হইবার পথ পাইলেন না। যাহা হউক, নগরবাসিগণ নেপোলিয়ানকে সম্মুখে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে তাঁহার জন্য পথ মুক্ত করিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে সহস্রকণ্ঠে মুহুর্ম্মুহুঃ ধ্বনিত হইল, "ইতালীর উদ্ধারকর্ত্তা, মিশর-বিজয়ী, ফ্রান্সের স্বাধীনতা-প্রদাতা, মহাবীর নেপোলিয়ান দীর্ঘজীবী হউন!"

এইরূপে বন্দর হইতে আরম্ভ করিয়া নগরের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থান নগরবাসিগণের আনন্দ, উৎসাহ ও উদ্দীপনায় জীবন্ত হইয়া উঠিল। কাহারও অভ্যর্থনা উপলক্ষে এমন প্রবল আনন্দস্রোত ফরাসী-ভূমিতে আর কখনও প্রবাহিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। প্রতি গৃহচূড়ায় ঘণ্টা ধ্বনিত হইয়া সেই বিপুল আনন্দবার্ত্তা উর্দ্ধাকাশের অনন্ত নীলিমার মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিল; নগরবাসিগণের উৎসাহ-হুঙ্কার মুহুর্ম্মুহুঃ চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নেপোলিয়ানের স্বদেশপ্রত্যাবর্ত্তন সংবাদ অবিলম্বে তারযোগে ছয় শত মাইল দূরবর্ত্তী পারিস নগরে প্রেরিত হইল।

৯ই অক্টোবর সন্ধ্যাকালে নেপোলিয়ানের স্বদেশ-প্রত্যাগমন-সংবাদ পারিস নগরে প্রচারিত হইল। নেপোলিয়ানের পত্নী যোসেফিন তখন ফরাসী-সাধারণতন্ত্রের অধ্যক্ষসভার সভাপতি গোহের গৃহে একটি সায়ং-সমিতিতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। পারিস মহানগরীর সমস্ত সম্ভ্রান্ত ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নেপোলিয়ানের ফ্রান্স-প্রত্যাবর্ত্তন-সংবাদ প্রচারমাত্র রাজধানীতে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। নেপোলিয়ানের অনুপস্থিতকালে যে সকল কর্ম্মচারী বিদ্রোহের ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, নেপোলিয়ানের ভয়ে তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, অবিলম্বেই তাঁহাদিগকে কঠোর দণ্ডভোগ করিতে হইবে। কিন্তু অধিকাংশ লোকেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; সাধারণতন্ত্রের সমর্থনকারী একজন পদস্থ ব্যক্তি নেপোলিয়ানের ফ্রান্স-প্রত্যাগমন-সংবাদে এতদূর হর্ষোন্মত্ত হইয়াছিলেন যে, আনন্দবেগধারণে অসমর্থ হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

নেপোলিয়ানের সহসা প্রত্যাগমন-সংবাদে যোসেফিন ব্যাকুলচিত্তে নিমন্ত্রণ-সভা পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং গভীর রাত্রে লুই বোনাপার্টীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। নেপোলিয়ানও ঠিক সেই সময়ে ফ্রেজুস হইতে পারিস অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যতদূর তিনি অগ্রসর হইলেন, সমস্ত পথ মহোৎসবপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাঁহাকে দেখিবার জন্য দলে দলে লোক পথে কাতার দিয়া দাঁড়াইল, সকলে উচ্চৈঃস্বরে হর্ষধ্বনি করিতে লাগিল; প্রত্যেক নগর আলোকমালায় সজ্জিত হইল; বিভিন্ন নগরের রাজপথে শত শত পত্র-পুষ্পময় তোরণ নির্ম্মিত হইল এবং নগরবাসিনী রূপবতী কুমারীগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইয়া মধুর-সঙ্গীতে নেপোলিয়ানের অভ্যর্থনাপূর্ব্বক তাঁহার শকটচক্র পুষ্পমালায় বিজড়িত করিতে লাগিল। সায়ংকালে নেপোলিয়ান লিয়োনগরে উপস্থিত হইলেন। সমস্ত নগর অসংখ্য আলোকমালায় সজ্জিত হইয়া উৎসবময় বেশ ধারণ করিল; নগরবাসিগণ মুহুর্মুহু নেপোলিয়ানের জয়ধ্বনিতে নৈশাকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল; নগরের প্রধান কর্ম্মচারিবর্গ সসম্মানে নেপোলিয়ানের অভ্যর্থনা করিলেন। এখানে নেপোলিয়ানের শকটে নূতন অশ্ব সংযোজিত করা হইলে, ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তিনি ফ্রান্স অভিমুখে ধাবিত হইলেন; কিন্তু ফ্রান্সের প্রধান পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি অপেক্ষাকৃত দুর্গম ও বক্রপথ দিয়া অগ্রসর হইলেন। তাঁহার এরূপ করিবার অভিপ্রায় কেহ জানিতে পারে নাই।

এ দিকে যোসেফিন লিয়ো নগরে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, নেপোলিয়ান কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে বক্রপথে পারিস অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। নিরাশ ও উদ্বেগে তাঁহার প্রেমপূর্ণ হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার স্বামীর একখানিও পত্র প্রাপ্ত হন নাই, সমস্ত পত্র পথিমধ্যে ইংরাজের হস্তে পড়িয়া নষ্ট হইয়াছিল। তিনি জানিতেন, তাঁহার অসামান্য সৌভাগ্যের জন্য অনেকেই যৎপরোনাস্তি ঈর্ষান্বিত। তিনি ইহাও জানিতেন, ঈর্ষাকুলচিত্তে অনেকে তাঁহার বিরুদ্ধে নানাবিধ মিথ্যা অপবাদ রটনা করিত। লিয়ো হইতে পারিস ২৪৫ মাইল; এই পথ অতিক্রমপূর্ব্বক পারিসে পৌছিতে তাঁহার যে অনেক বিলম্ব হইবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। নেপোলিয়ান তাহার অনেক পূর্ব্বেই পারিসে উপস্থিত হইবেন; যোসেফিনের অদর্শনে তিনি কি মনে করিবেন, হয় ত কত লোক নেপোলিয়ানকে তাঁহার বিরুদ্ধে কত কথা বলিবে, হয় ত তিনি নেপোলিয়ানের বিরাগভাজন হইবেন। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া যোসেফিন যৎপরোনাস্তি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং নিদারুণ অস্বচ্ছন্দচিত্তে পথিমধ্যে কোথাও বিশ্রাম না করিয়া দিবারাত্রি শকটচালনা করিতে লাগিলেন। যোসেফিনের প্রতি নেপোলিয়ানের অগাধ অনুরাগ ছিল। পৃথিবীতে নেপোলিয়ানের দুইটি আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল; একটি অবিনশ্বর গৌরব, দ্বিতীয় যোসেফিনের প্রেম। তাঁহার কামনাকে মূর্ত্তিমতীরূপে বর্ণনা করিতে হইলে যোসেফিন তাঁহার দেহ ছিল এবং গৌরব তাঁহার প্রাণ ছিল। তথাপি যোসেফিনের মানসিক উদ্বেগ ও অশান্তি নিতান্ত অমূলক ছিল না। পারিসের অনেক মহাসম্ভ্রান্ত-বংশোদ্ভূতা শ্রেষ্ঠসুন্দরীগণ যোসেফিনের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি দর্শনে তাঁহার হিংসা করিতেন। একজন নামযশোহীন সামান্য ব্যক্তির কন্যা হইয়াও যে যোসেফিন পারিসের সমস্ত রমণীগৌরব আকর্ষণ করিতেছেন, উচ্চ উপাধিধারী আভিজাতবর্গের ললনাগণ ইহা সহ্য করিতে পারিতেন না। এমন কি, নেপোলিয়ানের ভ্রাতা-ভগ্নীগণও যোসেফিনের প্রতি যৎপরোনাস্তি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। নেপোলিয়ানও যোসেফিনের বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনিতে পাইতেন। নেপোলিয়ান সকল কথা বিশ্বাস করিতেন না সত্য, কিন্তু তিনি বলিতেন, তাঁহার পত্নীর সর্ব্বপ্রকার অপবাদের উর্দ্ধে অবস্থান করা উচিত।

যোসেফিনের চরিত্রে সন্দেহ করিয়া নেপোলিয়ানকে সময়ে সময়ে অত্যন্ত মর্ম্মপীড়া সহ্য করিতে হইত। এক দিনের ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। সে দিন তিনি আরবের বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে তাঁহার শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি যোসেফিনের কোন পত্র পান নাই; পুনর্ব্বার যে তাঁহার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? এই সকল চিন্তায় নেপোলিয়ানের বীরহৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এমন সময়ে তাঁহার সহযোগী বন্ধু জুনো পারিস সম্বন্ধে তাঁহাকে কতকগুলি সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন; তাহার মধ্যে যোসেফিনের কথাও ছিল। নেপোলিয়ান স্তম্ভিতহৃদয়ে শুনিলেন, তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে যোসেফিন অন্যান্য প্রেমিকের হৃদয় অধিকারপূর্ব্বক সুখে কালযাপন করিতেছেন এবং স্তাবকবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া নানাপ্রকার পাপাচারণ ও ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন।

নেপোলিয়ান এক মুহূর্ত্তের জন্য জ্বালাময়-হৃদয়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন; তাহার পর পদাহত পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় সক্রোধে শিবিরমধ্যে সবেগে পদচারণা করিতে করিতে সহসা স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার বন্ধুকে বলিলেন, "কেন আমি এই স্ত্রীলোকের প্রতি অন্ধভাবে আসক্ত হইয়াছি? কেন আমি তাহার মূর্ত্তি আমার হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন করিতে পারি না?—আমি তাহা করিবই। আমি প্রকাশ্যভাবে অবিলম্বেই বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিব।" তিনি তৎক্ষণাৎ যোসেফিনকে মর্ম্মভেদী কঠিন ভাষায় এক পত্র লিখিলেন; "তুমি অর্দ্ধ-পৃথিবীর লোকের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইয়াছ, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি।" এই হৃদয়ভেদী বিদ্রূপবাণ যথাসময়ে পতিগতপ্রাণা যোসেফিনের মর্ম্মে বিদ্ধ হইয়াছিল। অত্যন্ত বিচলিত মনোভাব লইয়া নেপোলিয়ান সুদীর্ঘ অষ্টাদশ মাস পরে যোসেফিনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন; এ অবস্থায় যোসেফিনকে স্বগৃহে উপস্থিত না দেখিলে তাঁহার মনের অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা যোসেফিন অতি সহজেই অনুভব করিতে পারিলেন; তাই তিনি জীবনের সুখস্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্যাকুল-হৃদয়ে পারিস নগরের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন।

নেপোলিয়ানের শকট দ্রুতগতিতে রাজধানী-প্রবেশ

করিল। নগরে মহা উৎসবের আয়োজন হইল, রাজপথ-সমূহ আলোকদামে ভূষিত হইল, চতুর্দ্দিকে অগ্নিক্রীড়া প্রদর্শিত হইতে লাগিল। ঘণ্টার সুমধুর নিক্কণে, কামানের সুগম্ভীর নিঃস্বনে, নগরবাসিগণের উচ্ছ্বাসময় বিজয়-নিনাদে বিপুল রাজধানী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু এই জাতীয় মহোৎসবের সময় দীর্ঘকাল পরে রাজধানীতে প্রবেশ করিয়াও নেপোলিয়ানের আকারেঙ্গিতে কোন প্রকার উৎসাহ-চিহ্ন প্রকাশিত হইল না। তাঁহার পথশ্রান্ত ও উদ্বেগ ক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখে কেহ হাস্যোচ্ছ্বাসের ক্ষীণতম আভাসও দেখিতে পাইল না। তাঁহার হৃদয়ে তখন প্রলয়ের ঝটিকা বহিতেছিল; তাঁহার মনে হইল, যেন তিনি বিজন অরণ্য হইতে শ্মশানে প্রবেশ করিলেন। গৃহে যোসেফিন নাই। তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী কি সত্যই অবিশ্বাসিনী? নতুবা আজ সুদীর্ঘ বিরহান্তে প্রবাস-প্রত্যাবৃত্ত প্রিয়তমের সম্মুখে উপস্থিত হইতে তাঁহার সাহস নাই কেন? নেপোলিয়ানের যে সকল সুহৃদ্ যোসেফিনের প্রতি বিরক্ত ছিলেন, তাঁহারা নেপোলিয়ানের প্রত্যাবর্ত্তনমাত্র যোসেফিনের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিতে লাগিলেন। শেষে একজন সুহৃদ্ কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন, "যোসেফিন শীঘ্রই ভুবনমোহিনী মূর্ত্তিতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন; আপনার নিকট আসিয়াই তিনি বিলম্বের কারণ ব্যক্ত করিবেন; শুনিয়া আপনার হৃদয়ের সকল ব্যথা ঘুচিয়া যাইবে।"

নেপোলিয়ান গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "কখন না, আমি কখনই তাহাকে ক্ষমা করিব না।"—ক্রোধে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল। মুষ্টিবদ্ধভাবে তিনি পুনর্ব্বার বলিলেন, "তুমি কি আমাকে জান না? যদি আমি আমার সুদৃঢ় সংকল্পে বিশ্বাস-স্থাপন করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে এখনই আমার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতাম।"

নেপোলিয়ানের হৃদয় এমনই অদ্ভুত উপকরণে নির্ম্মিত ছিল। যোসেফিনকে যখন তিনি আদর করিতেন, তখন সে আদরের সীমা থাকিত না; সেই অনুরাগের মধ্যে একটা অধীর উন্মত্ততা ছিল। কিন্তু যখন তিনি কোন কারণে যোসেফিনের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিতেন, তখন যোসেফিনের মুখদর্শনেও তাঁহার ইচ্ছা হইত না; এমন কি, তাঁহাকে পদাঘাত করিবার প্রবৃত্তি বলবতী হইয়া উঠিত। সমগ্র পৃথিবীর নিকট তিনি মহা প্রতিভাসম্পন্ন, অলৌকিক বীর্য্যবান্, ধৈর্য্য ও মনুষ্যত্বের অদ্বিতীয় অবতার নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ছিলেন; যোসেফিনের নিকট তিনি হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা, প্রাণবল্লভ, প্রিয়তম স্বামী, সংসারের সর্ব্বস্ব এবং মান-অভিমানের প্রেমময় নায়ক। পৃথিবীর নেপোলিয়ান আর যোসেফিনের নেপোলিয়ান সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যক্তি।

অভিমানভরে নেপোলিয়ানের বীরহৃদয় কম্পিত হইতেছিল। প্রণয়ে অবিশ্বাস অপেক্ষা মনুষ্যের দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কিছুই নাই; তাই যখন হর্ষোন্মত্ত রাজধানী তাঁহার আগমনে আলোকমালায় ভূষিত হইয়াছিল, তখন তাঁহার হৃদয় হইতে শান্তির ক্ষীণ শিখাটি পর্য্যন্ত নির্ব্বাপিত হইয়াছিল।

কিন্তু নেপোলিয়ানের হৃদয়ভাবের প্রতি নগরবাসিগণ লক্ষ্য করিল না। তাহারা "নেপোলিয়ান দীর্ঘজীবী হউন" বলিয়া উল্লাস-হুঙ্কারে রাজধানী পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত করিতে লাগিল। রঙ্গালয়ের অভিনয়, অপেরার সঙ্গীত বন্ধ হইয়া গেল। সকলের মুখে নেপোলিয়ানের কথা, চতুর্দ্দিকেই নেপোলিয়ানের অসাধারণ কীর্ত্তি সম্বন্ধে আলোচনা।

এই সময়ে ফরাসীদেশের শাসনপ্রণালী আমেরিকার যুক্তরাজ্যের আদর্শে পরিচালিত হইতেছিল। এক জন সভাপতির পরিবর্ত্তে ফরাসী-সাধারণতন্ত্রের অধ্যক্ষ-সভায় পাঁচ জন সভ্য ছিলেন। এই অধ্যক্ষগণের অধীনে যে সভা ছিল, তাহার নাম প্রাচীনের সভা। এই সভার সভ্যসংখ্যা পাঁচ শত। অধ্যক্ষসভার সভ্যগণ সকলেই পরস্পরের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত থাকিতেন, সকলেরই অভিপ্রায়—অধিক ক্ষমতা হস্তগত করিবেন। রাজ্যের শাসনপ্রণালীর মধ্যে বিশৃঙ্খলতার অন্ত ছিল না।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর সন্ধ্যাকালে নেপোলিয়ান পারিস নগরে পদার্পণ করেন। তাহার দুই দিন পরে ১৯শে অক্টোবর মধ্যরাত্রে যোসেফিন স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, কিন্তু নেপোলিয়ান তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিলেন না। যোসেফিন তাঁহার প্রিয়তম স্বামী কর্ত্তৃক কখনও এ ভাবে উপেক্ষিত হন নাই; এমন কি, তিনি প্রভাতে বায়ুসেবনার্থ বহির্গমনের পর গৃহপ্রত্যাগমন করিবামাত্র নেপোলিয়ান সহস্র কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে শকট হইতে অবতরণ করাইয়াছেন; আজ সেই যোসেফিন সুদীর্ঘ পথপর্য্যটনের পর অর্দ্ধমৃত অবস্থায়

গৃহে উপস্থিত; নেপোলিয়ান অষ্টাদশ মাস তাঁহাকে দেখেন নাই, তাঁহার প্রেমপূর্ণ সুধাময় কণ্ঠস্বর শ্রবণ করেন নাই, তথাপি তাঁহাকে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না; দেখা পর্য্যন্ত করিলেন না! প্রবল ক্রোধ ও ঘৃণা তখন নেপোলিয়ানের বীর-হৃদয়ের সমুদয় প্রেম দগ্ধ করিয়া আহুতি-প্রাপ্ত হুতাশনের ন্যায় প্রচণ্ড তেজে প্রজ্বলিত হইতেছিল। অপমানে, অভিমানে, আশঙ্কায় এবং উদ্বেগে সুন্দরী যুবতীর মুখকমল নৈশ কমলদলের ন্যায় বিশুষ্ক ও বিশীর্ণ হইয়া গেল। হায়, এত প্রেমে এমন বিষাদ!

অবশেষে যোসেফিন স্বয়ং স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, "নেপোলিয়ান আমার প্রভু, আমার জীবনসর্ব্বস্ব। যদি তাঁহার ক্রোধে দগ্ধ হইয়া মরিতে হয়, তবে তাঁহার পদতলেই এ জীবন বিসর্জ্জন দিব। তাঁহাকে বলিব, আমি অপরাধিনী কিংবা অবিশ্বাসিনী নহি, তার পর মরিতে হয়, মরিব।" নেপোলিয়ান যে কক্ষে বিশ্রাম করিতেছিলেন, যোসেফিন স্বহস্তে সেই কক্ষদ্বার উন্মুক্ত করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার হৃদয়-বল্লভের সম্মুখীন হইলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না;— দেখিলেন, নেপোলিয়ান উভয় হস্ত বক্ষঃস্থলে সংস্থাপন করিয়া পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় স্থিরভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছেন; তাঁহার মুখভাবে স্নেহ, মমতা, সহৃদয়তা, অনুরাগের বিন্দুমাত্র চিহ্ন অঙ্কিত নাই। যোসেফিনকে গৃহপ্রবেশ করিতে দেখিয়া নেপোলিয়ান জলদগম্ভীরস্বরে বিধাতার অতি নির্ম্মম অভিশাপের ন্যায় আদেশ প্রদান করিলেন, "রমণি! আমার ইচ্ছা, তুমি এই দণ্ডে আমার সম্মুখ ছাড়িয়া মালমাইসনে চলিয়া যাও!" এই নির্দ্দয় আদেশ তীক্ষ্ণধার তরবারির ন্যায় যোসেফিনের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল; ছিন্নমূলা লতিকার ন্যায় তিনি ভূতলে পড়িতেছিলেন, তাঁহার পুত্র ইউজিন তাঁহাকে পতন হইতে রক্ষা করিলেন। তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া নয়নে অশ্রুর সঞ্চার হইল। ইউজিন যোসেফিনকে ধরিয়া তাঁহার শয়নকক্ষে লইয়া চলিলেন। নেপোলিয়ান অত্যন্ত বিচলিতভাবে গৃহমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন; কত কথা, কত চিন্তা তাঁহার হৃদয় আলোড়িত করিতে লাগিল। একবার তিনি ভাবিলেন, "এই কি প্রেম? আমি ইহাকে আমার জীবন ভরিয়া ভালবাসিয়াছি কি? আমার প্রণয়-কুসুম পরম আগ্রহভরে ইঁহার পদে জলাঞ্জলি দিয়াছি, কিন্তু প্রতিদান পাইয়াছি কি? কেবল ছলনা, বিশ্বাসঘাতকতা, অসহনীয় মনঃকষ্ট! আমার যোসেফিন পাপিষ্ঠা! শত শত হীন স্তাবকের প্রেমে উন্মাদিনী! এমন করিয়া সে আমার অপার্থিব প্রেমের অবমাননা করিল? আর তাহার মুখদর্শন করিব না।" আবার পরমুহূর্ত্তেই যোসেফিনের বিদায়কালীন সেই কাতর মুখ, অশ্রুসিক্ত চক্ষু দুটি, আহত বেদনাপ্লুত হৃদয়ের নিরুদ্ধ যন্ত্রণার কথা তাঁহার মনে পড়িল; কিন্তু নেপোলিয়ানের ক্রোধশান্তি হইল না, তিনি তাঁহার আদেশ প্রত্যাহরণ করিলেন না। যোসেফিন স্বামীর আদেশ নতমস্তকে প্রতিপালন করিবার জন্য অবিলম্বে গৃহত্যাগে প্রস্তুত হইলেন।

তখন মধ্যরাত্রি। সমস্ত চরাচর সুপ্ত। হতভাগিনীর ভাগ্যে কয়েক দিন আহার-নিদ্রা, এমন কি, বিশ্রাম পর্য্যন্ত ঘটে নাই। মালমাইসন পারিস হইতে ১২ মাইল; সেই গভীর রাত্রেই যোসেফিন মালমাইসনে যাত্রার সমস্ত আয়োজন শেষ করিলেন। নেপোলিয়ান মনে করিয়াছিলেন, যোসেফিন হয় ত প্রভাত পর্য্যন্ত গৃহে অপেক্ষা করিবেন। কিন্তু যোসেফিন অপেক্ষা করিলেন না। নেপোলিয়ান দেখিলেন, যোসেফিন পুত্র সমভিব্যাহারে গৃহত্যাগপূর্ব্বক প্রাঙ্গণে অবতরণ করিলেন; দেখিয়া তাঁহার নিদারুণ ক্রোধ করুণায় পরিণত হইল। তিনি হৃদয়হীন বর্ব্বর ছিলেন না; যোসেফিনকে গমনোদ্যত দেখিয়া তিনি গৃহপ্রাঙ্গণে নামিয়া আসিলেন; ইউজিনকে সম্বোধনপূর্ব্বক অবশিষ্ট রাত্রিটুকু সেখানে আহার ও বিশ্রামে কাটাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। যোসেফিন কোন দিন নেপোলিয়ানের অবাধ্য হন নাই, আজও হইলেন না। তিনি ধীরে ধীরে তাঁহার প্রকোষ্ঠে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক শ্রান্তি ও দুঃখভারে শয্যায় শয়ন করিলেন। নেপোলিয়ানও তাঁহার স্বতন্ত্র শয়নকক্ষে শয্যা গ্রহণপূর্ব্বক বহুবিধ দুশ্চিন্তায় রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। এই ভাবে দুই দিন কাটিয়া গেল, প্রেমিকযুগলের মধ্যে একটি কথাও হইল না। যোসেফিনের মালমাইসন যাত্রা স্থগিত রহিল।

প্রেমের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! প্রণয় অন্ধ, কিন্তু দুর্ব্বল নহে; অপ্রতিহতগতিতে সে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া সর্ব্বত্র আপনার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখে। দুই দিন পর্য্যন্ত

নেপোলিয়ান প্রবল ক্রোধের অধীন রহিলেন, আত্মাভিমান ও গর্ব্ব উন্নতমস্তকে বিশ্ববিজয়ী প্রেমের গতিরোধ করিয়া দুই দিন ধরিয়া অটল অচলবৎ দণ্ডায়মান রহিল, কিন্তু তৃতীয় দিন নেপোলিয়ান আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। ক্ষুধিত প্রেম মহাক্রুদ্ধ হইয়া আহত বিষধরের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে যে নিদারুণ দংশন করিয়াছিল, সেই দংশনজ্বালা তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। তৃতীয় দিন নেপোলিয়ান ব্যাকুল হইয়া যোসেফিনের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। যোসেফিন তখন একটি টেবিলের সন্নিকটে উপবেশন-পূর্ব্বক উভয় হস্তে বদনকমল আচ্ছাদিত করিয়া দুঃখের অকূল সমুদ্রে ভাসিতেছিলেন; তাঁহার টেবিলের উপর নেপো-লিয়ানের সন্দেহ-হলাহলপূর্ণ অভিযোগ-লিপি প্রসারিত ছিল; হয় ত দুই মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যোসেফিন তাহা পাঠ করিতে-ছিলেন। পড়িতে পড়িতে আর আত্মসংবরণ করিতে পারেন নাই, অশ্রুভারে দৃষ্টিরোধ হইয়াছিল, তাই তিনি উদ্বেলিত হৃদয়াবেগ প্রশমিত করিবার জন্য উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছিলেন। নেপোলিয়ান ধীরে ধীরে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া কম্পিতপদে যোসেফিনের সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন; ব্যাকুলহৃদয়ে উদ্বেগ ও করুণায় উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে ডাকিলেন, "যোসেফিন !" সে স্বরে গভীর দুঃখ ও অকপট প্রেম সুপ্র-কাশিত। কত দিন পরে যোসেফিনের কর্ণে সেই প্রেমার্দ্র আবেগভরা প্রীতিকর ধ্বনি প্রবেশ করিল। সেই চির-পরিচিত, চির-নবীন,মধুর কণ্ঠস্বরে যোসেফিনের চিন্তার গতি-রোধ হইল; তিনি ধীরে ধীরে মস্তক তুলিয়া বংশীরব-বিমুগ্ধা হরিণীর ন্যায় সতৃষ্ণ-নয়নে নেপোলিয়ানের কাতরতামণ্ডিত প্রেমপূর্ণ মুখের দিকে চাহিলেন। চারি চক্ষুর মিলন হইল। নেপোলিয়ান দেখিলেন, যোসেফিনের চক্ষু আরক্ত; কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু দুটি ফুলিয়া উঠিয়াছে, তাহা শিশির-ধারাসিক্ত কমলদলের ন্যায় অশ্রুময়। নেপোলিয়ান—সেই অর্দ্ধপৃথিবীজয়ী, সহস্র দুঃখে কষ্টে উদাসীন, মহাবীর নেপোলিয়ান অধীর হইয়া পড়িলেন; আবেগপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার প্রিয়তমার উদ্দেশে প্রণয়িনীর চির-নির্ভর অখণ্ড গৌরবমণ্ডিত বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া দিলেন। প্রিয়তমের সেই কপটতাশূন্য স্বর্গীয় প্রেমের নীরব আহ্বানে যোসেফিন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, উন্মাদিনীর ন্যায় তিনি এক লম্ফে আসন পরিত্যাগপূর্ব্বক "প্রাণসখা" (Wan ami) বলিয়া নেপোলিয়ানের স্পন্দমান বক্ষে নিপতিত হইলেন এবং সুখদুঃখের চির-অবলম্বন প্রণয়ের অপার্থিব সিংহাসনতুল্য পতিবক্ষে মস্তক রক্ষা করিয়া নিতান্ত অধীরভাবে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সকল বেদনা, সকল দুঃখ গলিয়া নেপোলিয়ানের বক্ষে অশ্রুরূপে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার পর সবিস্তারে সকল কথা উভয়ের মুখে পরিব্যক্ত হইল। নেপোলিয়ানের সকল সন্দেহ দূর হইল। তিনি বুঝিলেন, যোসেফিন সত্যই নিরপরাধা; তাঁহারই অন্যায় সন্দেহে যোসেফিন মরণাধিক যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন। অনুতাপে নেপোলিয়ানের বীর-হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল; তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে যোসেফিনের মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেন, সুদীর্ঘ বিরহের দাহনাবসানে গভীর প্রেমের অমৃতবর্ষণে উভয়ের জ্বালাময় হৃদয় শীতল হইল,—কি মধুর শান্তি !

হায় প্রেম, তুমি বিশ্ববিজয়ী বীর-হৃদয় লইয়াও এমন-ভাবে খেলা করিতে পার; তোমার পদে নমস্কার !

নবম অধ্যায়

অধ্যক্ষসভার উচ্ছেদ ও ফরাসীদেশের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বলাভ।

অতঃপর নেপোলিয়ানের মনে আর কোন আক্ষেপ রহিল না। তাঁহার হৃদয়ের ক্ষুধা নিবৃত্ত হইল; সুতরাং তিনি পরিতৃপ্ত অন্তরে স্বদেশের উদ্ধারসাধনে আত্মসমর্পণ করিলেন। ঘোর অরাজকতায় ফরাসী দেশের সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছিল; সেই সকল বিশৃঙ্খলতা দূর করিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি তাঁহার স্বদেশ-শাসনের যোগ্যতায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। তিনি জানিতেন, দেশের সহস্র সহস্র অধিবাসী তাঁহাকে ফ্রান্সরাজ্য-তরণীর কর্ণধাররূপে সন্দর্শন

করিবার জন্য আগ্রহবান্। তিনি বুঝিয়াছিলেন, এই কার্য্যে তিনি সর্ব্বসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতিলাভে সমর্থ হইবেন। কিন্তু তথাপি এই কার্য্য কি ভয়ানক কঠিন! দেশের পঞ্চ নায়ককে সিংহাসনচ্যুত করিয়া প্রাচীনের সভার সভ্যগণকে আয়ত্ত করা, পঞ্চশত সভ্যকে বশীভূত করা কি প্রকার দুষ্কর কর্ম্ম, তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল না। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন্ কর্ম্ম সাধন করা অসম্ভব ভাবিয়া নেপোলিয়ান তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন? নেপোলিয়ান এই দুষ্কর কর্ম্ম অনায়াসে সম্পন্ন করিলেন—পৃথিবীতে এত সহজে এত কঠিন কার্য্য তৎপূর্ব্বে আর কাহারও দ্বারা সংসাধিত হয় নাই।

কিছু দিন পর্য্যন্ত নেপোলিয়ান সাধারণের দৃষ্টিপথের অন্তরালে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার সৈনিক-পরিচ্ছদ পরিত্যাগপূর্ব্বক জাতীয় পরিচ্ছদ গ্রহণ করিলেন; আবুকার, টাবর গিরি ও পিরামিডের সংগ্রামবিজয়ী মহাবীর নেপোলিয়ানকে এই সাধারণ বেশ ধারণ করিতে দেখিয়া লোকের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি সাহিত্যসেবিগণের সংসর্গে কালযাপন করিতেন, বিদ্বজ্জন-সমিতির সভ্যগণকে নিমন্ত্রণ করিতেন এবং আহারকালে তাঁহাদের সহিত রাজনৈতিক প্রসঙ্গ পরিহারপূর্ব্বক সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ের নানাপ্রকার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন।

নেপোলিয়ানের দুই জন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। দুই জনেই সাহসী পরাক্রান্ত সেনাপতি। নেপোলিয়ান বুঝিয়াছিলেন, কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহারাই প্রধান কণ্টক। তাই এক দিন তিনি কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার কোন সহচরকে বলিতেছিলেন, "বার্ণাদো এবং মোরো আমার বিরুদ্ধাচরণ করিবে, আমি তাহা জানি; কিন্তু মোরো হইতে আমার কোন আশঙ্কা নাই; সে উদ্যমহীন; রাজনৈতিক ক্ষমতা অপেক্ষা সৈনাপত্য-গৌরবলাভেই তাহার আকাঙ্ক্ষা অধিক; তাহাতেই তাহাকে সন্তুষ্ট রাখা যাইবে। কিন্তু বার্ণাদোর ধমনীতে মুরশোণিত প্রবাহিত; তাহার সাহস ও ক্ষমতা প্রবল; উচ্চাকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত হইলে সে কোন বিপদেরই সম্মুখীন হইতে সঙ্কুচিত হইবে না। সে সর্ব্বপ্রকার প্রলোভনের অতীত। তাহার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, হৃদয়ও স্বার্থপর নহে;—হউক, আমরা উপযুক্ত কালেই দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছি। কি হয়, দেখা যাউক্।"

কিন্তু নেপোলিয়ান কাহারও বিরুদ্ধে কোন প্রকার ষড়্যন্ত্র করিলেন না; তাঁহার গুপ্তাভিপ্রায় কাহারও নিকট ব্যক্ত করিলেন না; তাঁহার গোপন অভিসন্ধি হৃদয়কন্দরে লুক্কায়িত রাখিলেন। তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাব ছিল না; তাঁহারা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। দৈবাৎ পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা বাক্যব্যয়মাত্র না করিয়া দূরে গমন করিতেন।

একদিন নেপোলিয়ানের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী, সাই নামক ধর্ম্মযাজক এবং অধ্যক্ষসভার জনৈক সভ্য তাঁহার কোন বন্ধুকে কথাপ্রসঙ্গে নেপোলিয়ান সম্বন্ধে বলিতেছিলেন,"দাম্ভিক ছোকরাটাকে দেখিয়াছ কি? অধ্যক্ষসভার সভ্যকে পর্য্যন্ত সে গ্রাহ্য করিতে চায় না। অধ্যক্ষসভার কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকিলে এতদিন তাহাকে বন্দুকের গুলীতে মরিতে হইত।"

আবার উক্ত সভ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নেপোলিয়ান একদিন বলিতেছিলেন, "এই পুরুতটা কোন্ গুণে অধ্যক্ষসভায় স্থান পাইল? সে ত প্রুসিয়ার নিকট বিক্রীত।"—রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের পরস্পরের প্রতি মনের ভাব এই প্রকার দাঁড়াইয়াছিল।

অবশেষে নেপোলিয়ান বার্ণাদোর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বার্ণাদো সাহসী ও রণনিপুণ সেনাপতি ছিলেন; ইতালীতে সর্ব্বপ্রথম ইঁহাদের প্রথম পরিচয় হয়, সেই সময় হইতেই উভয়ে পরস্পরকে ঈর্ষাকুলনেত্রে নিরীক্ষণ করিতেন।

বার্ণাদোর সহিত নেপোলিয়ানের যে আলাপ হইল, তাহাতে নেপোলিয়ান দেখিলেন, কোন সুফললাভের আশা নাই। নেপোলিয়ান তাঁহাকে বিদায়দান করিয়া বলিলেন, "এ লোকটার ফরাসীর মাথা আছে বটে, কিন্তু ইহার হৃদয় রোমানের মত।"

এই সময়ে ফরাসী দেশের পরিচালকগণ তিনটি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। প্রথম রাজভক্তের দল, বোর্ব্বোঁ-বংশে সিংহাসন-দান ইঁহাদিগের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় দলের নাম রাডিক্যাল ডেমোক্রাট, ইহারা সাধারণতান্ত্রিক; বেরাস এই দলের পরিচালক হইলেন। পারিসের নিম্নশ্রেণীর সাধারণ ব্যক্তিগণ এই দল পুষ্ট করিয়া তুলিল। তৃতীয় মডারেট রিপাবলিকানগণও কিঞ্চিৎ বিভিন্নমতাবলম্বী সাধারণ তান্ত্রিক; ইহারা সিয়ে কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতে লাগিল। এই তিন দলের অধিনায়কগণ স্ব স্ব ক্ষমতা-বৃদ্ধির

জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং ভিন্ন দলের প্রতি তাঁহাদের বিরাগ প্রতিদিন বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। নেপোলিয়ান এই শেষোক্ত দলের সহিত যোগদানপূর্ব্বক স্বীয় অভিপ্রায়সাধনে যত্নবান্ হইলেন।

অল্পকালের মধ্যেই নেপোলিয়ান ও সিয়ে পরস্পর পরস্পরের হৃদয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন এবং উভয়ে উভয়ের সাহায্যার্থ প্রস্তুত হইলেন। রাজ্যের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। ধূর্ত্ত রাজনৈতিক সিয়ে বলিয়াছিলেন, "এই সঙ্কটময় কালে রাজ্যের দুরবস্থা দূর করিতে হইলে মস্তক এবং তরবারি উভয়েরই আবশ্যক।"—নেপোলিয়ানের এ উভয়ই ছিল। তিনি অন্যের অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে যে পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই পথ ক্রমশঃ তাঁহার সম্মুখে পরিষ্কৃত হইতে লাগিল।

৯ই নবেম্বর ফ্রান্সের একটি স্মরণীয় দিন। সহস্র-হর্ম্ম্য-চূড়া মুকুটিত পারিস নগরী প্রভাত-সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণধারায় স্নাত হইতেছিল; রবিকর আর কোন দিন সেরূপ সমুজ্জ্বল বলিয়া কাহারও নিকট প্রতিভাত হয় নাই। নগরবাসিগণ শয্যাত্যাগ করিয়া দেখিল, সৈনিক বাদ্যকারগণ মধুর আনন্দ-সঙ্গীত-ধ্বনিতে চারিদিক্ পূর্ণ করিয়া সুসজ্জিত বেশে দলে দলে রাজপথ অতিক্রম করিতেছে, অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্যদল শ্রেণীবদ্ধভাবে অগ্রসর হইতেছে সুবৃহৎ কামানপূর্ণ শকটসমূহ তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। নগরবাসিগণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাহারা অবিলম্বে শুনিতে পাইল, ইতালী ও মিশরবিজয়ী মহাবীর নেপোলিয়ানের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ তাহারা বলিবার্ড যাত্রা করিয়াছে। তখন নগরমধ্যে মহাকলরব উত্থিত হইল। বেলা ৮ ঘটিকার সময় নেপোলিয়ানের রিউ চ্যানটারিনস্থ সুসজ্জিত সুবিখ্যাত গৃহ সৈনিক কর্ম্মচারিগণে এরূপ ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া গেল যে, কোন দিকে আর তিলপরিমাণ স্থানও শূন্য রহিল না। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ স্থানাভাবে পথের উপর দণ্ডায়মান হইতে বাধ্য হইলেন। এই সময়ে প্রাচীনেরা নেপোলিয়ান কর্ত্তৃক প্রস্তুত এক ঘোষণাপত্র সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল যে, ব্যবস্থাপক সভা পারিস হইতে কয়েক মাইল দূরে সেণ্ট ক্লাউড নামক স্থানে স্থানান্তরিত করিতে হইবে এবং সাধারণের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত নেপোলিয়ান বোনাপার্টকে নগরস্থ সমুদয় সৈন্যের অধ্যক্ষতা-ভার প্রদান করিতে হইবে। সভাপতি মহাশয় স্বয়ং এই ঘোষণাপত্র হস্তে লইয়া জনতা ভেদপূর্ব্বক নেপোলিয়ানের সম্মুখীন হইলেন। নেপোলিয়ান তাহা গ্রহণের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তিনি সেই ঘোষণাপত্র গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার গৃহদ্বার-সমাগত রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহাদের সম্মুখে জলদগম্ভীর-স্বরে তাহা পাঠ করিলেন। বাত্যাবিরহিত অচঞ্চল সমুদ্রতুল্য সেই নিশ্চল জনসমুদ্র নিঃশব্দে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্থিরভাবে নেপোলিয়ানের তেজস্বিতাপূর্ণ সংযত সুমধুর স্বরলহরীতে হৃদয় পরিপূর্ণ করিল। পাঠ সাঙ্গ হইলে নেপোলিয়ান দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "ভদ্র মহোদয়গণ, এই কর্ণধারবিহীন মগ্নপ্রায় সাধারণতন্ত্রতরণী রক্ষা করিবার জন্য আপনারা কি আমার সাহায্য করিবেন?" সহস্র সহস্র কণ্ঠে নিনাদিত হইল, "আমরা শপথ করিতেছি, আপনার সাহায্য করিব।" সহস্র সহস্র তরবারি যুগপৎ সৈনিকবর্গের কোষমুক্ত হইয়া ঊর্দ্ধে আস্ফালিত হইল; প্রভাতরৌদ্রচ্ছটা তাহাদের তীক্ষ্ণধার স্বচ্ছ ফলকে প্রতিফলিত হইয়া ক্ষণপ্রভার সমুজ্জ্বল প্রভার ন্যায় আলোকতরঙ্গের সৃষ্টি করিল।

এইরূপে নেপোলিয়ান পারিসে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিলেন। এত দিনে তিনি সমস্ত ফরাসী জাতির প্রকৃত অধিনেতারূপে বরিত হইলেন। তখন ফরাসী সৈন্যশ্রেণীতে এই ঘোষণাপত্র প্রচার করিবার জন্য দূত প্রেরিত হইল, সহস্র সৈন্যমণ্ডলী সমুজ্জ্বলবেশে সজ্জিত হইয়া তাহাদের হৃদয়ের আরাধ্যদেবতা নেপোলিয়ানের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ অদূরে সমবেত হইয়াছিল। এই ঘোষণাপত্র শ্রবণমাত্র তাহারা আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। জয় জয় ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

অনন্তর নেপোলিয়ান পঞ্চদশ শত অশ্বারোহী সৈন্যে পরিবৃত হইয়া রাজপথ ধ্বনিত করিয়া তুইলেরির রাজপ্রাসাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন; পারিসে প্রত্যাগমনের পর নেপোলিয়ান এই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ্যভাবে এরূপ সৈন্যদল-পরিবেষ্টিত হইয়া নগরপথে বহির্গত হইলেন। নগরবাসিগণ বিস্ময়মগ্ন হৃদয়ে তাঁহার দেবতুল্য মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, একটি অতি সুন্দর তেজস্বী অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক আড়ম্বর-বিহীন পরিচ্ছদে তিনি তাঁহার সৈন্যমণ্ডলীর পুরোভাগে অগ্রসর হইতেছিলেন; শত শত সুরম্য পতাকা বায়ুভরে

বিকম্পিত হইতেছিল; তাঁহার সহচরবর্গের স্বর্ণ ও রৌপ্য-খচিত সমুজ্জ্বল পরিচ্ছদে প্রভাতরৌদ্র বিকীরিত হইতেছিল। এই উৎসব-দৃশ্যের মধ্যে নেপোলিয়ানের আড়ম্বরবর্জ্জিত সাধারণ পরিচ্ছদে সমাচ্ছন্ন দেহ, তাঁহার উদার মুখ ও প্রফুল্লভাব নগরবাসিগণের নয়ন-সমক্ষে মায়াচিত্রের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল।

এইরূপে অভিষিক্ত সম্রাটের ন্যায় নেপোলিয়ান নির্ভীক-হৃদয়ে প্রাচীনের সভায় উপস্থিত হইয়া যথাকর্ত্তব্য অঙ্গীকার-পালনে আবদ্ধ হইলেন; তাহার পর সভ্যগণকে আহ্বান-পূর্ব্বক বলিলেন,—"মহোদয়গণ! আপনারা ফরাসীজাতির প্রজ্ঞাস্বরূপ। এই সাধারণ-তন্ত্রকে পতন হইতে রক্ষা করিবার সামর্থ্য আপনাদিগেরই আছে। আমি সেনাপতিবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া আপনাদিগের সাহায্যার্থ আসিয়াছি। আমার প্রতি আপনারা যে কার্য্যভার অর্পণ করিবেন, আমি বিশ্বস্তহৃদয়ে তাহা প্রতিপালন করিব। পূর্ব্বের কোন ঘটনাকে দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করিবার আবশ্যক নাই। এই অষ্টাদশ শতাব্দীর ন্যায় কাল পূর্ব্বে আর কখনও আসে নাই, আজিকার দিনের মত দিন অষ্টাদশ শতাব্দীতে অদৃষ্টপূর্ব্ব।"

নেপোলিয়ানের কর্ত্তৃত্বগ্রহণে অধ্যক্ষসভার কোন কোন সভ্য পদত্যাগ করিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, নেপোলিয়ানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহাদের জয়ের সম্ভাবনা নাই। বেরাস নেপোলিয়ানের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ভৎ´-সনা করিবার জন্য একজন কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করিলেন। নেপোলিয়ান বেরাসের কথা শুনিয়া পরুষবচনে বলিলেন, "আমাদের সেই হাস্যময়ী সুন্দরী ফরাসীভূমি কোথায়? আমি যখন এ দেশ পরিত্যাগ করি, তখন চতুর্দ্দিকে শান্তি বিরাজ করিতেছিল, এখন চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। আমি তোমাদিগকে বিজয়-প্রফুল্ল দেখিয়া দেশত্যাগ করিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি, তোমরা পরাজয়ের কলঙ্ক-কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়াছ; আমি তোমাদিগকে ইতালী হইতে অগণ্য ধনরত্ন আনিয়া দিয়াছি; এখন দেখিতেছি, প্রজাকুল করভারে উৎপীড়িত, চতুর্দ্দিকে ভিক্ষুকের আর্ত্তনাদ। আমার সঙ্গে যাঁহারা রণজয় করিয়াছিলেন, সেই সহস্র সহস্র বীরপুরুষ এখন কোথায়? তাঁহারা সকলেই পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছেন। এ ভাবে আর সময় নষ্ট করা যাইতে পারে না; ইহা যথেচ্ছাচারের বৃদ্ধি করিবে মাত্র।"—বেরাসও অগত্যা পদত্যাগ করিলেন। কেবল সভাপতি গোহির ও সেনাপতি মুলিনস্ তখনও নেপোলিয়ানের কর্ত্তৃত্বে বাধাদানের জন্য তাঁহার বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। নেপোলিয়ান মুলিনস্‌কে বলিলেন,—"ফরাসী-সাধারণতন্ত্রের শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত; আমরা তাহার রক্ষা করিব, ইহাই আমার সংকল্প। সিয়ে, ডুকো, বেরাস, আমার বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা অসম্ভব ভাবিয়া পদত্যাগ করিয়াছেন; কেবল তোমরা দু'জন অক্ষম অবমানিত হইয়াও স্বপদে থাকিতে চাও। আমি তোমাদিগকে এখনও আমার বিপক্ষতাচরণে নিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দান করিতেছি।" কিন্তু তাঁহারা নিবৃত্ত হইলেন না, অগত্যা নেপোলিয়ান তাঁহাদিগকে অবরুদ্ধ করিলেন।

এইরূপে বেলা একাদশ ঘটিকার মধ্যে অধ্যক্ষসভার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল। সৈন্যগণ মহা উৎসাহে "নেপোলিয়ঁা দীর্ঘজীবী হউন" বলিয়া আনন্দ-ধ্বনিতে রাজপথ কম্পিত করিতে লাগিল। প্রাচীনের সভা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হস্তগত হইল, পাঁচশতের সভার অধিকাংশ সভ্যই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন। স্বকীয় অসাধারণ প্রতিভায় নেপোলিয়ানের প্রবল বিশ্বাস ছিল; সেই বিশ্বাসভরে তিনি রাজ্যের সেনাপতি, রাজনৈতিক এবং কর্ম্মচারিবর্গকে নিতান্ত শিশুর ন্যায় জ্ঞান করিতেন। সামান্য চেষ্টায় এই অসাধারণ গৌরব লাভ করিয়া তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না; সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া নিশ্চিন্তমনে তিনি বিশ্রাম করিবার জন্য গৃহপ্রবেশ করিলেন।

কিন্তু বিপদ্ যত শীঘ্র কাটিবে বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল, তত শীঘ্র ইহা কাটিল না। শত্রুগণ ষড়্‌যন্ত্র করিয়া একযোগে নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিলেন। আর মহাগোলযোগ উপস্থিত হইল, চারিদিক্ হইতে শব্দ উঠিল, "সাধারণতন্ত্রের শত্রু নিপাত কর, স্বেচ্ছাচারীর প্রাণ-বধ কর, আমাদের সাধারণ-তন্ত্র চিরস্থায়ী হউক," সভাগৃহ সেই শব্দে কম্পিত হইতে লাগিল। নেপোলিয়ানের বন্ধুগণ মনে মনে প্রমাদ গণিলেন; পারিসের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সভাস্থলে সমবেত ছিলেন।

তখন সভাস্থলে প্রস্তাব হইল, প্রত্যেক সভ্যই সাধারণতন্ত্রের সমর্থন করিবার জন্য শপথ গ্রহণ করিবেন। নেপোলিয়ানের বিপক্ষসংখ্যা এত অধিক হইল যে, কেহই
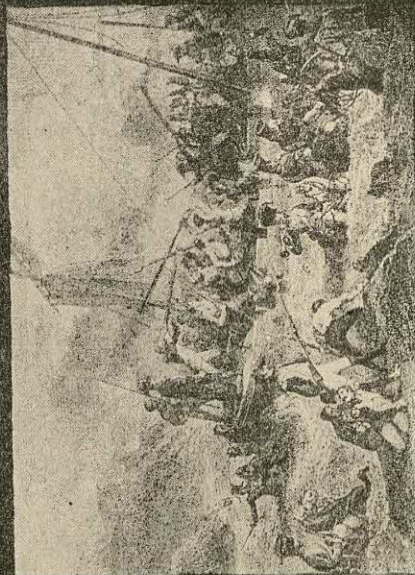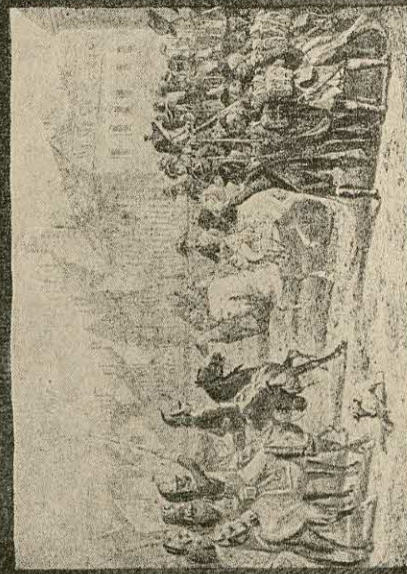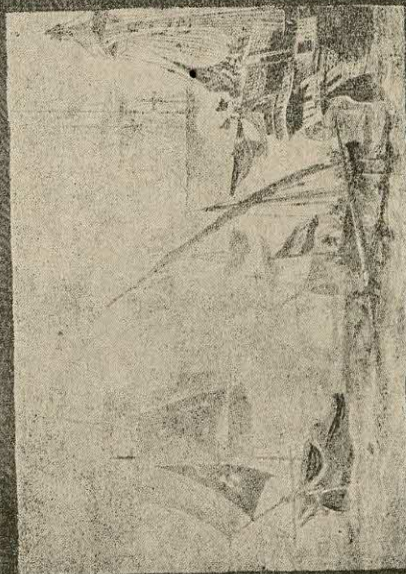
নীলের মহাসমর [৯৫ পৃষ্ঠা

অধ্যক্ষসভার উচ্ছেদ-সাধন [১২৬ পৃষ্ঠা

এল্‌-আরিস্‌ যুদ্ধ [৯৯ পৃষ্ঠা

ভিনিসের দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল [৭৫ পৃষ্ঠা

এ কথার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইল না। নেপোলিয়ানের কোন কোন বন্ধুকেও শপথ গ্রহণ করিতে হইল। বিরুদ্ধবাদিগণ নেপোলিয়ানকে রাজবিদ্রোহাপরাধে দণ্ডিত করিবার ইচ্ছা করিলেন। সকলেই মনে মনে নেপোলিয়ানের পরাজয় আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। এই ভয়ানক বিপজ্জালেও মুহূর্ত্তের জন্য নেপোলিয়ান ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন না; তিনি স্থিরভাবে এই বিপজ্জাল ছিন্ন করিয়া স্বকীয় সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কয়েকজন সঙ্গী লইয়া নেপোলিয়ান সভাদ্বারের সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন, দেখিয়া তাঁহার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী বলিলেন, "নেপোলিয়ান, তুমি মৃত্যুপথে অগ্রসর হইতেছ।"

"আচ্ছা, দেখা যাউক" বলিয়া নেপোলিয়ান দ্বারপ্রান্তে তাঁহার সঙ্গিগণকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া গৃহপ্রবেশ করিলেন। গৃহপ্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সভাস্থল নিস্তব্ধ, সহস্র সহস্র নরমূর্ত্তি নিঃশব্দে কোন ভয়ানক কাণ্ডের প্রতীক্ষা করিতেছে; যেন প্রলয়ের ঝটিকার পূর্ব্বে সমস্ত প্রকৃতি স্তব্ধভাব ধারণ করিয়াছে।

নেপোলিয়ান কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া সভাস্থ হইয়া জলদগম্ভীরস্বরে বলিলেন, "সভ্যগণ, আপনারা আগ্নেয় গিরিশৃঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছেন; সাধারণতন্ত্রের বিপদ বুঝিয়া আপনারা আমাকে আপনাদের সাহায্যার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন, আমি সেই আহ্বানধ্বনিতে কর্ণপাত করিয়াছিলাম; এখন আমার উপর সহস্র প্রকার দোষারোপ করা হইতেছে। কেহ বলিতেছে, সিজার, কাহারও মতে আমি ক্রমওয়েল; কেহ কেহ বা আমাকে যথেচ্ছাচারী আখ্যাও প্রদান করিতেছে, কিন্তু আমার সঙ্গে অন্যের তুলনা করিবার কি আছে? বিপদ্‌রাশি চতুর্দ্দিক্ হইতে আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে, বিড়ম্বনার উপর বিড়ম্বনার বৃদ্ধি হইতেছে। আমাদের দেশের নির্দ্ধারিত শাসনপ্রণালীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে, অধ্যক্ষসভার সভ্যগণ পদত্যাগ করিয়াছেন, পঞ্চশতের সভায় নিদারুণ বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত, পারিসে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। বিদ্রোহিগণ যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় গ্রহণ করিবে। কিন্তু আপনাদের আশঙ্কা নাই; সহস্র সহস্র সৈন্য আমার অধীন; তাহাদের বাহুবলে আমি আপনাদিগকে রক্ষা করিব। আমি কোন স্বার্থসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করি না, সাধারণ-তন্ত্রের সংরক্ষণই আমার উদ্দেশ্য। যে সাম্য ও স্বাধীনতার জন্য এতদিন স্বার্থত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া আমি তাহা রক্ষা করিব।"

একজন হুঙ্কার দিয়া উঠিল, "রাজ্যের প্রচলিত শাসন-প্রণালী?" নেপোলিয়ান গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "শাসন-প্রণালী? আপনাদের কোন শাসন-প্রণালী বর্ত্তমান নাই; আপনারাই ইহা বিনষ্ট করিয়াছেন। এখন যাহাকে আপনারা শাসন-প্রণালী বলিতেছেন, তাহা শাসন-প্রণালীর কঙ্কালমাত্র। আপনারা সকলেই মুখে ইহার সমর্থন করিতেছেন, কিন্তু কার্য্যে ইহার প্রতি আপনাদের ঘোর বিরাগ।"

নেপোলিয়ানের উপস্থিতিতে এবং তাঁহার এই যুক্তিপূর্ণ স্থির বাগ্মিতায় তাঁহার বন্ধুগণের লুপ্ত সাহস ধীরে ধীরে তাঁহাদের হৃদয়ে প্রত্যাগমন করিল; সভার সভ্যগণের দুই-তৃতীয়াংশের মন নেপোলিয়ানের প্রতি আকৃষ্ট হইল। নেপোলিয়ানের বিপক্ষদল নিস্তেজ হইয়া পড়িল। এমন সময়ে নেপোলিয়ান সংবাদ পাইলেন, পঞ্চশতের সভা নেপোলিয়ানকে বিদ্রোহী স্থির করিয়া তাঁহার প্রতি দণ্ডদানের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। আর মুহূর্ত্তকালও বিলম্ব করা অনুচিত। নেপোলিয়ান এখন জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থানে দণ্ডায়মান।

কিন্তু সে জন্য তাঁহার কোন আক্ষেপ ছিল না। এরূপ জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে তিনি অনেকবার দণ্ডায়মান হইয়াছেন। বিপদে তাঁহার হৃদয় কখন কম্পিত হয় নাই, আজও হইল না। তিনি প্রাচীনের সভার সভ্যগণের প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "যদি কোন বাগ্মী বৈদেশিকের অর্থে উদর পূর্ণ করিয়া আমাকে বিদ্রোহী বলিয়া ধরাইয়া দিতে চায়, তাহা হইলে আমি আমার সাহসী সৈন্যগণের সাহায্য প্রার্থনা করিব। আমার সৈন্যগণ অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষা করিতেছে। আপনারা স্মরণ রাখিবেন, রণদেবতা এবং ভাগ্যদেবতা উভয়েই আমার প্রতি প্রসন্ন।"

এই কথা বলিয়াই নেপোলিয়ান সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন এবং পঞ্চশতের সভাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার বন্ধু অগেরোর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। অগেরোর মুখ ম্লান, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ

কম্পিত হইতেছিল; তিনি মনে করিতেছিলেন, নেপোলিয়ানের পতন অবশ্যম্ভাবী।

নেপোলিয়ানকে দেখিয়াই অগেরো ক্ষোভ-বিকম্পিত-কণ্ঠে বলিলেন, "ভাই, ভয়ানক বিপজ্জালে তুমি সম্পূর্ণরূপে বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছ।"

নেপোলিয়ান স্থির-ভাবে উত্তর দিলেন, "আরকালার যুদ্ধক্ষেত্রে বিপদের মেঘ ইহা অপেক্ষাও ঘনীভূত হইয়াছিল। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, অর্দ্ধ-ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত গোলযোগ দূর হইবে।"

দেহরক্ষিগণের সহিত নেপোলিয়ান পঞ্চশতের সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন, দ্বারদেশে তাঁহার রক্ষিগণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তিনি একাকী সভাস্থ হইলেন। দেখিলেন, সভাস্থলে বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত; প্রত্যেক ব্যক্তি নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে কথা বলিতেছে, শত শত শত্রু তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। এখন নেপোলিয়ানের একমাত্র অবলম্বন—তাঁহার অসীম হৃদয়বল, তাঁহার অবিচল সাহস এবং নির্ভীক ভাবায় অমোঘ তর্ক-শক্তি। নেপোলিয়ানকে দেখিবামাত্র শত শত ব্যক্তি একত্র চীৎকার করিয়া উঠিল, "এ এখানে কেন? ইহার এখানে কি দরকার? যথেচ্ছাচারীকে নিহত কর! নিপাত দাও, নিপাত দাও!"—প্রলয়ের মেঘ সহস্র বজ্র একত্র করিয়া তাঁহার মস্তকের উপর গর্জ্জন করিতে লাগিল।

সেই ভয়ানক দৃশ্যের মধ্যে নেপোলিয়ান স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন, প্রথমে তিনি কথা কহিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু চতুর্দ্দিকের উচ্চধ্বনির মধ্যে তাঁহার কণ্ঠস্বর মিশিয়া গেল; শত শত্রু তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিল। তখন নেপোলিয়ানের দেহরক্ষিগণ তাহাদের প্রভুকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সন্নিকটবর্ত্তী হইল। একজন লোক নেপোলিয়ানের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া তরবারি চালনা করিল; নেপোলিয়ানের একজন দেহরক্ষী সেই আক্রমণ প্রতিহত করিল। তাহার পর সঙ্গীন উদ্যত করিয়া সৈন্যগণ সভ্যগণকে বিতাড়িত করিল এবং নেপোলিয়ানকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক সভাগৃহ পরিত্যাগ করিল। নেপোলিয়ান এই গৃহের বহির্দ্দেশে পদার্পণ করিবামাত্র শুনিলেন, তাঁহার ভ্রাতা লুসিয়েন ক্রোধান্ধ শত্রুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহার জীবনসংশয়।

নেপোলিয়ান তৎক্ষণাৎ আদেশ প্রদান করিলেন, "কর্ণেল ডুমেলিন! এখনি একদল ফৌজ লইয়া যাও; আমার ভ্রাতাকে উদ্ধার করা চাই।"

কর্ণেল অবিলম্বে লুসিয়েনকে বিপন্মুক্ত করিয়া নেপোলিয়ানের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। তখন উভয় ভ্রাতা অশ্বারোহণপূর্ব্বক সৈন্যগণের অগ্রবর্ত্তী হইলেন।

লুসিয়েন বলিলেন,—পাঁচশতের সভার অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়াছে। আপনাকে সে সংবাদ দিতে আসিয়াছি। ঘাতকবৃন্দে সভাস্থল পরিপূর্ণ। আপনি চলুন, তাহাদিগকে দূর করিয়া দিতে হইবে।"

নেপোলিয়ান সৈন্যগণকে আহ্বানপূর্ব্বক গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "সৈন্যগণ! আমি কি তোমাদিগের উপর নির্ভর করিতে পারি?"

"নেপোলিয়ান দীর্ঘজীবী হউন"—সমস্বরে এই কথা উচ্চারণ করিয়া সৈন্যগণ তাহাদের সেনাপতির বাক্যের সমর্থন করিল।

মুরাট তখন একদল সৈন্য লইয়া বিদ্রোহোন্মুখ নগরবাসী দ্বারা পরিপূর্ণ সভাগৃহের দিকে ধাবিত হইলেন। মুরাট সৈন্য-পরিচালনাকালে একেবারে সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিতেন; সে সময় তিনি দয়া-মায়া সমস্ত ভুলিয়া যাইতেন। তিনি স্থিরস্বরে বলিলেন,—"সৈন্যগণ, সম্মুখে সঙ্গীন চালাও।" সঙ্গে সঙ্গে রণভেরী বাজিয়া উঠিল। সঙ্গীনের সূচ্যগ্র দেখিয়া সভ্যগণ কেহ আর সভাগৃহে অপেক্ষা করিতে সাহসী হইলেন না। অধিকাংশ সভ্যই গাত্রবস্ত্র, মস্তকাবরণ ফেলিয়া বাতায়নপথে পলায়ন করিল। দুই মিনিটের মধ্যে সভাগৃহ জনশূন্য হইল। সভ্যগণ যখন মহাভয়ে ভীত হইয়া উদ্যান অতিক্রমপূর্ব্বক পলায়ন করিতেছিলেন, সেই সময়ে একজন কর্ম্মচারী প্রস্তাব করিলেন, উহাদের উপর গুলী চালান হউক। শুনিয়া নেপোলিয়ান দৃঢ়স্বরে বলিলেন, —"আমার ইচ্ছা, বিন্দুমাত্র রক্তপাত হইবে না।"

সন্ধ্যাকালে নেপোলিয়ানের আহ্বানে দুই দল সভ্য সভাগৃহে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই নেপোলিয়ানের পক্ষভুক্ত ছিলেন। তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করিলেন, নেপোলিয়ানই দেশের উপযুক্ত রক্ষক। তাঁহারা অধ্যক্ষ-সভার বিলোপসাধন করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা নেপোলিয়ান, সিয়ে এবং ডুকো এই তিন জনকে "কন্সল"

উপাধি প্রদান করিলেন। নূতন শাসননীতি প্রবর্ত্তন করিবার জন্য পঁচিশ জন করিয়া সভ্য দ্বারা দুইটি সমিতি গঠিত হইল। তাঁহারা কন্সলগণের সহিত একযোগে ব্যবস্থাদি প্রণয়ন করিবেন। সায়ংকালে পারিসে জনরব উঠিল—নেপোলিয়ান অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

পারিসে মহা বিভীষিকার সঞ্চার হইল। সমস্ত সাধারণ লোক এবং সৈন্যমণ্ডলী বিদ্রোহ ও অরাজকতার আশঙ্কায় উদ্বেলিত-হৃদয়ে শান্তির প্রতীক্ষা করিতেছিল। একমাত্র নেপোলিয়ানের উপরই তাহাদের বিশ্বাস ছিল। সকলের ভয় ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কিন্তু রাত্রি নয় ঘটিকার সময় যখন প্রকৃত সংবাদ পারিসে আসিয়া পৌঁছিল, সকলে যখন শুনিতে পাইল যে, নেপোলিয়ান সকল বিঘ্ন-বিপত্তি অতিক্রমপূর্ব্বক নব-শাসননীতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তখন মহা উৎসাহে নগরবাসিগণের হৃদয় স্পন্দিত হইয়া উঠিল। রাত্রি তিন ঘটিকার সময় নেপোলিয়ান পারিস-নগরে যাত্রা করিলেন, সমস্ত পথ নেপোলিয়ানের হৃদয় গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিল।

রাত্রি চারি ঘটিকার সময় নেপোলিয়ানের শকট তাঁহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল, পতিপ্রাণা যোসেফিন বিনিদ্রভাবে প্রিয়তমের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, বাতায়নপথে কতবার তিনি উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। বিশেষতঃ নেপোলিয়ান এই দুর্দ্দিনে তাঁহাকে এক ছত্রও পত্র লিখিবার অবসর না পাওয়াতে যোসেফিনের হৃদয়ে দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না। স্বামীকে নিরাপদে গৃহাগত দেখিয়া যোসেফিন তাঁহার মৃণালভুজে প্রিয়তমকে নিবিড় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিলেন। তাহার পর নেপোলিয়ান প্রিয়তমার হৃদয়ে হৃদয় রাখিয়া তাঁহার সমস্ত কাহিনী ধীরে ধীরে বর্ণনা করিলেন। তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে ; প্রিয়তমের কথাগুলি স্বামিসোহাগিনী নিবিড় প্রেমালিঙ্গনাবদ্ধা, হর্ষমুদিতা, চঞ্চলহৃদয়া যোসেফিনের কর্ণে স্বপ্ন-ঘোরে বৈজয়ন্তধামের সুমধুর বীণাধ্বনির ন্যায় অমৃতময় বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। অবশেষে নেপোলিয়ান একখানি কৌচে দেহভার প্রসারিত করিয়া বলিলেন,—"প্রাণের যোসেফিন, এখন বিদায়, কা'ল আমরা লক্সেম্বরের রাজ-প্রাসাদে রাত্রিযাপন করিব।"—ধীরে ধীরে নিশীথিনীর কৃষ্ণাবগুণ্ঠন অন্তর্হিত হইয়া পূর্ব্বাশার কনকদ্বারে উষার সহাস্যমুখ বিকসিত হইল, পক্ষিকুল প্রভাতী সঙ্গীতে তরুণ অরুণের বন্দনা করিল, জীব-জগৎ জাগ্রত হইল, নবপ্রতিষ্ঠিত সাধারণতন্ত্র পরিচালনার গুরুভার নেপোলিয়ানের স্কন্ধে নিপতিত হইল।

এই সময়ে নেপোলিয়ানের বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। এই বয়সে তিনি দ্বিধাশূন্যচিত্তে কেবল আপনার মনোবলের উপর নির্ভর করিয়া তিন কোটি মনুষ্যের পরিচালনা-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। ইহা অপেক্ষা মানবপ্রতিভার উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ। তাঁহার জীবনে আর কোন দিন তাঁহার প্রতিভার জ্যোতিঃ এমন পরিস্ফুটভাবে দীপ্যমান হয় নাই। নেপোলিয়ানের এই দায়িত্বপূর্ণ পদগ্রহণের এখন নানাপ্রকার সমালোচনা প্রকাশিত হইতেছে। কেহ বলিতেছেন, ইহা দ্বারা দেশীয় ব্যবস্থাপ্রণালী ও স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে ; আবার কাহারও কাহারও মত, ইহা সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য ; কারণ, নেপোলিয়ানের এই কার্য্যে অরাজকতা এবং বিদূষিত ব্যবস্থা-প্রণালীর বিলোপ-সাধন হইয়াছে। এ বিষয়ে যিনি যে সিদ্ধান্তেই উপনীত হউন, নেপোলিয়ান ফরাসীজাতির আহ্বানে, তাহাদের অনুরোধে, নির্ব্বন্ধাতিশয্যে যে এই কার্য্য করিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই এবং তাহাই নেপোলিয়ানের আত্ম-পক্ষ-সমর্থনে অব্যর্থ যুক্তি। নেপোলিয়ানের কথায় বলিতে গেলে বলা যায়, ঝটিকাচ্ছন্ন অন্ধকারময় সমুদ্রগর্ভে মগ্নপ্রায় অর্ণবযান রক্ষা করিবার জন্য আবশ্যক হইলে পোতপরিচালক যেমন পোতের একটি গুণবৃক্ষ নষ্ট করিতে পারে, সেইরূপ নিদারুণ অরাজকতা ও অশান্তির প্রলয়পয়োধিজলে ফরাসী-সাম্রাজ্য-তরণী বিপন্ন দেখিয়া তিনি এই দুঃসাহসিক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পৃথিবীতে যাহারা কার্য্য করে, তাহারা প্রতি পদক্ষেপণে সমালোচকদিগের মনোরঞ্জনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কোন কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে পারে না।

বস্তুতঃ জেকোবিন-দল ভিন্ন সমস্ত ফরাসীজাতি নেপোলিয়ান-প্রবর্ত্তিত সংস্কারের পক্ষপাতী ছিল। নব প্রথায় দেশের যাহাতে সুশাসন হয়, তাহার ব্যবস্থার জন্য সকলে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক

এলিসন বলিয়াছিলেন,—"নেপোলিয়ানের এই গৌরব সিজারের গৌরবের সমকক্ষ। কারাদণ্ডাজ্ঞা নাই, নরহত্যা নাই, অথচ দেশের শাসন-প্রথার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। দয়া ও কর্ত্তব্য নীতির উপর নির্ভর করিয়াই তিনি সভাপতির সিংহাসনে আরোহণ করেন; তাঁহার ভাগ্য-চক্রের এই পরিবর্ত্তনে কাহারও দেহ চূর্ণ হইয়া শোণিতধারা নিঃসারিত হয় নাই, কেহ মনোবেদনা-ভরে শোক-নিশ্বাস ত্যাগ করে নাই। নররক্তে ধরাতল সিক্ত করিয়া বিজয়-গৌরবলাভ অপেক্ষা কর্ত্তব্যজ্ঞান ও চরিত্রের মহত্ব দ্বারা তাহা লাভ করা কত শ্রেষ্ঠ, তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ নেপো-লিয়ানের সভাপতিপদলাভ।"

ফরাসীদেশে সাধারণতন্ত্র-প্রথার প্রবর্ত্তনচেষ্টা প্রথমে সফল হয় নাই। কারণ, তৎকালে রাজ্য-পরিচালনের উপযুক্ত শক্তি-বিশিষ্ট ধর্ম্মভীরু ব্যক্তির সম্পূর্ণ অভাব হইয়া-ছিল। দীর্ঘকালের অত্যাচারে তাহারা দেহের ও মনের বল হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল, দিনেকের চেষ্টায় সে অবস্থা হইতে স্বাধীন জীবনের গৌরব লাভ করা যায় না। এই শোচনীয় দুঃসময়ে ফরাসীদেশে ত্রিশজনের মধ্যেও একজন লোক লেখাপড়ার সহিত পরিচিত ছিল না; ধর্ম্ম, এমন কি, চরিত্রের সংযম পর্য্যন্ত তাহাদের নিকট অন্ধকুসংস্কার নামে পরিগণিত হইত। স্বাধীন মতপ্রকাশের কাহারও যোগ্যতা ছিল না; কেবল সকলে গড্ডালিকা-প্রবাহের ন্যায় হুজুগের স্রোতে ভাসিয়া চলিত।

দশবৎসরকাল এই প্রকার অরাজকতা অধঃপতিত রাজ্যের হৃৎপিণ্ড চর্ব্বণ করিয়াছে, অবশেষে অত্যাচার অসহ হইয়া উঠিল। শান্তির জন্য ফরাসীভূমি আকুলকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে লাগিল; সকলের দৃষ্টি তখন নেপোলিয়ানের মহা গৌরবপূর্ণ অভ্যুদয়ের প্রতি সমভাবে নিক্ষিপ্ত হইল। তাহারা বুঝিল, এ সঙ্কটে উদ্ধার করিবার উপযুক্ত পাত্র একমাত্র নেপোলিয়ান বোনাপার্ট। ফরাসীজাতি মজ্জমান রাজনৈতিক তরণীর কর্ণ ধারণ করিবার জন্য উচ্চকণ্ঠে নেপোলিয়ানকে আহ্বান করিল। এ সময়ে নেপোলিয়ান সাধারণের সহিত অগ্রসর হইয়া কোনই অন্যায় কর্ম্ম করেন নাই এবং কোন শক্তিশালী বীরই এই বীরব্রত-সাধনে পরাঙ্মুখ হইতেন না। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, নেপোলিয়ান উচ্চাভি-লাষী, ক্ষমতাপ্রিয় ও গৌরবপ্রয়াসী ছিলেন; কিন্তু যে উচ্চাভিলাষ স্বদেশের উন্নতি-উৎস উন্মুক্ত করিয়া দেয়, যে ক্ষমতা-প্রিয়তা দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া জনসাধারণের হৃদয়ে জ্ঞানের, ধর্ম্মের, সুশিক্ষার অঙ্কুর উৎপাদন করে, যে গৌরবাকাঙ্ক্ষা পৃথিবীতে সুশাসনের সুদৃঢ় সৌধ উত্তোলন করে, যাহাতে সুখের স্নিগ্ধ দীপালোক প্রজ্বালিত করে, সে উচ্চাভিলাষ, সে ক্ষমতা-প্রিয়তা, সে গৌরবপ্রয়াস কখন নররক্তলোলুপ, অত্যাচার-প্রিয়, ঘৃণিত, যথেচ্ছাচারীর উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তির সহিত সমশ্রেণীভুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সুতরাং নেপোলিয়ানের সুপ্রসিদ্ধ রাজবংশের সংস্থাপকগণের সহিতই তুলনা করিতে হয়। এ তুলনায় দেখা যায়, নেপোলিয়ানের স্থান অতি উচ্চ। কেবল নৈতিক কর্ত্তব্য-জ্ঞানে তিনি আমেরিকার লুপ্ত সাম্রাজ্যের স্বাধীনতাপ্রদাতা জর্জ ওয়াসিংটনকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

অধ্যক্ষসভার উচ্ছেদের পরদিন প্রভাতে নেপোলিয়ান, সিয়ে এবং ডুকাস লক্সেম্বর্গের রাজপ্রাসাদে পরস্পরের সহিত মিলিত হইলেন। সিয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ এবং কূট-নীতিজ্ঞ, রাজনৈতিক কার্য্যেই তাঁহার কেশরাজি শুক্ল হইয়া-ছিল। তিনি স্বয়ং রাজদণ্ড-পরিচালনার গৌরব লাভের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যোগ্যপাত্র বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার প্রতীতি জন্মিয়াছিল, নেপোলিয়ান ফরাসী সৈন্য-গণের পরিচালন-ভার লাভ করিলেই সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং তাঁহার হস্তে রাজ্যের সমস্ত গুরুভার সমর্পণ করিতে নেপো-লিয়ানের আপত্তি হইবে না। কিন্তু কূটনীতিজ্ঞ বৃদ্ধ সিয়ে ভুল বুঝিয়াছিলেন। রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া প্রতিবাদি-ত্রয় দেখিলেন, কক্ষমধ্যে একখানি আসনমাত্র সংরক্ষিত আছে। নেপোলিয়ান ধীরভাবে স্বয়ং সেই আসন অধিকার করিয়া বসিলেন; সিয়ে নেপোলিয়ানের এই আচরণে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এই আসনে কাহার অধিকার?"

ডুকাস উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়ই নেপোলিয়ানের। দেখিতেছেন না, তিনি প্রথমেই ইহা অধিকার করিয়া বসিয়াছেন? এই সঙ্কটকালে আমাদিগকে রক্ষা করিবার তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি।"

নেপোলিয়ান কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সিয়েকে আর কথা বলি-বার অবসর দান না করিয়াই বলিলেন,—"মহাশয়গণ, কথা ঠিক, আসুন, এখন রাজকার্য্য আরম্ভ করা যাউক।"

সিয়ের বিস্ময়ের সীমা রহিল না, তিনি শূন্যদৃষ্টিতে বক্তার মুখের দিকে চাহিলেন, তাঁহার অদম্য উচ্চাভিলাষ এবং সবল বাহু তাঁহার অভিপ্রায়সিদ্ধির কিছুমাত্র সাহায্য করিতে পারিল না। সিয়ে অর্থলোলুপ ছিলেন, কিন্তু নেপোলিয়ান গৌরবলাভের প্রয়াসী। রাজপ্রাসাদস্থ যে কক্ষে নেপোলিয়ান, সিয়ে ও ডুকাস উপস্থিত ছিলেন, সেই কক্ষের একটি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সিন্দুকের দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া সিয়ে বলিলেন, "মহাশয়গণ, ঐ সিন্দুক দেখিয়াছেন? আপনাদিগের নিকট আমি একটি গুপ্ত কথা প্রকাশ করিব। যখন অধ্যক্ষসভার পরিচালনভার আমাদের হস্তে ছিল, সেই সময়ে আমাদের ভবিষ্যতের সম্বলহীনতার কথা মনে করিয়া রাজভাণ্ডার হইতে কিছু অর্থ সরাইয়া আমরা এই সিন্দুকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। আমাদের ইচ্ছা ছিল, আবশ্যককালে আমরা এই টাকার সদ্ব্যবহার করিব। এই সিন্দুকের মধ্যে প্রায় দশ লক্ষ ফ্রাঙ্ক সঞ্চিত আছে। এখন আর অধ্যক্ষসভা নাই, সুতরাং এ অর্থে এখন আমাদেরই অধিকার জন্মিয়াছে।"—নেপোলিয়ান মুহূর্ত্তমধ্যে সকল কথা বুঝিতে পারিলেন; তিনি ইতিপূর্ব্বে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছেন; স্বোদর পূর্ণ করিবার জন্য অবৈধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করা অতি নীচজনোচিত কার্য্য বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল। তিনি অত্যন্ত শান্তভাবে বলিলেন,—"মহাশয়গণ, যদি প্রকাশ্যভাবে আমি এই টাকার কথা জানিতাম, তাহা হইলে আমি অবিলম্বে ইহা রাজভাণ্ডারে প্রেরণের আদেশ প্রদান করিতাম; কিন্তু যখন কথাটি সে ভাবে আমার কর্ণগোচর হয় নাই, তখন আমি সেরূপ আদেশ প্রদান করিব না; আপনারা উভয়েই অধ্যক্ষসভার পরিচালক ছিলেন, সুতরাং আপনারা এই অর্থ বিভাগ করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু আপনারা শীঘ্র এই কার্য্য শেষ করুন, আর একদিন পরে আপনাদের ইচ্ছা পূর্ণ না হইতে পারে।" সিয়ে ও ডুকাস নেপোলিয়ানের কথা শুনিয়া আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিলেন না; সিন্দুক খুলিয়া সমস্ত অর্থ উভয়ে ভাগ করিয়া লইলেন; সিয়ে স্বয়ং অধিকাংশ গ্রহণ করিলেন, ইহাতে বিরক্ত হইয়া ডুকাস নেপোলিয়ানের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। নেপোলিয়ান বলিলেন, "আপনারা এ গণ্ডগোল নিজেরাই আপোষে মিটাইয়া লউন; এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র উচ্চবাচ্য করিবেন না; করিলে সকল অর্থ আমি রাজভাণ্ডারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লইব।"

এই ঘটনায় নেপোলিয়ানের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসম্বাদিতরূপে প্রতিপন্ন হইয়া গেল। তাঁহার নির্লোভিতা, প্রজাপুঞ্জের সহিত হৃদয়গত সহানুভূতি, তাঁহার রাজনীতিজ্ঞান ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিগণ তাঁহার প্রাধান্যস্বীকারে বাধ্য হইলেন। সেই দিন অপরাহ্নকালে সিয়ে কয়েকজন সাধারণতন্ত্রাবলম্বী বন্ধুর সহিত কোন স্থানে সান্ধ্যভোজনে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন,—"ভ্রাতৃগণ, আজ আমাদের সাধারণতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধিত হইল। আজ আমি একজন লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়াছি, তিনি কেবল সেনাপতিত্বে অসাধারণ নহেন; দেখিলাম, কোন কর্ম্মই তাঁহার অসাধ্য নহে, কোন বিষয়েই তিনি অনভিজ্ঞ নহেন। তিনি কাহারও মন্ত্রণা চাহেন না, কাহারও সাহায্যলাভে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা নাই। রাজনীতি, আইন, শাসন-কৌশল, সেনা-পরিচালন-কৌশলের ন্যায় তিনি আয়ত্ত করিয়াছেন। তিনি যুবক বটে, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমাদের সাধারণ-তন্ত্রের আয়ুঃ শেষ হইয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া একজন বন্ধু বলিলেন, "কিন্তু যদি তিনি যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার বিরুদ্ধে অসিধারণ করিব।"

সিয়ে নিরাশার স্বরে বলিলেন,—"হায় বন্ধুগণ, তাহা হইলে আবার আমাদিগকে বোর্ব্বোঁগণের কবলে নিপতিত হইতে হইবে; সে আরও দুঃসহ।"

অতঃপর নেপোলিয়ান রাজকার্য্যে মনঃসংযোগ করিলেন। রাজ্যের বিবিধ বিষয়ের সংস্কারের জন্য তাঁহাকে কি গভীর পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইতে হইল! তাঁহার ক্লান্তি নাই, বিরাম নাই, কোন বিষয়ে তাঁহার অনভিজ্ঞতার কিছুমাত্র পরিচয় পাওয়া গেল না। কুঠিয়ালী কর্ম্ম হইতে পুলিস-বিভাগের সংস্কার, সৈন্যবিভাগ, নৌবিভাগ, শাসনবিভাগ, সকল বিভাগের আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তনের জন্য তিনি তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার বিনিয়োগ করিলেন। ঐন্দ্রজালিকের কুহকদণ্ডস্পর্শে যেমন অসাধ্য কর্ম্ম সংসাধিত হয়, উষার আলোকচ্ছটার বিকাশে যেমন নিশীথিনীর গাঢ় অন্ধকার অন্তর্হিত হয়, তেমনই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার সংস্পর্শে রাজ্যের সমস্ত বিশৃঙ্খলা বিদূরিত হইতে লাগিল। তাঁহার বিরাট হৃদয়ের অসাধারণ শক্তি রুগ্ন-রাজতন্ত্রের অসার দেহের বিকারদূরীকরণে মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্যকরী হইল।

ফরাসী-সাধারণ-তন্ত্রের অবস্থানকালে অধ্যক্ষসভার অত্যাচারে অনেক লোক ফরাসী-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে গমন করিয়াছিল, রাজ্যের পরিচালকগণ তাহাদের পিতা, মাতা, স্ত্রী-পুত্র, কন্যা ও ভগিনীগণকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ান ফরাসী-সাম্রাজ্যের অধিনায়কতা গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে কারামুক্ত করিলেন। দীর্ঘকাল পরে স্বাধীনতা লাভ করিয়া তাহারা নেপোলিয়ানের জয় ঘোষণা করিতে লাগিল।

তাহার পর নেপোলিয়ান স্বয়ং কারাগারের দ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক নিরপরাধ আবদ্ধ বন্দিগণের শৃঙ্খল স্বহস্তে মুক্ত করিয়া দিলেন। এই সকল বন্দীর শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া শোকে দুঃখে তিনি উত্তেজিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"অধ্যক্ষসভার পরিচালকগণ কি নির্ব্বোধ! তাহারা রাজ্যশাসনের নামে কি অন্যায়াচরণই না করিত! এই কারাগারের সহিত কি বিষন্ন স্মৃতি বিজড়িত হইয়া আছে; আমি একদিন না একদিন অত্যাচারের এই লীলাক্ষেত্র বিধ্বস্ত করিব।"

ফরাসীদিগের ভীষণ অরাজকতার সময় ফরাসী পুরোহিতগণের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। তাঁহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের প্রতিকূলে তাঁহারা কার্য্য করিতে অসম্মত হওয়ায় তাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল। অনেকে ভয়ে ও দারিদ্র্যযন্ত্রণায় কাতর হইয়া বিদেশে পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিতেছিলেন। নেপোলিয়ানের হৃদয় তাঁহাদের দুঃখে বিগলিত হইল। তিনি তাঁহাদিগের রক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। কারারুদ্ধ পুরোহিতমণ্ডলী তাঁহার অনুগ্রহে কারামুক্ত হইলেন। যাঁহারা দেশত্যাগী হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে অভয়দান পূর্ব্বক স্বদেশে আহ্বান করিলেন। তিনি রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, ব্যক্তিগত মতামতের উপর কেহ হস্তক্ষেপণ করিতে পারিবে না। তাঁহার একটিমাত্র আদেশে বিংশতি সহস্র দুঃখকাতর, নির্ব্বাসিত বন্দী তাঁহাদের মাতৃভূমিতে স্ত্রী, কন্যা, মাতা, ভগিনীর সহিত পুনর্ম্মিলনের অধিকার লাভ করিলেন। তাঁহাদের হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশ হইতে তাঁহাদের ত্রাণকর্ত্তার উদ্দেশে আশীর্ব্বাদ-ধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল।

এই সময়ে কতগুলি স্বদেশত্যাগী ফরাসী ইংলণ্ডের উত্তেজনায় অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ফ্রান্সের রাজকীয় দলের সহায়তার জন্য ফরাসী দেশে প্রত্যাগমন করিতেছিল। তাহাদের জাহাজ ক্যালে নামক নগরের নিকট আসিয়া ভগ্ন হয় এবং জাহাজের সমস্ত লোক কোনক্রমে প্রাণ লইয়া তীরে উঠিলে তাহাদিগকে বন্দী করা হয়। তাহারা তাহাদের স্বদেশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, সুতরাং রাজ্যের নিয়মানুসারে তাহাদিগের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইল এবং তাহারা সুশাণিত গিলোটিন যন্ত্রের নিম্নে তাহাদের কণ্ঠস্থাপনের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সেই হতভাগ্য বন্দীদিগের প্রতি নেপোলিয়ানের করুণ-দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি স্বাভাবিক মহত্ত্বের বশবর্ত্তী হইয়া বলিলেন,—"তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে হইবে। তাহাদের অভিপ্রায় যাহাই হউক, ঝটিকাবেগে তাহারা আমাদের দেশের উপকূলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই নির্ব্বাসিত নিরাশ্রয়গণ এখন আমাদের অতিথি; আতিথ্য-সৎকার আমাদিগকে করিতে হইবে। অতিথির পবিত্র অঙ্গে আমরা কখনও হস্তক্ষেপণ করিব না।" বিনা দণ্ডে তাহাদিগকে মুক্তিপ্রদান পূর্ব্বক ফরাসী-ভূমি পরিত্যাগ করিবার আদেশ প্রদান করা হইল। এই সকল নির্ব্বাসিত ফরাসীর মধ্যে অনেক যশস্বী ব্যক্তিও ছিলেন; তাঁহারা নেপোলিয়ানের মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া কৃতজ্ঞতাপাশে তাঁহার নিকট চিরজীবনের জন্য আবদ্ধ হইয়া রহিলেন। অনেকে পূর্ব্ব-শত্রুতা বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী লোকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

আমরা উল্লেখ করিয়াছি, নেপোলিয়ান সাম্রাজ্যের সর্ব্ববিধ সংস্কারে মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে বহুসংখ্যক উপযুক্ত রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। যিনি যে বিষয়ে উপযুক্ত, তাঁহাকে সেই বিষয়েই নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তিনি বলিতেন,—"আমি যাঁহাদিগকে রাজকর্ম্মে নিযুক্ত করিব, তাঁহাদের রসনেন্দ্রিয় অপেক্ষা মস্তিষ্কের শক্তি প্রবল হইবে।" কোন বিষয়েই তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিত না। যুবক বীর যেন সহজাত-সংস্কার লইয়া রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মন্ত্রিগণ সপ্তাহে তিন দিন তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া রাজ্যের শাসনবিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, অতীতকালের সঞ্চিত অনেক আবর্জ্জনা, অনেক কলঙ্কস্তূপ এই তিন দিনে অপসারিত হইত।

এই সময়ে রাজকীয় ধনভাণ্ডারের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। নেপোলিয়ান শূন্য ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টা অতি অল্পদিনের মধ্যেই সফল হইল। কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণের মধ্যে বিশৃঙ্খলতার অন্ত ছিল না, যথানিয়মে বেতনাদি না পাওয়াতে তাহারা অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল ও বিদ্রোহোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। নেপোলিয়ান একদিন তাহাদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক সুমিষ্ট-ভাষায় তাহাদিগের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন; তাহাদিগের হৃদয়ে উৎসাহদান করিলেন, তাহাদের সকল অভাবমোচনের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই রাজ্যের চতুর্দ্দিক্ হইতে তাহাদের জন্য রাশি রাশি পরিচ্ছদ এবং আহার্য্য-দ্রব্য আসিতে লাগিল। নৌবিভাগের অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল; রণতরীসমূহ অধিকাংশই জীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল; নেপো-লিয়ানের আদেশে ফ্রান্সের প্রত্যেক বন্দরে রণতরীসমূহের সংস্কার-কার্য্য আরম্ভ হইল; দিবারাত্রি কাজ চলিতে লাগিল; শীঘ্রই মিশরে পরিত্যক্ত সৈন্যমণ্ডলীর সাহায্যার্থ বহুসংখ্যক রণতরী সুসজ্জিত হইল। এই সকল বিষয়ে নেপোলিয়ান যেরূপ দক্ষতা ও তৎপরতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, পৃথিবীতে আর কোন ব্যক্তি তাহা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। নেপোলিয়ানের অসাধারণ উদ্যমে সমস্ত ফরাসী জাতির লুপ্তপ্রায় জীবনীশক্তি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। রাজ্যের সর্ব্ব-বিধ উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য নেপোলিয়ান প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।

নেপোলিয়ানের অসাধারণ মহত্ত্ব ও উদারতা দর্শনে সিয়ের হৃদয়ে ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। একদিন তিনি বলি-লেন,—"যে সকল লোক স্বদেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে. তাহারা দলে দলে শীঘ্র স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক রাজতন্ত্রা-বলম্বিগণের সহিত সম্মিলিত হইবে এবং সাধারণ-তন্ত্রের সর্ব্বনাশসাধনে চেষ্টা করিবে।"—সিয়ের উদ্বেগ এবং আশঙ্কা এরূপ বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, তিনি সর্ব্বদাই শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্রের বিভীষিকা কল্পনা করিতে লাগিলেন; এমন কি, এক দিন তিনি রাত্রি তিন ঘটিকার সময় নেপোলিয়ানের নিদ্রাভঙ্গ করাইয়া সংবাদ দিলেন যে, পুলিসে শত্রুপক্ষের এক ভয়ানক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে। নেপোলিয়ান ধীরভাবে সিয়ের বক্তব্য শ্রবণ করিলেন এবং উপাধান হইতে মস্তক উত্তোলনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহারা কি আমাদের রক্ষিগণকেও হস্তগত করিয়াছে?" সিয়ে বলিলেন,—"তাহা পারে নাই।" নেপোলিয়ান উত্তর দিলেন,—"তবে নিশ্চিন্ত-মনে নিদ্রা যান, চক্রান্তকারিগণের যাহা ইচ্ছা, তাহাই করুক্। আমাদের ছয় শত রক্ষী সৈন্যকে যখন তাহারা আক্রমণ করিবে, তখন আশঙ্কার সময় হইবে।"—নেপো-লিয়ান এরূপ ক্ষমতাশালী ছিলেন যে, উদারতা প্রকাশ করিয়া কখন তাঁহার বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্বই সর্ব্ববিপদ্ হইতে দুর্ভেদ্য কবচের ন্যায় তাঁহাকে রক্ষা করিত।

ছয় সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যশাসনবিষয়ক অভিনব পাণ্ডুলিপি ফরাসী জাতির সম্মুখে উপস্থিত করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া গেল। সিয়ে এই পাণ্ডুলিপি রচনা করেন। ইহাতে লিখিত হইয়াছিল যে, রাজ্য-শাসনের জন্য একজন অধ্যক্ষ আজীবন-কালের নিমিত্ত নির্ব্বাচিত হইবেন; তাঁহাকে বার্ষিক পঞ্চাশ লক্ষ ফ্রাঙ্ক বেতন এবং তাঁহার বাসের নিমিত্ত ভারসেলিস-নগরে একটি সুবিস্তীর্ণ প্রাসাদ প্রদান করা হইবে। তাঁহার রাজ্যশাসনে প্রকৃত ক্ষমতা না থাকিলেও তিনি রাজার ন্যায় সর্ব্বজনসমাদৃত হইয়া বিলাসময় জীবনযাপন করিবেন। সিয়ে মনে করিয়াছিলেন, এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলেই নেপোলিয়ানের উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হইবে। নেপোলিয়ান প্রস্তা-বিত ব্যবস্থার প্রতি যৎপরোনাস্তি অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক বিরক্তিভরে বলিলেন, "আপনি কি মনে করেন, যাহার কিছু মাত্র আত্মসম্মান এবং বুদ্ধিবিবেচনা আছে, সে ব্যক্তি এই চাকরী গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতি বৎসর কতকগুলা অর্থে উদরের পরিসরবৃদ্ধি দ্বারা তাহার জীবনের কর্ত্তব্য শেষ করিবে?"

অতঃপর নেপোলিয়ান বার্ষিক পাঁচলক্ষ ফ্রাঙ্ক বেতনে ফরাসীদেশের সর্ব্বময় কর্তৃত্বপদে বরিত হইলেন; তাঁহাকে দশ বৎসরের জন্য প্রথম কন্সল নির্ব্বাচিত করা হইল। তাঁহাকে পরিচালিত করিবার জন্য যে মন্ত্রিসভার সৃষ্টি হইল, নেপো-লিয়ানের নিকট তাহা সাক্ষিগোপালমাত্র হইয়া রহিল; কারণ নেপোলিয়ান যে কোন কার্য্য করিবার ইচ্ছা করিতেন, তাহা প্রজাসাধারণের এতই মঙ্গলজনক হইত, কিংবা তিনি মন্ত্রিসভাকে তাঁহার উদ্দেশ্যের প্রয়োজনীয়তা এমন স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিতেন যে, তাঁহার কোন প্রস্তাবই অননুমোদিত কিংবা উপেক্ষিত হইত না।

ফ্রান্সকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও গৌরবপূর্ণ করিয়া তোলাই নেপোলিয়ানের প্রধান উদ্দেশ্য হইল, এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তিনি কোন প্রকার ত্যাগস্বীকারেই কুণ্ঠিত হইতেন না। কোন প্রকার উৎকোচদানে তাঁহাকে তাঁহার অভীষ্টপথ হইতে বিচলিত করিবার সম্ভাবনা ছিল না, কোন প্রকার প্রলোভনে তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিবার উপায় ছিল না। কোন্ কোন্ কার্য্য সংসাধন করিলে ফ্রান্সের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহা তিনি যেন সংস্কারবলে জানিতে পারিতেন। তিনি তাঁহার সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য ইউরোপের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান্-যুবকগণের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা নেপোলিয়ানের দ্বারা শিশুর ন্যায় পরিচালিত হইতেন। তাঁহার অসাধারণ পরিশ্রমের শক্তি ও অখণ্ড অধ্যবসায় দেখিয়া তাঁহার সহযোগিবর্গের বিস্ময়ের সীমা রহিল না; পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ নির্ব্বাক্‌ভাবে তাঁহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অভিপ্রায়ে বাধা দান করিবার শক্তি ও সাহস কাহারও ছিল না। তাঁহার অধীনস্থ ব্যক্তিগণ কলপরিচালিত পুত্তলিকার ন্যায় তাঁহার আদেশ পালন করিতেন। সর্ব্বপ্রকার ষড়যন্ত্র, তাঁহার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছাশক্তির নিকট ব্যর্থ হইয়া যাইত। চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের ন্যায় তাঁহার সহযোগিগণ তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভা দ্বারা আকৃষ্ট হইতেন। তাঁহার অনুষ্ঠিত কোন কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার সাহসও তাঁহাদের ছিল না। তাঁহারা নেপোলিয়ানের সম্মুখ হইতে অন্যত্র গিয়া বলাবলি করিতেন,—"আমরা কর্ম্মস্রোতে ভাসিয়া চলিতেছি, কিন্তু ইহা নিশ্চয় ফ্রান্সের মঙ্গলের জন্য।" নেপোলিয়ানের কর্ত্তব্যজ্ঞান এবং সুতীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির প্রতি তাঁহাদের এইরূপ গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল।

সাধারণের নির্ব্বাচিত রাজ্যেশ্বর হইয়া নেপোলিয়ান বলিয়াছিলেন, "আমি রাজমুকুট অপহরণ করি নাই, ইহা মহাপঙ্কে নিমজ্জিত ছিল, আমি তাহা উদ্ধার করিয়াছি; তাহার পর ফরাসীজাতি ইহা আমার মস্তকে স্থাপন করিয়াছেন।" এজন্য ফরাসীজাতিকে অপরাধী করা যায় না। তৎকালে নেপোলিয়ানের ন্যায় অদ্ভুতকর্ম্মা ব্যক্তি সমগ্র পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় ছিলেন না এবং ফরাসীজাতির সার্ব্বজনিক স্বাধীনতা রক্ষার অন্য উপায়ও বর্ত্তমান ছিল না।

লক্সেম্বর্গের রাজপ্রাসাদ হইতে নেপোলিয়ান ও যোসেফিন টুইলারিসের অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ ও আড়ম্বরপূর্ণ প্রাসাদে গমনপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। এই রাজপ্রাসাদ পারিসনগরীর প্রজাসাধারণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিল; নেপোলিয়ান প্রাসাদের নষ্ট-শ্রী পুনরুদ্ধার করিলেন, প্রাসাদ-প্রাচীর প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিগণের চিত্রে সুরঞ্জিত হইল। প্রাসাদের কক্ষসমূহ সুসজ্জিত হইল; যেন বিষাদিনী শূন্যভাণ্ডার-ত্যাগিনী জননী কমলা আবার বহুদিন পরে ধনরত্নপূর্ণ, ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত, সুখ-সম্পদময় ভাণ্ডার-গৃহে প্রসন্নমনে প্রত্যাগমন করিলেন।

চতুর্দ্দশ লুই সম্ভ্রান্ত-সমাজের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ফরাসী রাজ্যের অভিজাতবর্গ তাঁহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনিও তাঁহাদের স্বার্থ ভিন্ন কোন দিন প্রজা সাধারণের স্বার্থের কথা চিন্তা করেন নাই। রাজ্যের সম্মান এবং পদগৌরব কেবল অভিজাতবর্গের উপরেই বর্ষিত হইত, সুবিপুল প্রজাসাধারণ ক্রীতদাসের ন্যায় অবজ্ঞাত ও দরিদ্রজীবন বহন পূর্ব্বক তমসাচ্ছন্নভাবে কালযাপন করিতেছিল। অন্যদিকে রাজা ও রাজপারিষদবর্গের বিলাস ও সুখের সীমা ছিল না। নেপোলিয়ান রাজ্যের পরিচালনদণ্ড গ্রহণ করিয়া সাধারণ প্রজাবর্গের সুখদুঃখের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন; কারণ, তিনি আপনাকে তাহাদেরই একজন বলিয়া মনে করিতেন; তিনি তাহাদিগেরই নির্ব্বাচিত রাজ্যেশ্বর। সর্ব্বসাধারণের চিররুদ্ধ কার্য্যক্ষেত্র তাহাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হইল। অর্থ ও যশোলাভের অর্গল-রুদ্ধ রাজপথ তিনি মুক্ত করিয়া দিলেন। পরিশ্রম এবং প্রতিভা আভিজাত্যের স্থান অধিকার করিল। কোন বিশেষ শ্রেণী তাঁহার নিকট কোন বিশেষ সম্মানের অধিকারী রহিল না। আইনের চক্ষে সকলের অধিকার সমান, এই সর্ব্ববাদিসম্মত অপক্ষপাত নিয়ম অনুসারে কার্য্য চলিতে লাগিল। রাজ্যের সর্ব্বত্র অপক্ষপাতভাবে বিচার বিতরিত হইতে লাগিল এবং প্রজাবর্গের অর্থের পরিমাণ অনুসারে তাহাদের উপর রাজকর নির্দ্ধারিত হইল। প্রজাগণ নেপোলিয়ানকে তাহাদের রাজ্যের অধীশ্বররূপে লাভ করিয়া আত্মজীবন ধন্য মনে করিল এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজগণের অপেক্ষা তাঁহাকে সর্ব্ববিষয়ে অধিক ক্ষমতা-সম্পন্ন ও যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল। তাহারা বিশ্বাস করিত, নেপোলিয়ানের গৌরবই তাহাদের গৌরব। এইরূপে নেপোলিয়ান ইউরোপের সমস্ত নরপতিবৃন্দ অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে প্রাধান্য লাভ

করিলেন। ফরাসীজাতির শ্রদ্ধা ও ভক্তির উপর তাঁহার মহিমালোক-উদ্ভাসিত বিরাট সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইল।

একদিন সন্ধ্যাকালে নেপোলিয়ান তাঁহার একজন বিশ্বস্ত অমাত্যের সহিত সেণ্ট হনোরি নামক রাজপথে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতে করিতে একটি পণ্যশালায় প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে উপস্থিত কয়েক ব্যক্তির সহিত প্রথম কন্সল ও তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলী সম্বন্ধে অকুণ্ঠিতভাবে গল্প করিতে করিতে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —"নেপোলিয়ান সম্বন্ধে নগরের লোকের কিরূপ ধারণা?" —দোকানের অধিকারী নেপোলিয়ানের প্রতি প্রজাসাধারণের অসাধারণ শ্রদ্ধার কথা ব্যক্ত করিল।

দোকানীর কথা শুনিয়া নেপোলিয়ান বলিলেন, "তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য হইলেও নেপোলিয়ানের কার্য্যাবলী বিশেষ মনোযোগের সহিত আমাদের লক্ষ্য করা উচিত। আমরা আশা করি, আমাদের অদৃষ্টে একজন যথেচ্ছাচারী রাজার পরিবর্ত্তে আর একজন যথেচ্ছাচারী আসিয়া জুটিবে না। অধ্যক্ষসভার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া নেপোলিয়ানের অত্যাচারে বিব্রত হইতে হইবে না।"

নেপোলিয়ানের প্রতি এই প্রকার অবজ্ঞাপূর্ণ ইঙ্গিতে দোকানীর মনে মহা ক্রোধসঞ্চার হইল। দোকানী ছদ্মবেশী নেপোলিয়ানের প্রতি এরূপ তিরস্কার বর্ষণ করিতে লাগিল যে, নেপোলিয়ানকে তৎক্ষণাৎ দোকান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে হইল। বলা বাহুল্য, ইহাতে তিনি মনে মনে অত্যন্ত প্রীত ও আমোদিত হইলেন।

নেপোলিয়ান সুখ-সৌভাগ্যের দিনে তাঁহার বাল্য-বন্ধুগণকে বিস্মৃত হন নাই। প্রথম জীবনে তিনি যে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা চিরদিন তাঁহার স্মরণ ছিল। যৌবনাবস্থায় তিনি পারিস নগরে কিছুদিন অত্যন্ত কষ্টে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তখন তিনি গৃহহীন, অর্থহীন, বন্ধুহীন অবস্থায় অদৃষ্টের সহিত কঠোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিলেন। এই সময়ে তিনি পারিস রাজধানীর পালে রয়াল নামক স্থানের একটি ক্ষুদ্র পাঠগৃহে কোন কোন দিন সংবাদপত্রপাঠের জন্য আসিতেন এবং কয়েকটি তাম্রমুদ্রা চাঁদা দিয়া দৈনিকপত্র পাঠ ও শীতের কঠোরতা নিবারণের জন্য অগ্নি-সেবন-সুখানুভব করিতেন। এই পাঠগৃহের অধ্যক্ষপত্নী নেপোলিয়ানের পাঠানুরাগ ও চিন্তাশীলতা দেখিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ সদয় ছিলেন। সেই সহৃদয়া রমণী তাঁহাকে কোন কোন দিন নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক তাঁহাকে দুই এক পাত্র সূপ পান করিতে দিতেন। এই ক্ষুদ্র উপকার ও আতিথেয়তার কথা নেপোলিয়ান জীবনে বিস্মৃত হন নাই। প্রথম কন্সলের পদ লাভ করিয়াই তিনি কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁহার সেই দুঃসময়ের বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ পাঠগৃহের অধ্যক্ষকে একটি উৎকৃষ্ট রাজকর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। কিছু দিন পরে কোন রাজনৈতিক কারণে এই সকল পাঠগৃহ উঠাইয়া দেওয়ার জন্য নেপোলিয়ানকে অনুরোধ করা হয়; ইহাতে নেপোলিয়ান বলিয়াছিলেন,—"না, আমি কখনও এরূপ আদেশ প্রদান করিব না। এই প্রকার স্থানে গমনের কত আনন্দ, সে সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা আছে; সেই আনন্দ হইতে অন্যকে কখন আমি বঞ্চিত করিব না।"

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯এ ফেব্রুয়ারী নেপোলিয়ান প্রাচীন রাজগণের প্রাসাদে বাসের জন্য সর্ব্বপ্রথম প্রবেশ করেন। সে দিনের দৃশ্য অতি বিচিত্র, পারিস নগরীর সমস্ত লোক তাহাদের নির্ব্বাচিত রাজার গৃহপ্রবেশ-উৎসব সন্দর্শনের জন্য রাজপথে সম্মিলিত হইয়াছিল।

সেই দিন প্রভাতে সাত ঘটিকার সময় নেপোলিয়ানের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী বোরেনি নেপোলিয়ানের শয়নকক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন, নেপোলিয়ান তখন গভীর নিদ্রায় অভিভূত। বোরেনি তাঁহাকে জাগরিত করিলে নেপোলিয়ান তাঁহাকে সহাস্যে বলিলেন, "দেখিতেছি, এখন হইতে আমরা টুলেরিসের রাজপ্রাসাদে শয়ন করিব। তুমি যে ভাবে ইচ্ছা কর, সেই ভাবে সেখানে যাইতে পার; কিন্তু আমার বিশেষ আড়ম্বরের সহিত যাওয়াই কর্ত্তব্য। অবশ্য আমি তাহার পক্ষপাতী নহি, কিন্তু এ সকল ব্যাপার আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। প্রজাসাধারণ তাহাতে যথেষ্ট আমোদলাভ করে। অধ্যক্ষসভা অত্যন্ত গরীবিয়ানা চালে চলিতেন, সে জন্য সাধারণে তাহা তেমন অনুকূল চক্ষে দেখিত না। কোন একটি প্রধান নগরে কিংবা রাজপ্রাসাদে রাজার সর্ব্বদা রাজকীয় আড়ম্বরে চলা উচিত; আমাদিগকে সাবধান হইয়া চলিতে হইবে।"

অনন্তর যাত্রার আয়োজন হইল। নেপোলিয়ান তাঁহার

দুই জন সহযোগীর সহিত একখানি অতি সুন্দর বহু মূল্যবান্ শকটে আরোহণ করিলেন; অস্ট্রিয়ার সম্রাট্-প্রদত্ত ছয়টি অতি উৎকৃষ্ট শ্বেত অশ্ব সে শকটে সংযোজিত হইল। বহু-সংখ্যক রাজকর্ম্মচারী তাঁহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া নেপোলিয়ানের অনুগমন করিতে লাগিলেন; ছয় সহস্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফরাসী সৈন্য সমুজ্জ্বল পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া নেপোলিয়ানের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। তাহার পর বিশ সহস্র পদাতিক সৈন্য রাজপথের উভয়-পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইল। উৎসবদর্শন-সমুৎসুক সহস্র সহস্র নরনারী-সমাগমে রাজপথ, উপবন, গৃহচূড়া এবং প্রত্যেক গৃহের গবাক্ষসমূহ পরিপূর্ণ হইয়া গেল; নরনারীবর্গের মুখের প্রীতিপ্রফুল্লভাব, হৃদয়ের কৌতূহল এবং চক্ষের আন্তরিক আগ্রহ যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নেপোলিয়ানের অভ্যর্থনার জন্য সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে সুসজ্জিত বৃহৎ রাজকীয় শকট পথি-প্রান্তে উপস্থিত হইল। সমবেত নরনারীগণের দৃষ্টিপথে তাহা নিপতিত হইবামাত্র লক্ষ-কণ্ঠ হইতে যুগপৎ ধ্বনিত হইল,—"প্রথম কন্সল দীর্ঘজীবী হউন।" নেপোলিয়ানের শকট রাজপ্রাসাদের সুবিস্তীর্ণ সোপানমূলে উপস্থিত হইবা-মাত্র তিনি তাহা হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহার অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং অবিলম্বে শ্রেণীবদ্ধ সৈন্যগণের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। বহুযুদ্ধে জীর্ণ, চিরবিশ্বস্ত, সাহসী যোদ্ধৃবৃন্দ কর্ত্তৃক তিনি পরিবেষ্টিত হইলেন; তাহাদের রণবিক্ষত, রৌদ্রদগ্ধ মুখমণ্ডল উৎসাহ, উদ্দীপনা ও হর্ষে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল; কত বিপদ্‌সঙ্কুল, শোণিতপ্লাবিত ভীষণ সংগ্রামক্ষেত্রে এই সকল বিশ্বস্ত সৈনিক নেপোলিয়ানের অটল অবলম্বনস্বরূপ দণ্ডায়মান ছিল; আজি এই সুখ ও উৎসবের দিনে তাহাদের প্রিয়তম সেনাপতিকে রাজ্যের অধিনায়করূপে তাহাদের মধ্যে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাহাদের সহানুভূতিপূর্ণ বীর-হৃদয় আনন্দরসে প্লাবিত হইতে লাগিল। নেপোলিয়ানের বিশ্বস্ত সৈন্যগণ যে সকল পতাকা উত্তোলনপূর্ব্বক লোদী, রিভোলী এবং আর্কোলার সঙ্কটময় ভীষণ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিল, আজ এই উৎসব-দিনে পুনর্ব্বার তাহা ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিল; বারুদে এই সকল পতাকা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছিল, জলন্ত গুলীর সংস্পর্শে তাহাদের কোন কোন অংশ দগ্ধ হইয়াছিল, তথাপি তাহারা বিজয়ী ফরাসী সৈন্যমণ্ডলীর অভূতপূর্ব্ব সাহস ও গৌরবের কি নির্ব্বাক্ সাক্ষী! এই সকল নিত্য-বিশ্বস্ত, সুখ-দুঃখের চিরসহচর, সাহস, ধৈর্য্য ও বীরত্বের মূর্ত্তিমান্ অবতার-স্বরূপ পুরাতন সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে উপস্থিত হইয়া শ্রদ্ধাভরে নেপোলিয়ান তাঁহার শিরস্ত্রাণ মস্তক হইতে উন্মোচিত করিলেন; তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিক্ হইতে মহা উৎসাহসূচক হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল। নেপোলিয়ান ধীরে ধীরে প্রাসাদে আরোহণপূর্ব্বক সুবিস্তীর্ণ দরবারগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং গৃহের কেন্দ্রস্থলে সংরক্ষিত আসন গ্রহণ করিলেন। সহস্র সহস্র ব্যক্তির শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি তাঁহার উপর নিপতিত হইল। সেই রাত্রে রাজপ্রাসাদে উৎসবের বিরাম ছিল না; সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত রাত্রি ধরিয়া উৎসব চলিল; অবশেষে ঊষালোকে যখন পূর্ব্বগগন আলোকিত হইয়া উঠিল, তখন উৎসবক্লান্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ বিশ্রাম গ্রহণের জন্য প্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু নেপোলিয়ান তখনও শয্যাগ্রহণ করিলেন না; তিনি রাজ-প্রাসাদের সেই সুবিস্তীর্ণ দরবারগৃহে নিঃশব্দে পাদচারণা করিতে লাগিলেন; সহস্র চিন্তায় তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল। সুখ ও আনন্দের পূর্ণ উচ্ছ্বাসের মধ্যেও কোটি কোটি প্রজাপুঞ্জের ভাগ্যনিয়ন্তার হৃদয়ে কত বিভিন্ন চিন্তার উদ্রেক হয়, তাহা কে বলিতে পারে?

উৎসবের অবসানে, পরদিন হইতে নেপোলিয়ান রাজ-কার্য্যে মনঃসংযোগ করিলেন। যে কার্য্যে যাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষতার খ্যাতি ছিল, নেপোলিয়ান তাঁহাকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। কূটনীতিজ্ঞ টালিরানদ পররাষ্ট্রবিভাগের প্রধান পদে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার এই নিয়োগে নেপোলিয়ানের কোন বন্ধু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "টালিরানদ কি এই কার্য্যের উপযুক্ত? লোকটা ভয়ানক কপট।"

নেপোলিয়ান বলিলেন,—"তা হউক, পররাষ্ট্রবিভাগের কার্য্য-পরিচালনে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তবে তিনি কি ভাবে তাঁহার ক্ষমতা পরিচালন করেন, সে বিষয়ে আমার লক্ষ্য থাকিবে।"

আর একজন বন্ধু বলিলেন, "কার্ণো ভয়ানক সাধারণ-তন্ত্রাবলম্বী।" নেপোলিয়ান উত্তর দিলেন,—"সাধারণতন্ত্রা-বলম্বী হউক বা না হউক, সে কখনও ফ্রান্সের অপকার করিবে না। সমরবিভাগে তাহার অসাধারণ দক্ষতা;

তাহার সেই দক্ষতার প্রতি উপেক্ষা-প্রদর্শন করা হইবে না। সে আমাদের হস্তে তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে প্রস্তুত আছে।"

তৃতীয় বন্ধু ফোসের নিয়োগে আপত্তি করিয়া বলিলেন,—"ফোসে মিথ্যা ও কপটতার অবতার।"

নেপোলিয়ান বলিলেন—"তা বটে, কিন্তু ফোসেই কেবল পুলিসবিভাগের শৃঙ্খলা-সম্পাদনে সমর্থ। ফ্রান্সের মধ্যে যে সকল ষড়্‌যন্ত্র ও অত্যাচার চলিয়াছে, তাহা নিবারণ করিবার পক্ষে ফোসেই সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি। আমরা মনের মত লোক সৃষ্টি করিতে পারি না। যাহারা আছে, তাহাদিগের সাহায্যেই সকল কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে।"

মুসো এবরায়েল নামক ফ্রান্সের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বিচারপতিপদে নিযুক্ত করিবার জন্য নেপোলিয়ান অনুরুদ্ধ হইলেন।

নেপোলিয়ান তাঁহাকে নিয়োগপত্র প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন,—"এবরায়েল মহাশয়, আপনার সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই; কিন্তু শুনিয়াছি, আপনি বিচারবিভাগের পক্ষে সম্পূর্ণ যোগ্য ব্যক্তি; সেই জন্য আপনাকে আমি বিচারপতিপদে নিযুক্ত করিলাম্।"

অতঃপর নেপোলিয়ান ফ্রান্সের একটি জঘন্য রাজনৈতিক উৎসব বন্ধ করিয়া দিলেন। ষোড়শ লুইর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের স্মরণার্থ নগরবাসিগণ একটি বার্ষিক উৎসবের আয়োজন করিতেন। নেপোলিয়ান আদেশ প্রদান করিলেন,—"এরূপ উৎসব বর্ব্বরতার নিদর্শনস্বরূপ, ইহা কোন সহৃদয় জাতির পক্ষেই সমর্থনযোগ্য নহে।"

নেপোলিয়ান প্রথম কন্সলপদ গ্রহণ করিয়া সৈন্যগণের সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখায় সৈন্যশ্রেণীর মনে আনন্দ ও উৎসাহের সীমা রহিল না। যে সকল সৈন্য কার্য্যদক্ষতার জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, তিনি তাহাদের প্রত্যেককে এক একখানি তরবারি উপহার দান করিয়াছিলেন; এইরূপ একশতখানি তরবারি সৈন্যগণের মধ্যে পুরস্কার বিতরিত হয়। একজন সার্জ্জেণ্ট এই পুরস্কারের জন্য কৃতজ্ঞতা-প্রকাশক একখানি পত্র নেপোলিয়ানের নিকট প্রেরণ করিবার অনুমতিলাভ করিয়াছিল। নেপোলিয়ান সেই সৈনিককে স্বহস্তে উত্তর লিখিলেন,—"সাহসী সহযোগী, তোমার পত্র পাইয়াছি,তোমার বীরত্বপূর্ণ ব্যবহারের কথা আমাকে স্মরণ করাইবার কোন আবশ্যক ছিল না, তুমি আমার সৈন্যদলের মধ্যে একজন অতি সাহসী সৈনিক। তোমার বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ যে তরবারি উপহার লাভ করিয়াছ, তুমি তাহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার ইচ্ছা হয়, তোমার প্যারী নগরীতে উপস্থিত হইবার জন্য সমরসচিব এক পরোয়ানা পাঠাইতেছেন।" নেপোলিয়ানের এই পত্র সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে পঠিত হইল, একজন সাধারণ সৈন্যকে নেপোলিয়ান,—ফরাসী-রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান্ সেনাপতি ও প্রজাবর্গের নির্ব্বাচিত সম্রাট্ সাহসী সহযোগী নামে সম্মানিত করিয়াছেন, এজন্য সমগ্র সৈন্যমণ্ডলী আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বিবেচনা করিতে লাগিল। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে নেপোলিয়ানের চরিত্রের মহত্ব ও সর্ব্বসাধারণের সহিত তাঁহার সহানুভূতি সুপ্রকাশিত হইত। একদিন নেপোলিয়ান একজন ইংরাজ সৈনিক-পুরুষের সহিত ইংরাজদিগের নৌ-বিভাগসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। এই সৈনিক-কর্ম্মচারী বলিলেন, "ইংরাজদিগের নৌ-সৈন্যেরা গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা শীতকালেই সমুদ্রে ভাল থাকে।"

নেপোলিয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহার কারণ কি?" সৈনিক-কর্ম্মচারী উত্তর দিলেন,—"এই সময়ে তাহারা একত্র সমবেত হইয়া জাহাজের অগ্নিকুণ্ডে অগ্নিসেবন করিতে পারে, ইহাতে তাহাদের কষ্টের অনেক লাঘব হয়।"

নেপোলিয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন, "সৈনিক-কর্ম্মচারিগণ বহ্নিসেবনসুখ হইতে কি জন্য বঞ্চিত হয়?" উত্তর হইল—"কর্ম্মচারিগণ সাধারণ সৈন্যের সহিত মিশিবে, ইহা নীতিবহির্ভূত।"

নেপোলিয়ান সবিস্ময়ে বলিলেন,—"কি নবাবী! আমার ত মনে হয়, যুদ্ধের সময় আমি আমার ক্ষুদ্রতম সৈন্যের পার্শ্বে বসিয়া তাহার সহিত অসঙ্কোচে আলাপ করিয়াছি। তোমরা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত জাতি। সাধারণের একজন বলিয়া আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি, আমি ত সাধারণলোকের বংশেই জন্মিয়াছি। যখন কাহারও কোন গুণ দেখিয়াছি, তখন তাহার বংশমর্য্যাদার পরিচয় জিজ্ঞাসা না করিয়াই তাহার গুণের পুরস্কার দান করিয়াছি। তোমরা সাধারণের সহিত যেরূপ ব্যবহার কর, তাহাতে বোধ হয়, যেন তাহারা তোমাদের ক্রীতদাস।"

সর্ব্বসাধারণের সহিত নেপোলিয়ানের এই প্রকার হৃদয়গত সহানুভূতি সত্ত্বেও তিনি আভিজাত্যের মোহে মুগ্ধ ছিলেন। আভিজাত্যের প্রতি মনুষ্যের প্রকৃতিগত একটি অন্ধ-অনুরাগ দেখা যায়, নেপোলিয়ানও কোন দিন তাহা হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিতে পারেন নাই। এই সময়ে নেপোলিয়ানের বিশ্বস্ত বন্ধু ও সেনাপতি মুরাট তাঁহার ভগিনী কেরোলাইনের পাণিগ্রহণের নিমিত্ত অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন, একথা শুনিয়া নেপোলিয়ান অত্যন্ত চিন্তাকুলচিত্তে বলিলেন, "মুরাট একজন হোটেলওয়ালার পুত্র, আজ আমি যে পদ ও গৌরব লাভ করিয়াছি, তাহার বিষয় চিন্তা করিলে আর মুরাটের সহিত আমার পরিবারের বৈবাহিকবন্ধন কর্ত্তব্য বোধ হয় না।"

যদিও নেপোলিয়ান ফরাসীরাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদলাভ করিয়াছিলেন এবং সাধারণের হিতকর কার্য্যে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতেছিলেন, তথাপি তাঁহার নিজের আর্থিক অবস্থা বিশেষ সচ্ছল ছিল না; এমন কি, তিনি তাঁহার ভগিনীর বিবাহোপলক্ষে যৌতুকস্বরূপ ত্রিশ সহস্র ফ্রাঙ্কের অধিক দান করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার পদগৌরব স্মরণ করিয়া তিনি তাঁহার ভগিনীকে এক বহুমূল্য কণ্ঠহার উপহার দান করেন, অর্থব্যয় পূর্ব্বক ইহা ক্রয় করিতে তাঁহার সামর্থ্য হয় নাই, প্রিয়তমা পত্নী যোসেফিনের রত্নভাণ্ডার হইতে তাহা সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল।

এই সময়ে আমেরিকার যুক্ত-সাম্রাজের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা মহামতি ওয়াসিংটনের মৃত্যু-সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে ফরাসীদেশের প্রতিগৃহে প্রচারিত হইল। নেপোলিয়ান অবিলম্বে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন; তাহার মর্ম্ম এই,—ওয়াসিংটনের মৃত্যু হইয়াছে। এই মহাপ্রাণ ব্যক্তি যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্বদেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। উক্ত ভূখণ্ডে স্বাধীনতাপ্রিয় অধিবাসিবৃন্দের নিকট তাঁহার স্মৃতি চিরকাল উজ্জ্বল-মহিমায় বিরাজিত রহিয়াছে; ফরাসীসৈন্যগণ তাঁহাকে ও আমেরিকসৈন্যমণ্ডলীকে চিরকাল শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করিবে; কারণ, তাঁহারাও সাম্য ও স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়াছেন। এই সম্মানের চিহ্নস্বরূপ প্রথম কন্সল আদেশ প্রদান করিতেছেন যে, আজ হইতে দশদিন পর্য্যন্ত ধ্বজদণ্ডে কৃষ্ণপতাকা উড্ডীন হইবে।

নেপোলিয়ান কোন দিন বিলাসপ্রিয় ছিলেন না; কিন্তু প্রজাসাধারণের আমোদের প্রতি তিনি কোনদিন ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন নাই। রাজপ্রাসাদে শতশত ভৃত্য সুন্দর-পরিচ্ছদে সজ্জিত থাকিয়া রাজকীয় গৌরব বৃদ্ধি করিত। রাজগৃহে প্রতিনিয়তই উৎসবানন্দের স্রোত প্রবাহিত হইত এবং যোসেফিন সেই উৎসবের আনন্দকিরণরূপে বিরাজ করিতেন। পারিস নগরীর অধিবাসিবৃন্দ বল, অপেরা, থিয়েটারে নিত্য নব-আনন্দ অনুভব করিত; সেই বিপুল আনন্দের খরস্রোতে একাকী নির্লিপ্তভাবে দণ্ডায়মান হইয়া নেপোলিয়ান ফরাসীরাজ্যের উন্নতি ও বিবিধ হিতকর সংস্কারে মনঃসংযোগ করিতেন।

এইরূপে নেপোলিয়ান ধীরে ধীরে ফরাসী-সমাজের ও ফরাসী সৈন্যমণ্ডলীর সংস্কার সাধন করিলেন, নৌ-বিভাগের বলবৃদ্ধি করিলেন, ইউরোপের বিভিন্ন কূটরাজনীতিজাল ছিন্ন করিয়া তাঁহার গন্তব্যপথে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কেবল তাহাতেই তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হইল না, ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ উন্নতিসাধনেও তিনি অসাধারণ আগ্রহের পরিচয় প্রদান করিলেন। ভাস্কর-বিদ্যার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল, ইতালী ও মিশরের ভাস্কর-নৈপুণ্যের চরমোৎকর্ষস্বরূপ বহুসংখ্যক হর্ম্ম্য, প্রাসাদ, স্তম্ভ ও মিনার সন্দর্শন করিয়া তিনি এই বিদ্যার অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন। পারিস নগরীর সৌন্দর্য্যসংবর্দ্ধনের জন্য তিনি নগরের নানাস্থানে সুন্দর হর্ম্ম্যরাজি নির্ম্মাণ করিলেন। সেতু, পয়োনালা, চিত্রশালায় নগর পূর্ণ হইয়া গেল, সহস্র সহস্র নব নব রাজপথ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইল, নেপোলিয়ান একাকী সহস্র জনের ন্যায় কাজ করিতে লাগিলেন; তাঁহার হৃদয়ের শক্তি লক্ষ লক্ষ প্রাণে সম্প্রসারিত হইয়া রাজ্যের সর্ব্বত্র ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বিস্তার করিল।

ফ্রান্সের লা-বেন্দি নামক প্রদেশে রাজতন্ত্রাবলম্বী বহু ব্যক্তি সমবেত হইয়া প্রজাবিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল। ইংলণ্ড তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উদারতাগুণে জাহাজ-বোঝাই অস্ত্র-শস্ত্র ও অর্থ দ্বারা তাহাদিগের সাহায্য করিতেছিলেন। স্বদেশ হইতে পলায়িত ও ইংলণ্ডের ক্রোড়ে প্রতিপালিত বহুসংখ্যক ফরাসী সৈন্যও তাহাদের সহিত যোগদান করিয়াছিল। এই সকল বিদ্রোহী সৈন্যের সংখ্যা প্রায় ষষ্টি সহস্র। অধ্যক্ষসভা বিস্তর চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে দমন করিতে

পারেন নাই। সুতরাং রাজ্যের মধ্যে মহা অশান্তির স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। নেপোলিয়ান রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াই এই রাজতন্ত্রাবলম্বী সৈন্যসমূহের অধিনায়কগণকে পারিস নগরীতে আহ্বান করিলেন এবং রাজধানীতে উপস্থিত হইলে তাঁহারা যে নির্ব্বিঘ্নে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবেন, সে বিষয়ে তাঁহাদিগকে অভয়দান করিলেন। বিদ্রোহী অধিনায়কগণ নেপোলিয়ানের বাক্যে বিশ্বাসস্থাপনপূর্ব্বক পারিস নগরীতে উপস্থিত হইলেন। নেপোলিয়ান দরবার-গৃহে তাঁহাদিগকে অত্যন্ত সদয়ভাবে এবং ভদ্রতার সহিত আহ্বান করিয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয় তাঁহাদিগের গোচর করিলেন। তিনি বলিলেন,—"ফ্রান্সের অধঃপতিত অবস্থা হইতে তাহার উদ্ধার-সাধনই তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য; অশান্তিকল্লোলিত, দুঃখনিপীড়িত দেশের অশান্তি ও দুঃখ বিদূরিত করাই তাঁহার অভিপ্রায়।" তিনি জলদগম্ভীরস্বরে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী রাজতন্ত্রের অধিনায়কগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "আপনারা কি আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ে এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? আপনাদের যুদ্ধের ত কোনই আবশ্যক দেখা যায় না। আমি আপনাদিগকে বিপন্ন করিতে ইচ্ছুক নহি, আপনাদের অধিকার আমি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রস্তুত আছি। কিন্তু আপনারা কি প্রাচীন রাজবংশ পুনঃস্থাপনের জন্য অস্ত্রগ্রহণ করিয়াছেন? সমস্ত জাতি কি চাহে, তাহা আপনারা দেখিতেছেন, সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে আপনাদের মুষ্টিমেয় ব্যক্তির দণ্ডায়মান হওয়া কি সমর্থনযোগ্য?"

নেপোলিয়ানের যুক্তি তাঁহার অস্ত্রের ন্যায় অমোঘ ছিল। শত্রুগণ তাঁহার যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিয়া অস্ত্রত্যাগ করিলেন, এমন কি, নেপোলিয়ানের বশ্যতা পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন; কেবল জর্জ্জ কোডোডেল নামক একটি উদ্ধত-প্রকৃতির দাম্ভিক যুবক নেপোলিয়ানের প্রস্তাবে কর্ণপাত করিল না, দেশের মধ্যে বিদ্রোহস্রোত প্রবাহিত রাখাই তাহার একমাত্র সঙ্কল্প হইল। নেপোলিয়ান তাহাকে স্বমতে আনয়ন করিবার জন্য তাহার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিলেন। ইহা দেখিয়া নেপোলিয়ানের দেহরক্ষিগণ অত্যন্ত ভীত হইল। তাহারা মনে করিল, হয় ত এই অশিক্ষিত কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত বর্ব্বর ব্যক্তি নেপোলিয়ানকে নির্জ্জনে পাইয়া তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিবে। নেপোলিয়ান জর্জ্জ কোডোডেলকে অনেক সদুপদেশ দান করিলেন; তাহার স্বদেশহিতৈষিতা, সাহস প্রভৃতি মহৎ গুণের প্রশংসা করিয়া সে যে বিপথে চলিতেছে, তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নেপোলিয়ানের চেষ্টা সফল হইল না। কোডোডেল নেপোলিয়ানের নিকট হইতে তাঁহার অঙ্গীকৃত নগরত্যাগের অনুমতিপত্র গ্রহণপূর্ব্বক পারিস পরিত্যাগ করিল। ইহার পরে অনেক দিন সে বন্ধুবান্ধবগণের নিকট দুঃখ করিয়া বলিয়াছে, "আমি কি ভুলই করিয়াছি! নেপোলিয়ানকে হাতে পাইয়াও কেন তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলাম? কেন তাঁহার প্রাণসংহার করি নাই?" লণ্ডনে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সে নেপোলিয়ানকে হত্যা করিবার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, কিন্তু তাহার কোন ষড়যন্ত্রই সফল হয় নাই। অবশেষে এই কর্ত্তব্যপথভ্রষ্ট দুরাচার দস্যু ফ্রান্সে নীত ও নিহত হইয়াছিল।

দশম অধ্যায়

শান্তিস্থাপনের প্রস্তাব—ইংলণ্ড ও অস্ট্রিয়ার মত

এইরূপে ফ্রান্সের প্রজা-বিদ্রোহের অবসান হইল। রাজ্যের কোথাও আর বিদ্রোহের চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান রহিল না, নেপোলিয়ানের কর্ত্তৃত্বে রাজ্যের সকলেই সুখী, সকলের হৃদয়ই আনন্দ-পূর্ণ। নেপোলিয়ান যুদ্ধের অনুরক্ত ছিলেন না, সাম্রাজ্য-সংগঠন ভিন্ন রাজ্য ধ্বংস করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না; অন্যের হিত-কামনা তাঁহার নিকট গৌরব-লাভের একমাত্র পথ বিবেচিত হইত, কাহারও সর্ব্বনাশ-সাধনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। তথাপি তিনি যে সকল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সে নিতান্তই আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ে অথবা আত্মসম্মান রক্ষার জন্য। সৌভাগ্য

বশতঃ নেপোলিয়ান ক্রমে অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিলেন; সমস্ত ফ্রান্স অতি প্রফুল্লহৃদয়ে তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিল। তাঁহার ইচ্ছা সর্ব্বত্র অপ্রতিহত, তাঁহার শক্তি বাধাবিঘ্নহীন হইয়া উঠিল। তিনি ইচ্ছা করিলে এ সময়ে যে কোন রাজ্যের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। ইংলণ্ড ও অষ্ট্রিয়ার অধিপতিদ্বয়ের সহিত রাজনৈতিক বৈষম্য লইয়া অনেক দিন হইতে তাঁহার মনোমালিন্য ও বিবাদ চলিতেছিল। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাদনিবৃত্তির জন্য তাঁহাদিগের নিকট পত্র প্রেরণ করিলেন। এই প্রকার পত্র প্রেরণে তাঁহার বিশেষ মহত্বই প্রকাশিত হইয়াছিল; কারণ, তিনি অনায়াসেই বলিতে পারিতেন, যাঁহারা প্রথমে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই প্রথমে সন্ধির জন্য উদ্যোগী হওয়া কর্ত্তব্য।—কিন্তু সেরূপ কোন কথা না বলিয়া নেপোলিয়ান ইংলণ্ডেশ্বরকে লিখিলেন, "মহোদয়, সমগ্র ফরাসীজাতির অভিপ্রায় অনুসারে আমি ফরাসী-সাধারণতন্ত্রের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছি এবং আপনাকে আজ এই পত্র লেখা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি। গত চারি বৎসরকাল যে যুদ্ধে নর-শোণিতস্রোতে পৃথিবী প্লাবিত হইয়াছে, তাহার কি কখনও অবসান হইবে না? সন্ধিস্থাপন করা কি এতই দুরূহ? ইউরোপের সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষিত দুইটি জাতি সৌভাগ্য ও স্বাধীনতাগর্ব্বে স্ফীত হইয়া অসার দম্ভের পদতলে বাণিজ্য, দেশের আভ্যন্তরিক উন্নতি, পারিবারিক সুখ-শান্তি সমস্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, ইহা বড়ই বিস্ময়ের কথা। ইঁহারা শান্তিকে কি জাতীয় গৌরবের প্রধান উপকরণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না? আপনি একটি স্বাধীন জাতির সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়েই তাঁহাদের উপর শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছেন, সুতরাং এ সকল কথা আপনার নিকট নূতন বলিয়া বোধ হইবে না, ইহাই আমার বিশ্বাস। আমি যে প্রস্তাব আপনার সকাশে উপস্থিত করিতেছি, আমার আশা আছে, আপনি তাহা সরলভাবে গ্রহণ করিবেন। ফ্রান্স ও ইংলণ্ড স্ব স্ব ক্ষমতার অপব্যবহার দ্বারা কেবল জাতীয় দুর্ব্বলতা ও অবসাদ সঞ্চয় করিতেছে। আমার বিশ্বাস, এই যুদ্ধাবসানের উপর সমগ্র সভ্যজগতের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে।"

ইংলণ্ডেশ্বর নেপোলিয়ানের এই উদারতাপূর্ণ পত্রের কোন উত্তর প্রদান করা সঙ্গত জ্ঞান করিলেন না। ইহার উত্তরে প্রধান মন্ত্রী লর্ড গ্রেণভিল যে পত্র লিখিলেন, তাহাতে কঠোর বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। সমগ্র ফরাসীজাতি লর্ড গ্রেণভিলের সেই পত্র পাঠ করিয়া ক্রোধে ও অপমানে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। কারণ, লর্ড গ্রেণভিল লিখিয়াছিলেন, "যদি ফ্রান্স সত্যই শান্তিস্থাপনের অভিলাষী হন, তাহা হইলে ফরাসী-সিংহাসনে প্রাচীন রাজবংশকে পুনঃস্থাপিত করিতে হইবে। শতাব্দী-কাল ধরিয়া তাঁহারা স্বদেশের পূজা ও বিদেশের শ্রদ্ধা লাভ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের রাজত্বকালে ফ্রান্স সুখ-সৌভাগ্যের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল; যদি সেই রাজবংশের প্রতি সুবিচার করা হয়, তাহা হইলে যে কোন সময়ে যুদ্ধানল নিবৃত্ত হইয়া শান্তি সংস্থাপিত হইতে পারে।"

এই পত্রে নেপোলিয়ান কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার স্বাভাবিক আত্মসম্মান ও তেজস্বিতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহার সুবিজ্ঞ সচিব তালিরন্দ দ্বারা ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করিলেন,—"রাষ্ট্রবিপ্লবের আরম্ভকাল হইতে ফরাসীভূমি যুদ্ধের প্রতি কোন দিন অনুরাগ প্রদর্শন না করিয়া বরং বিরাগ প্রদর্শন করিয়াই আসিয়াছেন; শান্তিপ্রিয়তা, দিগ্বিজয়ে স্পৃহাহীনতা দ্বারা বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতার সংরক্ষণেই প্রবৃত্ত আছেন। ইউরোপের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া কোন দিন তাঁহার অভিপ্রেত নহে, তাঁহার ঘোষণা অক্ষুণ্ণ রাখাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল।

"কিন্তু ফ্রান্সের সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার পথে চতুর্দ্দিক্ হইতে বিষম বাধা উপস্থিত হইয়াছিল; কারণ, ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লব উপস্থিত হইলে ফরাসী ভূমিকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য সমস্ত ইউরোপ এক মহা ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হইল। এই বহ্নি বহুদিন পর্য্যন্ত প্রধূমিত অবস্থায় ছিল, রাজ্যের মধ্যে শান্তিস্থাপনের বিরুদ্ধে বহু বিঘ্ন উৎপন্ন করা হইল, রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শত্রুবর্গ বৈদেশিকগণের দ্বারা উৎসাহিত হইতে লাগিল। তাহাদের অসঙ্গত দাবী সমর্থিত হইল এবং ফরাসীজাতি নানাপ্রকারে অবমানিত হইতে লাগিলেন; অবশেষে ফরাসীজাতির স্বাধীনতা, সম্মান ও শান্তি পর্য্যন্ত লোপ করিবার চেষ্টা হইল।

"এইরূপে প্রতি পদক্ষেপে বিড়ম্বিত হইয়া ফরাসীজাতি

অগত্যা আত্মসম্মান ও স্বাধীনতারক্ষার জন্য অস্ত্রধারণে বাধ্য হইলেন। এই মহা সঙ্কটকালে ফরাসীজাতি যদি সাহসের সহিত উপযুক্ত পরিমাণ ধৈর্য্যের প্রয়োগ না করিয়া থাকেন, তবে সে জন্য ইংলণ্ডই সর্ব্বপ্রধান দায়ী, নিদারুণ বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া ইংলণ্ডই ফরাসীভূমির উচ্ছেদসংকল্পে তাঁহার বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন।

"কিন্তু ইংলণ্ডেশ্বরের ইচ্ছা যদি ফরাসী-সাধারণতন্ত্রের ইচ্ছার প্রতিকূল না হয়, শান্তিস্থাপনই যদি তাঁহার অভিপ্রেত হয়, তবে সে চেষ্টায় বিরত থাকিবার কারণ কি? ব্রিটেনীয়ার অধীশ্বর যে কোন জাতির শাসননীতি-বিষয়ক স্বাধীনমতে হস্তক্ষেপণ সঙ্গত জ্ঞান করেন না, এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। কারণ, তিনি এই নীতি অনুসারেই রাজদণ্ড পরিচালন করেন। সুতরাং আমাদের স্বরাজ্য-পরিচালনায় মহাশয়ের হস্তক্ষেপণ করিবার কি যুক্তি আছে, তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। ফরাসীজাতির শাসন-নীতিতে ইংলণ্ডেশ্বরের এই প্রকার হস্তক্ষেপণ আমাদের নিকট অত্যন্ত আপত্তিজনক; আর তাহা না হইবেই বা কেন? আজ যদি বাহিরের কোন শক্তি ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব পদচ্যুত রাজবংশকে আহ্বানপূর্ব্বক ইংলণ্ডের সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে ইংলণ্ডের প্রজাসাধারণ এবং ইংলণ্ডেশ্বর কি সেই অনধিকারচর্চ্চা অনুকূলভাবে গ্রহণ করিতে পারেন?"

এই প্রকার সত্যকথা বড় কঠোর, ইহা সহজে পরিপাক হয় না। পত্র পাইয়া লর্ড গ্রেণভিল ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইলেন; এবার তিনি নেপোলিয়ানের নিকট যে পত্র প্রেরণ করিলেন, তাহাতে তাঁহার ক্রোধ ও অসহিষ্ণুতা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হইল। তিনি লিখিলেন,—"ফরাসী-জেকোবিনদের বিরুদ্ধে সকল গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ইংলণ্ড যুদ্ধঘোষণা করিয়াছেন. এই যুদ্ধানল অবিলম্বে পুনঃ প্রজ্বলিত হইবে।" এই পত্র পাইয়া নেপোলিয়ান কিছুমাত্র চিন্তাকুল কিংবা নিরাশ হইলেন না। তিনি শান্তি-সংস্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেও তাঁহার আপত্তি বা আশঙ্কা ছিল না। তিনি স্থির বুঝিয়াছিলেন, পৃথিবীর নিরপেক্ষ ব্যক্তি-সমূহের সহানুভূতি হইতে তিনি বঞ্চিত হইবেন না। তাঁহার বিশ্বাস হইল,ইংলণ্ডের এই সগর্ব্ব উত্তর সমস্ত ফরাসীজাতিকে একতাবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া ইংলণ্ডের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত করিবে। তাই নেপোলিয়ান বলিলেন, "ইংলণ্ডের এই উত্তর পাইয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি,বেশ অনুকূল উত্তর পাওয়া গিয়াছে। ইংলণ্ড যুদ্ধ প্রার্থনা করেন, আমরা তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিব। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিবে।"

এই যুদ্ধের উপর ইংলণ্ডের রাজসিংহাসন, ধর্ম্মযাজক-গণের বিপুল সম্পদ্, অভিজাতসম্প্রদায়ের বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তির স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফরাসী-দেশ-প্রবর্ত্তিত সাম্য ও সর্ব্বসাধারণের স্বার্থের প্রতি সমদর্শিতা ইংলণ্ডের সিংহাসন হইতে সম্ভ্রান্ত সমাজের পদগৌরব পর্য্যন্ত বিকম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইংলণ্ডের শাসননীতি প্রকৃত প্রস্তাবে রাজা, ধর্ম্মযাজকমণ্ডলী ও অভিজাত-সম্প্রদায়ের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। এই ভীষণ যুদ্ধে তাঁহাদের রাজক্ষমতা বিপন্ন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা লক্ষিত হইল; এরূপ অবস্থায় মনুষ্য-চরিত্রের দুর্ব্বলতা স্মরণ করিয়া ইংলণ্ডের অধিনায়ক-গণকে নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিতে দেখিলে তাঁহাদের অপরাধী করা সঙ্গত মনে হয় না। প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া ফ্রান্সের রাজবংশধরগণ রাজ্যচ্যুত, গৃহচ্যুত হইয়া সমস্ত ইউরোপে অনাথের ন্যায় নিরাশ্রয় জীবন বহন করিতে-ছিলেন, ফরাসীদেশের আভিজাত-সম্প্রদায় তাঁহাদের দুর্গ ও অর্থসম্পদ্ হইতে বঞ্চিত হইয়া ভিক্ষুকের ন্যায় দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন,যে সকল ধর্ম্মযাজক একদিন বিলাস ও ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত হইয়া জীবনের সুখ ও পরিতৃপ্তি পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই এখন সামান্য শ্রমজীবীর কুটীরে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক অগ্নিকুণ্ডের উত্তাপে স্ব স্ব বিবস্ত্র দেহ উত্তপ্ত করিয়া এবং অর্দ্ধদগ্ধ রুটীখণ্ড গলাধঃকরণপূর্ব্বক অতিকষ্টে জীবনরক্ষা করিতেছিলেন। এই ভয়ানক দৃশ্য ও অদৃষ্টচক্রের কঠিন পরিবর্ত্তনে ইংলণ্ডের রাজা,ধর্ম্মযাজকসম্প্র-দায় ও আভিজাতবর্গকে বিষম বিচলিত করিয়া তুলিল এবং তাঁহাদের স্বার্থ অব্যাহত রাখিবার নিমিত্ত ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। নেপোলিয়ান প্রজাসাধা-রণের বন্ধু, প্রজাসাধারণের স্বার্থ রাজ্যের নায়কগণের স্বার্থের বিরোধী, সুতরাং নেপোলিয়ান সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের প্রবল শত্রু বলিয়া বিবেচিত হইলেন,তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভা-লোক ইংলণ্ডবাসিগণের নিকট অসহ্য বোধ হইতে লাগিল।

কিন্তু নেপোলিয়ান যে কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত হন নাই, এ কথা সমস্ত পৃথিবীর নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হয়। ফরাসী দেশের তিন কোটি লোক যে ইংলণ্ডের দেড় কোটি লোকের অনুমতিক্রমে স্বরাজ্য-শাসনের বিধিসংস্কার করিবে, এরূপ আশা করা যায় না। ইউরোপের রাজন্যবর্গ ইংলণ্ড কর্তৃক পরিচালিত হইয়া বাহুবলের সাহায্যে ফরাসী দেশের রাজ্যচ্যুত ও উপেক্ষিত রাজবংশকে ফরাসী-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। ফরাসীদেশের নবীন এবং অদূরদর্শী সাধারণতন্ত্র এইরূপে চতুর্দ্দিক্ হইতে আক্রান্ত হওয়ায় অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; সুতরাং সমগ্র ফরাসীজাতি অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন প্রতিভাবান্ নেপোলিয়ানকে তাঁহাদের একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা বিবেচনা করিয়া তাঁহার হস্তে রাজ্যের সর্ব্বময় কর্তৃত্বভার সমর্পণ করিয়াছিলেন, নেপোলিয়ানের শক্তির উপর সমস্ত জাতির মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছিল। নেপোলিয়ান আত্ম-ক্ষমতায় সম্পূর্ণ বিশ্বাসবান্ ছিলেন। তথাপি তিনি অকারণে প্রবহমান রক্তস্রোত রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত শান্তিসংস্থাপনের চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু তাঁহার উদারতাপূর্ণ মহৎ সংকল্প ও ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব বিভিন্ন দেশের রাজদণ্ডপরিচালকবর্গ কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞাত এবং প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। অবিলম্বে চতুর্দ্দিক্ হইতে রণভেরী নিনাদিত হইল, টেমস হইতে ডানিয়ুব পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থানে বিভিন্নজাতীয় সুসজ্জিত সৈন্যমণ্ডলীর বিকট রণহুঙ্কার সমুত্থিত হইল। ফ্রান্সের বহুসংখ্যক বন্দর ইংলণ্ডের দুর্জ্জেয় নৌ-সৈন্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইল এবং তাহারা ফরাসী সাধারণতন্ত্রের দুর্ব্বল নৌ-শক্তি চূর্ণ করিবার জন্য উদ্যত ও ফরাসীনগরসমূহ বিধ্বস্ত করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইল। ফরাসীদেশের সীমান্ত-সমূহে তিন লক্ষ শক্রসৈন্য সমবেত হইয়া ফরাসী রাজধানী পারিস মহানগরী আক্রমণের নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিল এবং সঙ্গীন ও গোলাগুলীর সহায়তায় নির্ব্বাসিত বোর্ব্বোঁবংশকে ফরাসীসিংহাসনে সংস্থাপিত করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিল। এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে স্বদেশের স্বাধীনতা ও স্বার্থরক্ষার সংকল্পে অস্ত্রধারণ করা ভিন্ন নেপোলিয়ানের উপায়ান্তর ছিল না। ইহাই তাঁহার কর্ত্তব্য হইয়াছিল; তিনি বীরের ন্যায় সেই কর্ত্তব্যসম্পাদনে মনঃসংযোগ করিলেন।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট নেপোলিয়ানের শান্তিস্থাপন-প্রস্তাবে যে উত্তর প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে নেপোলিয়ানের সম্মান আহত হইয়াছিল, ইহার ফলে ইংলণ্ডের সাধারণ জনসমাজের অভ্যন্তরে বহু লোক নেপোলিয়ানের পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহারা একবাক্যে গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। প্রথিতনামা বাগ্মী ফক্স, সেরিডেন, লর্ড এরস্কিন, বেডফোর্ডের ডিউক, লর্ড হল্যাণ্ড প্রভৃতি মনস্বী এবং সাধারণের নেতৃবর্গ সমস্বরে ইহার প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোন জাতীয় মহাসভায় গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক সমর্থিত কোন মতের ইহা অপেক্ষা তীব্রতর প্রতিবাদের কথা পাঠ করা যায় না।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় মিষ্টার ডুণ্ডসে নেপোলিয়ানের শান্তির প্রস্তাব বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রত্যাখ্যানের সমর্থন করেন; ইহাতে মিষ্টার হুইটব্রেড, মিঃ ফক্স এবং লর্ড এরস্কিন অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া নেপোলিয়ানের নীতিসঙ্গত সরল প্রস্তাবের সমর্থন-পূর্ব্বক স্বদেশীয় মন্ত্রিসমাজের ভদ্রতাবিগর্হিত, নীতিবিরুদ্ধ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কঠোর মত প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁহাদের মনুষ্যত্বের উচ্ছ্বাসপূর্ণ অগ্নিময়ী বগ্মিতায় কোন ফল হইল না; ২৬৫ জন সভ্য নেপোলিয়ানের প্রস্তাবের প্রতিকূলে মতপ্রকাশ করিলেন। সুতরাং নেপোলিয়ানের শান্তির প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত হইল। অতঃপর আত্মদোষ সংগোপনের জন্য বৃটিশ মন্ত্রিরাজ ইউরোপের বিভিন্ন জাতির নিকট ঘোষণা করিলেন যে, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট যুদ্ধ-প্রিয়তা ও অদম্য উচ্চাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া ইউরোপের সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে রক্তস্রোত প্রবাহিত করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। উদারতা ও সত্যপ্রিয়তার এরূপ দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে দুর্ল্লভ! আজ অভিনব শতাব্দীতে পৃথিবীর সুশিক্ষিত চিন্তাশীল স্বাধীনচেতা মানবসমাজ জানিতে পারিতেছেন, এই নরশোণিতপাতের জন্য নেপোলিয়ান কি পরিমাণে অপরাধী ছিলেন।

নেপোলিয়ান ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট যে দিন শান্তির প্রস্তাব করেন,সেই দিনই তিনি অষ্ট্রীয় সম্রাটের নিকটও এই মর্ম্মে একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন—"অষ্টাদশমাসকাল বিদেশে অবস্থানের পর ইউরোপে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক দেখিলাম, ফরাসী-সাধারণতন্ত্র ও আপনার মধ্যে সমরানল

প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। অল্পদিনের মধ্যেই শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা রুদ্ধ করাই আমার অভিপ্রায়; কারণ, বৃথা গর্ব্বের সহিত আমার পরিচয় নাই। চতুর্দ্দিকের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণে আমার অনুমান হইতেছে, আমাদের এই বিবাদে ইতিপূর্ব্বে যে পরিমাণ সৈন্যক্ষয় হইয়াছে, অতঃপর তাহার তিনগুণ সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। আমি আপনার চরিত্রের যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস, আপনি শান্তিস্থাপনেরই পক্ষপাতী এবং তাহাই আপনার আন্তরিক ইচ্ছা; সুতরাং আমার সম্পূর্ণ ভরসা আছে, আমার প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলে দুইটি জাতির বিরোধানল নির্ব্বাপিত হওয়া অসম্ভব হইবে না।"

নেপোলিয়ানের এই পত্র পাইয়া অষ্ট্রীয় সম্রাট অত্যন্ত ভদ্রতার সহিত লিখিলেন, "আমি আমার সহযোগী ইংলণ্ডেশ্বরের সহিত পরামর্শ না করিয়া শান্তির প্রস্তাবের সমর্থন করিতে পারি না।" সুতরাং অতঃপর শান্তিস্থাপনের আশা সুদূরপরাহত হইয়া উঠিল। ইহার কি ফল হইবে, তাহা নেপোলিয়ান পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ইউরোপের সম্রাট্‌বৃন্দ সমবেত হইয়া যুগপৎ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিবেন; সমস্ত ইউরোপ নরশোণিত-প্লাবিত হইবে; ইউরোপের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যে সমরানল প্রজ্বলিত হইবে, তাহাতে সমগ্র ইউরোপের সুখ, শান্তি ও ধনপ্রাণ বিধ্বংস হইয়া যাইবে। কিন্তু উপায় নাই; নেপোলিয়ান তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিগণের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। নেপোলিয়ানের শত্রুগণও নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। নেপোলিয়ানের প্রতিভা ও ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ছিল, তাঁহারা চারিদিকে অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, চতুর্দ্দিকে প্রলয়ের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। আর্ক ডিউক চার্লস নেপোলিয়ানের পরিচয় পাইয়াছিলেন, তিনি সন্ধি-স্থাপনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ইংলণ্ড ও অস্ট্রিয়া মনে করিলেন, ফ্রান্সের যে পরিমাণ সৈন্য ও অর্থ ক্রমাগত নষ্ট হইয়াছে, তাহাতে পুনর্ব্বার আক্রমণ আর সহ্য হইবে না, ফরাসীভূমিকে ইউরোপের রাজশক্তির পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িতে হইবে।

বোর্ব্বোঁগণ নেপোলিয়ানের অপ্রতিহত ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া অতঃপর তাঁহাকে উৎকোচ প্রদানপূর্ব্বক করচ্যুত ফরাসী-সিংহাসন লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; নেপোলিয়ান উৎকোচে বশীভূত হইবার পাত্র ছিলেন না। সুতরাং বোর্ব্বোঁগণ উপায়ান্তর অবলম্বন করিলেন। সেকালে স্বর্গের ইন্দ্র কোন যোগী ঋষিকে প্রবল ক্ষমতাপন্ন হইতে দেখিলে তাঁহার নিকট বিদ্যাধরী পাঠাইয়া কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা করিতেন, বোর্ব্বোঁগণও সেই কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ডচেস্ অব গুসে নাম্নী রমণী সে সময়ে সমস্ত ইউরোপে রূপ, গুণ, বিদ্যা-বুদ্ধি, বাক্‌চাতুর্য্য ও ধূর্ত্ততায় শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিলেন; নেপোলিয়ানের উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য অবশেষে ইংলণ্ড হইতে তাঁহাকে ফরাসীদেশে প্রেরণ করা হইল। যোসেফিন তাঁহার স্বামীর জন্য বিশেষ চিন্তিত হইলেন। যোসেফিনের ইচ্ছা হইল, বোর্ব্বোঁগণ স্বদেশে প্রত্যাগমন করুন, সমস্ত অশান্তি ও বিপদ্ দূর হইয়া যাউক্; সুতরাং তিনি রাজকীয় দলের পক্ষসমর্থন করিতে লাগিলেন। এ জন্য যোসে ফিন সমস্ত ইউরোপের আন্তরিক ধন্যবাদভাজন হইলেন।

ডচেস অব গুসে অল্প চেষ্টাতেই যোসেফিনের সহিত পরিচিত হইলেন। যোসিফিন অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার ভদ্রতা ও বিনয়ে আকৃষ্ট হইলেন। একদিন প্রভাতে চা-পান করিতে করিতে ডচেস পার্শ্বোপবিষ্টা যোসেফিনকে মধুরস্বরে বলিলেন,—"কয়েকদিন পূর্ব্বে লণ্ডনে কাউণ্ট অব প্রভেন্সের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এ কজন লোক সে সময় কথাপ্রসঙ্গে কাউণ্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নেপোলিয়ান যদি বোর্ব্বোঁগণকে ফরাসী-সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা হইলে তিনি নেপোলিয়ানের জন্য কি করিবেন?' এ কথা শুনিয়া কাউণ্ট উত্তর দিলেন, 'আমি তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তেই নেপোলিয়ানকে রাজ্যের প্রধান শান্তিরক্ষক-পদে নিযুক্ত করি, আর একটি প্রকাণ্ড কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপনপূর্ব্বক তাহার উপর বোনাপার্টের এক প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করি; সেই মূর্ত্তি বোর্ব্বোঁ-মস্তকে রাজমুকুট স্থাপন করিতেছে, এই ভাবে তাহা গঠিত হইবে'।"

এই কথোপকথনের অল্পকাল পরেই নেপোলিয়ান সেই প্রাসাদকক্ষে প্রবেশ করিলেন। যোসেফিন বিশেষ আগ্রহের সহিত ডচেসের কথাগুলি নেপোলিয়ানের নিকট উল্লেখ করিলেন; শুনিয়া নেপোলিয়ান গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"আর তুমি বলিলে না কেন যে, প্রথম কন্সলের মৃতদেহ

এই কীর্ত্তিস্তম্ভের পাদদেশে স্থাপিত হইয়া সোপানস্বরূপ ব্যবহৃত হইবে।”

নেপোলিয়ানের হৃদয়ের ভাব অনুভব করিয়াও ডচেস অব গুসে তাঁহার গুপ্ত অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিলেন না; তিনি তাঁহার বিশ্বমোহিনী রূপ, সুমধুর হাস্য ও অশ্রান্ত তোষামোদের পুষ্পবৃষ্টিতে নেপোলিয়ানকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। যোসেফিনের উৎকণ্ঠার আর সীমা রহিল না। কিন্তু নেপোলিয়ান সংযতচরিত্র যোগীর ন্যায় এই প্রলোভনে অটল রহিলেন। সহসা একদিন রাত্রে ডচেস অব গুসে ফ্রান্স পরিত্যাগ করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। পরদিন প্রভাতে তিনি সীমান্তপ্রদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এইরূপে কর্ম্মযোগী নেপোলিয়ান বিদ্যাধরীর মায়াজাল ছিন্ন করিলেন।

ইহার অব্যবহিতকাল পরেই ইউরোপের চতুর্দ্দিকে রণডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে মহাকুরুক্ষেত্র-সমরের আয়োজন পড়িয়া গেল।

একাদশ অধ্যায়

উদ্‌যোগপর্ব্ব—আল্পস্ উলঙ্ঘন ও ম্যারেঙ্গোর যুদ্ধ

নেপোলিয়ান যখন দেখিলেন, যুদ্ধ ভিন্ন আর উপায় নাই, ইংলণ্ড শান্তির প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, অষ্ট্রিয়া ইংলণ্ডের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কোন মতামত প্রকাশে অক্ষমতা জানাইয়াছেন, তখন তিনিও শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ফরাসী দেশের সীমান্তভূমি হইতে সহস্র সহস্র শত্রুর ভৈরব হুঙ্কার তাঁহার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিতে লাগিল। ইংলণ্ডের যুদ্ধজাহাজে ইংলিস-সাগর আচ্ছন্ন হইয়া গেল; তাহারা ফরাসী বাণিজ্যের ঘোর বিঘ্ন উৎপাদন করিল; গৃহশত্রুগণ দলে দলে ফরাসী প্রজাগণকে বোর্ব্বোঁদিগের পক্ষাবলম্বনে উত্তেজিত করিতে লাগিল; অর্থ ও অস্ত্র দ্বারা শত্রুগণ তাহাদিগের সাহায্য করিতেও পরাঙ্মুখ হইল না। অরক্ষিত নগরসমূহে ঝাঁকে ঝাঁকে গোলাগুলী বর্ষিত হইতে লাগিল। ফরাসী দেশের উত্তরসীমান্তে মার্শেল ক্রে দেড় লক্ষ সৈন্য লইয়া আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ অজেয় ও তাঁহার কামান-বন্দুক অব্যর্থ বলিয়া সকলের বিবেচনা হইতে লাগিল। ফরাসী দেশের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমান্তভাগে অষ্ট্রীয় মার্শেল মেলাস এক লক্ষ চল্লিশ সহস্র ভীমতেজা দুর্দ্ধর্ষ সৈন্য লইয়া সমুপস্থিত হইলেন; সমস্ত বৃটিশ রণতরীসমূহ তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত রহিল। ফরাসী দেশের যে কোন বন্দর হইতে সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই তখন দেখিতে পাওয়া যাইত, ইংরেজ রণপোতসমূহ ফরাসী-ভূমিকে গ্রাস করিবার জন্য যেন মুক্তপক্ষ, বিশালকায়, অগণ্য, ক্ষুধিত দৈত্যের ন্যায় লক্ষ্যাভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে। এই মহাবিপদে নেপোলিয়ান ফরাসীদেশের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তৃরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন; তাঁহার হৃদয় ক্ষণেকের জন্যও নিরুৎসাহ হইল না; তাঁহার ললাটে চিন্তার একটি রেখাও অঙ্কিত হইল না। চতুর্দ্দিকের অগণ্য অরাতিকুল ধ্বংস করিবার জন্য তিনি রাজ্যমধ্যে বিপুল আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে—সমস্ত ফরাসী জাতির মধ্যে ঘোষণা করিলেন, “ফরাসীগণ, তোমরা শান্তিসংস্থাপনের জন্য উৎসুক ছিলে; কিন্তু ইংলণ্ড শান্তির প্রস্তাবে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন; তাঁহাদের ইচ্ছা, ফরাসী-ভূমি শক্তিশূন্যা হউক, তাহার বাণিজ্য বিনষ্ট হউক, ইউরোপের মানচিত্র হইতে ফরাসীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হউক। ফরাসীভূমি অবনতির নিম্নতম সোপানে নিক্ষিপ্ত হউক। ইউরোপের শক্তিপুঞ্জ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে। ইংলণ্ড তাঁহার উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছেন।”—ফরাসীদেশের নগরে নগরে, অরণ্যে, প্রান্তরে, গিরিকন্দর ও উপত্যকার প্রতি স্থানে এই ঘোষণা-ধ্বনি প্রবেশ করিল। ফরাসী জাতির ধমনীতে শোণিত-স্রোত প্রখর হইয়া উঠিল; স্বদেশের গৌরবরক্ষার জন্য সকলে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন

করিতে প্রস্তুত হইল। নেপোলিয়ান দেখিতে দেখিতে ফরাসী-দিগের মধ্যে দেড় লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন এবং আত্মগৌরবের প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া স্বদেশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার অভিপ্রায়ে পককেশ, সুবিজ্ঞ, সেনা-পতি মোরোর অধীনে তাহাদিগকে স্থাপিত করিলেন। কিরূপ ভাবে যুদ্ধারম্ভ করা কর্ত্তব্য, সে সম্বন্ধে নেপোলিয়ান সেনাপতি মোরোর নিকট তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিলেন। যদি মোরো এই অভিমতানুসারে যুদ্ধারম্ভ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তির সীমা থাকিত না; কিন্তু সেই বৃদ্ধ সেনাপতি তদনুসারে কার্য্য করিতে সাহসী হইলেন না। কারণ, এই ভাবে কার্য্য করিতে যে সাহস, প্রতিজ্ঞা ও অধ্যবসায়ের আবশ্যক, তাহা কেবল নেপোলিয়া-নেরই ছিল। তথাপি নেপোলিয়ান বলিলেন,—"আমি মোরোকে দেড়লক্ষ সুশিক্ষিত বহুদর্শী ফরাসী সৈন্য প্রদান করিয়া অশিক্ষিত যুদ্ধানভিজ্ঞ ষাইট হাজার মাত্র সৈন্য লইয়া অধিকতর সঙ্কটময় রণক্ষেত্রে প্রবল বিপক্ষের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করিব।"

মার্শেল মেলাস এক লক্ষ চল্লিশ হাজার অষ্ট্রীয় সৈন্য লইয়া ইতালীদেশের সমস্ত পথঘাট রুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং মহা উৎসাহ ও পরিপূর্ণ বিশ্বাসভরে ফরাসীদেশের অভিমুখে অগ্রসর রহইতেছিলেন। নেপোলিয়ান তাঁহার অশি-ক্ষিত সৈন্যদল লইয়া এই যুদ্ধোন্মত্ত প্রবল বলশালী সুশিক্ষিত সৈন্যগণের সম্মুখীন হওয়া কর্ত্তব্য জ্ঞান করিলেন না। তিনি দুরারোহ পথহীন দুর্গম আল্পস গিরিশিখরে আরোহণপূর্ব্বক সসৈন্যে মেলাসের সৈন্যমণ্ডলীর উপর আগ্নেয়-গিরির ধাতু-স্রাবের ন্যায় মহাবেগে নিপতিত হইবেন, এই সংকল্প করি-লেন। পাছে অষ্ট্রীয় সেনাপতি নেপোলিয়ানের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সংকল্পে বাধা প্রদান করেন, এই ভাবিয়া নেপোলিয়ান তাঁহার অভিসন্ধি সকলের অজ্ঞাত রাখিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হইল না; ইংরাজ ও অষ্ট্রীয়গণের গুপ্তচর সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে-ছিল; তাহাদের মুখে শত্রুগণ নেপোলিয়ানের গুপ্ত অভি-সন্ধি জানিতে পারিলেন, কিন্তু সে কথায় কাহারও বিশ্বাস হইল না। তাঁহারা জানিতেন, নেপোলিয়ান যে পথ অবল-ম্বন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহা মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব, নেপোলিয়ান মনুষ্য মাত্র।

বাস্তবিকই নেপোলিয়ানের সংকল্প সিদ্ধ করা মনুষ্যের পক্ষে নিরতিশয় দুঃসাধ্য ছিল; ফরাসীদেশের পূর্ব্বসীমান্তে দ্রাক্ষাকুঞ্জ-শোভিত, হরিৎ-লতা-পত্র-ভূষিত, চির-উর্ব্বর প্রান্তরের প্রান্তভাগে আল্পস গিরিমালা উন্নতমস্তকে দণ্ডায়-মান রহিয়াছে। তাহার চির-তুষার-মণ্ডিত, সৌরকর-চুম্বিত, অভ্রভেদী শিখররাজি হিরন্ময় কিরীটের ন্যায় বিরাজমান, শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ সমুন্নত পাষাণ-প্রাচীরের ন্যায় শত শত ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ; তাহাদের পাদদেশে অবস্থিত চির-অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন ভীষণদর্শন গিরিকন্দরে অসংখ্য নির্ঝর-নির্ম্মুক্ত নিত্য-কল্লোলিত সলিলস্রোত ফেনরাশি মস্তকে ধারণপূর্ব্বক খরবেগে গভীর গর্জ্জনে প্রবাহিত হইতেছে। এই সরল গিরি-দেহের নিম্নে, উর্দ্ধে, সর্ব্বস্থানে বৃহৎকায় বৃক্ষসমূহ জটিলভাবে অবস্থিত যে, তাহা ভেদ করিয়া পর্ব্বতারোহণ করা মনুষ্যের নিকট কল্পনাতীত ব্যাপার বলিয়া প্রতীয়মান হইত। পর্ব্ব-তের উপর দিয়া কোন কোন স্থানে যে সংকীর্ণ পথরেখা আছে, পার্ব্বত্য ছাগসমূহ সে পথে অতি সাবধানে চলিতে পারে। সেই সকল পথের মধ্যেও স্থানে স্থানে পাতালস্পর্শী গহ্বর; অসতর্কভাবে পদক্ষেপ করিলে যে কোন মুহূর্ত্তে সেই সকল গিরিগুহায় নিক্ষিপ্ত হইয়া অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে চিরবিলীন হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল। কোথাও বা পথ এত সংকীর্ণ যে, এক জন লোকের পদসংস্থাপনের পক্ষেও তাহা যথেষ্ট নহে। তাহার এক দিকে ক্রোশব্যাপী নিম্নভূমি, অন্য দিকে সহস্র সহস্র ফিট উচ্চ শৃঙ্গ, সৌর-করোজ্জ্বল শুভ্র মেঘ সেই শৃঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে; তাহার বহু নিম্নে মুক্তপক্ষ ঈগল বায়ুপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছে। একে ত সেই পার্ব্বত্য পথে এইরূপ দুর্গম, তাহার উপর হিমশিলা বিগলিত হইয়া যখন সঞ্চরণশীল ভূধর-শিখরবৎ মহাবেগে যুগপৎ সহস্র সহস্র বজ্র-নিনাদের ন্যায় বিকটগর্জ্জনে নিম্নতর ভূমিতে অবতরণ করিতে থাকে, তখন মনে হয়, সৃষ্টির সমস্ত চিহ্ন তাহার সংঘর্ষণে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এই প্রকার বিবিধ বিপদের সম্ভাবনা বশতঃ কোন মনুষ্য সেই ভয়াবহ পথে আরোহণ করে না, মৃগাদি পশুও পর্ব্বতের সেই সকল দুরারোহ অংশে পদক্ষেপ করিতে সাহসী হয় না।

এই ভীতিসঙ্কুল দুরারোহ গিরিশিখরমালা উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক নেপোলিয়ান অষ্ট্রীয় সৈন্যগণের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। দুই এক জন নহে, অস্ত্রধারী ষষ্টি

সহস্র সৈন্য, বহুসংখ্যক সুবৃহৎ কামান, বহু সহস্র মণ গোলা-গুলী ও আবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী সঙ্গে লইবার নিমিত্ত তিনি প্রস্তুত হইলেন, নেপোলিয়ানের সংকল্প গোপনে রহিল না। তিনি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন, তাহা মনুষ্যের পক্ষে দুঃসাধ্য। এই জন্য ইংলণ্ড ও অষ্ট্রিয়া তাঁহার প্রতি বিদ্রূপবাক্য বর্ষণ করিলেন। তাঁহারা বিশ্বাস করিলেন, নেপোলিয়ান অসম্ভব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা জানিতেন না, অন্যের পক্ষে যাহা অসম্ভব, নেপোলিয়ানের নিকট তাহা দুঃসাধ্য নহে।

নেপোলিয়ান বিভিন্ন স্থানে সৈন্য ও রসদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতের সন্নিকটে যে সকল কৃষক বাস করিত, তাহাদের গর্দ্দভগুলি দ্বারা ভারবহনের জন্য নেপোলিয়ান তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলেন; যেন কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তিপ্রভাবে পথের দুই ধারে সারি সারি অস্ত্রাগার নির্ম্মিত হইল, সুনিপুণ কর্ম্মকারগণ অকর্ম্মণ্য কামান ও কামান-বহনের শকটসমূহের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইল। ভারবহনোপ-যোগী বহুসংখ্যক শকট নির্ম্মিত হইতে লাগিল। আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি বহনের জন্য প্রচুর পরিমাণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আধার নির্ম্মিত হইল। পর্ব্বতপথে অকর্ম্মণ্য দ্রব্যাদির সংস্কারের জন্য একদল কর্ম্মকার নিযুক্ত হইল।

অনন্তর পর্ব্বতের প্রত্যেক অংশে এক একটি চিকিৎসা-লয় স্থাপন করা হইল; পীড়িত ও আহত সৈন্যগণের চিকিৎ-সার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি সংরক্ষিত হইল। পর্ব্বতের শিখরদেশে পরিশ্রান্ত সৈন্যগণের পরিশ্রম ও ক্ষুধা বিদূরিত করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে রুটি, মাখন ও সুরা আনীত হইল। ফরাসী সৈন্যগণের সুখ-স্বচ্ছন্দতা-বিধানের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া নেপোলিয়ান মনে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে নেপোলিয়ান তুলারি হইতে রণযাত্রা করিলেন। শকটে আরোহণপূর্ব্বক তিনি তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী যোসেফিনকে সুমধুরস্বরে বলিলেন, "বিদায়, প্রিয়তমে, ইতালী চলিলাম। তোমাকে ভুলিব না, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।"

নেপোলিয়ানের ইঙ্গিতমাত্র সৈন্যগণ চলিতে আরম্ভ করিল; তিনি তাহাদের অধিনায়ক হইয়া বিদ্যুদ্গতিতে অগ্রসর হইলেন। অনতিবিলম্বে তাঁহারা উচ্চ গিরিরাজির পাদভূমিতে উপনীত হইলেন। এখানে উপস্থিত হইয়া নেপোলিয়ান তাঁহার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যগণের অশ্ব, অস্ত্র-শস্ত্র, এমন কি, বিনামা ও পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিলেন; কোন পদার্থ ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া মনে হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার পরিবর্ত্তনের অনুমতি করিলেন। তাঁহার উৎসাহপূর্ণ অগ্নিময় বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া প্রত্যেক সৈন্যের বীরহৃদয় পুলকে স্পন্দিত হইতে লাগিল। নেপোলিয়ান দুই জন সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারকে পথের সন্ধানে প্রেরণ করিলেন; তাঁহাদিগকে বলিলেন, "সম্মুখে কোন প্রকার বাধা দেখিলে তাহা দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।"

ইঞ্জিনিয়ারদ্বয় যথাকালে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক বলিলেন, "পথ ভয়ানক দুরারোহ, প্রতিপদে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা বিরাট পাষাণ প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান।"

নেপোলিয়ান আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই পথ অতিক্রম করা সম্ভব ত?"

"বোধ হয়, অসম্ভব নয়," ইঞ্জিনিয়ার সন্দিগ্ধ-চিত্তে এই উত্তর প্রদান করিলেন।

"তবে অগ্রসর হও"—উৎসাহে নেপোলিয়ান এই আদেশ প্রচার করিলেন।

প্রত্যেক সৈন্য নিজের বন্দুক, কয়েক দিনের উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য এবং কতকগুলি টোটা সঙ্গে লইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিল। দুরারোহ পার্ব্বত্য-পথে একজন করিয়া সৈন্য চলিতে লাগিল, কামানের শকটচক্র মনুষ্যের স্কন্ধে উঠিল। অশ্বারোহী সৈন্যগণকে পদাতিক সৈন্যদল অপেক্ষা অনেক অধিক অসুবিধা সহ্য করিতে হইল। উচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ করিবার সময় অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া থাকা দুর্ঘট দেখিয়া সৈন্যগণ অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক অশ্বসমূহকে আকর্ষণ করিয়া পদব্রজে চলিতে লাগিল।

অতঃপর পর্ব্বত হইতে অবতরণ আরও কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিল। অশ্বারোহিগণ অগ্রগামী হইয়া তাহাদের অশ্বসমূহকে আকর্ষণ করিয়া নামাইতে লাগিল। অশ্ব একটু চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলে আর রক্ষা ছিল না; অনেক অশ্ব ও অশ্বারোহীর পদস্খলন হওয়াতে তৃণপূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন গিরি-গুহায় নিপতিত হইয়া তাহারা প্রাণত্যাগ করিল।

কামানগুলি বহন করা আরও কঠিন হইল। কতকগুলি অশ্বতরকে কামান টানিবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল;

আল্পস্ উল্লঙ্ঘন

[১৪৫ পৃষ্ঠা

কিন্তু দুর্গম পথে তাহাদের দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হইল না; তখন নেপোলিয়ানের আদেশে দলে দলে পদাতিক-সৈন্য অশ্বতরের স্থান অধিকার করিল। এক একটি কামান টানিবার জন্য শত শত লোক নিযুক্ত হইল; নেপোলিয়ান কতকগুলি শ্রমজীবীকে প্রত্যেক কামান নামাইবার জন্য এক শত ফ্রাঙ্ক হিসাবে পুরস্কার-প্রদানের অঙ্গীকার করিলেন; কিন্তু অর্থানুরোধে তাহারা এই দুষ্কর কর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইল না। অবশেষে নেপোলিয়ান মধুরস্বরে তাঁহার সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন; সৈন্যেরা সেনাপতির উৎসাহ-বাক্যে নবজীবন লাভ করিয়া প্রাণপণে কামানগুলি আকর্ষণ করিতে লাগিল; একদল সৈন্য বিশ্রান্ত হইলে আর একদল তাহাদের স্থান অধিকার করিতে লাগিল। দূরব্যাপী কুহেলিকাসমাচ্ছন্ন সমুচ্চ পর্ব্বতশিখরে অনুর্ব্বর, অসমতল, পিচ্ছিল শিলাভূমির উপর সমুজ্জ্বল পরিচ্ছদধারী সশস্ত্র সহস্র সহস্র বীর-পুরুষ গগন-বিহারী অলোক-সুন্দর অপ্সরাদলের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল; তাহাদের সমবেত কণ্ঠের উন্মাদনাময় উল্লাসরবে,তাহাদের রণভেরীর গম্ভীর নিনাদে পর্ব্বতের প্রতি শৃঙ্গ, প্রত্যেক গিরিগহ্বর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; ঈগল পক্ষী তাহাদের পদতলে উড্ডীন হইয়া বিদীর্ণকণ্ঠে তীব্র চীৎকার আরম্ভ করিল; পার্ব্বত্য ছাগদল তাহাদের মনুষ্য-সমাগম-বর্জ্জিত আবাসভূমিতে সহসা সহস্র সহস্র মনুষ্যের আবির্ভাব দেখিয়া ও ভৈরব হুঙ্কার শ্রবণ করিয়া শত লম্ফে শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে পলায়নপূর্ব্বক বহুদূর হইতে ভয়-চকিত-নেত্রে ফরাসী সৈন্যগণের অদ্ভুত কর্ম্ম নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

পর্ব্বতের ঊর্দ্ধদেশে আরোহণপূর্ব্বক চল্লিশ সহস্র পরিশ্রান্ত সৈন্য উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। পান ও ভোজনে তাহাদের শ্রান্তি, অল্পকালের মধ্যেই অপনীত হইল। তাহারা আবার দ্বিগুণ উৎসাহে পর্ব্বত হইতে অবতরণের জন্য প্রস্তুত হইল; আবার দশ-ক্রোশ-ব্যাপী সৈন্যের শ্রেণী বিসর্পিত-গতিতে দুর্গম শিলা-ভূমির উপর দিয়া অতি সাবধানে অগ্রসর হইতে লাগিল। নেপোলিয়ান সৈন্যশ্রেণীর পশ্চাতে অশ্বতরে আরোহণপূর্ব্বক চলিতে লাগিলেন। মেঘনির্ম্মুক্ত আকাশ, উজ্জ্বল সূর্য্য-কিরণে পার্ব্বত্য-প্রকৃতি পরিপ্লাবিত; নেপোলিয়ান গম্ভীর-ভাবে চিন্তাকুলচিত্তে প্রকৃতির সেই নগ্ন শোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে একজন পথপ্রদর্শকের সহিত অগ্রসর হইলেন; এক একবার তাঁহার তরুণবয়স্ক সহচরের সহিত তিনি সদয়ভাবে আলাপ করিতে লাগিলেন, তাহার সুখের দুঃখের কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; সে প্রাণ খুলিয়া নেপোলিয়ানকে সকল কথা বলিতে লাগিল। সে বলিল, সেই পর্ব্বতেই তাহার হৃদয়ের আরাধ্যদেবতা প্রিয়তমা প্রণয়িনী বাস করে; সেই পর্ব্বত-বক্ষোবাসিনী কোমলপ্রাণা বালিকা তাহাকে বড় ভালবাসে। হৃদয়ের সেই অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে আপনার করিবার জন্য যুবকের কত আগ্রহ; কিন্তু সে আগ্রহ পূর্ণ হওয়া সহজ নহে। যুবক বড় দরিদ্র, তাহার গৃহ নাই, আশ্রয় নাই, কিরূপে তাহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে?—নেপোলিয়ান একলক্ষ বিংশতি সহস্র শত্রু-সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন; ইংলণ্ড ও অষ্ট্রিয়ার সমবেত সৈন্য তাঁহার বিরুদ্ধে সজ্জিত হইয়াছে; সহস্র বিভিন্ন চিন্তায় তাঁহার হৃদয় আচ্ছন্ন; তথনও তিনি দুর্গম গিরিপ্রান্তে তাঁহার অশিক্ষিত পথপ্রদর্শকের সুখ-দুঃখের কাহিনী শ্রবণে সমুৎসুক! নেপোলিয়ানের হৃদয় মনুষ্যজাতির প্রতি সহানুভূতি-পূর্ণ ছিল; সামান্য অনুচরের প্রতি এই ব্যবহারে সেই বিশ্বজনীন মহানুভূতির বিকাশ মাত্র।

নেপোলিয়ান যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পথ-প্রদর্শককে.তাহার আশাতিরিক্ত পুরস্কার প্রদানপূর্ব্বক বিদায় করিলেন; বিদায়দানের পূর্ব্বে তিনি পকেট হইতে একটি পেন্সিল বাহির করিয়া একখণ্ড কাগজে কয়েক ছত্র লিখিয়া তাহার হস্তে অর্পণ করিলেন; বলিলেন, "এই পত্র লইয়া যাও; পর্ব্বতের অপর পারে যে সৈন্যাধ্যক্ষ আছেন, তাঁহার হস্তে দিবে।" পথপ্রদর্শক সৈন্যাধ্যক্ষকে সেই পত্র প্রদান করিয়া জানিতে পারিল যে, যাঁহাকে পথ-প্রদর্শন করিয়া লইয়া গিয়াছে, তিনি স্বয়ং প্রধান সেনাপতি নেপোলিয়ান বোনাপার্ট। নেপোলিয়ানের সেই পত্রের মর্ম্মানুসারে দরিদ্র পথপ্রদর্শক একটি সুন্দর গৃহ ও কয়েক বিঘা জমি প্রাপ্ত হইল। এইরূপে নেপোলিয়ানের অনুগ্রহে তাহার প্রথম যৌবনের প্রেমস্বপ্ন অতি অল্পকালের মধ্যে সত্যে পরিণত হইল। পর্ব্বতের এক নিভৃত প্রান্তে শান্তিপূর্ণ কুটীরে নেপোলিয়ানের সেই পথপ্রদর্শক যুবক তাহার প্রণয়িনীর সহিত সুদীর্ঘকাল পরমসুখে অতিবাহিত করিয়াছিল, সে নেপোলিয়ানকে তাহার হৃদয়ের উপাস্য দেবতাজ্ঞানে চির-জীবন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ ছিল।

অতঃপর নেপোলিয়ানের সৈন্যমণ্ডলী আয়োস্তা নদীর তীরভূমি দিয়া অগ্রসর হইল। তখন বসন্তকাল, গিরি-উপত্যকা মনোহর বেশে সজ্জিত হইয়া সৈন্যশ্রেণীর নয়ন মুগ্ধ করিতে লাগিল; সূর্য্যালোকে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর, দ্রাক্ষাকুঞ্জ, নয়নাভিরাম উপবনসমূহ সেই নব-বসন্তে উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করিয়াছিল, নব-কুসুমিতা শ্যামল-বল্লরী সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্যপথের উভয় পার্শ্বভূমি আচ্ছন্ন করিয়া সুমধুর গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছিল। এই হৃদয়-বিমোহন দৃশ্যের মধ্যে ফরাসী সৈন্যগণের মনে আনন্দের সীমা রহিল না। তাহারা দুর্গম পার্ব্বত্য-পথ অতিক্রম করিয়াছে, মহা উৎসাহে তাহারা গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কিন্তু তখনও তাহাদের পথকষ্টের অবসান হয় নাই। যে উপত্যকাপথে তাহারা অগ্রসর হইতেছিল, ক্রমে তাহা সঙ্কীর্ণতর হইতে লাগিল। তাহারা দেখিল, উভয় পার্শ্বে অসমতল অত্যুচ্চ গিরিপৃষ্ঠ, সম্মুখে আয়োস্তা-সলিল-প্রবাহ শিলাস্তূপের উপর দিয়া শুভ্র ফেনরাশি বক্ষে ধারণপূর্ব্বক লাফাইয়া চলিয়াছে, তাহার তীরদেশ বহিয়া অতি কষ্টে অগ্রসর হওয়া যায়; তাহার পরই নদীর বক্ষোভেদ করিয়া নভঃপথে সমুত্থিত প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গের ন্যায় একটি ভীষণ-দর্শন দুর্গ দুর্গম গিরিপৃষ্ঠে সংস্থাপিত। ইহার চারিদিকে কামানশ্রেণী নৈপুণ্যের সহিত সজ্জিত রহিয়াছে—আর পদ-মাত্র অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।

সম্মুখবর্ত্তী এই দুস্তর বিঘ্নের সংবাদ মুহূর্ত্তমধ্যে সৈন্যশ্রেণীর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। নেপোলিয়ান তৎক্ষণাৎ পশ্চাভাগ হইতে সৈন্যমণ্ডলীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে একটা অধিত্যকায় অবতরণপূর্ব্বক কতকগুলি শিলাখণ্ডের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া তাঁহার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সেই দুর্গ ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতশৃঙ্গ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন;—দেখিলেন, এই দুর্গের উর্দ্ধে একটি স্থান আছে; বহু কষ্টে সেখানে কামান উত্তোলন করা যায় এবং সেখানে শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ হইতে পারে।

তখন নেপোলিয়ান অতি সতর্কতার সহিত তাঁহার সৈন্যগণকে গিরিশৃঙ্গের সেই উচ্চতর অংশে ধাবিত হইবার আদেশ প্রদান করিলেন; অশ্বারোহী সৈন্যগণ একটির পর একটি বহু কষ্টে মনুষ্যের অনধ্যুষিত সেই শৃঙ্গ লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল। দুর্গস্থ অষ্ট্রীয় সৈন্যগণ সবিস্ময়ে, সভয়-চিত্তে দেখিল, দলে দলে ফরাসী সৈন্যগণ পর্ব্বতের গাত্রের সহিত সংলিপ্ত হইয়া অগ্রসর হইয়াছে, কামান বা বন্দুকের গুলী তাহাদের অঙ্গস্পর্শ করিতে পারে না। পঁয়ত্রিশ হাজার ফরাসী সৈন্য এইরূপে তাহাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল।

অবশেষে নেপোলিয়ান সসৈন্যে পর্ব্বতের সেই উচ্চ অংশে উপস্থিত হইলেন। এই গুরুতর পরিশ্রমে তিনি এত কাতর হইয়াছিলেন যে, একটি শিলাখণ্ডের ছায়ায় শয়ন করিবামাত্র গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলেন। পাছে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই ভয়ে সৈন্যগণ অত্যন্ত নীরবে অবস্থান করিতে লাগিল; বহুদর্শী বৃদ্ধ সেনাপতিবর্গ অদূরে বসিয়া স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহাদের সেই যুবক পরিচালকের শ্রমখিন্ন দেহ ও পাণ্ডুর বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে অষ্ট্রীয় সেনাপতি তাঁহার দুর্গে বসিয়া নেপোলিয়ানের সৈন্যচালনা দূরবীক্ষণযোগে নিরীক্ষণপূর্ব্বক সেনাপতি মেলাসকে লিখিলেন, আবারিদো গিরিশিখরের সম্মুখ দিয়া শত্রুপক্ষের প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার পদাতিক ও চারি সহস্র অশ্বারোহী অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু তাহারা একটিও কামান সঙ্গে লইতে পারে নাই; কামান লইয়া যাওয়া এ পথে অসম্ভব। যখন তিনি এই পত্র লিখিতেছিলেন, তখন প্রায় অর্দ্ধেক কামান ও গোলাগুলী, বন্দুক তাঁহার দুর্গের পাদভূমি অতিক্রমপূর্ব্বক নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল।

তাহার পর গভীর রাত্রে সেই পার্ব্বত্য-দুর্গের অদূরবর্ত্তী পথে ফরাসী সৈন্যগণ অতি নিঃশব্দে তৃণরাজি বিস্তার করিয়া তাহার উপর দিয়া সুবৃহৎ কামানের শকটগুলি লইয়া চলিল, যাহাতে কিছুমাত্র শব্দ না হইতে পারে, সে জন্য শকটচক্রগুলি স্থূল-বস্ত্রে আবৃত করা হইল এবং ঘর্ষণ-জনিত শব্দ নিবারণের নিমিত্ত চক্রগহ্বরে তৈল প্রদান করা হইল, এইরূপে উপর্য্যুপরি দুই রাত্রির পরিশ্রমে অস্ত্র-শস্ত্র সমস্ত যথাস্থানে নীত হইল। দুর্গ অবরোধের সমস্ত আয়োজন শেষ হইয়া গেলে। কয়েক দিনের মধ্যে এই দুর্গ নেপোলিয়ানের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল।

মেলাস যখন এ সংবাদ পাইলেন, তখন তাঁহার মোহ-নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন, আর রক্ষা নাই, নেপোলিয়ান অসাধ্যসাধন করিয়াছেন। নেপোলিয়ান কি

ঐন্দ্রজালিক ? তিনি দুর্লঙ্ঘ্য আল্পস গিরিমালা অতিক্রমপূর্ব্বক অষ্ট্রীয় সৈন্যগণের রসদ সংগ্রহ এবং পলায়নের পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ইহা কি মানুষের কাজ ? কি ভয়ানক বিপদ্‌রাশি তাঁহার চতুর্দ্দিকে মৃত্যুচ্ছায়ার ন্যায় ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। ফরাসীদেশ আক্রমণের সংকল্প অচিরে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। কিরূপে অষ্ট্রিয়ায় সসৈন্যে প্রত্যাবর্ত্তন করা যায়, তাহাই তাঁহার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল। রণজয়ের সুখময় কল্পনায় মুগ্ধ হইয়া তিনি আকাশপথে কত সুরম্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন ; কুহকী নেপোলিয়ানের কুহক-দণ্ড-স্পর্শে সেই প্রাসাদ-শ্রেণী মুহূর্ত্তমধ্যে চূর্ণ হইয়া গেল। সুখ-শৈলের তুঙ্গ-শৃঙ্গ হইতে তিনি দুঃখময় রসাতলগর্ভে নিপতিত হইলেন।

কিন্তু নেপোলিয়ানেরও চিন্তার সীমা ছিল না। একে তাঁহার সৈন্যসংখ্যা নিতান্ত পরিমিত, তাহার উপর দুই-তৃতীয়াংশ সৈন্য অশিক্ষিত, এমন কি, তাহারা কখন কোন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয় নাই ; তাহাদিগকে লইয়া তিনি এক লক্ষ বিংশতি সহস্র শত্রুসৈন্যের গতিরোধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহারা যেমন শিক্ষিত, তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্র সেইরূপ উৎকৃষ্ট। নেপোলিয়ান এই দুষ্কর কার্য্যসাধনে কৃতসংকল্প হইয়া তাঁহার সৈন্যগণকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিলেন ; এই সকল দল শত্রুসৈন্যের সমস্ত পথ রোধ করিবার জন্য পর্ব্বতের নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। নেপোলিয়ান আহার-নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক অশ্বে আরোহণ করিয়া দিবারাত্রি সেই সকল সৈন্য-পরিচালনা করিতে লাগিলেন ; চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করিয়া শত্রুগণের গতি-বিধির সন্ধান অবগত হইতে লাগিলেন ; অমানুষিক পরিশ্রমে তাঁহার দিবারাত্রি অতিবাহিত হইতে লাগিল ; নেপোলিয়ান তাঁহার অবসন্নপ্রায় সৈন্যগণকে বীরোচিত-বাক্যে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

নেপোলিয়ান জানিতেন, শীঘ্রই শত্রুসৈন্যের সহিত একটি মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইবে। মেলাস আর কালক্ষয় না করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার সৈন্যশ্রেণী একত্র করিতে লাগিলেন। একদিন সেনাপতি লেন্স ও মুরাট নেপোলিয়ানের নিকট হইতে একখানি সংক্ষিপ্ত পত্র পাইলেন। তাহাতে লিখিত ছিল,—"ষ্ট্রাভেলা নদীর তীরে তোমাদের সৈন্যসমাবেশ কর, ৮ই কিংবা ৯ই তারিখে পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশ সহস্র অষ্ট্রীয় সৈন্য তোমাদের সম্মুখীন হইবে। তাহাদিগকে ধ্বংস করা চাই। তাহা হইলে মেলাসের সহিত আমাদের যে মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা আছে, তাহাতে এই পরিমাণ অষ্ট্রীয় সৈন্য বাদ পড়িবে।

নেপোলিয়ানের উক্তি সত্য হইয়াছিল। অষ্টাদশ সহস্র অষ্ট্রীয় সৈন্য মন্তেবেলো নামক স্থানে লেন্স-পরিচালিত ফরাসী-সৈন্যের সম্মুখীন হইল। লেন্সের অধীনে তখন আট সহস্র মাত্র সৈন্য। লেন্স ভীষণবেগে তাঁহার দ্বিগুণের অপেক্ষাও অধিকসংখ্যক অষ্ট্রীয়-সৈন্য আক্রমণ করিলেন ; অষ্ট্রীয় সৈন্যরেখা হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী আসিয়া ফরাসীদিগের উপর পড়িতে লাগিল, বেলা এগারটা হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত সমানভাবে যুদ্ধ চলিল, অবশেষে তিন সহস্র ফরাসী-সৈন্য সেই রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জনপূর্ব্বক যুদ্ধজয় করিল ; অষ্ট্রীয়গণ ফরাসী-প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল। কিন্তু তাহাদের তিন সহস্র সৈন্য নিহত হইল, ছয় সহস্র অষ্ট্রীয় সৈন্য ফরাসীহস্তে বন্দী হইল। নেপোলিয়ান যুদ্ধের প্রারম্ভেই লেন্সের সাহায্যার্থ ধাবিত হইয়াছিলেন, ফরাসীসৈন্য বিজয়লাভ করিলে তিনি লেন্সের সৈন্যরেখার মধ্যে উপস্থিত হইলেন—দেখিলেন, মহাবীর লেন্স শ্মশানতুল্য ভীষণ, মৃতদেহসমাচ্ছন্ন রণভূমিতে অগণ্য মৃত সৈনিকের মধ্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহার উন্মুক্ত কৃপাণ শোণিতপ্লাবিত, দেহ অবসন্ন, বারুদ ও ধূমে তাঁহার মুখ মসীবর্ণ ধারণ করিয়াছে, নর-শোণিতে তাঁহার পরিচ্ছদ সিক্ত, বহু স্থান বিদীর্ণ। নেপোলিয়ান নীরব হাস্যে তাঁহার সাহসী সহযোগীকে আলিঙ্গন করিলেন। সেই রণজয়ের পুরস্কারস্বরূপ লেন্স 'ডিউক অব মন্তেবেলো' এই গৌরবপূর্ণ পদবী লাভ করিলেন। এই পদবী লেন্সের বংশানুগত হইয়াছিল।

এইরূপে মহা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে বিজয়লাভ করিয়া ফরাসী সৈন্যমণ্ডলীর উল্লাসের সীমা রহিল না। অষ্ট্রীয়গণ অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। মেলাস নেপোলিয়ানকে আক্রমণের জন্য বিপুল আয়োজন করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৪ই জুন অতি প্রত্যূষে তিনি সাত সহস্র অশ্বারোহী, দুই শত কামান এবং তেত্রিশ হাজার পদাতিক সৈন্যের সহিত মারেঙ্গোর প্রান্তরে ফরাসীসৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। ফরাসী সৈন্যের পরিমাণ বিংশতি সহস্রের অধিক ছিল না। ফরাসী-সেনাপতি দেশাইএর অধীনে ছয় সহস্র সৈন্য মারেঙ্গোর ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিতি

করিতেছিল। যুদ্ধের দিন তাহাদের সাহায্য পাইবার কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না; সুতরাং ফরাসী সৈন্যগণের জয়-লাভের আশা সুদূরপরাহত হইয়া উঠিল।

কিন্তু বহুদূর হইতে কামানের গর্জ্জন সুদূরবর্ত্তী মেঘ-মন্দ্রের ন্যায় দেশাইয়ের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তিনি তখন শয্যায় শয়নপূর্ব্বক বিশ্রাম করিতেছিলেন; কামানের শব্দ শুনিয়াই তিনি এক লম্ফে শয্যা ত্যাগ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সৈন্যগণকে সজ্জিত হইবার জন্য আদেশ করিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইল, অস্ত্রীয়গণ মহাবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল, ফরাসীগণ লোকাতীত সাহস প্রদর্শন করিল, কিন্তু শত্রু-আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না, দলে দলে ফরাসীসৈন্য গত-প্রাণ হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল, শ্রেণীভঙ্গ হইয়া ফরাসীগণ প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। দুই শত কামান প্রতিমুহূর্ত্তে গভীর গর্জ্জন করিয়া মৃত্যুস্রোতে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিল. সহস্র সহস্র মৃতদেহে রণক্ষেত্র সমাচ্ছন্ন হইল, নেপোলিয়ান নিরাশার সহিত একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন;—দেখিলেন, সম্মুখে মৃত্যু এবং পশ্চাতে অপমান তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য দণ্ডায়মান। বেলা তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া মেলাস পরিশ্রান্ত-দেহে শিবিরে প্রবেশ করিলেন, সেনাপতি জ্যাকের উপর তিনি রণজয়ের ভার সমর্পণ করিলেন। রণজয়ের অধিক বিলম্ব ছিল না, তাই সেনাপতি মেলাস শিবিরে উপস্থিত হইয়াই সমস্ত ইউরোপে তাঁহার রণজয়ের সংবাদ প্রেরণ করিলেন। তাঁহার এই রণজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া একজন বৃদ্ধ বহুদর্শী অস্ত্রীয় সেনা-পতি বলিয়াছিলেন,—"মেলাসের আত্মবিশ্বাস বড় বেশী। আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, আমাদের যুদ্ধজয় এখনও শেষ হয় নাই; পরাজিত নেপোলিয়ান শীঘ্রই আমাদের আক্রমণ করিবেন।"– এই সেনাপতি আরকোলা ও রিভোলির যুদ্ধে নেপোলিয়ানের পরিচয় পাইয়াছিলেন।

জয়-পরাজয়ের সন্ধি-মুহূর্ত্তে সেনাপতি দেশাই তাহার পরাক্রান্ত সৈন্যসমূহ লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন, বিদ্যুদ্গতিতে তিনি সর্ব্বাগ্রে নেপোলিয়ানের সম্মুখীন হইয়া রণক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক বলিলেন,—"দেখিতেছি, আমাদের পরাজয় হইয়াছে; আপনার পরা-জয়ের অংশগ্রহণ ভিন্ন বোধ করি, আমার পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব নহে।"

নেপোলিয়ান তখনও স্থির, অচঞ্চল; অব্যাকুলভাবে বলিলেন,—"আমার বিশ্বাস, আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করিব, শত্রুদলকে অবিলম্বে আক্রমণ কর।"

তখন দেশাই তাঁহার অধীনস্থ মত্তমাতঙ্গতুল্য তেজস্বী দশ সহস্র সৈন্যকে শত্রুবাহিনীর উপর পরিচালিত করিলেন। ঠিক সেই সময়ে নেপোলিয়ান সেনাপতি কেলারম্যানকে তাঁহার অধীনস্থ অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা অস্ত্রীয়গণকে আক্রমণ করিবার আদেশ করিলেন।

নেপোলিয়ান অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক পলায়নোন্মুখ সৈন্যগণকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "বন্ধুগণ, আমরা অনেক দূর পশ্চাতে হঠিয়া আসিয়াছি, এখন আমা-দিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। স্মরণ রাখিও, যুদ্ধক্ষেত্রে বিশ্রাম করাই আমাদের অভ্যাস।"

পলায়নপর সৈন্যগণ সেনাপতির উৎসাহবাক্যে প্রত্যা-বর্ত্তন করিয়া নব-বলে শত্রুগণকে আক্রমণ করিল। আবার মহাবেগে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, শ্রাবণের ধারার ন্যায় উভয়পক্ষে গুলীবর্ষণ হইতে লাগিল। একটি গুলী আসিয়া সেনা-পতি দেশাইয়ের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইল; তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন; প্রাণত্যাগের পূর্ব্বে তিনি তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যগণকে বলিয়াছিলেন,—"প্রথম কন্সলকে বলিবে, আমার মরণে এক দুঃখ থাকিল যে, কোন স্মরণীয় কার্য্য সংসাধন করিবার পূর্ব্বেই আমাকে ইহলোক হইতে বিদায়-গ্রহণ করিতে হইল।"

দেখিতে দেখিতে অস্ত্রীয় সৈন্যগণ শোচনীয়রূপে পরাস্ত হইল। যুদ্ধের সেই ঘোর বিশৃঙ্খলার মধ্যে নেপোলিয়ানের একজন পার্শ্বচর তাঁহার সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "দেশাই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।"

ইহার কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও দেশাই নেপোলিয়ানের সহিত কথোপকথন করিয়াছেন। সহসা দেশাইএর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া সেই শ্মশানতুল্য মহা-সমরক্ষেত্রে, নিদারুণ অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে সুহৃদ্‌বিয়োগবিধুর নেপোলিয়ান দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া কাতরস্বরে বলিলেন, "হায়, এখন আমার রোদন করিবারও অবসর নাই। অতি উচ্চ মূল্যে আজ এই বিজয়লাভ করিতে হইল।"

আর কোন আশা নাই দেখিয়া অস্ত্রীয়গণ প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। দ্বাদশ ঘণ্টা যুদ্ধের পর তাহাদের

মারেঙ্গোর যুদ্ধ

[১৪৮ পৃষ্ঠা
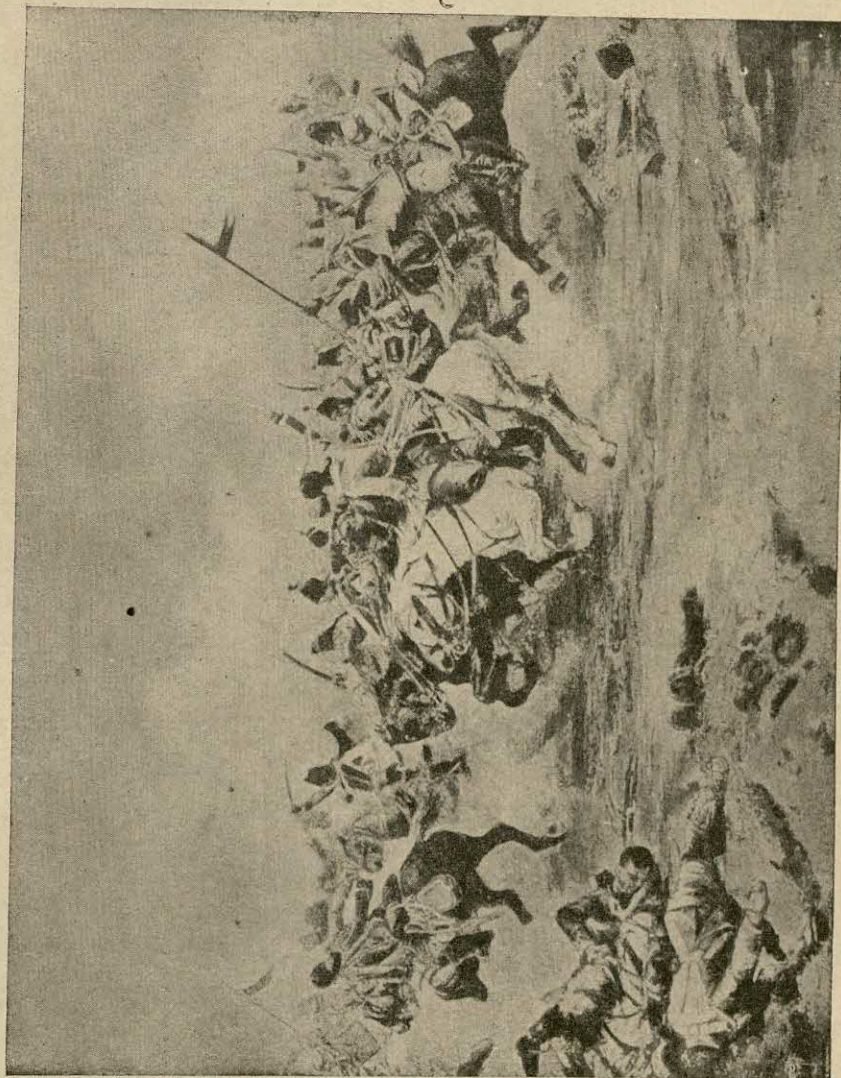
অতি শোচনীয় পরাজয় হইল। তপনদেব আরক্ত-নেত্রে ধীরে ধীরে অস্তাচলে প্রস্থান করিলেন; শোণিত-প্লাবিত, মৃতদেহে সমাচ্ছন্ন রণভূমি সন্ধ্যার অন্ধকারে আবৃত হইল, যুদ্ধক্ষেত্রের যে অবস্থা হইল, তাহা দেখিয়া দানবের মনেও বিভীষিকা উৎপন্ন হইত। প্রায় বিংশতি সহস্র বীর রণস্থলে হত ও আহত হইলেন; আহত বীরগণের হৃদয়ভেদী আর্ত্ত-নাদে, ছিন্নদেহ মৃতপ্রায় অশ্বের কাতর চীৎকারে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইয়া গেল। বন্দুক, কামান, তরবারি, শকট, বিশৃঙ্খলভাবে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া রণভূমির দৃশ্য অধিক-তর ভয়াবহ করিয়া তুলিল। চিকিৎসকগণ বহুসংখ্যক আহত সৈনিকের শুশ্রূষাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু আহতের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে, সকলের শুশ্রূষা অসম্ভব হইয়া উঠিল, তাহারা যন্ত্রণায় অধীর হইয়া মৃত্তিকা দংশন করিতে লাগিল।

অষ্ট্রীয়গণের এই ভীষণ পরাজয়ের পর তাহাদিগের শিবিরে ঘোর হাহাকার উত্থিত হইল। পলায়নের সকল পথ রুদ্ধ হওয়ায় তাহাদিগকে নেপোলিয়ানের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হইল। গভীর রাত্রে অষ্ট্রীয় শিবিরে এক সমর-সভা বসিল; তাহাতে স্থির হইল, সন্ধিস্থাপন অবশ্য কর্ত্তব্য। তদনুসারে পরদিন প্রভাতে নেপোলিয়ানের নিকট এক দূত প্রেরিত হইল। অষ্ট্রীয়গণ নেপোলিয়ানের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, যদি তিনি তাহাদিগকে বন্দী না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা ইতালী পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। নেপো-লিয়ান অষ্ট্রীয় দূতকে অতি ভদ্রতার সহিত তাঁহার শিবিরে গ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন, "অষ্ট্রীয়গণ যদি ইতালী পরিত্যাগ করিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে তিনি স্বদেশে নির্ব্বি-বাদে প্রস্থান করিতে দিবেন।" মেলাস দেখিলেন, তিনি নেপোলিয়ানের নিকট যে প্রস্তাব করিলেন, নেপোলিয়ান সেই প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন, সুতরাং তাঁহার আশা হইল, তিনি নেপোলিয়ানের নিকট আরও কিছু অধিকার লাভ করিতে পারেন, তদনুসারে তাঁহার নিকট আর একজন অষ্ট্রীয় দূত প্রেরিত হইল। নেপোলিয়ান বৃদ্ধ অষ্ট্রীয় সেনাপতির ধৃষ্টতায় বিরক্ত হইয়া বলিয়া পাঠাইলেন,"মহাশয়, আমি কথার কখন পরিবর্ত্তন করি না, কল্য প্রভাতেই আমি যুদ্ধ আরম্ভ করিব। এখন আপনার অবস্থা কিরূপ, তাহা আপনি বুঝিতে পারিতেছেন, আমারও অজ্ঞাত নাই। আপনার চতুর্দ্দিকে মৃত, আহত ও পীড়িত সৈন্যসমূহ পড়িয়া রহিয়াছে; আহারাভাবে আপনাদের কষ্টের অবধি নাই। এ সময় আমি যেরূপ ইচ্ছা, সেই সর্ত্তেই আপনাকে সন্ধিতে আবদ্ধ করিতে পারিতাম। কিন্তু আপনি বৃদ্ধ, আপনার সৈন্যগণ সাহসী, আপনাদের সম্মানরক্ষার্থ আমি কোন প্রকার অন্যায় দাবী করি নাই। আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, করিতে পারেন, আমি সন্ধির পরিবর্ত্তন করিব না।" অগত্যা পূর্ব্ব-সর্ত্তানুসারেই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করা হইল। ভিয়েনা হইতে সংবাদ না আসা পর্য্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত রহিল।

৭ই মে নেপোলিয়ান যুদ্ধার্থ পারী নগর পরিত্যাগ করেন, ১৪ই জুন মারেঙ্গোর সমরক্ষেত্রে অষ্ট্রীয়গণের শোচনীয় পরাজয় হইল। সুতরাং এই অল্পসময়ের মধ্যে তিনি ষষ্টি সহস্র সৈন্যের সহিত আল্পস্-শিখরমালা অতিক্রম-পূর্ব্বক একলক্ষ বিংশতি সহস্র মহা-পরাক্রান্ত যুদ্ধকুশল অষ্ট্রীয় সৈন্যমণ্ডলীকে পরাভূত করিয়া সমস্ত ইতালীর উপর আধিপত্য সংস্থাপিত করিলেন। নেপোলিয়ানের এই অদ্ভুত কর্ম্মে সমস্ত সভ্যজগতের লোক বিস্ময়মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন, গৌরব, আনন্দ ও উদ্দীপনায় ফরাসীজাতির হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল; ফরাসীদেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেক ফরাসীহৃদয় তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

অতঃপর নেপোলিয়ান মিলান নগরে প্রবেশ করিলেন এবং দশদিনকাল সেখানে অবস্থানপূর্ব্বক ইতালীর রাজ-নৈতিক সংস্কার-সাধনের জন্য দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি পো নদীর তীরদেশে অশীতি সহস্র বলবান্ সৈন্য সংস্থাপনপূর্ব্বক সেনাপতি মেসানাকে তাহাদের পরিচালনভার অর্পণ করিলেন। তিনি অনুমতি করিলেন, যে সকল দুর্গ ফরাসীগণের স্বদেশগমন-পথে বাধা উৎপন্ন করিবে, তাহা ধ্বংস করিতে হইবে। এই আদেশ প্রদান করিয়া নেপোলিয়ান ২৪শে জুন স্বদেশ-যাত্রা করি-লেন। সেনিসের গিরিপথ অবলম্বনপূর্ব্বক আল্পস্ পর্ব্বত অতিক্রম করিবার সময় নেপোলিয়ান কেলেরম্যানের পত্নীর শকট দেখিতে পাইলেন। কেলেরম্যানের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য তাঁহার স্ত্রী ইতালীযাত্রা করিয়াছিলেন। নেপো-লিয়ান মধ্যপথে তাঁহার শকট হইতে অবতরণ করিয়া

কেলেরম্যান-পত্নীর অভ্যর্থনা করিলেন এবং মারেঙ্গোর যুদ্ধে তাঁহার স্বামী যে অলোকিক বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, সে জন্য তিনি বীরপত্নীর নিকট যৎপরোনাস্তি আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

একদিন নেপোলিয়ান অশ্বারোহণে পথ অতিক্রম করিতেছিলেন, তাঁহার বিশ্বস্ত সহচর বুরে তাঁহার পার্শ্বে চলিতেছিলেন, বুরে কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন,—"প্রথম কন্সল যে গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি জগদ্বিখ্যাত হইবেন।"

নেপোলিয়ান গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"হাঁ, এই যুদ্ধের মত আর গোটাকত যুদ্ধ জয় করিতে পারিলে হয় ত আমার নাম ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের নিকট স্মরণীয় হইতে পারে।"

বুরে বলিলেন,—"চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিবার জন্য যাহা আবশ্যক, তাহারও কিছুই বাকি রাখেন নাই।"

"বাকি রাখি নাই?"—নেপোলিয়ান সবিস্ময়ে বলিলেন, —"তুমি বড় সদাশয়। এ কথা সত্য বটে যে, দুই বৎসরের মধ্যেই আমি কাইরো, মিলান, প্যারী জয় করিয়াছি; কিন্তু যদি আমি কা'ল প্রাণত্যাগ করি, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস, আমার কীর্ত্তিকাহিনীতে ইতিহাসের এক পৃষ্ঠার অর্দ্ধাংশের অধিক পূর্ণ হইবে না।"

নেপোলিয়ান পারিস নগরী অভিমুখে ধাবিত হইলেন। যে যে নগরের অভ্যন্তর দিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন, সেই সেই নগরেই তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য মহা সমারোহের আয়োজন হইতে লাগিল। নগরবাসিগণ আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। নগরে নগরে আতসবাজী, ঘণ্টাধ্বনি, সমরক্রীড়া প্রভৃতি আমোদ-উৎসব চলিতে লাগিল। রূপবতী যুবতীগণ রাজপথের উভয়পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইয়া সহাস্য-বদনে ব্রীড়াব্যঞ্জক কটাক্ষভঙ্গিতে বিজয়ী বীরের হৃদয় মুগ্ধ করিয়া তাঁহার গমনপথ প্রস্ফুটিত পুষ্পদামে আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। আট সপ্তাহ স্বদেশে অনুপস্থিত থাকিয়া ২রা জুলাই মধ্যরাত্রে নেপোলিয়ান ফরাসী রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

নেপোলিয়ান পারিসনগরীতে উপস্থিত হইলে নগরে জাতীয় উৎসবাদি আরম্ভ হইল। দলে দলে লোক নেপোলিয়ানকে দেখিবার জন্য তুইলান-রাজপ্রাসাদ-দ্বারে সমাগত হইতে লাগিল। বিভিন্ন সভা-সমিতি হইতে বহুসংখ্যক অভিনন্দনপত্র প্রদত্ত হইল। পারিসের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। নেপোলিয়ান প্রাসাদের বাতায়ন-পথ হইতে উন্মত্তপ্রায় অধীর নাগরিকবর্গকে দেখিয়া হর্ষভরে কহিলেন, "এই সকল লোকের আনন্দধ্বনি আমার নিকট যোসেফিনের কণ্ঠস্বরের ন্যায় প্রীতিকর। সর্ব্বসাধারণের এইরূপ প্রীতি-ভাজন হওয়া আমি অত্যন্ত সুখের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করি।"

চারি মাসের মধ্যে নেপোলিয়ান ফরাসীজাতিকে অবনতির নিম্নতর সোপান হইতে উন্নতির উচ্চ-শিখরে উত্তোলিত করিলেন। অরাজকতা অন্তর্হিত হইয়া রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি সংস্থাপিত হইল; রাজকীয় ধনভাণ্ডার অর্থে পূর্ণ হইয়া উঠিল, দেশের অসন্তোষ দূর হইয়া গেল, বৈদেশিক আক্রমণকারিগণ ফরাসীভূমি হইতে বিদূরিত হইল, শত্রুপক্ষের চক্রান্তজাল ছিন্নভিন্ন হইল। রণশ্রান্ত জাতি বহুদিনের পর নিরুদ্বেগে বিশ্রামসুখের অবসর লাভ করিল।

মারেঙ্গোর রণজয়ের সংবাদ অস্ট্রিয়া-রাজধানী ভিয়েনা-নগরে প্রচারিত হইবার দুই দিন পূর্ব্বে ইংলণ্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সমরানল প্রজ্বলিত রাখিবার জন্য অধিকতর উৎসাহে অস্ট্রিয়ার সহিত এক নূতন সন্ধি স্থাপন করিলেন। এই সন্ধির সর্ত্তানুসারে ইংলণ্ড অস্ট্রিয়াকে পাঁচ কোটি ফ্রাঙ্ক ঋণদানে সম্মত হইলেন। স্থির হইল, যত দিন যুদ্ধ চলিবে, তত দিন অস্ট্রিয়াকে এই অর্থের সুদ প্রদান করিতে হইবে না। অস্ট্রিয়া-সম্রাটের মন্ত্রিসভা স্বীকার করিলেন, ইংলণ্ডের অসম্মতিতে তাঁহারা যুদ্ধ স্থগিত করিবেন না। অস্ট্রিয়া-সম্রাটের সমূহ বিপদ্ উপস্থিত হইল; একদিকে এই সন্ধিপত্র উপেক্ষা করিয়া ফ্রান্সের সহিত বিবাদ হইতে নিবৃত্ত হওয়া তাঁহার নিকট যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান হইল না, অন্যদিকে তিনি বুঝিলেন, যদি এই যুদ্ধ চলিতে থাকে, তাহা হইলে নেপোলিয়ান তাঁহার বিশ্ববিজয়ী সৈন্যদল লইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার রাজধানী অভিমুখে ধাবিত হইবেন। সুতরাং উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি সময়-ক্ষেপণের জন্য সন্ধিপ্রার্থনায় পারিস নগরীতে এক দূত প্রেরণ করিলেন। নেপোলিয়ান জানিতেন যে, অস্ট্রীয়সম্রাট্ ফার্দ্দিনান্দ ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় জর্জ্জের সহিত গোপনে সন্ধি-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং তিনি অস্ট্রীয়সম্রাটের সহিত সন্ধিস্থাপনের সমুদয় আয়োজন শেষ

করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু নেপোলিয়ানের এই আয়োজন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া গেল; অস্ত্রীয় মন্ত্রিসভা নেপোলিয়ানকে লিখিলেন, "গ্রেটবৃটনের অসম্মতিতে অস্ত্রিয়া ফ্রান্সের সহিত সন্ধিস্থাপনে অসমর্থ, ইংলণ্ডের সহিত প্রথমে সন্ধির চেষ্টা করাই ফরাসী-গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।"

নেপোলিয়ান অস্ত্রীয় মন্ত্রিসভার এই পত্র পাইয়া তাঁহাদের কপটতা ও দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন, তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; কিন্তু সকল দিক্ বিবেচনাপূর্ব্বক ক্রোধ দমন করিয়া ধীরচিত্তে ইংলণ্ডের সহিত সন্ধিস্থাপনেই সম্মত হইলেন। তবে মিশর ও মাল্টাদ্বীপে ফরাসীসৈন্য ও রসদ-প্রেরণ-পথ রুদ্ধ করিতে তিনি সম্মত হইলেন না। ইংলণ্ড সমুদ্রের ঈশ্বরী; ফরাসীর স্বার্থ তাঁহার নিকট অপমানজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইল। নেপোলিয়ান বুঝিলেন, ইংলণ্ড সন্ধিস্থাপনের জন্য কিছুমাত্র ব্যাকুল নহেন; কারণ, ফরাসীজাতির সহিত তাঁহার স্বার্থসংঘর্ষণ উপস্থিত হয় নাই। ইংলণ্ডের সহিত সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা কার্য্যে পরিণত হইল না।

দ্বাদশ অধ্যায়

হোহেনলিন্দেনের যুদ্ধ—ইংলণ্ডের সহিত সন্ধি

দুই মাসকাল বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডায় অতিবাহিত হইল। অস্ত্রিয়া শান্তিস্থাপনের জন্য উৎসুক ছিলেন, কারণ, নেপোলিয়ানের ক্ষমতাবৃদ্ধি অপেক্ষা তাঁহার সসৈন্যে ভিয়েনা-যাত্রা অস্ত্রীয়সম্রাটের নিকট অধিকতর ভয়ানক বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল; কিন্তু অস্ত্রিয়া ঋণজালে ও সন্ধিপাশে ইংলণ্ডের দ্বারা এরূপ ভাবে বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, ইংলণ্ডের অনুমোদন ব্যতীত ফ্রান্সের সহিত কোন প্রকার সন্ধিস্থাপনে তাঁহার সামর্থ্য ছিল না। নেপোলিয়ান বুঝিলেন, অস্ত্রীয়সম্রাট্ স্তোকবাক্যে তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিয়া তাঁহার পরাজিত ও ছিন্নভিন্ন সৈন্যগণকে ফরাসীদের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত করিতেছেন।

নবেম্বর মাস আসিল। গিরিশ্রেণী তুষারপাতে শুভ্রবেশ ধারণ করিল, তুষারকণাবর্ষী সমীরণ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। নেপোলিয়ান আর বৃথা কালক্ষেপণ অকর্ত্তব্য জ্ঞান করিলেন; কোন প্রকার নৈসর্গিক প্রতিবন্ধক তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রতিকূলতাচরণ করিতে পারিবে না, তাহা তিনি জানিতেন।

এ দিকে অস্ত্রীয়সম্রাট্ও নিরুদ্যমভাবে কালক্ষয় করেন নাই, তিনি বহুস্থান হইতে নব সৈন্যদল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, সৈন্যগণের মধ্যে তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা আর্ক ডিউক জনের হস্তে সৈন্যপরিচালনভার অর্পিত হইল। নেপোলিয়ান প্যারীনগরীর রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকায় তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, সেনাপতি ব্রুনির হস্তে তিনি একটি সুবৃহৎ সৈন্যদলের ভার অর্পণ করিলেন। স্থির হইল, সৈন্যগণ মিনসিয়ো নদীর তীরদেশে উপস্থিত হইয়া ইতালীদেশে অবস্থিত অস্ত্রীয় সৈন্যগণকে আক্রমণ করিবে, তাহার পর অস্ত্রিয়া অভিমুখে ধাবিত হইবে। এই কার্য্যে সহায়তা করিবার নিমিত্ত সেনাপতি ম্যাকডোনাল্ড সেই ভয়ানক শীত ও তুষারপাতের মধ্যেই শ্লুগেন নামক গিরিপথ দিয়া আল্লস্ পর্ব্বত অতিক্রম করিলেন।

সেনাপতি মোরো আর কালবিলম্ব না করিয়া সুবৃহৎ সৈন্যদল লইয়া রাইন নদীতীরে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। আইজার ও ইন নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ বহুক্রোশ বিস্তৃত সুবিশাল অরণ্যে আচ্ছন্ন ছিল; সে অরণ্য সমুচ্চ ফার ও পাইন বৃক্ষে পরিপূর্ণ; দুর্ভেদ্য গুল্মজাল ও গুপ্ত গুহায় এই সকল বৃক্ষের পাদভূমি পরিব্যাপ্ত ছিল; ইহার কোন স্থানে মনুষ্যের সংস্পর্শ ছিল না, কেবল মধ্যভাগে কয়েকখানি জীর্ণকুটীরমাত্র বর্ত্তমান ছিল। এই স্থানটির নাম হোহেনলিন্দেন। এই বিস্তীর্ণ অরণ্যের মধ্যে সেনাপতি মোরো ষষ্টি সহস্র সৈন্যসমভিব্যাহারে ৩রা ডিসেম্বর রাত্রে আর্ক ডিউক জনের অধীনস্থ সপ্ততি সহস্র অস্ত্রীয় সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন।

মিউনিকের গৃহচূড়াসমূহে রাত্রি দ্বিপ্রহরের ঘণ্টাধ্বনি

হইবামাত্র উভয়পক্ষের সৈন্যগণ পরস্পরকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইল; বৃক্ষসমূহ হিমযামিনীর ঝটিকাবেগে আন্দোলিত হইতেছিল; তুষারকণা তুলারাশির ন্যায় বর্ষিত হইয়া অল্পকালের মধ্যে পথের চিহ্ন পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, কামানের সুবৃহৎ শকটসমূহ তাহার উপর দিয়া আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাওয়া দুরূহ হইল; পথশ্রান্ত সৈন্যগণ বিভিন্ন স্থানে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, এইরূপে উভয়পক্ষে সাক্ষাৎ হইল। অবিলম্বে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, সে অতি ভীষণ যুদ্ধ। সেই অন্ধকারের মধ্যে সুপ্ত নিশীথ-রাত্রে নিদ্রাহীন প্রেতের ন্যায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজার যোদ্ধা ক্রমাগত বজ্রনাদ করিতে লাগিল,কামানের গোলার আঘাতে শত শত মহীরুহ বজ্রাহতের ন্যায় ভূপতিত হইতে লাগিল। ঝটিকার বেগে সুবৃহৎ বৃক্ষসমূহ আন্দোলিত হইতেছে, তুষারপাতে সর্ব্বশরীর ভাসিয়া যাইতেছে, শত শত ব্যক্তি দারুণ আঘাতে ধরাশায়ী হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে, ক্লান্ত সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য উদ্দীপনাপূর্ণ-স্বরে রণবাদ্য নিনাদিত হইতেছে; সমস্ত শব্দ একত্র হইয়া প্রলয়ের অনুষ্ঠানবার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিল। ফরাসী ও অষ্ট্রীয় সৈন্যগণ উন্মত্তের ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত।—অনেক আহত ও মৃত সৈন্যে পর্ব্বতপ্রান্ত আচ্ছন্ন হইল, অস্ত্রাঘাতে যাহাদের মৃত্যু হইল না, তাহারা তিল তিল করিয়া মরিতে লাগিল। সেই ভয়ানক শীতে বরফপাতের মধ্যে অনাবৃত পর্ব্বতপ্রান্তে পতিত থাকা মৃত্যু-যাতনা অপেক্ষা অধিক যন্ত্রদায়ক।

প্রভাত হইল, পূর্ব্বাকাশ পরিষ্কার হইয়া আসিল, কিন্তু যুদ্ধের বিরাম নাই, প্রবলবেগে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। প্রায় বিংশ সহস্র বীরপুরুষ সমরক্ষেত্রে দেহ বিসর্জ্জন দিলেন, শুভ্র তুষাররাশি শোণিতরঞ্জিত হইয়া মনুষ্যের শোণিত-পিপাসার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। অবশেষে অষ্ট্রীয়গণ আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিল না; ফরাসীর জয় হইল, পঞ্চবিংশতি সহস্র অষ্ট্রীয় সৈন্য হত, আহত ও বন্দী হইল।

অষ্ট্রীয়গণ ভয়ে দানিয়ুব নদীর তীর দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। মোরো পলায়িত শত্রুর প্রতি ধাবিত হইলেন; তাহারাও ফরাসীসৈন্যের গুলীতে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ ভিয়েনা নগরের ত্রিশ মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়িল। সম্রাট্ দেখিলেন, অদূরে ফরাসী সৈন্য; তিনি নেপোলিয়ানের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। নেপোলিয়ান বলিলেন, "তাহাই হউক।" যথাসময়ে সন্ধি হইয়া গেল। এই সন্ধি এক ইংলণ্ড ব্যতীত সমস্ত ইউরোপের সহিত ফ্রান্সের সন্ধি। এই সন্ধির নাম 'রাইনের সন্ধি।' ইহাতে ফরাসী রাজ্যের সীমা নির্দ্ধারিত হইল; আদিজ পর্ব্বত ফরাসীদেশ ও অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের সীমান্তভূমিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। সন্ধির একটি ধারা এই হইল যে, যে সকল ইতালীয় অষ্ট্রিয়ার কারাগারে রাজনৈতিক অপরাধে অবরুদ্ধ আছে, তাহাদিগকে মুক্তিদান করিতে হইবে; নব-সাধারণ-তন্ত্রের উপর কেহ হস্তক্ষেপণ করিতে পারিবেন না, তাহাদের শাসনভার সম্পূর্ণরূপে তাহাদের হস্তে থাকিবে।

এই সময়ে ইউরোপ মহাদেশ ফরাসীভূমির সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেও ইংলণ্ড একাকী অদম্য উৎসাহের সহিত যুদ্ধানল প্রজ্বলিত রাখিলেন। ফরাসীজাতি সমুদ্রের উপর আধিপত্য হইতে অনেক পরিমাণে বঞ্চিত হইলেন। ইংরাজ যুদ্ধজাহাজ-সমূহ ফ্রান্সের বাণিজ্য ধ্বংস করিতে লাগিল, তাহাদের রাজস্ব ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিল, ফরাসী-বন্দরসমূহ ইংরাজ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইল।

নেপোলিয়ান অদ্ভুত শক্তির সহিত ফরাসীদেশের আভ্যন্তরীণ সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধাজনক হারে কর স্থাপিত হইল,ফ্রান্সের চতুর্দ্দিকে নূতন নূতন ব্যাঙ্ক সংগঠিত হইল; পারিস নগরী হইতে সীমান্তভূমি পর্য্যন্ত পাঁচটি অতি সুবৃহৎ পথ নির্ম্মিত হইল। দস্যুদল ও দলচ্যুত সৈনিকেরা এই সকল পথে অসহায় পথিকগণকে আক্রমণপূর্ব্বক তাহাদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইত, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া নেপোলিয়ান এক দিন বলিয়াছিলেন, "তোমরা আর দুই এক মাসকাল ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাক; আমি প্রথমতঃ বাহিরের শান্তিস্থাপন করি, তাহার পর এই সকল দস্যুর প্রতি উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিব।"

কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে ফরাসীদিগের সহিত বেলজিয়ম রাজ্যের সংযোগের জন্য একটি পয়োনালার খননারম্ভ হইয়াছিল, ওয়িস ও সোমি পর্ব্বতদ্বয়ের অধিত্যকাভূমি ভেদ করিয়া এই পয়োনালা খনন হইতে পারে কি না, এ বিষয় লইয়া ইঞ্জিনিয়ারগণের মধ্যে মতভেদ হয়। নেপোলিয়ান স্বয়ং সে স্থলে উপস্থিত হইয়া এই খালখননের সমস্ত আয়োজন স্থির করিলেন। ইহার কার্য্য দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল।
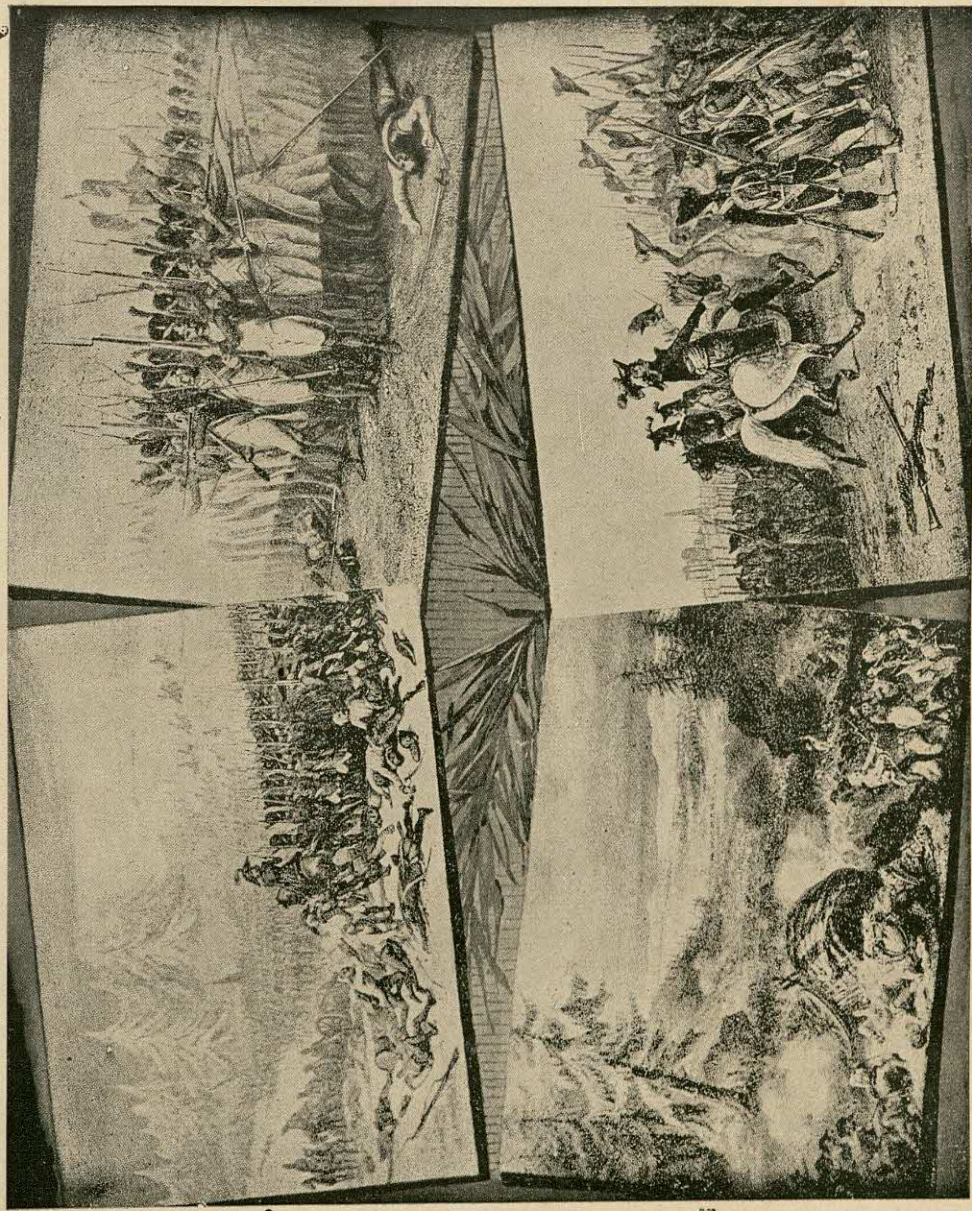
হোহেনলিন্দন যুদ্ধ [১৫১ পৃষ্ঠা।

ম্যারেঙ্গোর যুদ্ধ [১৪২ পৃষ্ঠা।

হোহেনলিন্দন যুদ্ধের শেষ দৃশ্য [১৫২ পৃষ্ঠা।

আবুকার যুদ্ধ [১০১ পৃষ্ঠা।

তাহার পর তিনি পারিস-সন্নিকটবর্ত্তী সিন নদীতে দুইটি প্রকাণ্ড সেতু ও আল্পস পর্ব্বতের বক্ষের উপর দিয়া একটি প্রশস্ত বর্ত্ম নির্ম্মাণ করাইলেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানেও তিনি বর্ত্ম নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

এই সময়ে নেপোলিয়ানের প্রাণ-সংহারের জন্য তাঁহার শত্রুপক্ষীয় অনেক লোক বিস্তর চেষ্টা করিতেছিল। যদিও স্বদেশে তিনি দেবতার ন্যায় পূজিত হইতেন্ এবং তাঁহার ভক্ত ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ লোকের অভাব ছিল না, তথাপি তাঁহার শত্রুও অনেক ছিল; জেকোবিন ও রাজকীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক দুষ্ট লোক তাঁহার প্রাণবিনাশের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইত।

১৮০০ খৃষ্টাব্দের ২৪এ ডিসেম্বর সায়ংকালে নেপোলিয়ান একটি রঙ্গালয়ে একখানি গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিতে যাইতেছিলেন, রাজকার্য্যের আধিক্যবশতঃ রঙ্গালয়ের অভিনয় দর্শনে গমন করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু প্রিয়তমা পত্নী যোসেফিনের অনুরোধে তাঁহাকে যাইতে হইয়াছিল। একটি সংকীর্ণ পথে উপস্থিত হইয়া নেপোলিয়ান শকট-পথ রুদ্ধ দেখিলেন, একখানি বোঝাই গাড়ী সম্মুখে উল্টাইয়া পড়িয়াছিল; এই গাড়ীর নীচে একটি চোঙ্গের মধ্যে ষড়যন্ত্রকারিগণ অতি ভয়ানক বিস্ফোরক পদার্থ রাখিয়াছিল। নেপোলিয়ানের শকট-পরিচালক অতি কষ্টে পথ মুক্ত করিয়া যেমন কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছে, আর তৎক্ষণাৎ সেই পদার্থ মহাবেগে বিস্ফুরিত হইয়া গেল। মুহূর্ত্তমধ্যে যেন মহাভূকম্পনে সমস্ত নগর সবেগে কম্পিত হইয়া উঠিল। আট জন লোক তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল, ৫০ জন লোক ভয়ানক আহত হইল। কয়েক দিন পরে তাহাদিগের মধ্যে ২০ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। পথের দুই পার্শ্বে বহুসংখ্যক গৃহ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ও কতকগুলি গৃহ একেবারে অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। নেপোলিয়ানের শকট সমুদ্রতরঙ্গে নিক্ষিপ্ত তরণীর ন্যায় প্রবলবেগে আন্দোলিত হইতে লাগিল, তাহার বাতায়নগুলি বিচূর্ণিত হইয়া গেল।

নেপোলিয়ান তখনও শকটের অভ্যন্তরে উপবিষ্ট ছিলেন —তিনি সেই ধ্বংসরাশি প্রত্যক্ষ করিয়া ধীরভাবে বলিলেন—"ওঃ! আমাদের ধ্বংসের চেষ্টা হইয়াছে!" নেপোলিয়ানের এক জন সহচর এই দৃশ্যে এতই ভীতি-বিহ্বল হইয়াছিলেন যে, তিনি সেই বিধ্বস্তপ্রায় রাজপথের দিকে চাহিয়া আতঙ্কভরে বলিলেন,—"কোচম্যান, গাড়ী থামাও!" নেপোলিয়ান বলিলেন,—"না, না, থামাইবার আবশ্যক নাই—চালাও।"

নেপোলিয়ান সম্পূর্ণ অব্যাকুলভাবে রঙ্গালয়ে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু রঙ্গালয়ের প্রত্যেক ব্যক্তি তখন ভয়ানক বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা মনে করিতেছিল, তাহাদের দেশের একমাত্র আশা-স্থানীয় নেপোলিয়ানের কোন বিপদ্ ঘটিয়াছে। নেপোলিয়ান প্রবেশ করিবামাত্র চতুর্দ্দিক্ হইতে ঘন ঘন করতালিশব্দ সমুত্থিত হইল, আনন্দধ্বনিতে গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; কয়েক মুহূর্ত্ত পরে যোসেফিন অন্য একখানি শকটারোহণে রঙ্গালয়ে উপস্থিত হইলেন এবং নেপোলিয়ানের পার্শ্বে স্থানগ্রহণ করিলেন, নেপোলিয়ান তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"শুনেছ, রাস্কেলগুলা আমাকে নষ্ট করিবার চেষ্টায় ছিল।"

রঙ্গালয়ে কিছুকাল থাকিয়াই নেপোলিয়ান তুইলারির রাজপ্রাসাদে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি দেখিলেন, প্রাসাদ-সন্নিকটে বহু লোক সম্মিলিত হইয়া উদ্বেগপূর্ণ-হৃদয়ে তাঁহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। নেপোলিয়ানের জীবনের বিরুদ্ধে এই ভীষণ ষড়যন্ত্রে রাজ্যের মধ্যে মহা বিভীষিকার সঞ্চার হইয়াছিল। অনেকে মনে করিয়াছিল, ইহা জেকোবিনদিগের কার্য্য। এই সময়ে পারিসনগরে ইহাদের শতাধিক পরিচালক ছিল; নেপোলিয়ানের জীবন নষ্ট করাই তাহাদের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হইয়াছিল এবং রাজ্যের মধ্যে অরাজকতা উৎপাদনের জন্য তাহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল। তাহাদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য জনসাধারণ অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। নেপোলিয়ানের প্রাণবিনাশের এই ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হইলে, সাধারণের ক্রোধ ও ঘৃণা এরূপ বর্দ্ধিত হইল যে, এক শত ষাট জন জেকোবিন নেতাকে তাহাদের নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিবার অবসর দান না করিয়াই ফরাসীদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবার পরোয়ানা বাহির করা হইল। কিন্তু এই পরোয়ানা অনুসারে কোন দিন কাজ হয় নাই; তাহারা ফরাসীদেশেই অবস্থিতি করিতে লাগিল, তবে তাহাদের গতি-বিধির প্রতি পুলিসের তীক্ষ্ণদৃষ্টি রহিল।

কিন্তু মানুষে যাহা ভাবে, অনেক সময়ে কাজে তাহার

বিপরীত হয়। জেকোবিনদিগের বিরুদ্ধে দেশের লোক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা ভাবিয়াছিল, নেপোলিয়ানের জীবননাশের জন্য ষড়্‌যন্ত্র তাহাদেরই কীর্ত্তি; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই প্রকাশ হইল, ইহা বোর্ব্বোঁবংশীয়গণের পক্ষপাতী ব্যক্তিদিগের অনুষ্ঠান। ইহার মধ্যে অনেক সম্পন্ন ব্যক্তিও ছিল। নেপোলিয়ান এই রহস্যভেদে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি জানিতেন, এই রাজকীয়সম্প্রদায়ের তিনি বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন, কারণ, তিনি তাহাদিগকে জেকোবিনদিগের ক্রোধ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। বন্ধুগণের অসম্মতিতেও তিনি একখানি ঘোষণাপত্র দ্বারা স্বদেশচ্যুত প্রবাসী বোর্ব্বোঁ-সুহৃদ্‌গণকে ফরাসীদেশে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক বাস করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাদের অধিকারচ্যুত প্রত্যেক ভূখণ্ড তাহাদের হস্তে পুনঃ সমর্পণ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি তাহাদের হিতসাধনের সংকল্পে কখনও বিমুখ হন নাই; সুতরাং তাহারা যে তাঁহার জীবনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবে, এ কথা প্রথমে তিনি কোনমতে বিশ্বাস করেন নাই; কিন্তু অবিশ্বাস করিবার উপায় রহিল না, ধূর্ত্ত ফুসে কর্ত্তৃক সকল রহস্য ভেদ হইল। প্রধান প্রধান ষড়্‌যন্ত্রকারিগণ ধৃত হইয়া বন্দুকের গুলীতে নিহত হইল। এই সময়ে যোসেফিন ষড়যন্ত্রকারিগণের মাতা, স্ত্রী, ভগিনীগণের ক্রন্দনে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া ক্ষুদ্র অপরাধিগণকে ক্ষমা করিবার জন্য পুলিসের অধ্যক্ষকে যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের করুণা, সহানুভূতি ও সহৃদয়তা সুপ্রকাশিত হইয়াছিল।

এই একটি নহে, এরূপ অনেক ভয়ানক ষড়যন্ত্রের হস্ত হইতে নেপোলিয়ান দৈবানুগ্রহে উদ্ধারলাভ করিয়াছিলেন। ষড়যন্ত্রকারিগণের বিশ্বাস ছিল, যদি নেপোলিয়ানকে ইহলোক হইতে অপসারিত করা যায়, তাহা হইলে বোর্ব্বোঁ-বংশকে সিংহাসনে সংস্থাপন সহজ হইবে। তাহারা জানিত, নেপোলিয়ানের অদম্য প্রতিভাবলেই ফরাসীভূমি একাকী সমগ্র ইউরোপের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমর্থ হইয়াছে, তাঁহার মৃত্যুতে নেতাবিহীন ফ্রান্সের পতন অনিবার্য্য। ইউরোপের রাজন্যবর্গেরও এ কথা অবিদিত ছিল না, সুতরাং নেপোলিয়ান সমগ্র রাজশক্তিপুঞ্জের বিষদৃষ্টিতে নিপতিত হইয়াছিলেন। অল্পকালের মধ্যে নেপোলিয়ানের জীবনের বিরুদ্ধে ত্রিশটিরও অধিক ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

সুবিখ্যাত লণ্ডন নগরী এই সকল ষড়্‌যন্ত্রের অধিষ্ঠানভূমি হইয়াছিল; সেখানে প্রতিদিন নানাপ্রকার ষড়্‌যন্ত্রের সৃষ্টি হইত; তন্মধ্যে একটির কথা আমরা এখানে উল্লেখ করিতেছি। ষড়যন্ত্রকারিগণ ১৫সের পরিমাণ একটি বোমা নির্ম্মাণ করিয়া তাহা নেপোলিয়ানের শকটবাতায়নে নিক্ষেপ করিবার সংকল্প স্থির করিল; ইহা নিক্ষেপে শকটের সঙ্গে সঙ্গে সেই পথে অবস্থিত বহুসংখ্যক মনুষ্যদেহ চূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল। ষড়্‌যন্ত্রকারিগণ পঞ্চদশবর্ষীয়া একটি যুবতীকে এই দুষ্কর্ম্ম সাধনের জন্য নিয়োজিত করিল। কিন্তু নেপোলিয়ান সৌভাগ্যবশতঃ রক্ষা পাইলেন, দুর্ভাগিনী বালিকার দেহ সেই বোমার বিস্ফোরণে এরূপভাবে চূর্ণ হইয়া গেল যে, তাহার পদদ্বয় ভিন্ন দেহের কোন অংশ দৃষ্টিগোচর হইল না। এই ঘটনায় নেপোলিয়ান ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, —"এই বোর্ব্বোঁদিগকে তিনি একদিন এমন শিক্ষা দিবেন যে, তাহারা বুঝিতে পারিবে, তাঁহার জীবন কুকুরের মত বিনষ্ট হইবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই।"

অতঃপর নেপোলিয়ান ফরাসীরাজ্যের শান্তিধ্বংসকারী দস্যুদলের দমনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সকল দস্যুর অধিকাংশই পদচ্যুত সৈন্য; তাহাদের অধিনায়কবর্গ নেপোলিয়ানের বশ্যতা স্বীকার করিলে তাহারা অরক্ষিত দুর্গমপথে মনুষ্য-মৃগয়ার দ্বারা জীবনযাপন করিত। ইহাদের অত্যাচারে পথিকগণের পক্ষে পথভ্রমণ অত্যন্ত বিপৎসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছিল, এমন কি, শকটবাহকগণ পর্য্যন্তও উপযুক্তসংখ্যক প্রহরিবেষ্টিত না হইয়া পথ-ভ্রমণে সাহসী হইত না। এই সকল দস্যুর অত্যাচারে ফরাসীদেশে অত্যন্ত অশান্তি উৎপন্ন হইয়াছিল।

নেপোলিয়ানের অস্ত্রধারী সৈন্যগণ প্রবল ঝটিকার ন্যায় দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল; দস্যুগণ দলে দলে হত ও বিচারালয়ে প্রেরিত হইতে লাগিল; বিচারে তাহাদের অপরাধ প্রমাণিত হইলে তাঁহারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল। এই প্রকার কঠোর-নীতি অবলম্বনের ফলে দেশের মধ্যে অচিরে শান্তি সংস্থাপিত হইল। দেখিতে দেখিতে দস্যুদলের অত্যাচার বিলুপ্ত হইয়া গেল। প্রথম কন্সলের উপর দেশের লোকের শ্রদ্ধা এরূপ বৃদ্ধি হইল যে, নেপোলিয়ানের হস্তে কোন ক্ষমতাদানে তাহাদের আপত্তি রহিল না; নেপোলিয়ানের

কোন অভিপ্রায়সাধনেই কেহ কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিতেন না; তাঁহারা জানিতেন, নেপোলিয়ান যাহা করেন, তাহা ফরাসীজাতির মঙ্গলের জন্য; সুতরাং নামে প্রথম কন্সল হইলেও কার্য্যে দেশের মধ্যে তিনি সিজার অপেক্ষাও ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন।

নেপোলিয়ান ফ্রান্সদেশের অনেক সম্ভ্রান্ত প্রাচীনবংশীয় ব্যক্তিগণকে তাঁহাদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা নেপোলিয়ানের নিকট কোন দিন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন নাই; বোর্ব্বোঁবংশে সিংহাসন-সংস্থাপনই তাঁহাদের চির-আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল। এই সকল অভিজাত বংশধরগণ প্রভাতে প্রথম কন্সলের সভা-গৃহে দরখাস্ত-হস্তে উপস্থিত হইয়া তাঁহার বিবিধ অনুগ্রহ-প্রার্থনা করিতেন; কিন্তু সায়ংকালে নেপোলিয়ানের প্রাসাদে সান্ধ্যসমিতিতে উপস্থিত হওয়া অপমানজনক জ্ঞান করিতেন। যোসেফিনের প্রতি তাঁহারা অত্যন্ত অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন; সাধারণের প্রতি যোসেফিনের আন্তরিক সহানুভূতি, বিরুদ্ধ রাজনৈতিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা-সংস্থাপনের চেষ্টা, তাঁহার করুণা তাঁহারা অত্যন্ত অশ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। নেপোলিয়ানের অনুসৃত সমস্ত কাজই তাঁহাদের অনুমোদিত ছিল। কিন্তু নেপোলিয়ান তাঁহাদের কোন প্রকার অসন্তোষে কর্ণপাত করিতেন না। তিনি বলিতেন,—বিচারকার্য্যে আমি পরমেশ্বরের সদাশয়-তাই অনুকরণীয় জ্ঞান করি। তিনি সর্ব্বসাধারণের প্রীতি-কর কার্য্যের অনুষ্ঠানে সর্ব্বদা রত থাকিতেন, শত্রুর প্রতি-হিংসা তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল না। ফরাসীরাজ্যের গৌরববর্দ্ধনই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই সময়ে যোসেফিনের পূর্ব্বস্বামীর ঔরসজাত কন্যা হরতেনস নব-যৌবনপথে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই অপার্থিব সৌন্দর্য্যের বিপুল গৌরব একদিন ইউরোপে পরাক্রান্ত মুকুটধারিগণের হৃদয় মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি তাঁহাদের সকলের আকাঙ্ক্ষাস্বরূপিণী হইয়া বিরাজ করিতেছিলেন। তাঁহার রূপ যেমন অতুলনীয় ছিল, তাঁহার গুণও সেই-রূপ অসাধারণ ছিল। শিক্ষায় তাঁহার হৃদয় মার্জ্জিত ও চরিত্র মনোহর হইয়া উঠিয়াছিল, কলাবিদ্যায় তিনি সুনিপুণা ছিলেন, সমস্ত ইউরোপে তাঁহার রূপের, গুণের, শিক্ষার খ্যাতি সম্প্রসারিত হইয়াছিল। সকলেই তাঁহাকে দেবী স্বরূপিণী মনে করিতেন, নেপোলিয়ান তাঁহাকে কন্যার ন্যায় দেখিতেন, কিন্তু পৃথিবীতে দুর্ব্বৃত্ত লোকের অসদ্ভাব নাই, তাহারা নেপোলিয়ানের দুর্নাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিল,—"হরতেনসের প্রতি নেপোলিয়ানের অবৈধ-স্নেহ লক্ষিত হয়। তিনি তাহার প্রতি অনুচিত অনুগ্রহ প্রকাশ করেন।" এই প্রসঙ্গে নেপোলিয়ানের নিত্য সহচর বুরে লিখিয়াছেন,—"হরতেনসের প্রতি নেপোলিয়ানের সন্তানস্নেহ ভিন্ন অন্যপ্রকার স্নেহ ছিল না, তাঁহাকে তিনি আপনার কন্যার ন্যায় ভালবাসিতেন। নেপোলিয়ান যোসে-ফিনকে বিবাহ করিয়া হরতেনসের পিতৃস্থানীয় হইয়াছিলেন। তিন বৎসরকাল আমি তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্য, উভয়ের প্রত্যেক ভাবভঙ্গী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি; কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, তাঁহাদের ব্যবহারে কোন সন্দেহের কারণ আবিষ্কার করিতে পারি নাই, তাঁহাদের মধ্যে অবৈধ-সংস্রবের কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। সুতরাং এই প্রকার কলঙ্ক সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন; বিখ্যাত মনুষ্যগণের বিরুদ্ধে ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিগণ কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়াই যেরূপ ভিত্তি-হীন কলঙ্ক প্রচার করে, ইহাও সেইরূপ।" নেপোলিয়ানের রুচি যেরূপ পবিত্র ছিল, তাঁহার মনের দৃঢ়তা যেরূপ অটল ছিল, তাহাতে এরূপ নীচভাব কখনও তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে সমর্থ ছিল না, এ কথা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

সেণ্ট হেলেনায় নির্ব্বাসিত-জীবন যাপন করিবার সময় একদিন তিনি একখানি পুস্তক দেখিলেন, তাহাতে নেপো-লিয়ানের অনুগৃহীতা বহুসংখ্যক রমণীর নাম ছিল। নেপো-লিয়ান সেই সকল নাম পাঠ করিয়া সহাস্যে বলিয়াছিলেন, —"এই সকল স্ত্রীলোকের অধিকাংশই আমার সম্পূর্ণ অপরি-চিতা। এ বড় নির্ব্বোধের কাজ; সকলেই জানিত, এ ভাবে ইন্দ্রিয়সেবা করিবার আমার কিছুমাত্র অবসর ছিল না।" সাধারণের মতামত এতই মূল্যবান্!

সমগ্র ইউরোপের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া নেপোলিয়ান ইংলণ্ডের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি প্রসারিত করি-লেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের প্রতিকূলতাচরণ-নিবারণ করিতে পারিলেই তিনি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "ইংলণ্ডের সহিত সন্ধিস্থাপন না হইলে ফ্রান্সে পূর্ণ শান্তিসংস্থাপন দুরূহ। ইংলণ্ডের

রাজনৈতিক প্রকৃতিতে কিছু বিকার-সঞ্চার হইয়াছে। ইংলণ্ডের ব্যবহার কেবল ফরাসীজাতির প্রতি নহে, ইউরোপের সকল জাতির প্রতিই ন্যায়-বিগর্হিত। কোন রাজ্য ন্যায়পথে না চলিলে তাহার কর্ত্তৃত্ব চিরস্থায়ী হয় না। ইংলণ্ডকে মিতাচার-সম্পন্ন, যুক্তিপরায়ণ ও ন্যায়নিষ্ঠ হইবার জন্য বাধ্য করা সমস্ত ইউরোপের কর্ত্তব্য।"

এই সময়ের পূর্ব্ব হইতেই সমুদ্রবক্ষে ইংলণ্ডের অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। ইংলণ্ড দীর্ঘকাল হইতেই সমুদ্রের ঈশ্বরী! সমুদ্রে যে সকল পোত বিভিন্ন দেশে যাত্রা করিত, তাহা যে জাতির সম্পত্তিই হউক ও তাহা যে কোন পণ্যদ্রব্যে পূর্ণ থাকুক, ইংরাজের জাহাজ তাহা পরীক্ষা না করিয়া ছাড়িত না। যদি কেহ ইহাতে বাধাপ্রদানের চেষ্টা করিত, তাহা হইলে জাহাজ ও জাহাজের সমস্ত দ্রব্য ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিয়া লইতেন। ইংলণ্ড আদেশ প্রদান করিয়াছেন, কোন জাতির কোন জাহাজ কোন ফরাসীবন্দরের নিকটে আসিতে পাইবে না। বলা বাহুল্য, ইংরাজের এই আচরণে ফরাসীজাতির অত্যন্ত ক্ষতি হইতে লাগিল; তাঁহাদের অসুবিধার সীমা রহিল না। নেপোলিয়ান এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন; এত দিনে তিনি পথ পরিষ্কৃত দেখিলেন। ইংলণ্ড ব্যতীত সমস্ত ইউরোপের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া নেপোলিয়ান ইউরোপীয় রাজন্যবর্গকে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সম্মিলিত করিলেন। সমুদ্রের অদ্বিতীয়া অধীশ্বরী হওয়ায় ইউরোপখণ্ডে সকলেই ইংলণ্ডের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন। সমুদ্রে আর কোন জাতি একাধিপত্য করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে ইংলণ্ডের বিশেষ চেষ্টা ছিল। নেপোলিয়ান তাঁহার সুবিস্তীর্ণ ফরাসী সাম্রাজ্যের চারি কোটি অধিবাসীর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার অসংখ্য রণদুর্দ্ধর্ষ সৈন্যমণ্ডলীর অস্তিত্ব সত্ত্বেও দেড় কোটি প্রজার জননী ক্ষুদ্র শ্বেতদ্বীপ সমুদ্রের অধীশ্বরীরূপে বিরাজিত থাকিবেন, ইহা তাঁহার নিতান্ত অসহ্য হইল।

কিন্তু ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সামান্য ছিল না। ইংলণ্ডের ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা, সাহস ও বুদ্ধির খ্যাতি পৃথিবীর চতুঃসীমায় সম্প্রসারিত হইয়াছিল, সকলে তাঁহাকে ভয় করিত, কিন্তু ইংলণ্ড কাহারও শ্রদ্ধা-আকর্ষণে সমর্থ হন নাই। ক্ষমতা ও দর্পের বাহুল্যে তিনি কোন জাতির অপ্রীতিকে গ্রাহ্য করিতেন না। সুতরাং সকল দেশের বন্ধুত্ববন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও ইংলণ্ড একাকী উন্নতমস্তকে অবস্থান করিতে লাগিলেন, শত্রুপক্ষের সহিত সন্ধিস্থাপনের লঘুতা স্বীকার করিলেন না। এ সময় পর্য্যন্ত ইংলণ্ডকে শত্রুহস্তে কোন প্রকার ক্ষতি বা অপমান সহ্য করিতে হয় নাই, মহাপরাক্রান্ত নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ ইংলণ্ডের সহযোগিগণকে নিপীড়িত করিলেও তিনি ইংলণ্ডের ছায়া-স্পর্শ করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রতিভালোকে ইউরোপের স্থলভাগ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু উইলিয়ম পিটের প্রতিভা সুবিস্তীর্ণ জলরাশি আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং ফরাসীদিগের বাণিজ্য বিধ্বস্তপ্রায় হইয়াছিল। ইংরাজ রণতরীসমূহ ফরাসী বাণিজ্যপোত-সমূহকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ফরাসী মৎস্যজীবিগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া তাহাদের জীবিকার পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তাহার উপর ইংলণ্ডের যুবক লেফটেনাণ্টগণের অত্যাচার! তাহা কাহারও নিকট প্রীতিকর হইতে পারে নাই। নৌ-বিভাগের লেফ্‌টেনাণ্ট জাহাজে কেবল শত্রুর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইত; তাহারা যে কোন জাতির পণ্যদ্রব্যপূর্ণ জাহাজ দেখিতে পাইত, কামানধ্বনি দ্বারা তাহারই গতিরোধ করিবার আদেশপ্রদান করিত; সে আদেশ অগ্রাহ্য করিলেই সেই বাণিজ্যপোত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা অধিকৃত হইত। যাহারা আদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারিত না, তাহাদের জাহাজে লেফ্‌টেনাণ্টগণ উপস্থিত হইয়া সমস্ত পণ্যদ্রব্য পরীক্ষা করিত, উদ্ধতভাবে কাগজপত্র চাহিয়া লইয়া তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিত। যদি দেখিত, ফরাসীদিগের কোন দ্রব্য কোন জাহাজে আছে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা বাজেয়াপ্ত করিত, যুদ্ধের কোন উপকরণ থাকিলে তাহাও আত্মসাৎ করা হইত। এই সকল লেফ্‌টেনাণ্টের ব্যবহারে এরূপ ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা প্রকাশিত হইত যে, যে কোন মনুষ্যের পক্ষে তাহা অসহ্য।

সুতরাং সমস্ত ইউরোপ ইংলণ্ডের এই প্রকার আচরণে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল; তাহারা বলিতে লাগিল, ইংলণ্ডের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ অনধিকারচর্চ্চা; ইহা তাহারা সহ্য করিতে অসমর্থ। রুসিয়া, প্রুসিয়া, ডেনমার্ক, সুইডেন, হলণ্ড, ফ্রান্স এবং স্পেন এক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ইংলণ্ডের এই আচরণের বিরুদ্ধাচরণে দণ্ডায়মান হইল।

নেপোলিয়ান এই সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জের কেন্দ্রস্বরূপ বিরাজ করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ড দেখিলেন, সমস্ত ইউরোপ তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে, তিনি একাকী তাঁহার বীরদর্প ও গৌরবের অভ্রভেদী শিখরে দণ্ডায়মান। ইংলণ্ড অক্লান্তভাবে সৈন্যসংগ্রহ করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রজামণ্ডলী ইহাতে অত্যন্ত বিদ্রূপ প্রকাশ করিল; চারিদিক্ হইতে তীব্র প্রতিবাদ চলিতে লাগিল, যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনের জন্য ইংলণ্ডকে ঋণজালে বিজড়িত হইয়া পড়িতে হইয়াছিল, জাতীয় ঋণ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, কিন্তু ইংলণ্ডের তেজস্বিতা শান্তভাব ধারণ করিল না। "কি! বাধ্য হইয়া সন্ধি করিব ?" বলিয়া ইংলণ্ড সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন, জলভাগে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহই নাই, অৰ্দ্ধ ধরণীর বিপক্ষতাচরণ তিনি অগ্রাহ্য করিলেন।

সমুদ্রের মধ্যে ইংলণ্ডের যুদ্ধজাহাজসমূহ অপ্রতিহত-প্রভাবে বিচরণ করিতে লাগিল। ইউরোপের সকল দেশের বাণিজ্যে মহা প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল, ইলণ্ডের রণতরীসমূহ যে জাহাজ সম্মুখে দেখিতে পাইল, তাহাই ধরিয়া স্বদেশের বন্দরে উপস্থিত করিতে লাগিল। ইউরোপের উত্তর খণ্ডের রাজন্যবর্গের প্রায় অর্দ্ধেক পোত ইংরাজ-হস্তে নিপতিত হইল।

রুসিয়া, ডেন্‌মার্ক ও সুইডেন বাল্‌টিকসাগরে কতকগুলি যুদ্ধজাহাজ প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইংরাজগণ তাহা বিধ্বস্ত করিবার জন্য একদল নৌ-সৈন্য প্রেরণ করিলেন। আবুকার উপসাগরে ইংলণ্ডের নৌ-সৈন্যপরিচালক সুবিখ্যাত বীর নেলসনের যে প্রতিভা-জ্যোতি সমগ্র ইউরোপের দৃষ্টি মুগ্ধ করিয়াছিল, ডেন্‌মার্কের রাজধানী কোপনহেগেন নগরে আবার তাহা বজ্রানল-শিখারূপে প্রকাশমান হইল। ডেন্‌মার্কে রাজধানী সন্নিকটে ইউরোপের সম্মিলিত নৌ-সৈন্যের বিরুদ্ধে যে মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইল, তাহাতে বিজয়লক্ষ্মী বরদামূৰ্ত্তিতে নেল্‌সনের কণ্ঠে বরমাল্য সমর্পণ করিলেন। আহত ও মৃতের দেহে ডেন্‌মার্করাজধানী পরিপূর্ণ হইয়া গেল, রক্তস্রোতে সমুদ্রজল রঞ্জিত হইল,সহস্র সহস্র আহত যোদ্ধার কাতর আর্ত্তনাদে কোপনহেগেনে শোকের ঝটিকা সমুত্থিত হইল।

কোপনহেগেনের শোণিতময় সংগ্রামক্ষেত্রে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের সন্ধিবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। বিশেষতঃ রুসিয়ার সম্রাট্ পল এই সময়ে তাঁহার প্রাসাদে অমাত্যবর্গ-হস্তে নিহত হওয়ায় তাঁহার পুত্র আলেকজান্দার রুসিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সম্রাট্ পলের মৃত্যুও ইউরোপীয় শক্তিসমূহের সখ্যতা-ভঙ্গের একটি প্রধান কারণ হইয়াছিল। নেপোলিয়ান রুস-সম্রাটের মৃত্যু-সংবাদে এরূপ অধীর হইয়াছিলেন যে, সেই সংবাদ তাঁহার কর্ণে প্রবেশমাত্র তিনি 'মন ডিউ!' (হা ঈশ্বর!) বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এরূপ আক্ষেপ জীবনে তাঁহার সেই প্রথম। সম্রাট্ পলের এই শোচনীয় হত্যা, কেবল ফ্রান্স নহে, নেপোলিয়ান সমস্ত পৃথিবীর পক্ষেই অমঙ্গলজনক জ্ঞান করিয়াছিলেন। সম্রাট্ পলের দুর্দ্দমনীয় উচ্ছৃঙ্খলতার অন্ত ছিল না, কিন্তু নেপোলিয়ানের প্রতিভার তিনি অন্ধ-উপাসক ছিলেন, নেপোলিয়ানের প্রতি তাঁহার সুবিপুল শ্রদ্ধা ছিল বলিয়াই রুসিয়ার সহিত ফ্রান্সের বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হইয়াছিল।

রুসিয়ার আভিজাতবর্গ নেপোলিয়ানের অনুষ্ঠিত সাম্যবাদে তাঁহার প্রতি যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়াছিলেন এবং যাহাতে নেপোলিয়ানের মূলমন্ত্র রুসিয়ায় প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে, যাহাতে রুসিয়া সাম্রাজ্যের রাজনীতি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইতে না পারে, তাহার উপায়বিধানার্থ তাঁহারা সম্রাট্‌কে হত্যা করিয়া যুবরাজকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই নব-সম্রাট্ ইউরোপের অন্যান্য রাজন্যবর্গের বন্ধুত্ব-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া ইংলণ্ডের সহিত এক সন্ধিস্থাপন করিলেন। রুস-সম্রাটের এই সন্ধি প্রথমদৃষ্টিতে ফ্রান্সের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকর হইলেও, যুদ্ধানল-নির্ব্বাণের পক্ষে তাহা হিতকর হইয়াছিল। ইংলণ্ডের প্রজাকুল শান্তি-সংস্থাপনের জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, অপ্রতিহত রক্তস্রোতের হৃদয়-বিদারক দৃশ্য আর তাহাদের সহ্য হইতে ছিল না, ক্রমাগত অর্থনাশে, প্রাণিনাশে অধীর হইয়া তাহারা অসন্তোষের সুতীব্র হাহাকারে শ্বেতদ্বীপের অনন্ত নীলোর্ম্মি-বেষ্টিত তুষার-শীতল সীমান্তভূমি প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল। এত দিনে সেই অসন্তোষের নিবারণ হইল। ইংলণ্ড আত্মসম্মান অব্যাহত রাখিয়া সন্ধিস্থাপনের পথ উন্মুক্ত দেখিলেন।

বস্তুতঃ এ সময়ে ইংলণ্ডের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অত্যন্ত

সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। প্রায় সমস্ত সভ্যজগৎ তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, ইংলণ্ডে শস্যহানি হওয়ায় দারুণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। তখন ক্ষুধিত, অসন্তুষ্ট, দরিদ্র ইংরাজগণ রাজ-শাসনের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশপূর্ব্বক অস্ত্রধারণ করিয়া আভিজাতবর্গের ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, ধনরত্নপূর্ণ হর্ম্ম্যরাজি লুণ্ঠন করিতে লাগিল, বিদ্রোহী নগরবাসিগণের জনতায় রাজপথ পরিপূর্ণ হইল। ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের দরিদ্র শ্রমজীবী আহারাভাবে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া সচিবশ্রেষ্ঠ পিটকে অভিসম্পাত দান করিতে করিতে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। মহামতি পিটের প্রতি সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধার এইরূপ অভাব দেখিয়া তাঁহার বিরুদ্ধবাদিগণের উৎসাহের সীমা রহিল না,রাজনৈতিক বিজয়লাভেচ্ছায় ফক্স, তিয়েরনে, গ্রে, সেরিডান প্রভৃতি রাজনৈতিকেরা পিটকে অপদস্থ করিবার জন্য তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন।

মনস্বী পিট ক্ষুধার্ত্তের আর্ত্তনাদে ও অসন্তুষ্ট অধিবাসিগণের উন্মত্ত-কোলাহলে প্রথমে কিঞ্চিৎ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি তাঁহার মত-পরিবর্ত্তনের সংকল্প দুর্ব্বলতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিলেন। তিনি যে যুক্তি অবলম্বন করিলেন, তাহার সারমর্ম্ম এই যে, যদি আমি বিদ্রোহোন্মুখ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে রণঘোষণা না করি, তাহা হইলে ইংলণ্ডও অবশেষে বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে। ইউরোপের বিভিন্ন-জাতি আমাদের নিকট যে দাবী করিতেছে, সে দাবী অগ্রগণ্য করিয়া তাহাদিগের মতের অনুসরণ করা অপেক্ষা আমাদের রণতরীসমূহের পতাকাগুলি সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হওয়া অনেক গুণে শ্রেয়স্কর।"

পার্লিয়ামেণ্ট-মহাসভায় যদিও পিটের পৃষ্ঠপোষকগণের সংখ্যা অধিক ছিল, কিন্তু জনসাধারণে সমস্বরে এরূপভাবে তাঁহার অনুসৃত নীতির প্রতিবাদ করিতে লাগিল যে, তিনি স্বকীয় দুর্ব্বলতা অনুভব না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। আভিজাতবর্গের শিরোভূষণ হইলেও অগত্যা তাঁহাকে পদত্যাগের পত্র প্রেরণ করিতে হইল। পিটের স্থান যিনি অধিকার করিলেন, তাঁহার নাম মিঃ আডিংটন। পিটের ন্যায় কূট-রীতিতে তাঁহার দক্ষতা ছিল না, কিন্তু পিটের প্রভাবে তিনি প্রভাবান্বিত ছিলেন। রাজনৈতিক তরণীর কর্ণধারগণের মধ্যে মহা বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইল ; সকলের আশঙ্কা হইতে লাগিল, হয় ত বা কোন্ মুহূর্ত্তে মসিযুদ্ধ অসিযুদ্ধে পরিণত হইতে পারে। ইংলণ্ডের অধিপতি তৃতীয় জর্জ্জ সুধী ও মনস্বী নরপতি ছিলেন বটে, কিন্তু উন্মাদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় অকর্ম্মণ্যপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিলেন, এই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিবারণ করিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না।

অতঃপর নেপোলিয়ান ঘোষণা করিলেন যে, যত দিন ইংলণ্ড ফ্রান্সের সহিত সন্ধিস্থাপন না করেন, তত দিন তিনি ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবেন না। ইংরাজের নৌ সৈন্যগণের দুর্জ্জয় শক্তিতে তাঁহার সন্দেহমাত্র ছিল না, সুতরাং তিনি জলযুদ্ধের চেষ্টা না করিয়া স্থির করিলেন যে, প্রবল সৈন্যদল লইয়া তিনি ইংলণ্ডে উপস্থিত হইবেন এবং অস্ত্রবলে ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভাকে সন্ধিস্থাপনে বাধ্য করিবেন। নেপোলিয়ানের পক্ষে এই প্রকার সঙ্কল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, ইংলিসসাগরে মহাবীর নেল্‌সন বহুসংখ্যক রণতরী লইয়া যেরূপ সতর্কভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহাতে ফরাসী উপকূল হইতে মৎস্যজীবীর একখানি ক্ষুদ্র তরণীরও কোন দিকে অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা ছিল না। নেপোলিয়ান ইংলণ্ডের জন-সাধারণের অনুকূল মত সংগ্রহ করিবার জন্য ও সমগ্র ইউরোপের সহানুভূতি আকর্ষণের নিমিত্ত অত্যন্ত আগ্রহবান্ হইয়াছিলেন।

ফ্রান্সের উপকূলে বোলোন নগর-সান্নিধ্যে লক্ষ সৈন্য সম্মিলিত হইল। সঙ্কীর্ণ উপসাগর পার হইবার জন্য বহুসংখ্যক নৌকা সংগৃহীত হইল এবং ফরাসীগণ ইংলণ্ডে আপতিত হইবার অনুকূল অবসরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল ইংলণ্ডের প্রতি গৃহে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল ; ফরাসীগণের আক্রমণে বাধাপ্রদানের জন্য ইংরাজজাতি বিশেষরূপে আয়োজন করিতে লাগিল। কিন্তু ইংলণ্ডের রাজনৈতিক গগন তখন ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, চতুর্দ্দিকে দুর্ভিক্ষ, ব্যবসায়বাণিজ্য প্রায় একরূপ বন্ধ হইয়াছিল, আয়র্লণ্ডে প্রতিমুহূর্ত্তে বিদ্রোহের আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। ফরাসীরণতরীসমূহ তিন অংশে বিভক্ত হইয়া বোলোন নগরের সন্নিকটে তটভূমির সমান্তরালভাবে অবস্থান করিতেছিল। ৪ঠা আগষ্ট প্রাতঃকালে নেল্‌সন-পরিচালিত নৌ-সৈন্যমণ্ডলী বিপুল আয়োজনের সহিত ফরাসী রণতরীসমূহের সন্নিকটবর্ত্তী হইল এবং ক্রমাগত ষোড়শ ঘণ্টাকাল

তাহাদিগের উপর অগ্নিময় গোলাগুলী বর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু নেল্‌সন বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও একখানি ফরাসীরণতরীও আত্মসাৎ করিতে পারিলেন না। অগত্যা শীঘ্রই তিনি তাহাদিগকে পুনরাক্রমণ করিবেন, এইরূপ ভয়-প্রদর্শনপূর্ব্বক সসৈন্যে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। ফরাসীগণ জলযুদ্ধে মহাপরাক্রান্ত শত্রুহস্তে আপনাকে অক্ষত দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইল।

কিন্তু নেল্‌সন শীঘ্রই আবার ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে জলযুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন, এরূপ সম্ভাবনা ব্যক্ত করিয়াছিলেন; সুতরাং ফরাসীগণ অধিকতর উৎসাহের সহিত ইংরাজাক্রমণ ব্যাহত করিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিল। দ্বাদশ দিন পরে ১৫ই আগষ্ট নেল্‌সন বহুসংখ্যক সৈন্যের সহিত পুনর্ব্বার ফরাসী-সৈন্যমণ্ডলীর সম্মুখীন হইলেন এবং চারিটি বিভিন্ন দলে তাঁহার সৈন্যগণকে বিভক্ত করিয়া নৈশ অন্ধকারের মধ্যে ফরাসী-রণতরীসমূহ প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিলেন। তখন বন্দুকে বন্দুকে, অসিতে অসিতে, সঙ্গীনে সঙ্গীনে 'অতি তীব্র প্রেম-আলিঙ্গন সম' মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল, প্রাণের মমতা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সকলে আত্মহারা হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। সমুদ্র-বক্ষে অর্দ্ধরাত্রে অন্ধকারের মধ্যে পরস্পর-জিগীষু ইংরাজ ও ফরাসী-সৈন্যগণ দলে দলে নিহত হইতে লাগিল। ঊর্দ্ধে লক্ষ নক্ষত্র-খচিত আকাশ, নিম্নে অন্ধকারাচ্ছন্ন সাগরজল, চতুর্দ্দিকে ধূমানল-শিখা, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনি, কামানের সুগম্ভীর শব্দ, আহতের যন্ত্রণাপূর্ণ আর্ত্তনাদ, এইভাবে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল। নিশাগমনের সঙ্গে ইংরাজগণ পরাস্ত হইয়া দূরে পলায়ন করিলেন। এই এক জলযুদ্ধে ইংরাজজাতি নেপোলিয়ানের দিগ্বিজয়ে বাধা-প্রদানে নেল্‌সনের অক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন; তাঁহাদের সন্দেহ হইল, নেপোলিয়ান হয় ত অচিরে তাঁহাদের দেশ আক্রমণে কৃতকার্য্য হইতে পারেন।

অবশেষে ইংলণ্ডকে শান্তিস্থাপনের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিতে হইল। ২১শে অক্টোবর সায়ংকালে লণ্ডন নগরে সন্ধির খসড়া স্বাক্ষরিত হইল। সেই রাত্রেই একজন রাজদূত এই সংবাদ বহন করিয়া ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সে যাত্রা করিলেন। পরদিন অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় ইংরাজদূত নেপোলিয়ানের মালমাইসনস্থ পল্লীভবনে উপস্থিত হইলেন। তখন তিন জন কন্‌সল তথায় সমবেত হইয়া একটি রাজকীয় মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত ছিলেন। সন্ধি-দূতের হস্ত হইতে পত্র গ্রহণপূর্ব্বক তাহা উন্মোচন করিয়া তাঁহাদের আনন্দ ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না, কন্‌সলগণ তাঁহাদের আরব্ধ কার্য্য বন্ধ করিয়া মহানন্দে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন।

এই পত্রপাঠে নেপোলিয়ানের হৃদয়ে যে আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার তুলনা ছিল না। এই সন্ধি তাঁহার যে কি গভীর চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রমের ফল, তাহা তিনিই জানিতেন। তিনি বুঝিলেন, এত দিনে এই সুদীর্ঘকালের প্রাণপণ পরিশ্রমে তিনি ফরাসী-ভূমির আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা-সংস্থাপনে ও পৃথিবীর সর্ব্বত্র শান্তিবিধানে সমর্থ হইলেন। কিন্তু তখনও ফরাসীভূমির কল্যাণচিন্তা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল, ফরাসীরাজ্যের শুভকামনা জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অন্তিমকামনার ন্যায় তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে সমুজ্জ্বলভাবে বিরাজ করিতেছিল; তাই এই মহানন্দপূর্ণ সংবাদে বিহ্বল হইয়া ক্যামবেসিয়ার যখন নেপোলিয়ানকে বলিলেন,—"এখন আমরা ইংলণ্ডের সহিত শান্তির সন্ধিস্থাপন করিলাম, বাণিজ্যের সন্ধি সংস্থাপিত হইলেই এই দুই দেশের মধ্যে বিবাদের সকল কারণ দূর হয়।"—তখন নেপোলিয়ান উত্তর দিলেন,—"না, এত শীঘ্র তাহা হইবে না। শান্তি স্থাপিত হইল, ইহা উত্তম হইয়াছে, আমরা ইহার ফলভোগ করি। বাণিজ্য-গত সন্ধি স্থাপিত হওয়া সম্ভব হইলে আমরা অবশ্যই তাহাতে হস্তক্ষেপণ করিব, কিন্তু অর্থ-বিনিময়ে আমি ফরাসী-জাতির দেশীয় শিল্প বিনষ্ট করিতে পারিব না। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের শোচনীয় দুর্দ্দশা আমার স্মরণ আছে।"

ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের রাজধানীতে যাহাতে ঠিক এক সময়ে শান্তি ঘোষিত হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে লণ্ডন-নগরে একদিন সন্ধিস্থাপন সংবাদ গোপন রাখা হইয়াছিল। উভয় রাজধানীতে যুগপৎ এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র চতুর্দ্দিক্ হইতে আনন্দ-কল্লোল উত্থিত হইল। সকলে বুঝিতে পারিল, সমগ্র ইউরোপের বক্ষের উপর হইতে একটি বিশাল-দেহ রক্তশোষী দানব এত দিনে অপসৃত হইয়াছে; আর কেহ কাহারও মস্তক লক্ষ্য করিয়া সঙ্গীন উদ্যত করিবে না, মনুষ্য-বধের জন্য আর কেহ উন্মত্ত হইয়া উঠিবে না। শান্তি তাহাদিগের নিকট যেন বৈজয়ন্তধাম হইতে সুসমাচার বহন

করিয়া লইয়া আসিল; তাই দীপমালায় প্রতি গৃহ সজ্জিত হইল, পথে পথে অগ্নিক্রীড়া আরম্ভ হইল, অধিবাসিগণের উদ্বেগ-কাতর চক্ষে আনন্দাশ্রু আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগের ম্লান গণ্ডস্থল প্লাবিত করিল; বন্ধু বন্ধুকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী হইতে বহু দূরবর্ত্তী সাগর-তরঙ্গ-চুম্বিত-চরণ শ্বেতদ্বীপের জন-কোলাহল-ধ্বনিত রাজধানী লণ্ডন নগরের প্রতি রাজপথে নাগরিকগণ আনন্দ-উদ্বেলিত-কণ্ঠে 'বোনাপার্ট দীর্ঘজীবী হউন,' এই আশীর্ব্বাদ-বাক্য সমস্বরে উচ্চারণপূর্ব্বক দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল; পত্র-পুষ্প ভূষিত শকটসমূহ উড্ডীয়মান পতাকাশ্রেণী ধারণপূর্ব্বক দিকে দিকে ছুটিয়া চলিল, পতাকাগুলিতে লেখা—"ফ্রান্সের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইল।"—ইহাই আমেন্‌সের সন্ধি।

সমস্ত ইংলণ্ড-ভূমির কোটিপতিগণের মর্ম্মরশুভ্র বিরাট প্রাসাদ, নিরন্নের ক্ষুদ্র অন্ধকারাচ্ছন্ন, জীর্ণ দারুগৃহ, সর্ব্বস্থান হইতে সমবেত কোটিকণ্ঠে সন্ধির জন্য জাগ্রত আকাঙ্ক্ষা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেও এই সন্ধির সম্ভাবনায় উইলিয়াম পিট ও তাঁহার বন্ধুগণের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল। তাঁহারা মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইলেন, এই সন্ধিতে সাগরপথে ফরাসী পোতসমূহের গতি অতঃপর অব্যাহত হইবে এবং নেপোলিয়ানের সর্ব্বতোমুখী বিপুল প্রতিভা ঐন্দ্রজালিকের কুহক-দণ্ড-স্পর্শে অসম্ভব সাধনের ন্যায় অগণ্য পোতের সাহায্যে প্রতি সাগর উপসাগর মন্থন করিয়া সুদূর-জগতের বিবিধ ঐশ্বর্য্যরাশি সঞ্চয়পূর্ব্বক ফরাসীভূমিকে অলঙ্কৃত করিবে। কিন্তু তখন অন্য উপায় ছিল না; সমস্ত ইংরাজজাতি সন্ধির জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন, সুতরাং তিনি ব্যথিত-হৃদয়ে অগত্যা জাতীয় আকাঙ্ক্ষার পদতলে তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা বিসর্জ্জন দিলেন। লণ্ডন ও প্যারীরাজধানী হইতে সমদূরবর্ত্তী আমেন্‌স নামক স্থানে সন্ধিসংস্থাপনের জন্য উভয় রাজ্যের রাজপ্রতিনিধিগণ সমাগত হইলেন।

যে সকল সর্ত্তে এই সন্ধি হইল, তাহার একটি সর্ত্ত এই যে, ফরাসীগণ মিশরের উপনিবেশ পরিত্যাগ করিবেন, কারণ, ইহাতে ইংরাজের ভারতীয় অধিকারসমূহের অপকার হইবার আশঙ্কা আছে। মাল্টাদ্বীপের অধিকার লইয়াও বিশেষ তর্ক চলিতে লাগিল; মাল্টার দুর্ভেদ্য দুর্গ সমগ্র ভূমধ্যসাগরের রাজ্ঞীস্বরূপিণী হইয়া বিরাজ করিতেছিল; জিব্রাল্টার ইংলণ্ডের অধিকারভুক্ত থাকায় নেপোলিয়ান প্রস্তাব করিলেন যে, ইংলণ্ডের সহিত ফরাসী-ভূমির শক্তি-সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য মাল্টা ফরাসী অধিকারভুক্ত হওয়া আবশ্যক; জিব্রাল্টার ইংরাজের অধিকারে থাকায় তিনি মাল্টা তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন না। ইংলণ্ড উভয়ই স্বাধিকারভুক্ত রাখিবার অভিপ্রায় করিলেন, কিন্তু নেপোলিয়ান তাঁহার সঙ্কল্প হইতে বিচলিত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "কোন নিরপেক্ষ রাজার হস্তে যদি মাল্টা সমর্পণ করিতে হয়, তাহাতেও আমি প্রস্তুত; কিন্তু ইংলণ্ডের হস্তে কখন মাল্টা প্রদত্ত হইবে না।"

সুতরাং অগত্যা ইংলণ্ডকে মাল্টার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে হইল। স্থির হইল, মাল্টা সেণ্টজনের নাইটগণের হস্তে সমর্পণ করা হইবে। অতঃপর আর কোন বিরোধ উপস্থিত হইল না, সন্ধিপত্র নির্ব্বিঘ্নে স্বাক্ষরিত হইয়া গেল, ইউরোপের রক্তস্রোত এইরূপে নিবারিত হইল।

ইংরাজজাতি ফরাসীগণের শত্রুপক্ষীয় হইলেও নেপোলিয়ান সহৃদয় গুণবান্ ইংরাজের কিরূপ পক্ষপাতী ছিলেন, তাহা নেপোলিয়ানের নিম্নলিখিত উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

"আমেন্সের সন্ধির অব্যবহিত পরেই ফক্স ফরাসীদেশে পদার্পণ করেন। তিনি ষ্টুয়ার্ট-বংশীয়দিগের ইতিবৃত্ত রচনার ভারগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আমাদের সরকারী কাগজপত্র দেখিবার জন্য আমার অনুমতি প্রার্থনা করেন। আমি সমস্ত কাগজপত্র তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য অনুমতি দান করিয়াছিলাম। অনেক সময়ে আমি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতাম; তাঁহার বুদ্ধিমত্তার খ্যাতি আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। তাঁহার সহিত পরিচয়ে আমি দেখিলাম, তিনি মহচ্চরিত্র, উদার, সহৃদয় এবং তাঁহার হৃদয় উন্নত-ভাবে পূর্ণ। আমি তাঁহাকে মনুষ্যজাতির অলঙ্কারস্বরূপ জ্ঞান করিতাম; তাঁহার সহিত আমার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। কর্ণওয়ালিস্ ও ফক্সের ন্যায় ছয়জনমাত্র লোক যে কোন জাতির নৈতিক জীবন সংগঠনের পক্ষে যথেষ্ট। এই প্রকৃতির লোকের সহিত আমার মতের সম্পূর্ণ মিল হইত।"

আমেন্সের সন্ধি-সংস্থাপনের পর নেপোলিয়ান

ফরাসীরাজ্যের নানাবিধ সংস্কারে মনোযোগী হইবার অবসর লাভ করিলেন। এই সন্ধি দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইল, সকলেই নেপোলিয়ানকে শান্তি-সংস্থাপক বলিয়া স্বীকার করিলেন। সমস্ত ফরাসীজাতি তাঁহাকে উদ্ধারকর্ত্তা বিবেচনা করিতে লাগিল। সাম্য ও স্বাধীনতার ফল একবার তাহারা আস্বাদন করিয়াছিল, তাহা লাভ করিবার জন্য আর তাহারা বিন্দুমাত্র অধীরতা প্রকাশ করিল না। একজন অপক্ষপাত শাসনকর্ত্তার অধীনে শান্তির সহিত বাস করিবার জন্য তাহাদের আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাহারা দেখিল, নেপোলিয়ানই তাহাদিগকে অত্যাচারীর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার, অপক্ষপাতভাবে সর্ব্বসাধারণকে শাসন করিবার এবং সকল প্রজাকে সমান রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করিবার উপযুক্ত পাত্র; সুতরাং তাঁহাকে তাহারা রাজার ন্যায় সম্মান ও ভক্তি করিতে লাগিল। নেপোলিয়ান যদিও প্রথম কন্সল নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন এবং যদিও ফরাসী-ভূমি সাধারণ-তন্ত্র নামে বিদিত রহিল, কিন্তু কার্য্যতঃ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অসীমক্ষমতাপন্ন নরপতিরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। প্রায় চারি কোটি ভক্ত প্রজার হৃদয়ের উপর তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইল, তাঁহার প্রত্যেক বাক্য রাজবিধানের ন্যায় প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

নেপোলিয়ানের এই প্রকার অখণ্ড ক্ষমতা ও বিপুল গৌরব নিরীক্ষণে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী যোসেফিনের মনে দুশ্চিন্তার বিরাম ছিল না। তিনি জানিতেন, নেপোলিয়ানের হৃদয় তাঁহার গৌরব ও ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারিত্ব-লাভের নিমিত্ত একজন বংশধরের জন্য অধীর হইয়া উঠিবে এবং এ কথাও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না যে, ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ শান্তিসংরক্ষণের জন্য একজন উত্তরাধিকারী আবশ্যক; এ কথা অনেকেই অনেক সময় নেপোলিয়ানের কর্ণগোচর করিতেছিলেন। সুতরাং এ অবস্থায় তাঁহার সহিত নেপোলিয়ানের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে, এ কথা তিনি বুঝিতে পারিতেন। একদিন নেপোলিয়ান তাঁহার মন্ত্রভবনে রাজকার্য্যে ব্যস্ত আছেন, এমন সময়ে যোসেফিন ধীরে ধীরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন ও নেপোলিয়ানের জানুর উপর উপবেশন পূর্ব্বক তাঁহার কেশগুচ্ছে অঙ্গুলিচালনা করিতে করিতে প্রেমগদ্গদকণ্ঠে বলিলেন, "প্রিয়তম, আমার অনুরোধ, তুমি রাজপদ গ্রহণ করিও না; লুসিয়ান তোমাকে এ জন্য পীড়াপীড়ি করিবে, তাহার কথা শুনিও না।"

নেপোলিয়ান ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "সে কি যোসেফিন! তুমি পাগল হইয়াছ? তুমি এ সকল উপকথায় কান দিও না। এখন তুমি আমার কাজে বাধা দিতে আসিয়াছ? আমি বড় ব্যস্ত, আমাকে কাজ করিতে দাও।"

যোসেফিনের হৃদয় পতিপ্রেমে পূর্ণ থাকিলেও ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় তিনি আকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন; স্বামীর অদম্য উচ্চাভিলাষ তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। তিনি জানিতেন, ফরাসীদেশে বিবাহের অর্থ জীবনের সুখের একজন অংশী গ্রহণ করা মাত্র; যে কোন মুহূর্ত্তে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে। ফ্রান্সভূমি, এমন কি, সমস্ত ইউরোপের শান্তি ও কল্যাণকামনায় ফরাসীজাতি তাঁহাদের জাতীয় স্বার্থের পদতলে তাঁহার জীবনের সুখ-সৌভাগ্য বলি প্রদান করিতে সঙ্কুচিত হইবে না।—কোন রমণীর ভাগ্যে ঐতিহাসিক যুগে এমন কঠোর পরীক্ষা উপস্থিত হয় নাই, কোন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি নেপোলিয়ানের ন্যায় ভীষণ সমস্যায় পতিত হন নাই।

নেপোলিয়ান ইতালীদেশে পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মধ্যে সাধারণতন্ত্র-শাসনপ্রণালীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্র ফ্রান্সের সাহায্য ব্যতীত সমগ্র ইউরোপের রাজশক্তির মধ্যে সঞ্জীবিত থাকিবে, ইহা অসম্ভব। নেপোলিয়ান যতই বলবান্ হউন, তিনি বৈরিদল-বেষ্টিত ছিলেন। তিনি স্থির করিলেন, যদি তিনি ইতালীদেশবাসিগণকে সখ্যতা-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারেন, তাহা হইলে ফ্রান্স অনেক পরিমাণে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। ইতালীর অধিবাসিগণ স্বায়ত্তশাসনে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁহারা নেপোলিয়ানকে উপকারী সুহৃদ্ জ্ঞান করিতেন; তাঁহারা জানিতেন, বিপদ্‌কালে নেপোলিয়ানই তাঁহাদের একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা। সুতরাং তাঁহারা রাজ্যশাসনবিধি সংগঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য নেপোলিয়ানের নিকট পারিস-নগরীতে দূত প্রেরণ করিলেন। নেপোলিয়ান ব্যবস্থা করিলেন, দশ বৎসরের জন্য একজন সাধারণতন্ত্রের অধ্যক্ষ

ও একজন সহকারী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইবেন, আট জন সভ্য লইয়া একটি সদস্যসভা ও পঁচাত্তর জন প্রতিনিধি দ্বারা একটি প্রতিনিধি-সভা গঠিত হইবে। তিন শত জমীদার, দুই শত বণিক্ এবং দুই শত ধর্ম্মযাজক ও সাহিত্যবিৎ হইতে এই সকল লোক নির্ব্বাচন করা হইবে।

ইউরোপের অন্যান্য দেশের ন্যায় ইতালীতেও তখন তিন শ্রেণী রাজতন্ত্রাবলম্বী ছিল; প্রথম রাজতন্ত্রের পক্ষপাতিগণ রাজা ও আভিজাতবর্গের প্রাধান্য সংস্থাপনের নিমিত্ত নিরতিশয় যত্নশীল ছিলেন; দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ সাম্য ও স্বাধীনতার বিজয়ভেরী নিনাদপূর্ব্বক সকলের সমান অধিকার, রাজা-প্রজার মধ্যে কোন বৈষম্য নাই, এই মন্ত্রের সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন; তৃতীয় জেকোবিনগণ ক্ষুদ্র ও বৃহতের সর্ব্বপ্রকার ব্যবধান চূর্ণ করিয়া সর্ব্বসাধারণের দ্বারা রাজ্য-পরিচালনার পক্ষপাতী ছিল; এমন কি, ধনীর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনপূর্ব্বক ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য দূর করিবার অভিসন্ধিও তাহাদের ছিল। ইতালী বহুকাল হইতেই খৃষ্টধর্ম্ম-যাজকগণের আধ্যাত্মিক-শক্তিতে ও অষ্ট্রীয়গণের অস্ত্রবলে অভিভূত ছিল। বহু বর্ষের দাসত্বে তাহাদের অস্থিচর্ম্ম নিষ্পেষিত ও তাহাদিগের হৃদয় হইতে মনুষ্যত্বের আবরণ পর্য্যন্ত উন্মোচিত হইয়াছিল। সুতরাং চতুর্দ্দিকের রাজশক্তি যখন দুর্ব্বল ইতালীকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক উদ্বেলিত ও বাত্যাতাড়িত সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছিল, তখন সেই জীর্ণ রাজতরণীর কর্ণধার হইয়া তাহাকে বিপ্লব-মহাসিন্ধুর উচ্ছ্বাসিত-তরঙ্গরাশি হইতে রক্ষা করে, এমন লোক ইতালীতে একজনও ছিলেন না। উপায়ান্তর না দেখিয়া নেপোলিয়ান স্বয়ং ইতালীতে অধ্যক্ষসভার সভাপতিপদে নির্ব্বাচিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, প্রধান প্রধান ইতালীয়গণকে তিনি তাঁহার সহকারিপদে নিযুক্ত করিয়া রাজ্যশাসন-নীতিতে অভ্যস্ত করিবেন। এইরূপে নেপোলিয়ান যুগপৎ দুইটি রাজ্যের শাসনদণ্ড-পরিচালনের গুরুভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে এ ঘটনা ঘটে, তখন তাঁহার বয়স তেত্রিশ বৎসর মাত্র। ইতালীবাসিগণের রাজ্যশাসনের নববিধি প্রজাসাধারণের অনুমোদনের নিমিত্ত একটা মহাসভা-স্থাপনের আয়োজন হইল। প্যারিস ও মিলানের মধ্যবর্ত্তী লিয়ন্স নগরে এই সভার অধিবেশনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। দলে দলে ইতালীয়গণ সভাস্থলে সম্মিলিত হইলেন, নেপোলিয়ানও রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক সেখানে যাত্রা করিলেন। নেপোলিয়ানের অভ্যর্থনার জন্য লিয়ন্স নগরে মহা আয়োজন চলিতে লাগিল; নগর পুষ্পমালায় ভূষিত হইল, বহুসংখ্যক প্রাসাদতুল্য ভবন বহুবিধ দ্রব্য-সামগ্রীতে সজ্জিত হইল। আফ্রিকা-প্রত্যাগত রৌদ্র-বিদগ্ধ নেপোলিয়ান-সৈন্যগণ নব-পরিচ্ছদে মণ্ডিত হইয়া নগরশোভা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। লিয়ন্সের যুবকগণ সকলে সম্মিলিত হইয়া একটি অশ্বারোহী সৈন্যদল সংগঠন করিলেন। অসীম আনন্দভরে নগরবাসিগণ নেপোলিয়ানের পথ চাহিয়া রহিলেন।

১৮০২ খৃষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী নেপোলিয়ান যোসেফিনের সমভিব্যাহারে লিয়ন্স নগরে উপস্থিত হইলেন। নিকটবর্ত্তী জনপদসমূহের সমস্ত লোক তাঁহাকে সন্দর্শন করিবার জন্য রাজপথে সমবেত হইল। নগরের প্রতি পথ তন্বী নাগরীর ন্যায় সজ্জিতা হইয়া উৎসব-কৌতুকপূর্ণ-বক্ষে নেপোলিয়ানকে সম্ভাষণ করিয়া লইবার নিমিত্ত প্রস্তুত ছিল, সর্ব্বত্র আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। নেপোলিয়ান যখন লিয়ন্স নগরে পদার্পণ করিলেন, তখন নিশা-সমাগম হইয়াছিল। তিনি যতদূর অগ্রসর হইলেন, ততদূর 'নেপোলিয়ান দীর্ঘজীবী হউন,' এই শব্দ নাগরিক-কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া শকটের সহিত ধাবিত হইতে লাগিল। আলোকদামে লিয়ন্স নগর মধ্যাহ্নের ন্যায় দীপ্তিমান্ হইয়া উঠিল। নেপোলিয়ান হোটেল-ডি-ভিল নামক প্রাসাদোপম সৌধে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 'নেপোলিয়ান অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করিবেন'—এই কথা শ্রবণমাত্র সমস্ত প্রতিনিধি একবাক্যে এই প্রস্তাবের অনুকূলে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

নেপোলিয়ান ইতালীয়গণের এই প্রকার সৌজন্য ও তাঁহার প্রতি আন্তরিক অনুরাগের পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার সহিত যে সকল সৈন্যের পূর্ব্বপরিচয় ছিল, তিনি তাহাদের সকলের সহিত মিষ্টালাপ করিলেন। কোন কোন সৈনিক কর্ম্মচারীর সহিত করকম্পনপূর্ব্বক শিষ্টাচার ও সদাশয়তা প্রকাশ করিলেন। প্রতিনিধিসভা হইতে তাঁহার বাসস্থানে যে দূত প্রেরিত হইয়াছিল, সেই দূতমুখে তিনি শুনিলেন, সর্ব্বসম্মতিক্রমে তিনি অধ্যক্ষপদে মনোনীত হইয়াছেন। নেপোলিয়ান

ইতালীয়গণের অভিনন্দনপত্র গ্রহণপূর্ব্বক পরদিন সভাস্থলে উপস্থিত হইবার ইচ্ছা তাঁহাদের গোচর করিয়া পাঠাইলেন।

পরদিন প্রভাতে লিয়ন্স নগরের উপাসনালয়ে উপস্থিত হইলেন এবং স্বজনবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া উচ্চমঞ্চে উপবেশন করিলেন। ফরাসী অমাত্যগণ এবং বহুসংখ্যক রাজনৈতিক ও সামরিক কর্ম্মচারী সভার শোভা সংবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে নেপোলিয়ান ইতালীভাষায় সভাসীন ব্যক্তিগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক তাঁহার বক্তব্য বিজ্ঞাপিত করিলেন। তাঁহার সহানুভূতিপূর্ণ সুললিত-কণ্ঠের মনোহর বাগ্মিতা প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে অনুপম আনন্দের সঞ্চার করিল। সভাস্থ ব্যক্তিগণ ঘন ঘন করতালিধ্বনি দ্বারা তাঁহার বাক্যের সমর্থন করিতে লাগিলেন।

নেপোলিয়ান বিংশতি দিন লিয়ন্সে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এ সময় রাজকার্য্য-সম্পাদনেই অতিবাহিত হইয়াছিল, রাজ্যের অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া তিনি গভীর মনোযোগের সহিত সকল কার্য্যের শৃঙ্খলা-সম্পাদনে রত ছিলেন; আবশ্যকীয় সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া নেপোলিয়ান ৩১ এ জানুয়ারী পারী নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পারীতে পদার্পণমাত্র তিনি আবার তথায় রাজার ন্যায় মহা সম্মানের সহিত গৃহীত হইলেন।

নেপোলিয়ানের সকল চেষ্টা, সকল উদ্যম ও সকল অধ্যবসায়ের একমাত্র লক্ষ্য ছিল,—ফ্রান্সের উন্নতি। তাঁহার উচ্চাভিলাষ ফরাসীভূমির উন্নতি-সূত্রের সহিত সংগ্রথিত ছিল। ফ্রান্স তাঁহার সাধনার দেবতা, জীবনের গৌরব, আকাঙ্ক্ষার সর্ব্বস্ব ছিল। ফ্রান্সের সুখ ভিন্ন তিনি নিজের কোন স্বতন্ত্র সুখের অস্তিত্ব জানিতেন না। ফ্রান্সের উন্নতিকল্পে তিনি পিতার ন্যায় আগ্রহবান্, মাতার ন্যায় ধৈর্য্যশীল এবং প্রেমময় পতির ন্যায় একনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার চেষ্টা ছিল,—ধনে, মানে, সুখে, সৌভাগ্যে ও জ্ঞানে তিনি ফরাসীভূমিকে জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিবেন। শিল্পের উন্নতি, বাণিজ্যের উন্নতি, ধর্ম্মের উন্নতি ও চরিত্রের উন্নতির প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল, সহস্র বিপদেও তাঁহার সেই দৃষ্টি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই।

কিন্তু ফরাসীভূমির সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী একজনমাত্র তখন পৃথিবীতে বিরাজ করিতেছিল, সেই প্রতিদ্বন্দ্বী সুখৈশ্বর্য্যমণ্ডিত বীরত্ব-গৌরবপ্লাবিত শ্বেতদ্বীপ। ফ্রান্সের তখন অধিবাসিসংখ্যা প্রায় চারি কোটি, গ্রেটবৃটনের জনসংখ্যা দেড় কোটির অধিক ছিল না; কিন্তু ইংলণ্ড ও তাহার উপনিবেশসমূহ পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে বৃটিশ-পতাকা উত্তোলিত করিয়াছিল, তাহার রণতরীসমূহ প্রত্যেক সাগরে অপ্রতিহতভাবে বিরাজ করিতেছিল।

নেপোলিয়ান বলিতেন,—"ফরাসীভূমিও উপনিবেশ স্থাপন করিবে, তাহারও রণপোতসমূহ নির্ম্মিত হইবে।"

ইংলণ্ডের রাজনীতিবিশারদগণ বলিলেন, "যদি আমরা ফ্রান্সকে তাহা করিবার অবসর দান করি, তাহা হইলে আমরা ফরাসী অপেক্ষা হীন হইয়া পড়িব, হয় ত একদিন ফরাসীর মুখাপেক্ষীও হইতে হইবে।"

বাস্তবিকই ইংলণ্ডের সহিত ফরাসীভূমির সংঘর্ষণ উপস্থিত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র ছিল না। ইংলণ্ডের ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা অসীম বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল; সেই ক্ষমতাদর্পে অন্ধ হইয়া ইংলণ্ড সংযম হারাইয়াছিলেন। উদ্ধতাচরণ ও অকারণে বিবাদ সৃজন তাঁহার নিকট রাজনৈতিক তেজস্বিতা ও জাতীয়শক্তির স্ফুরণচিহ্ন বলিয়া মনে হইত। নেপোলিয়ান তাহা অবলীলাক্রমে সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না; কারণ, নিজের ক্ষমতার প্রতি তাঁহার অসাধারণ বিশ্বাস ছিল; তাই তিনি ইংলণ্ডের কুটিলকটাক্ষে ভীত না হইয়া দেশে দেশে ফরাসী উপনিবেশ সংস্থাপন, বিভিন্ন দেশের রাজগণের সহিত সদ্ভাব-স্থাপন এবং রণতরীসমূহের সংখ্যাবৃদ্ধি দ্বারা সমুদ্রে সমুদ্রে ফরাসী শক্তির বিস্তারের সংকল্প স্থির করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ড সভয় দৃষ্টিতে উদ্বেগ-বিচলিত-অন্তরে ফরাসীদিগের উন্নতি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। নেপোলিয়ানের উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সীমা ছিল না। তাঁহার তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি ও সুগভীর বুদ্ধিমত্তা ফরাসীদিগের জাতীয় জীবনে নব-প্রাণের সঞ্চার করিয়াছিল। ইংলণ্ডবাসিগণ একদিন প্রাতে উঠিয়া শ্রবণ করিলেন, 'নেপোলিয়ান ইতালীর সাধারণতন্ত্রের অধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, পঞ্চাশ লক্ষ লোক বিনা চেষ্টায় ফরাসীসাম্রাজ্যের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে।' আবার আর একদিন ইংলণ্ড সংবাদ পাইলেন, ফরাসীগণ এল্‌বাতে একটি উপনিবেশ সংস্থাপনের চেষ্টা করিতেছে—সেণ্ট ডোমিঙ্গেতে বহুসংখ্যক সৈন্য ও পোত প্রেরিত হইয়াছে। তৃতীয় দিন সংবাদ আসিল, নেপোলিয়ান

স্পেনের নিকট হইতে লুইসিয়ানা নামক স্থান ক্রয় করিয়া মিসিসিপি নদের সুবিস্তীর্ণ উর্ব্বর অববাহিকা ভূমিতে আর একটি উপনিবেশ সংস্থাপন করিতেছেন, ইংলণ্ড মহা আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। ফরাসী দেশের প্রতি নগরে, প্রত্যেক গ্রামে পথ-ঘাট নির্ম্মিত হইতে লাগিল, খাল খনন হইতে লাগিল, দুর্গ ও কর্ম্মশালা-সমূহ স্থাপিত হইতে লাগিল, প্রতি বন্দরে জাহাজ-নির্ম্মাণের বিপুল আয়োজন চলিতে লাগিল। ইংলণ্ডের সাধারণ অধিবাসিগণ বিস্ময়-কৌতূহল-নেত্রে ফরাসীদিগের উন্নতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল, ইংলণ্ডের রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দী ফরাসীজাতির অধ্যবসায় দেখিয়া প্রমাদ গণিলেন।

কিছু কাল পূর্ব্ব হইতে নেপোলিয়ান ফরাসীদেশের যুবকগণের শিক্ষার উৎকর্ষ-বিধানের জন্য শিক্ষাবিভাগের সংস্কার-কার্য্যে মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। এ জন্য তিনি স্বহস্তে নিয়মাবলী প্রস্তুত ও শিক্ষার বিষয় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন সাহিত্যের অনুশীলনও তিনি অত্যন্ত আবশ্যক জ্ঞান করিতেন এবং সে জন্য উৎসাহদানে ক্রটি করিতেন না। প্রাচীন যুগের বীরগণের চরিত্র ও বীরত্ব তাঁহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। গ্রীক ও রোমান-বীরত্বের বিস্ময়কর কাহিনীসমূহ তাঁহার জীবনীশক্তির অংশীভূত হইয়া বিরাজ করিত; তিনি যে সকল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার কার্য্যপ্রণালী সৈনিকবিদ্যালয়ের আদর্শে পরিচালিত হইত। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ফরাসীদেশের চতুর্দ্দিকে যেমন শত্রুদলের প্রাচুর্য্য ও প্রাবল্য, তাহাতে প্রত্যেক ফরাসীবালককে অস্ত্রধারণ ও আত্মরক্ষায় শিক্ষাদান না করিলে তাহারা কখনই স্বদেশের মঙ্গলবিধানে সমর্থ হইবে না। ধর্ম্মশিক্ষার প্রতি নেপোলিয়ানের ঔদাসীন্য ছিল না; প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ধর্ম্মযাজকগণ উপস্থিত হইয়া ছাত্রগণকে ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন; অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ ও বহুদর্শী সৈনিক-কর্ম্মচারিগণ ছাত্রগণের রণশিক্ষায় নিযুক্ত হইলেন এবং ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-বিৎ ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের নিকট ছাত্রগণ সাহিত্য-বিজ্ঞানে জ্ঞানলাভ করিতে লাগিল।

স্ত্রী-শিক্ষার প্রতিও নেপোলিয়ানের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তিনি বলিতেন, "ফরাসী দেশের উন্নতিকল্পে সুমাতার যেমন আবশ্যক, এমন আর কিছুই নহে।"—বালকদিগের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের অভিপ্রায়ে তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য নেপোলিয়ান পঞ্চাশ লক্ষ ফ্রাঙ্ক ব্যয় করিয়া ছয় সহস্র প্রদর্শনী স্থাপন করেন। তিনি নয়টি চিকিৎসা-বিদ্যালয় ও একটি পূর্ত্তকার্য্য-শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই সকল বিদ্যালয়ে সর্ব্বশ্রেণীর ছাত্রগণকে সমান যত্নে শিক্ষাদান করা হইত, সকলেরই সমান অধিকার ছিল এবং সামাজিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সকল ছাত্রের সম্মুখে সমান কার্য্যক্ষেত্র উন্মুক্ত রাখা হইত। নেপোলিয়ান বলিলেন,—"এই কার্য্যের সূচনা মাত্র; ক্রমে আমরা এ সকল বিষয়ের উন্নতি-সাধন করিব।"

নেপোলিয়ান অনেকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর একটি কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি একপ্রকার কৌলীন্য অথবা সম্মানের সৃষ্টি করেন। একমাত্র যোগ্যতা দ্বারা লাভ করা ভিন্ন অর্থ কিংবা তোষামোদ দ্বারা এই সম্মান ক্রয় করিবার সম্ভাবনা ছিল না। ফরাসী-রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রধান উদ্দেশ্য এই ছিল যে, সর্ব্বপ্রকার উপাধির সম্মান বিলুপ্ত করিতে হইবে, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলেই নগরবাসিগণের সাধারণ অধিকার লাভ করিবে। নেপোলিয়ান স্থির করিলেন, উপযুক্ত ব্যক্তিগণের উৎসাহ দান করা কর্ত্তব্য; মনুষ্যগণকে মনুষ্যোচিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতে হইলে তাহাদিগের সৎকার্য্যের জন্য পুরস্কার দান না করিলে মনুষ্যত্বের সম্মান রক্ষা করা হয় না। শান্তিস্থাপনের পর হইতে বহুসংখ্যক প্রতিভাশালী বৈদেশিক ফরাসীদেশে সমবেত হইয়াছিলেন। নেপোলিয়ান দেখিতেন, দেশের সর্ব্বসাধারণে আনন্দপূর্ণ-নেত্রে তাহাদিগের পরিচ্ছদের উপর সন্নিবিষ্ট সম্মান-চিহ্নগুলি সন্দর্শন করিতেছে। তাই তিনি একদিন মন্ত্রভবনে সম্মান-চিহ্নের প্রশংসা-প্রসঙ্গে বলিতেছিলেন,—"প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ সম্মান-চিহ্নের উপযোগিতার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ নহেন; কিন্তু দেশের সাধারণ অধিবাসিগণ অন্যরূপ বিশ্বাস করে। তাহারা ধর্ম্ম-সংক্রান্ত উৎসব যেরূপ আনন্দদায়ক মনে করে, নানা-বর্ণের বস্ত্রখণ্ডে নির্ম্মিত এই সকল সম্মান-চিহ্নগুলিকেও তদ্রূপ আদরণীয় জ্ঞান করে। সাম্যনীতির সমর্থক দার্শনিক-গণ ইহা নিতান্তই গর্ব্বচিহ্ন মনে করে। ইহা যদি গর্ব্ব-চিহ্নই হয়, তথাপি ইহা সম্মান-চিহ্ন বলিয়া পৃথিবীর সাধারণ লোকে গ্রহণ করে, ইহা মনুষ্যের জাতীয় দুর্ব্বলতা। এই সকল চিহ্ন একত্র হইয়াই ত বীরের সংগঠন-কার্য্যে সহায়তা

করে। ধর্ম্ম-প্রণেতার প্রতি সম্মানপ্রদর্শন আবশ্যক; গৌরবজনক মনোভাবের প্রতিও প্রত্যক্ষ সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে যাহার পক্ষপাতী, রাষ্ট্রীয়ভাবে তাহার বিরুদ্ধাচরণ সঙ্গত নহে। পৃথিবীর লোক যে ভাবে চলে, তাহা হইতে ভিন্নভাবে চলিতে গেলে বুদ্ধিমান্ ধীরপ্রকৃতির লোকের তিরস্কারভাজন হইতে হয়। ফিতা-ধারণের প্রথা সকল দেশেই আছে। ফরাসীদেশেও তাহা প্রচলিত হউক; ইহা দ্বারা ইউরোপের সহিত ফরাসীদেশের একটা বিষয়ে মতের একতা প্রকাশিত হইবে। আমাদের প্রতিবেশী রাজগণ বংশগৌরবকে যে মর্য্যাদা প্রদান করেন, আমি গুণ-গৌরবকে সেই মর্য্যাদা দান করিব; যে কোন ব্যক্তি সামরিক বিভাগে কিংবা শাসন-বিভাগে অথবা যে কোন সৎকার্য্য দ্বারা স্বদেশের অনেক উপকার করিবেন, তাঁহাকেই আমি এই সম্মান-চিহ্ন প্রদান করিব।"

কোন কোন ব্যক্তি নেপোলিয়ানের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, এই সম্মানচিহ্ন কেবল সামরিক বিভাগেই বিতরিত হউক। ইহাতে নেপোলিয়ান উত্তর দিয়াছিলেন, "তাহা কখনই হইতে পারে না। সৈন্যগণই যে কেবল তাহাদের বীরত্বের পুরস্কার পাইবে, ইহা কখনই সঙ্গত নহে। সর্ব্বপ্রকার গুণই সমান আদরণীয়। একজন প্রহরী বীর ও একজন রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত এ উভয়েই প্রশংসার যোগ্য। অন্যরূপ বিবেচনা করা বর্ব্বরের কার্য্য; বর্ব্বরেরাই পশু-বলকে সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় জ্ঞান করে। বুদ্ধিমত্তার আদর বলের আদর অপেক্ষা অধিক। বুদ্ধিরহিত বল নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। বর্ব্বরের যুগে অধিক বলশালী ব্যক্তি দলপতি হইত, কিন্তু এখন সেনাদলের অধিনায়ক সাহসী বীরগণের মধ্যে বুদ্ধিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ক্লেবার অত্যন্ত বলবান্ ছিলেন, তাঁহার বিপুল দেহ দেখিয়া মিশরীয়গণ বুঝিতে পারিত না, তিনি সেনাগণের প্রধান অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হন নাই কেন; অবশেষে মোরাদ-বে যখন আমার যুদ্ধকৌশল সন্দর্শন করিলেন, তখন তিনি বুঝিলেন, এত লোক থাকিতে কেন আমি সেনাপতি হইয়াছি? কেবলমাত্র সামরিক গৌরবের প্রতি পুরস্কারদানের ব্যবস্থা করিলে মিশরীয়গণের যুক্তিরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কিন্তু সৈন্যগণের যুক্তি তোমাদের এই যুক্তি অপেক্ষা অধিক সারবান্। সৈন্যদিগের কার্য্যক্ষেত্রে গমন করিয়া তাহাদের কথোপকথন শ্রবণ কর, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘদেহ কর্ম্মচারীকে কিংবা প্রকাণ্ডকায় বলবান্ সৈনিক পুরুষকেই তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান প্রদান করে না; এমন কি, সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী-ব্যক্তিও তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধার পাত্র নহে। অবশ্য, যাহাদের সাহসে তাহাদের বিশ্বাস নাই, তাহাদিগকে তাহারা ঘৃণা করে, কিন্তু যে সাহসী ব্যক্তিকে তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান্ মনে করে, তাঁহাকেই তাহারা অধিক শ্রদ্ধাভাজন মনে করিয়া থাকে।

"আমার কথা বলিলে, আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমি একজন বড় সেনানায়ক হইয়াছি বলিয়াই যে ফরাসী-দেশের শাসনভার লাভ করিয়াছি, তাহা নহে। রাজনৈতি-কের ও রাজ্যশাসকের সকল গুণ আমাতে বর্ত্তমান বলিয়াই আমার উপর এ ভার প্রদত্ত হইয়াছে। ফরাসীভূমি কখন তরবারির শাসন সহ্য করিবে না। যাঁহারা মনে করেন, কেবল অস্ত্রবলে ফরাসীদেশ শাসিত হইবে, তাঁহাদের ভ্রম হইয়াছে। অর্দ্ধ-শতাব্দীর কঠোর দাসত্বের পর তাহা এক-দিন সম্ভবপর হইতে পারে। ফরাসীদেশ মহত্ব ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশক্ষেত্র, এখানে অস্ত্রবল প্রভুত্ব করিতে সমর্থ হইবে না। সুতরাং বুদ্ধি, ধর্ম্ম ও অন্যান্য সৎপ্রবৃত্তির সম্মান করিতে হইবে এবং সর্ব্ববিষয়ে বিশেষত্বের জন্য পুরস্কার প্রদান করা আবশ্যক।" নেপোলিয়ানের বিধানে অতি ক্ষুদ্র সৈনিকও কার্য্যনৈপুণ্যে এই সম্মানলাভের অধিকারী হইয়াছিল।

নেপোলিয়ান স্থির করিলেন, ছয় সহস্র ব্যক্তিকে এই সম্মানচিহ্ন প্রদান করা হইবে, তাহারা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে; প্রত্যেক শ্রেণী যথাক্রমে পাঁচ সহস্র, দুই সহস্র, এক সহস্র ও আড়াই শত ফ্রাঙ্ক বার্ষিক বৃত্তি লাভ করিবে। তাহাদিগকে বক্ষঃস্থলে পরিচ্ছদের উপর এক একটি লোহিত বর্ণের ফিতা ধারণ করিবার নিয়ম হইল। সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ও সামরিক সকল বিভাগেই সম্মানচিহ্ন প্রদত্ত হইল।

এই সময়ে রাজ্যের মধ্যে নেপোলিয়ানের প্রভাব ও প্রতিপত্তি এরূপ বৃদ্ধি হইল যে, তাহা সম্রাটের অপেক্ষা অল্প নহে; সমস্ত ফরাসীজাতি নেপোলিয়ানকে তাঁহার গুণ, তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, তাঁহার অধ্যবসায়, সাহস ও বীরত্বের জন্য

পুরস্কার প্রদান করিতে সমুৎসুক হইল। কিন্তু নেপোলিয়ানকে তাহারা কিরূপে পুরস্কৃত করিবে? অর্থ তিনি গ্রাহ্যও করিতেন না, তাঁহার অর্থের অভাব ছিল না, তিনি সমস্ত অর্থ ফ্রান্সের জাতীয় ভাণ্ডারে সমর্পণ করিতেন। আরাম, বিলাসিতা, আত্মসুখে তাঁহার স্পৃহা ছিল না। তিনি কেবল ক্ষমতাপ্রিয় ছিলেন,—নিজের জন্য নহে, ফরাসীদেশের উন্নতিবিধান-সঙ্কল্পেই তিনি ক্ষমতালাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেন; ক্ষমতার সদ্ব্যবহার দ্বারা তিনি সুপবিত্র অমরকীর্ত্তি উপার্জ্জন করিবেন, ইহাই তাঁহার একমাত্র কামনা ছিল।

কিন্তু তাঁহার ক্ষমতারও সীমা ছিল না। ফরাসীদেশের তিনিই ত সর্ব্বময় কর্ত্তা; তাঁহার কোন ইচ্ছাই অপূর্ণ রহিত না। রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ কায়মনোবাক্যে তাঁহার আদেশপালন ও তাঁহার পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতেন। সুতরাং সকলেই নেপোলিয়ানের আর কি প্রার্থনীয় আছে, তাহা জানিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। রাজ্যের প্রধান নায়কগণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "নেপোলিয়ান কি চান? রাজমুকুটই কি তাঁহার প্রার্থনীয়? তাহা যদি হয়, তবে নেপোলিয়ান সে কথা প্রকাশ করিয়া বলুন। তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিলে আমরা আবার রাজকীয় শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিব। ইহাতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই; নেপোলিয়ান নরসমাজে নরপতি হইবারই যোগ্যব্যক্তি।"

নেপোলিয়ান তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন না। তাঁহার প্রিয়তম বন্ধুগণও তাঁহার মুখে এ সম্বন্ধে কোন কথা শুনিতে পাইলেন না। কেবল তিনি বলিলেন, "আমি এ সম্বন্ধে কিছুই স্থির করি নাই। আমার প্রতি সাধারণের বিশ্বাসের যে কোন নিদর্শন আমার পক্ষে যথেষ্ট; তাহাই আমার মনে সন্তোষ দান করিবে।"

অবশেষে ১৮০২ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে সন্ধ্যাকালে স্থির হইল, নেপোলিয়ানকে প্রথম কন্‌সলপদ আরও দশ বৎসরের জন্য প্রদান করা হউক। যথাকালে এ সংবাদ নেপোলিয়ানের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি কিঞ্চিৎ বিস্মিত ও ব্যথিত হইলেন। পরদিন প্রভাতে সিনেট-সভায় নেপোলিয়ান একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন,—"আপনারা মনে করেন, প্রজাসাধারণের নিকট আমার নূতন করিয়া স্বার্থত্যাগ করা আবশ্যক। প্রজাবর্গের যদি তাহাই ইচ্ছা হয়, তবে আমি আপনাদের সর্ব্ববাদিসম্মত মতের অনুবর্ত্তী হইব।"

অতঃপর নেপোলিয়ান পারী ত্যাগ করিয়া মালমাইসন নামক তাঁহার গ্রাম্যভবনে উপস্থিত হইলেন। মালমাইসন পারী হইতে দ্বাদশ মাইল দূরে অবস্থিত। এই প্রমোদভবনটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি ছিল, নেপোলিয়ানের অনুরোধে যোসেফিন প্রথম ইতালীয় অভিযানের সময় ইহা ক্রয় করিয়াছিলেন। ক্রমে ইহার নানাপ্রকার সংস্কার ও উন্নতি সাধিত হইয়াছিল; নেপোলিয়ান ও যোসেফিন বিশ্রামকালে এই স্থানে বাস করিবার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন।

কাউন্‌সিল অব্ ষ্টেট নামক সভায় এক বিশেষ দরবার বসিল। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর নিম্নলিখিত দুইটি প্রস্তাব জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করা স্থির হইয়া গেল। প্রথম নেপোলিয়ানকে চিরজীবনের জন্য প্রথম কন্‌সলপদে নিযুক্ত করা হইবে কি না; দ্বিতীয়, প্রথম কন্‌সল তাঁহার উত্তরাধিকারী নিয়োগ করিবার অধিকার পাইবেন কি না?"—এই শেষোক্ত প্রশ্নের অর্থ—সাধারণতন্ত্রের নামে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

যথাসময়ে নেপোলিয়ান-সকাশে এই দুই প্রস্তাব উপস্থিত করা হইল। নেপোলিয়ান দ্বিতীয় প্রস্তাবটির প্রতিকূলে মত প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"তোমরা কাহাকে আমার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিতে চাও? আমার ভ্রাতৃগণকে? ফ্রান্স আমার শাসন নতমস্তকে গ্রহণ করিয়াছে, লুসিয়েন বা যোসেফের কর্তৃত্ব সে ভাবে গ্রহণ করিতে কেন সম্মত হইবে? আমি যদি ইচ্ছানুসারে কাহাকেও আমার উত্তরাধিকারী নিয়োগ করি, তাহা সকলের মনঃপূত হইবে কেন? চতুর্দ্দশ লুইর অভিপ্রায়ের প্রতি কেহ সম্মান প্রদর্শন করে নাই, আমার অভিপ্রায়ই বা আমার মৃত্যুর পর সম্মানিত হইবে কেন? মৃতের কোন ক্ষমতা নাই।"

অতএব দ্বিতীয় প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়া প্রথম প্রস্তাবমাত্রই প্রজাসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। তাঁহাকে চিরজীবনের জন্য প্রথম কন্সল নিযুক্ত করার পক্ষে পঁয়ত্রিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার আট শত পঁচাশী জন ও এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আট হাজার কয়েক শত ব্যক্তি ভোট

দিয়াছিলেন। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, নেপোলিয়ান প্রজাবর্গের হৃদয় কিরূপভাবে অধিকার করিয়াছিলেন।

নেপোলিয়ান চিরজীবনের জন্য প্রথম কন্সল-পদে নির্ব্বাচিত হইলে ফরাসীরাজ্যের সর্ব্বত্র মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছিল; সে উৎসব কোন নবীন সম্রাটের অভিষেকোৎসবের ন্যায় অত্যন্ত উৎসাহ ও বিপুল আয়োজনে সম্পন্ন হইয়াছিল।

ফরাসী প্রজাবর্গের সুরুচি ও সুনীতির বৃদ্ধির দিকে নেপোলিয়ানের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। কখন তাঁহাকে অভীষ্ট পথ হইতে বিচলিত হইতে দেখা যায় নাই। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা প্রমাণিত হইবে। নেপোলিয়ানের ভ্রাতা লুসিয়েন নিউনি নামক স্থানের সন্নিকটে একটি প্রাসাদোপম সুবৃহৎ সুদৃশ্য সৌধ ক্রয় করেন। একদিন তিনি নেপোলিয়ান এবং মালমাইসনের অধিবাসিবৃন্দকে তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রিত করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে স্বগৃহে ভগিনীকে লইয়া একখানি নাটকের অভিনয় করেন। এই অভিনয়ে সুরুচির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ছিল না, নেপোলিয়ান তজ্জন্য অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি নিঃশব্দে অভিনয় দর্শন করিলেন, রঙ্গমঞ্চের যবনিকা পতিত হইলে তিনি বলিলেন,—"এ বড় কলঙ্কের কথা। আমি এমন অশ্লীল ব্যাপার উপেক্ষা করিতে পারি না। আমি লুসিয়েনকে বুঝিতে দিব যে, আমি এ সকল কিছুমাত্র পছন্দ করি না।" এই কথার অল্পক্ষণ পরে লুসিয়েন তাঁহার অভিনয়ের পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া ভদ্রবেশে গৃহে প্রবেশ করিলে নেপোলিয়ান সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে সেই প্রকার অভিনয় হইতে ভবিষ্যতে বিরত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিলেন,—"কি আশ্চর্য্য! আমি সমাজে পবিত্রতা-স্থাপনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি, আর আমার ভ্রাতা ও ভগিনী রঙ্গমঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া প্রায় উলঙ্গদেহে রঙ্গলীলা করিতে সঙ্কোচ বোধ করিল না! ইহা অপেক্ষা অপমানের বিষয় কি হইতে পারে?"

একদিন নেপোলিয়ানের বিশ্বস্ত সহচর বুরে মালমাইসন হইতে রুয়েল নামক স্থানে যাইবার সময় পথিমধ্যে তাঁহার সুন্দর ঘটিকা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। রুয়েলে উপস্থিত হইয়া তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন, "যে কেহ ঘড়ি আনিয়া দিতে পারিবেন, তিনি তাঁহাকে পুরস্কার দান করিবেন।" ইহার অল্পকাল পরে তিনি আহারে বসিয়াছেন, এমন সময়ে একটি কৃষকবালক তাঁহার ঘড়ি তাঁহার নিকট আনিয়া প্রকাশ করিল, ইহা সে পথিপ্রান্তে কুড়াইয়া পাইয়াছে। যথাকালে এ বৃত্তান্ত নেপোলিয়ানের কর্ণগোচর হইল। তিনি সেই কৃষক-বালকের পারিবারিক অবস্থা জানিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিলেন। তিনি শুনিলেন, ইহারা দরিদ্র বটে, কিন্তু সচ্চরিত্র; শুনিয়া তিনি বালকটিকে যথোপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিলেন, তাহার তিনটি ভ্রাতাকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এই প্রসঙ্গে বুরে বলিয়াছিলেন,—"দয়া নেপোলিয়ানের চরিত্রের প্রধান গুণ।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আমেনুসের সন্ধিভঙ্গ, সমর-সজ্জা, বোর্ব্বোঁ-ষড়্‌যন্ত্র

নেপোলিয়ান চিরজীবনের জন্য প্রধান কন্সল-পদ লাভ করায় ইউরোপীয় জনপদসমূহের অধিকাংশ নরপতিই সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কারণ, তাঁহাদের আশা হইয়াছিল, অতঃপর ফ্রান্স নামে মাত্র সাধারণ-তন্ত্র থাকিলেও সাধারণ-তন্ত্রের প্রভাব বর্ত্তমান রহিবে না, ইহা অন্যান্য রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী এডিংটন ফরাসী রাজদূতকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ সমর্থন বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন। প্রুসিয়ার রাজা, সম্রাট্ আলেক্‌জান্দার, অষ্ট্রিয়ার আর্ক ডিউক চার্লস তাঁহাদের আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন; এমন কি, অষ্ট্রীয়-সাম্রাজ্ঞীর জননী নেপল্‌সের উদ্ধত রাজ্ঞী কেথারাইন ভিয়েনা হইতে ফরাসী-রাজদূতকে তাঁহার হর্ষ-জ্ঞাপনপূর্ব্বক এক পত্র লিখিয়া

জানাইয়াছিলেন,—"জেনারল বোনাপার্ট একজন অসাধারণ মনুষ্য। তিনি আমার অনেক অপকার করিয়াছেন, কিন্তু সে জন্য আমি তাঁহার প্রতিভার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারি না। ফ্রান্সের অশান্তি নিবারণ করিয়া তিনি সমস্ত ইউরোপের উপকার করিয়াছেন। তিনি তাঁহার দেশের শাসনক্ষমতা লাভ করিয়াছেন, তিনি তাহার সম্পূর্ণ যোগ্য ব্যক্তি। তিনি রাজপুত্রগণের আদর্শস্থানীয়। আমি আমার বংশীয় রাজপুত্রগণকে সেই অসাধারণ মনুষ্যের জীবন পর্য্যালোচনা করিবার জন্য অনুরোধ করি, তাহাতে তাহারা জানিতে পারিবে, প্রতিজ্ঞা ও গৌরবের সাহায্যে ক্ষমতা কিরূপে নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে।"

নেপোলিয়ান চিরদিন শান্তিরই পক্ষপাতী ছিলেন। আমেন্সের সন্ধি স্থাপিত হওয়ার পর তিনি কোন দিন মনে করেন নাই যে, অতি অল্পকালের মধ্যেই ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের মনান্তর উপস্থিত হইবে। কিন্তু অত্যল্পকালের মধ্যেই উভয় দেশের মধ্যে বিবাদ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। ইংরাজ বাণিজ্যজীবী জাতি; তাঁহারা রাজ্যনাশ, বনবাস, সকলই সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের বাণিজ্যের গাত্রে সামান্য আঘাতও সহ্য করিতে পারেন না। আমেন্সের সন্ধিবন্ধনের পর তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহাদের পণ্যদ্রব্য আশানুরূপ বিক্রয় হইতেছে না। তুলা ও লোহার সামগ্রীই ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান পণ্যদ্রব্য, তাহাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থাগম হইয়া থাকে; কিন্তু নেপোলিয়ান স্বদেশীয় শিল্পের উন্নতিসাধনে যেরূপ যত্নপর ছিলেন এবং তাহার বিস্তৃতির জন্য স্বদেশবাসিগণকে যে প্রকার উৎসাহদান করিতেন, তাহাতে দেশীয় শিল্পদ্রব্য এতাধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইতে লাগিল যে, ইংলণ্ডের পণ্যদ্রব্যবিক্রয় একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। ইংলণ্ডের স্বদেশহিতৈষী রাজনৈতিকগণ ফরাসীউচ্চাভিলাষের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিলেন; বোর্ব্বোঁ বংশীয়দিগের পক্ষপাতী বহুসংখ্যক নির্ব্বাসিত ফরাসীসন্তান নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা নেপোলিয়ানের নূতন শাসনপ্রণালীর পক্ষপাতী ছিল না; তাহারাও এই আন্দোলনে যোগদান করিল। ইংলণ্ড জলে স্থলে ফরাসীদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। নেপোলিয়ানের ক্রোধের সীমা রহিল না, কিন্তু তথাপি তিনি সহসা বিচলিত হইলেন না, যুদ্ধচেষ্টা করিলেন না, কারণ,তিনি জানিতেন, যুদ্ধ-চেষ্টা করিলে ফরাসীদেশের উন্নতিস্রোত আবদ্ধ হইয়া পড়িবে। কিন্তু ইংলণ্ডের অন্যায় ব্যবহার তাঁহার অসহ্য হওয়ায় পারিস নগরে অবস্থিত ইংরাজ রাজদূত লর্ড হুইটওয়ার্থের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সংকল্প করিলেন।

১৩০৩ খৃষ্টাব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারী নেপোলিয়ান ইংরাজ রাজদূত লর্ড হুইটওয়ার্থকে তাঁহার ভবনে আহ্বান করিলেন। একখানি প্রকাণ্ড টেবিলের একপ্রান্তে রাজদূত মহাশয় উপবেশন করিলেন, অন্য প্রান্তে নেপোলিয়ান আসন গ্রহণ করিলেন। তাহার পর নেপোলিয়ান ইংরাজগণের নিকট কিরূপ ব্যবহার পাইয়া আসিতেছেন, শান্তির প্রস্তাবে তাঁহারা কিরূপ উপেক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সকল কথা তেজস্বিনী ভাষায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি উপসংহারে বলিলেন,—"আপনারা যুদ্ধপ্রয়াসী, না শান্তির অনুরাগী, তাহা আমার নিকট স্পষ্ট প্রকাশ করুন। যদি যুদ্ধ করাই আপনাদের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে বলুন, অবিলম্বে অশ্রান্ত সমরানল প্রজ্বলিত করিব; আর যদি আপনারা শান্তিস্থাপনের পক্ষপাতী হন, তাহা হইলে অবিলম্বে আপনাদিগকে অলেকজান্দ্রিয়া ও মাণ্টা পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

হৃদয়ের আবেগে অকপটচিত্তে নেপোলিয়ান বলিতে লাগিলেন,—"যদি আপনারা মনে করেন, আমি শান্তিস্থাপনের জন্য যে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি, তাহা মৌখিক আগ্রহ মাত্র, তাহা হইলে আমার আগ্রহ কিরূপ আন্তরিক, তাহা আপনারাই বিচার করিতে পারেন। আমার বয়স অল্প হইলেও এই বয়সে আমি যে ক্ষমতা ও খ্যাতি লাভ করিয়াছি, তাহা সামান্য নহে। আপনারা কি মনে করেন, আমি ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া এই ক্ষমতা, এই খ্যাতিপ্রতিপত্তি বিপন্ন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত আছি? যদি অষ্ট্রিয়ার সহিত আমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয়,তাহা হইলে ভিয়েনার পথ আমাকে মুক্ত করিতে হইবে। যদি ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তবে ইউরোপীয় মহাদেশে আপনাদের পৃষ্ঠপোষক রাজন্যবর্গকে আপনাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত করিব। আপনারা আমাদের পথরোধ করিবেন, আমরাও আপনাদের পথরোধে পশ্চাৎপদ হইব না। ইউরোপের স্থলভাগ আপনারা আমাদের কারাগারে রূপান্তরিত করিলে,

মনে রাখিবেন, সমস্ত জলভাগ আপনাদের কারাগারে পরিণত হইবে। তাহার পর আরও গুরুতর কথা আছে। যুদ্ধক্ষেত্রে দেড় লক্ষ অস্ত্রধারী সৈন্য ও বহুসংখ্যক রণতরী সম্মিলিত হইবে; ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে হইলে জলপথ অতিক্রম করা অনিবার্য্য; কে জানে, সেই সমুদ্রজলে আমাকে আমার সমস্ত সম্পদ্, সমস্ত খ্যাতি প্রতিপত্তির সহিত নিমজ্জিত হইতে হইবে কি না! মহাশয়! ইলণ্ড আক্রমণের চেষ্টা অল্প বিপজ্জনক নহে।

"সকল দিক্ ভাবিলে বুঝিতে পারা যায়, আমাদের জয়ের সম্ভাবনা অপেক্ষা পরাজয়ের সম্ভাবনা অনেক অধিক। কিন্তু তথাপি যদি আপনারা আমাকে বাধ্য করেন, তাহা হইলে এই দুষ্কর কর্ম্মসাধনে আমাকে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আমার জীবন ও আমার সমগ্র সেনাবৃন্দের জীবন বিপন্ন করিয়াও আমি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব, কারণ, আমার অন্য কোন পথ নাই। এখন আপনি বিবেচনা করিতে পারেন, যাহাতে শান্তি স্থাপিত হয়, সে জন্য আমার আন্তরিক আগ্রহ আছে কি না।

"সন্ধির সকল সর্ত্ত মানিয়া চলা আমাদের উভয়ের পক্ষেই হিতকর। আপনাদিগকে তদনুসারে মাল্টা ত্যাগ করিতে হইবে। আমার বক্ষঃস্থলে যাহারা ছুরিকা বিদ্ধ করিবার জন্য সদা প্রস্তুত, আপনারা তাহাদিগকে স্বদেশে আশ্রয় দান করিতে পারিবেন না। আপনাদের দেশের সংবাদপত্র আমার উপর গালিবর্ষণ করে করুক, কিন্তু আমার দেশের কুলাঙ্গারগণ ইংলণ্ডে বসিয়া প্রতিদিন স্বদেশের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ-অনল উদ্গার করিবে, তাহা আমি সহ্য করিব না। আপনারা আমার সহিত ভদ্র ব্যবহার করুন, আমি ভদ্রতা-প্রদর্শনে বিন্দুমাত্র কৃপণতা করিব না; যদি আমরা ইংরাজ ও ফরাসী এই উভয় জাতিকে বন্ধুতাশৃঙ্খলে বাঁধিতে পারি, তাহা হইলে পৃথিবীতে কোন্ কর্ম্ম আমাদিগের অসাধ্য থাকিবে? আপনাদের নৌ-সৈন্যদল আছে; আমি আমার সমস্ত সম্পদ্ ব্যয় করিয়া দশ বৎসর কালের অক্লান্ত চেষ্টাতেও তাহার সমকক্ষ নৌ-সৈন্য প্রস্তুত করিতে পারিব না। কিন্তু আমার অধীনে, আমার পতাকা-মূলে পাঁচলক্ষ যোদ্ধা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রহিয়াছে; আমার ইঙ্গিতমাত্র তাহারা যে কোন স্থানে যুদ্ধযাত্রা করিতে প্রস্তুত। আপনারা সমুদ্রের অধীশ্বর, কিন্তু স্থলভাগে আমার একাধিপত্য। আসুন, বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া আমরা বন্ধুভাবে পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হই; তাহা হইলে পৃথিবীর ভাগ্যসূত্র আমরা পরিচালিত করিতে পারিব। ফ্রান্স ও ইংলণ্ড সম্মিলিত হইলে মনুষ্যজাতির উন্নতিকল্পে অসাধ্য সাধন করিতে পারে।"

কিন্তু ইংলণ্ড নেপোলিয়ানের প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না। ইংরাজ-রাজদূত ফ্রান্স পরিত্যাগ করিলেন। স্বকীয় বীর্য্যে ইংলণ্ডের অসাধারণ বিশ্বাস ছিল; তিনি তারস্বরে বলিলেন,—"কোথায় নেল্সন, যুদ্ধজাহাজসমূহ লইয়া প্রস্তুত হও; মহাবীর ওয়েলিংটন, সৈন্যমণ্ডলীর ভার গ্রহণ কর। এই উদ্ধত গর্ব্বিত যুবককে আমরা দমন করিব। তাহার দুরাকাঙ্ক্ষায় পৃথিবীর স্বাধীনতা বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের ঐতিহাসিকগণ, শোণিতময় অক্ষরে লিখিয়া রাখ, এই হঠাৎ নবাব তাহার দাম্ভিকতা ও ঔদ্ধত্যের বশবর্ত্তী হইয়া রক্তস্রোতে ইউরোপভূমি প্লাবিত করিতেছে।"

পারিস হইতে বৃটিশ রাজদূত স্বদেশে প্রস্থান করিবার অব্যবহিত পরেই ইংলণ্ড ফ্রান্সের সহিত তাঁহার বৈরতাচরণের প্রকাশ্য ঘোষণা না করিয়াই ফরাসীদেশের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিলেন। ফরাসীবণিক্দিগের বাণিজ্যপোতসমূহ আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। এই দুঃসংবাদ নেপোলিয়ানের কর্ণগোচর হইলে তিনি বুঝিলেন, যুদ্ধ অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে।

নেপোলিয়ান ক্রোধে দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। ঘৃণায় তাঁহার মুখমণ্ডল লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। যে দিন তিনি শুনিলেন, ফরাসী বণিক্দিগের বাণিজ্যপোত আক্রমণ করিয়া ইংলণ্ড তাঁহার ক্ষমতায় উপেক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার স্বদেশের বাণিজ্যের গতিরোধ করিয়াছেন, নির্ব্বিরোধী ফরাসী বণিকদিগকে বিপন্ন করিয়াছেন, সেই দিন মধ্যরাত্রে তিনি ফরাসী-পুলিশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"এ রাজ্যে আঠার হইতে ষাট পর্য্যন্ত বয়সের যত ইংরাজ আছে, সকলকে বন্দী কর। সমুদ্রপথে ইংলণ্ড যে সকল ফরাসীকে ধরিয়া কারাবদ্ধ করিয়াছে, ইহারা তাহাদের প্রতিভূস্বরূপ থাকিবে।"

নেপোলিয়ানের এই আদেশ বজ্রনাদের ন্যায় ইংলণ্ডের শান্তিসুখময় গৃহে প্রবেশ করিল। তখন ফরাসীদেশে সহস্র সহস্র ইংরাজ নিঃশঙ্কভাবে কালযাপন করিতেছিল। সহসা

এই বিপদ্‌পাতে তাহাদের আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে ঘোর আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। তাহাদের মুক্তিলাভের কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া তাহাদের পিতা, মাতা, স্ত্রী, কন্যা শ্বেতদ্বীপের গৃহে বসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ও অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিল। ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন; নির্ব্বিরোধী ইংরাজ পরিব্রাজকগণকে বন্দী করায় তাঁহারা নেপোলিয়ানের এই অন্যায় আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। নেপোলিয়ান উত্তর দিলেন,—"তোমরা নির্ব্বিরোধী বণিক্‌দিগের জাহাজ আক্রমণ করিয়াছ।" ইংলণ্ড বলিলেন,—"শত্রুর জাহাজ আক্রমণ করিবার অধিকার ইংলণ্ডের আছে, আমরা সেই অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছি, ইহা আমাদের পক্ষে অন্যায় হয় নাই।" নেপোলিয়ান উত্তর দিলেন,—"জলপথে ইংলণ্ড যেরূপ করার অধিকার তাঁহার আছে বলিয়া মনে করিয়াছেন, স্থলপথে সেরূপ করিবার অধিকার আমারও আছে।"

অতএব বাগ্‌বিতণ্ডাদ্বারা কোন মীমাংসা হইল না। ফরাসীবন্দিগণ ইংলণ্ডে ও ইংরাজ বন্দিগণ ফরাসীভূমিতে নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করিতে লাগিল। নেপোলিয়ান ইংরাজ বন্দিগণকে বলিলেন,—"তোমাদের মুক্তিলাভ তোমাদের দেশের কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, ইহার জন্য তাঁহারাই দায়ী। ফরাসীগণকে মুক্ত না করিলে আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিব না।"—তথাপি নেপোলিয়ান ইংরাজ-বন্দীদিগের প্রতি কোন প্রকার দুর্ব্ব্যবহার করেন নাই।

অতঃপর নেপোলিয়ান যুদ্ধের সুবিশাল আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যেরূপ অদম্য উৎসাহে, অসাধারণ ধৈর্য্যের সহিত অক্লান্ত পরিশ্রমে ফরাসীজাতিকে যুদ্ধার্থ সজ্জিত করিতে লাগিলেন, তাহাতে সমস্ত ইউরোপ বিস্ময়-স্তম্ভিত-হৃদয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার প্রত্যেক অনুষ্ঠান সন্দর্শন করিতে লাগিল। ইংলণ্ডের অন্তঃকরণেও ভয়ের সঞ্চার হইল। ইংলণ্ড আক্রমণের জন্য সমুদ্রোপকূলে বিরাট আয়োজন চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তিন লক্ষ সৈন্য নেপোলিয়ানের পতাকা-মূলে সমবেত হইল। ফরাসীজাতির হৃদয় অপূর্ব্ব উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ হইল; ফ্রান্সভূমির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত 'সাজ সাজ সাজ সবে সাজ রে সমরে,' এই ধ্বনি উত্থিত হইল। দুই সহস্র রণতরী নির্ম্মিত হইয়া বোলন নগরে সংস্থাপিত হইল, স্থির হইল, তাহারা দেড়লক্ষ সৈন্য, দশ সহস্র অশ্ব ও চারি সহস্র কামান ইংলণ্ডসীমায় বহন করিয়া লইয়া যাইবে। অস্ত্রাগারসমূহে দিবারাত্রি কামান বন্দুক প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মিত হইতে লাগিল। ফরাসীজাতি একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। লক্ষ লক্ষ লোক নেপোলিয়ানের আদেশ পালনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল। যাহারা ইতিপূর্ব্বে ফরাসী-সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, তাহারা নেপোলিয়ানের পতাকামূলে সমবেত হইয়া সেই অস্ত্র ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে উত্তোলন করিল।

এই যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য নূতন করস্থাপন করা আবশ্যক হইল; ফরাসীগণ প্রফুল্লচিত্তে নব করভার স্কন্ধে গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াই নিশ্চিন্ত রহিল না, তাহারা রাশি রাশি অর্থ স্বেচ্ছাক্রমে নেপোলিয়ানের পাদমূলে সমর্পণপূর্ব্বক তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিল। কেহ কেহ রণতরী নির্ম্মাণ করাইয়া নেপোলিয়ানের সাহায্যার্থ বোলনে প্রেরণ করিলেন। নেপোলিয়ানকে কে কিরূপে সাহায্য করিতে পারে, ইহা লইয়া ফরাসীজাতির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইল। সকলের হৃদয়েই যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ সঞ্চারিত হইল, সকলেই এক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইতে লাগিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফরাসী নগরগুলি নানা প্রকার নৌকা, অপেক্ষাকৃত বৃহৎ নগরসমূহ রণতরী এবং প্রধান প্রধান নগরবাসিগণ বৃহৎ রণপোত নির্ম্মাণপূর্ব্বক নেপোলিয়ানের নিকট প্রেরণ করিতে লাগিলেন। পারিস নগর ১২০ খানি, লিয়ান্স ১০০ খানি, বোঁরডো ৮৪ খানি ও মার্শেলিস ৭৪ খানি জাহাজ উপহার প্রেরণ করিলেন। ইতালী সাধারণতন্ত্র ফ্রান্সের প্রতি ইতালীয়গণের কৃতজ্ঞতার নিদর্শনরূপ দুইখানি রণতরী নির্ম্মাণের জন্য পঞ্চাশ লক্ষ ফ্রাঙ্ক মুদ্রা নেপোলিয়ানের নিকট প্রেরণ করিলেন। ফরাসী মহাসভা এই যুদ্ধের জন্য ১২০টি কামানপূর্ণ একখানি জাহাজ দান করিলেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে যে উপহার প্রেরিত হইল, তাহার পরিমাণ প্রায় পাঁচকোটি ফ্রাঙ্ক।

ফরাসীজাতির এই সমরসজ্জা দেখিয়া ও ইংলণ্ডের শান্তিস্থাপনের প্রতি ঔদাসীন্য লক্ষ্য করিয়া ইউরোপের রাজন্যবর্গ চিন্তিত হইয়া উঠিলেন; কারণ, এই যুদ্ধে তাঁহাদের যে গুরুতর অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে, তাহা তাঁহারা

বুঝিতে পারিলেন। রুসিয়ার সম্রাট্ এই বিবাদ হইতে উভয় জাতিকে নিবৃত্ত করিবার জন্য মধ্যস্থতা অবলম্বন করিতে স্বীকৃত হইলেন।

নেপোলিয়ান বলিলেন,—"সম্রাট্ আলেকজান্দার মধ্যস্থলে আমাকে যে অনুরোধ করিবেন, আমি তাহাতেই সম্মত হইব।" ইংলণ্ড এ প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন। তথন রুসিয়ার মন্ত্রিসভা এই বিরোধ-নিষ্পত্তির জন্য কতকগুলি প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন।

তাহার উত্তরে নেপোলিয়ান বলিলেন,—"আমি সম্রাটের মধ্যস্থতাই অগ্রগণ্য মনে করি, তিনি নিরপেক্ষ ব্যক্তি। রুসিয়ার মন্ত্রিসভা যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা ফ্রান্সের অনুকূল নহে; আমি সে প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারি না। আমি যুদ্ধ করিব। যে জাতি বিশ বৎসর ধরিয়া সমস্ত পৃথিবীর নিকট বিজয়ীর অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে—সেই গর্ব্বিত জাতির ভয়ে আমি ভীত নহি।"

নেপোলিয়ান ক্যালের সন্নিহিত সঙ্কীর্ণ উপসাগর অতিক্রম করিবার অভিসন্ধি করিতেছিলেন; বৃটিশ রণতরীসমূহ অতি সাবধানে এই জলপথ রক্ষা করিতেছিল। উপসাগরের এই স্থানের বিস্তার পঞ্চদশ ক্রোশ। এই পঞ্চদশ ক্রোশ সমুদ্রপথ অতিক্রমপূর্ব্বক কিরূপে ইংলণ্ডে প্রবেশ করা যায় এবং কিরূপে ইংলণ্ডের গৌরবোন্নত মস্তক অবনত করা যায়,তাহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ চিন্তা হইল; কিন্তু এ সময়েও তাঁহার উদারতা, সহৃদয়তা ও মনুষ্যত্ব তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। এইস্থানে তাঁহার মহত্ত্বের একটি গল্প বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, নেপোলিয়ানের আদেশে অনেক ইংরাজযুবক ফরাসীদেশে কারারুদ্ধ ছিল। এইরূপ একটি যুবক কোনপ্রকারে কারাগার হইতে পলায়নপূর্ব্বক বোলনের সন্নিকটবর্ত্তী সমুদ্রতটে উপস্থিত হইয়াছিল। স্বদেশে পলায়ন করিবার ইচ্ছা বলবতী; কিন্তু উপায় নাই; সম্মুখে উত্তাল-তরঙ্গমালা-সঙ্কুল পঞ্চদশ-ক্রোশব্যাপী ভীষণদর্শন সমুদ্র। কিন্তু সেই স্বদেশ-প্রেমিক যুবক তাহা দেখিয়া ভীত হইল না; সে বৃক্ষের কতকগুলি বল্কল সংগ্রহপূর্ব্বক তদ্দ্বারা একটি ক্ষুদ্র ভেলা প্রস্তুত করিল এবং আরণ্য লতাদ্বারা তাহা দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া তাহা জলে ভাসাইয়া দিল। প্রবল ঝটিকায় উপসাগরের জল তথন অতি রুদ্রভাব ধারণ করিয়াছিল; কিন্তু সে দিকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়া, জীবনের মমতা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়া ইংরাজ-যুবক সেই ভেলায় আরোহণ করিল; কিন্তু অবিলম্বেই তাহাকে ফরাসী-হস্তে আবার বন্দী হইতে হইল। নেপোলিয়ান যথাকালে সেই যুবকের অলৌকিক সাহসের কথা শ্রবণ করিলেন. তাঁহার বিস্ময় ও যুবকের প্রতি শ্রদ্ধার সীমা রহিল না; তিনি তৎক্ষণাৎ সেই যুবককে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। যুবক তাঁহার নিকট আনীত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি ক্ষুদ্র ভেলায় চড়িয়া এই তরঙ্গ-ভীষণ সাগর পার হইবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলে?"

যুবক বলিলেন,—"আপনি অনুমতি করিলে এখনই আমি এই ভেলায় চড়িয়া সাগর পার হই।"

নেপোলিয়ান বলিলেন,—"তাহা হইলে স্বদেশে নিশ্চয়ই তোমার কোন প্রণয়িনী আছে, নতুবা এমন ভাবে কখন তুমি সাগর অতিক্রম করিতে সাহসী হইতে না।"

যুবক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"আমার মাকে দেখিবার জন্য আমি অধীর হইয়াছিলাম। তিনি বৃদ্ধা, দরিদ্রা, রুগ্না।"

যুবকের কথা শুনিয়া নেপোলিয়ানের বীরহৃদয় করুণাপ্লাবনে ভাসিয়া গেল। তিনি বলিলেন, "তুমি তোমার মাতাকে দেখিতে পাইবে, এই স্বর্ণমুদ্রাগুলি তোমাকে দান করিতেছি, ইহা তুমি তাঁহাকে উপহার দান করিবে; যে জননী এমন কর্ত্তব্যপরায়ণ, এমন স্নেহশীল সন্তানকে মানুষ করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই সাধারণ স্ত্রীলোক নহেন।"

অনন্তর নেপোলিয়ান সেই যুবককে কোন একখানি ইংরাজজাহাজে তুলিয়া দিবার জন্য একখানি পোতে করিয়া পাঠাইয়া দিলেন; এই পোতে সন্ধিপতাকা উত্তোলিত হইল। ফরাসী-পোতখানি সেই সন্ধিপতাকা উড়াইয়া ইংরাজপোতের সন্নিকটে আসিয়া যুবককে তাঁহার স্বদেশীয়গণের হস্তে সমর্পণ করিল; উভয় জাহাজের লোক ক্ষণকালের জন্য ঘোরতর জাতীয় বিদ্বেষ ও কুটিল জিঘাংসার কথা ভুলিয়া গেল।

নেপোলিয়ানের তিন জন সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁহাকে এত অধিক কাজ করিতে হইত যে, এই সেক্রেটারীত্রয়ের কিছুমাত্র অবসর ছিল না, দিবারাত্রি তাঁহাদিগকে পরিশ্রম করিতে হইত। এই তিন জন সেক্রেটারীর মধ্যে এক জন অতি তরুণবয়স্ক যুবক ছিলেন। তিনি রাজপ্রাসাদেই বাস

করিতেন, সেখানে আহারও পাইতেন ; তাঁহার বার্ষিক বেতন ছিল ছয় সহস্র মুদ্রা (ফ্রাঙ্ক)। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই যুবক ঋণজালে বিজড়িত ছিলেন, তাঁহার উত্তমর্ণগণ ক্রমাগত তাঁহাকে ঋণশোধের জন্য উৎপীড়িত করিতেন। তিনি জানিতেন, নেপোলিয়ান যেরূপ কঠোর নিয়মপরায়ণ ব্যক্তি, তাহাতে যদি এই ঋণের কথা দৈবাৎ তাঁহার কর্ণগোচর হয়, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইবে। এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে একদিন সমস্ত রাত্রির মধ্যে তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারিলেন না, তাঁহার শয্যাকণ্টক উপস্থিত হইল। অবশেষে প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই প্রায় ৫ ঘটিকার সময় শয্যাত্যাগ করিয়া আফিসগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক তিনি তাঁহার দৈনিক কার্য্য আরম্ভ করিলেন ;—ভাবিলেন, এই কার্য্যে লিপ্ত হইয়া তিনি ঋণদায়ের চিন্তা হইতে অব্যাহতি লাভ করিবেন। কাজ করিতে করিতে যুবকটি গুন্ গুন্ শব্দে গান করিতেছিলেন। নেপোলিয়ান তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন ; তিনি আফিস-ঘরের নিকট দিয়া অন্য কক্ষে যাইতে যাইতে সহসা যুবকের মৃদু গুঞ্জনধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আফিস-গৃহের দ্বার ঠেলিয়া তাঁহার সেক্রেটারীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। কর্ত্তব্যপথে তাঁহার অনুরাগ দেখিয়া নেপোলিয়ানের মনে অত্যন্ত আনন্দসঞ্চার হইল। তিনি সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কি ! এত সকালেই তুমি কাজ আরম্ভ করিয়াছ ? বেশ, বেশ ! তোমার কর্ম্মানুরাগ দেখিয়া আমি বড় সুখী হইয়াছি ; তুমি কত বেতন পাও ?" যুবক সেক্রেটারী সসম্ভ্রমে উত্তর করিলেন,—"বার্ষিক ছয় হাজার ফ্রাঙ্ক।"

"বটে"—নেপোলিয়ান বলিলেন, "তোমার মত যুবকের পক্ষে এত বেতন খুব প্রচুর বলিতে হইবে। তা ছাড়া আমার বোধ হয়, তোমার বাসাভাড়া ও আহারাদির ব্যয়ও সরকার হইতে পাও ?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

নেপোলিয়ান বলিলেন,—"তাতেই মনের স্ফূর্ত্তিতে গান গাইতেছ। তুমি বোধ হয় খুব সুখী ?"

"না মহাশয়, সুখী হওয়া উচিত হইলেও দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হইতে পারি নাই।"

নেপোলিয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন ?"

"আমার অনেক উত্তমর্ণ আছে। আমার বৃদ্ধ পিতা আছেন, তিনি প্রায় অন্ধ হইয়াছেন, তদ্ভিন্ন এক অবিবাহিতা ভগিনী আছেন, তাঁহাদের সকল ব্যয় আমাকেই নির্ব্বাহ করিতে হয়।"

নেপোলিয়ান বলিলেন,—"পিতা ও ভগিনীকে প্রতিপালন করা ত প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। উত্তমর্ণের হাতে পড়িয়াছ কেন ?"

"আমি বাধ্য হইয়া তাহাদের নিকট ঋণ করিয়াছিলাম, শোধ করিতে পারি নাই। তাহারা আমাকে বড় জ্বালাতন করিতেছে।"

নেপোলিয়ান নিরাশ-স্বরে বলিলেন,—"তুমি এত বেতন পাও, তবু তোমার দেনা। ঋণজালে বদ্ধ লোকের সহিত আমি সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছা করি না। আমি তোমাকে কর্ম্মচ্যুত করিলাম। তুমি বিদায় হইতে পার।"

নেপোলিয়ান আর কোন কথা না বলিয়া সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন ; সেক্রেটারী বজ্রাহতের ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

কিয়ৎকাল পরে নেপোলিয়ানের একজন পার্শ্বচর একখানি পত্র লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। পত্রখানি নেপোলিয়ান সেই সেক্রেটারীকেই লিখিয়াছিলেন। সেক্রেটারী পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন,—"আমি তোমাকে কর্ম্মচ্যুত করাই স্থির করিয়াছিলাম ; কিন্তু আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, তোমাকে কর্ম্মচ্যুত করিলে তোমার নিরুপায় বৃদ্ধ পিতা, তরুণবয়স্কা ভগিনী অনাহারে থাকিবে, সেই জন্য আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। আমি তোমাকে দশ সহস্র মুদ্রা (ফ্রাঙ্ক) পাঠাইতেছি, এই টাকা দিয়া অবিলম্বে তুমি তোমার ঋণ পরিশোধ করিবে। এই জন্য তোমার আমি একদিনের ছুটীও মঞ্জুর করিলাম। অতঃপর তুমি আর কখন ঋণজালে আবদ্ধ হইবে না। আমার আদেশ পালন না করিলে তুমি আর স্বপদে থাকিতে পাইবে না।"

বোলন নগরে নেপোলিয়ান ইংলণ্ড আক্রমণের জন্য যে সুবিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন, যে বহুসংখ্যক সৈন্য ও রণতরীসমূহ সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহার সংবাদ শ্রবণ করিয়া ইংলণ্ডের দুশ্চিন্তার সীমা রহিল না। অবশ্য ইংলণ্ড আপনাকে সমুদ্রের অধিকারী ও শত্রুগণের আক্রমণাতীত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু তিনি যখন বুঝিতে

পারিলেন যে. তাঁহার পঞ্চদশ ক্রোশ ব্যবধানে দেড় লক্ষ অজেয় পরাক্রমশালী সুশিক্ষিত সৈন্য সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবার অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে; দুই সহস্র কামানবাহী তরণী, দশ সহস্র অশ্ব, চারি সহস্র কামান তাঁহার স্কন্ধে যে কোন মুহূর্ত্তে নিপতিত হইতে পারে, বিশেষতঃ এই বিরাট অনীকিনীর পরিচালন-ভার ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর নেপোলিয়ান স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন; তখন তাঁহার মনে হইল, হয় ত একদিন নেপোলিয়ান এই সকল সৈন্য লইয়া লণ্ডনের রাজপথে বিজয়ী বীরের ন্যায় উপস্থিত হইতে পারেন। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট দেড় লক্ষ সৈন্য লইয়া রণযাত্রা করিয়াছেন, এ কথা শুনিয়া হৃৎকম্প উপস্থিত না হইত, এমন সম্রাট্ সে সময় ইউরোপের কোন দেশে ছিলেন না। তাহার উপর বৃটিশ নৌ-কর্ম্মচারিগণ একবাক্যে স্বীকার করিলেন যে, ঝটিকাশূন্য কোন একটি শীতের রাত্রে নিদারুণ কুজ্ঝটিকার সহায়তায় ফরাসীগণ সংকীর্ণ উপসাগর অতিক্রম করিয়া একেবারে ইংলণ্ডের স্কন্ধে নিপতিত হইতে পারে।

সুতরাং ইহার প্রতীকার-বিধানের জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যৎপরোনাস্তি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টে মহাবেগে তর্কস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। ১৭ হইতে ৫৫ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক ইংরাজকে দেশের এই প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে হইবে, এইরূপ এক প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হইল। নগরে নগরে ইংরাজ অধিবাসিগণ হাতিয়ার লইয়া রণকৌশল শিক্ষা করিতে লাগিল।

ইংলণ্ড আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আইল অব ওয়াইট হইতে টেম্‌স্ নদীর মোহানা পর্য্যন্ত সাঙ্কেতিক চিহ্ন স্থাপন করা হইল, বিপদের সম্ভাবনা দেখিলেই তাহা অবিলম্বে কর্ত্তৃপক্ষের গোচরে আসিবে; বহুসংখ্যক সৈন্যবাহী শকট নির্ম্মিত হইল। গৃহে গৃহে আতঙ্কের সঞ্চার হইল। যুদ্ধের আয়োজনের নিমিত্ত রাজকরের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইল। ইংলণ্ডের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শঙ্কাকুল হৃদয়ে উদ্বেগের সহিত কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন।

কেবল ইহা নহে, ইংলণ্ডের অনেক মহাপুরুষ নেপোলিয়ানের নিপাতের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়ানের অনেকগুলি শত্রু ইংলণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল; ইংলণ্ডের অর্থে তাহারা প্রতিপালিত হইতেছিল। নেপোলিয়ানকে কৌশলে বধ করিবার জন্য তাহারা নানাবিধ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। ইংলণ্ড আত্মসম্মানের মস্তকে পদাঘাতপূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রচুর অর্থদানে সহায়তা করিতে লাগিলেন। অনেক ষড়যন্ত্রকারী ইংলণ্ড অতিক্রম পূর্ব্বক ফ্রান্সে আসিয়া উপস্থিত হইল, ফরাসী পুলিশ তাহাদের প্রায় ত্রিশজনকে বন্দী করিল। ইংলণ্ড তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছেন শুনিয়া নেপোলিয়ান ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন; বোর্ব্বোঁগণ তাঁহার প্রাণনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে শুনিয়া তিনি ঘৃণাভরে বলিলেন.—"আমার শোণিত নর্দ্দামার জলপ্রবাহ নহে। বোর্ব্বোঁদিগকে আমি এমন শিক্ষা দিব, যাহা তাহারা শীঘ্র ভুলিতে পারিবে না।"

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ফরাসীদেশের অনেক লোক ইংলণ্ডে বাস করিতেছিল, ইহার মধ্যে নির্ব্বাসিত ফরাসী-রাজবংশীয় অনেকেই ছিলেন। তাঁহারা নেপোলিয়ানের প্রাণবধের জন্য মহা উৎসাহে ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইলেন; ষড়যন্ত্রে স্থির হইল, ষড়যন্ত্রকারিগণের মধ্যে একশত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সাহসী ব্যক্তি জর্জ্জ কাডোডালের দ্বারা পরিচালিত হইয়া গোপনে ফ্রান্সে প্রবেশ করিবে; তাহার পর নেপোলিয়ান যখন মালমাইসন যাত্রা করিবেন, সেই সময়ে পথিমধ্যে তাঁহার দেহরক্ষিগণকে আক্রমণ পূর্ব্বক নেপোলিয়ানকে বধ করিবে। তাহার পর ফ্রান্সের অরক্ষিত সিংহাসনে বোর্ব্বোঁগণকে স্থাপিত করিবে। ষড়যন্ত্রকারিগণ আশা করিয়াছিল, ফরাসীদেশেও তাহারা অনেক ক্ষমতাপন্ন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সাহায্য-লাভে সমর্থ হইবে। তাঁহাদের মধ্যে সেনাপতি মোরো একজন। জেনারেল মোরো নেপোলিয়ানের উন্নতিতে অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন; তিনি নেপোলিয়ানকে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিতেন। নেপোলিয়ানের প্রতি তিনি এরূপ বিরক্ত ছিলেন যে, নেপোলিয়ান তাঁহাকে বিবিধ উপায়ে সম্মানিত করিলেও তিনি সে সম্মান গ্রহণ করেন নাই; অবশেষে একদিন উৎসব-ক্ষেত্রে নেপোলিয়ানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকার করেন। ইহাতে নেপোলিয়ান অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়া ফরাসী সাধারণ-তন্ত্রের বার্ষিক উৎসাহ-ভোজে মোরোর নিমন্ত্রণ বন্ধ রাখিয়াছিলেন। ইহাতে সেনাপতি মোরোর ক্রোধবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সুতরাং মোরো ও তাঁহার সৈন্যগণের সহায়তা

লাভের আশা ষড়যন্ত্রকারিগণের পক্ষে দুরাশা ছিল না। তাহারা স্থির করিয়াছিল, নেপোলিয়ানকে নিহত করিয়া রাজতন্ত্রাবলম্বিগণকে সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিবে; এদিকে বোর্ব্বোঁদিগের অনুচরগণ ইংরাজের অর্থ ও সহায়তায় ফ্রান্সের সীমান্ত-প্রদেশে তাহাদিগের প্রভাব বিস্তার করিবে; বৃটনের নৌ-সৈন্য ও স্থলবিহারী সৈন্যগণ তাহাদিগের সাহায্যার্থ প্রস্তুত থাকিবে; সুতরাং বোর্ব্বোঁবংশকে সিংহাসনে সংস্থাপন করিতে আর কোন প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হইবে না। ইহাই বোর্ব্বোঁদিগের নিগূঢ় ষড়যন্ত্র ও সাধনা।

কিন্তু এই কার্য্য-সাধনের পথে এক অতি অনতিক্রম্য বিঘ্ন উপস্থিত হইল। মোরো সাধারণতান্ত্রিক ছিলেন; তিনি রাজতন্ত্রের ঘোর বিপক্ষ। তাঁহাকে হস্তগত করা সহজ হইবে কি না, এ কথা লইয়া ষড়যন্ত্রকারিগণ আন্দোলন করিতে লাগিল। অবশেষে সেনাপতি মোরোর মনোভাব পরীক্ষার জন্য তাহারা সেনাপতি পিকাগ্রুর শরণাপন্ন হইল। সেনাপতি পিকাগ্রু বুদ্ধিমান্, সাহসী ও ক্ষমতাশালী ফরাসী সেনানায়ক ছিলেন; কিন্তু বোর্ব্বোঁদিগের প্রতি অত্যধিক অনুরাগ হেতু ফরাসীদেশের অধ্যক্ষসভা কর্তৃক নির্ব্বাসিত হন এবং লণ্ডনে আশ্রয়গ্রহণ করেন। সেনাপতি পিকাগ্রু পূর্ব্বঋণ পরিশোধের জন্য এই ষড়যন্ত্রে যোগদান করিলেন। তিনি সেনাপতি মোরোকে স্বদলভুক্ত করিবার ভার গ্রহণ করিয়া সহচরবৃন্দের সহিত পারিস নগরে যাত্রা করিলেন। ইংরাজের ধনভাণ্ডার তাহাদের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ উন্মুক্ত হইল।

পারিস নগরে উপস্থিত হইয়া ইঁহারা প্রচুর অর্থবলে রাজকীয়দলকে নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেখিলেন, নেপোলিয়ান দেশের সর্ব্বত্র পূজিত,প্রজাপুঞ্জের হৃদয়-সিংহাসনে বিরাজিত; কাহারও মনে অসন্তোষের কিছুমাত্র চিহ্ন বর্ত্তমান নাই; এমন কি,পুরোহিতগণ পর্য্যন্ত নেপোলিয়ানের প্রতি অনুরক্ত। প্রায় দুই মাসব্যাপী চেষ্টার পর ষড়যন্ত্রকারিগণ অর্থবলে ত্রিশ জন লোককে বশীভূত করিল; বোর্ব্বোঁবংশে সিংহাসন অর্পণ করিতে তাহারা প্রাণপণ করিল। পিকাগ্রু ও তাঁহার সহযোগিবৃন্দ সেনাপতি মোরো ও তাঁহার পক্ষভুক্ত ব্যক্তিগণকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লাজোলে নামক মোরোর একজন পুরাতন সহযোগীকে প্রথমে হস্তগত করা হইল; লাজোলে মোরোকে নেপোলিয়ানের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। মোরো বোর্ব্বোঁ ষড়যন্ত্রের সকল কথা জানিতে না পারিলেও লাজোলের দলকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। এ সংবাদ অবগত হইয়া পিকাগ্রু ও তাঁহার সহযোগিবর্গের আনন্দের সীমা রহিল না। লণ্ডন নগরে যখন এ সংবাদ পৌছিল, তখন বোর্ব্বোঁ রাজকুমার চার্লস মনের আনন্দ গোপন করিতে না পারিয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"যখন দুই জন সেনাপতি একমত হইয়াছেন, তখন আমি শীঘ্রই ফরাসী-সিংহাসন লাভ করিব।"

অবশেষে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের এক অন্ধকারময়ী হিমযামিনীতে ষড়যন্ত্রকারিগণ একত্র সম্মিলিত হইল। মোরো বলিলেন, তিনি নেপোলিয়ানের শাসনকর্তৃত্ব ধ্বংস করিবার জন্য তাহাদের ষড়যন্ত্রে যোগদান করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত, কিন্তু রাজ্যের সর্ব্বময় কর্তৃত্বপদ তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। বোর্ব্বোঁগণের হস্তে কর্তৃত্বভার সমর্পণের তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী। পিকাগ্রু মোরোর এই প্রস্তাবে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার একজন সহযোগীকে বলিলেন,—"উচ্চাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া মোরো ফ্রান্স-শাসনভার গ্রহণ করিতে চাহে; কিন্তু সে এ দেশ চব্বিশ ঘণ্টাকালও শাসন করিবার যোগ্য নহে।" আর এক জন সহযোগী বলিলেন,—"যদি অপরের হস্তেই রাজ্যভার প্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে নেপোলিয়ান সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ; নেপোলিয়ানকে দূর করিয়া কি এই হৃদয়হীন, বুদ্ধিহীন মোরোকে আমরা দেশের ভাগ্যবিধাতৃপদে স্থাপন করিব?" এইরূপ মতভেদে ষড়যন্ত্রকারিগণের নিরাশা ও বিরক্তির সীমা রহিল না। তাহারা বুঝিল, নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে যোগ্য লোকের সহায়তা লাভের সম্ভাবনা কিছুমাত্র নাই।

নেপোলিয়ান অদূরদর্শী ছিলেন না। সহজেই তাঁহার সন্দেহ হইল, তাঁহার সর্ব্বনাশসাধনের জন্য রাজ্যমধ্যে কোন প্রকার ষড়যন্ত্র চলিতেছে। ইতিমধ্যে ষড়যন্ত্রকারিগণের কয়েকখানি পত্র তাঁহার হস্তগত হইল; পুলিশ কয়েকজন চক্রীকে ধরিয়া তোপের মুখে উড়াইয়া দিল, তন্মধ্যে একজন প্রাণভয়ে ষড়যন্ত্রের সকল সংবাদ ব্যক্ত করিয়া ফেলিল। তখন ষড়যন্ত্রকারিগণ দলে দলে ধৃত হইতে লাগিল;

নেপোলিয়ান বিস্ময়-স্তম্ভিত হৃদয়ে শ্রবণ করিলেন, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী সুবিখ্যাত বীর মোরো এই ষড়যন্ত্রে বিজড়িত।

এ কথা নেপোলিয়ান সহসা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ এক গুপ্ত মন্ত্রিসভা আহ্বান করিলেন। ফরাসীদেশে মোরোর কিরূপ প্রভাব-প্রতিপত্তি, তাহা নেপোলিয়ানের অজ্ঞাত ছিল না। বহুসংখ্যক সৈন্য তাঁহার অনুগত ছিল, তাঁহার সম্রান্ত বন্ধুবর্গেরও অভাব ছিল না। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া একজন সভ্য বলিলেন,—"মোরোর সম্বন্ধে কোন প্রকার আন্দোলন না করিলেই ভাল হয়।" এই কথা শুনিয়া নেপোলিয়ান উত্তর দিলেন,—"তাহা হইতে পারে না; লোকে বলিবে, আমি মোরোর ভয়ে তাহার অপরাধের বিচার করিলাম না। আমার হৃদয়ে দয়ার অভাব নাই সত্য, কিন্তু আবশ্যক হইলে আমি সেই দয়ার উৎস সবলে রোধ করিতে পারি। মোরোই হউক, আর যে কোন ব্যক্তিই হউক, বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে হীন ষড়যন্ত্রে যে যোগদান করিয়াছে, তাহার প্রতি দণ্ড-বিধান করিতেই হইবে।" স্থির হইল মোরোকে অবিলম্বে ধৃত করিতে হইবে। ক্যাম্বে সেয়ার নামক একজন সুবিখ্যাত আইনজ্ঞ বলিলেন,—"মোরোর বিচারভার কোর্ট মার্শেলের হস্তে সমর্পণ করা হউক, রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৈনিককর্ম্মচারিগণ একত্র হইয়া তাঁহার অপরাধের বিচার করিবেন। তাহা হইলে বর্ত্তমান আইনের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শিত হইবে।"

নেপোলিয়ান এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,—"তাহা হইবে না, লোকে বলিবে, আমি আইনের দোহাই দিয়া আমার দলস্থ লোকের দ্বারা মোরোর প্রতি অন্যায় দণ্ডবিধান করিয়াছি।"

পরদিন প্রভাতে মোরো বন্দী হইলেন। সমগ্র পারিস নগর সে সংবাদে স্তম্ভিত হইয়া গেল; চতুর্দ্দিকে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। মোরোর বন্ধুগণ বলিতে লাগিলেন—"ষড়যন্ত্রের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে শাসন করিবার জন্য ক্ষমতাপন্ন নেপোলিয়ানের এই এক রাজনৈতিক অভিনয়।" নেপোলিয়ান এই অপবাদে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন; প্রজাপুঞ্জের হৃদয় তিনি তাঁহার সদ্‌গুণবলে অধিকার করিয়াছিলেন, সেই প্রজাগণ যদি তাঁহার সততায় অবিশ্বাস করে, তাহা হইলে সান্ত্বনার আর কোন্ অবলম্বন বর্ত্তমান থাকে?

তখন নেপোলিয়ান স্থির করিলেন, যেমন করিয়া হউক, তাঁহার আত্মসম্মান উদ্ধারের জন্য মোরোর অপরাধ কি, তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে হইবে। ষড়যন্ত্র-কারিগণের গুপ্তস্থান সকলের অনুসন্ধান চলিতে লাগিল; আরও বহুসংখ্যক চক্রী ধৃত হইল। তখনই দুই জন স্ব স্ব অপরাধ স্বীকার করিয়া সকল কথা প্রকাশ করিল। পিকাগ্রু প্রভৃতি প্রধান চক্রিগণের কোন সন্ধান হইল না। আইনসভা হইতে ঘোষণা করা হইল, পলায়িত ষড়যন্ত্রকারি-গণকে যে কোন ব্যক্তি আশ্রয় দান করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড করা হইবে। যদি কোন ব্যক্তি তাহাদের অনুসন্ধান জানিয়াও তাহা প্রকাশ না করে, তবে তাহার দশ বৎসরের কারাদণ্ড হইবে।

পিকাগ্রু কার্ডোভাল প্রভৃতি ষড়যন্ত্রকারিগণ প্রমাদ গণিল। তাহারা গুপ্তভাবে আশ্রয়লাভের জন্য সম্রান্ত ব্যক্তিগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে লাগিল। কয়েক ঘণ্টা আশ্রয়দান করিলে দশ সহস্র মুদ্রা (ফ্রাঙ্ক) পর্য্যন্ত পুরস্কার লাভের লোভ দেখাইল, কিন্তু রাজকীয় ঘোষণাপত্রের বিপরীতাচরণে কাহারও সাহস হইল না। অবশেষে পিকাগ্রু হতাশ হইয়া একদিন আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত হইল; তাহার কোন বন্ধু তাহাকে বাধা দান করিলেন। আর একদিন সে নেপোলিয়ানের অন্যতম সচিব মার্ব্বোর নিকট আসিয়া হতাশভাবে অন্তিমসাহসে ভর করিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিল। মার্ব্বো নেপোলিয়ানের চরিত্রের মহত্বের সহিত পরিচিত ছিলেন; অত্যন্ত ক্ষুব্ধচিত্তে তিনি অসঙ্কোচে পিকাগ্রুকে তাঁহার গৃহে আশ্রয় দান করিলেন এবং নেপোলিয়ানকে লিখিলেন, "পিকাগ্রু আজ রাজদ্রোহী, হীনতম ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত; পথের ভিখারীও আজ তাহার সহিত অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে সম্মত নহে। সমস্ত ফরাসীভূমিতে সকল গৃহদ্বার তাহার নিকট রুদ্ধ—তথাপি আমি ভুলিতে পারিতেছি না যে, সে আমার পুরাতন বন্ধু। তাহার কাতরতা ও অশ্রু দেখিয়া আমি তাহাকে আশ্রয় দান না করিয়া থাকিতে পারি নাই। জানি, আমি রাজকীয় ঘোষণার প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া নিদারুণ অপরাধ করিয়াছি, কিন্তু আমি দণ্ডগ্রহণের জন্য প্রস্তুত।"—নেপোলিয়ান তাঁহার বিশ্বস্ত সচিব মার্ব্বোর পত্র পাঠ করিয়া তাঁহার পরদুঃখ-কাতরতা উদারতা এবং হৃদয়ের মহত্ব ও করুণার পরিচয় পাইয়া

এত দূর মুগ্ধ হইলেন যে, তিনি তাঁহাকে অভয়দানপূর্ব্বক এক পত্র লিখিলেন,—"ইহা তোমার মহৎ হৃদয়েরই উপযুক্ত কার্য্য হইয়াছে; পিকাগ্রু রাজদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবার যোগ্য হইলেও তোমার বন্ধু; তোমার অপরাধ মার্জ্জনা করিলাম।" এই নেপোলিয়ান কি নরপিশাচ?

অবশেষে পিকাগ্রুকে আত্মসমর্পণ করিতে হইল। নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহাকে পুলিশ-প্রহরিগণ বন্দী করিল। কার্ডোভালও অব্যাহতিলাভ করিতে পারিল না, সে পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল, একজন পুলিশ-প্রহরীকে মৃত ও একজনকে আহত করিয়া অবশেষে বন্দী হইল। তাহার নিকট খড়্গ, পিস্তল ও ব্যাঙ্কনোট এবং স্বর্ণমুদ্রা যাট হাজার টাকা (ফ্রাঙ্ক) পাওয়া গিয়াছিল। পুলিশের হস্তে নিপতিত হইয়াও তাহার কিছুমাত্র সাহসের অভাব হয় নাই। সে প্রকাশ করিল, বোর্ব্বোঁ রাজনন্দনগণের সাহায্যার্থ তাঁহাদের পরামর্শানুসারেই তাহারা এই কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিয়াছে।

অতঃপর ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর কাহারও কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। নেপোলয়ান যে অক্ষতদেহে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন, এ জন্য হর্ষপ্রকাশ করিয়া সিনেট নেপোলিয়ানের নিকট এক অভিনন্দন পত্র প্রেরণ করিলেন।

কিন্তু এই ষড়্যন্ত্রে নেপোলয়ান কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। মোরো ও পিকাগ্রুর প্রতি করুণায় তাঁহার বীরহৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি মোরোকে জানাইলেন যে, দোষ স্বীকার করিলে তাঁহাকে ক্ষমা করা হইবে, এমন কি, রাজকীয় অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত করা হইবে না। কিন্তু মোরোর ন্যায় আত্মম্ভরী সৈনিকপুরুষ ফরাসীরাজ্যে তখন দ্বিতীয় ছিল না; নেপোলিয়ানের নিকট ভিক্ষারূপে জীবনলাভ করা অপেক্ষা মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া তিনি অধিক বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করিলেন। পিকাগ্রুর নিকট একজন কর্ম্মচারী প্রেরণ করিয়া নেপোলিয়ান তাঁহাকে বলিয়া দিলেন,—"যাও, তাহার সহিত কারাগারে সাক্ষাৎ কর; তাহাকে বল, আমি তাহাকে ক্ষমা করিলাম। মোরো বা পিকাগ্রুর ন্যায় লোকের প্রতি কঠিন ব্যবহার করিবার আমার ইচ্ছা নাই। তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, কত টাকা পাইলে এ দেশ ছাড়িয়া কেনিতে উপনিবেশ স্থাপনপূর্ব্বক তাহার লুপ্তগৌরব সংস্থাপন ও ফরাসীভূমির উপকার সাধন করিতে পারে।" পিকাগ্রু নেপোলিয়ানের প্রাণবধের জন্য অসি উদ্যত করিয়াছিলেন, নেপোলিয়ান তাঁহার প্রাণদান করিলেন। এই মহৎ ব্যবহারে কঠিন-হৃদয় পিকাগ্রু আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া শিশুর ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। মহত্ত্বের জয় হইল।

কিন্তু যে সকল বোর্ব্বোঁ-রাজনন্দন নেপোলিয়ানের প্রাণ সংহারের জন্য এই ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, যাঁহারা প্রকৃত চক্রী, তাঁহাদিগকে দমন করিতে না পারায় নেপোলিয়ান অধীর হইয়া উঠিলেন। অবশেষে নেপোলিয়ান সন্ধান পাইলেন, ষড়যন্ত্রের প্রধান নায়ক ডিউক-ডি-ইঙ্গো ফরাসী সীমান্ত-সন্নিকটে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশসাধনের জন্য চেষ্টা করিতেছে। তখন কিংকর্ত্তব্য নিরূপণের জন্য এক সভা বসিল। কেহ পরামর্শ দিলেন, গোপনে একদল সৈন্য পাঠাইয়া ডিউককে বন্দী করিয়া আনা হউক; কেহ বলিলেন, ডিউক এখন জর্ম্মাণ-সীমায় বাস করিতেছেন, এরূপ করিলে জর্ম্মাণীর সহিত বিবাদ বাধিয়া উঠিতে পারে। কিন্তু সে প্রস্তাব টিকিল না। ডিউককে ধরিবার জন্য তিন শত অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরিত হইল; বাদেনের ডিউক তাঁহার অধিকার সীমা ভেদ করিয়া ফরাসী সৈন্যগণের গমনে প্রথমে কিছু বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন; নেপোলিয়ান তাঁহাকে জানাইলেন, ফরাসী গবর্ণমেণ্টের শত্রু, অনেক নির্ব্বাসিত ফরাসী ফ্রান্সের সীমান্তপ্রদেশে অশান্তি উৎপাদন করিতেছে; তাহাদের দমনের জন্য তাঁহাকে এই পথ অবলম্বন করিতে হইয়াছে; এ জন্য তিনি যেন ক্ষমা করেন। বাদেনের ডিউক আর উচ্চবাচ্য করিলেন না।

ডিউক-ডি-ইঙ্গো যথাকালে ধৃত হইলেন। তিনি ফরাসীদেশ-প্রচলিত শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছিলেন, এ কথার উল্লেখ করিলে, ডিউক সগর্ব্বে তাহা স্বীকার করিয়া বলিলেন,—"আমি সেনাপতি বোনাপার্টকে একজন বিখ্যাত লোক বলিয়া স্বীকার করি; কিন্তু আমি স্বয়ং রাজপুত্র, আমার দেহে বোর্ব্বোঁ-শোণিত প্রবাহিত; তাঁহার প্রতি আমার চিরদিন ঘৃণা থাকিবে। আমার জন্ম ও আমার মতামত চিরদিন ফরাসী গবর্ণমেণ্টের শত্রুতাচরণ করিবে।"

অবশেষে গবর্ণমেণ্ট স্বদেশবিদ্রোহিতা অভিযোগে তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন; তখন ডিউক ভীতচিত্তে নেপোলিয়ানের সহিত সাক্ষাতের প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু

আদালত এ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। কারণ, সকলেই জানিতেন, একবার উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে নেপোলিয়ান ডিউকের প্রাণদান করিবেন। অবশেষে নেপোলিয়ান দয়া-পরবশ হইয়া কারাগারে ডিউকের বক্তব্য শুনিবার জন্য একজন কর্ম্মচারী প্রেরণ করিলেন। কর্ম্মচারী যথাসময়ে ভিন্সেনীতে আসিয়া পৌছিলেও তিনি পথশ্রমে ও রাত্রি-জাগরণে এত দূর শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি যথা-সময়ে ডিউকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলেন না। পর-দিন প্রত্যুষে ডিউকের প্রাণদণ্ডের দিন স্থির হইয়াছিল।

রাত্রিশেষে হতভাগ্য রাজকুমার বধ্যভূমিতে নীত হই-লেন। প্রভাতের আলোকে চতুর্দ্দিক্ আলোকিত হইল; রাজপুত্র সেই আলোকে দেখিলেন, শ্রেণীবদ্ধ অস্ত্রধারী-সৈন্য তাঁহার প্রাণদণ্ড করিবার জন্য নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহি-য়াছে; তিনি দেখিলেন, তাঁহার সকল আশা শেষ হইয়াছে, নেপোলিয়ান-প্রেরিত কর্ম্মচারী তখনও ঘোরনিদ্রায় অভি-ভূত, ডিউক তাঁহার আগমন-সংবাদ জানিতেও পারেন নাই। তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া একগুচ্ছ কেশ মস্তক হইতে ছেদন পূর্ব্বক তাহা ও তাঁহার ঘড়ি পকেট হইতে উন্মোচন করিয়া একজন কর্ম্মচারীর হস্তে প্রদান করিলেন; বলি-লেন,—"ইহা নেপোলিয়ানের হস্তে প্রদান করিবে, তিনি যেন ইহা আমার প্রিয়তমা প্রিন্সেস রোহানকে আমার অন্তিম স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ দান করেন।" তাহার পর সৈনিক-গণের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আমি আমার রাজা ও ফ্রান্সের জন্য প্রাণত্যাগ করিতেছি। তোমরা তোমাদের স্বকার্য্য সাধন করিতে পার।" মুহূর্ত্তমধ্যে সাত জন সৈনি-কের বন্দুক যুগপৎ ভীষণ শব্দে অনলশিখা উদ্গীরণ করিল, ডিউকের প্রাণহীন দেহ ভূপতিত হইল।

যথাসময়ে এই শোচনীয় হত্যাকাহিনী নেপোলিয়ানের কর্ণগোচর হইলে তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। ডিউকের শোচনীয় পরিণাম তাঁহার হৃদয়পটে চিরজীবনের জন্য মুদ্রিত ছিল; তিনি এ জন্য আপনাকেই অপরাধী মনে করিতেন।

কিছুদিনের মধ্যেই ষড়যন্ত্রকারিগণের বিচার শেষ হইয়া গেল। মোরো ছুই বৎসরের জন্য কারাদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হই-লেন। নেপোলিয়ান তাঁহাকে কারাগারে না পাঠাইয়া তাঁহার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনাপূর্ব্বক ফ্রান্স পরিত্যাগ করিবার আদেশ দান করিলেন। অনেক চক্রান্তকারীর প্রতি প্রাণদণ্ডের বিধান হইল। পিকাগ্রু জীবনভার অসহ্য মনে করিয়া উদ্ব-ন্ধনে প্রাণত্যাগ করিলেন। কার্ডোভালের প্রতিও প্রাণ-দণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। প্রাণদণ্ডের পূর্ব্বদিন সায়ংকালে কার্ডোভাল কারাধ্যক্ষের নিকট এক বোতল উৎকৃষ্ট মদ্য প্রার্থনা করিলেন। কারাধ্যক্ষ তাঁহাকে এক বোতল সুরা দান করিলে বোতলের কর্ক খুলিয়া কার্ডোভাল বলিলেন, "ইহা খুব ভাল মদ্য নহে।" শুনিয়া কারাধ্যক্ষ বিদ্রূপপূর্ণস্বরে উত্তর দিলেন,—"তোমার মত নরপিশাচের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।" এই কথা শুনিয়া কার্ডোভাল কর্ক দ্বারা বোতলের মুখ বন্ধ করিয়া বোতলটি কারাধ্যক্ষের মস্তক লক্ষ্য করিয়া সজোরে নিক্ষেপ করিলেন। সেই আঘাতে হতভাগ্য কারাধ্যক্ষের মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল, তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

যোসেফিনের হৃদয় দয়ায় পরিপূর্ণ ছিল। বোর্ব্বোঁ-ষড়যন্ত্রকারিগণ যখন দলে দলে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছিল, তখন যোসেফিন তাহাদের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিয়া নিরন্তর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেন। এক দিন পলিগনাক নামক একজন ষড়যন্ত্রকারীর স্ত্রী যোসেফিনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বামীর জীবন-ভিক্ষার জন্য তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। পলিগনাক-পত্নীর কাতরতায় যোসেফিন অত্যন্ত বিচলিত হইলেন এবং কাতরবচনে তিনি নেপোলিয়ানের নিকট পলি-গনাকর প্রাণভিক্ষা করিলেন। নেপোলিয়ান অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া অবশেষে গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"যোসেফিন, তুমি আমার শত্রুগণের অনুকূলতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ; তাহারা কেবল অপরাধী নহে, তাহাদের নির্ব্বুদ্ধিতা ক্ষমার অযোগ্য। যদি আমি তাহাদিগকে যথাযোগ্য শিক্ষাদান না করি, তাহা হইলে তাহারা পুনর্ব্বার রাজ্যের অশান্তি উৎপাদন করিবে।"

স্বামীর এই কথা শুনিয়া যোসেফিন একেবারে হতাশ হইলেন। তাহার পর অন্য উপায় না দেখিয়া তিনি শ্রীমতী পলিগনাকের সহিত নেপোলিয়ানের নিকট আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে নিপতিত হইলেন এবং অশ্রুজলে তাঁহার মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়ান ক্ষণকাল রোষ-দৃষ্টিতে রমণীদ্বয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কঠোরবাক্যে তাঁহাদিগকে সে স্থান পরিত্যাগ করিবার জন্য আদেশ

করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে কোন বাক্য নিঃসারিত হইল না। তিনি অনাথা রমণীর দুঃখে বিচলিত হইয়া উঠিলেন, করুণা আসিয়া ক্রোধ ভাসাইয়া লইয়া গেল। নেপোলিয়ান শ্রীমতী পলিগ্নাকের হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন এবং ধীরস্বরে বলিলেন,—"আমার বিদ্যালয়ের সহপাঠী আরমাও পলিগনাক আমারই বক্ষ লক্ষ্য করিয়া ছুরিকা উত্তোলন করিয়াছিল। যাহা হউক, আমি তাহার পত্নীর অশ্রুর অনুরোধে তাহাকে ক্ষমা করিব। কিন্তু আমি আশা করি, আমার এই দুর্ব্বলতা তাহাকে নূতন ষড়যন্ত্রে উৎসাহিত করিবে না।"

সেনাপতি লাজোলে নামক আর একজন বীরপুরুষও এই অপরাধে প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হন। লাজোলের দুর্ভাগ্য-জীবনের অবলম্বনস্বরূপ একটি কোমলপ্রাণা অর্দ্ধস্ফুট কুসুমস্বরূপিণী অলোকসামান্য চতুর্দ্দশবর্ষীয়া সুন্দরী কন্যা ছিল। এই বালিকা তাহার পিতার প্রাণরক্ষার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া এক দিন প্রভাতে কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া একাকিনী পদব্রজে রাজপথ দিয়া সেণ্ট-ক্লাউড অভিমুখে যাত্রা করিল। রাজপ্রাসাদ-দ্বারে সমাগত হইয়া সে দেখিল, ভীষণদর্শন দ্বাররক্ষক দ্বার-রোধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বালিকা সকাতরে দ্বারবানের নিকট দ্বারমুক্তির জন্য প্রার্থনা করিল। তাহার রূপ, তাহার সরলতা, অশ্রু এবং কাতরবাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বারবানের মনে দয়ার সঞ্চার হইল। সে লাজোলে-দুহিতাকে যোসেফিনের গৃহ দেখাইয়া দিল। বালিকা যোসেফিনের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া তাহার নিবেদন জ্ঞাপন করিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া যোসেফিন ও হরতেনস উভয়ের মনে করুণার সঞ্চার হইল; কিন্তু নেপোলিয়ান যোসেফিনকে আদেশ করিয়াছিলেন, যেন তিনি কাহারও জীবন-ভিক্ষা করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত না করেন; অতঃপর নেপোলিয়ান তাঁহার এরূপ অনুরোধে কর্ণপাত করিবেন না। অবশেষে নেপোলিয়ানকে এক কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইতে দেখিয়া যোসেফিন লাজোলের কন্যাকে তাঁহার সম্মুখে প্রেরণ করিলেন। লাজোলে-দুহিতা কম্পিতপদে নেপোলিয়ানের পদপ্রান্তে নিপতিত হইয়া কম্পরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল—"ক্ষমা করুন মহাশয়, আমার পিতাকে ক্ষমা করুন।"

নেপোলিয়ান সহসা এই দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, তাহার পর বিরক্তিভরে কঠোরস্বরে বলিলেন, "বলিয়াছি, আমি এ সকল কাণ্ড আর দেখিতে চাহি না। আমার নিষেধাজ্ঞা অবহেলা করিয়া কে তোমাকে এখানে পাঠাইতে সাহসী হইয়াছে? কুমারি! আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও।" নেপোলিয়ান স্থানান্তরে প্রস্থানের উপক্রম করিলেন।

কিন্তু লাজোলে-দুহিতা উভয় হস্তে নেপোলিয়ানের জানুদ্বয় পরিবেষ্টন পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণনেত্রে কাতরভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আবেগরুদ্ধ কম্পিতকণ্ঠে বলিল, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন, আমার পিতাকে রক্ষা করুন, আমি মার্জ্জনা-ভিখারিণী।"

নেপোলিয়ানের বীর-হৃদয় বিচলিত হইল; তিনি বালিকার মুখের দিকে করুণা-দৃষ্টিপাত করিয়া মধুরস্বরে বলিলেন,—"কে তোমার পিতা? তোমরা কে?"

"আমি কুমারী লাজোলে। আমার পিতার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।" বাষ্পভরে বালিকার কণ্ঠরোধ হইল, সে আর কোন কথা বলিতে পারিল না।

নেপোলিয়ান মুহূর্ত্তকাল কর্ত্তব্য চিন্তা করিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "লাজোলে-দুহিতা, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তোমার পিতা দুইবার রাজ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছেন।"

বালিকা আবার কাতরভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"আমি তাহা জানি, কিন্তু প্রথম বার বাবা আমার নিরপরাধ ছিলেন; আজি আমি আপনার নিকট তাঁহার অপরাধের বিচার-প্রার্থনায় আসি নাই, তাঁহার জন্য ক্ষমা-ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। তাঁহাকে ক্ষমা করুন।"

নেপোলিয়ান আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, সেই সরলা বালিকার অশ্রু, কাতরতা, তাহার হৃদয়ের ঐকান্তিক প্রার্থনা নেপোলিয়ানের হৃদয় বিগলিত করিল। করুণায় তাঁহার চক্ষুপ্রান্ত আর্দ্র হইয়া উঠিল; তিনি উভয় হস্তে সস্নেহে তাঁহার পদতলে নিপতিতা বালিকার ক্ষুদ্র বাহু দুইখানি ধরিয়া অত্যন্ত কোমলস্বরে বলিলেন,—"উঠ বাছা, আমি তোমার এ কাতরতা আর সহ্য করিতে পারি না। তোমার অনুরোধে আমি তোমার পিতার প্রাণদান করিলাম। তুমি এখন বাড়ী যাও।"

লাজোলে-দুহিতা আপনার কর্ণকে বিশ্বাস করিতে

পারিল না। গভীর নিরাশার পর সহসা আশাতীত প্রার্থনা পূর্ণ হওয়ায় অতিমাত্র হর্ষে সে সহসা মূর্চ্ছিতা হইয়া নেপোলিয়ানের পদপ্রান্তে নিপতিত হইল। তৎক্ষণাৎ তাহাকে যোসেফিনের কক্ষে অপসারিত করা হইল। উপযুক্ত শুশ্রূষায় সংজ্ঞালাভ করিবামাত্র বালিকা ক্লান্তদেহে পারিসে যাত্রা করিল। পারিসে উপস্থিত হইয়া সে নেপোলিয়ানের একজন পার্শ্বচর ও তাঁহার পত্নীর সহিত কারাগারে প্রবেশ করিল। সেই নিরানন্দময় অন্ধকারপূর্ণ রুদ্ধ কারাগারে দুর্ভাগ্য, প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত লাজোলে অশেষ যন্ত্রণায় তাঁহার জীবনের অন্তিম মুহূর্ত্তের সমাগম প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে সহসা কারাদ্বার উদ্ঘাটিত হইল; কন্যা বিদ্যুদ্‌বেগে ছুটিয়া আসিয়া পিতার কণ্ঠলগ্ন হইল, তাহার বাক্‌শক্তি লুপ্ত হইল, তাহার হৃদয় ফাটিয়া নয়নপথে অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল এবং কোন কথা না বলিয়া সে বাতবিকম্পিত লতিকার ন্যায় থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সংজ্ঞাশূন্যদেহে নেপোলিয়ানের পার্শ্বচর-পত্নী, তাহার সঙ্গিনী শ্রীমতী লাভালেতের ক্রোড়ে নিপতিত হইল। যখন তাহার সংজ্ঞালাভ হইল, তখন দেখা গেল, বালিকার হিতাহিতজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে, বালিকা ঘোর উন্মাদিনী।

সেই দিন সায়ংকালে নেপোলিয়ান এই দুঃসংবাদ শ্রবণ করিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার মস্তক অবনত হইল, দুঃখে ক্ষোভে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল; অর্দ্ধ ধরণীজয়ী মহাবীর নেপোলিয়ান একটি ক্ষুদ্র বালিকার দুর্ভাগ্যে ব্যথিত হইয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং কাতর স্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—"আহা হতভাগিনি! এমন কন্যার পিতা অধিক দণ্ডলাভের যোগ্য। আমি এই বালিকার ও তাহার জননীর ভার গ্রহণ করিব।"

এই ঘটনার পর আরও ছয় জন চক্রান্তকারী নেপোলিয়ানের নিকট মার্জ্জনা লাভ করিল। এইরূপে নেপোলিয়ানের প্রাণবধসঙ্কল্পে উত্তেজিত বোর্ব্বোঁদিগের ভীষণ ষড়যন্ত্রের অবসান হইল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

সম্রাট্ সিংহাসনে

নেপোলিয়ানের প্রাণবিনাশের জন্য বোর্ব্বোঁ ষড়যন্ত্র যখন এইরূপে ব্যর্থ হইয়া গেল, তখন ফরাসী সাধারণতন্ত্রকে নূতনভাবে গঠন করিবার জন্য সকলে বিশেষ উৎসুক হইয়া উঠিল। অন্যদিকে ডিউক ডি ইঙ্গোর প্রাণদণ্ড হওয়ায় রাজরক্তপাত হইতে দেখিয়া ইউরোপের মুকুটধারিগণ ফরাসী-সাধারণতন্ত্রের ধ্বংস-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের ক্রোধের ইয়ত্তা রহিল না। রাজতান্ত্রিকগণ নেপোলিয়ানকে তাহাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে দুরতিক্রম্য বাধার ন্যায় নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তাহারা নেপোলিয়ানের সর্ব্বনাশের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিল। ফরাসীজাতির নেপোলিয়ানের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি অপ্রতিহত হইয়া উঠিল।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই ফরাসীদেশের সর্ব্বসাধারণ, কি ধনী, কি নির্ধন, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ সকলে একবাক্যে ফরাসীদেশের গৌরবসূর্য্যস্বরূপ শক্তি ও প্রতিভার অবতার নেপোলিয়ানের মস্তকে রাজমুকুট সংস্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। সকলেরই বিশ্বাস হইল, প্রচলিত সাধারণতন্ত্র ফরাসীজাতির পক্ষে অনুকূল হইবে না। ফরাসীগৌরব অব্যাহত রাখিতে হইলে, উন্নতিস্রোত অক্ষুণ্ন রাখিতে হইলে, নেপোলিয়ানকে ইউরোপীয় রাজন্যবৃন্দের সমকক্ষ আসন প্রদান করা কর্ত্তব্য।

নেপোলিয়ান ফরাসীদেশের প্রজাপুঞ্জের হৃদয়-ভাবের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যে দূত প্রেরণপূর্ব্বক সেই সকল দেশের নৃপতিবৃন্দের মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। কেবল ইংলণ্ড ফরাসীদিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত ছিলেন বলিয়া ইংলণ্ডেশ্বরের মত জিজ্ঞাসা করা হইল না। রুসিয়াও ফরাসীদিগের প্রতি বিরুদ্ধভাব প্রকাশ করায় নেপোলিয়ান সেখানেও দূত প্রেরণ করা অনাবশ্যক

জ্ঞান করিলেন। প্রুসিয়া, অষ্ট্রিয়া, স্পেন ও অন্যান্য ক্ষুদ্র-রাজ্যের অধিপতিবৃন্দের মত গ্রহণ করা হইল। ফরাসী-দেশে সাধারণতন্ত্রের বিলোপসাধনের পক্ষে সকলেই এক-বাক্যে সম্মতিজ্ঞাপন করিলেন।

তখন ফ্রান্সের সিনেট্ সভা সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে এই ঘোষণা-পত্র প্রকাশ করিলেন যে, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট এখন হইতে সম্রাট্‌রূপে গণ্য হইবেন, ফরাসী-সাধারণতন্ত্রের সমুদায় ভার তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইল। অনন্তর সভ্যগণ, অনেকে মহা উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে প্রথম কন্সলকে (নেপোলিয়ান) সম্রাট্‌রূপে সম্ভাষণ করিবার জন্য সেণ্টক্লাউড যাত্রা করিলেন। এই স্মরণীয় ঘটনা ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মে তারিখে সংঘটিত হয়। মে মাস; নববসন্ত-সমাগমে ফরাসীভূমি হাস্য-প্রফুল্ল। ক্ষেত্রসমূহ শ্যামল পরিচ্ছদে শোভাময়ী, বৃক্ষলতাসমূহ নবীন পত্রে বিভূষিত, গগনমণ্ডল পরিষ্কার, প্রকৃতিরাণী বসন্তের মনোহর-ভূষণে বিভূষিতা। সুসজ্জিত শকটশ্রেণী উজ্জ্বল-পরিচ্ছদধারী অশ্বারোহী সৈনিকবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া সিনেটসভার সভ্যবৃন্দকে বহন করিয়া সেণ্টক্লাউডের উপবন-প্রাসাদে সমুপস্থিত হইল। নেপোলিয়ান স্থিরচিত্তে প্রশান্তবদনে সমাগত সভ্যগণের সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। যোসেফিন তখন তাঁহার প্রিয়তম পতির পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইয়া গৌরবপূর্ণ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিতেছিলেন, আনন্দে, উদ্বেগে তাঁহার বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইতেছিল। সিনেট-সভার সভাপতি কাম্বেসিয়ার নেপোলিয়ানের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক সম্রাট্‌রূপে তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন।

ক্যাম্বেসিয়ারের বক্তব্য শেষ হইলে প্রাসাদের চতুর্দ্দিক্ হইতে আগ্রহ ও উৎসাহ-ভরে সমবেত-কণ্ঠে জনগণ বলিয়া উঠিল, "সম্রাট্ দীর্ঘজীবী হউন।" সহস্র সহস্র নগরবাসী নেপোলিয়ানের এই উন্নতি-সন্দর্শনের জন্য প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে উপবনে, রাজপথে সম্মিলিত হইয়াছিল। "সম্রাট্ নেপোলিয়ানের জয়, নবীন সম্রাট্ নেপোলিয়ানের জয়, নবীন সম্রাট্ দীর্ঘজীবী হউন" এই রব নগরের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত মুহুর্মুহুঃ ধ্বনিত হইতে লাগিল। মহাসাগর-গর্জ্জনের ন্যায় সেই উন্মত্ত উচ্ছ্বাসপূর্ণ, হর্ষস্ফীত জয়শব্দ নিবৃত্ত হইলে নেপোলিয়ান ধীরে ধীরে গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"দেশের মঙ্গল যাহার উপর নির্ভর করিতেছে, তাহার সহিতই আমার সুখের সম্বন্ধ আছে। আমার যে পদগ্রহণ ফরাসীজাতির গৌরববৃদ্ধির সহায়স্বরূপ হইবে বলিয়া আপনাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছে, সেই পদ আমি গ্রহণ করিলাম। বংশানুক্রমে রাজ্যশাসনবিধির প্রবর্ত্তন আমি প্রজাবর্গের হস্তে সমর্পণ করিলাম। আমি আশা করি, আমার পরিবারবর্গের প্রতি ফরাসীভূমি যে সম্মান অর্পণ করিলেন, সে জন্য কোন দিন ফরাসীদিগকে অনুতপ্ত হইতে হইবে না। এই মহৎ জাতির বিশ্বাস ও অনুরাগভাজন হইবার যোগ্যতা হইতে যে দিন আমরা বঞ্চিত হইব, সেই দিন আমার ভবিষ্যৎবংশীয়দিগের সহিত আমার সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবে।"

নেপোলিয়ান নিস্তব্ধ হইলে ক্যাম্বেসিয়ার সাম্রাজ্ঞী যোসেফিনকে সেই স্মরণীয় দিনের আনন্দপূর্ণ অভিনন্দন বিজ্ঞাপিত করিলেন। যোসেফিন একটি কথাও বলিতে পারিলেন না, হর্ষে, গৌরবে তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু-ধারা বিগলিত হইতে লাগিল। অনন্তর অভিষেক-কার্য্য সর্ব্ববাদিসম্মত ও ত্রুটিবিহীন করিবার জন্য পারিস নগরে পোপের নিমন্ত্রণ করিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রধান পুরোহিতের দ্বারা এই কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া সকলেই বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছিলেন। পোপ সপ্তম পায়স্ নেপোলিয়ানের সুহৃদ্ ছিলেন; নেপোলিয়ান পোপীয় ক্ষমতাকে সম্মানিত করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে পোপ মহাশয় আপনাকে অসাধারণ সৌভাগ্যবান্ জ্ঞান করিলেন। ইতিপূর্ব্বে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অদ্বিতীয় গুরু আর কোন ইউরোপীয় নরপতির মস্তকে রাজমুকুট স্থাপন করিবার জন্য রোমনগর পরিত্যাগ করেন নাই। পোপ সপ্তম পায়স্ তাঁহার সম্মানভাজন বন্ধুর অনুরোধে উপেক্ষা প্রকাশ করিতে পারিলেন না।

নেপোলিয়ান স্থির করিলেন, অভিষেককার্য্য সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার আরব্ধ ইংলণ্ড আক্রমণ সুসম্পন্ন করা আবশ্যক। এই কার্য্য সংসাধনের জন্য সমস্ত আয়োজন এমন সুচারু হইয়াছিল যে, নেপোলিয়ানও বিজয়লাভে সন্দেহমাত্র করিলেন না। তিনি সমুদ্রোপকূলস্থ সমস্ত বন্দর পরিদর্শন করিলেন; বিশেষ মনোযোগের সহিত প্রত্যেক বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন; এমন কি, প্রত্যেক রণতরী, প্রত্যেক নৌকার সাজসজ্জা, অবস্থান তাঁহার

সম্রাট সিংহাসনে

[১৮০ পৃষ্ঠা
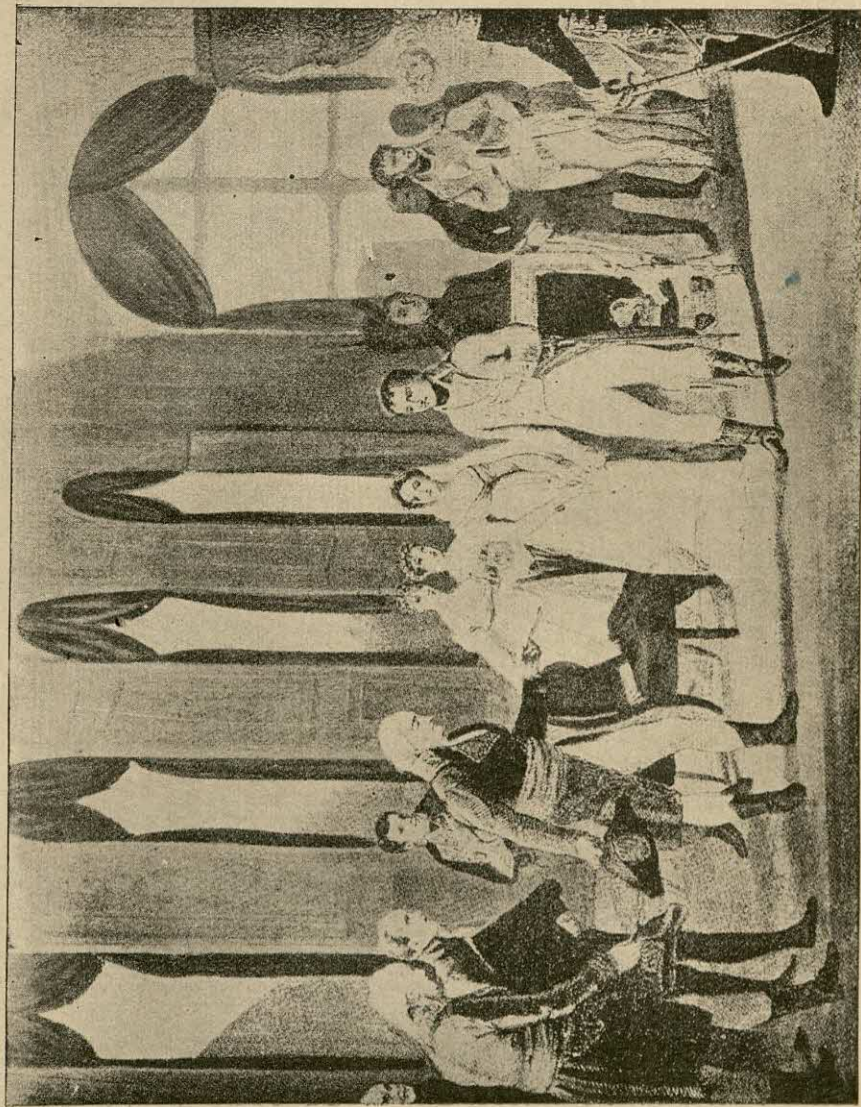
তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। তিনি দেখিলেন, সকল কার্য্য তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারেই সম্পন্ন করা হইয়াছে। এক দিন নেপোলিয়ান সমুদ্রকূলে ইংরাজ নৌ-সৈন্যসমূহের চক্ষুর উপর তাঁহার সৈনিক-কর্ম্মচারিবর্গের মধ্যে লিজন অব অনর (The Legion of Honour) নামক উপাধি বিতরণের ·আয়োজন করিলেন। সমুদ্রের তটদেশে নেপোলিয়ান সিংহাসনে উপবেশন করিলেন; তাঁহার দক্ষিণে, বামে, পশ্চাতে সমুজ্জলবেশধারী ফরাসীসৈন্য অর্দ্ধ-চক্রাকারে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। লক্ষকণ্ঠের জয়ধ্বনিতে সেই নীলোর্ম্মিচঞ্চল সাগরের তটভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল; যুগপৎ সহস্র কামানগর্জ্জন সাগরবারি অতিক্রমপূর্ব্বক সুদূর শ্বেতদ্বীপের তটপ্রান্ত পর্য্যন্ত চঞ্চল করিয়া তুলিল; অপূর্ব্ব উন্মাদনায় দর্শকগণের বক্ষের শোণিতস্রোত তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। নেপোলিয়ান দূরবীক্ষণ-যন্ত্র সমুন্নত করিয়া দেখিলেন, বহুদূরে সমুদ্রবক্ষে কয়েকখানি ফরাসী রণতরী ইংরাজ নৌ-সৈন্যগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে; অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর তিনি দেখিলেন, তাঁহার রণতরীসমূহ নিরাপদে বলোনের বন্দরে প্রবেশ করিল; দেখিয়া নেপোলিয়ান যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। সেই জাতীয় উৎসবের দিন তাঁহার সৈন্যগণ যে ইংরাজ-হস্তে পরাজিত না হইয়া অক্ষতভাবে বন্দরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল, ইহা তিনি একটি শুভচিহ্ন বলিয়া মনে করিলেন।

এই ঘটনার পর ২৬শে আগষ্ট সমুদ্রবক্ষে ইংরাজ নৌ-সৈন্যগণের সহিত ফরাসী রণতরীপরিচালকগণের আর একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়; এই যুদ্ধে ষাট জন ইংরাজসৈন্য আহত ও দ্বাদশ জন হত হয়; ফরাসী সৈন্যগণের মধ্যে সাত জন আহত ও দুই জন হত হইয়াছিল।

এই যুদ্ধের পর সমুদ্রাধীশ্বরী মহাপ্রতাপশালিনী ইংলণ্ড-ভূমি কিঞ্চিৎ আতঙ্কগ্রস্ত হইলেন। আতঙ্কের যথেষ্ট কারণও বর্ত্তমান ছিল। এই সময়ে ফরাসীজাতি জাতীয় গৌরবের উদ্দীপনায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল; সমস্ত জাতি এক-হৃদয় হইয়া নেপোলিয়ানের অভিষেকোৎসবে যোগদান করিয়াছিল; ইউরোপের সর্ব্বত্র সকলে শ্রবণ করিল, রোমের পোপ, খ্রীষ্টধর্ম্মের গুরুদেব স্বয়ং নেপোলিয়ানকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবার জন্য পারিস নগরে যাত্রা করিতেছেন। তাহার পর নেপোলিয়ান ইংলণ্ড আক্রমণের জন্য যে বিপুল আয়োজন করিতেছিলেন, তাহাও ইংলণ্ডের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, সুতরাং ইংলণ্ডের জনসাধারণ ও স্বদেশপ্রেমিক রাজনীতিকগণ যে অতঃপর কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়া উঠিবেন, ইহা অসম্ভব নহে।

কিন্তু ফরাসীদেশে পোপের আগমন লইয়া আবার একটি গোলযোগের সূত্রপাত হইল। যদিও সাধারণ প্রজাবর্গ পোপের শুভাগমনসংবাদে আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিল, কিন্তু মন্ত্রি-সভা পোপ কর্তৃক নেপোলিয়ানের অভিষেকে আপত্তি উত্থাপন করিলেন; তাঁহারা বলিলেন, "প্রজাসাধারণ স্ব-ইচ্ছায় বাহুবলে নেপোলিয়ানকে সম্রাট্পদে অভিষিক্ত করিতেছেন, এ ব্যাপারে পুরোহিতের হস্তক্ষেপণ করিবার কি আবশ্যক আছে?" নেপোলিয়ান কেবল বাহুবলেই অদ্বিতীয় ছিলেন না, যুক্তিতর্কেও তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল; তিনি বিতণ্ডাপরায়ণ মন্ত্রিমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়গণ, মনে করুন, আজ আপনারা লণ্ডন-নগরে বৃটিশ মন্ত্রণাগারে উপবিষ্ট আছেন এবং ইংলণ্ডেশ্বরের মন্ত্রণাদান কার্য্যে কালাতিপাত করিতেছেন; এ অবস্থায় যদি আপনাদের শ্রবণপথে প্রবেশ করে যে, রোমের পোপ আল্পসের দুর্লঙ্ঘ্য গিরিমালা অতিক্রমপূর্ব্বক ফরাসীসম্রাটের শিরোদেশে রাজমুকুট স্থাপন করিতে আসিতেছেন, তাহা হইলে তাহা আপনাদের নিকট ইংলণ্ড অথবা ফ্রান্স, কাহার পক্ষে গৌরবজনক বলিয়া প্রতীয়মান হয়?"—সকলেই নেপোলিয়ানের যুক্তি বুঝিতে পারিলেন; আপত্তি খণ্ডন হইয়া গেল।

নেপোলিয়ান বুঝিয়াছিলেন, পোপের হস্ত হইতে রাজ-মুকুট গ্রহণ করিলে রোমান ক্যাথলিক মতাবলম্বী রাজ্য-সমূহে নেপোলিয়ানের সিংহাসনাধিকার বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে। সুতরাং তিনি আগ্রহের সহিত পোপের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পারিসে আগমনের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া পোপকেও সাধারণের নিকট অল্প বিদ্রূপভাজন হইতে হয় নাই; তাহারা সকলে তাঁহাকে নেপোলিয়ানের পুরোহিত, এই নামে অভিহিত করিতে লাগিল। ইহাতে তিনি বড় মানসিক ক্লেশ পাইয়াছিলেন, তথাপি নেপোলিয়ানের নিকট অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া তাহা অপূর্ণ রাখিতে সাহসী হইলেন না।

নেপোলিয়ানের এই অসাধারণ গৌরব দেখিয়া সম্রাট্পত্নী

যোসেফিনের দুর্ব্বল নারীহৃদয় উদ্বেগ ও ভয়ে দুরু দুরু করিতে লাগিল। বিশেষতঃ তিনি এক জনরব শুনিয়াছিলেন যে, নেপোলিয়ান যখন একটি নূতন রাজবংশ ফরাসীভূমিতে সংস্থাপিত করিলেন, তখন তাঁহার ঔরসজাত পুত্র না থাকিলে বংশরক্ষার অনুরোধে যোসেফিনের সহিত তাঁহার বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন করা আবশ্যক হইবে। সুতরাং যোসেফিন সম্রাটের সহিত সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া তাঁহার বিবাহবন্ধন সুদৃঢ় করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। নেপোলিয়ান যোসেফিনের প্রতি গভীর অনুরক্ত থাকিলেও রাজনীতির অনুরোধে অভিনব দাম্পত্যবন্ধনে বদ্ধ হইবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন। এক দিন যোসেফিন পতিবিচ্ছেদাশঙ্কায় এতদূর কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, নেপোলিয়ান তাঁহার উদ্বেগ-ম্লান, চিন্তা-পীড়িতা পত্নীকে উভয় বাহুদ্বারা আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহাকে বক্ষে তুলিয়া সান্ত্বনাদান পূর্ব্বক বলিলেন যে, রাজনীতির অনুরোধে কখনই তিনি তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীকে পরিত্যাগ করিবেন না। তিনি প্রকাশ করিলেন,যোসেফিনকেও তাঁহার সহিত সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হইবে।

দেখিতে দেখিতে নবেম্বর মাস শেষ হইয়া আসিল; নোটার ডেম নামক স্থানে অভিষেকের আয়োজন হইতে লাগিল। পোপ সপ্তম পায়স যথাকালে পারিস মহানগরীতে শুভাগমন করিলেন। ফ্রান্সদেশে পদার্পণ করিবামাত্র প্রজাবর্গ আনন্দ-পরিপ্লুত-হৃদয়ে তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে লাগিল; নগরবাসিগণ তাঁহার প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শনে কিছুমাত্র ত্রুটি করিল না ফন্‌টেনব্লোর রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে পোপের শকট উপস্থিত হইবামাত্র নেপোলিয়ান পারিষদ্‌বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক পোপের সহিত সম্মিলিত হইলেন। অনন্তর অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সম্রাট্ পোপকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহাকে শকটের দক্ষিণপার্শ্বে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং বামপার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। ফরাসী-রাজধানীতে পোপ, সম্রাট্ ও সর্ব্বসাধারণের নিকট যে আদর ও সম্মান আসিয়া লাভ করিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় মুগ্ধ হইল। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগুরুর উদার মুখ ও মহত্ত্বব্যঞ্জক ব্যবহার সন্দর্শন করিয়া নগরবাসিগণের হৃদয় তাঁহার প্রতি ভক্তিভরে অবনত হইল। নেপোলিয়ানের আতিথ্যে পোপ নিদারুণ পথশ্রম ও প্রবাসের কষ্ট সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইলেন। নগরবাসিগণ দলে দলে প্রাসাদদ্বারে সমাগত হইয়া নতজানুভাবে পোপের আশীর্ব্বাদ কামনা করিতে লাগিল; পোপের জয়ধ্বনিতে মহানগরী পারিসের আকাশ নিনাদিত হইয়া উঠিল। মনুষ্যচরিত্রের রহস্য কি দুর্ব্বোধ্য। দশ বৎসর পূর্ব্বে পারিসের এই অধিবাসিগণই উন্মত্তপ্রায় হইয়া ক্যাথলিক পুরোহিতগণকে প্রকাশ্য রাজপথে বিতাড়িত করিয়াছিল এবং নির্দ্দয়ভাবে পথপ্রান্তবর্ত্তী কুক্কুরের ন্যায় তাঁহাদিগকে বধ করিয়াছিল।—আজ সেই পুরোহিতগণের অধিপতির প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় তাহাদের হৃদয় উচ্ছ্বসিত।

যোসেফিন পোপের প্রসন্নতা-কামনায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, পোপের মনস্তুষ্টিসাধনের জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পোপও প্রসন্নমনে যোসেফিনকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অভিষেকের পূর্ব্বরাত্রে খ্রীষ্টীয় রীতি অনুসারে নেপোলিয়ানের সহিত যোসেফিনের নূতন করিয়া বিবাহ হইল, কারণ, নেপোলিয়ান যখন যোসেফিনকে প্রথম গ্রহণ করেন, তখন বিবাহের সকল নিয়ম পালন করা হয় নাই। তবে এই শেষ বারের বিবাহ গোপনে সম্পন্ন হইল। যোসেফিন উদ্বেলিত-হৃদয়ে বিবাহানুষ্ঠানে সম্রাটের সাহচর্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৮০৪ খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর নেপোলিয়ানের অভিষেক হইল। শীতকাল, কিন্তু সূর্য্যকরোজ্জ্বল পরিষ্কার দিন, শীতকালে এমন দিন সচরাচর দেখা যায় না। পারিসের সমস্ত অধিবাসিবর্গ হর্ষোৎফুল্লহৃদয়ে সম্রাটের অভিষেকোৎসব সন্দর্শন করিতে আসিল। নোটার ডেমের ধর্ম্মমন্দির অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত হইল, বহুমূল্য সুদৃশ্য সুচিক্কণ পট্টবস্ত্রে মন্দিরাভ্যন্তর পরিপাটীরূপে ভূষিত হইল, মন্দিরমধ্যে নেপোলিয়ান ও যোসেফিনের জন্য একখানি সুবৃহৎ সিংহাসন সংস্থাপিত হইল। একখানি স্ফটিক-মণ্ডিত শকটে আরোহণ পূর্ব্বক সুদৃশ্য বেশে নেপোলিয়ান তুইলারি প্রাসাদ হইতে ধর্ম্মমন্দিরে উপস্থিত হইলেন; নগরবাসিগণ বিপুল আনন্দে অন্ধপ্রায় হইয়া রুদ্ধনিশ্বাসে নেপোলিয়ানের শকটের অনুগমন করিতে লাগিল।

ললাটে সুবর্ণনির্ম্মিত লরেল শাখা ধারণ করিয়া নেপোলিয়ান ধর্ম্মমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। পাঁচ শত গায়ক সমস্বরে সঙ্গীত আরম্ভ করিল। পোপ সম্রাটের তরবারি

ও রাজদণ্ড মন্ত্রপূত করিয়া রাজমুকুট উত্তোলন করিলেন, নেপোলিয়ান পোপের হস্ত হইতে সসম্রমে মুকুট গ্রহণ করিরা স্বমস্তকে স্থাপন করিলেন। তাহার পর সম্রাজ্ঞীর জন্য যে রাজমুকুট নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা হস্তে লইয়া যোসেফিনের সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং সমাদর ও স্নেহভরে নতজানু যোসেফিনের মস্তকে তাহা স্থাপন করিলেন। যোসেফিন এত আদর, এত সম্মান, এত গৌরব সহ্য করিতে পারিলেন না, শিশিরবিন্দুসিক্ত নবপ্রস্ফুটিত-কমলিনী প্রভাতে যেমন গৌরব-রশ্মি-প্রদীপ্ত অরুণের দিকে চাহিয়া থাকে, যোসেফিন সেইরূপ মুগ্ধদৃষ্টিতে একবার তাঁহার প্রিয়তম স্বামীর প্রেমারুণ-প্রদীপ্ত মুখ ও উজ্জ্বল ললাটের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ; তাহার পর ধীরে ধীরে মস্তক নত করিলেন, তাঁহার মলিননেত্র অশ্রুরাশিতে ভাসিতে লাগিল। সহস্র সহস্র দর্শক সমস্বরে—"সম্রাট দীর্ঘজীবী হউন" এই শব্দে নোটার ডেমের সুবিস্তীর্ণ হর্ম্ম্য প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। প্রতি মুহূর্ত্তে কামানের সুগম্ভীর নিস্বন পারিসের জনবিপুল রাজপথে নবীন সম্রাটের অভিষেকোৎসব-বার্ত্তা বজ্রনাদে ঘোষণা করিল ; সান্ধ্য-অন্ধকার বিরাটদেহ বিহঙ্গমের সুবিশাল পক্ষছায়ার ন্যায় উৎসব-মুখর ফরাসী-রাজধানী সমাচ্ছন্ন করিল। দেখিতে দেখিতে যেন কোন কুহকিনীর ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রে প্রাসাদ ও উপবন উজ্জ্বল দীপালোকে হাস্যময়ী শোভা ধারণ করিল। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী উৎসবাবসানে রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যোসেফিন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়াছিলেন ; সান্ধ্যবায়ু তাঁহার উত্তপ্ত ললাটে বিজন করিতে লাগিল ; তিনি অবসন্ন-দেহে তাঁহার বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং নতজানুভাবে উপবেশন পূর্ব্বক তাঁহার গৌরবময় ভবিষ্যৎ জীবন কর্ত্তব্যপথে পরিচালিত করিবার জন্য রাজরাজেশ্বর বিশ্বপতির চরণে কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়ান বাহ্য চাক্‌চিক্য ও বিলাস-সজ্জার প্রতি বিন্দুমাত্র অনুরক্ত ছিলেন না ; ফরাসীদেশের সাধারণ প্রজাপুঞ্জের হৃদয় মুগ্ধ করিবার জন্যই তিনি আড়ম্বরপ্রিয়তার প্রশ্রয় দান করিলেন। নেপোলিয়ান প্রাসাদে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার একজন পরিচারককে বলিলেন, এই জঞ্জালগুলা শীঘ্র শীঘ্র খুলিয়া লও।" তিনি তাঁহার গাত্রবস্ত্র এক কোণে নিক্ষেপ করিলেন, পরিধেয় পরিচ্ছদটি অন্য কোণে নিক্ষিপ্ত হইল। তাহার পর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আঃ! বাঁচা গেল, কি যন্ত্রণাতেই এ কয় ঘণ্টা কাটাইয়াছি!"

অভিষেকের উৎসব শেষ হইলে নেপোলিয়ান রাজকার্য্যে মনঃসংযোগ করিলেন। নেপোলিয়ান সম্রাটপদে অভিষিক্ত হইলে ইউরোপের অধিকাংশ ভূস্বামীই ইহাতে তাঁহাদের সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন ; কিন্তু ইংলণ্ড স্পর্দ্ধাভরে দূরে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত উদাসীন দৃষ্টিতে এই ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তিনি সহানুভূতি প্রকাশ করা আবশ্যক জ্ঞান করেন নাই। নেপোলিয়ান আর একবার শান্তিস্থাপনের আশায় ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট একখানি পত্র লিখিলেন, এই পত্রে তিনি যথোচিত বিনয় ও ভদ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি এ কথাও লিখিয়াছেন, "আপনি বিগত দশ বৎসরে এত ভূসম্পত্তি ও অর্থের অধিকারী হইয়াছেন যে, সমস্ত ইউরোপে তাহার তুলনা নাই। আপনার প্রজাবর্গ সুখ-সৌভাগ্যের শিখরদেশে আরোহণ করিয়াছে, এ অবস্থায় আপনি যুদ্ধদ্বারা কি অধিকতর লাভবান্ হইবার আশা রাখেন?"—নেপোলিয়ান ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, আশার অন্ত নাই।

সেই পত্রের উত্তরে ইংলণ্ডেশ্বর পত্র লেখা সঙ্গত জ্ঞান করিলেন না। বৃটিশ মন্ত্রি-সভা হইতে একখানি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রেরিত হইল, পত্রখানি যে কেবল সর্ব্বপ্রকার বাহুল্য-বর্জ্জিত তাহাই নহে, হৃদয়ের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধও ছিল, এরূপ ভ্রম কাহারও হইতে পারে না। মন্ত্রি-সভা লিখিলেন, "মহামহিমান্বিত ইংলণ্ডেশ্বর যদিও শান্তিস্থাপনের জন্য আন্তরিক উৎসুক আছেন,তথাপি ইউরোপীয় মহাদেশের রাজন্যবর্গের, বিশেষতঃ রুসিয়ার সম্রাটের সহিত পরামর্শ না করিয়া শান্তির প্রস্তাবসম্বন্ধে তিনি কোন মত প্রকাশ করিতে পারেন না।"—অর্থাৎ যে হেতু, রুসিয়ার সম্রাটের সহিত পরামর্শ স্থির করা হয় নাই, অতএব সমস্ত ইউরোপে আবার প্রলয়ের ঝটিকা প্রবাহিত করা হউক, নররক্তে বসুন্ধরা প্লাবিত হউক,—নেপোলিয়ান ইংলণ্ডের রাজনীতির মর্ম্ম এইরূপই মনে স্থির করিয়াছিলেন। তিনি বিরক্তিভরে সদম্ভে বলিলেন, "তথাস্তু, আচ্ছা, তাহাই হইবে।" ইউরোপের উত্তরভাগে যে মেঘ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে এবং শীঘ্রই যে তাহা হইতে অশনিপাত হইবে, নেপোলিয়ান তাহা

অনুভব করিতে পারিলেন। কিন্তু তিনি ভীত হইলেন না; বলিলেন, "শীঘ্রই আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফরাসীজাতির ভাগ্য পরীক্ষা হইবে,—আমি সে জন্য প্রস্তুত আছি।"

এই সময়ে সিসিলপাইনের সাধারণ-তন্ত্র ফরাসীদেশের শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া এতই প্রীতিলাভ করিল যে, তাহারা নেপোলিয়ানকে তাহাদের দেশের অধীশ্বররূপে গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল। আবার ইতালীর ইচ্ছা হইল, নেপোলিয়ান লম্বার্ডির রাজমুকুট গ্রহণ করেন। ইতালীবাসিগণ নেপোলিয়ানকে স্বদেশীয় মনে করিত, সুতরাং নেপোলিয়ানের নিকট তাহারা এই প্রস্তাব উত্থাপন করিল। নেপোলিয়ান তাহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন।

ফরাসীদেশে পোপের পদার্পণের পর প্রকৃতি দেবী এমন প্রচণ্ড বেশ ধারণ করিলেন যে, সেই দুরন্ত শীতের মধ্যে আল্পস্ পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক তাঁহার রোমে প্রত্যাবর্ত্তন সম্ভব হইল না। সুতরাং পোপ মহাশয় ফরাসী-সম্রাটের সম্মানিত অতিথিরূপে নেপোলিয়ানের রাজপ্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই নেপোলিয়ানের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ শতগুণে বর্দ্ধিত হইল।

শীতের দুঃসহ তীক্ষ্ণতা কথঞ্চিৎ হ্রাস হইলে সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী পোপের সহিত ইতালী যাত্রা করিলেন। ব্রায়েনে তাঁহারা কিছুকাল বিশ্রাম করিয়াছিলেন। ব্রায়েনে উপস্থিত হইয়া নেপোলিয়ানের কল্পনা-মুখর হৃদয় শৈশব-স্মৃতির মধুর আলোচনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, তাঁহার পাঠ্যজীবনের কত ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর কথা তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। আজ জীবনের মধ্যপথে স্বপ্নাতীত সাফল্যের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বাল্যজীবনের সেই তুচ্ছ সুখদুঃখের কথা তাঁহার নিকট স্বপ্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। বাল্যের সেই উপেক্ষিত, দরিদ্র, অনশনক্লিষ্ট নেপোলিয়ান আজ ফরাসী সম্রাজ্যের সম্রাট্, ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্য আজ স্ব-ইচ্ছায় তাঁহার পদতলে লুটাইবার জন্য যুক্তকরে প্রার্থনা করিতেছে। মানবের শৈশব-স্বপ্ন ইহা অপেক্ষা অসম্ভব হইতে পারে না।

ব্রায়েন হইতে সম্রাট্ সদলে আল্পস্ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া টুরিণ নগরে উপস্থিত হইলেন, এখানে পোপের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক তিনি মারেঙ্গোর সমতলক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। একবার নেপোলিয়ান এই স্মরণীয় যুদ্ধক্ষেত্রে সসৈন্যে বীরবিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিক্রমবহ্নির সেই সন্ধুক্ষণ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া নেপোলিয়ানের হৃদয় আনন্দরসে পূর্ণ হইল। তিনি তাঁহার প্রিয়তম মহিষীকে অতীত যুদ্ধের ক্ষীণ আভাস জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত রঙ্গযুদ্ধের আয়োজন করিলেন। ৫ই মে তারিখে ত্রিশ সহস্র সৈন্য যুদ্ধকৌশল প্রদর্শনার্থ রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইল। নেপোলিয়ান পূর্ব্বযুদ্ধে যে পরিচ্ছদ ও অস্ত্র-শস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়াছিলেন, মহাগৌরবে আজ তাহাই ধারণ করিলেন। নেপোলিয়ানের যে সকল বিশ্বস্ত সৈনিকপুরুষ পূর্ব্বে এই যুদ্ধক্ষেত্রে স্ব স্ব বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে এই রণরঙ্গস্থলে উপস্থিত ছিলেন; আনন্দে, উৎসাহে তাঁহাদের বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইতেছিল। সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী সুবৃহৎ অষ্টঅশ্ববাহিত একখানি সুচারু কারুকার্য্যভূষিত শকটে আরোহণপূর্ব্বক রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন। ত্রিশ সহস্র সৈন্য যুগপৎ জয়শব্দে তাঁহাদের অভিবাদন করিল। রঙ্গযুদ্ধ আরম্ভ হইল; সৈনিকগণের চাকচিক্যময় পরিচ্ছদ, অশ্ব-সমূহের মূল্যবান্ সজ্জা ও তেজোদীপ্তভাব, অসংখ্য বাদ্যযন্ত্রের তানলয়বদ্ধ হৃদয়োন্মাদক ধ্বনি, যুদ্ধাস্ত্রসমূহের দীপ্তিমান্ কান্তি, কামান সমূহের মুহুর্মুহু বজ্রনাদ ও সহস্র সহস্র বন্দুকের যুগপৎ নিস্বন, সৈনিকগণের দ্রুত অশ্বপরিচালন কৌশল,—সকল রূপ, সকল দৃশ্য, সকল শব্দ একত্র মিলিয়া সম্রাট্দম্পতির নয়নসমক্ষে প্রলয়কালের প্রচণ্ড শোভা প্রকাশ করিল; গন্ধকের ধূমে রঙ্গভূমি অন্ধকার হইয়া গেল; সুতীক্ষ্ণ সৌরকরও সে অন্ধকার ভেদ করিতে সমর্থ হইল না। দর্শকগণ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া বিস্ময়স্তম্ভিত-হৃদয়ে যে দৃশ্য সন্দর্শন করিল, তাহা জীবনে বিস্মৃত হইল না।

২৬শে মে মিলানের ভজনালয়ে নেপোলিয়ানের অভিষেক সম্পন্ন হইল। তিনি লম্বার্ডির অধীশ্বররূপে গৃহীত হইলেন। এই উৎসব পারিস নগরে অভিনয়োৎসব অপেক্ষাও অধিক আড়ম্বরপূর্ণ হইয়াছিল। প্রথমে অভিষেকস্থলে সম্রাজ্ঞী ভুবনমোহিনীবেশে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার পরিচ্ছদ যেমন সুদৃশ্য, সেইরূপ মূল্যবান্; তাঁহার বরাঙ্গ উজ্জ্বল হীরকালঙ্কাররাশিতে ঝক্ ঝক্ করিতেছিল, প্রজাবর্গ সম্রাজ্ঞীকে দেখিয়া হর্ষভরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তাহার পর সম্রাট্ নেপোলিয়ান ধীরে ধীরে সেই স্থানে প্রবেশ করিলেন। আজ তাঁহার পরিচ্ছদ সম্রাটোচিত; সে পরিচ্ছদের প্রত্যেক অংশে

পোপ সপ্তম পায়স ও নেপোলিয়ান [১৮২ পৃষ্ঠা

রাজমহিমা অঙ্কিত। স্বর্ণ ও পীতবর্ণের পরিচ্ছদে তাঁহার দেহ আবৃত, ললাটে হীরক-খচিত রাজটীকা, হস্তে মুকুট ও রাজদণ্ড। নেপোলিয়ান তাঁহার করস্থ রাজমুকুট স্বহস্তে মস্তকে স্থাপনপূর্ব্বক গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"বিধাতা আমাকে ইহা দান করিয়াছেন; যে কেহ ইহা স্পর্শ করিবে, তাহার অদৃষ্টে দুঃখভোগ বিধিনির্ব্বন্ধ।"

নেপোলিয়ান মিলান নগরে এক মাস বাস করিলেন। এই সময়ে রাজ্যের উন্নতিকল্পে তিনি দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ইতালীয়গণ দীর্ঘকালেও নেপোলিয়ানের কথা বিস্মৃত হয় নাই; ইতালীদেশে নেপোলিয়ানের শাসন-কাল আধুনিক ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়াছে।

ফরাসী-সাম্রাজ্যের সম্রাট্ হইলেও নেপোলিয়ানের হৃদয় কিরূপ উদারতা ও মধুরতায় পরিপূর্ণ ছিল, এ স্থানে সে সম্বন্ধে দুই একটি গল্পের উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এক দিন সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী গুরুতর রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক মিলান নগরের সন্নিকটবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে উপস্থিত হইলেন এবং পদব্রজে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা একটি দরিদ্রা নারীর পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিলেন।

সেই গৃহস্বামিনীকে নেপোলিয়ান কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাছা, দেখিতেছি তুমি বড় গরীব; কত টাকা পাইলে তোমার দুঃখ দূর হইতে পারে?"

"আর মহাশয় টাকা, দুঃখ দূর হয়, এত টাকা কোথায় পাইব?"—নিরাশা-জড়িত-কণ্ঠে বৃদ্ধা এই উত্তর করিল; সে সম্রাট্ কিংবা সম্রাজ্ঞীকে চিনিত না।

নেপোলিয়ানের কৌতূহল দূর হইল না, তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"তবু বলই না শুনি, তোমার কত টাকা হইলে বেশ চলে?"

রমণী একটু ভাবিয়া বলিল,—"চারশো টাকা মহাশয়, চারশো ফ্রাঙ্ক পাইলেই আমার দিন বেশ সুখে কাটিয়া যাইতে পারে।"

নিকটেই সম্রাটের ভৃত্য দণ্ডায়মান ছিল; সম্রাটের আদেশমাত্র সে সেই রমণীর অঞ্চলে তিন শত টাকার স্বর্ণমুদ্রা ঢালিয়া দিল। দরিদ্র নারী এত টাকা কখনও দেখে নাই, বিস্ময়ভরে সে মুখব্যাদান করিয়া নেপোলিয়ানের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "মহাশয়! আমার সঙ্গে এমন অসঙ্গত ঠাট্টা করেন কেন? গরীবের সঙ্গে কি আপনার মত মহতের ঠাট্টা শোভা পায়?"

এবার যোসেফিন কথা কহিলেন; ভুবনমোহিনী হাস্যে সুললিত গ্রীবাভঙ্গী করিয়া বলিলেন,—"না গো, তোমার সঙ্গে আমরা ঠাট্টা করিব কেন? এ টাকা সমস্তই তোমার, এই টাকা দিয়া তোমার পুত্র-কন্যাগণের দুঃখ দূর করিও।"

সেই অনাথা কি কোন দিন জানিতে পারিয়াছিল যে, সে সম্রাটের নিকট হইতে এইভাবে সাহায্য লাভ করিবে? এরূপ দৃষ্টান্ত নেপোলিয়ানের চরিত্রে বিরল নহে।

মিলান নগর হইতে নেপোলিয়ান জেনোয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। জেনোয়াতে কয়েকদিন বাস করিয়া নগরবাসিগণের আনন্দবর্দ্ধনপূর্ব্বক আল্‌স অতিক্রমের জন্য অগ্রসর হন। এই সময়ে সম্রাট্ পথে একটি কৃষক-রমণীকে দেখিতে পাইলেন।

জনহীন পার্ব্বত্য-পথে অতি প্রত্যূষে সেই রমণীকে একাকিনী যাইতে দেখিয়া নেপোলিয়ান কৌতূহলভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথায় যাইতেছ বাছা?"

"সম্রাট্‌কে দেখিতে। শুনিলাম, সম্রাট্ এই পথ দিয়া দেশে ফিরিতেছেন।"

নেপোলিয়ানের কৌতূহল অধিকতর বৃদ্ধি হইল; বলিলেন,—"সম্রাট্‌কে দেখিয়া কি হইবে মা? একটা অত্যাচারী রাজা গিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে আর একটা আসিয়া জুটিয়াছে। আগে বোর্ব্বোঁ ছিল, এখন নেপোলিয়ান হইয়াছে, ইহাতে তফাৎ আর কি হইয়াছে?"

রমণী সম্রাটের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"তফাৎ আছে গো! নেপোলিয়ান আমাদের গরীবের রাজা, আর বোর্ব্বোঁরা ছিল বড়মানুষদের রাজা; আমি আমাদের গরীবের রাজাকে একবার দেখিতে যাইতেছি।"

বৃদ্ধার শ্রদ্ধা ও ভক্তি-বিশ্বাসের পরিচয় পাইয়া, গরীবের রাজার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল।

এক দিন নেপোলিয়ান দুই জন সহচরের সহিত অশ্বারোহণে শিবিরাভিমুখে যাইতে যাইতে দেখিলেন, একটি সুন্দরী যুবতী একটি পাঁচ ছয় বৎসরের শিশুর হাত ধরিয়া কাতরভাবে রোদন করিতেছে। সম্রাট্ অশ্বরশ্মি সংযত করিয়া সেই যুবতীকে তাহার বিলাপের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

যুবতী সম্রাটের প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না, তাহার শিশু-পুত্র বলিল, —"মা কাঁদচে কেন শুনবেন, এই বাবা মাকে আচ্ছা রকম পিটিয়ে দিয়েছে।"

সম্রাট্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার বাবা কোথায় ?"

"ঐ ওদিকে পাহারা দিচ্ছে।"—বালকের পিতা সম্রাটের একজন সৈনিক।

নেপোলিয়ান যুবতীকে তাহার স্বামীর নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবতী ভাবিল, কাপ্তেন সাহেব। তাহার স্বামীর নাম জানিতে পারিলে হয় ত তাহাকে শাস্তিদান করিবেন। রমণী সম্রাট্‌কে একজন কাপ্তেন বলিয়া মনে করিয়াছিল।—সে তাহার স্বামীর নাম বলিল না।

নেপোলিয়ান বলিলেন,—"তোমার স্বামী তোমাকে প্রহার করিয়াছে, তুমি কাঁদিতেছ, তথাপি পাছে তাহার কোন শাস্তি হয়, এই ভয়ে তুমি তাহার নাম প্রকাশ করিতেছ না, এ বড় আশ্চর্য্য কথা! বোধ করি, তোমারও কিছু দোষ ছিল।"

রমণী বলিল,—"না মহাশয়! আমার স্বামীর অনেক সদ্‌গুণ আছে, দোষের মধ্যে আমার স্বামী আমাকে বড় সন্দেহ করেন। আর যখন তাঁহার রাগ হয়, তখন তিনি সে রাগ সামলাইয়া উঠিতে পারেন না। যাহা হউক, আমি আমার স্বামীকে ভালবাসি, তিনি আমার এই সন্তানের পিতা।"—এই কথা বলিয়া যুবতী উভয় হস্তে তাহার শিশু-সন্তানের কণ্ঠবেষ্টনপূর্ব্বক গভীরস্নেহে তাহার মুখচুম্বন করিল, শিশুও মাতার মুখচুম্বন করিয়া মায়ের প্রতি তাহার ভালবাসার পরিচয় দিল।

এই সুন্দর গার্হস্থ দৃশ্যে নেপোলিয়ানের বীরহৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। নগর-প্রান্তবাসিনী এই নগণ্যা নারী ও তাহার সন্তানের ব্যবহারে কতদিন পূর্ব্বের শৈশবস্মৃতি মায়াচিত্রের ন্যায় তিনি তাঁহার মানস-নয়নসমক্ষে প্রস্ফুটিত দেখিলেন। তিনি ধীরে ধীরে যুবতীকে বলিলেন, "তোমার স্বামী তোমাকে ভালবাসুক বা না বাসুক, সে কথা আমি জানিতে চাহি না। কিন্তু সে তোমাকে প্রহার করে, ইহা আমি পছন্দ করি না। তোমার স্বামীর নাম বল, সম্রাটের কাছে আমি তাহার ব্যবহারের কথা প্রকাশ করিব।"

যুবতী বলিল, "মহাশয়, আপনি যদি স্বয়ং সম্রাট্‌ও হন, তথাপি তাঁহার নাম প্রকাশ করিব না। আমি জানি, তাঁহার নাম বলিলেই তাঁহাকে শাস্তিভোগ করিতে হইবে।"

নেপোলিয়ান এবার রাগ করিলেন; একটু উত্তেজিত-স্বরে বলিলেন—"নির্ব্বোধ স্ত্রীলোক! আমার ইচ্ছা, তোমার স্বামী তোমার প্রতি ভবিষ্যতে যাহাতে সদ্ব্যবহার করে, তাহার কিছু উপায় করি; কিন্তু তাহা তোমার পছন্দ হইল না।"—রাগ করিয়া নেপোলিয়ান তাঁহার মানসিক অশান্তি প্রকাশ করিতে করিতে গন্তব্যপথে অশ্ব পরিচালিত করিলেন।

যাইতে যাইতে সম্রাট্‌ তাঁহার জনৈক সহচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই স্নেহপূর্ণহৃদয়া যুবতী সম্বন্ধে তুমি কি মনে কর?—আমার বিশ্বাস, টুইলারিতে এমন রমণী অধিক নাই। এরূপ স্ত্রী স্বামীর মহামূল্য রত্নস্বরূপ।"—অনন্তর নেপোলিয়ান সেই যুবতীর স্বামী যে সৈন্যদলে কর্ম্ম করিত, সে দলের কাপ্তেনকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহাকে সেই রমণীর ও তাহার পতিপুত্রাদির সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। কাপ্তেন বলিলেন,—"এই রমণীর স্বামী একজন অতি সদ্‌গুণ-সম্পন্ন সৈনিক যুবক। দোষের মধ্যে সে কিছু অতিরিক্ত সন্দিগ্ধচেতা। স্ত্রীর চরিত্রে সে অন্যায় সন্দেহ করে, কিন্তু তাহার পত্নীর চরিত্র অতি পবিত্র!"

নেপোলিয়ান বলিলেন,—"দেখ, সেই যুবক আমাকে চেনে কি না; যদি না চেনে, তাহা হইলে তাহাকে আমার সম্মুখে উপস্থিত কর।"

কাপ্তেন জানিতে পারিলেন, যুবতীর স্বামী সেই সৈনিক যুবক পূর্ব্বে কখনও সম্রাট্‌কে দেখে নাই। যুবক সম্রাট্‌-সদনে নীত হইল। সম্রাট্‌ দেখিলেন, যুবতীর স্বামী প্রায় পঞ্চবিংশতি বর্ষবয়স্ক একটি সুন্দর যুবক। নেপোলিয়ান ধীরস্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুবক, তুমি কি জন্য তোমার পত্নীকে প্রহার করিয়াছ? তোমার স্ত্রী সুন্দরী, তরুণবয়স্কা, সর্ব্ববিষয়ে তোমার অপেক্ষা যোগ্যা স্ত্রী। তোমার এই ব্যবহার একজন ফরাসী-সৈনিকের পক্ষে লজ্জাজনক।"

সৈনিক যুবক বলিল,—"স্ত্রীলোকের কথায় বিশ্বাস করিলে কোন কালেই তাহাদের দোষ ধরা যায় না। আমি আমার স্ত্রীকে পরপুরুষের সহিত আলাপ করিতে নিষেধ করিয়াছি, কিন্তু সে আমার নিষেধ না শুনিয়া আমার সহ-যোগী সৈন্যগণের সঙ্গে সর্ব্বদাই গল্পগুজব করে।"

নেপোলিয়ান বলিলেন—"এ তোমার একটি প্রকাণ্ড ভুল। তুমি স্ত্রীলোকের জিহ্বা বন্ধ রাখিতে চাহ? তাহা অপেক্ষা ঐ দানিয়ুব নদীর স্রোত পরিবর্ত্তনের চেষ্টা কর না কেন? যদি তোমার স্ত্রী কোন অন্যায় কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে তুমি বিমর্ষই দেখিতে, তাঁহার প্রফুল্লত থাকিত না। যাহা হউক, আমি আশা করি, অতঃপর তুমি আর তোমার স্ত্রীকে প্রহার করিবে না। যদি তুমি আমার আদেশ পালন না কর, তবে মনে রাখিও, এ কথা সম্রাটের কানে উঠিবে। যদি সম্রাট্ তোমার দুর্ব্যবহারের কথা শুনিয়া তোমাকে তিরস্কার করেন, তখন তুমি কি জবাব দিবে?"

সৈনিক যুবক এ কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। মাথা তুলিয়া বলিল—"তাহা হইলে বলিব, আমার স্ত্রীর উপর আমার অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকাই কর্ত্তব্য; আমার ইচ্ছা হয়, আমি আমার পত্নীকে প্রহার করিব। সম্রাট্ তাঁহার শত্রু লইয়া ব্যস্ত থাকুন, আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে কেন হস্তক্ষেপণ করিবেন?"—সৈনিক-যুবক মনে করিয়াছিল, সে একজন সেনানায়কের সহিত আলাপ করিতেছে।

সম্রাট্ যুবকের কথা শুনিয়া সহাস্যে বলিলেন,—"যুবক, তুমি সম্রাটের সহিতই কথা বলিতেছ।"

এবার যুবক মস্তক অবনত করিল; বিকম্পিত-স্বরে বলিল,—"সম্রাট্, আপনি যখন এ কথা বলিতেছেন, তখন তাহার প্রতিবাদের ক্ষমতা আমার নাই। আমি আপনার আদেশ পালন করিব।"

যুবকের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া নেপোলিয়ান প্রীতিলাভ করিলেন; বলিলেন,—"আমি তোমার স্ত্রীর সুচরিত্রের অনেক প্রশংসা শুনিয়াছি। সকলেই তাহাকে ভাল বলে; তোমার শাস্তি হইবে, এই ভয়ে তোমার স্ত্রী বিশেষ পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও আমার কাছে তোমার নাম প্রকাশ করে নাই। তাহার প্রতি স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে তাহার মনের কষ্ট দূর কর। আমি তোমাকে সার্জ্জেণ্টের পদে উন্নত করিলাম। গ্রাণ্ড মার্শালের নিকট দরখাস্ত কর, তুমি তাঁহার নিকট পাঁচ শত ফ্রাঙ্ক পুরস্কার পাইবে। এই টাকা দিয়া তোমার স্ত্রী কোন একটা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে। তোমার পুত্র বড় সুন্দর, বয়স হইলে সেও চাকরী পাইবে। কিন্তু মনে রাখিও, আর কখনও যেন আমাকে তোমার স্ত্রীর প্রতি অত্যাচারের কথা শুনিতে না হয়। যদি পুনর্ব্বার সেরূপ কোন অভিযোগ আমার কর্ণে প্রবেশ করে, তাহা হইলে দেখিবে, তোমার মত আমারও কঠিন ব্যবহার করিবার শক্তি আছে।"

উল্লিখিত ঘটনার কয়েক বৎসর পরে সম্রাট্ এক দিন অশ্বারোহণে গমন করিতে করিতে সহসা পথিপ্রান্তে সেই সৈনিকের স্ত্রী ও তাহার পুত্রকে দেখিতে পাইলেন। সম্রাটের মুখ চিনিয়া রাখিবার অসাধারণ শক্তি ছিল। রমণীকে দেখিবামাত্র তিনি চিনিতে পারিলেন, তাহার নিকট আসিয়া অশ্বরশ্মি সংবরণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন আছ বাছা! তোমার স্বামী আমার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহা সে মনে রাখিয়াছে ত?"

রমণী পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিল, সম্রাটই তাহার সুখ-সৌভাগ্যের কারণ; তাই এতদিন পরে তাহার হিতাকাঙ্ক্ষী সম্রাটকে এভাবে তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিতে দেখিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না; কৃতজ্ঞতাভরে সম্রাটের পাদমূলে লুটাইয়া পড়িয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে গদ্গদকণ্ঠে তাঁহাকে বলিল—"মহারাজ যে দিন আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই আমার কপাল ফিরিয়াছে; আমি এখন পৃথিবীর মধ্যে আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী মনে করি।"

নেপোলিয়ান বলিলেন,—"তাহা হইলে আমি তোমার নিকট পুরস্কার পাইতে পারি। ধর্ম্মনিষ্ঠায় তুমি সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার কর, তাহা হইলেই আমি পুরস্কৃত হইব।" এই কথা বলিয়া সম্রাট্ সেই রমণীর হস্তে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা সমর্পণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, ফরাসী সৈন্যশ্রেণী 'সম্রাট্ দীর্ঘজীবী হউন,' সহস্র কণ্ঠে এই শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক মহামতি নেপোলিয়ানের সহৃদয়তার অনুমোদন করিল।

এই প্রকার মহদ্‌গুণেই সম্রাট্ নেপোলিয়ান প্রজাপুঞ্জের হৃদয়-সিংহাসনে অক্ষুণ্ণ-গৌরবে সংস্থাপিত হইয়াছিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

উল্‌ম ও অস্তারলিজের ভীষণ সমর

যত দিন পৃথিবীতে বীরত্ব ও রণপাণ্ডিত্যের সম্মান থাকিবে, তত দিন পৃথিবী হইতে উল্‌ম ও অস্তারলিজের নাম বিলুপ্ত হইবে না। শান্তিস্থাপনের জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও নেপোলিয়ান কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; ইংলণ্ড ফরাসী-সাম্রাজ্যের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি সমস্ত হিতকর বিষয়ের উন্নতিপথ রোধ করিবার আশায় উভয় হস্তে অৰ্দ্ধধরণী পরিবেষ্টনপূর্ব্বক উন্নত-মস্তকে দণ্ডায়মান ছিলেন। নেপোলিয়ান দেখিলেন শান্তিস্থাপন অসম্ভব; তিনি নিরাশ হইলেন, কিন্তু ভীত হইলেন না। উৎসাহপূর্ণ-হৃদয়ে তিনিও সমরবাসনায় বদ্ধপরিকর হইলেন। সেই বিরাট আয়োজন দেখিয়া ইংলণ্ডকেও ভীত, স্তম্ভিত হইতে হইয়াছিল।

ইংলণ্ড ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নরপতিগণের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, সাম্য ও স্বাধীনতার বিরোধী রাজন্যবর্গ ফ্রান্সের সাধারণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠিত নবরাজশক্তি ধ্বংস করিবার সংকল্পে ইংলণ্ডের সহিত যোগদান করিলেন; রুসিয়া, অস্ট্রিয়া, সুইডেন, সকলেই ইংলণ্ডের পক্ষাবলম্বন করিলেন; ইঁহারা সকলে স্থির করিলেন, সম্মিলিত রাজগণের পাঁচ লক্ষ সৈন্য বিভিন্ন পথে ফরাসীদেশে নিপতিত হইবে। স্থির হইল, ইংলণ্ড প্রত্যেক লক্ষ সৈন্যের ব্যয়ভার-বহনের জন্য বার্ষিক তিন কোটি মুদ্রা (ফ্রাঙ্ক) সাহায্য দান করিবেন। ইংলণ্ডের ও তাঁহার সহযোগিবর্গের পাঁচ শত জাহাজ ফ্রান্সের বিভিন্ন বন্দর অবরোধ করিয়া রহিল। যে সকল নগর সুরক্ষিত ছিল না, সেই সকল নগরের উপর অশ্রান্তধারে গোলাগুলী বর্ষিত হইতে লাগিল।

সম্মিলিত রাজগণ নেপোলিয়ানকে সহসা আক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বিপন্ন করিবার আশা করিতেছিলেন, সুতরাং যুদ্ধ ঘোষণা করা হইল না। অস্ট্রীয় মন্ত্রী পারিস মহানগরীতে নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া রহিলেন; ফ্রান্সের সহিত শান্তিস্থাপনের জন্য সকলেই যে বিনিদ্রভাবে প্রতীক্ষা করিতেছেন, প্রত্যেকেরই ব্যবহারে এই ভাব প্রকাশিত হইল। রাজন্যবর্গ নেপোলিয়ানের মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহাকে সমাহিত করিবার কল্পনায় আনন্দলাভ করিতেছিলেন। তাঁহাদের আনন্দিত হইবার কারণও ছিল। তাঁহার বিশ্বস্ত সৈনিকবর্গের চতুর্দ্দিকে লক্ষ লক্ষ শত্রুর উদ্যত অস্ত্র আন্দোলিত হইতেছিল। অস্ট্রীয় সেনাপতি জেনারেল ম্যাক আশী হাজার মহাকায় সৈন্য লইয়া অত্যন্ত নিঃশব্দে ফরাসী-সীমান্তভাগে অগ্রসর হইলেন। রুসিয়ার সম্রাট্ আলেকজান্দার এক লক্ষ ষোড়শ সহস্র মহাবল-পরাক্রান্ত রুসীয় সৈন্যে পোলান্দের সমতলক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া অস্ট্রীয় সৈন্যগণের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য ধাবিত হইলেন। এই সকল বিপক্ষদল মনে করিলেন, বহু দূরে নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় নেপোলিয়ান তাঁহাদের গতিবিধি সম্বন্ধে অজ্ঞ রহিয়াছেন, কিন্তু নেপোলিয়ান তাঁহাদিগের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। পরিপূর্ণ সাহসে নির্ভর করিয়া অস্ট্রীয় সেনাপতি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি ফরাসীমিত্র ব্যাভেরিয়ার অধীশ্বরকে নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া মিউনিক ও উল্‌ম অধিকার করিয়া লইলেন, তাহার পর বিদ্যুদ্গতিতে ব্লাক ফরেষ্ট নামক স্থানে প্রবেশপূর্ব্বক রাইন নদীর তীরদেশে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। রুসীয় সৈন্য দ্রুতপদে অস্ট্রীয়গণের সন্নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন।

কিন্তু নেপোলিয়ানকে বিপন্ন করিবার এই প্রকার চেষ্টা বীতংসে কেশরীর বন্ধনের চেষ্টার ন্যায় নিরর্থক হইয়াছিল। বিপদ্ দেখিয়া নেপোলিয়ান কখন স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতেন না। প্রকাণ্ড মহীরুহের উপর প্রচণ্ড ঝটিকার ন্যায় তিনি তাঁহার শত্রুগণের বিপুল অনীকিনীর উপর নিপতিত হইলেন, নেপোলিয়ান যখন দানিয়ুব ও রাইন নদীদ্বয় অতিক্রম করিয়া যেন কোন মন্ত্রশক্তিবলে সসৈন্যে অস্ট্রীয়গণের সম্মুখভাগে আসিয়া সিংহনাদ করিলেন, তখন অস্ট্রীয় সেনাপতির মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল; তিনি চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার সমস্ত আশা দেখিতে দেখিতে মরীচিকার ন্যায় শূন্যে বিলীন হইল। কোন দিক হইতে তাঁহার সাহায্য লাভের সম্ভাবনা রহিল না, অস্ট্রিয়ার সহিত সংবাদ আদান-প্রদানের পথ রুদ্ধ হইল, রুসিয়ার সহিত সম্মিলনের আশা সুদূরপরাহত হইয়া উঠিল এবং পলায়নপূর্ব্বক প্রাণরক্ষার কোন উপায় বর্ত্তমান রহিল না।

কিন্তু নেপোলিয়ান শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে যে সকল ফরাসী

উলম-যুদ্ধ [১৯০ পৃষ্ঠা

উলম-খণ্ডযুদ্ধ [১৮৯ পৃষ্ঠা
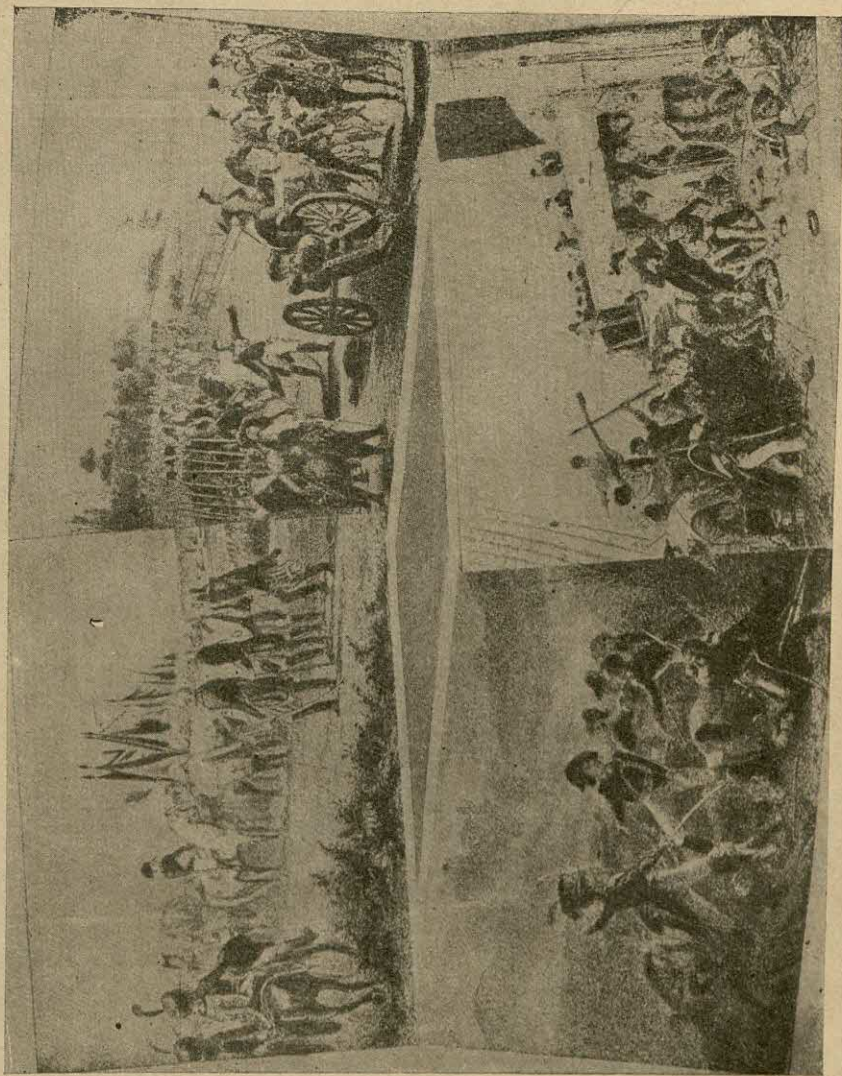
ভিয়েনা রাজধানী [১৯৩ পৃষ্ঠা

ট্রাফালগার যুদ্ধ [২০৪ পৃষ্ঠা

সেনা সম্মিলিত করিয়াছিলেন, তাহাদের সংখ্যা এক লক্ষ আশী হাজারের অধিক নহে। তাঁহার কামানের সংখ্যা ছিল তিন শত চল্লিশ। সমবেত শত্রুসংখ্যা পাঁচ লক্ষ। তন্মধ্যে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার অস্ত্রীয় সৈন্য, পঞ্চাশ হাজার ইংরাজ, সুইডিস ও নিয়োপলিটান, এতদ্ভিন্ন ফরাসীগণের প্রথম পরাজয়ের পর দুই লক্ষ প্রুসীয় সহসা তাহাদের উপর নিপতিত হইয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিবে, ইহাও স্থির হইয়াছিল।

এই সময়ে মহাবীর নেপোলিয়ান সেনাপত্য-বিদ্যার পূর্ণ পরিচয় প্রদান করেন। অস্ত্রীয় সেনাপতি জেনারল ম্যাক ফরাসী সৈন্যগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইলেন, নেপোলিয়ান স্বয়ং কঠোর পরিশ্রম সহকারে সমস্ত বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বস্থানে তাঁহাকে দেখা যাইতেছিল, তাঁহার নিকট দিবারাত্রির ভেদাভেদ লুপ্ত হইয়াছিল। আহার-নিদ্রা, বিরাম-উপভোগ সমস্ত তিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। গভীর অন্ধকারময়ী রাত্রি; আকাশে মেঘ গর্জ্জন করিতেছে, ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, অক্টোবরের তুষারশীতল বায়ুর উদ্দাম স্রোত গিরি-উপত্যকার উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে; এমন ভয়ানক সময়েও দেখা গিয়াছে, নেপোলিয়ান অশ্বারোহণে সৈন্য-শ্রেণীর অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। ক্রমে সেই দুর্য্যোগময়ী রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছে, ঊষা আসিয়া নিশার স্থান অধিকার করিয়াছে; কিন্তু নেপোলিয়ান শ্রান্তির কোন চিহ্ন প্রকাশ করেন নাই। এই ভাবে পরিশ্রম করিয়া তিনি এক সৈন্যদল হইতে ভিন্ন দলে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহার সৈন্যগণ পথশ্রমে মৃতবৎ হইয়া পড়িয়াছিল।

ক্রমাগত কয়েকদিন ধরিয়া আকাশের অবস্থা অত্যন্ত দুর্য্যোগময় ছিল। আকাশ কেন, সমগ্র প্রকৃতিই অত্যন্ত ভীষণভাব ধারণ করিয়াছিল; দানিয়ুব নদীর শাখা-সমূহ উভয় কূল প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছিল, তুষাররাশি বিগলিত হওয়ায় পথগুলি দুর্গম হইয়া উঠিয়াছিল। সকল বাধা ভেদ করিয়া বিনা প্রতিবাদে সৈন্যগণ অস্ত্র-শস্ত্র, কামান প্রভৃতি যুদ্ধোপযোগী সমস্ত দ্রব্য বহনপূর্ব্বক দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতে লাগিল। বৃষ্টি-জলে তাহাদের দেহ সিক্ত হইয়া গেল, কর্দ্দমে পরিচ্ছদ বিবর্ণ হইয়া গেল। নেপোলিয়ান বিদ্যুদ্বেগে তাহাদিগের মধ্যে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন; তাহাদের সাহস, বীরত্ব ও কষ্টসহিষ্ণুতার প্রশংসা করিলেন, উৎসাহিত সৈন্যগণ বীরবিক্রমে হুঙ্কার দিয়া উঠিল, তাহাদের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। নেপোলিয়ান হৃষ্টচিত্তে স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন।

অবশেষে নেপোলিয়ানের সংকল্প সিদ্ধ হইল। অস্ত্রীয়গণের পলায়নের কোন আশা রহিল না, সকল পথ রুদ্ধ। ক্রমাগত ২০ দিন অভিযানের পর দেখা গেল, পথের উপর সামান্য সামান্য যুদ্ধেই অশীতি সহস্র রণদুর্ম্মদ অস্ত্রীয় সৈন্য বিধ্বস্ত হইয়াছে। কয়েক দল অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল, কয়েক সহস্র সৈন্য সংকীর্ণ গিরিপথ দিয়া অন্তর্ধান করাতে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা পাইল। ত্রিশ সহস্র সৈন্য ফরাসী-হস্তে বন্দী হইল। ছত্রিশ সহস্র সৈন্য উল্‌মে অবরুদ্ধ রহিল। তাহাদের আর কোন আশা রহিল না। নেপোলিয়ানের প্রতাপ ও বীরত্ব দর্শনে অস্ত্রীয় সৈন্যগণ এতই ভীত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল যে, এক রাত্রে এক শত সৈন্য কয়েক জন মাত্র ফরাসীর হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল।

একদিন নেপোলিয়ান কতকগুলি অস্ত্রীয় বন্দীর নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন। একজন অস্ত্রীয় কর্ম্মচারী দেখিলেন, নেপোলিয়ানের সর্ব্বাঙ্গ সলিলসিক্ত। তাঁহার পরিচ্ছদ কর্দ্দমলিপ্ত, একজন সাধারণ বাদ্যকর সৈনিক অপেক্ষা তাঁহার অবস্থা কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহে। আট দিন ধরিয়া অহোরাত্র মুষলধারে বৃষ্টিতে ভিজিয়া নেপোলিয়ান তাঁহার বস্ত্র বা বিনামা পরিবর্ত্তনের অবসর পান নাই, নিদ্রার সহিতও তাঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল না।

নেপোলিয়ানের অবস্থা দর্শনে সৈনিক কর্ম্মচারীটি বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তখন নেপোলিয়ান বলিলেন, "তোমার প্রভু আমাকে এই সৈনিক-ব্রত গ্রহণে বাধ্য করিয়াছেন। তিনি বোধ হয় স্বীকার করিবেন যে, রাজসিংহাসন ও রাজমুকুট লাভ করিয়া আমি সৈনিকের ব্যবসায় ভুলিয়া যাই নাই।"

দুর্য্যোগময়ী প্রকৃতির মধ্যে নেপোলিয়ান এক দিন অশ্বারোহণে এক নির্জ্জন পথে অগ্রসর হইয়াছেন, দেখিলেন, অদূরে একখানি শিবিকা পড়িয়া আছে; শিবিকামধ্যে বসিয়া একটি রমণী করুণস্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছিলেন। নেপোলিয়ান তাঁহার কি বিপদ্, জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া

উঠিলেন। শিবিকার সন্নিকটে আসিয়া রমণীকে তাঁহার বিপদ্‌বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে, রমণী বলিলেন, "মহাশয়, এক দল সৈন্য আসিয়া আমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে, আমার সঙ্গীকেও মারিয়া ফেলিয়াছে; আপনাদের সম্রাটের নিকটে আমার একটি প্রার্থনা আছে, আমি একজন প্রহরী চাই। এক সময়ে আমার পরিবারবর্গকে তিনি জানিতেন, তাঁহাদের সহিত সম্রাটের বাধ্যবাধকতাও ছিল।"

"ভদ্রে, আপনার নাম জানিতে পারি কি?"

রমণী উত্তর দিলেন,—"আমি কর্শিকা দ্বীপের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা মুসো মারবোর কন্যা।"

নেপোলিয়ান বলিলেন,—"আপনার উপকার করিবার অবসর পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। মারবোর পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।"

নেপোলিয়ান এই রমণীর প্রতি অসামান্য সৌজন্য প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার অভিপ্রায় পূর্ণ করিলেন। সৈনিক হস্তে তাঁহার যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

অতঃপর নেপোলিয়ান উল্‌মের দুর্গরক্ষককে আত্ম-সমর্পণ করিবার আদেশ প্রদানপূর্ব্বক সেনাপতি সেগুরকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। সে দিন ঝটিকা ও বৃষ্টির বিরাম ছিল না, তাহারই মধ্যে সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া নেপোলিয়ান উল্‌ম আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, নগরবাসিগণ সহজে আত্মসমর্পণ করিলে আর অনর্থক রক্তস্রোত প্রবাহিত করিবেন না।

উল্‌ম-দুর্গপ্রাচীরের অন্তরালে ছত্রিশ সহস্র অষ্ট্রীয় সৈন্য কম্পিতদেহে অবস্থান করিতেছিল। নেপোলিয়ান তাঁহার কামানসমূহ নগরাভিমুখে স্থাপিত করিয়াছিলেন, মধ্যে মধ্যে তাহা হইতে বজ্রনাদ সমুত্থিত হইয়া নগরবাসিগণের হৃদয়ে প্রলয়ের আশঙ্কা জাগাইয়া তুলিতেছিল। সেনাপতি ম্যাক দেখিলেন, আত্মরক্ষার আর কোন সম্ভাবনা নাই। পরদিন প্রভাতে রাজকুমার মরিস সন্ধিদূতরূপে নেপোলিয়ানের সন্নিকটে প্রেরিত হইলেন। চক্ষুবদ্ধ অবস্থায় সম্রাট্‌-সমীপে নীত হইয়া প্রিন্স মরিস্ প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁহাদের সৈন্যমণ্ডলীকে নির্ব্বিঘ্নে অষ্ট্রিয়ায় প্রত্যাগমনের আদেশ প্রদান করিলে তাঁহারা আত্মসমর্পণ করিতে সম্মত আছেন।

নেপোলিয়ান এই প্রস্তাব শুনিয়া সহাস্যে বলিলেন,—"আপনাদের এই অনুরোধ পালনের কোন যুক্তি দেখি না। এক সপ্তাহমধ্যে আমি আপনাদিগকে পরাস্ত করিব। আমি আপনাদের বিপদ্ উত্তমরূপ বুঝিতে পারিয়াছি। আপনারা আশা করিতেছেন, রুসীয়গণ আপনাদিগকে সাহায্য করিবে, কিন্তু তাহারা এখনও বোহিমিয়া পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাহার পর যদি এখন আমি আপনার সৈন্যগণকে নিরাপদে প্রস্থান করিতে দিই, তাহা হইলে পরে যে তাহারা রুসিয়গণের সহিত সম্মিলিত হইয়া আমাকে আক্রমণ করিবে না, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করি? আপনাদের সেনাপতিগণ ক্রমাগত আমাকে প্রতারিত করিয়া আসিয়াছেন। আমি পুনর্ব্বার তাঁহাদিগের দ্বারা প্রতারিত হইবার ইচ্ছা করি না। অষ্ট্রীয় মন্ত্রিসমাজ আমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে অতঃপর আপনাদিগের কোন অঙ্গীকারে আমার বিশ্বাস নাই। যুদ্ধে আমার কিছুমাত্র অনুরাগ নাই; আপনারা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া আসিতেছেন। আপনি আপনাদের সেনাপতির নিকট প্রত্যাগমন করুন, তাঁহাকে বলুন, তাঁহার প্রার্থনা আমি পূর্ণ করিতে পারি না। আপনাদের সৈনিককর্ম্মচারিগণমাত্র অষ্ট্রিয়ায় প্রত্যাগমন করিতে পারেন, আপনাদের সৈন্যগণকে বন্দিভাবে কালযাপন করিতে হইবে, আপনাদের সেনাপতির যাহা অভিপ্রায় হয়, তাহা তিনি শীঘ্র স্থির করুন; আমি সময় নষ্ট করিব না। তিনি অবিলম্বে সসৈন্যে আত্মসমর্পণ না করিলে তাঁহার বিপদের সীমা থাকিবে না।"

পরদিন সেনাপতি ম্যাক নেপোলিয়ানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। নেপোলিয়ান যথোপযুক্ত সম্মান ও ভদ্রতার সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া, তাঁহার অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দিলেন এবং তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন, যেন তিনি উল্‌মের রাজপথে শোণিত-স্রোত প্রবাহিত করিবার জন্য নেপোলিয়ানকে বাধ্য না করেন। সেনাপতি ম্যাক অনেক চিন্তার পর অবশেষে ফরাসী-হস্তে আত্মসমর্পণের অভিপ্রায় জানাইলেন। বিনা রক্তপাতে যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনায় নেপোলিয়ান অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন।

এই ঘটনার পরদিন মেঘ কাটিয়া গেল, আকাশ পরিষ্কার হইল। নেপোলিয়ানের অদ্ভুত রণজয়ের বার্ত্তা শুনিয়া সমস্ত ইউরোপ স্তম্ভিত হইল, কারণ, এই দিন ছত্রিশ হাজার

অস্ত্রীয় সৈন্য উল্‌মন গরের ফটক হইতে বহির্গত হইয়া নেপোলিয়ানের পদতলে তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্র বিসর্জ্জন করিল। শত্রুগণ পাঁচ ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিতে লাগিল। তাহার পর তিনি অবিচলিতচিত্তে প্রশান্তভাবে অস্ত্রীয় সৈনিককর্ম্মচারীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন ;—

"মহাশয়গণ, যুদ্ধফল অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে। পদে পদে জয়লাভ হইলেও কখন কখন পরাজিত হইতে হয়। আপনাদের মনিব আমার বিরুদ্ধে অবৈধ সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছেন। আমি সকল কথা পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। আমি কোন্ আশায় যুদ্ধ করিতেছি, তাহা আমি স্বয়ং জানি না। অস্ত্রীয় সম্রাট্ আমার নিকট কি চাহেন, তাহাও আমি অবগত নহি। তাঁহার ইচ্ছা, আমি যে সৈনিক-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহাই স্মরণ রাখি। অস্ত্রীয় সম্রাট্ দেখিবেন, আমি আমার যৌবন-ব্রত বিস্মৃত হই নাই; ইউরোপীয় ভূখণ্ডে আমার কোন কামনার বস্তু নাই ; আমি চাই জাহাজ, উপনিবেশ, বাণিজ্য,—ইহাতে কেবল আমার সুবিধা নহে, আপনাদেরও সুবিধা আছে।"

এই সময়ে একজন ফরাসী সৈনিককর্ম্মচারী অস্ত্রীয়বন্দিগণ সম্বন্ধে কোন অশিষ্ট মন্তব্য প্রকাশ করিলে নেপোলিয়ান তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—"এখান হইতে তুমি চলিয়া যাও, তোমার বিন্দুমাত্র আত্মসম্মানজ্ঞান নাই ; থাকিলে এরূপ দুর্ভাগ্য-নিপীড়িত ব্যক্তিগণকে এ ভাবে অপমানিত করিতে না।"

প্রায় বিনাযুদ্ধে এই প্রকার জয়লাভ করিয়া ফরাসী-সৈন্যগণের মধ্যে মহানন্দের সঞ্চার হইল। বিনা রক্তপাতে এরূপ যুদ্ধের কথা পূর্ব্বে আর কাহারও জানা ছিল না ; সৈন্যগণের উৎসাহ ও সম্রাটের প্রতি তাহাদিগের ভক্তি অসীম হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ সেনাপতিবৃন্দ বলিতে লাগিলেন,—"নেপোলিয়ান রণজয়ের জন্য এক নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন ; এই রণজয়ের জন্য সঙ্গীন অপেক্ষা পদপরিচালনার অধিক আবশ্যক।" বিজয়লাভের পর কয়েক দিনের মধ্যে নেপোলিয়ান সৈন্যশ্রেণীমধ্যে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন, তাহা পাঠ করিয়া সমগ্র ইউরোপ বিস্ময়-মগ্ন হইয়া রহিল। এই ঘোষণাপত্রে নেপোলিয়ান বলিয়াছিলেন,—"সৈন্যগণ, পঞ্চদশ দিনে আমাদের যুদ্ধ সমাপ্ত হইয়াছে। আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছি। আমরা ব্যাভেরিয়া রাজ্যসীমা হইতে অস্ত্রীয় সৈন্যগণকে বিতাড়িত করিয়াছি এবং আমাদের সহযোগীকে তাহার সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। যে সকল সৈন্য পূর্ণ-বিশ্বাসভরে সগর্ব্বে আমাদের পথরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল, আমরা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছি।

"শত্রুসৈন্যে এক লক্ষ লোক ছিল। তন্মধ্যে ষাট হাজার আমাদের হস্তে বন্দী হইয়াছে। গোলাগুলী, বারুদ প্রভৃতি উপকরণের সহিত দুই শত কামান, নব্বইটি পতাকা আমরা হস্তগত করিয়াছি। সমস্ত শত্রুসৈন্যের মধ্যে পঞ্চদশ সহস্র সৈন্যও পলায়ন করিতে পারে নাই।

"সৈন্যগণ! আমি তোমাদিগকে একটি ভীষণ সংগ্রামের সম্ভাবনা জানাইয়াছিলাম, কিন্তু শত্রুগণের সৈন্যসংস্থাপন-দোষে বিপদের পরিবর্ত্তে প্রচুর সুবিধা লাভ করিয়াছি; অথচ আমার পঞ্চদশ শতের অধিক সৈন্য বিনষ্ট হয় নাই। ইতিহাসে এমন রণজয়ের দৃষ্টান্ত আর দ্বিতীয় নাই। সৈন্যগণ! এই বিস্ময়কর বিজয়লাভের কারণ তোমাদের সম্রাটের প্রতি তোমাদের অসীম বিশ্বাস, তোমাদের অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা, তোমাদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা। কিন্তু এই স্থান হইতেই আমরা প্রতিনিবৃত্ত হইব না। আমি দেখিতেছি, নূতন রণজয়ের জন্য তোমরা অধীর হইয়া উঠিয়াছ। রুসিয়া ইংলণ্ডের অর্থসাহায্যে পৃথিবীর প্রান্তভাগ হইতে সৈন্যসংগ্রহপূর্ব্বক আমাদের বিরুদ্ধে ধাবিত হইয়াছে। তাহাদিগকেও শিক্ষাদান করিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে এমন সেনাপতি কেহই নাই, যাহাকে পরাজয় করিয়া আমার গৌরববৃদ্ধি হইবে। কিন্তু রণজয় করিতে হইবে; আর সেই বিজয়লাভ যত অল্প রক্তপাতে হয়, তাহাই প্রার্থনীয়। সৈন্যগণ আমার সন্তান।"

এই রণজয়ের পর নেপোলিয়ান স্বদেশের সিনেট-সভায় শত্রুপক্ষের পতাকাগুলি প্রেরণ করিলেন। এই সঙ্গে তিনি যে পত্র পাঠাইলেন, তাহাতে লিখিলেন,—"এই যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়াছে। ব্যাভেরিয়ার ইলেক্টর তাঁহার সিংহাসনে পুনঃ স্থাপিত হইয়াছেন। শত্রুগণ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে। আশা আছে, বিধাতার সাহায্যে আমি অল্পকালের মধ্যেই আমার সমস্ত শত্রু পরাজিত করিতে পারিব।"

নেপোলিয়ানের কর্ম্মানুরাগ কিরূপ প্রবল ছিল এবং

অন্যকে তিনি কিরূপভাবে কর্ত্তব্যপরায়ণ করিয়া তুলিতেন, নিম্নলিখিত ঘটনাটি হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে নেপোলিয়ান ষ্ট্রাস্‌বার্গ নগরে আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন, আদেশ করিলেন, পরদিন সকল সৈন্যকে রাইন নদীর তীরে সমবেত হইতে হইবে। তৎপূর্ব্বে প্রভাতে ছয় ঘটিকার সময় তাঁহার কর্ম্মচারিগণকে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের আদেশ প্রদত্ত হইল। নির্দ্দিষ্ট প্রভাতে পাঁচ ঘটিকার সময় নেপোলিয়ান যথাস্থানে যাত্রা করিলেন, তখন সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মহাবেগে বৃষ্টিধারা ঝরিতেছিল। কিন্তু তৎপ্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া নেপোলিয়ান সেই দুর্য্যোগের মধ্যেই অনাগত উষার অস্ফুট আলোকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। নেপোলিয়ান দেখিলেন, তাঁহার অনুগত সৈন্যগণ দলে দলে তাঁহার আদেশপালনার্থ অগ্রসর হইতেছে। তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক সৈন্যগণের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন বৃষ্টি ও ঝটিকার বেগ বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া বৃষ্টিধারা ঝরিয়া পড়িতেছিল, পদতলে জলস্রোত! নেপোলিয়ান শান্তভাবে নির্ব্বাক্ হইয়া এই নিদারুণ অসুবিধা সহ্য করিতে লাগিলেন, তাঁহার মুখে অসন্তোষের কোন চিহ্ন প্রকাশিত হইল না। অল্প কালের মধ্যেই সৈনিক-কর্ম্মচারিগণ তাঁহার পূর্ব্ব-আদেশ অনুসারে তাঁহার নিকট সম্মিলিত হইল। তিনি একবার সকলের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভান্‌দাম কোথায়? তাহাকে দেখিতেছি না, যুদ্ধে কি সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে?"

এক মুহূর্ত্তের জন্য সকলে নিস্তব্ধ রহিল। তাহার পর সেনাপতি চারদোঁ ধীরে ধীরে বলিলেন,—"মহাশয়, সম্ভবতঃ সেনাপতি ভান্‌দাম এখনও শয্যাত্যাগ করেন নাই; কা'ল সন্ধ্যার সময় আমরা সম্রাটের স্বাস্থ্যপান করিয়াছিলাম, কয়েক গ্লাস পান করিয়া হয় ত—"

সেনাপতি চারদোঁর কথায় বাধা দিয়া নেপোলিয়ান কর্কশকণ্ঠে বলিলেন—"সেনাপতি, কা'ল তোমরা স্বাস্থ্যপান করিয়া খুব উত্তম কর্ম্ম করিয়াছিলে সন্দেহ নাই, কিন্তু আজ আমি যখন ভানদামের প্রতীক্ষা করিতেছি, তখন তাহার নিদ্রিত থাকা সঙ্গত হয় নাই।"

সেনাপতি চারদোঁ একজন পার্শ্বচর পাঠাইয়া ভান্‌দামকে সেখানে আহ্বান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, দেখিয়া নেপোলিয়ান বলিলেন,—"ভান্‌দামের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দরকার নাই, সে নিজেই জাগিয়া উঠিবে, তখন আমি তাহাকে এ সম্বন্ধে যাহা বলিবার আছে, বলিব।"

কয়েক মুহূর্ত্তমধ্যে ভান্‌দাম সম্রাট্-সমীপে উপস্থিত হইলেন। উদ্বেগে তাঁহার মুখকান্তি বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তিনি যথাসময়ে সম্রাট্-সদনে উপস্থিত হইতে না পারিয়া অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দ বোধ করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়ান তাঁহার প্রতি অপ্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "সেনাপতি, দেখিতেছি, তুমি আমার আদেশ বিস্মৃত হইয়াছ।"

সেনাপতি ভান্‌দাম বলিলেন,—"সম্রাট্, এই আমার প্রথম অপরাধ। আজ সকালে আমি বড় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম, কারণ,—"

বাধা দিয়া নেপোলিয়ান বলিলেন,—"কারণ, রাত্রে তুমি জর্ম্মাণের মত নেশায় চুর হইয়াছিলে। কিন্তু এরূপ ঘটনা দ্বিতীয়বার না ঘটে। তুমি উরটেমবর্গের রাজার পতাকার সহিত যুদ্ধযাত্রা করিও, পার ত জর্ম্মাণদিগকে সংযমশিক্ষা দিয়া আসিও।"

ভান্‌দাম লজ্জিত হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। সেই দিনেই তিনি উরটেমবর্গের সহিত যুদ্ধযাত্রা করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি অসাধারণ সাহস প্রদর্শন করেন। উল্‌মজয়ের পর নেপোলিয়ানের সহিত ভান্‌দামের একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। নেপোলিয়ান তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন,—"সেনাপতি, মনে রাখিও, আমি সাহসী লোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে কখন বিস্মৃত হই না। কিন্তু কাজের সময় যাহারা নিদ্রিত থাকে, আমি তাহাদিগকে দেখিতে পারি না। এ সকল কথার উল্লেখের আর প্রয়োজন নাই।"

এক দিন বর্ষায় নদী পার হইবার সময় একজন কাপ্তেন নদীর খরস্রোতে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছিলেন। এই কাপ্তেন একজন সৈনিক যুবককে তাহার কোন অপরাধের জন্য একটি নিম্নতর পদে স্থাপন করেন; সৈনিক যুবকটি নদী-জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া কাপ্তেনের প্রাণরক্ষা করিল। নেপোলিয়ান সৈনিক যুবকের বীরত্ব-কাহিনী শ্রবণ করিয়া তাহাকে সম্মুখে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন,—"যুবক, দেখিতেছি, তোমার সাহস আছে। তোমার কাপ্তেন তোমাকে

নিম্নতর পদে অবনত করিয়াছেন, তাঁহার সেরূপ করিবার কারণ ছিল। তাঁহার জীবনরক্ষা করিয়া তুমি দেখাইয়াছ যে, তাঁহার প্রতি তোমার বিরাগ নাই। ইহা অতি মহৎ ব্যবহার। আমি তোমার এই মহত্ত্বের পুরস্কারস্বরূপ কোয়ার্টারমাষ্টার পদে তোমাকে নিযুক্ত করিলাম; 'লিজন অব অনার' নামক সৈন্যদলের তুমি একজন অশ্বারোহী হইলে; তোমার এই উন্নতির হেতুই তোমার কাপ্তেন; তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান কর।"

১৭ই অক্টোবর তারিখে নেপোলিয়ান ৪২ মাইল পথ অশ্বারোহণে অতিক্রমপূর্ব্বক তাঁহার অগ্রগামী সৈন্যদলের সহিত সম্মিলিত হইলেন। তাহার পর তিনি পঙ্কিল গাত্র-বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদন করিয়া একখানি গোশালায় তৃণরাশির উপর দেহভার বিস্তীর্ণ করিলেন; এই স্থান হইতে ঠিক এক মাইল দূরে আগস্‌বর্গের বিশপ তাঁহার সুবিস্তীর্ণ হর্ম্ম্যে নেপোলিয়ানের জন্য দুগ্ধফেননিভ শয্যা রচনা করিয়া তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু নেপোলিয়ান তাঁহার সৈন্যগণকে সেই অন্ধকারপূর্ণ দুর্য্যোগময়ী রাত্রে পথপ্রান্তে নিদারুণ কষ্ট ও অসুবিধার মধ্যে পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজভোগ গ্রহণে সম্মত হইলেন না।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর উল্‌ম হস্তগত হইল। নেপোলিয়ান তাঁহার অসামান্য ক্ষমতাবলে শত্রুসৈন্যের উপর জয়লাভ করিলেও তাঁহার বিপদের সম্ভাবনা বড় অল্প ছিল না। রুষ-সম্রাট্ আলেকজান্দারের অধীনে এক লক্ষ ষোল হাজার রুসীয় সৈন্য পোলাণ্ডের সমতলক্ষেত্র অতিক্রম-পূর্ব্বক নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছিল। অস্ত্রীয় সৈন্যগণ সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রমপূর্ব্বক রুসীয় সৈন্য-গণের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য চারিদিক্ হইতে ছুটিয়া আসিতেছিল। প্রুসিয়ার দুই লক্ষ সৈন্য নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল; ইংলণ্ডের ত্রিশ সহস্র সৈন্য রণসাজে সজ্জিত হইয়াছিল। সকলেরই বিশ্বাস জন্মিয়া-ছিল, ইউরোপের বিভিন্ন রাজশক্তির এইরূপ সম্মিলন দেখিয়া, অসংখ্য শত্রুসৈন্যকে রণযাত্রা করিতে দেখিয়া নেপোলিয়ান কিছু ভীত হইবেন, তিনি আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবেন। কিন্তু নেপোলিয়ান কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ভীষণ রণসমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। তিনি জানিতেন, তাঁহার সৈন্যগণের দেহ লৌহবৎ কঠিন, কোন প্রকার পরিশ্রমেই তাহারা কাতর হয় না, তাঁহার আদেশে তাহারা প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছে। তিন দিনের মধ্যে নেপোলিয়ান মিউনিক নগরে প্রবেশ করিলেন। মিউনিক ব্যাভেরিয়া প্রদেশের রাজধানী। নেপোলিয়ানের আগমনে মিউনিক নগর উৎসবময় বেশ ধারণ করিল; নগরবাসিগণ মুক্তকণ্ঠে তাহাদের উদ্ধারকর্ত্তা মহাবীর নেপোলিয়ানের জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। কিন্তু নেপোলিয়ান এখানে এক ঘণ্টাও অপেক্ষা করিলেন না; শত্রুগণের মনে বিভীষিকার সঞ্চার করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য, ক্ষণমাত্র বিলম্বও তাঁহার সহ্য হইতেছিল না। তাই তিনি আদেশ প্রদান করিলেন,—"সৈন্যগণ, অগ্রসর হও; ভিয়েনা পর্য্যন্ত আমাদিগকে যাইতে হইবে।"—সৈন্যগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশানুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাজ্যমধ্যে মহা আতঙ্কের সঞ্চার হইল, অস্ট্রিয়া-বাসিগণ আতঙ্কে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। অস্ট্রিয়া-রাজ-ধানী ভিয়েনা নগরে আতঙ্কের আরও বৃদ্ধি হইল। ফরাসী-গণ প্রতিদিন অস্ট্রিয়া-রাজধানীর সন্নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, কিন্তু তাহাদিগের গতিরোধ করিতে কাহারও সামর্থ্য হইল না। অস্ট্রিয়া ও রুসীয় সৈন্যগণ পরাভূত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিল।

১৩ই নবেম্বর প্রভাতে অস্ট্রিয়া-রাজধানী ভিয়েনা নগরের প্রান্ত সীমা ফরাসী-সৈনিকগণের তূর্য্যনিনাদে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। প্রভাত-সূর্য্যকিরণ ফরাসী-সৈন্যগণের লৌহাস্ত্র-সমূহে প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিল। সে দিন শীতকালের একটি উজ্জ্বল দিন, প্রচণ্ড শীত, সমস্ত প্রকৃতি অতি রমণীয় সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। নগরবাসিগণ নেপো-লিয়ানের দয়া প্রার্থনা করিয়া তাঁহার নিকট এক দূত প্রেরণ করিলেন। নেপোলিয়ান তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন বলিয়া আশ্বস্ত করিলেন। অর্দ্ধ-বর্ব্বর রুসীয় সৈন্যগণ যতদূর অগ্রসর হইল, ততদূর পর্য্যন্ত লোকালয় শ্মশানে পরিণত করিয়া তাহা-দের লোভ ও কামপ্রবৃত্তি তাহাদের নির্দ্দয়তার পরিচয় দান করিতে লাগিল। কিন্তু ফরাসী সৈন্যগণ কোথাও কোন অত্যাচার করিল না, একটি পরিবারও তাহাদের দ্বারা উৎপীড়িত হয় নাই। তাহারা কাহারও অর্থ লুণ্ঠন করে নাই, তাই নগরবাসিগণ তাহাদিগকে উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া

মনে করিতে লাগিল। কিন্তু এখানে আসিয়াও নেপোলিয়ান নিবৃত্ত হইলেন না; এখানে আসিয়াও তিনি তাঁহার সৈন্যগণকে সেই এক আদেশ দান করিলেন,—"আগে চল, আগে চল।"

শীতের তীব্রতার বৃদ্ধি হইল। পার্ব্বত্য-প্রদেশ শুভ্র তুষাররাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। পথ দিন দিন দুর্গম হইয়া উঠিল; তথাপি বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, ফরাসী সৈন্যগণ বিপক্ষদলের সম্মুখীন হইবার জন্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। অবশেষে ফরাসী-রাজধানী হইতে পঞ্চদশ শত মাইল দূরে অস্তারলিজের কুরুক্ষেত্রে শত্রুসৈন্যগণের সহিত নেপোলিয়ানের সাক্ষাৎ হইল। নেপোলিয়ান দেখিলেন, ইউরোপের দুই জন শ্রেষ্ঠ সম্রাট্ আলেক্জান্দার ও ফ্রান্সিস এক লক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। এখন আর এক মুহূর্ত্তকালও নষ্ট করা যাইতে পারে না। তাঁহার অধীনে সত্তর হাজার মাত্র সৈন্য। চতুর্দ্দিক্ হইতে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে।

১লা ডিসেম্বর প্রভাতে নেপোলিয়ান শত্রুসৈন্যগণকে সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পান। অনির্ব্বচনীয় আনন্দভরে তিনি তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন, অবিলম্বেই মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইবে, তাই তিনি অতি সাবধানে অত্যন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহাদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি বুঝিয়া লইলেন, শত্রুগণ তাঁহাকে কি ভাবে আক্রমণ করিবার সংকল্প করিয়াছে। নেপোলিয়ান তৎক্ষণাৎ স্থির করিলেন, তাঁহার যুদ্ধজয়ে বিলম্ব হইবে না। তাই তিনি উৎসাহভরে বলিলেন,—"কা'ল সন্ধ্যার পূর্ব্বেই এই সকল সৈন্য আমার হস্তগত হইবে।"

নেপোলিয়ান সমস্ত দিন ধরিয়া অশ্বারোহণে সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তাহাদিগকে উৎসাহবাক্য প্রদান করিলেন, সমরভূমির অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন, এবং আহতদিগের পরিচর্য্যার সমস্ত বন্দোবস্ত স্থির করিয়া রাখিলেন। তিনি কেবল আদেশ প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত রহিতেন না; তাঁহার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয় কি না, তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। যেখানেই তিনি উপস্থিত হইতে লাগিলেন, সেইখানেই সৈন্যগণ সমস্বরে 'সম্রাট্ দীর্ঘজীবী হউন্' বলিয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নৈশ অন্ধকারে শিবির সমাচ্ছন্ন হইল। পরদিন প্রভাতের ভয়ানক যুদ্ধের জন্য নেপোলিয়ান সেই অন্ধকারের মধ্যে অক্লান্তভাবে আয়োজন করিতে লাগিলেন। সেই নৈশ অন্ধকারের মধ্যে নেপোলিয়ান অশ্বারোহণে সৈনিকগণের নিকটবর্ত্তী হইলে একজন সৈনিক তাহার সঙ্গীনে এক আঁটি খড় বাঁধিয়া আগুন ধরাইয়া দিল; খড়ের মশাল হু হু শব্দে জ্বলিতে লাগিল, সৈনিক পুরুষ সেই প্রজ্বলিত মশাল উঁচু করিয়া ধরিল,—সে দিন সম্রাট্ নেপোলিয়ানের সিংহাসনাভিষেকের দিন। এই মশালের আলোক দেখিয়া ফরাসী সৈন্যগণের সেই কথা মনে হইল; দেখিতে দেখিতে সেই সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরস্থ সমস্ত সৈন্যের হস্তে এক এক খড়ের মশাল জ্বলিয়া উঠিল। তাহাদের লোহিতশিখা অদূরবর্ত্তী গিরি-অঙ্গ আভাময় করিয়া তুলিল। দূরস্থিত শত্রুগণ এককালে অসংখ্য আলোকের এরূপ হঠাৎ আবির্ভাবের কারণ অনুমান করিতে না পারিয়া শঙ্কাকুল হইল। তাহার পর সকল সৈন্য সমবেতকণ্ঠে যখন মহা উৎসাহভরে হুঙ্কার করিল,—"জয় সম্রাট্ নেপোলিয়ালিয়ানের জয়," তখন সেই স্তব্ধ-রাত্রে শান্তি ও সুপ্তির অভ্যন্তরে সেই শব্দ মহাসিন্ধুর সুগম্ভীর গর্জ্জনের ন্যায় প্রতীয়মান হইল, তাহা বায়ুমণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া শ্রবণভেদী বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় শত্রুসৈন্যের শিবিরে প্রতিধ্বনিত হইল। রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। নেপোলিয়ান অশ্বরশ্মি সংযত করিয়া এই দৃশ্য একবার স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার চিন্তাকুল, পাণ্ডুর, গম্ভীর মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। ক্ষণকালের জন্য তাঁহার পরিশ্রান্ত চক্ষুর্দ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি ধীরে ধীরে তাঁহার শিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক সৈন্যগণকে উৎসাহিত ও পরিচালিত করিবার জন্য ঘোষণাপত্র লিপিবদ্ধ করিলেন। কি ভাবে শত্রু-সৈন্যগণকে আক্রমণপূর্ব্বক তিনি রণজয় করিবেন, তাহাও তিনি তাঁহার সৈন্যগণের নিকট প্রকাশ করিলেন। পৃথিবীর আর কোন সেনাপতি কখনও তাঁহার গুপ্তাভিসন্ধি যুদ্ধের পূর্ব্বে সৈন্যদলে প্রকাশ করেন নাই; কারণ, একজন বিশ্বাসঘাতকই তাঁহার এই সঙ্কল্প ব্যর্থ করিবার পক্ষে যথেষ্ট; বিপক্ষ-শিবিরে প্রবেশ করিয়া গুপ্তাভিসন্ধি প্রকাশ করিলেই সকল আশা বিফল হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু নেপোলিয়ান তাঁহার সৈন্যকে পুত্রবৎ জ্ঞান করিতেন;

তাহাদের প্রতি তাঁহার অবিশ্বাস ছিল না, তাঁহার শ্যেনাঙ্কিত পতাকামূলে যে সপ্ততি সহস্র সৈন্য সমবেত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করিত।

সেই রাত্রে আকাশে বিন্দুমাত্র মেঘ ছিল না, কিন্তু নিম্ন বায়ুমণ্ডলে ঘন কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। সেই কুয়াসা-জালে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণই পরস্পরের অদৃশ্য রহিল, কিন্তু ক্রোশের পর ক্রোশ ব্যাপিয়া ফরাসী-সৈন্যগণ যে খড়ের মশাল জ্বালিয়াছিল, কুজ্ঝটিকারাশি সেই আলোকের গতিরোধ করিতে পারিল না। গাঢ় কুজ্ঝটিকার মধ্যে তাহা যেন প্রেতলোকের অমঙ্গলসূচক অগ্নিশিখার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল, ক্রমে মশালগুলি নির্ব্বাণ হইল; আলোকের অবসানে নৈশ অন্ধকার আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। রাত্রি চারি ঘটিকার সময় বহু লোকের অস্ফুট মিশ্রধ্বনিতে নেপোলিয়ান বুঝিতে পারিলেন, রুসীয় সৈন্যদল তাঁহাকে আক্রমণের জন্য সেই অন্ধকারের মধ্যেই অগ্রসর হইয়াছে। নেপোলিয়ান তৎক্ষণাৎ তূর্য্যধ্বনি করিলেন, যুগপৎ শত শত তূর্য্য ধ্বনিত হইয়া ফরাসী সৈন্যগণকে প্রস্তুত হইবার জন্য আদেশ করিল। ফরাসীসৈন্যগণ তাহাদের তুষারশীতল ধরা-শয্যা একলম্ফে পরিত্যাগপূর্ব্বক যেন কোন অদ্ভুত মন্ত্রবলে স্ব স্ব স্থান অধিকার করিয়া একটি ব্যূহরচনা করিল। সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিল। তখন ঊর্দ্ধাকাশে অনন্ত নক্ষত্র দীপ্তিমান্ থাকিয়া জিগীষু সৈন্যগণের রণসজ্জা নিরীক্ষণ করিতেছিল, তখন পূর্ব্বাকাশে উষার লোহিতরাগের কোন চিহ্ন প্রকাশমান হয় নাই।

ক্রমে আকাশের ক্রোড় হইতে এক একটি করিয়া নক্ষত্রাবলী অন্তর্হিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বগগন ঈষৎ পরিষ্কার হইল; তাহার পর দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বাকাশ নানা বর্ণে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং তরুণ উষার লোহিত অরুণ অগ্নিময় জ্বলন্ত দেহে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিলেন। গিরিশৃঙ্গের অন্তরালপথে কুজ্ঝটিকা-মণ্ডিত সেই দীপ্ত সূর্য্যের দিকে নেপোলিয়ান একবার বিস্ময়-স্তম্ভিত-হৃদয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, ইহা "অস্তারলিজের সূর্য্য।" নেপোলিয়ানের কল্পনা-প্রবণ হৃদয়ের এই স্মরণীয় প্রভাতে অরুণদেবের সেই প্রসন্নমূর্ত্তি সহস্র অভিনব চিন্তার উদ্রেক করিল। তিনি পরবর্ত্তী জীবনে এই দিনে সূর্য্যকেই তাঁহার জীবনের পরিচালক গ্রহ বলিয়া মনে করিতেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই সেনাপতিবৃন্দ নেপোলিয়ানের চতুর্দ্দিকে সম্মিলিত হইলেন;—শত্রুগণকে আক্রমণের জন্য তাঁহারা অধীর হইয়া উঠিলেন।

নেপোলিয়ান একজন সেনানায়কের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"মার্শেল সুট, প্রজেনের উচ্চভূমিতে আরোহণ করিতে তোমার কত সময় লাগিবে?"—নেপোলিয়ান পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা বুঝিয়াছিলেন, শত্রুব্যূহের এই স্থান আক্রমণ করিতে পারিলে শত্রুপক্ষকে দুর্ব্বল করিতে পারা যাইবে।

মার্শেল সুট বলিলেন,—"আমি বিশ মিনিট কালের মধ্যে সম্রাটের আদেশ পালন করিতে পারি, আমার সৈন্যগণ পর্ব্বতের পাদদেশে নিম্নভূমিতে অবস্থান করিতেছে, কুজ্ঝটিকা ও মশালের ধূমে তাহারা আচ্ছন্ন হইয়া আছে, শত্রুগণ তাহাদিগকে দেখিতে পায় নাই।"

নেপোলিয়ান বলিলেন,—"তবে বিশ মিনিটকাল অপেক্ষা করা যাক। শত্রুগণ ব্যূহসংস্থাপনে যখন ভুল করে, তখন তাহাদের সে ভ্রমনিরাসনে সহায়তা করা কর্ত্তব্য নহে।"

ঘন ঘন কামানের সুগম্ভীর নির্ঘোষে সকলে বুঝিতে পারিলেন, রুসীয় সৈন্যগণ প্রচণ্ড বেগে নেপোলিয়ানের দক্ষিণপ্রান্তস্থ সৈন্যসমূহের উপর অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ করিয়াছে। নেপোলিয়ান গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "মার্শেল, সময় হইয়াছে।" উপলনির্ম্মুক্ত গিরিতরঙ্গিণীর ন্যায় সৈন্যশ্রেণী মার্শেল সুটের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইল। নেপোলিয়ান অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক বিদ্যুৎবেগে তাঁহার সর্ব্বাগ্রগামী সৈন্যদলের প্রথম শ্রেণীতে প্রবেশ করিলেন। চলিতে চলিতে সৈন্যগণকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"সৈন্যগণ! শত্রুগণ দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ তোমাদের আক্রমণের সুবিধা করিয়া দিয়াছে, বজ্রনাদে উহাদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক রণজয় কর।"

তখন ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ফরাসীগণ মহাবেগে সম্মিলিত শত্রুসৈন্যগণের দুর্ব্বল কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হইল। রুসীয় ও অষ্ট্রীয় সৈন্যগণ সে ভীষণ বেগ সহ্য করিতে পারিল না; ফরাসীগণের অব্যর্থ গুলীতে হত ও আহত হইয়া দলে দলে শত্রুসৈন্য ধরাতল সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল। বহুসংখ্যক সৈনিকের দেহ তীক্ষ্ণাস্ত্র-প্রহারে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। বিজয়ী ফরাসী সৈনিকের পদতলে শত্রুপক্ষের অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্যগণ বিমথিত হইতে লাগিল। রণজয়ের

সম্ভাবনা নাই দেখিয়া শত্রুগণ প্রাণপণে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলায়ন করিতে লাগিল, কিন্তু পলায়ন করিয়াও রক্ষা নাই, ইম্পিরিয়াল গার্ড নামক ফরাসী সৈন্যশ্রেণী তাহাদের অনুসরণপূর্ব্বক নিহত করিতে লাগিল। শত্রুব্যূহের দক্ষিণাংশের সৈন্যগণ যাহাতে বাম অংশের বিপন্ন সৈন্যগণের উদ্ধারার্থ অগ্রসর হইতে না পারে, এজন্য নেপোলিয়ান যথাস্থানে কয়েকটি কামান সংস্থাপনপূর্ব্বক বাম অংশের উপর সসৈন্যে নিপতিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে শত্রুগণের বাম অংশ বিধ্বস্ত হইয়া গেল। তখন নেপোলিয়ান সসৈন্যে দক্ষিণাংশে নিপতিত হইলেন। 'মদকল করী যথা পশে নলবনে' নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ শত্রুসৈন্যের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ভীষণবিক্রমে তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল।

রণক্ষেত্রের অদূরে একটি বরফাবৃত হ্রদ ছিল। একদল শত্রুসৈন্য, সংখ্যায় কয়েক সহস্র হইবে, পলায়নের অন্য পথ না দেখিয়া অশ্ব ও কামান প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া সেই হ্রদের উপর দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। হ্রদের জলে যে বরফ ভাসমান ছিল, তাহা গুরুভার কামান ও অশ্বারোহিগণের দেহভার সহ্য করিতে পারিল না; তাহার উপর ফরাসী সৈন্যগণ সেই বরফরাশি লক্ষ্য করিয়া গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। বরফরাশি ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সুতরাং দলে দলে অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্য হ্রদের জলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। রুসিয়া ও অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ একটি উচ্চ ভূমিখণ্ডে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের সমবেত সৈন্যগণের দুর্দ্দশা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যখন তাঁহারা দেখিলেন, আর রণজয়ের কোন আশা নাই, তখন তাঁহারা কয়েকদল পলায়নপর সৈন্যের সহিত সম্মিলিত হইয়া রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন, নিদারুণ নৈশ অন্ধকারে গুপ্ত থাকিয়া তাঁহারা দ্রুতপদে মোরাবিয়ার প্রান্তর অতিক্রমপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে অস্তারলিজের শোণিতময় সমরের অবসান হইল। নেপোলিয়ানের গৌরবময় জীবনে এমন রণজয় আর দ্বিতীয়বার ঘটে নাই। এই যুদ্ধের পর নেপোলিয়ানের বিক্রমকাহিনীতে চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অষ্ট্রীয় ও রুসীয়গণের যে ক্ষতি হইল, তাহা সামান্য নহে। তাঁহাদের পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য হত ও আহত হইয়াছিল। বিশ সহস্র সৈন্য ফরাসীহস্তে বন্দী হইয়াছিল। তাঁহাদের একশত আশীটি কামান, পঁয়তাল্লিশটি পতাকা ও বহুসংখ্যক শকট ফরাসীদিগের হস্তগত হইয়াছিল। নেপোলিয়ান যে সকল ফরাসী সৈন্যকে আবশ্যককালে শত্রুসৈন্য আক্রমণের অভিপ্রায়ে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত রাখিয়াছিলেন, সেই সকল সৈন্যকে আর যুদ্ধ করিতে হইল না। পঁয়তাল্লিশ হাজার ফরাসী সৈন্য রুসিয়া ও অষ্ট্রিয়ার নব্বই হাজার সম্মিলিত সৈন্যকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিল। বিপদ্ দেখিয়া সম্রাট্ ফ্রান্সিস রাজকুমার জন্‌কে সন্ধিদূতরূপে নেপোলিয়ানের নিকট প্রেরণ করিলেন, যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার জন্য তিনি অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন।

রাজকুমার জন্ নেপোলিয়ানের সৈন্যরেখায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সম্রাট্ স্বহস্তে কোন আহত সৈনিকের খাদ্যদ্রব্য বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন, কাহারও নিরুদ্যম হৃদয়ে উৎসাহশিখা প্রদীপ্ত করিতেছেন, কোন আহত সৈনিককে দুটি আশার কথা বলিয়া আশ্বস্ত করিতেছেন। তাঁহার দেহে অবসাদের কোন চিহ্ন নাই। মৃতপ্রায় সৈন্যগণ যন্ত্রণাদিগ্ধ বক্ষঃস্থল উভয় হস্তে চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুরুদ্ধ নেত্রে একবার তাহাদের মহাপ্রাণ সম্রাটের উদার মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করিতেছে। নেপোলিয়ান পিপাসাতুরের কণ্ঠে সুশীতল বারিধারা সিঞ্চন করিতেছেন, ক্ষতদেহ, দুর্ব্বল, আহত সৈন্যগণকে ভীষণ শীতের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য মৃতের গাত্রবস্ত্র উন্মোচনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা তাহাদিগের দেহ আবৃত করিয়া দিতেছেন। রাজকুমার বুঝিতে পারিলেন, ফরাসী সৈন্যগণ কি জন্য নেপোলিয়ানকে দেবতা মনে করে, কেন তাহারা তাহাদের সেনাপতির আদেশে অম্লানভাবে স্ব স্ব হৃদয়-শোণিত নিঃসারিত করে।

নেপোলিয়ান রাজকুমারকে বিশেষ সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়া তাঁহার বক্তব্য ধীরভাবে শ্রবণ করিলেন। স্থির হইল, নেপোলিয়ান পরদিন্ অষ্ট্রীয় সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্ধি-প্রসঙ্গের আলোচনা করিবেন। নেপোলিয়ান বুঝিলেন, শত্রুগণ তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া সন্ধিস্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছে। কারণ, যুদ্ধজয়ের তাহাদের কোন আশা নাই; তিনি অনায়াসেই তাঁহাদের সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতে পারেন; কিন্তু একবার তিনি

অস্তার্‌লিজ যুদ্ধের পূর্ব্বরাত্র
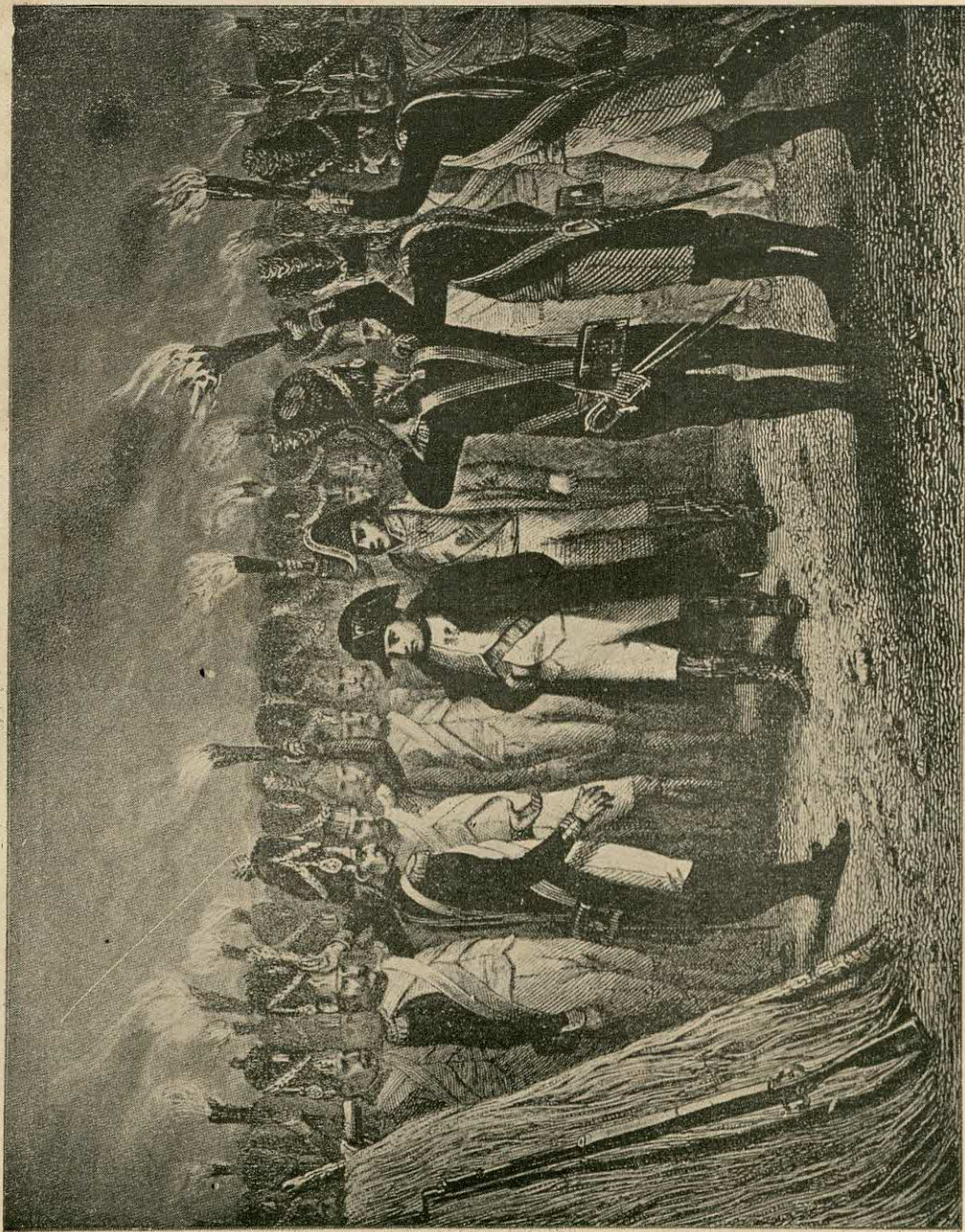
[১৯৫ পৃষ্ঠা।

কল্পনানেত্রে চতুর্দ্দিকের অবস্থা নিরীক্ষণ করিলেন; দেখিলেন, প্রলয়ের মেঘে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন; উত্তরদেশ হইতে আর একটি মহাবলপরাক্রান্ত রুসীয় বাহিনী তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে। হঙ্গেরীর সমস্ত অধিবাসী তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে। অষ্ট্রীয় রাজকুমার ফার্দ্দিনান্দ আশী হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়া ভিয়েনার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন, প্রুসিয়া দুই লক্ষ সৈন্য লইয়া তাঁহার সম্মুখের পথ রোধ করিবার জন্য দ্রুত ছুটিয়া আসিতেছে—চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার! এ অবস্থায় কর্ত্তব্য কি?—অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়া নেপোলিয়ান তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। পরদিন প্রভাতে ফরাসী সৈন্যমণ্ডলীতে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল:—

"সৈন্যগণ, তোমাদের বীরত্বে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। অস্তারলিজের যুদ্ধে তোমরা ফরাসী নামের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছ। তোমাদের শ্যেনাঙ্কিত যুদ্ধপতাকা তোমরা অবিনশ্বর গৌরবে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছ। রুসিয়া ও অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্-পরিচালিত অসংখ্য সৈন্য চারিঘণ্টা অপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যেই তোমরা বিধ্বস্ত করিয়াছ। দুই মাসের মধ্যে এই তৃতীয়বার শত্রুগণের সম্মিলিত সৈন্যের পতন হইল। এখন সন্ধি স্থাপিত হইতে আর বিলম্ব হইবে না, কিন্তু আমি এমন সন্ধি স্থাপন করিব, যাহাতে ভবিষ্যতে কখন আর আমাদিগকে উৎকণ্ঠা ভোগ করিতে না হয়। যখন আমাদের সুখ ও উন্নতির সকল বাধা বিদূরিত হইবে, আমি তখন তোমাদিগকে ফরাসীদেশে পরিচালিত করিব। ফরাসী-জাতি আবার তোমাদিগকে দেখিয়া স্বদেশের রক্ষাকর্ত্তা ভাবিয়া তোমাদিগের গৌরবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে। 'আমি অস্তারলিজের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম,' এই একটিমাত্র কথাতেই তোমাদের প্রকৃত পরিচয় প্রদত্ত হইবে, তোমাদের সহযোগী নগরবাসিগণ গর্ব্বভরে বলিবে,—এখানে একজন সাহসী সৈন্য উপস্থিত আছে।"

পরদিন প্রভাতে সম্রাট্ ফ্রান্সিস একদল দেহরক্ষী সৈন্য লইয়া একখানি ষড়শ্ববাহিত শকটে আরোহণপূর্ব্বক নেপোলিয়ানের সহিত সাক্ষাতের জন্য যাত্রা করিলেন। প্রান্তরমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া নেপোলিয়ান সম্রাটের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সম্রাট্ নেপোলিয়ানের সমীপস্থ হইবামাত্র নেপোলিয়ান সম্ভ্রমের সহিত তাঁহার সম্ভাষণ করিলেন; বলিলেন, "গত দুই মাস ধরিয়া যে প্রাসাদে আমি বাস করিতেছি, সেখানেই আপনার অভ্যর্থনা করিলাম।"

সম্রাট্ ফ্রান্সিস্ সহাস্যে বলিলেন,—"আপনি ইহার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, তাই ইহা আপনার প্রীতিকর হইয়াছে।"

দীর্ঘ দুই ঘণ্টাকাল উভয় সম্রাট্ যুদ্ধ সম্বন্ধে নানা কথার আলোচনা করিলেন। ফ্রান্সিস ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইয়া তাঁহার সমস্ত অপরাধ ইংলণ্ডের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন; তিনি আত্মদোষক্ষালনের জন্য প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিলেন যে, ইংলণ্ডের পরামর্শেই তাঁহাকে এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে।

নেপোলিয়ান সরোষে বলিলেন,—"ইংরাজ বাণিজ্যজীবী জাতি; তাহারা পৃথিবীর বাণিজ্যভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিবার আশায় ইউরোপের স্থলভাগ অগ্নিময় করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে।"

অষ্ট্রীয় সম্রাট্ আশাতীত অনুকূল সর্ত্তে নেপোলিয়ানের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া তাঁহার সহযোগী সম্রাট্ আলেক্জান্দারের সহিত নেপোলিয়ানের সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। অষ্ট্রীয় সম্রাটের অভিপ্রায় শুনিয়া নেপোলিয়ান বলিলেন, "রুসীয় সৈন্যগণ আমার করতলগত হইয়াছে, এক প্রাণীরও সাধ্য নাই যে, আমার হস্ত হইতে পলায়ন করে। তথাপি যদি আপনি আমার নিকট অঙ্গীকার করিতে পারেন যে, রুসীয় সম্রাট্ আলেকজান্দার তাঁহার রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তাহা হইলে আমি আমার সৈন্যগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারি।" সম্রাট্ ফ্রান্সিস্ রুসীয় সম্রাটের দূতস্বরূপ তাঁহাকে অঙ্গীকারপূর্ব্বক জানাইলেন, রুসীয় সম্রাট্ অবিলম্বে তাঁহার সৈন্যগণকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ প্রদান করিবেন।

সম্রাট্ ফ্রান্সিস্ নেপোলিয়ানের নিকট হইতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলে নেপোলিয়ান কিয়ৎকাল নিঃশব্দে ইতস্ততঃ পাদচারণ করিলেন। গভীর চিন্তায় তাঁহাকে আচ্ছন্ন দেখা গেল; অবশেষে তিনি তাঁহার উভয় বাহু পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করিয়া বিচলিতকণ্ঠে বলিলেন, "বড় নির্ব্বোধের মত কাজ করিলাম। আমি শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া রুসীয় ও অষ্ট্রীয় সৈন্য হস্তগত করিতে পারিতাম। তাহারা সম্পূর্ণরূপে আমার আয়ত্তাধীন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু যাহা করিয়া ফেলিলাম—তাহা আর ফিরিবে না; ইহার ফলে

অন্ততঃ কতকগুলি লোকের চক্ষু হইতে শোকাশ্রুধারা বিগলিত হইবে না।"

রুসীয় সম্রাট্ অস্ত্রীয় সম্রাটের অঙ্গীকার প্রতিপালন করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তিনি নেপোলিয়ানকে দূতমুখে জানাইয়াছিলেন, "যদি আপনার কখন সেণ্টপিটার্সবর্গে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য ঘটে, তাহা হইলে আমার আশা আছে, আমি আমার রাজধানী আপনার নিকট প্রীতিকর করিতে সমর্থ হইব।"

অতঃপর উভয়পক্ষে বিরোধ নিবৃত্ত হইল। রণক্লান্ত সৈন্যগণ স্ব স্ব উদ্যত অস্ত্র প্রতিসংহার করিয়া গৃহমুখে প্রস্থান করিল। নেপোলিয়ান ভিয়েনার পথে যাত্রা করিলেন। তিনি দেখিলেন, একদল আহত অস্ত্রীয় সৈন্য অতি কষ্টে রাজধানীর হাঁসপাতালের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। তিনি তাহাদিগকে দেখিবামাত্র শকট হইতে অবতরণ করিলেন এবং তাঁহার শিরস্ত্রাণ উন্মোচনপূর্ব্বক বলিলেন, "আমি দুর্ভাগ্য বীরগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেছি।" তাঁহার কর্ম্মচারী ও সৈনিকবৃন্দও তাঁহার এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। রক্তাপ্লুত আহত সৈনিকগণ ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল, আর নেপোলিয়ান তাঁহার শিরস্ত্রাণ হস্তে লইয়া গম্ভীরভাবে নীরবে অদূরে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন।

নেপোলিয়ানের আদেশে ফরাসী সৈন্যগণ ধীরে ধীরে পারিসের পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত দ্রুতবেগে পারিস নগরে ধাবিত হইলেন ; পথে অনেক নগরে নাগরিকবর্গ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বিপুল আয়োজন করিয়াছিল ; কিন্তু তাহাদের অভ্যর্থনা গ্রহণে তাঁহার অবসর ছিল না। পারিসের রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহার আগমনসংবাদে একটি প্রকাণ্ড উৎসবের অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু নেপোলিয়ান রাত্রিকালে সাধারণের অলক্ষ্যে পারিসে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিরাশ করিলেন। পরদিন নগরাধ্যক্ষ (Mayor) ও অন্যান্য রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ নেপোলিয়ানকে অভিনন্দন-পত্রদানের সময় দুঃখ প্রকাশ করায় নেপোলিয়ান উত্তর দিলেন, যদি আমি শত্রুগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইতাম, তবে আমি প্রকাশ্যভাবে নগরে প্রবেশ করিতাম। তাহা হইলে আমাদের শত্রুগণ নগরবাসিগণকে আমার অভ্যর্থনা করিতে দেখিয়া বুঝিত, আমার প্রতি তাহাদের যে অনুরাগ, তাহা আন্তরিক, আমার সৌভাগ্যের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই।"

নেপোলিয়ান তাঁহার অসামান্য বীর্য্যবলে ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের যে একতা নষ্ট করিলেন, সেই একতা ইংলণ্ডের সুবিজ্ঞ রাজনৈতিক উইলিয়াম পিটের চেষ্টাতেই সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই একতানাশের সঙ্গে সঙ্গে উইলিয়াম পিটের চিরদিনের হৃদয়-নিহিত আশা বিনষ্ট হইল। অস্তারলিজের শোণিতময় সমরক্ষেত্রে ইউরোপের সমবেত সৈন্যগণ ফরাসী হস্তে বিধ্বস্ত হইয়াছে, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া উইলিয়াম পিট মনস্তাপে ম্রিয়মাণ হইলেন। তিনি ইউরোপের একখানি মানচিত্রের প্রতি বিষণ্ণদৃষ্টিতে চাহিতেছিলেন, সহসা দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন,—"এখন হইতে অর্দ্ধশতাব্দী পর্য্যন্ত আমরা এই মানচিত্র বন্ধ করিয়া রাখি।"—অতঃপর উইলিয়াম পিটের জীবনদীপ নিস্তেজ হইয়া আসিল। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি ৪৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে তিনি বলিয়াছিলেন, "হায়, আমার স্বদেশ!"—একজন স্বদেশহিতৈষী অসামান্য রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত এইরূপে ভগ্নহৃদয়ে অকালে প্রাণত্যাগ করিলেন।

অস্তারলিজের যুদ্ধে জয়লাভের পর ফরাসী রাজ্যের প্রধান নায়কগণ নেপোলিয়ানের জন্য কয়েকটি স্বর্ণপদক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। একদিন প্রভাতে মুশো ডিনো সেণ্টক্লাউডে নেপোলিয়ানকে সেই স্বর্ণপদকগুলি প্রদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। নেপোলিয়ান দেখিলেন, একখানি পদকের এক দিকে তাঁহার নিজের প্রতিকৃতি ও অন্যদিকে একটি ঈগল পক্ষীর ছবি ; ঈগলটি ভূপতিত এক ব্যাঘ্রকে ধরিয়া তাহার নিশ্বাসরোধপূর্ব্বক প্রাণবধের চেষ্টা করিতেছে।

নেপোলিয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ চিত্রের তাৎপর্য্য কি, আমাকে বুঝাইয়া দাও।"

মুসো ডিনো উত্তর দিলেন—"এই ফরাসী-ঈগল তাহার তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে ব্যাঘ্রের নিশ্বাস-রোধের চেষ্টা করিতেছে—ব্যাঘ্র ইংলণ্ডের রাজকীয় চিহ্ন।"

নেপোলিয়ান পদকখানি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ক্রোধভরে বলিলেন,—"ফরাসী-ঈগল ইংরাজ-ব্যাঘ্রের নিশ্বাস-রোধ করিয়া তাহার প্রাণবধের চেষ্টা করিতেছে, এ কথা তুমি

বলিতে সাহস কর? আমি সমুদ্রে একখানি ক্ষুদ্র মৎস্যতরী পাঠাইলে তাহা পর্য্যন্ত ইংলণ্ড অধিকার করিয়া লয়। সত্য কথা বলিলে বলিতে হয়, ব্যাঘ্রই ঈগলের নিশ্বাসরোধপূর্ব্বক তাহার প্রাণবধের চেষ্টা করিতেছে। এই পদক তুমি এই দণ্ডেই নষ্ট করিয়া ফেল, এমন সামগ্রী আর কখনও আমার সম্মুখে আনিও না। পৃথিবীর রাজন্য-সমাজ তোষামোদের প্রতি এইরূপ দণ্ড নিক্ষেপ করিতে পারিতেন না।"

অস্তারলিজের যুদ্ধজয়ের পর নেপোলিয়ান তাঁহার সৈন্যগণের প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত উদারতাপূর্ণ। যে সকল ফরাসী বীর স্বদেশের গৌরবরক্ষার্থ অম্লানবদনে রণক্ষেত্রে স্ব স্ব জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, নেপোলিয়ান তাঁহাদিগের অনাথ সন্তানগণের প্রতিপালনভার গ্রহণ করিলেন, তাহারা স্ব স্ব নামের সহিত নেপোলিয়ানের নাম ধারণ করিবার অনুমতি লাভ করিল। তিনি রাজকীয় অর্থে তাহাদের শিক্ষারও বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। নিহত সেনাপতিগণের বিধবাদিগকে তিনি বার্ষিক ছয় সহস্র মুদ্রার (ফ্রাঙ্ক) বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন, কর্ণেল ও মেজরগণের বিধবাগণ বার্ষিক আড়াই হাজার মুদ্রা বৃত্তি পাইলেন। কাপ্তেন ও লেফটেনাণ্টগণের বিধবাগণ যথাক্রমে সাড়ে বার শত ও সাড়ে সাত শত মুদ্রা বার্ষিক বৃত্তি লাভ করিলেন। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক সৈন্যের বিধবাগণের প্রতি বার্ষিক দুই শত মুদ্রা বৃত্তির ব্যবস্থা হইল। আহত সৈনিকগণকে যথেষ্ট পরিমাণে পুরস্কৃত করা হইল।

নেপোলিয়ান যুদ্ধক্ষেত্রের ব্যস্ততার মধ্যেও কোন দিন তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী যোসেফিনকে বিস্মৃত হন নাই; প্রায় প্রতিদিনই তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে যোসেফিনকে পত্র লিখিতেন। হয় ত একটা জয়ঢাকের উপর পত্র লিখিবার কাগজ রাখিয়া, না হয় অশ্ব-পৃষ্ঠে বসিয়া তিনি এই সকল সংক্ষিপ্ত পত্র লিখিতেন; তাঁহার চতুর্দ্দিকে তখন রণকোলাহল, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, কামানের গর্জ্জন, অশ্বের খুরধ্বনি, আহতের আর্ত্তনাদ—ধূমানলশিখা ও অগ্নিময় গোলক লইয়া মৃত্যুর অবিরাম ক্রীড়া! সেই অবস্থায় লিখিত পত্রগুলি যতই সংক্ষিপ্ত হউক, তাহাতে যোসেফিন তাঁহার প্রিয়তমের প্রেমপ্রবণ হৃদয়ের পরিচয় পাইতেন, তাঁহার স্বামীর জন্য দুশ্চিন্তার অনেক লাঘব হইত। এই পত্রগুলি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, নেপোলিয়ানের প্রতিভা অপেক্ষা তাঁহার স্নেহ, প্রেম, সহৃদয়তা প্রভৃতি বৃত্তি দুর্ব্বল ছিল না। আমরা এখানে দুই একখানি পত্রের নমুনা প্রকাশ করিতেছি।

(১ম পত্র)

"১২ই অক্টোবর, ১৮০৫, রাত্রি ১১টা।

আমার সৈন্যদল মিউনিক নগরে প্রবেশ করিয়াছে। শত্রুগণ পরাজিত হইয়াছে। এবার অতি অল্পকালমধ্যেই মহা গৌরবপূর্ণ জয়লাভ করা গিয়াছে। আমি ভাল আছি। ভয়ানক প্রাকৃতিক দুর্যোগ আরম্ভ হইয়াছে। দিনে দু-বার বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে হইতেছে। এখন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। আমার প্রেমালিঙ্গন গ্রহণ করিবে—নেপোলিয়ান।"

(২য় পত্র)

"৩রা নভেম্বর, রাত্রি ১০টা।

আমি এখন রণযাত্রায় অগ্রসর হইয়াছি। বড় ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। পৃথিবী এক ফুট বরফে ঢাকিয়াছে,—পথ দুর্গম। সৌভাগ্যক্রমে আমরা জঙ্গলের ভিতর দিয়া চলিয়াছি। আমি ভাল আছি। সামরিক অবস্থা ভালই। আমার শত্রুগণ আমার অপেক্ষা অধিক চিন্তাকুল হইয়াছে বোধ হয়। আমি সর্ব্বদা তোমার সংবাদ পাইবার ইচ্ছা করি, তুমি নিশ্চিন্ত আছ, জানিলে সুখী হইব। এখন বিদায়, প্রিয়তমে, একটু নিদ্রার আবশ্যক।— নোপোলিয়ান।"

(৩য় পত্র)

"১৫ই নভেম্বর, রাত্রি ৯টা।

প্রিয়তমে, আমি দুই দিন ভিয়েনা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। বড় পরিশ্রান্ত হইয়াছি। এখনও আমি দিবাভাগে নগর দর্শন করি নাই, রাত্রে নগরে প্রবেশ করিয়াছি। আমার সৈন্যগণ দানিয়ুব নদের অপর পারে রুসীয় সৈন্যগণের অনুসরণ করিয়াছে। যোসেফিন আমার! আমাকে এখন বিদায় দাও। আমি হয় ত শীঘ্রই তোমাকে এখানে আসিতে লিখিব! আমার সহস্র সপ্রেম সম্ভাষণ গ্রহণ করিবে— নেপোলিয়ান।"

(৪র্থ পত্র)

"৩রা ডিসেম্বর, ১৮০৫।

আমি লেব্রেণকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তোমার নিকট পাঠাইয়াছি। রুসীয় ও অষ্ট্রীয় সম্রাট-পরিচালিত সৈন্যদলকে পরাস্ত করিয়াছি। আমি কিন্তু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। আট দিন ধরিয়া খোলা মাঠে পড়িয়া সময় কাটাইয়াছি। রাত্রে কি

ভয়ানক শীত। আজ রাত্রে আমি রাজকুমার কানিজের প্রাসাদে বাস করিব ; দুই তিন ঘণ্টা নিদ্রার আশা আছে। রুসীয় সৈন্যগণ কেবল পরাজিত নহে, বিধ্বস্ত হইয়াছে। আমার আলিঙ্গন গ্রহণ কর।

নেপোলিয়ান।"

(৫ম পত্র)

"১৯এ ডিসেম্বর, ১৮০৫।

মহিমান্বিতা সম্রাজ্ঞি ! ষ্ট্রাস্‌বর্গ হইতে বিদায় লইয়া এ অধীনকে একখানি পত্রও লিখিলে না। তুমি বাদেন, ষ্টাটগার্ড, মিউনিক প্রভৃতি স্থানে গমন করিলে, অথচ আমাকে একটা কথাও লিখিলে না। এরূপ ব্যবহারে দয়া বা কোমলতা কিছুই প্রকাশ হয় না। আমি এখনও ব্রুণে আছি। রুসীয়গণ প্রস্থান করিয়াছে। সন্ধি হইয়াছে। তোমার মহিমার উচ্চশিখর হইতে একবার কৃপাকটাক্ষপাতে ক্রীতদাসকে ক্ষণতরে ধন্য কর।— নেপোলিয়ান।"

এ বিদ্রূপ, না অভিমান, না আদর? যাহাই হউক, ইহা নেপোলিয়ানের চরিত্রের বিশেষত্ব সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতেছে।

ষোড়শ অধ্যায়

সাম্রাজ্যবিস্তার, জেনা ও ইলাউএর মহাসমর

নেপোলিয়ান ভিয়েনা হইতে পারিসে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক সেই অন্ধকার রাত্রেই যোসেফিনের সহিত তুইলারির রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া তিনি গাত্রবস্ত্র পরিবর্ত্তন কিংবা বিশ্রাম না করিয়াই তাঁহার মন্ত্রণাগারে প্রবেশ করিলেন এবং অবিলম্বে রাজস্বসচিবকে আহ্বানপূর্ব্বক রাজকীয় ধনভাণ্ডারের হিসাব-পত্র পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

পরদিন বেলা একাদশ ঘটিকার সময় রাজস্বকর্ম্মচারিগণ সকলেই আহূত হইলেন। নয় ঘণ্টাকাল তিনি ক্রমাগত আয়-ব্যয়ের হিসাবাদি পরীক্ষা করিয়া রাত্রি আট ঘটিকার পর বিশ্রামার্থ উঠিলেন। কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়া তাহা সম্পূর্ণ না হইলে কার্য্যান্তরে হস্তক্ষেপণ করা নেপোলিয়ানের অভ্যাস ছিল না।

অতঃপর রাজ্যমধ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইল। সমস্ত ইউরোপে যে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, এক অস্তারলিজের যুদ্ধজয়েই নেপোলিয়ান সেই অনল সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অস্ট্রিয়া, রুসিয়া ও তাঁহাদের সহযোগিবর্গ সকলেই মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। কেবল সমুদ্রাধীশ্বরী মহা-তেজস্বিনী ইংলণ্ডভূমি নেপোলিয়ানের উন্নত পতাকামূলে মস্তক অবনত করিলেন না। ইংলণ্ড নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া রহিলেন।

স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক নেপোলিয়ান তাঁহার বিদেশস্থ সৈন্যগণকে ধীরে ধীরে ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য আদেশ প্রদান করিলেন, তাঁহার ব্যবস্থাক্রমে কোন সৈন্যদলকেই দৈনিক বার মাইলের অধিক কুচ করিতে হইল না। পীড়িত ও আহত সৈনিকদিগের পরিচর্য্যার জন্য সুন্দর বন্দোবস্ত করা হইল ; স্থির হইল ; বসন্তকালে তাহারা ফ্রান্সে প্রত্যাগমন করিবে।

নানাবিধ সামরিক কার্য্যে সর্ব্বক্ষণ ব্যাপৃত থাকিয়াও নেপোলিয়ান শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য-বিদ্যা প্রভৃতির উন্নতিসাধনে যত্নবান্ ছিলেন। তিনি তাঁহার বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের বহু নগরে পরিভ্রমণ করিয়াছেন, যেখানে গিয়াছেন, সেইখানেই তিনি নগরবাসীদিগকে নৈতিক,মানসিক বা শারীরিক উন্নতিবিষয়ে কোনরূপ হিতোপদেশ দান করিয়াছেন। স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া নেপোলিয়ান রাজধানী পারিস নগরের বিবিধ উন্নতিকল্পে মনঃসংযোগ করিলেন। তিনি বহুসংখ্যক কীর্ত্তিস্তম্ভ, মিনার, কৃত্রিম নির্ঝর প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইলেন। সীন নদীর জল নির্ঝরমুখে উঠিয়া দিবারাত্রি নগরবাসিগণের জলকষ্ট প্রশমন করিতে লাগিল। নদীবক্ষে বহুসংখ্যক জেঠি নির্ম্মিত হইল; তদ্ভিন্ন কয়েকটি সেতু নির্ম্মিত হইল, তাহার একটির নাম অস্তারলিজ। রাজ্যের মধ্যে কত পয়ঃপ্রণালী খনন করা হইল, কত নূতন পথ প্রস্তুত হইল,

অস্তারলিজের যুদ্ধ সমাপ্তি

[১৯৬ পৃষ্ঠা
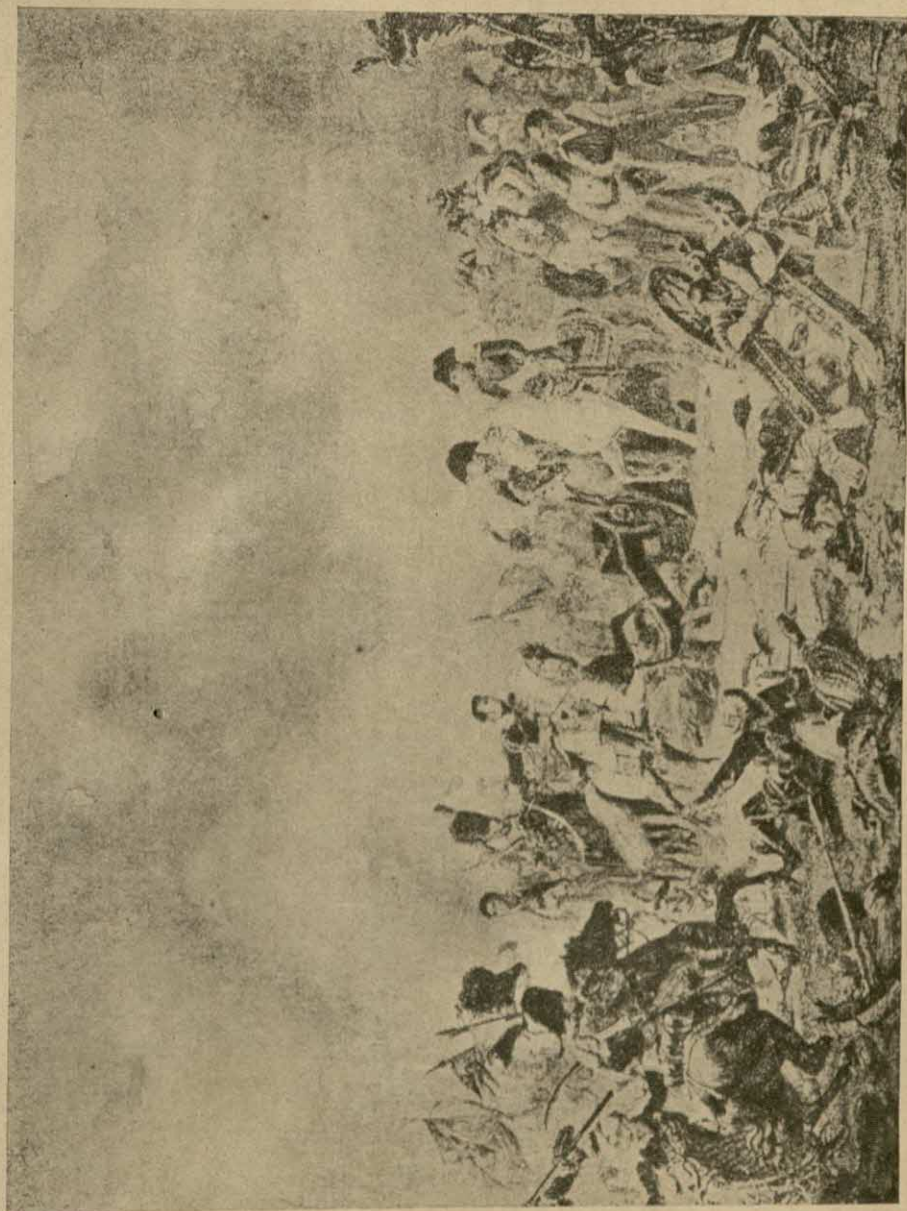
তাঁহার সংখ্যা নাই। দেশের এই প্রকার আভ্যন্তরীণ উন্নতিসংসাধন করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না; বৈদেশিক শত্রু কর্তৃক ফরাসীভূমি যাহাতে আক্রান্ত হইতে না পারে, সে জন্য তিনি চারি লক্ষ সৈন্য প্রতিনিয়ত সুসজ্জিতভাবে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রাখিলেন।

নেপোলিয়ানের ধর্ম্মবিশ্বাস অত্যন্ত গভীর ছিল। বাল্যকালে তিনি সর্ব্বপ্রকার আমোদ-আহ্লাদ হইতে দূরে বাস করিতেন। তাঁহার প্রথম যৌবনে যখন তিনি অসিহস্তে সৈনিকব্রত গ্রহণ করিয়া ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্নতা-কামনায় কঠোর পরিশ্রমে রত ছিলেন, তখন তাঁহার সহযোগী সৈন্যগণ তাঁহাকে 'চিন্তাশীল' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। যদিও তিনি খৃষ্টের দেবাংশজত্বে বিশ্বাস করিতেন না, তথাপি বাইবেল গ্রন্থের ধর্ম্মমতের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। ইউরোপ মহাদেশ যখন অবিশ্বাসী ও নাস্তিকদলে পরিপ্লাবিত, সেই সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াও তিনি দৃঢ়চিত্তে স্বীকার করিতেন যে,ধর্ম্ম শান্তিরক্ষকের স্থান অধিকার করিয়া কেবল যে সমাজের হিতসাধন করে,তাহাই নহে,মনুষ্যের আত্মার উন্নতিসাধনার্থও ইহার একান্ত আবশ্যক। একবার তিনি কোন বালিকা-বিদ্যালয়ের নিয়মাবলী পাঠ করিতেছিলেন,দেখিলেন, একটি নিয়মে লেখা আছে,"যুবতীগণ সপ্তাহে দুইবার ঈশ্বরোপাসনা করিবে।" নেপোলিয়ান তৎক্ষণাৎ 'প্রতি সপ্তাহে দুইবার'এই কথাটি কাটিয়া 'প্রত্যহ' কথাটি বসাইয়া দিলেন।

ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্ম্মযাজকগণের শিক্ষার ত্রুটি প্রচুর পরিমাণে বর্তমান ছিল। সেই জন্য তিনি যুবকগণের শিক্ষাভার তাঁহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। ধর্ম্মযাজকগণের প্রধান ত্রুটি, অতীত কালের প্রতি তাঁহাদের অসাধারণ ভক্তি এবং সর্ব্ববিধ উন্নতি ও সংস্কারের প্রতি তাঁহাদের বদ্ধমূল অশ্রদ্ধা। নেপোলিয়ান মনে করিতেন, এই দোষে তাঁহারা যুবজনের অধ্যাপনা-কার্য্যের যোগ্যতা হইতে বঞ্চিত এবং তাঁহারা যুবকগণকে একাগ্রচিত্তে কর্তব্যপথে পরিচালিত করিবার অযোগ্য। সার্ব্বজনীন শিক্ষার প্রতিও তিনি মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি সুদক্ষ শিক্ষক প্রস্তুত করিয়া লইবার জন্য বহু ব্যয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের ধর্ম্মশিক্ষার ভার এক এক জন ধর্ম্মযাজকের হস্তে অর্পিত হইল।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী হইতে জুলাই পর্য্যন্ত পারিস নগরে অবস্থানপূর্ব্বক নেপোলিয়ান রাজ্যের বিবিধ হিতসাধনে এইরূপে কালযাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু এ সময়েও তাঁহার রাজনৈতিক কাজ অল্প ছিল না। ইংলণ্ড তাঁহার দুর্জ্জেয় নৌ-বল লইয়া প্রতিপদে ফ্রান্সের অপকারসাধনে প্রবৃত্ত ছিলেন, তাঁহাকে প্রতিনিয়ত সেই অপকারে বাধাদান করিতে হইয়াছে; ইউরোপের অন্যান্য রাজগণের সহিত নানাবিষয়ে বাদানুবাদ করিতে হইয়াছে।

জেনোয়ারাজ্য আপেনাইন গিরিশ্রেণীর দক্ষিণাংশ অধিকার করিয়া অবস্থান করিতেছে। ইহার অধিবাসিসংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ। অধিবাসিগণ প্রজাতন্ত্রাবলম্বী ফরাসীরাজ্যের শিক্ষা দ্বারা ফরাসীদিগের মতের পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিল। ইউরোপের সঙ্গে ফরাসীভূমি যখন ঘোরযুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিল, তখন এই ক্ষুদ্ররাজ্য কোন প্রকার ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারে নাই। নেপোলিয়ানের জয়লাভের পর জেনোয়াবাসিগণ জেনোয়াকে ফরাসীসাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত করিবার জন্য নেপোলিয়ানের নিকট প্রার্থনা করিলেন। নেপোলিয়ান তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন; মহা উৎসাহে জেনোয়া ফরাসীরাজ্যের সহিত সম্মিলিত হইল।

অতঃপর নেপল্‌সরাজ্যও ফরাসী সাম্রাজ্যের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। নেপল্‌সরাজ্যের অধিবাসিসংখ্যা প্রায় ৮০ লক্ষ। এখানে যথেচ্ছাচার শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল এবং বোর্ব্বোঁ-পরিবারস্থ কোন রাজা এখানে রাজত্ব করিতেন। নেপল্‌সরাজ নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধজয় করিয়া নেপোলিয়ান নেপল্‌স-পতির সহিত অত্যন্ত উদারতাপূর্ণ ব্যবহার করিতে ত্রুটি করেন নাই। যখন নেপোলিয়ান ফরাসী রাজধানী হইতে প্রায় সহস্র মাইল দূরে অবস্থান করিতেছিলেন, উত্তর-জর্ম্মাণীর অরণ্যময় প্রদেশে এবং অস্তারলিজের সমতলক্ষেত্রে শত্রুসৈন্যের সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় নেপল্‌সের অধিপতি তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হন এবং ইংরাজ নৌ-সৈন্যগণের সহিত তাঁহার পঞ্চাশ সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য সম্মিলিত করিয়া ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া ও রুসিয়া সহযোগে ফরাসীভূমি অস্ত্রাঘাতে বিদীর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে সমরক্ষেত্রে অবতরণ করেন। অস্তারলিজের যুদ্ধাবসানে নেপোলিয়ান

নেপল্‌সপতির এই অন্যায় ব্যবহারের কথা শ্রবণ করিলেন, তাঁহার ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি ঘোষণা প্রচার করিলেন,—"নেপল্‌সরাজ তাঁহার প্রতি পুনঃ পুনঃ দুর্ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন; তিনবার তিনি সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু অতঃপর চতুর্থবার তিনি এই প্রকার গর্হিতাচরণ সহ্য করিতে প্রস্তুত নহেন। অতএব নেপল্‌সের রাজাকে আর রাজত্ব করিতে দেওয়া হইবে না।"

তদনুসারে নেপোলিয়ান তাঁহার সহোদর যোসেফকে লিখিলেন,—"আমার ইচ্ছা, ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিন তুমি নেপল্‌সরাজ্যে প্রবেশ করিবে। তাহার পর এক মাসের মধ্যে আমাকে জানাইবে যে, নেপল্‌স ফরাসীরাজ্যের অন্তর্ভূত হইয়াছে, তাহার রাজপ্রাসাদের উপর আমার শ্যেনাঙ্কিত পতাকা উড্ডীন হইতেছে। তুমি কাহারও অস্ত্রশস্ত্রের স্বাধীনতা হরণ করিবে না; বোর্ব্বোঁ-বংশ আর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত না থাকে। আমি নেপল্‌স-সিংহাসনে আমার বংশীয় কোন ব্যক্তিকে আরূঢ় দেখিতে চাই। যদি তোমার সুবিধা হয়, তুমি ইহা গ্রহণ করিতে পার, সুবিধা না হয়, অন্যকে আমি সেই সিংহাসনে স্থাপন করিব।"

এই পত্র পাইয়া একদল সৈন্যের সহিত যোসেফ নেপল্‌সনগরে যাত্রা করিলেন। তাঁহার উপস্থিতিমাত্র ইংরাজ সৈন্যগণ বোর্ব্বোঁ-বংশীয়গণকে সঙ্গে লইয়া নেপল্‌স হইতে পলায়ন করিলেন। নেপল্‌সের রাজমুকুট যোসেফের মস্তক ভূষিত করিল। নেপল্‌সের সিংহাসন নেপোলিয়ানের হস্তগত দেখিয়া ইউরোপের রাজগণের মনে ক্রোধানল-শিখা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ইউরোপে নেপোলিয়ানের শত্রুসংখ্যা যেরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহাতে ফরাসীরাজ্যের স্বাধীনতা ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহাদের ক্ষুদ্র শত্রুকুল নির্ম্মূল করা তিনি আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন।

হলাণ্ড রাজ্য ইউরোপের মধ্যে অতি নিম্নভূমি। হলাণ্ডের অধিবাসিসংখ্যা পঁচিশ লক্ষ। ইহারা বাঁধ দিয়া সমুদ্র-তরঙ্গ রোধ করিয়া তবে দেশে বাস করিতে পারে। হলাণ্ডের প্রজাসাধারণ ফরাসীদিগের দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া আভিজাতবর্গের হস্ত হইতে শাসন-ক্ষমতা আত্মসাৎ করিবার জন্য প্রবল চেষ্টা করিতেছিল; ইহাতে ইংলণ্ড ক্রুদ্ধ হইয়া আভিজাতবর্গের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক হলাণ্ডবাসিগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। হলাণ্ডের উপনিবেশসমূহ ইংরাজ কর্তৃক অধিকৃত হইল, তাহার বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ হইল, হলাণ্ডের বন্দরসমূহ ইংরাজের রণতরীতে অবরুদ্ধ হইয়া রহিল। হলাণ্ডের প্রজাপুঞ্জ অগণ্য শত্রুদমনের কোন উপায় না দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িল এবং নিতান্ত নিরুপায়ভাবে ফ্রান্সের সাহায্য ভিক্ষা করিল। ফ্রান্স বিন্দুমাত্র ঔদাসীন্য প্রদর্শন না করিয়া শত্রুকবল হইতে হলাণ্ডকে উদ্ধার করিলেন। অতঃপর হলাণ্ড ফরাসী-সাম্রাজ্যের অংশভুক্ত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে নেপোলিয়ান লুই বোনাপার্টকে হলাণ্ডের নরপতিপদে বরণ করিয়া হলাণ্ডবাসিগণের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। লুই বুদ্ধিমান্, বিবেচক ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন; তিনি প্রজাগণের মনোরঞ্জনে সম্পূর্ণরূপে সফলকাম হইয়াছিলেন।

সিসালপাইন সাধারণতন্ত্র ইতালী-রাজ্য নামে অভিহিত হইয়াছিল। ইহা একটি ক্ষুদ্র জনপদ, অধিবাসিসংখ্যা ত্রিশ লক্ষ, পঞ্চাশ হাজার। নেপোলিয়ানের চেষ্টাতেই এই রাজ্যের ক্ষুদ্র অস্তিত্ব বর্ত্তমান ছিল। নেপোলিয়ানের অস্ত্র ইহার রক্ষাকবচস্বরূপ নিরন্তর উদ্যত না থাকিলে অষ্ট্রিয়ার সেনাতরঙ্গ কোন্ দিন ইহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইত। শীতকালে সাড়ে চারি শত গণ্যমান্য ইতালীবাসী আল্পস্‌গিরি অতিক্রমপূর্ব্বক নেপোলিয়ানের নিকট উপস্থিত হইয়া শত্রু-কবল হইতে রাজ্যসংরক্ষণে ও শাসনে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ফ্রান্সের সহিত সম্মিলিত করিয়া নেপোলিয়ান যাহাতে এই রাজ্য শাসন করেন, ইহাই তাঁহাদিগের প্রার্থনা ছিল। নেপোলিয়ান তাঁহাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য ইউজিনকে এই রাজ্যের সিংহাসন সমর্পণ করিলেন। ইউজিনকে রাজারূপে লাভ করিয়া ইতালীবাসিগণ আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান্ জ্ঞান করিতে লাগিল। ইতালীর রাজসিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক ইউজিন প্রকৃতিরঞ্জন ও দেশের উন্নতিবিধান কার্য্যে কোন দিন ত্রুটি করেন নাই। নেপোলিয়ানের উন্নত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তিনি ইতালীর শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে লাগিলেন। এতদুপলক্ষে অপক্ষপাতী ঐতিহাসিক এলিসন বলিয়াছেন,—"অন্যান্য ইউরোপীয় রাজগণ কোন দেশ জয় করিলে সেই দেশের লোকের যে দুরবস্থা হয়, বৈদেশিক শাসনে লম্বার্ডির অধিবাসিগণকে সেরূপ দুরবস্থা ভোগ করিতে হয় নাই; অধীনতাদণ্ড তাহাদিগকে নিষ্পেষিত

করে নাই, তৎপরিবর্ত্তে তাহারা দেখিতে পাইল, তাহাদের জাতীয় ধনের বৃদ্ধি হইতেছে, দেশীয় শিল্পের উন্নতি হইতেছে, নব নব কর্ম্মক্ষেত্র তাহাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হইতেছে। উচ্চপদ, সম্মান, অর্থগৌরব সমস্তই ইতালীবাসিগণের অধিকারে; দেওয়ানী বা ফৌজদারী বিভাগের কোন উচ্চ রাজকর্ম্মচারীই বৈদেশিক ছিলেন না। রাজ্যের উন্নতির জন্য সর্ব্বত্র বিপুল আয়োজন চলিতেছিল, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হর্ম্ম্যে নগর সুশোভিত হইতেছিল, ক্ষেত্রসমূহ পয়ঃপ্রণালীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল।"

পিডমণ্ট নামক স্থান সার্ডিনিয়ার সীমাভুক্ত ছিল। ইহার জনসংখ্যা পঞ্চদশ লক্ষ; অধিবাসিগণ অষ্ট্রিয়ার কঠোর শাসন হইতে অব্যাহতিলাভের জন্য ফরাসীদিগের সহিত সম্মিলিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রাজ্য জুড়িয়া রাজনৈতিক উৎসব আরম্ভ হইল।

ইতালীর প্রায় দ্বীপ কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তাহাদের কাহারও স্বাধীনতালাভের আশা ছিল না। অষ্ট্রিয়া কিংবা ফ্রান্সের সহায়তা-লাভ করিয়া কোন প্রকারে তাহারা অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিত। ইতালীভূমিকে স্বাধীনতা প্রদান করিবার আগ্রহ নেপোলিয়ানের অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি আশা করিয়াছিলেন, দক্ষিণ-ইতালীর এই সকল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে একচ্ছত্র করিয়া একটি প্রবল রাজ্যে পরিণত করিবেন। রোম নগরী এই সম্মিলিত রাজ্যের রাজধানী হইবে। রোম নগরী প্রাচীন পৃথিবীর অধীশ্বরী ছিল,তাহাকে তাহার সেই পুরাতন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। নেপোলিয়ান ইতালীবাসিগণের হৃদয়ের উপর যে পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি তাঁহার অভিপ্রায় অন্ততঃ আংশিকরূপেও সিদ্ধ করিতে পারিতেন, কিন্তু কতকগুলি রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতায় তাঁহার অভিপ্রায় পূর্ণ হইল না। ইউরোপের সহিত সন্ধিস্থাপন তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হইয়াছিল, সে কর্ত্তব্য পালনের জন্য তাঁহাকে অনেক সংকল্প পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। ইউরোপের রাজগণের বন্ধুত্বলাভের জন্য তিনি অত্যন্ত আগ্রহবান্ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সাম্রাজ্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিতে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। ফরাসীদেশ, জেনোয়া, পিডমণ্টের উপত্যকাশ্রেণী এবং রাইন নদীর বামতীরের কয়েকটি প্রদেশ তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তভূ‍ত হইল; তদ্ভিন্ন ইতালী, ব্যাভেরিয়া, সুইজারলাণ্ড, হলাণ্ড ও কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্য তাঁহার শাসনছত্রতলে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার মিত্ররাজ্যরূপে পরিগণিত হইল।

সম্রান্ত-বংশোদ্ভূত ইউরোপীয় নরপতিবৃন্দ সাধারণের নির্ব্বাচিত সম্রাটের এরূপ পরাক্রম ও উচ্চাভিলাষ উপেক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন। ইংলণ্ডে যথেচ্ছাচার শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত না থাকিলেও ইংলণ্ড সর্ব্বপ্রথম নেপোলিয়ানের শত্রুতাসাধনে বদ্ধপরিকর হন। ইংলণ্ডবাসিগণ স্বাধীনতার সম্মান করিতে জানেন, উদারতার সহিতও তাঁহাদের পরিচয় আছে, নেপোলিয়ানের উদ্দেশ্যের সহিত ইংরাজজাতির কোন বিরোধ ছিল না,বরং বহুসংখ্যক ইংরাজই নেপোলিয়ানের সাম্যনীতি ও স্বাধীনতাপ্রিয়তার প্রশংসা করিতেন, কিন্তু সেই জন্যই ইংলণ্ডের আভিজাতবর্গ ও উপাধিধারিগণ নেপোলিয়ানকে অধিক ভয় ও ঘৃণা করিতেন। তাঁহারা জানিতেন, ফরাসীজাতি যে সাম্য-স্বাধীনতার বিজয়-ভেরী নিনাদিত করিয়া ইউরোপের সমগ্র স্থলভাগ সন্ত্রস্ত ও বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছিল, সেই ভেরীনিনাদ যদি ইংলণ্ডের প্রতিগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক ইংরাজজাতিকে উন্মাদনারসে উদ্দীপিত করিয়া তুলিত, তাহা হইলে ইংলণ্ডের অভিজাতবৃন্দ ও শ্রেষ্ঠ উপাধিধারিগণের কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হইত, তাহা বর্ণনা দ্বারা পরিস্ফুট করিয়া দেখান অসম্ভব।

তথাপি নেপোলিয়ানের বিশ্বাস ছিল, ইংলণ্ডের সাধারণ লোক যুদ্ধের বিরোধী। এই যুদ্ধে তাহাদের কোন লাভ ছিল না, ইহা কেবল অভিজাতসম্প্রদায়ের স্বার্থপরতাসম্ভূত, সুতরাং ইংলণ্ড যে সহসা সর্ব্বসাধারণের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া ফ্রান্সের সহিত সংগ্রাম ঘোষণা করিবেন, এ কথা তিনি মনে করিতে পারিলেন না।

ক্রমে ইউরোপে নেপোলিয়ানের বন্ধুসংখ্যার বৃদ্ধি হইল। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ষোড়শ জন ভূস্বামী রাইন নদীর তীরদেশে তাঁহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূ-সম্পত্তি একত্র করিয়া একটি বৃহৎ যুক্তরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন। নেপোলিয়ানের পরামর্শানুসারে এই যুক্তরাজ্যের সংঘটন হয়। এই নবসংস্থাপিত রাজ্যটির নাম হইল, 'রাইনের যুক্তরাজ্য'—এই রাজ্যের জনসংখ্যা এক কোটি চল্লিশ লক্ষ। নেপোলিয়ান এই যুক্তরাজ্যের অধ্যক্ষ মনোনীত হইলেন; এই রাজ্য বিপদে ও সম্পদে ফ্রান্সকে

সাহায্য করিবার জন্য অঙ্গীকার করিল। স্থির হইল, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ফ্রান্স যদি দুই লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করে, তাহা হইলে এই যুক্তরাজ্য তেষট্টি হাজার সৈন্য দ্বারা ফ্রান্সের সহায়তা করিবে।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহার দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে স্পেন ফ্রান্সের সহিত এক সন্ধিস্থাপন করেন, সেই সন্ধি অনুসারে স্পেন যুদ্ধকালে ফ্রান্সকে কতকগুলি সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিতে সম্মত হন। অবশেষে স্থির হইল, সৈন্যের পরিবর্ত্তে স্পেন ফ্রান্সকে সৈন্য-পোষণের ব্যয়স্বরূপ বার্ষিক সাড়ে সাত কোটি মুদ্রা (ফ্রাঙ্ক) প্রদান করিবেন। ইংলণ্ড স্পেনের এই ফরাসীপ্রীতি অসহ্য বোধ করিলেন। স্পেন ইংলণ্ডের ভ্রূকুটিভঙ্গিতে বিচলিত হইয়া কিংকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না। বার্ষিক কর বন্ধ করিলে ফ্রান্সের সহিত বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে,ফ্রান্সের প্রচণ্ড প্রতাপ তখন সকলেই বিভীষিকার চক্ষে নিরীক্ষণ করিত। কিন্তু অন্য দিকেও বিষম বিপদের আশঙ্কা ছিল, কারণ, যদি স্পেন এই সাহায্য বন্ধ না করেন, তাহা হইলে ইংরাজ রণতরীসমূহ তাঁহার সমুদ্রপথে গতিবিধি সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করিয়া ফেলিবে—ইংলণ্ড সমুদ্রের অধীশ্বরী। স্পেন নানাপ্রকার স্তোকবাক্যে ইংলণ্ডের মনস্তুষ্টিসাধন করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডকে দীর্ঘকাল কথায় ভুলাইয়া রাখা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। হঠাৎ একদিন ইংলণ্ড প্রকাশ্য যুদ্ধঘোষণা না করিয়াই গোপনে তাঁহার নৌ-বিভাগের পরিচালকগণের প্রতি এক গুপ্ত আদেশ প্রদান করিলেন যে, অতঃপর যেখানে স্পেনের পণ্য-দ্রব্য-পূর্ণ জাহাজ দেখিতে পাওয়া যাইবে, সেখানে তাহাই অধিকার করিতে হইবে। স্পেনের এইরূপ চারিখানি জাহাজ বহুবিধ পণ্যদ্রব্য বক্ষে লইয়া কাদিজ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, সহসা চারিখানি বৃটিশ রণতরী তাহাদিগকে আক্রমণ করিল; একখানি স্পেনীয় জাহাজ গোলার আঘাতে একেবারে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলা হইল. জাহাজের উপর আড়াইশত আরোহী ছিল, তাহারা বিনা চেষ্টায় প্রাণ হারাইল। অন্য তিনখানি জাহাজের আরোহিগণের রক্তে জাহাজের ডেক প্লাবিত হইয়া গেল; কয়েকখানি জাহাজই ইংরাজগণ অধিকার করিলেন, পাঁচ কোটি মুদ্রা অতি সহজে ইংরাজদিগের হস্তগত হইল।

এই ঘটনার পর ইংলণ্ডের রাজনৈতিকগণের মধ্যে ভীষণ বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্টকে প্রেষ্টিজ রক্ষার অনুরোধে অগত্যা স্বীকার করিতে হইল, স্পেনের জাহাজ আক্রমণপূর্ব্বক এইভাবে লুণ্ঠন করা রাজনীতিসঙ্গত ও কর্ত্তব্য হইয়াছে। ফক্স, লর্ড গ্রেণভিল ও বহুসংখ্যক বৃটিশ রাজনৈতিক এই ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,—"ইহা ইংরাজজাতির চরিত্রে দুরপনেয় কলঙ্ককালিমা লেপন করিয়াছে।" স্পেন অবিলম্বে গ্রেটবৃটনের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। ফ্রান্স স্পেনের সহায়তায় দণ্ডায়মান হইলেন। অতি অল্পসময়ের মধ্যে ত্রিশখানি যুদ্ধ-জাহাজ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল, ইংরাজদিগের বিশখানি যুদ্ধ-জাহাজ ট্রাফালগার অন্তরীপের সন্নিকটে আসিয়া ফ্রান্স ও স্পেনের সমবেত জাহাজসমূহের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবর, ঐ যুদ্ধের পূর্ব্বদিন ফরাসীগণ অসীম বীরত্ব প্রকাশপূর্ব্বক উল্‌ম অধিকার করিয়াছিল। উভয় পক্ষের জাহাজসমূহ ভীষণবেগে পরস্পরকে আক্রমণ করিল, মুহুর্মুহুঃ বজ্রনাদের ন্যায় সুগম্ভীর কামান-নিঃস্বনে উপসাগরের বিস্তীর্ণ বক্ষ প্রকম্পিত হইতে লাগিল, ধূমে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার হইয়া গেল, কিন্তু জল-যুদ্ধে ইংরাজ অদ্বিতীয়। দেখিতে দেখিতে স্পেন ও ফ্রান্সের সম্মিলিত জাহাজগুলি পরাস্ত হইয়া গেল, উনিশখানি জাহাজ ইংরাজগণ অধিকার করিয়া লইলেন, সাতখানি অস্ত্রাঘাতে জীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া বহুকষ্টে কাদিজে পলায়ন করিল। অবশিষ্ট চারিখানি জাহাজ ভিন্ন দিকে পলায়ন করিয়াছিল, কয়েকদিনমধ্যেই তাহারা ইংরাজহস্তে নিপতিত হইল। এইরূপে জলপথে স্পেন ও ফ্রান্সের নৌ-সৈন্যসমূহ পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়া গেল, ইংলণ্ড অবিসংবাদিতরূপে সমুদ্রের অধীশ্বরী হইলেন। নেপোলিয়ান জলপথে আর তাঁহার সহিত বলপরীক্ষা করিতে সাহসী হইলেন না। সুতরাং তিনি স্থির করিলেন, স্থলভাগে তিনি ইংলণ্ডের প্রতাপ খর্ব্ব করিবেন, তিনি এতদিন ধরিয়া ক্রমাগত এই সংকল্পসাধনেরই চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন।

ট্রাফালগারের যুদ্ধে যে ফরাসী ও স্পেনের শোচনীয় পরাজয় হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ঠিক সেই সময়েই ফরাসীগণ উল্‌ম ও অস্তারলিজের রণজয় করায় ট্রাফালগারের বিজয়বার্ত্তা সমুদ্রগর্ভেই বিলীন হইয়া গেল।

নেপোলিয়ানের বিজয়ী সৈন্যগণের প্রচণ্ড ভেরী-নিনাদ ইউ-রোপের প্রত্যেক রাজসিংহাসন প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। ইহার অত্যল্পকাল পরেই ইংলণ্ডের রাজতরণীর সুযোগ্য কর্ণধার উইলিয়াম পিটের মৃত্যু হইলে ইংলণ্ডের সর্ব্বসাধারণ অধিবাসিবৃন্দ মিঃ ফক্সকে প্রধান মন্ত্রিত্ব দান করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিল। ইংলণ্ডেশ্বর অগত্যা সাধারণের এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করিতে বাধ্য হইলেন। মিঃ ফক্স নেপো-লিয়ানের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন, উভয়েই পরস্পরকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। ইংলণ্ডের সাধারণ প্রজামণ্ডলী শান্তিস্থাপ-নেরই পক্ষপাতী ছিল, সুতরাং ফক্সের মন্ত্রিত্বলাভে নেপো-লিয়ানের আশা হইল, ইংলণ্ডের আভিজাতসম্প্রদায় যুদ্ধ-পিপাসায় যতই উন্মত্ত হউন, মিঃ ফক্সের শাসনকালে সহসা ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের বিরোধ উপস্থিত হইবে না।

ফক্সের মন্ত্রিত্বলাভের অতি অল্পকাল পরেই এক দুরাত্মা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নেপোলিয়ানের প্রাণবধের প্রস্তাব উত্থাপন করে। মিঃ ফক্স তাহার কথা শুনিয়া এরূপ ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইলেন যে, সেই লোকটিকে ধরিয়া তৎ-ক্ষণাৎ কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন, তাহার পর ফরাসী গবর্ণ-মেণ্টকে একখানি উদারতাপূর্ণ পত্র লিখিয়া সকল কথা জানা-ইলেন এবং সেই দুর্ব্বৃত্তকে তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নেপোলিয়ান বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কোন দিন এমন ব্যবহার প্রাপ্ত হন নাই; ফক্সের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন, “এই ব্যবহারে আমি মিঃ ফক্সের স্বভাবসিদ্ধ উদারতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রত্যক্ষ করিতেছি। তাঁহাকে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবে। তাঁহাকে বলিবে, তাঁহার রাজা আমার সহিত যুদ্ধই করুন, আর মনুষ্যত্বের অনুরোধে অনাবশ্যক যুদ্ধ স্থগিতই রাখুন, আমি ইংলণ্ডের চরিত্রের যে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছি, তাহা আমার নিকট যথেষ্ট প্রীতিকর হইয়াছে। যাহা কিছু উৎকৃষ্ট, যাহা কিছু মহৎ, সে সমস্ত দ্রব্যের প্রতিই ফক্সের অনুরাগ দেখা যায়।” যথাকালে ফক্স নেপোলিয়ানের এই সদ্ভাবপূর্ণ উক্তি শুনিতে পাইলেন, ফক্স যে শান্তিস্থাপন জন্য বিশেষরূপে সচেষ্ট আছেন, তাহা নেপোলিয়ানকে জ্ঞাত করিলেন। নেপো-লিয়ান এ সংবাদে যৎপরোনাস্তি আনন্দলাভ করিলেন, ইংলণ্ডের সহিত সন্ধিস্থাপনই তাঁহার তখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রার্থনীয় হইয়াছিল।

কিন্তু সন্ধি হইল না। নেপোলিয়ান স্বহস্তে ফ্রান্সের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন; ফ্রান্সের পক্ষ হইতে তিনি যে কোন সর্ত্তে সন্ধিস্থাপন করিতে পারিতেন, কিন্তু মিঃ ফক্সের অবস্থা অন্যরূপ ছিল। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা অল্প ছিল না এবং সেই সকল সভ্য প্রচুর ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। টোরির দল যুদ্ধার্থ উন্মত্ত হইয়া উঠিল, ইংলণ্ড ফ্রান্সের উপনিবেশ ও পক্ষভুক্ত রাজ্য বহুপরিমাণে গ্রাস করিয়াছিলেন; ইংলণ্ড যে তাহা উদ্‌গিরণপূর্ব্বক সরিয়া দাঁড়াইবেন, এরূপ অভ্যাস তাঁহার ছিল না; এক ছটাক জমিও তিনি প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত হইলেন না। অপর দিকে ইউরোপের স্থলভাগে ফরাসীজাতি সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ড অধিকার করিয়াছিলেন, ইংলণ্ড অনুরোধ করিলেন, ফ্রান্সকে এই সকল অধিকার পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইংলণ্ড ইচ্ছা করিলেন, তিনি পৃথিবীর সকল দেশের ব্যবহারোপযোগী শিল্পদ্রব্যাদি স্বয়ং প্রস্তুত করিবেন, সকল দেশের বাণিজ্যে তাঁহারই অক্ষুণ্ণ অধিকার বর্ত্তমান রহিবে। কিন্তু নেপোলিয়ান সন্ধিস্থাপনার্থ বিশেষ আগ্রহবান্ হইলেও ইংলণ্ডের প্রভুত্ব স্বীকারে সম্মত হইলেন না। ফ্রান্সের শিল্প ও বাণিজ্যের যাহাতে অপকার হয়, এরূপ সন্ধিতে আবদ্ধ হওয়া তিনি হীনতা বলিয়া মনে করি-লেন। কিন্তু সন্ধির পথে এইরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও নেপোলিয়ানের সহিত ফক্সের বন্ধুত্ববন্ধন কোন দিন শিথিল হয় নাই। ইংলণ্ডের অনেকগুলি সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তি যুদ্ধ-ঘোষণার সময় হইতে ফ্রান্সে অবরুদ্ধ ছিলেন, ফক্স অনুরোধ করিলেন, উপযুক্তসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ফরাসী-বন্দীকে গ্রহণ করিয়া নেপোলিয়ান যেন তাঁহাদিগকে মুক্তি দান করেন। ফক্স যে যে ইংরাজ বন্দীর মুক্তিদানের জন্য অনুরোধ করি-লেন, নেপোলিয়ান তাঁহাদিগকে সযত্নে ইংলণ্ডে প্রেরণ করি-লেন; ফক্সও সমসংখ্যক ফরাসী-বন্দীকে মুক্তিদান করি-লেন। এই সকল বন্দীর অনেকেই ট্রাফালগার যুদ্ধে ইংরাজ-হস্তে নিপতিত হইয়াছিলেন।

ইংলণ্ডের সহিত সন্ধিস্থাপনের আরও একটা গুরুতর প্রতিবন্ধক ছিল। ইংলণ্ডেশ্বর হানোভার রাজ্যেরও অধি-পতি ছিলেন। হানোভার রাজ্য জর্ম্মণীর উত্তরাংশে অবস্থিত,

ইহার জনসংখ্যা পঞ্চদশ লক্ষ ছিল। ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের বিবাদ আরম্ভ হইলে ফ্রান্স ইহা অধিকার করেন; তাহার পর অস্তারলিজের যুদ্ধাবসানে প্রেসবার্গ নগরে যে সন্ধি স্থাপিত হয়, সেই সন্ধির মর্ম্মানুসারে প্রুসিয়া এই রাজ্য প্রাপ্ত হন। ইংরাজগণ এখন সেই হানোভার রাজ্য পুনঃ প্রার্থনা করিলেন। এ প্রার্থনা পূর্ণ না করিলে সন্ধিস্থাপনের কোন আশা নাই, নেপোলিয়ান তাহা বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু প্রুসিয়া হানোভারের ন্যায় ধনজনপূর্ণ ভূখণ্ড অধিকার করিয়া তাহা প্রত্যর্পণে সম্মত হইলেন না। তখন নেপোলিয়ান স্থির করিলেন, তিনি হানোভার রাজ্য ইংলণ্ডের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক অন্য ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়া প্রুসিয়াকে সন্তুষ্ট করিবেন। কিন্তু এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বেই সহসা অকালে ফক্স ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সন্ধির সকল আশা লুপ্ত হইল। ইংরাজ মন্ত্রিগণ নানা নূতন আপত্তি উথাপন করিতে লাগিলেন; যে সকল ইংরাজ রাজদূত ফ্রান্সে অবস্থানপূর্ব্বক সন্ধিস্থাপনের জন্য সচেষ্ট ছিলেন, তাঁহারা অবিলম্বে ফরাসী দেশ পরিত্যাগের অনুমতিপত্র গ্রহণ করিলেন।

ফক্সের মৃত্যুতে নেপোলিয়ান যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছিলেন। বন্ধু-বিয়োগ-শোকে কাতর হইয়া তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন,—"ফক্সের মৃত্যু আমার পক্ষে একটি নিদারুণ দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিয়া মনে করি। তিনি অকালে প্রাণত্যাগ না করিলে ঘটনাস্রোত সম্পূর্ণ বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইত, প্রজাসাধারণের স্বার্থ অব্যাহত থাকিত এবং ইউরোপের রাজনীতি নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিত।

এই সময় হইতেই ইউরোপে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি পরস্পরকে পরাভূত করিয়া প্রাধান্যলাভের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল, একটি রাজশক্তি, অপরটি প্রজাশক্তি। নেপোলিয়ান এই প্রজাশক্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, তাঁহার বিজয়ের অর্থ প্রজাশক্তির বিজয়লাভ। রাজশক্তির অবতারস্বরূপ রুসিয়ার নবীন সম্রাট্ আলেকজান্দার ফরাসী-শোণিতে অস্তারলিজের কলঙ্ককালিমা বিধৌত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। প্রুসিয়ার সৈন্যগৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল; সেই গৌরবদর্পে অধীর হইয়া,তেজস্বিনী রাজ্ঞীর উৎসাহবাক্যে উৎফুল্ল হইয়া প্রুসিয়া নেপোলিয়ানের শক্তিপরীক্ষার জন্য বিপুল আয়োজন করিতে লাগিলেন। অর্দ্ধপৃথিবীর অধীশ্বরী ইংলণ্ড সহস্র সহস্র বহ্নিমুখ কামান উন্মত করিয়া দুরাকাঙ্ক্ষ পররাজ্যলোলুপ নেপোলিয়ানের মস্তকে অশনিপাত করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

দুই লক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্য সমভিব্যাহারে প্রুসিয়ারাজ ফ্রেডারিক উইলিয়াম নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে রণযাত্রা করিয়া সাক্সনী-প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সাক্সনীর অধীশ্বরকে তাঁহার সহিত যোগদান করিবার জন্য বাধ্য করিলেন। অন্যদিকে রুসীয় সম্রাট্ আলেকজান্দার অভিনব সৈন্যদল লইয়া পোলাণ্ডের অরণ্যপ্রদেশের বক্ষোভেদ করিয়া পারিস নগরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার অধীনে দুই লক্ষ সৈন্য রণসাজে সজ্জিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের দুর্জ্জেয় রণতরীসমূহ ভূমধ্যসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া ইংলিসসাগর পর্য্যন্ত সমস্ত জলভাগ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল এবং সম্মুখে ফরাসীগণের যে সকল অরক্ষিত বন্দর দেখিল, কামানের অশ্রান্ত গুলীবর্ষণে তাহা ধ্বংস করিতে লাগিল।

নেপোলিয়ান বিষণ্ণভাবে চতুর্দ্দিকে এই বিরাট আয়োজন পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। তিনি দেখিলেন, বিপদের মেঘ আর কাটে না, বহু চেষ্টায় একবার তিনি শত্রুসৈন্য ছিন্নভিন্ন করেন, রাজনৈতিক গগন সুপরিচ্ছন্ন হইয়া উঠে, স্বদেশের রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি কার্য্য করিবার জন্য প্রস্তুত হন; পরমুহূর্ত্তেই আবার সমস্ত ইউরোপ তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদান করিয়া অগ্রসর হয়। চিরজীবনই কি এমনই অশান্তিতে, এইরূপ সমরসজ্জায় অতিবাহিত হইবে? পদে বিনামা, দেহে যুদ্ধ-পরিচ্ছদ ও উপাধানে সঙ্গীন ধারণ করিয়াই কি ফরাসী সৈনিকগণ সমস্ত জীবন নিদ্রাহীন নিশা যাপন করিবে? নেপোলিয়ানের অদম্য উৎসাহ হ্রাস হইল না। এই অদূর-সম্ভাবিত যুদ্ধ যে তাঁহার কোন অপরাধ-ফলে কিংবা বিবেচনার ত্রুটিতে সংঘটিত হইতেছে, ইহা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি বিজয়লাভে কিরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন, তাহা তিনি তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়কে নেপল্‌স ও হলাণ্ডে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতেই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন,—"তোমরা কিছুমাত্র চিন্তিত হইও না। এই যুদ্ধ শীঘ্রই শেষ হইবে। প্রুসিয়া ও তাহার সহযোগিবর্গ, সে সহযোগী যাহারাই হউক, সমূলে বিধ্বস্ত হইবে। তাহার পর আমি ইউরোপের সহিত স্থায়ী

সন্ধিস্থাপন করিব। আমার শত্রুগণকে এমন ভাবে শক্তিহীন করিব যে, দশ বৎসর পর্য্যন্ত আর তাহারা মাথা তুলিতে পারিবে না।”

অনন্তর কি ভাবে শত্রুগণের আক্রমণ প্রতিহত করা যায়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য তিনি আটচল্লিশ ঘণ্টা-কাল তাঁহার মন্ত্রণাগারে অতিবাহিত করিলেন। তাহার পর দুই দিনে তিনি দুই শত পত্র বিভিন্নস্থানে প্রেরণ করিলেন।

ছয় দিনের মধ্যে ‘ইম্পিরিয়াল গার্ড’ নামক সৈন্যশ্রেণী প্যারীনগর হইতে রাইননদীর তীরদেশে প্রেরিত হইল। প্রত্যহ তাহারা ত্রিশ ক্রোশ হিসাবে চলিতে লাগিল। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ২৫এ সেপ্টেম্বর মধ্যরাত্রে নেপোলিয়ান তাঁহার মহিষী যোসেফিনের সহিত শকটারোহণে তুইলারির রাজ-প্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন।

মেয়েন্স নগরে আসিয়া নেপোলিয়ান যোসেফিনের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক সৈন্যদলের সহিত যোগদান করিলেন, যোসেফিন অশ্রুপূর্ণনেত্রে স্বামীর নিকট বিদায়গ্রহণ করিলেন, সেই বিদায়-মুহূর্ত্তে যোসেফিনের কাতরতায় নেপোলিয়ানের হৃদয়ও ক্ষণতরে কাতর হইয়া উঠিল। আত্মসংবরণ করিয়া তিনি সবেগে সৈন্যদলের মধ্যে অশ্ব পরিচালিত করিলেন। তাঁহার সৈন্য-চালনা-কৌশলে অষ্ট্রীয় সেনাপতির হৃদয় ভয় ও বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইল। কয়েকদিনের মধ্যে সমস্ত অষ্ট্রীয় সৈন্যগণের পলায়ন ও রসদ-সংগ্রহের পথ রুদ্ধ হইল। ফরাসী সৈন্যগণের রণজয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। কিন্তু তথাপি নেপোলিয়ান অকারণ জনক্ষয়-সম্ভাবনায় দুঃখিত হইয়া, যাহাতে যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তস্রোত প্রবাহিত না হয়, তাহার উপায়বিধানার্থ প্রুসিয়াধিপতিকে নিম্নলিখিত পত্র-খানি লিখিলেন—

“আমি সাক্সনীর অন্তর্দ্দেশে উপস্থিত হইয়াছি। আপনার সৈন্যগণ অধিক দিন আমার জয়লাভে বাধাদান করিতে পারিবে না, এ কথায় আপনি বিশ্বাস করুন। কি জন্য এত শোণিতপাত করিবেন? তাহাতে কি ফললাভ হইবে? আমাদের প্রজাগণকে কেন পরস্পরের প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত করি? যে যুদ্ধজয়ে আমার এতগুলি সন্তান প্রাণবিসর্জ্জন করিবে, সে যুদ্ধজয়ে কোন লাভ আছে বলিয়া আমি মনে করি না। যদি আমি তরুণ সৈনিক পুরুষ হইতাম, যদি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে আমি ভীত হইতাম, তাহা হইলে আমার এই পত্রের ভাষা অন্যরূপ হইত। মহাশয়, আপনার পরাজয় নিশ্চয়। শীঘ্রই আপনার জীবনের শান্তি ও আপনার প্রজাপুঞ্জের জীবন বিপন্ন হইবে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আপনি আমার সঙ্গে আপনার পদোচিত স্পর্দ্ধার সহিতই কথা বলিবেন, কিন্তু একমাস পরে আপনার ব্যবহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইবে। আমি জানি, এই ভাবে পত্র লিখিয়া আমি আপনার রাজোচিত দম্ভে আঘাত করিতেছি, কিন্তু অবস্থা বিবেচনায় আমার মনের প্রকৃত ভাব গোপন না রাখাই আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। আমার এই পত্র কেবল নরশোণিত-প্লাবন নিবারণের আশাতেই লিখিত হইল, এ কথা আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক মনে করিবেন। পরমেশ্বরের নিকট আপনার কুশল প্রার্থনা করি।—আপনার ভ্রাতা নেপোলিয়ান।”

নেপোলিয়ান এ পত্রের কোন উত্তর পান নাই। এক জন প্রুসীয় সৈনিক কর্ম্মচারীকে এই পত্র দেওয়া হয়; কথিত আছে, জেনার যুদ্ধের দিন প্রভাতে সেই পত্র প্রুসিয়ারাজের হস্তগত হইয়াছিল।

যাহা হউক, দুই দিনের মধ্যে নেপোলিয়ান তাঁহার পুরোবর্ত্তী সৈন্যদল লইয়া জেনা ও আরষ্টডের প্রান্তরে বিপুল প্রুসীয় অনীকিনীর সম্মুখীন হইলেন। উভয় সৈন্যে যে দিন পরস্পর সাক্ষাৎ হইল, সে দিন ১৩ই অক্টোবর, অপরাহ্ন-কাল। মেঘবিমুক্ত পশ্চিমাকাশ হইতে অস্তমিত তপনের সুলোহিত অন্তিম রশ্মিজাল লক্ষ সৈনিকের বর্ম্মে প্রতিফলিত হইতেছিল। অষ্টাদশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য তাহাদের জ্যোতির্ম্ময় শিরস্ত্রাণে মণ্ডিত হইয়া উচ্চৈঃশ্রবা তুল্য তেজস্বী অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক সমতালে রণক্ষেত্রে ধাবিত হইতেছিল। তিন শত অতি সুবৃহৎ কামান শত্রুরেখা ধ্বংস করিবার জন্য সজ্জিত হইয়াছিল। প্রুসীয়দিগের পুরোবর্ত্তী সৈন্যদল ল্যাণ্ডগ্রাফেনবর্গ নামক একটি গিরিশিখরে অবস্থান করিতেছিল। নেপোলিয়ান সবেগে এই স্থান আক্রমণ করিলেন এবং অল্প চেষ্টাতেই তাহা অধিকার করিয়া প্রুসীয়দিগকে সে স্থান হইতে দূরীভূত করিলেন। তাহার পর সেই উচ্চ গিরিশিখর হইতে চাহিয়া দেখিলেন—কি বিরাট জনসমুদ্র; যতদূর দৃষ্টি যায়, ক্রোশের পর ক্রোশ সৈনিকমুণ্ড তরঙ্গিত হইতেছে।

জেনার প্রান্তর হইতে বারো মাইল দূরে আরষ্টডের প্রান্তরে বহুসংখ্যক প্রুসীয় সৈন্য সংস্থাপিত ছিল, নেপোলিয়ান প্রথমে তাহা জানিতে পারেন নাই। সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে ধরাতল আচ্ছন্ন করিল। প্রুসীয়গণের শিবিরে অগ্নিরাশি নয় ক্রোশ স্থান লইয়া গগনপথ আলোকিত করিয়া তুলিল। নেপোলিয়ান শত্রুজয়ের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন; তিনি সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত স্বয়ং পাহাড়ের উপর কামান টানিয়া তুলিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ তদ্দণ্ডে তাঁহার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইল। গিরিচূড়ায় ফরাসী সৈন্যগণ এক রাত্রের মধ্যেই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। অন্ধকারের মধ্যেই কামানসংস্থাপন ও সৈন্যগণের রণসজ্জা সম্পন্ন হইল। সকলে স্ব স্ব স্থান গ্রহণপূর্ব্বক ভূমিতলে শয়ন করিল। নেপোলিয়ানের আদেশে সল ও নে নামক দুই জন সেনাপতি প্রুসীয় সৈন্যগণের পলায়নে বাধাদানের জন্য যাত্রা করিলেন। যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন শেষ করিয়া নেপোলিয়ান রাত্রি দুই প্রহরের সময় শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন এবং যুদ্ধচিন্তা হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন দিয়া মাদাম কাম্পার বালিকাবিদ্যালয়ের নিয়মাবলী সংগঠনে মনোনিবেশ করিলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। নৈশ অন্ধকারে সমস্ত জগৎ সমাচ্ছন্ন, কেবল প্রুসীয় সৈন্যগণের শিবিরে যে অসংখ্য অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত ছিল, সেই সকল অগ্নিকুণ্ডস্থ অনলরাশির রক্তজিহ্বা গগনপথের বহুদূর পর্য্যন্ত আলোকময় করিয়া তুলিয়াছিল। হিমযামিনীর তুষারশীতল বায়ুপ্রবাহ ল্যাণ্ডগ্রাফেনবর্গের শিখরদেশ পরিবেষ্টনপূর্ব্বক মৃত্যুস্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছিল। কার্য্য শেষ হইলে নেপোলিয়ান শীতবস্ত্রে দেহ আচ্ছাদন করিয়া বিশ্রামার্থ ভূমিশয্যা অবলম্বন করিলেন, ক্ষুদ্র পদাতিক সৈন্য এবং মহাপ্রতাপসম্পন্ন সম্রাট্ আজ সমভাবে পরস্পরের সন্নিকটে বিশ্রামার্থ ধরাশয্যায় নিপতিত। সম্রাটের এই প্রকার স্বার্থত্যাগ, কষ্টসহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য দেখিয়া বিস্মিত ফরাসী সৈনিকেরা তাঁহার প্রতি অখণ্ড বিশ্বাসভরে মনের আনন্দে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করিতে লাগিল, অবিলম্বে তাহারা সুপ্তিমগ্ন হইল। কিন্তু নেপোলিয়ানের চক্ষে নিদ্রা নাই; শত চিন্তায় তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল; শত্রুসৈন্যের বিনাশ-বাসনায় আজ তিনি স্বদেশ হইতে কত দূর আসিয়া পড়িয়াছেন। আর কয়েক ঘণ্টা পরে যে ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইবে, তাহাতেই তাঁহার সাম্রাজ্যের শুভাশুভ নির্ভর করিবে। জয়লাভ করিতে না পারিলে আজ মনের সঙ্কল্প, যৌবনের সাধনা, ফ্রান্সের অনন্ত গৌরবস্থাপনের চেষ্টা সমস্তই ব্যর্থ হইবে। ইংলণ্ড, রুসিয়া ও প্রুসিয়া পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিত্রয় তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন; তাঁহার পতনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। কা'ল যদি পরাজয় হয়, তাহা হইলে কা'লই অষ্ট্রিয়া, সুইডেন ও অন্যান্য পদানত রাজ্য তাঁহার বিরুদ্ধে গর্জ্জন করিয়া উঠিবে; তাঁহার অখণ্ডপ্রতাপে যাহারা তাঁহার পদানত হইয়া আছে, সময় পাইয়া ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় ফণা বিস্তারপূর্ব্বক তাঁহাকে দংশন করিবে। অনন্ত চিন্তালহরীতে পর্ণশয্যাশায়ী সম্রাটের হৃদয় বিকম্পিত হইতে লাগিল, কিন্তু তিনি অধীর হইলেন না। অধীরতা কাহাকে বলে, তাহা নেপোলিয়ান জানিতেন না।

সেই স্তব্ধ রাত্রে, তৃতীয় প্রহরের সময়, সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে নেপোলিয়ানের গুপ্তচর কতকগুলি সংবাদ লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। নেপোলিয়ান তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া শিবিরের আলোকে সেই সকল পত্র পাঠ করিলেন। যাহা পাঠ করিলেন, তাহাতে ক্রোধে তাঁহার শরীর জ্বলিয়া উঠিল। তিনি অবগত হইলেন, ট্রাফালগারের যুদ্ধের পর স্পেনের বোর্ব্বোঁবংশীয় রাজা ও রাজজ্ঞাতিবর্গ ফরাসীদিগের পক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইংলণ্ডের পক্ষাবলম্বনই বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করিয়াছেন। কিন্তু প্রকাশ্যতঃ তাঁহাদের ইংলণ্ডের সহিত যোগদানে সাহস হয় নাই, তাই প্রকাশ্যে নেপোলিয়ানের সহিত বন্ধুত্ব প্রকাশ করিয়া গোপনে তাঁহারা ইংলণ্ডের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন; তাঁহাদের বিশ্বাস হইয়াছে, নেপোলিয়ান যখন দেশ ছাড়িয়া বহুদূর প্রুসিয়ার মধ্যে গিয়া পড়িয়াছেন, তখন শত্রু-হস্ত-হইতে আর পরিত্রাণের আশা নাই। এই বিশ্বাস অনুসারে তাঁহারা পিরেনিজ গিরিশ্রেণী অতিক্রমপূর্ব্বক ইংলণ্ডের সহিত সম্মিলিত হইয়া নেপোলিয়ানের সৈন্যগণকে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। নেপোলিয়ানের ধৈর্য্য অসাধারণ ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার সহিষ্ণুতা কোন দিন মনুষ্যত্বের সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই। বিশ্বাসঘাতকতা ও কপটতা তিনি কখনও ক্ষমা করিতেন না। গুপ্তচরের

আনীত পত্রাদি পাঠ করিয়া নেপোলিয়ান বুঝিলেন, বোর্ব্বোঁ-বংশ যত দিন স্পেনের সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিবে, তত দিন তাঁহার দুশ্চিন্তা দূর হইবে না। তাহারা অবসর বুঝিলেই নেপোলিয়ানের পশ্চাতে আসিয়া তাঁহাকে ছুরিকাঘাত করিবার চেষ্টা করিবে। কাগজপত্রগুলি মুড়িয়া তিনি দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"বোর্ব্বোঁদিগকে স্পেনের সিংহাসন হইতে দূর করিয়া সেই সিংহাসনে আমার কোন আত্মীয়কে স্থাপিত করিব।"—বোর্ব্বোঁশিরে স্পেনের রাজমুকুট বিকম্পিত হইয়া উঠিল।

নেপোলিয়ান আবার শীতবস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া মৃত্তিকার উপর শয়ন করিলেন এবং চরণদ্বয় অদূরবর্ত্তী অগ্নিকুণ্ডের দিকে প্রসারিত করিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে তিনি গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হইলেন; তাঁহার সে নিদ্রা দেখিয়া কেহ বলিতে পারিত না, নেপোলিয়ান অনন্ত-গৌরব-মুকুটিত সুখৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ফরাসী রাজধানী পারীনগরীর বক্ষোবিরাজিত বিলাসসুন্দর প্রাসাদ সেণ্ট ক্লাউডের সুসজ্জিত হর্ম্ম্যে পরমরমণীয় উত্তপ্ত সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া ইহা অপেক্ষা অধিক তৃপ্তির সহিত নিদ্রা ভোগ করেন।

রাত্রি চারি ঘটিকার সময় নেপোলিয়ান ভূমিশয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক অশ্বারোহণ করিলেন। তখন গাঢ় কুজ্ঝটিকাজালে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল, শত্রু-সৈন্যগণ তখন নিদ্রায় হতচেতন; সেই নৈশ কুজ্ঝটিকারাশি ভেদ করিয়া ব্যূহরচনাপূর্ব্বক নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ শত্রুরেখা আক্রমণের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। নেপোলিয়ান অশ্বারোহণে সৈন্যরেখার সন্নিকট দিয়া অগ্রসর হইবামাত্র চতুর্দ্দিক্ হইতে "সম্রাট্ দীর্ঘজীবী হউন" এই শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। নিদারুণ শীতে সৈন্যগণের দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা হিমকম্পিতদেহে দুই ঘণ্টা ধরিয়া সেনাপতির আদেশপ্রতীক্ষায় ধীরভাবে দণ্ডায়মান রহিল। প্রভাতে ছয় ঘটিকার সময় ফরাসী সৈন্যগণকে শত্রুদলের উপর নিপতিত হইবার আদেশ প্রদান করা হইল। তখন ফরাসী সৈন্যশ্রেণী উপলনির্ম্মুক্ত গিরিপ্রবাহের ন্যায় দ্রুতগতিতে প্রুসীয় সৈন্যগণকে ভীষণ বিক্রমে আক্রমণ করিল।

তাহার পর যে দৃশ্য সংঘটিত হইল, তাহা লেখনীমুখে বর্ণিত হইতে পারে না। আট ঘণ্টা ধরিয়া উভয় পক্ষে মহাসমর হইল, যেন স্বর্গের আধিপত্য লইয়া দেবাসুরে মহাসংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছে। এমন ভয়ানক যুদ্ধের কথা ইতিহাসে অল্পই পাঠ করা যায়। আহত সৈন্যগণ রক্তাপ্লুত-দেহে ধরাতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল, তাহাদিগের দেহের উপর দিয়া যুদ্ধোন্মত্ত অশ্বারোহী সৈন্যগণ সবেগে অশ্বপরিচালন করিল, বিজয়ী সৈন্যগণ মহা উৎসাহে পলাতকগণের অনুধাবন করিল। আহত সৈন্যের আর্ত্তনাদে, অশ্বের খুরধ্বনিতে,বিজয়ী বীরগণের হুঙ্কারশব্দে, পলাতকের ভয়ব্যাকুল চীৎকারে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা ও কামানের বজ্রনাদে রণক্ষেত্র পৈশাচিক ভাব ধারণ করিল। উভয়পক্ষই প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল, কোন্ পক্ষের জয়লাভ হয়, দীর্ঘকালেও তাহা স্থির হইল না। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় প্রুসীয় সেনাপতি বিজয়লাভের সম্ভাবনায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বিশ্বাস হইল, বিজয়লক্ষ্মী অবিলম্বে তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিবেন। তাই তিনি এক জন সেনাপতিকে সংবাদ দিলেন, তিনি যেন সমস্ত সৈন্য লইয়া নেপোলিয়ানের উপর আসিয়া পড়েন; সেই সময়ে সকল দিক্ হইতে যুগপৎ সবেগে আক্রমণ হইলে ফরাসীগণ তাহা সহ্য করিতে পারিবে না, রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবে।

এই সংবাদ পাইবামাত্র বিংশতি সহস্র প্রুসীয় সৈন্য তাহাদের বিশ্রামস্থান হইতে বহির্গত হইয়া মহাবেগে প্রচণ্ড ঝটিকার মত নেপোলিয়ানের যুদ্ধশ্রান্ত সৈন্যমণ্ডলীর উপর পতিত হইল। সেই দুর্দ্দমনীয় বেগ সহ্য করা ফরাসী সৈন্যগণের পক্ষে অতি কঠিন হইল। সকলেরই বিশ্বাস হইল, এ স্রোতে ফরাসী-সেনা-কটক তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইবে। অতি কষ্টে ফরাসী সৈন্যগণ প্রুসীয়দিগের সেই প্রবল আক্রমণ সহ্য করিল, প্রাণপণে স্বস্থান অধিকার করিয়া তাহারা দণ্ডায়মান রহিল। ফরাসীগণ যেখানে দণ্ডায়মান ছিল, সেইখানেই দাঁড়াইয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিল, কিন্তু এক পদও হঠিল না। সৈন্যশ্রেণীর মৃতদেহ প্রাচীরের ন্যায় উচ্চ হইয়া উঠিল; সেই সকল মৃতদেহের উপর দণ্ডায়মান হইয়া, আহত ও মৃত সৈন্যগণের উত্তপ্ত শোণিতে দেহ আচ্ছন্ন করিয়া ফরাসীজাতির ও তাহাদের সম্রাটের গৌরবরক্ষার কামনায় প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। হয় বিজয়, না হয় মৃত্যু, ইহাই তাহাদের একমাত্র প্রার্থনীয় হইয়া উঠিল। নেপোলিয়ান ল্যাণ্ডগ্রাফেনবর্গের উচ্চ শিখরদেশে দণ্ডায়মান হইয়া এই অদ্ভুত রণকৌশল, এই

প্রথম মৃত্যুস্রোত নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; তাঁহার মুখমণ্ডল চিন্তারেখা-সম্পাতশূন্য, দেহ স্থির; অবিকম্পিত-হৃদয়ে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের সর্ব্বস্থানে তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি ক্ষেপণ করিতেছিলেন। তখনও তাঁহার "ইম্পিরিয়াল গার্ড" নামক মহাতেজস্বী অপূর্ব্ব রণপণ্ডিত সৈন্যশ্রেণী দূরে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছিল; সম্মুখে তাহাদের সহযোগী সৈন্যগণ অসমসাহসে যুদ্ধ করিতে করিতে দলে দলে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, এ দৃশ্য দেখিয়া আর কোনক্রমে তাহারা আত্মসংবরণ করিতে পারিতেছিল না। তাহারা যুদ্ধজয়ে তাহাদিগের সহায়তা করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু সম্রাট্ অবিচল, তাঁহার মুখ হইতে একটি আদেশবাক্যও নিঃসারিত হইল না। অবশেষে একটি অল্পবয়স্ক সৈনিক যুবক আর কোনমতে ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"সৈন্যগণ, অগ্রসর হও।"

নেপোলিয়ান সেই সৈনিক যুবকের প্রতি সরোষে কটাক্ষপাত করিয়া কর্কশস্বরে বলিলেন, "এখন কেন, কে হে তুমি অজাতশ্মশ্রু বালক! সম্রাট্‌কে তুমি উপদেশ দিতে সাহস করিতেছ? তুমি আগে ত্রিশটা এই রকম যুদ্ধ জয় কর, তাহার পর এ রকম উপদেশ দিতে আসিও।"

যুদ্ধের বিরামের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। কোন পক্ষই পরাজয় স্বীকার করিল না। বেলা চারিটা বাজিয়া গেল। নেপোলিয়ান দেখিলেন, তিনি যে সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে; তখন নেপোলিয়ান জলদগম্ভীরস্বরে সেনাপতি মুরাটকে আদেশ প্রদান করিলেন, "অবিলম্বে দ্বাদশ সহস্র নববলদৃপ্ত অক্লান্ত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বিপক্ষগণকে আক্রমণ কর। তাহারা পরিশ্রান্ত হইয়াছে, সামান্য চেষ্টাতেই তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিবে।" নেপোলিয়ানের আদেশবাক্য শেষ হইতে না না হইতে দ্বাদশ সহস্র মহাকায় অশ্বের খুরধ্বনিতে ভূমিকম্পের গুরুগম্ভীর শব্দের ন্যায় ভীতিপ্রদ সুগম্ভীর শব্দ সমুত্থিত হইল। তাহার পর তাহাদের প্রবল আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রুসীয় সৈন্যগণ জলপ্রপাতে লঘু তৃণদলের ন্যায় ভাসিয়া গেল। দলে দলে প্রুসীয় সৈন্য ফরাসী অস্ত্রের দারুণ আঘাতে হত ও আহত হইয়া ধরাতল আচ্ছন্ন রিতে লাগিল। সে দৃশ্য দেখিয়া পাষাণ ফাটিয়া অশ্রু নির্গত হয়। যুদ্ধ থামিয়া গিয়া চতুর্দ্দিকে মহা হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল। ফরাসী সৈন্যগণ সকল শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া পলায়িত পরাজিত প্রুসীয় সৈন্যগণের অনুসরণপূর্ব্বক পশুর ন্যায় তাহাদিগকে নিহত করিতে লাগিল। নেপোলিয়ানের কামান হইতে মুহুর্মুহু বজ্রনাদ উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রুসীয় সৈন্য বধ করিতে লাগিল। ধূমে রণভূমি সমাচ্ছন্ন হইল। প্রকৃতিদেবী আর সে পৈশাচিক দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া অন্ধকারের যবনিকায় তাঁহার মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করিলেন। নৈশ অন্ধকারে ধীরে ধীরে রণস্থল আবৃত হইল, কিন্তু উন্মত্ত ফরাসী-সৈন্যগণ তখনও নিবৃত্ত হইল না; সেই দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী বীরমদে শত্রুগণকে মথিত করিতে লাগিল। তাহাদের তরবারি শত্রুশোণিতে রঞ্জিত হইল, সঙ্গীনের অগ্রভাগে নররক্ত ঝরিতে লাগিল। শত্রুসৈন্যের অজস্র শোণিতপাতে তাহাদের পরিচ্ছদ লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। দয়া-মায়া, মনুষ্যত্ব, সমস্ত প্রবৃত্তি বিসর্জ্জন দিয়া নির্ম্মম-হৃদয় পিশাচের ন্যায় কঠিন প্রাণে তাহারা শত্রুবধ করিতে লাগিল। উন্মত্ত ফরাসী-সৈনিকদিগের হৃদয় হইতে মানবীয় বৃত্তি তখন লোপ হইয়াছিল।

জেনার সমরক্ষেত্রে যখন এই শোচনীয় কাণ্ড-সংঘটিত হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে জেনার রণক্ষেত্র হইতে দ্বাদশ মাইল দূরে আরষ্টাড্ নামক স্থানে আর এক দল ফরাসী-সৈন্যের হস্তে প্রুসিয়গণ নিদারুণ নির্য্যাতন সহ্য করিতেছিল। এখানেও তাহারা অস্ত্র-শস্ত্র, অশ্ব, কামানের শকট প্রভৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে বাধ্য হইল; কিন্তু পলাইবারও পথ নাই, ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী শিলাবৃষ্টির ন্যায় তাহাদের উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। প্রাণের ভয়ে যে যে দিকে পারিল, ছুটিয়া গেল। প্রুসিয়ার অধীশ্বর আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ হতাশ হইয়াছিলেন, কিন্তু অন্ধকার রাত্রি বলিয়া কোনক্রমে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়নে সমর্থ হইলেন। সমস্ত রাত্রি অরণ্য ও প্রান্তর পরিভ্রমণপূর্ব্বক বহুকষ্ট সহ্য করিয়া প্রভাতে পাঁচ ঘটিকার সময় তিনি একটি নিরাপদ্ স্থানে উপস্থিত হইলেন।

এই যুদ্ধোপলক্ষে প্রায় বিংশতি সহস্র প্রুসীয় সৈন্য হত ও আহত হইয়াছিল। যুদ্ধাবসানে নেপোলিয়ান বিশেষ যত্নের সহিত আহতগণের সেবা করিতে লাগিলেন। প্রভাতে তিনি ডুরাককে জেনার হাঁসপাতালে আহতদিগের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করিলেন। যাহাদিগের অর্থের

আবশ্যক ছিল, তাহাদিগকে অর্থসাহায্য পাঠাইলেন। সকল সৈনিককে প্রভূত পুরস্কারদানের সম্ভাবনা জ্ঞাপন করিলেন। উৎসাহে সকলে তাঁহার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। আহত ও পীড়িত সৈন্যগণ সর্ব্বান্তঃকরণে বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিল, তাহারা আরোগ্যলাভ করিয়া যেন সম্রাটের সেবাতেই তাহাদের জীবনপাত করিতে পারে।

নেপোলিয়ান তাঁহার হৃদয়ের উদারতাবশতঃ এ যুদ্ধজয়ের গৌরব তাঁহার কর্ম্মচারী ও সৈনিকবৃন্দকে দান করিলেন। আরষ্টাডের যুদ্ধজয়ের নিমিত্ত তিনি সেনাপতি দাভোর প্রতি বিশিষ্ট পুরস্কারের বিধান করেন। দাভোর অসামান্য বীরত্ব দেখিয়া সম্রাট্ তাঁহাকে "ডিউক অব আরষ্টাড" এই সম্মানপূর্ণ পদ প্রদান করেন এবং তাঁহার প্রতি অধিকতর সম্মান প্রদর্শনের জন্য নেপোলিয়ান সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে প্রুসীয় রাজধানীতে প্রবেশ করিবার অধিকার দান করেন। দুই সপ্তাহ পরে নেপোলিয়ান তাঁহার কর্ম্মচারিবর্গকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও সম্মানের কথা প্রকাশ করিলেন, কর্ম্মচারিগণ কৃতজ্ঞহৃদয়ে চিরদিন নেপোলিয়ানের অনুগত থাকিবার বাসনা জ্ঞাপন করিলেন।

অনন্তর নেপোলিয়ান শত্রুগণকে বিশেষরূপে বিপন্ন করিয়া তুলিলেন। প্রুসীয় সৈন্যগণের পরাজয়ের দুই সপ্তাহকালমধ্যেই তিনি সমস্ত প্রুসিয় দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। প্রুসিয়ার পরাজিত রাজা রুসীয় সীমায় পলায়নপূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি রুসীয় সম্রাট্ আলেকজান্দারের সৈন্যগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া আর একবার ফরাসী-সৈন্যগণের শক্তিপরীক্ষার অবসর অন্বেষণ করিতেছিলেন। কিন্তু প্রুসীয়গণের আশঙ্কা ও উদ্বেগের সীমা ছিল না। কোন রাজসৈন্য ইতিপূর্ব্বে আর এমনভাবে শত্রুহস্তে বিধ্বস্ত হয় নাই। নেপোলিয়ানের পারিস পরিত্যাগের একমাসমধ্যে নেয়পালিয়ান শত্রুপক্ষের দুই লক্ষ সৈন্য হত, আহত ও বন্দী করিয়াছিলেন, বহুসংখ্যক বিপক্ষ-দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার পর প্রুসিয়া-রাজধানী বার্লিননগরে উপস্থিত হইয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছিলেন। ইউরোপ এই রণজয়কাহিনী বিস্ময়-স্তম্ভিত হৃদয়ে শ্রবণ করিল। আরব্যোপন্যাসের অসম্ভব কাহিনীর ন্যায় ইহা সকলের অবিশ্বাস্য বোধ হইয়াছিল। তাই এক দিন এই রণপ্রসঙ্গে রুসীয় সম্রাট্ বলিয়াছিলেন,—"আমাদের এই লোকটাকে আক্রমণ করিতে যাওয়া শিশুর পক্ষে কোন দৈত্যকে আক্রমণ করার ন্যায়।"

সাক্সনীর রাজা ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রুসিয়ার সহিত যোগদানে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সকল যুদ্ধে ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশের নরপতিবর্গের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। তাঁহাদিগকে কোন না কোন প্রবল পক্ষ অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। নেপোলিয়ান অনেকগুলি সাক্সনকে বন্দী করিয়াছিলেন। জেনার যুদ্ধজয়ের পরদিন নেপোলিয়ান এই সকল সাক্সন কর্ম্মচারীকে জেনার বিশ্ববিদ্যালয়-মন্দিরে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অভয়দান করিলেন; বলিলেন, —"আপনাদিগের রাজার সহিত আমার যুদ্ধ ঘটিবার কোন কারণ আমি অবগত নহি, আপনাদের রাজা বিজ্ঞ, শান্তস্বভাব-সম্পন্ন, শ্রদ্ধাভাজন নরপতি। আমার ইচ্ছা, আপনারা প্রুসিয়ার অধীনতাপাশ ছিন্ন করেন। ফরাসীর সহিত সাক্সনগণের যখন কোন বিরোধ নাই, তখন তাহারা কেন পরস্পরের প্রাণহরণের জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে? আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, আমি আপনাদের স্বাধীনতা প্রদান করিব। সাক্সনীকে শত্রু-কবল হইতে উদ্ধার করিব। কেবল আপনাদিগের নিকট আমি এই অঙ্গীকার চাই যে, আপনারা আর কখন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন না।

সাক্সন-কর্ম্মচারিগণ নেপোলিয়ানের এই উদারতাপূর্ণ কথা শুনিয়া ভক্তি ও বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। তাহার পর তাঁহারা নেপোলিয়ানের অনুরোধ রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহারা ড্রেসডেন নগরে প্রস্থান করিলেন, নেপোলিয়ানকে জানাইলেন যে, তিন দিনের মধ্যে তাঁহারা সাক্সনপতিকে নেপোলিয়ানের বন্ধুত্ববন্ধনে আবদ্ধ করিবেন।

হেসির ভূস্বামীর ন্যায় যথেচ্ছাচারসম্পন্ন দুর্ব্বৃত্ত রাজা সে সময়ে ইউরোপে অধিক ছিলেন না। তাঁহার অধীনে বত্রিশ হাজার সৈন্য ছিল, তিনি ফরাসীর শত্রুতাচরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন, এই সময়ে রুসীয় সম্রাট্ আলেক্জান্দার দুই লক্ষ রণবিশারদ সৈন্য লইয়া পোলাণ্ডের সমভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন; অভিপ্রায়, নেপোলিয়ানের শক্তি আর একবার পরীক্ষা করিয়া দেখেন। নেপোলিয়ান

অর্দ্ধপথে রুসীয় সৈন্যগণের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু তাঁহার আশঙ্কা হইল, হয় ত হেসির ভূস্বামী সসৈন্যে তাঁহার এই অভিযানে বাধা প্রদান করিবেন। নেপোলিয়ান প্রথমেই হেসিরাজকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে বিচ্ছিন্ন করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন।

উইমারের গ্রাণ্ড ডিউক প্রুসীয় সৈন্যদলের একজন সেনানায়ক ছিলেন, তিনি রুসীয় সম্রাট্ আলেকজান্দারের ভগিনীপতি; রুসীয় সম্রাট্-ভগিনী গ্রাণ্ড ডচেস তাঁহার স্বামীকে নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ান উইমারে প্রবেশ করিলেন। উইমার ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন সুন্দর নগর, এখানে বহু জ্ঞানী লোকের বাস ছিল বলিয়া ইহাকে 'আধুনিক জর্ম্মণীর এথেন্স' এই নাম প্রদান করা হইয়াছিল। ইউরোপীয় সাহিত্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত গেটে, সিলার ও উইল্যাণ্ড এখানে বাস করিতেন। নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ রুদ্রমূর্ত্তিতে এই শোভান্বিত শিল্প-সাহিত্যভূষিত নগরে প্রবেশপূর্ব্বক নগরবাসিগণকে আক্রমণ করিল; তরবারি ও সঙ্গীন অশ্রান্তবেগে চলিতে লাগিল এবং বন্দুকের গোলাগুলীতে সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ, হর্ম্ম্য, গৃহাদি বিধ্বস্ত হইতে লাগিল, রাজপথ রক্তস্রোতে কর্দ্দমিত হইয়া উঠিল। নগরবাসিগণের আর্ত্তনাদে সমস্ত নগর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তখন গ্রাণ্ড ডচেস নেপোলিয়ানের সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া অত্যন্ত কাতরভাবে তাঁহার মার্জ্জনা-ভিক্ষা করিলেন।

নেপোলিয়ান প্রশান্তভাবে বলিলেন—"ভদ্রে,ইহাই যুদ্ধের সুখ।" প্রতিহিংসায় নেপোলিয়ানের হৃদয় প্রদীপ্ত হইতেছিল। কিন্তু তিনি ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিলেন না; গ্রাণ্ড ডচেসকে সসম্মানে অভিবাদন করিয়া বলিলেন,—তাঁহার স্বামীর ব্যবহারে তিনি অসন্তুষ্ট হন নাই। নেপোলিয়ান নগরের রক্তস্রোত নিবারণ করিয়া আহত প্রুসীয়গণের পরিচর্য্যার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। যে সকল ক্যাথলিক সম্প্রদায়-ভুক্ত ধর্ম্মযাজক এই পরিচর্য্যাকার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন, নেপোলিয়ান তাঁহাদিগকে প্রভূত পুরস্কার প্রদান করেন।

২৮এ অক্টোবর নেপোলিয়ান প্রুসিয়া-রাজধানী বার্লিননগরে মহাসমারোহে প্রবেশপূর্ব্বক রাজপ্রাসাদে স্বকীয় বাসস্থান নির্ব্বাচন করিলেন। প্রুসিয়া স্বেচ্ছাক্রমে ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ান রাজধানীতে প্রবেশপূর্ব্বক প্রথমেই আদেশ প্রদান করিলেন, যেন প্রুসিয়া-রাজ্ঞীর অন্তঃপুরে কেহ অনধিকার প্রবেশ না করে। নেপোলিয়ানের আগমন-সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র প্রুসীয়-রাজ্ঞী প্রাসাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করেন, নেপোলিয়ান জানিতেন, প্রুসীয়-রাজ্ঞী তাঁহার সহিত শত্রুতা-সাধনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন; অশ্বারোহণপূর্ব্বক রণচণ্ডীবেশে তিনি নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে প্রুসীয় সৈন্যগণকে পরিচালিত করিতেছিলেন এবং তাঁহার সৌন্দর্য্য, বুদ্ধিমত্তা ও তেজস্বিতার সহায়তায় সৈনিকগণের হৃদয় উন্মাদনারসে পূর্ণ করিয়াছিলেন। এ সকল কথা নেপোলিয়ানের অজ্ঞাত ছিল না, তাই নেপোলিয়ান প্রুসিয়ার মহারাণীর প্রতি অত্যন্ত কঠোর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া এক সরকারী পরোয়ানা প্রকাশ করেন। এই কথা অবগত হইয়া নেপোলিয়ানের প্রিয়তমা মহিষী যোসেফিন অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে স্বামীর ব্যবহারে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সেই প্রতিবাদের উত্তরে নেপোলিয়ান যোসেফিনকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন—

"৬ই ন্যবম্বর ১৮০৬, রাত্রি ৯টা।

তোমার পত্র পাইয়াছি। রমণীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের জন্য তুমি আমাকে তিরস্কার করিয়াছ। আমি স্বীকার করিতেছি, কোন ষড়যন্ত্রে রমণীর যোগদান আমি অসহ্য বোধ করি। স্নেহময়ী কোমলহৃদয়া বিনীত-প্রকৃতির বহু রমণীর সহিত আমার পরিচয় আছে। এইরূপ স্ত্রীলোক আমার শ্রদ্ধার পাত্রী, তাঁহাদের দোষে যদি আমি মাটী হইয়া থাকি, সে অপরাধ আমার নহে, তোমার। যাহা হউক, তুমি স্বীকার করিবে যে, আমি একজন বুদ্ধিমতী দয়ার পাত্রীর প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াছি। আমি মাদাম হাজফেল্ডের কথা বলিতেছি। যখন তাঁহাকে আমি তাঁহার স্বামীর পত্র দেখাইলাম, তখন তিনি অশ্রুধারায় সিক্ত হইয়া অশ্রুগদ্গদস্বরে নিতান্ত সরলভাবে স্বীকার করিয়াছিলেন, 'ইহা তাঁহারই হস্তাক্ষর বটে!'—তাঁহার এই কথাই আমার হৃদয় আর্দ্র করিয়াছিল। আমি বলিলাম, 'মাদাম, তাহাই যদি হয়, তবে আপনি এই পত্র অগ্নিশিখায় সমর্পণ করুন,তাহা হইলে আর আপনার স্বামীর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ বর্ত্তমান রহিবে না।'—তিনি আমার
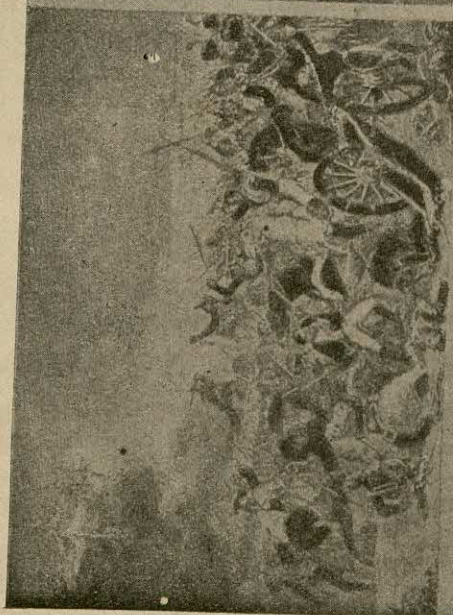
জেনার যুদ্ধ [২১০ পৃষ্ঠা

ড্যানজিক্ যুদ্ধ [২৩১ পৃষ্ঠা

এর্‌ফর্থ কনফারেন্স [২৬৮ পৃষ্ঠা
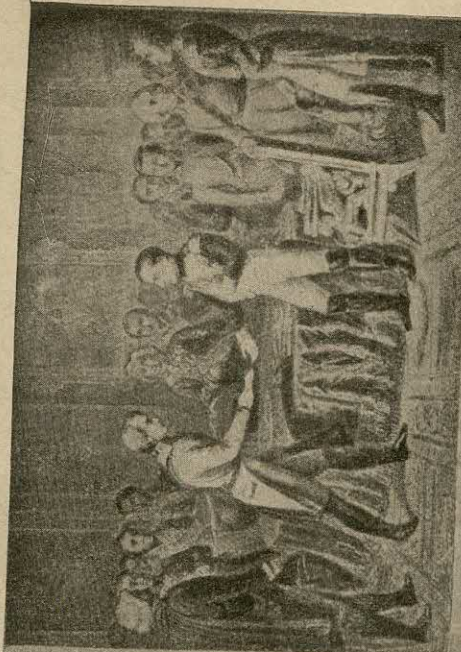
এর্‌ফর্থ থিয়েটার হল [২৬৮ পৃষ্ঠা

উপদেশে তাহার স্বামীকে রক্ষা করিয়াছেন, এখন সুখীও হইয়াছেন। যদি আর দুই ঘণ্টা বিলম্ব হইত, তাহা হইলে তাঁহার স্বামীকে রক্ষা করিবার আর কোন সম্ভাবনা ছিল না।—এই ঘটনা হইতে বুঝিতে পারিতেছ, যে সকল স্ত্রী-লোকের রমণীসুলভ গুণ বর্ত্তমান আছে, যাঁহারা সরল, কোমল, তাঁহাদিগকে আমি পছন্দ করি, কারণ, তাঁহাদিগকে দেখিলে তোমার কথাই মনে পড়ে। এখন বিদায় প্রিয়তমে, বেশ ভাল আছি। নেপোলিয়ান।"

ঘটনাটি একটু বিস্তৃত করিয়া বলা আবশ্যক। প্রিন্স হাজফেল্ড বার্লিনের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি নেপোলিয়া-নের হস্তে নগর সমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার অধীনতা স্বীকারে অঙ্গীকার করেন। তাহার পর একখানি গুপ্তপত্র হঠাৎ নেপোলিয়ানের হস্তগত হওয়ায় তিনি জানিতে পারিলেন, প্রিন্স হাজফেল্ড তাঁহার সহিত মৌখিক সদাচরণের ভাণ করিয়া গোপনে প্রুসিয়ারাজ-সন্নিধানে বার্লিনের অনেক গুপ্ত সংবাদ প্রেরণ করিতেছিলেন। প্রিন্স হাজফেল্ড এইরূপে অঙ্গীকার ভঙ্গ করায় নেপোলিয়ান 'কোর্টমার্শেল' নামক সামরিক বিচার-সভার হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করেন। দুই ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহার ইহজীবনের অবসান হইত।

প্রিন্স হাজফেল্ডের পত্নী শ্রীমতী হাজফেল্ডের মানসিক অবস্থা সহজেই কল্পনা করা যাইতে পারে। দুশ্চিন্তা ও ভয়ে তিনি নেপোলিয়ানের নিকট ছুটিয়া আসিলেন। নেপো-লিয়ান তখন অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক বার্লিন-রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিতেছিলেন। অশ্রুধারায় প্লাবিত হইয়া রমণী নেপোলিয়ানের নিকট কাতরভাবে স্বামীর মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেন। নেপোলিয়ান বলিতেন, আমি রমণীর অশ্রুবর্ষণ সহ্য করিতে পারি না। শ্রীমতী হাজফেল্ডকে শোকে দুঃখে মৃতপ্রায় দেখিয়া নেপোলিয়ানের করুণ হৃদয় আর্দ্র হইল, তিনি সমাদরে হাজফেল্ডপত্নীকে প্রাসাদের অভ্যন্তরে তাঁহার অনুগমন করিবার জন্য অনুমতি করিলেন। সে কক্ষে একটি আধারে অগ্নিকুণ্ড স্থাপিত ছিল, নেপোলিয়ান প্রিন্স হাজ-ফেল্ডের বিশ্বাসঘাতকতার চিহ্নস্বরূপ সেই গুপ্তলিপি বাহির করিয়া তাঁহার পত্নীর হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখুন দেখি মাদাম, ইহা আপনার স্বামীর হস্তাক্ষর কি না?" মাদাম হাজফেল্ড অশ্রুরুদ্ধ-নেত্রে সেই পত্রের দিকে চাহিয়াই চিনিতে পারিলেন, তাঁহার স্বামীর হস্তাক্ষর বটে; কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন,—"হাঁ, ইহা আমার স্বামীর লিখিত পত্র, এ কথা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই।"—নেপোলিয়ান বলিলেন, "পত্রখানা আপনি এখনই ঐ প্রজ্বলিত অগ্নিতে পুড়াইয়া ফেলুন, তাহা হইলে আর আপনার স্বামীর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ থাকিবে না।"—মাদাম হাজফেল্ড ভয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পত্রখানি দগ্ধ করিতে তাঁহার সাহস হইতেছিল না, কে জানে, নেপোলিয়ান তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেছেন কি না। নেপো-লিয়ান শ্রীমতীর মনের ভাব বুঝিলেন, তিনি অবিলম্বে পত্র-খানি তাঁহার হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া অগ্নিশিখায় নিক্ষেপ করিলেন; দেখিতে দেখিতে পত্রখানি ভস্মরাশিতে পরিণত হইল। তখন নেপোলিয়ান বলিলেন,—"ভদ্রে, এতক্ষণে আপনার স্বামী নিরাপদ্ হইলেন। এখন তাঁহার বিরুদ্ধে এমন কিছু প্রমাণ নাই, যাহাতে তাঁহাকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করা যায়।"—নেপোলিয়ানের এই মহত্ত্বের তুলনা নাই।

ঘোর যুদ্ধের মধ্যেও নেপোলিয়ান তাঁহার সম্রাটোচিত বিবিধ কর্ত্তব্যের কথা বিস্মৃত হইতেন না। প্রুসিয়ার সহিত যুদ্ধে যে সকল সৈন্য প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছিল, নেপোলিয়ান তাহাদের স্মৃতিচিহ্ন সুরক্ষিত করিবার জন্য একটি কীর্ত্তিমন্দির সংস্থাপন করিয়াছিলেন। মন্দিরগাত্রে লিখিত ছিল,—"সম্রাট্ নেপোলিয়ান কর্ত্তৃক তাঁহার সুবিপুল সেনাকটকের সৈন্যগণের স্মরণার্থ।"—উল্‌ম্, অস্তারলিজ ও জেনার যুদ্ধে যে সকল সৈনিক কর্ম্মচারী, এমন কি, অশ্বারোহী ও ক্ষুদ্র পদাতিক সৈন্য পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলেন, এই কীর্ত্তি-মন্দিরের মার্ব্বেল-ফলকে তাঁহাদের নাম অঙ্কিত হইয়া নেপোলিয়ানের মহত্ত্ব ঘোষণা করিতেছিল। যে সকল সৈনিক পুরুষ এই সকল যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম স্বর্ণ ফলকে মুদ্রিত করা হইয়াছিল।

সাহিত্যের উন্নতিকল্পেও নেপোলিয়ানের উৎসাহ সামান্য ছিল না। তিনি এই সময়ে সহস্র কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও পোসেন নগর হইতে তাঁহার কোন সচিবকে লিখিয়াছিলেন, "সাহিত্য উৎসাহ লাভের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বিষয়। আমার নিকট এমন কতকগুলি উপায়ের কথা লিখিয়া পাঠাইবে, যাহাতে সুসাহিত্যের বিভিন্ন শাখার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়। সাহিত্যই জাতীয় জীবনকে গৌরবময় করে।"

সহস্র কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও নেপোলিয়ান যোসেফিনকে

যথানিয়মে পত্র লিখিতে কখন অবহেলা করেন নাই। এই সকল পত্রে তাঁহার হৃদয়ের ভাব সুপ্রকাশিত হইয়াছে, তাই নিম্নে কয়েকখানি পত্রের অনুবাদ প্রকাশ করা গেল।

(১ম পত্র)

জেনা, ১৩ই অক্টোবর রাত্রি ২টা।

"প্রিয়সখি, আমি এমন জেনায়। আমার কাজকর্ম্মের অবস্থা খুব ভাল, যেমন চাই ঠিক সেইরূপ। পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে কয়েকদিনের মধ্যেই প্রুসিয়ার রাজা বেচারীর দুর্দ্দশার আর সীমা থাকিবে না, তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। আমার নিজের কথা বলিতে গেলে, সত্যই আমি তাহাকে কৃপাপাত্র মনে করি, লোকটির যোগ্যতা আছে। রাণী রাজার সহিত এরফার্টে বাস করিতেছেন। যদি যুদ্ধই তাঁহার প্রার্থনীয় হয়, তাঁহার সেই পৈশাচিক আনন্দলাভের আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে। বেশ ভাল আছি, দেশত্যাগের পর গাত্রে কিঞ্চিৎ মাংসসঞ্চয় হইয়াছে। তবু আমি প্রত্যহ হয় অশ্বারোহণে, না হয় শকটাদিতে ষাট হইতে হইতে পঁচাত্তর মাইল ভ্রমণ করি। আমি রাত্রি ৮টার সময় শয়ন করিয়া বারোটার সময় শয্যা ত্যাগ করি। সর্ব্বদাই মনে হয়, তুমি তখনও জাগিয়া বসিয়া আছ।

একান্ত তোমারই—

নেপোলিয়ান।"

(২য় পত্র)

জেনা, ১৫ই অক্টোবর, রাত্রি ৩টা।

"প্রিয়তমে, প্রুসিয়-সৈন্যগণের বিরুদ্ধে সমরনৈপুণ্যে কৃতকার্য্য হইয়াছি; গত কল্য আমি এক মহাসমরে বিজয়লাভ করিয়াছি। তাহাদের দেড় লক্ষ সৈন্য ছিল; আমি বিশ হাজার বন্দী করিয়াছি, তাহাদের এক শত কামান ও বহুসংখ্যক পতাকা আমার হস্তগত হইয়াছে। আমি প্রুসিয়রাজের অত্যন্ত নিকটেই ছিলাম, কিন্তু তিনি ও তাঁহার রমণী ধরা পড়িতে পড়িতে পলায়ন করিয়াছেন। দুই দিন দিবারাত্রি আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিতে হইয়াছে। আশ্চর্য্য রকম ভাল আছি। বিদায় প্রিয়তমে! সাবধানে থাকিবে, আমাকে ভালবাসিও। যদি হরতেনস্ তোমার কাছে থাকে, তবে তাহাকে আমার হইয়া চুম্বন দান করিবে, খোকা নেপোলিয়ানকেও আমার হইয়া একটি চুম্বন দিবে।

নেপোলিয়ান।"

(৩য় পত্র)

১লা নবেম্বর, রাত্রি ২টা।

"টালিরান্দ আসিয়া পৌঁছিয়াছে; আমাকে বলিয়াছে, তোমার এখন ক্রন্দন ছাড়া আর কোন কাজ নাই। প্রিয়তমে, তুমি কি চাহ? তোমার কন্যা আছে, দৌহিত্র আছে, নিয়ত সুসংবাদ পাইতেছ। ইহা যে কোন স্ত্রীলোকের মনে সুখশান্তি প্রদান করিতে সমর্থ। প্রকৃতির শোভা বড় মনোরম। আমার এই যুদ্ধারম্ভকাল হইতে একবিন্দু বৃষ্টিও হয় নাই। আমি বেশ ভাল আছি, সকল বিষয়ই অনুকূল। বিদায় প্রিয়তমে, আমি শ্রীমান্ খোকা নেপোলিয়ানের নিকট হইতে এক পত্র পাইয়াছি, বোধ হয়, হরতেনস্ ইহা শ্রীমান্‌কে লিখিয়া দিয়াছেন। তোমাদের সকলের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থনীয়।

নেপোলিয়ান।"

এই শ্রীমান্ খোকা নেপোলিয়ানের ভ্রাতা লুই নেপোলিয়ানের জ্যেষ্ঠ পুত্র, যোসেফিনের দৌহিত্র। নেপোলিয়ান উত্তরকালে এই শিশুকেই দত্তক লইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এই শিশুকে নেপোলিয়ান যৎপরোনাস্তি স্নেহ করিতেন।

জেনা ও অরষ্টাডের সমরক্ষেত্রে প্রুসিয়রাজ্য রাজা ফ্রেডারিক উইলিয়ামের করচ্যুত হইল; তাঁহার সাম্রাজ্যের প্রান্তবর্ত্তী ক্ষুদ্র ভূসম্পত্তি ভিন্ন অন্য কিছু তাঁহার অধিকারভুক্ত রহিল না। হতভাগ্য ভূপতি তাঁহার রাজধানী হইতে পাঁচ শত মাইল দূরে প্রুসিয়-পোলাণ্ডে নির্ব্বাসিতপ্রায় হইয়া অতি মনঃকষ্টে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়ানের প্রতি ক্রোধে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল; তিনি অনেক চেষ্টায় পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। এই সকল সৈন্য কেবল তাঁহার দুর্দ্দিনের বন্ধু ছিল না, সাহস ও বীরত্বে তাহারা ইউরোপীয় সৈন্যশ্রেণীর অগ্রগণ্য ছিল। রুসীয় সম্রাট্ নেপোলিয়ানের অদ্ভুত রণকৌশল ও বিজয়লাভ দেখিয়া বিস্ময়-স্তম্ভিত হইলেন; কিন্তু রাজ্যচ্যুত প্রুসিয়রাজাকে আশ্রয়দান করিতে বিরত হইলেন না। রুসীয় সম্রাট্ তাঁহার দুরবস্থা মোচন-সঙ্কল্পে অঙ্গীকারপাশে আবদ্ধ হইলেন। আবার রুসীয়-সৈন্যগণ রণসাজে সজ্জিত হইতে লাগিল, আবার সঘন রণদুন্দুভি-শব্দে ইউরোপের জলস্থল প্রকম্পিত হইয়া উঠিল।

নেপোলিয়ান পূর্ব্ববৎ অকম্পিত-হৃদয়, শত্রুসৈন্যগণের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। প্রুসিয়রাজের সৈন্যগণ তাঁহার সাহায্যার্থ সমবেত হইল, রুসিয়ার অর্দ্ধধরণীব্যাপী সাম্রাজ্যের চতুর্দ্দিক্ হইতে সৈন্যগণ সম্রাটের আদেশে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। তিনি স্থির করিলেন, অতঃপর তিনি এত অধিক সৈন্য লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, যেন তাহারা ফরাসীদিগকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে পারে। ইংলণ্ড তাঁহার বিশ্ববিজয়ী নৌ-সৈন্যগণকে অস্ত্র-শস্ত্রে ভূষিত করিলেন, যুদ্ধ ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ অর্থ ও যুদ্ধের উপকরণাদি সংগ্রহ হইতে লাগিল। শীতকাল উপস্থিত হইয়াছিল, অতি প্রচণ্ড শীত। ফরাসীদেশ হইতে নেপোলিয়ান তখন সহস্র মাইল দূরে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহার শত্রুগণ তাঁহার অবস্থানভূমির কয়েক শত মাইল উত্তরে—পোলাণ্ডের অরণ্য ও তুষারাচ্ছন্ন গিরিপ্রদেশে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল। শীতকালে সকল শত্রু একত্র হইয়া বসন্তকালে ফরাসীগণের উপর সিংহবিক্রমে নিপতিত হইবে, তাহা নেপোলিয়ান বুঝিতে পারিলেন। ইংলণ্ড তাঁহার প্রভুত্ববলে এক নিয়ম প্রচার করিলেন যে, কোন জাতিই ফরাসী কিংবা তাহার কোন রাজ্যের সহিত বাণিজ্যগত কোন সম্বন্ধ রাখিতে পারিবে না। বিধান হইল, ইংলণ্ড শত্রুপক্ষীয় যে কোন দেশীয় শত্রুপক্ষের জাহাজ ধরিয়া বাজেয়াপ্ত করিয়া লইতে পারিবেন। শত্রুপক্ষীয় যে কোন লোককে বন্দী করিতে পারিবেন। ফরাসীদেশের পররাষ্ট্র-সচিব এই বিধানের আদর্শে আর একটি বিধান প্রস্তুত করিলেন, তাহা এই ;—"আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ে আমরা ইংলণ্ডের ব্যবহারেরই অনুকরণ করিব। ইংলণ্ড যখন ফ্রান্সকে অবরুদ্ধ অবস্থায় পরিণত করিতে সাহসী হইয়াছেন, তখন ফ্রান্সও বৃটিশ-দ্বীপকে অবরুদ্ধ অবস্থায় পরিণত করিবে। ইংলণ্ডের বিবেচনায় যখন প্রত্যেক ফরাসী তাঁহার শত্রু, তখন ফরাসী-অধিকৃত ইউরোপীয় ভূখণ্ডের যে স্থানে যত ইংরাজ আছে, তাহারা শত্রুরূপে পরিণত হইয়া ফরাসী-হস্তে বন্দী হউক্। নির্ব্বিরোধী শান্তিপ্রিয় বণিক্‌গণের সম্পত্তি যখন ইংরাজগণ বাজেয়াপ্ত করিতে বসিয়াছেন, তখন ইংরাজদিগের সম্পত্তিও ফরাসী গবর্ণমেণ্ট দ্বারা বাজেয়াপ্ত করা হউক্। ইলণ্ড যখন আমাদের বাণিজ্যে বাধাদান করিতেছেন, তখন আমরাও নিয়ম করিলাম যে, ইংরাজের কোন জাহাজই ফরাসী-অধিকৃত কোন বন্দরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। যখন ইংলণ্ড তাঁহার নিয়ম পরিবর্ত্তন করিবেন, তখন এই বিধান রহিত করা হইবে। কারণ, বিভিন্ন জাতির পরস্পরের প্রতি ন্যায়পরতা পরস্পরের ব্যবহারের উপর নির্ভর করে।"

এই বিধান নেপোলিয়ানের নিকট মঞ্জুর করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন, তাহাই ইতিহাসে 'বার্লিন ডিক্রি' নামে প্রসিদ্ধ। বার্লিন নগর হইতে এই নিয়ম প্রচারিত হয়। নিম্নে ইহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল ;—

সম্রাট্-শিবির, বার্লিন।

"২৬শে নবেম্বর, ১৮০৬ সাল।

ফরাসীজাতির সম্রাট্, ইতালীর অধীশ্বর নেপোলিয়ান জ্ঞাত হইয়াছেন যে—

"১। ইলণ্ড সভ্য রাজ্যসমূহের অনুমোদিত বিধানানুসারে চলিতে প্রস্তুত নহেন।

"২। বিপক্ষজাতির প্রত্যেক ব্যক্তিকে তিনি শত্রু মনে করিতেছেন, শত্রুপক্ষের রণতরিসমূহের পরিচালকগণকেই যে বন্দী করিতেছেন, তাহা নহে; সওদাগরী জাহাজের পরিচালকগণকেও বন্দী করিতেছেন, এমন কি, বাণিজ্যানুরোধে সমুদ্রযাত্রী বণিক্‌গণও তাঁহাদের কবল হইতে পরিত্রাণলাভ করিতেছেন না।

"৩। কেবল শত্রুর বিজয়ী রাজ্যে যে অধিকার, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর তিনি সেই অধিকার স্থাপন করিতেছেন।

"৪। সভ্যরাজ্যসমূহে কেবল অবরুদ্ধ নগরাদি সম্বন্ধে তাহাদের যে নিয়ম প্রচলিত আছে, ইংলণ্ড বাণিজ্যপ্রধান নগর, বন্দর, নদীমুখ প্রভৃতি অনবরুদ্ধ স্থানসমূহ সম্বন্ধে সেই নিয়ম প্রচার করিয়াছেন।

"৫। যে সকল স্থানে ইংলণ্ডের কোন যুদ্ধ-জাহাজ নাই, সেই সকল স্থান তিনি অবরুদ্ধ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

"৬। ইংলণ্ডের সমস্ত সৈন্য একত্র লইয়াও যে স্থান অবরোধ করিতে পারিবেন না,—যথা সাম্রাজ্যের সমস্ত উপকূলভাগ—তাহাও তিনি অবরুদ্ধ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

"৭। ইংলণ্ডের এই প্রকার অবরোধের অর্থ বিভিন্ন দেশের পরস্পরের সহিত সংস্রবরোধ এবং ইউরোপীয়

মহাদেশের শ্রম-শিল্প বিনষ্ট করিয়া ইংলণ্ডের শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতিবিধান।

"৮। অতএব এইরূপ অবস্থায় ইউরোপীয় ভূখণ্ডের যে কোন জাতি ইংরাজের পণ্যদ্রব্য ব্যবহার করিবে, সেই জাতিই ইংরাজের উদ্দেশ্যসাধনের সহায়তা দ্বারা তাঁহাদের প্রশ্রয় দান করিতেছে—ইহাই ধরিয়া লইতে হইবে।

"৯। ইংলণ্ডের এই ব্যবহার বর্ব্বরতার প্রথম অবস্থায় শোভা পাইত, এখন ইহা দ্বারা তাঁহার যতই স্থবিধা হউক, ইহাতে অন্যান্য জাতির ক্ষতি হইতেছে।

"১০। শত্রু যখন সামাজিক সভ্যতার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক ন্যায়ধর্ম্ম, উদারতা পরিহার করে, তখন তাহার মতই অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক তাহার পথরোধ করা কর্ত্তব্য, ইহা একটি স্বাভাবিক নিয়ম।

"স্থতরাং ইংলণ্ড আমাদের উপর যে বিধান প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, আমরাও ইংলণ্ডের প্রতি সেই বিধান প্রয়োগ করিলাম।

এতদনুসারে স্থির হইল যে,—

"১। বৃটিশ-দ্বীপ অবরুদ্ধ হইয়াছে, এই কথা ঘোষণা করা হইল।

"২। বৃটিশ-দ্বীপের সহিত বাণিজ্য, কি সংবাদাদি আদান-প্রদান সমস্ত কার্য্য বন্ধ করা হইল। অতএব ইংলণ্ড-দেশের জন্য যে সকল পত্রাদি কি পুলিন্দা থাকিবে, ইংলণ্ড-দেশের না হইয়া যদি তাহা অন্য কোন দেশের প্রবাসী ইংরাজেরও হয়, এমন কি, যদি ইংরাজী ভাষায় সেই পত্র কি পুলিন্দার শিরোনামা লেখা থাকে, তাহা সরকারের বাজেয়াপ্ত হইবে।

"৩। ইংলণ্ডের যে কোন অধিবাসী, তা তিনি যতই পদস্থ লোক হউন,ফরাসী-সৈন্য কিংবা ফ্রান্সের মিত্ররাজগণের সৈন্যমণ্ডলীর অধিকারভুক্ত স্থানে পদার্পণমাত্র বন্দী হইবেন।

"৪। ইংরাজের বা ইংলণ্ডীয় উপনিবেশবাসিগণের যে কোন শিল্পদ্রব্য বা সম্পত্তি লুণ্ঠনযোগ্য সামগ্রী বলিয়া পরিগণিত হইবে।

"৫। ইংলণ্ডের পণ্যদ্রব্য লইয়া বাণিজ্য করা রহিত হইল। ইংলণ্ড বা ইংলণ্ডীয় উপনিবেশসমূহের উৎপন্ন সমস্ত দ্রব্যই লুণ্ঠনোপযোগিরূপে গণ্য হইবে।

"৬। ইংলণ্ডের এই সকল পণ্যদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহার অর্দ্ধাংশের মূল্য ইংলণ্ডের হস্তে নিগৃহীত বা হৃতসর্ব্বস্ব বণিক্গণকে তাহাদিগের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রদান করা হইবে।

"৭। এই নিয়ম প্রচারের সময় হইতে ইংলণ্ডের কিংবা তাহার উপনিবেশ-সমূহের কোন জাহাজ কোন বন্দরে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

"৮। যে কোন জাহাজ প্রচ্ছন্নভাবে এই বিধি লঙ্ঘনের চেষ্টা করিবে, তাহা তৎক্ষণাৎ গবর্ণমেণ্টে বাজেয়াপ্ত করা হইবে; কি ইংরাজের জাহাজ, কি অন্যজাতির জাহাজ, সকলের প্রতি এ নিয়ম প্রয়োগ হইবে।

"৯। আমাদের সাম্রাজ্যে কিংবা ফরাসী-সৈন্য-বিরাজিত কোন রাজ্যে এই সমস্ত বিধানের প্রযোজ্যতা সম্বন্ধে কোন প্রকার মতদ্বৈধ উপস্থিত হইলে পারিসের 'প্রাইজ কোর্ট' নামক বিচারালয়ে সেই দ্বন্দ্বের মীমাংসা হইবে। ইতালী-রাজ্যে এরূপ কোন বৈষম্য উপস্থিত হইলে মিলানের 'প্রাইজ কোর্টে' তাহার বিচার হইবে।

"১০। আমাদের পররাষ্ট্রসচিব বর্ত্তমান বিধান স্পেন, নেপলস্, হলাণ্ড এবং ইট্রুরিয়ার রাজগণের ও আমাদের অন্যান্য সহযোগিবর্গের গোচর করিবেন, কারণ, তাঁহাদের প্রজাবর্গও আমাদের প্রজাপুঞ্জের ন্যায় ইংলণ্ডের বর্ব্বরতায় ও অন্যায়াচরণে অনেক অস্থবিধা সহ্য করিতেছে।

"১১। আমাদের বৈদেশিক, সামরিক, সামুদ্রিক, রাজস্ববিষয়ক, শান্তিরক্ষা-সম্বন্ধীয় মন্ত্রিগণকে ও ডাকবিভাগের অধ্যক্ষগণকে বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, তাঁহারা বর্ত্তমান বিধান যথারীতি পালন করিবেন।

(স্বাক্ষর) নেপোলিয়ান।"

নেপোলিয়ানের এই কঠিন বিধান কেহ কূটরাজনীতিক চা'ল বলিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন, কেহ ইহাকে পরিপূর্ণ যথেচ্ছাচারের নিদর্শন বলিয়া ইহার যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিয়াছেন। যাহাই হউক, ইহা যে লাঠির উপর লাঠি, এ কথা অসঙ্কোচে বলা যায়। তবে ইহা বৈধ বা যুক্তিসিদ্ধ হইয়াছিল কি না, সে আলোচনা এখানে নিষ্ফল। এই বিধানবলে নেপোলিয়ান ইউরোপীয় ভূখণ্ডের পণ্যদ্রব্য-সমূহকে ধনগর্ব্বিত ইংলণ্ডের মুখাপেক্ষতা হইতে মুক্ত করিবার আশা করিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর ফ্রান্সে ইক্ষুর শর্করার পরিবর্ত্তে বিটের শর্করার প্রচলন হইয়াছিল।

'বার্লিন ডিক্রি' প্রকাশিত হইবার দুই দিন পরে নেপোলিয়ান জুনোকে লিখিয়াছিলেন, "তোমার পরিবারস্থ মহিলাগণ যাহাতে সুইজারল্যাণ্ডের চা ব্যবহার করেন, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। ইহা চীনদেশজাত চা অপেক্ষা কোন অংশে অপকৃষ্ট নহে। চিকরি হইতে যে কাফি উৎপন্ন হয়, তাহা আরবের কাফি অপেক্ষা মন্দ নহে, অন্তঃপুরে এই সকল জিনিষ চালাইবে। আরও দেখিবে, অন্তঃপুরচারিকাগণের পরিচ্ছদ যেন কোন ইংলণ্ডীয় পণ্যদ্রব্য দ্বারা নির্ম্মিত না হয়। যদি আমার প্রধান কর্ম্মচারিগণ এ বিষয়ের পথপ্রদর্শক না হন, তাহা হইলে আর কে আমার অবলম্বিত পন্থার অনুসরণ করিবে? ইহা ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে জীবন-মরণ লইয়া বিরোধ। আমার অমাত্য ও পারিষদ্‌বর্গ অবশ্যই উৎসাহের সহিত আমার উদ্দেশ্যের পোষকতা করিবেন।"

১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এক নিয়ম জারি করিয়াছিলেন যে, অতঃপর এল্‌বা হইতে ব্রেষ্ট পর্য্যন্ত প্রত্যেক উপকূল, বন্দর এবং নদীপথ প্রকৃতপক্ষে অবরুদ্ধ হইল। 'বার্লিন ডিক্রি' ইহারই উত্তর।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ইংলণ্ড আর একটি নিয়ম জারি করিলেন। নিয়মটি এই,—"কোন ফরাসী বা ফরাসী গবর্ণমেণ্টের সহযোগিগণের জাহাজ বাণিজ্যের জন্য এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে যাইতে পারিবে না। ইংরাজের জাহাজ-সমূহের কাপ্তেনগণকে এই আদেশ করা যাইতেছে যে, যদি নিরপেক্ষ জাতিসমূহের জাহাজ কোন বন্দর হইতে অন্য বন্দরে যাতায়াত করে, তবে তাহাদিগের গতিরোধ করিতে হইবে। যদি তাহারা ইংরাজ জাহাজের কাপ্তেনগণের আদেশ অগ্রাহ্য করে, তবে তাহা রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে।"

কয়েক মাস পরে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ১১ই নবেম্বর ইংলণ্ড "ফ্রান্সের ও তাঁহার সহযোগিগণের অধিকৃত সমস্ত বন্দর অবরুদ্ধ করা হইল," এই মর্ম্মে এক আদেশ প্রচার করিলেন। তদনুসারে স্থির হইল, তদ্দেশজাত কিংবা তাহাদের উপনিবেশসমূহের উৎপন্ন পণ্যদ্রব্যরাজি কোথাও রপ্তানী হইতে পারিবে না, হইলে তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে।

বার্লিন পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে নেপোলিয়ান তাঁহার সমরসচিবকে লিখিলেন, "আমি এখন যে ভাবে কাজ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছি, পূর্ব্বে আর কখন সেরূপ হই নাই। কখন তেমন কল্পনাও করি নাই। এখন হইতে আমি সর্ব্বপ্রকার ঘটনাস্রোতের প্রতিকূলে দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান হইলাম।" ফ্রান্সের মন্ত্রিসভায় তিনি লিখিলেন, "ইউরোপের রাজগণ ফ্রান্সের উদারতার প্রতি এ পর্য্যন্ত কিরূপ প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। যখন এক দল যুদ্ধক্ষেত্রে পরাস্ত হইয়াছে, তখনই আর এক দল সংগঠিত হইয়াছে। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে এক দল পরাজিত হইল, ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে আর এক দলের সহিত আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইল। জলে স্থলে সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা বিজিত রাজ্যসমূহ আমাদের অধিকারভুক্ত করিয়া রাখিব, ভবিষ্যতে ফ্রান্সের উদারতা হ্রাস করাই কর্ত্তব্য হইবে। ইংলণ্ড অন্যান্য জাতির অধিকারের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক পৃথিবীর এক অংশের বাণিজ্য রোধ করিয়াছেন, আমরাও ইংলণ্ডের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিব। এজন্য আমাদিগকে যতদূর সম্ভব দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে হইবে। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া ভিন্ন যখন আমাদের গত্যন্তর নাই, তখন আমরা শেষ পর্য্যন্ত দেখিব, মধ্যপথ হইতে আর প্রত্যাবর্ত্তন করা হইবে না। যাহাতে ইউরোপে দীর্ঘকালব্যাপী সার্ব্বজনীন শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার উপায় করিয়া তবে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব।"

নূতন সমরায়োজনের জন্য অতঃপর নেপোলিয়ানকে অত্যন্ত গুরুতর পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইতে হইল। বার্লিন হইতে ওয়ার্‌স প্রায় চারি শত মাইল; এখানে শত্রুগণ রণসজ্জা করিয়াছিল। তুষারময় মেরুপ্রদেশের নিদারুণ শৈত্যে এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করা কিরূপ কঠিন, তাহা নেপোলিয়ান অনুভব করিলেন। ইহার উপর ভিস্তুলা নদীর উভয় তীরে রুসীয় ও প্রুসীয়গণের এক লক্ষ বিংশতি সহস্র সৈন্যের সমবেত হইবার সম্ভাবনা ছিল।

পোলাণ্ডকে নির্জ্জীব রাজ্য দেখিয়া রুসিয়া, প্রুসিয়া ও অষ্ট্রিয়া তাহা আপনাদিগের মধ্যে বিভক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। যে অংশ প্রুসিয়ার গ্রাসে নিপতিত হইয়াছিল, নেপোলিয়ান সেই অংশে উপস্থিত হইলে পোলাণ্ডের অধিবাসিবৃন্দ মহা উৎসাহভরে তাঁহার উদ্যত পতাকামূলে সমবেত হইল। রাজ্যের নায়কগণ একবাক্যে নেপোলিয়ানকে তাঁহাদের উদ্ধারকর্ত্তা জ্ঞানে তাঁহার অভিনন্দন করিতে

লাগিলেন। পোলগণ তাহাদের সম্পত্তি ও জীবন তাঁহার হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক অত্যাচারীর হস্ত হইতে তাহাদিগকে উদ্ধারের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল। নেপোলিয়ান রাজ্যের যে স্থানেই পদার্পণ করেন, সেই স্থান হইতেই তাঁহার জয়ধ্বনি উত্থিত হইয়া আকাশ প্রতিধ্বনিত করিল। স্বাধীনতা-লাভের নিমিত্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া তাহাদের জন্য নেপোলিয়ানকে অস্ত্রধারণে উত্তেজিত করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিল। নেপোলিয়ান কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পোলাণ্ডের রাজধানী ওয়ার্‌স হইতে নগরবাসিগণের এক আবেদনপত্র তাঁহার হস্তগত হইল। এই আবেদনপত্রে নেপোলিয়ানকে অনুরোধ করা হইয়াছিল, যেন তিনি পোলাণ্ড ফরাসী-অধিকারভুক্ত করিয়া তাঁহার নিজের বংশীয় কোন ব্যক্তিকে পোলাণ্ডের সিংহাসনে সংস্থাপন করেন। পোলগণ একবাক্যে তাঁহার অধীনতা-পাশ পুষ্পমালার ন্যায় কণ্ঠে ধারণ করিতে সম্মত হইল।

নেপোলিয়ান পোলগণকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, "ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ পোলাণ্ডকে যে ভাবে ভাগ করিয়া লইয়াছেন, ফ্রান্স কখন তাহার সমর্থন করে নাই। তথাপি আমি তোমাদিগের পক্ষসমর্থন করিতে পারি না—যতক্ষণ তোমরা অস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক তোমাদের সর্ব্বস্ব, এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত না হও। তোমরা গৃহবিচ্ছেদের প্রাবল্যে তোমাদের স্বদেশের স্বার্থের কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছ। এখন বিপদ্ বুঝিতে পারিতেছ; অতএব হিংসাবিদ্বেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেশের মঙ্গলার্থ সকলে একপ্রাণ হও, পৃথিবীর নিকট প্রমাণ কর, আজ সমস্ত পোলাণ্ড নববলদৃপ্ত জাতীয় জীবনের বহ্নিস্ফুরণে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে।"

যাঁহারা নেপোলিয়ানের নিকট আবেদনপত্র-হস্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা নেপোলিয়ানের নিকট হইতে প্রস্থান করিলে, নেপোলিয়ান বলিলেন,—"আমি এই পোলদিগের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। তাহাদের উৎসাহ প্রশংসনীয়। আমার ইচ্ছা, আমি তাহাদিগের হস্তে স্বাধীনতা প্রদান করি; কিন্তু তাহা বড় সহজসাধ্য কার্য্য নহে, এই পোলাণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া অনেকেই গ্রাস করিয়াছে; অষ্ট্রিয়া আছে, রুসিয়া আছে, প্রুসিয়া আছে, সকলের বদনেই এক এক খণ্ড পড়িয়াছে। তাহার পর যদি একবার আগুন জ্বলিয়া উঠে, তাহা হইলে কোথায় গিয়া তাহা নির্ব্বাপিত হইবে, তাহা কে বলিবে? আমার প্রথম কর্ত্তব্য ফ্রান্সের হিতসাধন। পোলাণ্ডের হিতার্থে আমি ফ্রান্সদেশের স্বার্থ নষ্ট করিতে পারি না। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে, আমাদিগকে সময়ের উপর নির্ভর করিতে হইবে। কাল আমাদিগকে যথাস্থানে পরিচালিত করিবে।"

এই সময়ে নেপোলিয়ানের অবস্থা যে বিশেষ সঙ্কটজনক হইয়া উঠিয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; তিনি তখন ফ্রান্স-ভূমি হইতে শত শত ক্রোশ দূরে অবস্থিত; তাঁহার চতুর্দ্দিকে তুষারাবৃত মেরুপ্রদেশ। রুসিয়া অগণ্য সৈন্য লইয়া তাঁহার উত্তরে রণসজ্জা করিতেছে, পরাজিত প্রুসিয়া নিদারুণ ক্রোধ ও অপমানে হৃদয়ে সহস্র বৃশ্চিক-দংশন-জ্বালা বহনপূর্ব্বক অপমানের প্রতিফল প্রদানের জন্য পশ্চাদ্ভাগে প্রস্তুত হইতেছে। অন্যদিকে অষ্ট্রিয়া অশীতিসহস্র রণনিপুণ সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি আক্রমণের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছে। নেপোলিয়ান সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার সামান্য পদস্খলনমাত্র তিন মহাশত্রু তিন দিক্ হইতে গর্জ্জনপূর্ব্বক তাঁহার উপর লম্ফ দিয়া পড়িবে। ফরাসী সৈনিকগণের হৃদয়শোণিতে উত্তর মেরুর হিমানীমণ্ডিত শুভ্র সমতলক্ষেত্র সুরঞ্জিত হইবে, তুষাররাশি ভেদ করিয়া সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্বদেশে প্রত্যাগমন করা কাহারও সাধ্য হইবে না। তাহার পর সকলের অপেক্ষা প্রবল শত্রু ইংলণ্ড; সেই বিপৎকালে তাঁহাকে আক্রমণপূর্ব্বক তাঁহার সমস্ত পূর্ব্বগৌরব ধ্বংস করিবে। এখন কর্ত্তব্য কি?

নেপোলিয়ান বুঝিলেন, পোলাণ্ডের স্বাধীনতা প্রদান করিলে তিনি প্রায় দুই কোটি পোলাণ্ডবাসীকে তাঁহার পতাকামূলে সমবেত দেখিতে পাইবেন, তাঁহার প্রতি তাহারা কৃতজ্ঞতা বিস্মৃত হইবে না; কিন্তু তিনি ইহাও বুঝিলেন যে, তাঁহার এই কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিলে রুসিয়া, প্রুসিয়া ও অষ্ট্রিয়ার ক্রোধের সীমা থাকিবে না। তখন সন্ধির সুদূর-সম্ভাবনাও ব্যর্থ হইয়া যাইবে। নেপোলিয়ান সন্ধির জন্যই সর্ব্বাপেক্ষা উৎসুক ছিলেন, শান্তিস্থাপনের কামনাই তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হইয়াছিল। সুতরাং অনেক চিন্তার পর তিনি পোলদিগকে জ্ঞাত করিলেন যে, ফ্রান্স ইউরোপীয় রাজন্য-বর্গের সহিত নূতন করিয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা

করেন না। তাই তিনি বলিলেন, "আমি এখানে আমার বংশীয় কোন ব্যক্তির জন্য সিংহাসন প্রার্থনা করিতে আসি নাই, আমার সিংহাসনের অভাব নাই।"

অতঃপর নেপোলিয়ান ভিস্তুলা নদীর তীরাভিমুখে তাঁহার সৈন্যগণকে পরিচালিত করিলেন। তখন ডিসেম্বর মাস উপস্থিত হইয়াছিল, ডিসেম্বরের প্রচণ্ড শীতে উত্তর মেরুর সন্নিকটস্থ প্রদেশের অবস্থা কিরূপ ভীষণভাব ধারণ করে, তাহা আমাদের এই সমশীতোষ্ণমণ্ডলের অধিবাসিগণ কল্পনাও করিতে পারেন না, বর্ণনা দূরের কথা। পথ-ঘাট সমস্ত তুষাররাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল; তাহা ভেদ করিয়া অগ্রসর হওয়া কেবল কঠিন নহে, সেই নিদারুণ শীতে বক্ষের স্পন্দন স্তব্ধ হইয়া যায়, দেহের রক্ত জমিয়া যায়। ঘনবাষ্পে আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন, সূর্য্যের মুখ দেখিবার সম্ভাবনা নাই, প্রকাণ্ড অরণ্যানীসমূহ নিষ্পত্র, তুষারের শুভ্রবাস পরিধানপূর্ব্বক ভীষণদর্শন উর্দ্ধবাহু প্রেতের ন্যায় বহু যোজন ব্যাপিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তুষারাবৃত শুভ্র সমতলক্ষেত্র মরুভূমি অপেক্ষাও ভীষণভাব ধারণ করিয়াছে। কোন দিকে জীবজীবনের চিহ্নমাত্র নাই; তরু নাই, তৃণ নাই, নেত্রতৃপ্তিকর কোন দৃশ্যবৈচিত্র্য নাই। তুষার—তুষার—তুষার, অনন্ত তুষারসমুদ্র। কিন্তু তথাপি জীবনের মমতা বিসর্জ্জন দিয়া জিগীষু ফরাসীসৈন্যগণ আর একবার ইউরোপের সমবেত শক্তিপুঞ্জের সম্মিলিত সিংহাসনে কলঙ্কের ছাপ অঙ্কিত করিবার জন্য দৃঢ়পদে, প্রাণপণে অগ্রসর হইল। শত্রুগণ মধ্যে মধ্যে দলবদ্ধভাবে আসিয়া তাঁহাদের গমনে বাধা প্রদান করিতে লাগিল, কিন্তু ঝটিকাবেগে শুষ্ক বৃক্ষপত্রের ন্যায় তাহারা ফরাসীসৈন্যের প্রবল পরাক্রমে দূরে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। নেপোলিয়ানের কামানসমূহ ভীষণ গর্জ্জনে সেই মেরুপ্রদেশের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শত্রুসৈন্যের উপর কালানল বর্ষণ করিতে লাগিল। তাঁহার গমনে বাধাদান করিতে কাহারও সামর্থ্য হইল না। জানুয়ারী মাসের প্রথমে নেপোলিয়ান সসৈন্যে ভিস্তুলা নদীর মহারণ্যে প্রবেশ করিলেন।

ভিস্তুলা নদীর বামতীরে এক শত পঞ্চাশ মাইল স্থান নেপোলিয়ানের সৈন্যগণের শিবিরে পূর্ণ হইল। এই সকল সৈন্য নদীর পারযোগ্য স্থান সকল এমনভাবে আয়ত্ত করিয়া রাখিল যে, তাহাদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করা কাহারও পক্ষে সম্ভবযোগ্য রহিল না। ফরাসী সৈন্যগণ শীতের দুঃসহ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য অরণ্যের বৃক্ষ কাটিয়া তদ্দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিল। শিবিরগুলি এ ভাবে সংস্থাপিত হইল যে, তাহা দেখিলে একটি শান্তসুন্দর তপোবন বলিয়া অনুভূত হইত। সৈন্যগণ প্রসন্নচিত্তে কালাতিপাত করিবার জন্য নানা প্রকার সামরিক ক্রীড়া ও ব্যায়ামে প্রবৃত্ত হইল। নেপোলিয়ান ফরাসী সৈন্যগণের সুবিধার জন্য নানা আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাদের সুখশান্তির প্রতি সম্রাটের এরূপ ঐকান্তিক যত্ন দেখিয়া সৈন্যগণের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। নেপোলিয়ান নিজের আহার-নিদ্রা, আরাম-বিরাম সমস্ত বিস্মৃত হইয়া দিবারাত্রি সেনানিবাসের চতুর্দ্দিকে সৈন্যদিগের অভাব ও অভিযোগ জ্ঞাত হইবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; ঝটিকা, বৃষ্টি, তুষারপাত, কিছুই তিনি গ্রাহ্য করিলেন না। এমন অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতে পূর্ব্বে তাঁহাকে কেহ দেখে নাই। ফরাসীসৈন্যগণ 'যমদ্বারে মহাঘোরে' সেই ভিস্তুলা-বৈতরণী-তীরে আসিয়াও দেখিল, তাহাদের সম্রাট্ তাহাদের পিতার স্থান অধিকার করিয়া তাহাদের সকল অসুবিধা-অভাব দূর করিবার জন্য নিয়ত প্রস্তুত রহিয়াছেন। নেপোলিয়ানের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসে তাহাদের বীরহৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তাহারা তাহাদের সুনিশ্চিত মৃত্যুভয় বিস্মৃত হইল।

সৈন্যগণ নেপোলিয়ানের অদ্ভুত দূরদৃষ্টির কথা চিন্তা করিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। তাহারা দেখিল, কোন কুহকমন্ত্রবলে তাহাদের শীত-কষ্ট-প্রশমনের জন্য লক্ষ লক্ষ বোতল সুরা সেই তুষারমেরুর মধ্যে আনীত হইয়াছে, যুদ্ধের জন্য পর্য্যাপ্ত গোলাগুলী, বারুদ সঞ্চিত রহিয়াছে, প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট খাদ্য ও উত্তপ্ত শয্যাও সংগৃহীত হইয়াছে। পীড়িত ও আহত সৈন্যগণের বিশেষ যত্নের সহিত পরিচর্য্যা হইতে লাগিল। সৈন্যগণের জন্য ওয়ার্স নগরেই ছয় সহস্র শয্যা সংগ্রহ করা হইয়াছিল, এতদ্ভিন্ন প্রোম, প্রোসেন এবং ভিস্তুলা ও ওডার নদীদ্বয়ের তীরবর্ত্তী বহুস্থানে এই পরিমাণ শয্যা সৈন্যগণের জন্য সঞ্চিত ছিল। রোগী ও আহত সৈন্যগণের জন্য প্রতি হাঁসপাতালে অতি সুকোমল, স্থূল ও উষ্ণ পশমের গদী রক্ষিত হইয়াছিল। নেপোলিয়ান প্রুসীয়গণের ত্রিশ সহস্র তাম্বু লুণ্ঠন করিয়াছিলেন; তাহাই কর্ত্তন করিয়া সৈন্যগণের ব্যাণ্ডেজ ও শয্যা

রচিত হইতে লাগিল। প্রত্যেক হাঁসপাতাল পরিদর্শনের জন্য এক এক জন পরিদর্শক নিযুক্ত হইল, তাহাদের হস্তে রোগিগণের ইচ্ছানুরূপ ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য যথেষ্ট অর্থ প্রদান করা হইল। মৃত কিংবা মৃতপ্রায় সৈনিকদিগের পারমার্থিক কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক হাঁসপাতালে এক এক জন ধর্ম্মযাজক নিযুক্ত রাখা হইল। পীড়িতদিগের প্রতি যথোপযুক্ত যত্ন প্রদর্শন করা হইতেছে কি না, তাহা সম্রাট্-সদনে জ্ঞাপন করিবার ভারও এই ধর্ম্মযাজকগণের উপর প্রদত্ত হইল। সৈন্যগণের সহিত নেপোলিয়ান সমান কষ্ট সহ করিতে লাগিলেন; একখানি কুটীরে তিনি অবস্থান করিতেন, সেই ক্ষুদ্র ঘরখানিতে অর্দ্ধপৃথিবীর অধীশ্বরের আহার, নিদ্রা, দরবার সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইত। অসাধারণ উৎসাহ ও পরিশ্রমের সহিত তিনি স্বয়ং প্রত্যেক কর্ম্ম পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

নিদারুণ ঝটিকা ও দুঃসহ শীত বহন করিয়া জানুয়ারী মাস ধীরে ধীরে অতিবাহিত হইল। ফেব্রুয়ারী মাস আসিল, শীতের প্রচণ্ডতা সমধিক বর্দ্ধিত হইল, পোলাণ্ডের বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র অবিচ্ছিন্ন তুষাররাশিতে শুভ্রবেশ ধারণ করিল, তুলারাশির ন্যায় তুষারকণা-বর্ষণে আকাশ নিরন্তর আচ্ছন্ন রহিল। ফরাসী সৈন্যগণ সকল কষ্ট অম্লানবদনে সহ্য করিয়া এই ভয়ানক সময়ে ভিস্তুলার নিরানন্দময় অরণ্য-সমাচ্ছন্ন তীরভূমিতে কালাতিপাত করিতেছে—এ দৃশ্য সুখাভিলাষী ইউরোপের চক্ষে অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, ইউরোপবাসিগণ সবিস্ময়ে লক্ষ লক্ষ ফরাসীসৈন্যের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল, রুসীয় সম্রাটের সৈন্যগণ তুষারময় মেরুপ্রদেশেই বর্দ্ধিত ও শীতের তাড়না সহ্য করিতে অভ্যস্ত, তাহারা সম্রাট্ আলেকজান্দারের পতাকামূলে মহা উৎসাহে সমবেত হইয়া নেপোলিয়ানকে আক্রমণের জন্য উদ্যত হইল। রুসীয় সম্রাট্ তাহাদিগকে নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিলেন। নেপোলিয়ান অত্যন্ত সতর্কভাবে কালযাপন করিতেছিলেন, তিনি রুসীয় সম্রাটের আক্রমণে বাধাদানের জন্য প্রস্তুত হইলেন। শিবির পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি রণযাত্রা করিলেন এবং মধ্যপথেই রুসীয় সৈন্যগণকে মহাবেগে আক্রমণ করিলেন। রুসীয় সৈন্যমণ্ডলী তাঁহার দ্বারা এই ভাবে আক্রান্ত হইবে, ইহা কোন দিন চিন্তা করে নাই।

যুদ্ধের পর যুদ্ধ—ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। রুসীয় সৈন্যগণ মহাপরাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল, রুসীয় সাম্রাজ্যের অদূরে উপস্থিত হইয়া দাম্ভিক বৈরী যে তাহাদের সম্রাটের গৌরবোজ্জ্বল সিংহাসনে পরাজয়ের কলঙ্ক-ছাপ দিয়া যাইবে, এ কল্পনাও তাহাদের অসহ্য; কিন্তু ফরাসী সৈন্যগণ অদম্য উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল। তাহাদিগকে পরাস্ত করা সহজ হইল না; জীবনের আশা পরিহার করিয়া নেপোলিয়ানের অমানুষিক বিক্রমে ও তেজে পরিপূর্ণ হইয়া, তাহারা শত্রুসৈন্য-ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইল। প্রত্যেক অরণ্য, প্রত্যেক গিরিপথ, তুষারাবৃত দুর্গম নদীতীর, সর্ব্বস্থানে রুসীয়গণ তাহাদের কালানলবর্ষী কামান সংস্থাপনপূর্ব্বক ফরাসী সৈন্যগণের উপর অশ্রান্তবেগে গোলাগুলী বর্ষণ করিতে লাগিল। সেই দুঃসহ অনলবর্ষণ বক্ষে ধারণপূর্ব্বক নেপোলিয়ান-পরিচালিত অমিততেজা ফরাসী সৈন্যগণ প্রবলবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহাদের মৃতদেহে ধরাতল আচ্ছন্ন হইয়া গেল, তাহাদের উত্তপ্ত হৃদয়শোণিতে শুভ্র তুষাররাশি লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। আহত সেনানীবৃন্দ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে মর্ম্মভেদী করুণ আর্ত্তনাদে প্রাণের অসহ্য যন্ত্রণা পরিব্যক্ত করিতে লাগিল, তাহার পর ঝটিকাতাড়িত তুষাররাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। কত সৈনিকদেহ তুষারস্রোতে ভাসিয়া নদীগর্ভে অকালে সমাহিত হইল, তাহার সংখ্যা নাই। শীতের সুদীর্ঘ ভীতিপ্রদায়িনী, দুঃসহ রাত্রি সমরপ্রবৃত্ত সৈন্যগণের মস্তকের উপর ঘনাইয়া আসিল। সৈন্যগণের অগ্নিকুণ্ডস্থ অগ্নিরাশির পীত আভা ক্রোশের পর ক্রোশ ধরিয়া বরফাবৃত উপত্যকা ও গিরিশৃঙ্গে প্রতিফলিত হইয়া প্রলয়ঙ্করী মহাকালীর ত্রিনেত্র-শিখার ন্যায় ভীষণ শোভা বিকাশ করিতে লাগিল। রণশ্রান্ত সৈন্যগণ বিশ্রামার্থ নৈশ অন্ধকারের মধ্যে মুক্ত-প্রান্তরে সুবিস্তীর্ণ বরফরাশির উপর দেহভার প্রসারিত করিল। ঊর্দ্ধে অনাবৃত অনন্ত বিস্তৃত তুষারাচ্ছন্ন আকাশ, পরিশ্রান্ত ধরাশায়ী সেনাদলের দেহের উপর অশ্রান্তভাবে তুষারপাত হইতে লাগিল।

এক দিন রাত্রে নেপোলিয়ান একটি জীর্ণ কুটীরে বাস করিতেছিলেন, ক্ষুদ্র গৃহের মধ্যে তাঁহার খাটিয়া প্রসারিত ছিল, তিনি পাঁচমিনিটের মধ্যে আহার শেষ করিলেন, একডিস্ অতি সামান্য খাদ্যদ্রব্যে তাঁহার ক্ষুন্নিবারণ করিতে হইল।

আহার শেষ হইলে তিনি তাঁহার তোয়ালেখানি গোলাকারে পাকাইয়া তাহা কৌতুকভরে তাঁহার প্রিয় ভৃত্য কনস্টান্টের মস্তকে ছুড়িয়া মারিলেন,—বলিলেন, "তাড়াতাড়ি আমার রাজভোগের উচ্ছিষ্ট সরাইয়া লইয়া যা।"—তাহার পর তিনি মেঝের উপর প্রুসিয়ার একখানি মানচিত্র প্রসারিত করিয়া মনোযোগের সহিত তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার সৈন্যগণ কোন্ পথে কি ভাবে অগ্রসর হইতেছে, তাহাই পিন দ্বারা চিহ্নিত করিলেন এবং তাঁহার পার্শ্বচর কলেনকোর্টকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন,—"দেখ, আমি রুসীয়গণকে ঠিক এই এই স্থানে পরাস্ত করিব। তিন মাসের মধ্যে রণজয় শেষ হইবে। রুসীয়গণকে সমুচিত শিক্ষা দান করিতে হইবে, প্রুসিয়ার সুন্দরী রাজ্ঞীরও কিছু শিক্ষালাভ হওয়া আবশ্যক, উপদেষ্টাগণকে কখন কখন তাহাদের উপদেশের জন্য দক্ষিণা প্রদান করা উচিত। আর যে সকল রমণী তাহাদের স্বাভাবিক কোমলতা ও সাধুতা ত্যাগ করে, আমি তাহাদিগকে একেবারেই দেখিতে পারি না। স্ত্রীলোক হইয়া যুদ্ধ বাধায়! মনুষ্যগণের পরস্পরের কণ্ঠচ্ছেদনের জন্য তাহাদিগকে উত্তেজিত করে! কি লজ্জা! প্রুসীয় রাজমহিষী বড় খেলা খেলিতেছেন, কিন্তু এ খেলায় তাঁহাকে রাজ্য হারিতে হইবে।"

এই সময়ে একজন দ্বারবান্ আসিয়া নেপোলিয়ানের হস্তে কয়েকখানি অতি আবশ্যকীয় পত্র প্রদান করিল। নেপোলিয়ান দ্রুতদৃষ্টিতে তাহা পাঠ করিলেন, তাহার পর ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "এই সকল জরুরী সংবাদ আসিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়াছে। ইহার কারণ কি? সংবাদবাহক কর্ম্মচারীকে বল, আমি তাহার সহিত দেখা করিতে চাই।"

সংবাদবাহক কর্ম্মচারী সম্রাট-সমীপে উপস্থিত হইবামাত্র নেপোলিয়ান তাহাকে কঠোরস্বরে বলিলেন,—"এই সকল সংবাদ কখন্ তোমার হস্তগত হইয়াছে?"

"সম্রাট্, আজ রাত্রি আটটার সময় আমি এই পত্র পাইয়াছি।"—সংবাদবাহক কম্পিতকণ্ঠে এই উত্তর করিলেন।

"অশ্বারোহণে তোমাকে কত ক্রোশ পথ আসিতে হইয়াছে?"—সম্রাটের দ্বিতীয় প্রশ্ন।

"আজ্ঞে, তা ঠিক বলিতে পারি না।"

সম্রাট্ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "বলিতে পার না? তোমার—একজন সংবাদ-বাহকের এ কথা জানা উচিত ছিল; তুমি জান না, কিন্তু আমি জানি। তোমাকে সাতাইশ মাইল পথ আসিতে হইয়াছে, তুমি রাত্রি আটটার সময় রওনা হইয়া আসিয়াছ, ঘড়ি খুলিয়া দেখ, এখন সময় কত?"

"রাত্রি সাড়ে বারোটা। মহাশয়, পথ বড় দুর্গম, স্থানে স্থানে বরফরাশি এমন ভাবে জমিয়া গিয়াছে যে, তাহা পার হইয়া—"

"অতি অকিঞ্চিৎকর আপত্তি, আমি তোমার ও আপত্তি শুনিতে চাহি না, এখন যাও, আমার আদেশপালনের জন্য প্রস্তুত থাক।"

সংবাদ-বাহক কর্ম্মচারী নতমস্তকে ধীরে ধীরে সম্রাটের সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিলেন। সম্রাট তখন তাঁহার সহচরের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এই আলস্যপ্রিয় মন্থরগতি ভদ্রলোকটির কিছু উত্তেজনার আবশ্যক। আমি তাহাকে যে ভর্ৎসনা করিলাম, তাহাতেই সে সায়েস্তা হইয়া এখন হইতে খুব জোরে ঘোড়া ছুটাইবে। দেখা যাক্, আমার উত্তর দুই ঘণ্টার মধ্যে সেখানে পৌঁছান আবশ্যক; এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলে চলিবে না।"

সেই সংবাদবাহক কর্ম্মচারীকে সম্রাট্ পুনর্ব্বার আহ্বান করিলেন। সম্রাট্ বলিলেন,—"এই সকল পত্র হইয়া তুমি এই মুহূর্ত্তে যাত্রা কর, খুব শীঘ্র যাওয়া চাই, সেনাপতি লাসেনের হস্তে এগুলি রাত্রি তিনটার মধ্যে পৌঁছান চাই, রাত্রি তিনটা, বুঝিয়াছ? এখন একটা বাজে।"

"সম্রাট্ অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার হস্তে যে ভার অর্পণ করিলেন, তাহা রাত্রি আড়াইটার মধ্যেই সেনাপতির হস্তগত হইবে।"—কর্ম্মচারী সসম্ভ্রমে এই উত্তর করিলেন।

"উত্তম, এখন তুমি অশ্বে আরোহণ কর।"—কর্ম্মচারী প্রস্থানোদ্যত হইলেন; সম্রাট্ বলিলেন,—একটু থাম, শোন, সেনাপতি লাসেনকে বলিবে যে, তাঁহার জয়সংবাদ তোমার দ্বারা আমার নিকট প্রেরণ করিলে আমি বিশেষ আনন্দলাভ করিব।"—সম্রাটের সেই কর্কশকণ্ঠ নারী-কণ্ঠের ন্যায় কোমল হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার কথায় সহৃদয়তা ও সহানুভূতি সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছিল। সম্রাটের এই অনুগ্রহ-কটাক্ষপাতে পত্রবাহক কর্ম্মচারীর হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি হৃষ্টচিত্তে মহা উৎসাহের সহিত বায়ুবেগে অশ্ব পরিচালন করিলেন।

বজ্রের ন্যায় কঠোর ও কুসুমের ন্যায় কোমল হইবার

ক্ষমতা নেপোলিয়ানের অসাধারণ ছিল, সেই জন্যই তিনি কর্ম্মচারিবর্গের ভয় ও ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিতেন। অপরাধিগণ নেপোলিয়ানের ব্যবহারে স্ব স্ব অপরাধের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্বয়ং ব্যথিত হইত, সম্রাটের প্রতি আক্রোশ তাহাদের মনে স্থান পাইত না।

নেপোলিয়ান অসীম বিক্রম সহকারে তাঁহার বৈরিদলকে পোলাণ্ডদেশীয় সেই ভয়ঙ্কর শীত ও তুষারপাতের মধ্যে ঝটিকা এবং মেরুপ্রকৃতির সহস্র অত্যাচার মস্তকে ধারণপূর্ব্বক দুই শত চল্লিশ মাইল দূরে বিতাড়িত করিলেন। অবশেষে সমস্ত রুসীয় সৈন্য ইলাউ-ক্ষেত্রে সমবেত হইল। সে দিন ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী। রাত্রি যেমন শীতল, সেইরূপ অন্ধকারপূর্ণ। রুসীয় সৈন্যগণ সমস্ত দিনের পথশ্রমে ক্লান্ত হইলেও পরদিন প্রভাতে যুদ্ধারম্ভের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। ইলাউয়ের সমতল-ক্ষেত্রে দুই তিন মাইল দীর্ঘ একটি নাতি-উচ্চ ভূমিখণ্ড ছিল, তাহাই সেই সুবিস্তীর্ণ, বৃক্ষাদিবর্জ্জিত,মুক্ত প্রান্তরের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছিল। প্রবল বায়ুবেগে তুষাররাশি পরিচালিত হইয়া এই উচ্চ ভূখণ্ডে সঞ্চিত হইল। জলভারাক্রান্ত মেঘসমূহ আকাশে পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, বায়ুর বেগ প্রবল হইলে তাহারা যুদ্ধোন্মত্ত দানবের ন্যায় মহাবেগে আকাশ-পথে ধাবিত হইতে লাগিল, প্রতিমুহূর্ত্তে মহাঝটিকার আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সেই সমুচ্চ ভূখণ্ডের উপর রুসীয় সৈন্যগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া যুদ্ধার্থ একটি ব্যূহরচনাপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিল। পাঁচ শত কামান শ্রেণীবদ্ধভাবে সংস্থাপিত হইল। অনন্তর পরিশ্রান্ত রুসীয় সৈন্যগণ সেই বরফাবৃত ভূমিখণ্ডেই বিশ্রামের জন্য শয়ন করিল, তাহারা সুপ্তিমগ্ন হইলে মধ্যরাত্রে প্রবল ঝটিকা তাহাদের দেহের উপর দিয়া বন্ বন্ শব্দে বহিয়া যাইতে লাগিল, দূরদূরান্তর হইতে তুলারাশির ন্যায় বরফরাশি ভাসিয়া আসিয়া তাহাদের দেহ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, তথাপি সৈন্যগণের নিদ্রাভঙ্গ হইল না, ক্রমাগত কয়েকদিনের কঠোর পরিশ্রমে তাহাদের দেহ অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ নিশীথিনীর প্রলয়ানুষ্ঠানের মধ্যে নেপোলিয়ান তাঁহার কামানসমূহের সহিত সসৈন্যে ইলাউয়ের সমতলক্ষেত্রে প্রবেশপূর্ব্বক সৈন্য-সন্নিবেশ ও কামান সংস্থাপন করিলেন। শত্রুসৈন্য ধ্বংস করিবার জন্য দুই শত সুবৃহৎ কামান যথাস্থানে স্থাপিত হইল, উর্দ্ধভূমিতলে তখন অশীতি সহস্র রুসীয় সৈন্য গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন, নিম্নে সমভূমিতে সহস্র সহস্র ফরাসী সৈন্য তুষাররাশির উপর বিশ্রাম করিতে বসিল। উভয় সৈন্যশ্রেণীর ব্যবধান-ভূমি অধিক নহে। অবিলম্বেই উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। রণজয়ের আকাঙ্ক্ষায় উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণই হৃদয়ে অসীম উত্তেজনা অনুভব করিতেছিল, অধীরচিত্তে তাহারা প্রভাতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

রাত্রির অবস্থা প্রতি মুহূর্ত্তে ভীষণতর হইয়া উঠিল। সে কি ভয়ানক রাত্রি! বোধ হইতে লাগিল, সমস্ত পৃথিবী বরফরাশিতে সমাচ্ছন্ন, অশ্রান্ত ঝটিকার বিকট হুঙ্কারে আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, ঘন কৃষ্ণমেঘ সেই ঝটিকাবেগে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া দিগ্‌দিগন্তে ধাবিত হইয়াছে, শ্মশানচারী প্রমথের লেলিহান জিহ্বার ন্যায় অগ্নিরাশির লোহিত জিহ্বা সেই নৈশ অন্ধকারের ভীষণতা শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছে, সেই অন্ধকারের মধ্যে উন্মত্ত অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যগণ স্ব স্ব স্থান অধিকার করিবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে, সহস্র সহস্র সৈন্যের যুগপৎ কণ্ঠনাদ, সহস্র সহস্র অশ্বের খুরধ্বনি, সহস্র সহস্র অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, সকল শব্দ একত্র মিশিয়া প্রেতলোকের অশ্রুতপূর্ব্ব শ্রুতিকঠোর বিকট শব্দকল্লোল সৃষ্টি করিয়া তুলিল। শত্রু-সৈন্যগণ পরস্পরের এত নিকটে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল যে, সঙ্গীন দ্বারা তাহারা পরস্পরের অঙ্গ স্পর্শ করিতে সমর্থ হইল। শীত, ক্ষুৎপিপাসা ও শ্রান্তিতে কাতর হইয়া তাহারা ক্ষণকালের জন্য বৈরিভাব বিস্মৃত হইল। তাহারা পরস্পরের প্রতি সাদর সম্ভাষণ ব্যক্ত করিল। সমস্ত আয়োজন শেষ হইলে নেপোলিয়ান মধ্যরাত্রে একখানি চেয়ারে বসিয়া এক ঘণ্টা নিদ্রিত হইলেন। তাহার পর অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক তিনি সৈন্যগণের অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কামানসমূহ হইতে যখন অগ্নিস্রোত বিনির্গত হইতে লাগিল, তখনও পূর্ব্বাকাশ পরিষ্কার হয় নাই। মুহুর্ম্মুহুঃ ভীষণ কামানগর্জ্জনে রণস্থল প্রকম্পিত হইতে লাগিল। শত শত সুদক্ষ গোলন্দাজ এককালে শত শত সুবৃহৎ কামান হইতে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল, শত শত বজ্র যেন পৃথিবীধ্বংসের জন্য একত্র ধরণীবক্ষে নিপতিত হইতেছে বলিয়া অনুভূত হইল। উভয়পক্ষের সৈন্যদলের অকম্পিত বক্ষে

ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী আসিয়া নিপতিত হইতে লাগিল; তাহাদের মস্তকে, মুখে, চোখে তুষার-বৃষ্টি বর্ষিত হইতে লাগিল। কামানোদ্গত ধূমে বায়ুমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া সেই প্রভাতকাল অন্ধকারময়ী রাত্রির ন্যায় তমোময় ভাব ধারণ করিল। বারুদের ও গন্ধকের তীব্র গন্ধে সৈন্যগণের নিশ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। অবশেষে অন্ধকার এমন গাঢ় হইয়া উঠিল যে, কামানের অগ্নিস্রোতও আর পরিদৃশ্যমান হইল না। সেই অন্ধকারমধ্যে, সেই নিশ্বাসরোধক দূষিত বায়ুস্তরের ভিতর স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া জিগীষু সৈন্যগণ পরস্পরকে পরাজিত করিবার জন্য মহাবলপরাক্রান্ত দানবগণের ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিল। এক লক্ষ চল্লিশ হাজার উন্মত্ত সৈন্য বিজয়লাভের আশায় প্রাণের মমতা পরিহার করিয়া অক্লান্তভাবে পরস্পরের উপর গুলীবর্ষণে রত রহিল। প্রভাত গেল, মধ্যাহ্ন আসিল, ক্রমে অপরাহ্নকাল উপস্থিত হইল, কিন্তু সে যুদ্ধের বিরাম নাই, যোদ্ধাগণের শ্রান্তি নাই, জীবনের প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য নাই। দিবাকর পশ্চিম-গগনান্তরালে অস্তগমন করিলেন, আবার নৈশ অন্ধকার ধরাতল সমাচ্ছন্ন করিল, চতুর্দ্দিকে অন্ধকার নিবিড়তর হইয়া উঠিল, তথাপি সৈন্যগণের প্রচণ্ডতা সমধিক বর্দ্ধিত হইল—যুদ্ধ স্থগিত রহিল না। আহার নিদ্রা ভুলিয়া সকলে সমানবেগে যুদ্ধ করিতে লাগিল। নেপোলিয়ান সেই শোণিতপ্লাবিত সমরপ্রাঙ্গণে আত্মজীবনের প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া অশ্বারোহণে সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন, কোথাও সৈন্যদলের উৎসাহের অভাব হইলে তিনি তাহাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাদিগের হৃদয়ে বৈদ্যুতিক শক্তির সঞ্চার করিতে লাগিলেন। সম্রাট্‌কে পার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিয়া ভগ্নোৎসাহ সৈন্যমণ্ডলী দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

সহসা নেপোলিয়ান শুনিতে পাইলেন, অদূরে একটি ধর্ম্মমন্দির আছে, শত্রুগণ তাহা অধিকার করিয়া লইয়াছে। তিনি বুঝিলেন, এই স্থান হস্তগত করা রণজয়ের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই দিকে অশ্ব পরিচালন করিলেন, তেজস্বী অশ্ব তাঁহার ইঙ্গিতমাত্র বায়ুবেগে ছুটিয়া চলিল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার সৈন্যগণ অগণ্য শত্রুর অশ্রান্ত গোলাবর্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পশ্চাৎপদ হইয়াছে।

নেপোলিয়ান সেই শ্রাবণের ধারাপাতের মত অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে অশ্বের গতি সংবরণ করিয়া একবার দণ্ডায়মান হইলেন, সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"কি, জনকত রুসীয়ান গ্রাণ্ড আরমির সৈন্যগণকে আজ পরাস্ত করিল? বৎসগণ! অগ্রসর হও। ঐ ধর্ম্মমন্দির আমাদিগকে অধিকার করিতে হইবে; কপালে যাহাই থাকুক, ইহা অধিকার করা চাই।"

সহস্র সমবেত-কণ্ঠে সম্রাটের জয়ধ্বনি উত্থিত হইল, সৈন্যগণ হৃদয়ে নববল পাইল, যাহারা ফিরিতেছিল, তাহারা দাঁড়াইল, তাহার পর তাহাদের সম্রাটের ও দেশের সম্মানরক্ষার আশায় জীবন পণ করিয়া অগ্নি-স্রোতের ভিতর অগ্রসর হইল। তাহারা মহাবেগে শত্রুগণের উপর নিপতিত হইল। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া নেপোলিয়ান একজন প্রাচীন সৈন্যকে দেখিলেন, তাহার মুখ বারুদে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে, শোণিতে তাহার পরিচ্ছদ রঞ্জিত, একটা গুলী আসিয়া তাহার বামহস্তখানি উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে এবং সেই ভীষণদর্শন ক্ষতস্থান হইতে স্থূলধারায় রক্তস্রোত ঝরিতেছে, শিরামুখ হইতে শোণিতের উৎস ছুটিতেছে; বিন্দুমাত্র কাতরতা প্রকাশ না করিয়া সৈন্যটি অগ্রবর্ত্তী সৈন্যগণের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য ধাবিত হইল। ক্ষতের প্রতি সে সম্পূর্ণ লক্ষ্যহীন।

নেপোলিয়ান বলিলেন,—"বীরপুরুষ, ক্ষণেক অপেক্ষা কর। হাসপাতাল-শকটে গিয়া তোমার ক্ষতস্থানে পটি বাঁধাও।"

"আগে ঐ গির্জ্জাটা দখল করি, তার পর পটি।"—এইমাত্র উত্তর দিয়া সম্রাট্‌কে আর দ্বিতীয় কোন কথা বলিবার অবসর দান না করিয়াই সম্মুখে যেখানে ঘোরযুদ্ধ চলিতেছিল ও কামানের ধূমে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহারই মধ্যে সে মিশিয়া গেল।—আত্মত্যাগের এই অদ্ভুত দৃষ্টান্ত দেখিয়া সদয়হৃদয় সম্রাটের নয়নে অশ্রু সঞ্চিত হইল।

ক্রমাগত অষ্টাদশ ঘণ্টা ধরিয়া এই যুদ্ধ সমানভাবে চলিল। রুধিরপ্লাবনে বিস্তীর্ণ প্রান্তর লোহিতবর্ণ ধারণ করিল, মৃতদেহে রণক্ষেত্র আচ্ছন্ন হইয়া গেল। আহতগণ কাতরস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বিজয়ী অশ্বারোহিগণের অশ্বখুরতলে পড়িয়া প্রাণ-বিসর্জ্জন করিল, চতুর্দ্দিক হইতে যন্ত্রণা-পূর্ণ ভীতিব্যঞ্জক চীৎকারধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে ইলাউ অগ্নিময় মূর্ত্তি ধারণ করিল; উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম চতুর্দ্দিকে অগ্নিরাশি; প্রলয়ের অগ্নি লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া যেন বিশ্ব দগ্ধ করিবার জন্য বায়ুভরে দিগ্‌দিগন্তে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। উন্মত্ত সৈন্যগণ গ্রামে আগুন লাগাইয়া দিয়াছিল, সেই অগ্নি নিকটস্থ বহুগ্রাম দগ্ধ করিল। গৃহহীন পলাতক শিশু ও রমণীগণ মাঠে দাঁড়াইয়া বহ্নিচক্রে প্রাণ হারাইল; পৈশাচিক-যুদ্ধ অশ্রান্তভাবে চলিতে লাগিল।

ঝটিকা-ক্লান্ত দিবসের অবসানে নৈশ-অন্ধকারে ধরাতল সমাচ্ছন্ন হইলে নেপোলিয়ান ধীরভাবে দৃঢ়পদে পূর্ব্বকথিত ধর্ম্ম-মন্দিরের প্রাচীরান্তরালে আসিয়া দাঁড়াইলেন;—নেপোলিয়ান তাহা অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে পুঞ্জ পুঞ্জ জ্বলন্ত গোলা আসিয়া পতিত হইতে লাগিল। প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহার জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া ইম্পিরিয়াল গার্ড দলভুক্ত সৈন্যগণ তাঁহার জন্য অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। তাহারা তাঁহাকে কোন নিরাপদ্ স্থানে আশ্রয়গ্রহণের জন্য কাতরভাবে অনুরোধ করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি তাহাদের সেই কাতর-প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না; নক্ষত্রবেগে সেই যুদ্ধনিরত সৈন্যগণের মধ্যে পরিভ্রমণপূর্ব্বক তাহাদিগের হৃদয়ে উৎসাহসঞ্চার করিতে লাগিলেন। ফরাসী সৈন্যগণের কামানের গোলায় ও তরবারির আঘাতে ত্রিংশৎ-সহস্রাধিক রুশীয়-সৈন্য মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল। দশ সহস্র ফরাসী সৈন্য সেই ভীষণ আহবে রণক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জন করিল। দশ সহস্র অশ্বের দেহ শত খণ্ডে বিভক্ত ও চূর্ণ হইয়া গেল। মৃতপ্রায় অশ্বগণের যন্ত্রণাব্যঞ্জক চীৎকারে রণক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইল।

ক্রমে রাত্রি দশটা বাজিল। রুশীয়গণের প্রায় অর্দ্ধেক সৈন্য নিহত হইল। এমন সময় আর একদল ফরাসীসৈন্য নবীন উৎসাহে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। তাহাদের প্রচণ্ড আক্রমণ রুশীয় সৈন্যগণ আর সহ্য করিতে পারিল না। বিজয়ী ফরাসী-সৈন্যগণ শ্রান্ত-ক্লান্ত-হৃদয়ে রক্তাপ্লুতদেহে সেই ভয়ানক শীতের মধ্যে রণক্ষেত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক আশ্রয়লাভের জন্য ধাবিত হইল। নেপোলিয়ান নীরবে অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া রণক্ষেত্রের শোচনীয় অবস্থা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি এ পর্য্যন্ত বহু যুদ্ধ জয় করিয়াছেন, কিন্তু রণক্ষেত্রের এমন ভীষণ দৃশ্য আর কখনও তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হয় নাই।

রণজয় শেষ হইলেও নেপোলিয়ান রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন না, সেই মধ্যরাত্রে শ্রান্তকলেবরে তিনি আহত সৈন্যগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন, তিনি শত্রু মিত্র-ভেদজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইলেন, ফরাসী-সৈন্যগণের অস্ত্রে যে সকল রুশীয় সৈন্য আহত হইয়া রণক্ষেত্রে নিপতিত ছিল ও প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিল, তিনি তাহাদের শুশ্রূষাকার্য্যেও রত হইলেন। একজন সেনাপতি নেপোলিয়ানের এই মহৎ কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"আজিকার এই যুদ্ধজয়ে আপনার গৌরবের সীমা নাই।"

সেনাপতির কথা শুনিয়া নেপোলিয়ান বলিলেন,—"কিন্তু যে পিতা আজ তাহার পুত্র হারাইয়াছে, তাহার নিকট রণজয়ের কোন সুখ নাই। হৃদয় যখন বিদীর্ণ হইয়া যায়, তখন বিজয়-গৌরব মরীচিকার ন্যায় প্রতীয়মান হয়।"

আহত সৈন্যগণের শুশ্রূষা শেষ করিয়া নেপোলিয়ান এক হাঁসপাতাল-শকটের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, দলে দলে আহত সৈনিক যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছে, কাহারও হস্ত, কাহারও পদ কাটিয়া ফেলা হইয়াছে, রক্তে তাহাদের দেহ প্লাবিত। কোন ব্যক্তি রক্তস্রাবে নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে, শোণিতবিহীন মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে, তাহার জ্যোতির্হীন চক্ষুর উপর মৃত্যুচ্ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে। নেপোলিয়ান স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বিদীর্ণ-হৃদয়ে তাহাদের যন্ত্রণা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, একজন চিকিৎসক একটি সৈনিকের গোলার আঘাতে চূর্ণপ্রায় একখানি পা কাটিয়া ফেলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু আহত সৈন্য কিছুতেই তাহার পা কাটিতে দিবে না।

নেপোলিয়ান আহত সৈনিক পুরুষটির নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি? আমার একজন সাহসী সৈন্য এক অঙ্গ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে এত ভয় পায়? আশ্চর্য্য!"

সেই মরণাহত সৈনিকটি সম্রাটকে চিনিতে পারিল, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "সম্রাট্, আমি আমার পদচ্ছেদনের ভয়ে কাতর নহি, আপত্তির কারণ স্বতন্ত্র। আমি

জানি, আমার পা কাটিয়া ফেলিলে বাঁচিব না। ঘরে আমার অভাগিনী ক্যাথেরাইন আছে, চারিটি অপোগণ্ড শিশু লইয়া সে কোথায় যাইবে? আমি মরিলে—” সৈনিক যুবক আর কথা বলিতে পারিল না, বাষ্পভরে তাহার কণ্ঠ এবং অশ্রুভারে তাহার দৃষ্টিশক্তি রুদ্ধ হইল।

সম্রাট্ বলিলেন,—“যদি তুমি প্রাণত্যাগ কর, তাহা হইলেই বা কি? আমি কি বাঁচিয়া নাই?”

আহত সৈনিক একবার তাহার অশ্রুরুদ্ধ নেত্রে নেপোলিয়ানের মুখের উপর স্থিরদৃষ্টিতে চাহিল, তাহার পর কৃতজ্ঞতা-উদ্বেলিত-হৃদয়ে কম্পিতকণ্ঠে বলিল,—“সত্য কথা সম্রাট্, আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই সত্য, আমি বড় নির্ব্বোধ। ডাক্তার, আমার পা কাটিয়া ফেল, আমার পা কাটিয়া ফেল, আমার আপত্তি করিবার কিছুই নাই। পরমেশ্বর সম্রাট্‌কে দীর্ঘজীবী করুন।”

আর এক জন অশ্বারোহী সৈন্যের দেহ কামানের গোলায় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহার জীবনের কোন আশা ছিল না, প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। স্তিমিতদৃষ্টিতে চাহিয়া অদূরবর্ত্তী সম্রাট্‌কে সে দেখিতে পাইল। তাহার রক্তাপ্লুত তুষার-উপাধান হইতে অতি কষ্টে মস্তক তুলিয়া বলিল, “সম্রাট্, এই দিকে আপনার কৃপাকটাক্ষপাত করিবেন? আমি আর অধিকক্ষণ বাঁচিব না, শীঘ্রই আমাকে অন্যলোকে প্রস্থান করিতে হইবে, কিন্তু সে জন্য আমি চিন্তিত নহি; সম্রাটের জয় হউক্।” সম্রাট্ তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক সেই মৃতপ্রায় সৈনিকের মস্তকের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাহার উভয় হস্ত ধরিয়া সস্নেহে তাহাকে উঠাইলেন; তাহার পর তাঁহার অনুচরগণকে বলিয়া দিলেন,—“এখনই ইহাকে হাঁসপাতালে লইয়া যাও, ডাক্তারকে বলিবে, ইহার জীবনরক্ষার জন্য যেন বিশেষ চেষ্টা করা হয়।” মৃত্যুকালে সম্রাটের নিকট এই সদয় ব্যবহার লাভ করিয়া আহত সৈনিকের চক্ষু হইতে কৃতজ্ঞতার অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল; সে সম্রাটের সকরুণ মুখের দিকে চাহিয়া আবেগভরে বলিল, —“সম্রাট্, যদি আমার সহস্র জীবন থাকিত, তাহাও আপনার সেবার জন্য পাত করিতাম।”

এক স্থানে ফরাসী-সৈন্যগণ অত্যন্ত সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, বহুসংখ্যক ফরাসী ও রুসীয় সৈন্য পরস্পরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছিল, তাহাদিগের চতুর্দ্দিকে ভগ্ন তরবারি, ভগ্ন বন্দুক, ভগ্ন সঙ্গীন। চতুর্দ্দিকে রক্তের স্রোত, পর্ব্বতপ্রমাণ মৃতের স্তূপ। এই ফরাসী সৈন্যগণ যে প্রাণের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া মহা উৎসাহে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাদের অবস্থা দেখিয়াই নেপোলিয়ান তাহা বুঝিতে পারিলেন। সম্রাট্ কয়েকজন সহচরের সহিত এই মৃতস্তূপের সন্নিকট দিয়া যাইতে যাইতে শুনিলেন, সেই অগণ্য মৃতদেহের ভিতর হইতে কে ক্ষীণস্বরে বলিয়া উঠিল,—“সম্রাটের জয় হউক।” সম্রাট সহচরবর্গের সহিত মৃতস্তূপের সমীপস্থ হইয়া দেখিলেন, একটি অর্দ্ধছিন্ন পতাকার সন্নিকটে এক জন যুবক সৈনিক কর্ম্মচারী নিপতিত রহিয়াছেন, তাঁহার বক্ষঃস্থলে একটি উপাধি-পদক (order)। তাঁহার দেহ বহুস্থানে আহত হইয়াছিল, তথাপি তিনি বাহুর উপর ভর করিয়া মস্তক উত্তোলন করিলেন; তাঁহার মুখের উপর তখন মৃত্যুর ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছিল; সৈনিক কর্ম্মচারী সম্রাটকে চিনিতে পারিলেন, অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে বলিলেন. “সম্রাট্, ভগবান্ আপনাকে কুশলে রাখুন। আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম, আমার অভাগিনী মা, মা গো!” যুবকের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, তিনি কাতরদৃষ্টিতে একবার সম্রাটের মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বহুকষ্টে বলিলেন,—“চিরকল্যাণময়ী জননী ফরাসী-ভূমি আমার—তোমার জন্য ইহাই আমার শেষ দীর্ঘশ্বাস।” এই কথার সঙ্গে সঙ্গে যুবকের প্রাণ বহির্গত হইল। এই যুবক কর্ম্মচারীর নাম ‘আর্ণেষ্ট, অজোনি।’ এই যুবক নেপোলিয়ানের এক জন অত্যন্ত সাহসী কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মচারী ছিলেন, কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেও তিনি তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতার জন্য সম্রাট্ কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে যুবকের প্রেমময়ী সুন্দরী পত্নীর হৃদয় চিরকালের জন্য ভাঙ্গিয়া গেল।

নেপোলিয়ান তাঁহার প্রিয়তম কর্ম্মচারীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার মৃত্যু নিরীক্ষণ করিলেন; ক্ষণকাল তিনি সকল কথা বিস্মৃত হইয়া বজ্রাহতের ন্যায় নিশ্চলভাবে সেই স্থানে অবস্থান করিলেন. তাহার পর হৃদয়ের বেগে উন্মত্তের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন,—“অজোনি, প্রিয়তম অজোনি. আমার সৈন্যদলের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার! উঃ—এ দৃশ্য অসহ্য! আজ হইতে আমি তাহার অনাথা জননীর প্রতিপালনের ভার গ্রহণ

করিলাম।” তাহার পর ডাক্তারের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, —“ডাক্তার, অজোনির ক্ষত পরীক্ষা করিয়া দেখ; দেখ, এখনও কোন আশা আছে কি না? শোকে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।” মৃত্যুর পর চিকিৎসকের চেষ্টা নিষ্ফল। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, সমস্ত শেষ হইয়াছে।

এই ভয়ানক যুদ্ধক্ষেত্রেও নেপোলিয়ান তাঁহার প্রিয়তমা মহিষীর কথা বিস্মৃত হন নাই। যোসেফিন তখন পারিসে ছিলেন; কি নিদারুণ দুশ্চিন্তায় যোসেফিন কালাতিপাত করিতেছেন, তাহা নেপোলিয়ান অনুভব করিতে পারিলেন। অবিলম্বে কাগজ-কলম লইয়া একখানি পত্র লিখিয়া এক জন দ্রুতগামী অশ্বারোহীর হস্তে তাহা সমর্পণপূর্ব্বক যোসেফিনের নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি লিখিলেন,—

“ইলাউ, ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৮০৭, রাত্রি ৩টা।

প্রিয়তমে, কা’ল একটা অতি ভয়ানক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমি জয়লাভ করিয়াছি, কিন্তু আমাকে অনেক সৈন্য হারাইতে হইয়াছে। শত্রুগণ আমার অপেক্ষাও অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে আমি সান্ত্বনালাভ করিতে পারিতেছি না। আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইলেও আমি যে ভাল আছি ও তোমাকে ভালবাসি, তাহা জানাইবার জন্যই এ দু’ ছত্র লিখিলাম।

একান্ত তোমারই
নেপোলিয়ান।”

রাত্রি প্রভাত হইল। নেপোলিয়ান সেই মহাশ্মশানে পাদচারণপূর্ব্বক নিহত সৈন্যগণের শোচনীয় অবস্থা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এমন দৃশ্য পৃথিবীতে অধিকবার দেখা যায় নাই। প্রায় চল্লিশ সহস্র যোদ্ধাকে বিদীর্ণদেহে রণক্ষেত্রে নিপতিত দেখিয়া দুঃখে কষ্টে নেপোলিয়ানের হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু তখন নিশ্চিন্তচিত্তে তাঁহার আক্ষেপ করিবার অবসর ছিল না। তখনই এক দল সৈন্য পলায়িত শত্রুগণের অনুধাবনে প্রেরণ করিলেন। সায়ংকালে তিনি যোসেফিনকে আর একখানি পত্র লিখিলেন, তাহা এই—

“ইলাউ, ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৮০৭, অপরাহ্ণ ৬টা।

তুমি যাহাতে চিন্তিত না হও, এ জন্য গোটাকতক কথা লিখিতেছি। শত্রুগণ সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়াছে; তাহাদের চল্লিশটি কামান, দশটি পতাকা, দ্বাদশ সহস্র সৈন্য আমার হস্তগত হইয়াছে। শত্রুপক্ষের দুর্দ্দশার সীমা নাই। আমার ষোল হাজার সৈন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছে; তিন চারি হাজার আহত হইয়াছে। করবিনো একটা গুলীর আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহার প্রতি আমার অত্যন্ত স্নেহ ছিল, তাহার কত যে গুণ ছিল! আমি মনে বড় কষ্ট পাইয়াছি। আলিমান ভয়ঙ্কর আহত হইয়াছে। বিদায় প্রিয়তমে!

একান্ত তোমারই
নেপোলিয়ান।”

১৪ই ফেব্রুয়ারী নেপোলিয়ান যোসেফিনকে আর এক পত্র লিখিলেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন,—

“প্রিয়তমে, আমি এখনও ইলাউয়ে আছি। দেশ আহত ও মৃতদেহে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। যুদ্ধের এই অংশ বড় অপ্রীতিকর, এত লোককে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমি ভাল আছি। যাহা ইচ্ছা ছিল, তাহা পূর্ণ হইয়াছে; আমি শত্রুগণকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের অভিপ্রায় ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছি। তুমি চিন্তিত হইবে না; তোমার উদ্বেগে আমার মনে বড় কষ্ট হয়। মনকে শান্ত করিবে, প্রিয়তমে! প্রফুল্ল হও।

একান্ত তোমারই
নেপোলিয়ান।”

সপ্তদশ অধ্যায়

ফেড্‌ল্যাণ্ড-যাত্রা, টিলসিটের সন্ধি

নেপোলিয়ান অষ্টাহকাল ইলাউয়ে অবস্থান করিয়াছিলেন। এ কয়দিন আহতের পরিচর্য্যায় ও তাঁহার সৈন্যগণের বিরামসুখের অনুধ্যানেই অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার আশা হইয়াছিল, প্রুসীয় সম্রাট্ ফ্রেডারিক উইলিয়ম ও রুসীয় সম্রাট্ আলেকজান্দার যে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাহা সহজে বিস্মৃত হইবেন না; তাঁহারা আর অধিক সৈন্যক্ষয়েও

আগ্রহপ্রকাশ করিবেন না। নেপোলিয়ান শান্তিস্থাপনের জন্য এরূপ ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, প্রুসীয় সম্রাটের শোচনীয় পরাজয়ের পরও তিনি সন্ধির জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন। কিন্তু কি প্রুসীয় সম্রাট্, কি রুসীয় সম্রাট্ উভয়েই বিবেচনা করিলেন, নেপোলিয়ান ভীত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সন্ধিস্থাপনের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন; সুতরাং ইউরোপের সম্মিলিত রাজশক্তি আবার দ্বিগুণ উৎসাহে সৈন্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন, পুনঃ পুনঃ পরাজয়ে তাঁহাদের প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি যৎপরোনাস্তি প্রবল হইয়া উঠিল। উত্তর রুসিয়া হইতে মহাপরাক্রান্ত কসাক-সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আবার তাঁহারা রণরঙ্গে অঙ্গ ভাসাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। নেপোলিয়ান সুইডেনের অধীশ্বরের নিকটও সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাব করিয়া পত্র লিখিলেন। কিন্তু সেখানেও নেপোলিয়ানকে নিরাশ হইতে হইল। সুইডেনের রাজা প্রুসিয়াপতিকে লিখিলেন,—"আমার বিবেচনা হয়, বোর্বোঁ-দিগের ন্যায়সঙ্গত দাবীর সমর্থন করিয়া প্রকাশ্য ঘোষণাপত্র প্রচার করা কর্ত্তব্য।" কিন্তু নেপোলিয়ান বলিয়াছিলেন, "লক্ষ ফরাসী সৈনিকের মৃতদেহ পদদলিত না করিয়া বোর্বোঁ-গণ কখন ফরাসী-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না।"

অষ্ট্রিয়ার বিষদন্ত ভগ্ন হওয়ার পর অষ্ট্রীয় সম্রাট্ কিছুকাল নিরুদ্যমভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন; কিন্তু দীর্ঘকাল এ ভাবে কালযাপন করা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি সম্মিলিত রাজসৈন্যগণের সহিত যোগদানের জন্য অধীর হইলেন। কিন্তু ফরাসীরাজ্যের বিরুদ্ধে আর তরবারি ধারণ করিবেন না, এইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছিলেন, নেপোলিয়ানও তাঁহার কোনপ্রকার অপকার-সাধনে নিবৃত্ত ছিলেন। কিন্তু অষ্ট্রীয় সম্রাট্ উল্‌ম ও অস্তারলিজের অপমান সহজে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। যুদ্ধানল সন্ধুক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি মধ্যস্থতা অবলম্বন করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। নেপোলিয়ানের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপের সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। নেপোলিয়ান অষ্ট্রীয় সম্রাটের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তথাপি তিনি ভদ্রতা প্রকাশপূর্ব্বক অষ্ট্রীয় সম্রাটকে লিখিলেন,—"শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় ফ্রান্সিস সম্রাটের নিকট মধ্যস্থতা করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, সম্রাট্ তাহার অনুমোদন করিতেছেন; কারণ, সকল জাতির মঙ্গলের জন্য শান্তিস্থাপনের আবশ্যক। তবে সম্রাটের আশঙ্কা হয় যে, শান্তিস্থাপনের পরিবর্ত্তে এই মধ্যস্থতায় স্বার্থ লইয়া বিদ্বেষানল পুনঃ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। যাহা হউক, এই প্রবহমান শোণিতস্রোত যাহাতে নিবারিত হইতে পারে, তাহার উপায়বিধানে ফ্রান্স কোন দিন অবহেলা প্রদর্শন করিবে না। সমস্ত ইউরোপ জ্ঞাত আছেন, ফ্রান্স নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে বাধ্য হইয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।"

এই সময়ে নেপোলিয়ান ব্যবস্থা দ্বারা অশীতি সহস্র সৈন্য তাঁহার সাম্রাজ্যের সর্ব্বস্থান হইতে সমবেত করিয়াছিলেন, পাঁচ মাস পূর্ব্বে তিনি এই নিয়মে এই পরিমাণ সৈন্য-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল যে, তিনি আইনবলে সৈন্যগণকে সর্ব্বদা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রাখিয়া সম্মিলিত রাজন্যবর্গকে দেখাইবেন, তাঁহাকে দমন করা তাঁহাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে; ইহাতে হয় ত তাঁহারা আবার নূতন নররক্ত-স্রোত প্রবাহিত না করিয়াই শান্তিস্থাপনের সম্মতি জ্ঞাপন করিতে পারেন। এই অভিপ্রায়ের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি ক্যাম্বেশিয়েকে লিখিয়াছেন,—"এই বিধান সত্বরতার সহিত প্রবর্ত্তিত করা অতি আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে; মন্ত্রণাসভায় কিংবা সিনেটে যদি এ প্রস্তাবে কাহারও আপত্তি হয়, তবে ইউরোপ আমাদিগের শক্তিহীনতা উপলব্ধি করিবে, তাহার পর অষ্ট্রিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া বসিবে। তখন এই হইবে যে, আইন করিয়া প্রজাবৃন্দকে দুই বার অস্ত্র ধরাইয়া আমরা স্থির থাকিতে পারিব না, পুনঃ পুনঃ এই ভাবে সৈন্য-সংগ্রহ করিতে হইবে।"

সুতরাং পারিসে সৈন্যসংগ্রহের বিধি প্রচলনের আদেশ প্রেরণ করিয়া নেপোলিয়ান সেই আদেশের এক অনুলিপি টালিরাণ্ডের নিকট পাঠাইয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন, যেন তিনি ইহা অষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্টের বিদিত করেন। অষ্ট্রীয় সম্রাট্ যেন জানিতে পারেন যে, তিনি যখন মধ্যস্থতার ভার গ্রহণ করিতেছেন, তখন নেপোলিয়ান তাঁহার হস্তে সে ভার-প্রদানে অসম্মত নহেন, কিন্তু অষ্ট্রীয় সম্রাট কি অভিপ্রায়ে এই ভার-গ্রহণ করিতেছেন, ফরাসী-সম্রাটের তাহা অজ্ঞাত নহে।

এরূপ কূটনীতি-প্রকাশের অভিপ্রায় নেপোলিয়ান এই ভাবে স্বয়ং প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,—আমি সরল-ভাবে আমার মনের কথা খুলিয়া বলিয়াছি, আমার

উদ্দেশ্য বিপদ্ নিবারণ ও তাহা হইতে অষ্ট্রিয়াকে রক্ষা; যদি অষ্ট্রিয়া আমাদের শক্তি-পরীক্ষার জন্য কর্ম্মচারী প্রেরণ করেন, তাহা হইলে আমরা আমাদিগের সৈন্যাবাস, শিবির, বিভিন্ন সৈন্যদল পরিদর্শন করাইব। তাঁহারা দেখিবেন, জর্ম্মণীতে যে লক্ষ ফরাসী সৈন্য আছে, তাহার অতিরিক্ত আরও লক্ষ সৈন্য অষ্টীয় সম্রাটের গতিরোধ করিবার জন্য রাইন নদী অতিক্রম করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে।"—নেপোলিয়ানের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়াছিল, এই ব্যাপারের পর অষ্ট্রিয়া আর ইউরোপের সম্মিলিত রাজগণের সহিত মিলিত হইবার সাহস পান নাই।

কিন্তু তখনও স্পেনদেশের বোর্ব্বোঁ-বংশীয়গণ নেপোলিয়ানকে আক্রমণ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। পোলাণ্ড হইতে শত্রুজাল ছিন্ন করিয়া বিজয়কিরীট মস্তকে ধারণপূর্ব্বক নেপোলিয়ান আবার যে স্বদেশে ফিরিয়া আসিবেন, এরূপ বিশ্বাস তাঁহাদিগের মনে স্থানলাভ করে নাই, সুতরাং স্পেনের রাজদরবার গোপনে স্প্যানিসজাতিকে নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। তাহার পর সেই বিদ্বেষ-বহ্নিতে ইংলণ্ড যথেষ্ট ইন্ধন নিক্ষেপ করেন। আগুন ধূ ধূ করিয়া জলিয়া উঠিল। জেনার যুদ্ধের পূর্ব্বদিন স্পেন নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে সমরঘোষণা করিলেন। কিন্তু জেনার যুদ্ধে নেপোলিয়ানের অদ্ভুত রণজয়বার্ত্তা কর্ণগোচর হইবামাত্র স্পেনাধিপতি ফার্দ্দিনান্দ আর নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না। মনের ভাব গোপন করিয়া কাপুরুষের ন্যায় তিনি নেপোলিয়ানের নিকট এক দূত প্রেরণপূর্ব্বক তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন যে, তাঁহার বিপদে সাহায্য করিবার জন্যই তিনি সৈন্য-সংগ্রহ করিয়াছেন। সম্রাট্ স্পেনরাজকে চিনিতেন; তিনি ফার্দ্দিনান্দের হিতাকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাইয়া মৃদু হাস্য করিলেন এবং স্পেনের চাতুরী যে তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহা কিছুমাত্র প্রকাশ না করিয়া ফার্দ্দিনান্দকে তাঁহার এই সদুদ্দেশ্যের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিলেন ও তাঁহার সাহায্যার্থ পঞ্চদশ সহস্র স্পেনীয় সৈন্য পাঠাইতে লিখিলেন। ফার্দ্দিনান্দ নেপোলিয়ানের অনুরোধপালনে অস্বীকার করিতে পারিলেন না।

পোলাণ্ডে অবস্থানকালে নেপোলিয়ান অস্তারদো নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্র জীর্ণ কুটীরে বাস করিতেন। এখানে নেপোলিয়ান কেবল তাঁহার সৈন্য লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন না, তাঁহার সাম্রাজ্যের উন্নতি ও হিতসাধনে এখান হইতেও ক্রমাগত চেষ্টা করিতেন। মন্ত্রিগণ পারিস নগর হইতে প্রতি সপ্তাহে তাঁহার নিকট রাশি রাশি পত্র পাঠাইতেন। নেপোলিয়ান সকলগুলি পাঠ করিয়া অবিলম্বে যথাযথ উত্তর লিখিয়া পাঠাইতেন; কোন বিষয়ই—তাহা যতই তুচ্ছ হউক, তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিত না। অনেকবার ফ্রান্সের অনেক লেখক তাঁহার প্রশংসাগাথা রচনাপূর্ব্বক তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, রঙ্গালয়ে এই সকল কবিতার আবৃত্তি হইত। নেপোলিয়ান সেইরূপ প্রশংসার পরিবর্ত্তে যে সকল কবিতায় উন্নত-চিন্তার সমাবেশ আছে, তাহাই তাঁহার নিকট পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন,—"জাতীয় জীবনে বীরভাব অনুপ্রবিষ্ট করিবার জন্য কবিতা লিখিলেই আমার প্রশংসা বিশেষভাবে করা হইবে।" এতদ্ভিন্ন সাহিত্যের, সুশিক্ষার, দেশের শিল্পাদির উন্নতিবিধানের জন্য তিনি কিরূপ পরিশ্রম করিতেন, তাহার আলোচনা করিলে হৃদয় মুগ্ধ হয়।

ফরাসীদেশে নেপোলিয়ানের অসংখ্য বন্ধু ছিল, কিন্তু তাঁহার শত্রুসংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল না। পৃথিবীতে এমন সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই, যিনি সকলের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইয়াছেন। নেপোলিয়ানও তাহা পারেন নাই। তাঁহার অনেক শত্রু তাঁহার কলঙ্ক প্রচার করিতেন, সমালোচনাচ্ছলে বহু নিন্দাবাদ অজস্র বর্ষিত হইত। নেপোলিয়ান তাহা শ্রবণ করিয়া ধীরভাবে বলিয়াছিলেন,—"আমি চিরকালই তাহাদের সমালোচনার বিষয় হইব। কিন্তু তাহাদের দ্বারা আমার অপকার হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, তাহাদের এই আক্রমণ আর কঠিন প্রস্তরখণ্ডে দন্তাঘাত, এ উভয়ই সমান। আমার জীবনেতিহাস কর্ম্মময়, কথায় আমার গৌরব-হানি হইবে না। আমার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইলে তাহাদিগকে তাহাদিগের পক্ষসমর্থনের জন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ-হস্তে উপস্থিত হইতে হইবে। তাহা যদি তাহারা করিতে পারে, তখন আমার বিচলিত হইবার কথা বটে। তাহা না পারিলে যে কোন লেখক, তিনি যতই লিপিকুশল হউন, তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। আমার খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রহিবে।"

ফ্রান্সকে সুসজ্জিত ও গৌরবান্বিত করিয়া তুলিবার জন্য

নেপোলিয়ান কোন দিন অর্থব্যয়ে কৃপণতা করেন নাই। যখন 'মেডেলিন' নামক স্মৃতিসৌধ সংস্থাপিত হয়, তখন নেপোলিয়ান বলিয়াছিলেন,—"আমি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরীর এই সৌধনির্ম্মাণের জন্য পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা (ফ্রাঙ্ক) ব্যয় করিতেও সঙ্কুচিত হইব না।"

নেপোলিয়ান যে কেবল সাহিত্যবন্ধুই ছিলেন, তাহা নহে, বিজ্ঞানের প্রতিও তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। দুঃস্থ বিদ্বজ্জনের সাহায্যদানে তিনি কোন দিন কৃপণতা করেন নাই। বার্থোলে নামক এক জন বৈজ্ঞানিকের প্রতি নেপোলিয়ানের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল, অবশ্য বার্থোলের পাণ্ডিত্যই এই শ্রদ্ধার কারণ। নেপোলিয়ান এক দিন শুনিলেন, বার্থোলে অর্থকষ্টে কিছু বিব্রত হইয়াছেন, নেপোলিয়ান এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র বার্থোলেকে একখানি পত্র লিখিলেন। লিখিলেন,—"শুনিলাম, আপনার দেড়লক্ষ মুদ্রার আবশ্যক হইয়াছে। আমার ধনাধ্যক্ষ আপনাকে সেই পরিমাণ অর্থ-প্রদানের জন্য আদিষ্ট হইয়াছেন, আপনার নিকট শীঘ্রই তাহা প্রেরিত হইবে। আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা-প্রকাশের অবসর পাইয়া ও আপনার যৎকিঞ্চিৎ উপকারসাধনে সমর্থ হইয়া আমি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিলাম।" এমন বিদ্যোৎসাহী নরপতি পৃথিবীতে দুর্ল্ভ।

তাঁহার সঙ্গে সুদূর পোলাণ্ডে যে সকল সৈন্য ছিল, তাহাদের সুখস্বচ্ছন্দতা ও আহার্য্যদ্রব্যের সচ্ছলতার প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। রুসীয় সৈন্যগণ অনাহারে অত্যন্ত কষ্টভোগ করিতেছিল, তাহারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ লুণ্ঠনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ভয়ঙ্কর অশান্তি-বিস্তার করিয়াছিল। কখন কখন ক্ষুধার তাড়না সহ করিতে না পারিয়া তাহারা ফরাসীসৈন্যগণের শিবিরে আসিয়া, তাহারা যে কয়েকদিন অভুক্ত আছে, এ ভাব প্রকাশপূর্ব্বক খাদ্যদ্রব্য প্রার্থনা করিত। ফরাসীসৈন্যগণ তাহাদিগকে ভ্রাতার ন্যায় সমাদরে আহ্বানপূর্ব্বক প্রচুরপরিমাণে খাদ্যদ্রব্য উপহার দান করিত।

স্বদেশ-শ্রমজাত শিল্পের উপর নেপোলিয়ানের এমন প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল যে, তিনি ফরাসীদেশে জুতা, জিন, কামানবাহী শকট প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য ফরাসী-কারিকরগণকে যৎপরোনাস্তি উৎসাহ দান করিতেন; কেবল মৌখিক উৎসাহ দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইতেন না, তাঁহার আদেশে সেই সকল স্বদেশোৎপন্ন দ্রব্য সৈন্যগণের মধ্যে ব্যবহারের জন্য বহুসংখ্যক শত্রুপরিপূর্ণ দেশের ভিতর দিয়া শত শত ক্রোশ দূরবর্ত্তী পোলাণ্ডে প্রেরিত হইত।

পোলাণ্ডের সেই তুষারময় প্রদেশেও পতি-পত্নীর মান-অভিমানের তরঙ্গ বহিত। নেপোলিয়ান যোসেফিনকে প্রত্যহ দুইখানি পত্র লিখিতেন, এই সকল পত্রে কেবল আবশ্যকীয় সংবাদই থাকিত না, প্রেমের উত্তাপও তাহাতে প্রকাশিত হইত। যোসেফিনের পত্র পাইয়া এক দিন নেপোলিয়ান তাঁহাকে লিখিলেন,—

"পোসেন, ৩রা ডিসেম্বর, ১৮০৬ সাল, মধ্যাহ্ন।

তোমার ২৬এ নবেম্বরের পত্র পাইয়াছি। এই পত্রে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিলাম। তুমি লিখিয়াছ, আমি তোমার পত্র পড়ি না। এ তোমার নিষ্ঠুর কল্পনা। এরূপ অন্যায় মত প্রকাশ করায় আমি তোমার প্রশংসা করিতে পারি না। তুমি আরও লিখিয়াছ, তোমার প্রতি এই ঔদাসীন্য নিশ্চয়ই আর কাহারও মূর্ত্তিধ্যানের ফল, তথাপি তুমি বলিতে চাহ, আমার প্রতি তোমার সন্দেহ নাই! আমি বহুকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি, কুপিত-স্বভাবের লোকেরাই 'আমি রাগ করি না' বলিয়া আস্ফালন করে; যাহারা ভয় পায়, তাহারাই বলে, 'আমার ভয় নাই।' সুতরাং আমার প্রতি তোমার সন্দেহ ধরা পড়িয়া গিয়াছে, সুখী হইলাম। কিন্তু তোমার ভ্রম হইয়াছে। অন্য চিন্তাতেই আমি ব্যস্ত। পোলাণ্ডের মরুভূমিতে সুন্দরী যুবতীর মুখকমল স্বপ্নেও দেখা দুর্ঘট। আমি এখানকার সম্ভ্রান্তমণ্ডলীকে কা'ল একটি 'নাচ' দিয়াছিলাম। অনেক রূপসী আসিয়াছিল, কাহারও পরিচ্ছদ মূল্যবান্, কাহারও বা নিতান্ত মন্দ, তবে পারিসের ফ্যাসান বটে। বিদায় প্রিয়তমে! ভাল আছি।

একান্ত তোমারই
নেপোলিয়ান।"

আর একখানি পত্র এইরূপ—

"তোমার ২৭এ নবেম্বরের পত্র পাইয়াছি; তাহা পাঠ করিয়া বুঝিলাম, তোমার ক্ষুদ্র মস্তকটি ঘুরিয়া গিয়াছে। সর্ব্বদাই আমার সেই কবিবাক্য মনে পড়ে—

'রমণীর চিরভূষা—জ্বলন্ত পাবক-শিখা।'

ধৈর্য্য অবলম্বন কর। আমি তোমাকে বলিয়াছি, পোলাণ্ডে আমাদের শীতবাস স্থাপন হইবামাত্র তোমাকে

এখানে লইয়া আসিব। কিছুদিন আমাদের বিলম্ব করিতে হইবে। তোমার পত্রের ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, তোমরা—সুন্দরীগণ কোন রকম বাধা-বিঘ্ন মানিতে চাহ না। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। আমার কথা শুনিবে? —আমি ক্রীতদাস মাত্র। আমার মনিবের আমার প্রতি বিন্দুমাত্র দয়া নাই। প্রিয়তমে, বিদায়! সুখী হও। যাহার কথা আমি তোমাকে বলিতে চাহিয়াছিলাম, সে মাদাম ল। সকলেই তাহাকে তিরস্কার করিতেছে। লোকে বলে, তাহাকে ফরাসী রমণী অপেক্ষা প্রুসীয় রমণী বলিয়াই বোধ হয়। আমি তাহা মনে করি না; কিন্তু তাহাকে বড় ধূর্ত্ত বলিয়া মনে হয়। তাহার কথা ধূর্ত্ততাপূর্ণ।

তোমারই একান্ত
নেপোলিয়ান।"

অতঃপর তারিখ না দিয়া নেপোলিয়ান যোসেফিনকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে পতি-পত্নী উভয়ের চরিত্রের অনেকখানি বৈচিত্র্য পরিস্ফুট হইয়াছে, আমরা এখানে তাহা প্রকাশ করিতেছি। বীরপুরুষ নেপোলিয়ান কিরূপে পত্নীর মানভঞ্জন করিয়াছিলেন, এখানি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—

"প্রিয়তমে, তোমার ২০এ জানুয়ারীর পত্র পড়িয়া মনে বড় কষ্ট পাইলাম। দুঃসহ বিপদ্‌। হৃদয়ে আত্মত্যাগের ভাব একটু না থাকিলে কি দোষ ঘটে, তাহা দেখিতে পাইতেছি। তুমি আমাকে বল, তোমার সুখই তোমার গৌরব। ইহা উদারতার লক্ষণ নহে। তোমার বলা উচিত, অন্যের সুখেই আমার গৌরব। দাম্পত্য-বিধি-সঙ্গত হইল না। তবে বল, আমার স্বামীর সুখেই আমার গৌরব। ইহাতে যদি মাতৃত্ব অক্ষুণ্ণ না থাকে, তাহা হইলে বল, আমার সন্তানগণের সুখেই আমার গৌরব। কিন্তু যদি তোমার স্বামী, তোমার সন্তানগণ একটু গৌরব ভিন্ন সুখ না পায়, তাহা হইলে তোমার সে জন্য এতটা ধিক্কার দেওয়া উচিত নয়। যোসেফিন, তোমার হৃদয় বড় সুন্দর, কিন্তু তোমার যুক্তি বড় অসার। তোমার উপদেশে হৃদয় মুগ্ধ হয়, কিন্তু তোমার তর্কে জ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, পরচ্ছিদ্রান্বেষণ যথেষ্ট হইয়াছে। এখন আমার ইচ্ছা, তুমি প্রফুল্ল হও, ভাগ্যে যাহা জুটিয়াছে, তাহা লইয়া সন্তুষ্ট থাক। ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিও না, সন্তোষের সহিত সচ্ছন্দ-হৃদয়ে তাহার বশীভূত হইবে। বিদায় প্রিয়তমে, আমি আজ রাত্রেই সৈন্যগণের সহিত অগ্রসর হইব।

নেপোলিয়ান।"

নেপোলিয়ান খোকা নেপোলিয়ানকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, অনেক পত্রেই তিনি এই শিশুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা বলিয়াছি, এই শিশু যোসেফিনের কন্যা হরতেনস্ ও নেপোলিয়ানের ভ্রাতা লুই নেপোলিয়ানের পুত্র। খোকা নেপোলিয়ান অতি সুন্দর, বুদ্ধিমান্ ও নানা গুণে অলঙ্কৃত ছিল; নেপোলিয়ান তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন; ভবিষ্যতে তাহাকেই তাঁহার সিংহাসন প্রদান করিবেন, এরূপ সঙ্কল্পও তাঁহার ছিল; কিন্তু 'অকালে করাল কাল নাশিল তাহায়।'—পাঁচ বৎসর বয়সেই শিশুর প্রাণবিয়োগ হইল। নেপোলিয়ান যখন সুদূর পোলাণ্ডে অস্তারডোর সেই ক্ষুদ্র কুটীরে প্রবাসজীবন যাপন করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি এই শোচনীয় সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার হৃদয় এই সংবাদে বিদীর্ণ হইয়া গেল। সেই অসাধারণ বীর্য্যবান্ সম্রাট্, সংযত-হৃদয়, সুগভীর, ধীর, সুখে দুঃখে চির-অচঞ্চল বীরপুরুষ নেপোলিয়ান এই দুঃসংবাদ শ্রবণমাত্র ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলেন, তাহার পর উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া মহাশোকের বৃশ্চিকদংশন নীরবে সহ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইবার কাহারও সাহস হইল না। নেপোলিয়ান এই শিশুকে তাঁহার উত্তরাধিকারী করিবেন বলিয়া বড় আশা করিয়াছিলেন; সহসা এক দিন শরৎকালে অপরাহ্ণে তাঁহার এমন হৃদয়ভরা আশায় বজ্রাঘাত হইল! তিনি নিরাশহৃদয়ে বলিলেন,—"এ সকল আর কাহাকে দিয়া যাইব?"—নেপোলিয়ান উচ্চাকাঙ্ক্ষ ছিলেন; তাঁহার ইচ্ছা ছিল, তাঁহার নাম বংশানুক্রমে ফ্রান্সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিতকারী বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হইবে। এই অভিপ্রায়ে তিনি তাঁহার সুখ, স্বাস্থ্য, প্রণয়, এমন কি, জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জনেও কাতর ছিলেন না। যোসেফিনের প্রতি তাঁহার অনন্ত অখণ্ড প্রেম ছিল। তাঁহার মনে পড়িল, এই শিশুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যোসেফিনের সহিত তাঁহার বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিবার প্রস্তাব উত্থিত হইবে। এক দিকে যোসেফিনের প্রেম, অন্যদিকে রাজবংশ-সংস্থাপনের অটল সঙ্কল্প, নেপোলিয়ান-বংশ স্মরণীয় করিবার আগ্রহ পরস্পর

বিভিন্নমুখী হৃদয়ভাবের ঘোর-সংগ্রাম তাঁহার হৃদয়কে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। তাঁহার আহার-নিদ্রায় পর্য্যন্ত রুচি রহিল না, তাঁহার আত্মসংযম অসাধারণ হইলেও তাঁহার পাণ্ডুর কপোল, তাঁহার চঞ্চল চক্ষু, তাঁহার অস্থির ভাব তাঁহার হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিল।

৬ই মে হলাণ্ডের হেগ নগরে খোকা নেপোলিয়ানের মৃত্যু হয়। ১৪ই মে তিনি এ সম্বন্ধে যোসেফিনকে সান্ত্বনা-দানের জন্য একখানি পত্র লিখিলেন;—

"১৪ই মে, ১৮০৭

খোকা নেপোলিয়ানের মৃত্যুতে তুমি যেরূপ কাতর হইয়াছ, তাহা আমি অনুভব করিতে পারিতেছি। আমার উদ্বেগের পরিমাণ তুমি বুঝিতে পারিতেছ। এ সময় যদি আমি তোমার কাছে থাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে তোমার শোক অনেক পরিমাণে হ্রাস হইতে পারিত, ধৈর্য্য-ধারণে তুমি সমর্থ হইতে। পুত্রশোক কি ভয়ানক, তাহা কোন দিন তোমাকে জানিতে হয় নাই। কিন্তু দুঃখময় মনুষ্যজীবনে শোকতাপ সহ্য করা বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধান। আশা করি, তুমি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছ, এরূপ সংবাদ শীঘ্র পাইব। আমার উদ্বেগ আর বৰ্দ্ধিত করিও না। বিদায় প্রিয়তমে!

নেপোলিয়ান।"

হরতেনস্‌কে তিনি এক পত্র লিখিলেন,—

"ফিঙ্কেনষ্টিন, ২০এ মে, ১৮০৭।

মা আমার, হেগ হইতে সংবাদ পাইলাম, তুমি অত্যন্ত শোকাতুরা হইয়া পড়িয়াছ। তোমার শোকের কারণ যতই অধিক হউক, তাহার সীমা থাকা উচিত। তোমার স্বাস্থ্য নষ্ট করিও না। শান্ত হইবার চেষ্টা কর। জানিও, জীবন বহু বিপদে সৰ্ব্বদা সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে, জীবনে দুঃখ-বিপদ্‌ এত অধিক যে, মৃত্যু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অমঙ্গলজনক নহে।

তোমার স্নেহের পিতা নেপোলিয়ান।"

যখন নেপোলিয়ান এই প্রকার পারিবারিক বিপদে মুহ্যমান, সে সময়ে ইংলণ্ড তুরস্ককে ফ্রান্সের বন্ধুত্ববন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টায় কৃতকার্য্য না হইয়া অগত্যা তাঁহাকে কূট-নীতি অবলম্বন করিতে হইল। কতকগুলি ইংরাজ-যুদ্ধজাহাজ তুর্কীদিগের ক্ষীণ অস্ত্রশক্তির প্রতি উপহাস প্রকাশপূর্ব্বক তুর্ক-রাজধানী কনস্তান্তিনোপলের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল এবং নগরের দিকে তাহাদের বহ্নিমুখ কামানসমূহ উদ্যত করিয়া আদেশ করিল,—"ফরাসী দূতকে দূর করিয়া দাও, তোমাদের রণতরীসমূহ আমাদের হস্তে সমর্পণ কর, আমাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া ফ্রান্সের বিপক্ষতা অবলম্বন কর, যদি এ আদেশপালনে সম্মত না হও, তা হইলে অৰ্দ্ধ-ঘণ্টার মধ্যে এই নগর ভস্মস্তূপে পরিণত হইবে।"

কিন্তু নেপোলিয়ান এই সময়ে কনস্তান্তিনোপলে যে ফরাসী রাজদূত নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তিনি অযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। তাঁহার নাম জেনারেল সিবাস্তি আনি। জেনারেল সিবস্তি আনি তুরস্ক গবর্ণমেণ্টকে মহা উৎসাহে উৎসাহান্বিত করিয়া তুলিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহারই চতুরতায় ইংরাজ-রণ-তরীসমূহ নগরাক্রমণে বিলম্ব করিতে বাধ্য হইল। এই সুযোগে নগরবাসিগণ—স্ত্রী, পুরুষ, তুর্কী, গ্রীক, আর্ম্মানী সকলে নগররক্ষার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিল। ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার-গণ বন্দররক্ষায় মনঃসংযোগ করিলেন। এক সপ্তাহের মধ্যেই ৯১৭টি কামান ও দুই শত মরটার নগরোপকণ্ঠে সজ্জিত হইল। তখন সহসা চৈতন্যলাভ করিয়া ইংরাজ-রণতরীসমূহ ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইল, ফরাসী কামান হইতে তাহাদের উপর ক্রমাগত গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল। এই ক্ষুদ্র ব্যাপারে ইংরাজগণের আড়াই শত সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল। ইংরাজগণের এই ব্যাপারে, বিশেষতঃ নগররক্ষা কার্য্যে এই প্রকার উৎসাহান্বিত তুর্কীগণের বন্ধুত্ববন্ধন অধিকতর দৃঢ় হইল। নেপোলিয়ান এই সংবাদে অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলেন।

সম্মিলিত রাজগণের পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্য ডানজিকে সমবেত হইয়াছিল। নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ ক্রমাগত একান্নদিন যুদ্ধের পর ২৬এ মে ডানজিক অধিকার করিল। শত্রুগণ এখানে অপর্য্যাপ্ত রসদ সংগ্রহ করিয়াছিল। যুদ্ধের পর নেপোলিয়ান তাঁহার সৈন্যগণের শিবিরে দশ লক্ষ বোতল মদ পাঠাইয়া দিলেন। এ সময় কিছুদিনের জন্য উভয়পক্ষের যুদ্ধ স্থগিত ছিল; কারণ, তুষাররাশি বিগলিত হইতে আরম্ভ হওয়ায় কাহারও পদমাত্র অগ্রসর হওয়া কিংবা কৰ্দ্দমসঙ্কুল পথে গুরুভার কামানশকটসমূহ এক স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল।

এই সময় রুসীয় সম্রাটের সৈন্যসংখ্যা এক লক্ষ চল্লিশ

হাজার ছিল, তন্মধ্যে লক্ষ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারিত। নেপোলিয়ানও নিমেন হইতে ভিস্তুলা নদীর তীরদেশ পর্য্যন্ত এক লক্ষ ষাট হাজার সৈন্য সমবেত করিতে সমর্থ ছিলেন। মে মাসের প্রথম ভাগে পথগুলি কিছু সুগম হইবামাত্র নেপোলিয়ান তাঁহার সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন।

জুন মাসের প্রারম্ভকালে রুসীয় সম্রাটের সৈন্যগণ ফরাসী সেনাপতি মার্শেল নের সৈন্যগণকে সহসা আক্রমণপূর্ব্বক ধ্বংস করিবার জন্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইল। নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ একশত পঞ্চাশ মাইল পর্য্যন্ত স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করিতেছিল। সেনাপতির ইঙ্গিতমাত্র তাহারা একত্র সমবেত হইয়া শত্রুগণকে আক্রমণ করিল; যুদ্ধের স্থান বা সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল না, সুতরাং যেখানে সেখানে পর্ব্বতের উপত্যকায়, নদীর তীরদেশে, অরণ্যের অন্তরালে, প্রান্তরের প্রান্তে তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। প্রভাতে, সন্ধ্যায়, দিবসে, রাত্রে সর্ব্বকাল যুদ্ধানল প্রজ্বলিত। সমরক্ষেত্র নর-শোণিতে প্লাবিত হইল; জননী নয়নপুত্তলী শিশু-সন্তানকে বক্ষে লইয়া গৃহ ছাড়িয়া অরণ্যাভিমুখে পলায়ন করিল, হিংস্রপশুর সাহচর্য্য মনুষ্যের সমাগম অপেক্ষা প্রার্থনীয় হইয়া উঠিল। প্রত্যেক গ্রামে রুসীয়-সৈন্যগণ ফরাসীদিগের গতিরোধ করিয়া সশস্ত্র দণ্ডায়মান হইল, কিন্তু তাহাদিগের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া, ক্রমাগত গোলাগুলীবর্ষণে অস্থির হইয়া গ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। গ্রামে আগুন লাগাইয়া দিল; রাজপথের উভয়পার্শ্বস্থ গৃহসমূহ হু হু করিয়া জ্বলিতেছে—আর সেই রাজপথপ্রান্তে অনলরাশির মধ্যে দাঁড়াইয়া অশ্বারোহী অশ্বারোহীর বক্ষে বর্শা বিঁধিতেছে, পদাতিক পদাতিকের মস্তক লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উঠাইতেছে। এরূপ দৃশ্য প্রতিনিয়ত দেখিতে পাওয়া গেল। দশ সহস্র সুখময়, শান্তিপূর্ণ, সুন্দর গৃহ নিরবচ্ছিন্ন ভস্মস্তূপে পরিণত হইল। নিরপরাধ গ্রামবাসী পুরুষ ও রমণীগণ উভয়পক্ষীয় সৈন্যের অস্ত্রে দলে দলে নিহত হইতে লাগিল। সৈন্যদল কর্তৃক বহুসংখ্যক শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র পদদলিত হইল। তথাপি এ কালসমরের অবসান হইল না, গ্রামবাসিগণের অশ্রু ও কাতরতা তাহাদের পাষাণ-হৃদয় বিগলিত করিতে পারিল না, অজস্র রক্তস্রোতে তাহাদের যুদ্ধ-তৃষা নিবারিত হইল না; পরাজিত রুসীয় সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল; উন্মত্ত ফরাসী সৈন্য তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলে নেপোলিয়ান অদম্য উৎসাহে তাঁহার সৈন্যগণকে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। অমানুষিক শক্তিতে তিনি দিবারাত্রি যুদ্ধের জন্য নানা আয়োজনে রত রহিলেন। তাঁহার আহার নাই, নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই; বৃষ্টিধারা, কর্দ্দম, অন্ধকার, ঝটিকা সমস্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, বায়ু, উল্কাপাত, বজ্রশিখা মস্তকে ধারণপূর্ব্বক তিনি স্বকার্য্যসাধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দ্রুতধাবনে ক্লান্ত হইয়া অশ্ব পদতলে পড়িয়া প্রাণ হারাইল। নূতন অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক আবার তিনি তাঁহার লক্ষ্যস্থানে ছুটিয়া চলিলেন; আবার অশ্ব মরিল। দিনের পর দিন এই ভাবে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

৫ই জুন এই সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল। ফরাসী-প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিতে করিতে অবশেষে ১০ই জুন রুসীয়গণ অন্যান্য রাজসৈন্যের সহিত সম্মিলিত হইল এবং ঘুরিয়া এল নদীর তীরে হেলস্‌বার্গের প্রান্তরে সম্মুখ-যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইল। নবতি সহস্র সৈন্য শেষবার মহাবিক্রমে যুদ্ধ করিবার জন্য এই স্থানে সমবেত হইয়াছিল, পাঁচ শত কামান সম্মুখে সজ্জিত করিয়া ব্যূহ-রচনাপূর্ব্বক শত্রু-সৈন্যগণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ত্রিশ সহস্র ফরাসী সেনা তখন মদভরে প্রান্তর প্রকম্পিত করিয়া, ভৈরব-হুঙ্কারে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া শত্রুগণের অস্ত্রমুখে নিপতিত হইল। সেনাপতি মুরাট ও নে এই সকল সৈন্যের পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। উভয়পক্ষে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল; দলে দলে সৈন্যগণ প্রাণহীনদেহে সমরক্ষেত্রে অন্তিমশয্যা গ্রহণ করিল। যোদ্ধৃগণ জীবনের আশা পরিহারপূর্ব্বক প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

সহসা তূর্য্যধ্বনি হইল। সঙ্গে সঙ্গে দশ সহস্র রুসীয় অশ্বারোহী মহাবেগে ফরাসী সৈন্যগণের উপর নিপতিত হইল। তাহাদের বিজয়হুঙ্কারে আহতের আর্ত্তনাদ বিলীন হইয়া গেল। ফরাসীগণ সে বিষম আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া দলে দলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। দাঁড়াইয়া নির্ভীকচিত্তে মরিতে লাগিল, কিন্তু পলাইল না; পলাইবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াই আজ তাহারা

যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিল। রাত্রি আসিল, মহাবেগে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অন্ধকার রাত্রি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কামানের মুখ হইতে ক্রমাগত অগ্নিস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, সেই অগ্নির আভায় রণক্ষেত্রের ভীষণতা সমধিক বর্দ্ধিত হইল, রাশি রাশি ধূম আকাশ আচ্ছন্ন করিল। মেঘ হইয়াছিল; অনেক রাত্রে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, সে বৃষ্টিতেও যুদ্ধানল নির্ব্বাণ হইল না। রাত্রি দ্বিপ্রহর হইল। ক্রমে কামানের অগ্নিস্রোত থামিয়া গেল। দ্বাদশ ঘণ্টাব্যাপী যুদ্ধের পর পরিশ্রান্ত সৈন্যগণ সেই যুদ্ধক্ষেত্রে বৃষ্টিধারায় ও রক্তধারা-মিশ্রিত কর্দ্দমের উপর সহস্র সহস্র আহত ও মৃত-দেহের মধ্যে বিশ্রামার্থ শয়ন করিল। রাত্রি অবসানের পূর্ব্বে নেপোলিয়ান তাঁহার সৈন্যপরিখার নিকট উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সেনানায়কগণ যে সামান্য যুদ্ধে তাঁহার বহু-সংখ্যক সৈন্য ধ্বংসের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারেন নাই, ইহা দেখিয়া তিনি অসন্তুষ্ট হইলেন।

বৃষ্টিপ্লাবিত ঝটিকাময়ী রজনীর অবসানে সৈন্যগণের নয়নসমক্ষে অতি ভীষণ দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইল। উভয় সৈন্যদলের ব্যবধান অধিক ছিল না, কামানের গোলা যত দূর যাইতে পারে, তাহার অর্দ্ধেক পথেই তাহারা অবস্থান করিতেছিল। ব্যবধানভূমি অষ্টাদশ সহস্র মৃত ও আহত সৈনিক-দেহে পরিপূর্ণ, অনেকের দেহই উলঙ্গ, অস্ত্রাঘাতে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত, শোণিতে কৃষ্ণকেশ ও শুভ্রদেহ রঞ্জিত। এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া জীবিতাবশিষ্ট সৈন্যগণ স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহারা শত্রুতা বিস্মৃত হইয়া অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক বন্ধুভাবে মৃতের সমাধি ও আহতের শয্যা রচনা করিতে লাগিল। রুসীয় ও ফরাসী সৈন্য পরস্পরের বক্ষঃ লক্ষ্য করিয়া যে বন্দুক ছুড়িতেছিল, পরস্পরের মস্তকের উপর যে কামান উদ্যত রাখিয়াছিল, তাহা আর তাহাদের কাহারও মনে রহিল না। মানব-চরিত্র!

আহত ও মৃত সৈন্যগণের দেহ রণভূমি হইতে অপসারিত হইলে উভয়পক্ষে আবার নূতন করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রুসীয়গণ তাহাদের কামানবেষ্টিত পরিখা হইতে ও ফরাসী-গণ মুক্তপ্রান্তরে দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। নেপোলিয়ান অনাবশ্যক রক্তস্রোত নিবারণ করিবার নিমিত্ত কৌশলে সৈন্যগণকে পরিচালিত করিয়া শত্রুসমূহের পশ্চাতে উপস্থিত হইয়া এমন ভাবে আক্রমণ করিলেন যে, তাহারা বন্দুকের একটি শব্দ না করিয়াই রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হইল। ১২ই জুন সমস্ত রাত্রি ধরিয়া রুসীয় সৈন্যগণ পলায়ন করিল। অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইলেও পরদিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহারা শত্রুহস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য ধাবিত হইল। এইরূপে পলায়ন করিতে করিতে অবশেষে তাহারা ফ্রেডল্যাণ্ডের প্রান্তরে আসিয়া আর একবার যুদ্ধার্থ দণ্ডায়-মান হইল। অদূরে নদী পার হইয়া পলায়নপূর্ব্বক শত্রুহস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করা অসম্ভব হইবে জানিয়াই রুসীয় সৈন্যগণ জীবন-আশা পরিহার করিয়া এই স্থানে সমবেত হইয়াছিল, কিন্তু নিষ্ফল চেষ্টা! নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত করিয়া ফেলিল।

১৪ই জুন প্রভাতে ফ্রেড্‌ল্যাণ্ডের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। লেনসের সৈন্যদল সর্ব্বপ্রথমে শত্রুসৈন্য আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইল। রুসীয়গণ প্রচণ্ডবেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, তাহাদের অভিপ্রায় ছিল, অন্যান্য ফরাসী সৈন্য লেনসের সৈন্যগণকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই তাহারা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। নেপোলিয়ান দশ মাইল দূর হইতে যুদ্ধনিরত সৈন্যগণের সুগম্ভীর কামান-নিঃস্বন শ্রবণ করিলেন। তিনি দ্রুতবেগে সসৈন্য তাঁহার সহযোগীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রের অদূরে একটি উচ্চ ভূমিখণ্ড ছিল, মধ্যাহ্নকালে তিনি সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, শত্রুগণ নদীর উপর আসিয়া পড়িয়াছে, অন্যান্য দিক্ হইতে প্রবলবিক্রমে তিনি সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। রণজয়ের আশায় তাঁহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। নেপোলিয়ান উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলিলেন—"আজ ১৪ই জুন, মারেঙ্গোর যুদ্ধদিবস, আমাদের পক্ষে ইহা সুদিন।"

প্রভাতে লেনসের সৈন্যগণকে বহুসংখ্যক প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত সমরে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। ছাব্বিশ হাজার সৈন্য লইয়া লেনস আশীহাজার রুসীয় সৈন্যের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ানকে সেই উচ্চ ভূখণ্ডে অবস্থিত দেখিয়া সেনাপতি অডিনো অশ্বারোহণে তাঁহার সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন,—"সম্রাট্, আর বিলম্ব করা উচিত নহে, আমার সৈন্যগণ অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছে, আমার সাহায্যার্থ কিছু নূতন সৈন্য প্রদান করুন, তাহা হইলেই শত্রুগণকে আমি নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দিতে পারিব।" নেপোলিয়ান

দেখিলেন, তাঁহার সাহসী সহযোগীর পরিচ্ছদ গুলীর আঘাতে বহুস্থানে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাঁহার অশ্বের দেহ হইতে দরবিগলিতধারে শোণিতরাশি নিঃসৃত হইতেছে। নেপোলিয়ান প্রফুল্লদৃষ্টিতে অডিনোর মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর দূরবীক্ষণসাহায্যে রণক্ষেত্রের অবস্থা অতি সাবধানে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। নেপোলিয়ানের একজন সৈনিক কর্ম্মচারী বলিলেন,"আপাততঃ কয়েক ঘণ্টার জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখাই কর্ত্তব্য, শীঘ্রই অবশিষ্ট সৈন্যগণ তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইবে, ইতিমধ্যে তাঁহারা কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া লইতে পারিবেন। নেপোলিয়ান আবেগভরে বলিলেন,"না—না,—তাহা হইতে পারে না। এমন সুযোগ ছাড়া যায় না।"

তখন নেপোলিয়ান তাঁহার সহকারিগণকে তাঁহার নিকটে আহ্বান করিলেন। তিনি শত্রুগণকে আক্রমণ করিবার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া দিলেন। মার্শেল নের বাহু ধারণ করিয়া নেপোলিয়ান বলিলেন,—"ঐ দেখ, অদূরে ফ্রেডল্যাণ্ড নগর দেখা যাইতেছে। কোন দিকে না চাহিয়া অবিলম্বে ঐ নগরাভিমুখে ধাবিত হও, নগরে যে কোন উপায়ে প্রবেশ কর, তাহার পর সেতু অধিকার কর; তোমার দক্ষিণে, বামে, পশ্চাতে কি হইতেছে না হইতেছে, তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই। আমি ও আমার সৈন্যগণ তাহা দেখিব।"

নে তৎক্ষণাৎ সম্রাটের আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ যাত্রা করিলেন। নেপোলিয়ান এই বিক্রমশালী সেনাপতির গতি অতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। মার্শেলের সাহস ও পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া তিনি বলিলেন,—"নে পুরুষসিংহ!" নে-পরিচালিত চতুর্দ্দশ সহস্র সৈন্য রণভূমি প্রকম্পিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। নেপোলিয়ানের ইঙ্গিতমাত্র সমস্ত ফরাসী সৈন্য অগ্রসর হইল। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! ঘন ঘন সুগম্ভীর কামানগর্জ্জন প্রলয়ের মেঘগর্জ্জনের ন্যায় শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিতে লাগিল। প্রবল ভূমিকম্পের ন্যায় রণস্থল মুহুর্ম্মুহুঃ কম্পিত হইতে লাগিল। নেপোলিয়ানের পরিচালিত সৈন্যগণ তখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই, সম্রাট্ স্বয়ং তাহাদের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার অন্যান্য সৈন্যগণের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে একটি কামানের প্রজ্বলন্ত গোলা শত্রুরেখা হইতে তাঁহার সৈন্যগণের সঙ্গীনাগ্রভাগে নিপতিত হইল, একটি সৈনিক যুবক সভয়ে এক পদ সরিয়া দাঁড়াইল দেখিয়া নেপোলিয়ান মৃদুহাস্যে বলিলেন,—"বৎস, যদি এই গোলায় তোমার দেহ বিদীর্ণ হওয়া বিধিলিপি হইত, তাহা হইলে তুমি মাটীর ভিতর এক শত ফিট নীচে থাকিলেও ইহা সেখানে গিয়া তোমার মাথায় পড়িত।"

দেখিতে দেখিতে ফ্রেডল্যাণ্ডনগর ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। অগ্নিশিখা আকাশ আচ্ছন্ন করিল। নেপোলিয়ান সসৈন্যে নগর অধিকার করিয়া উন্মত্তের ন্যায় শোণিতপ্লাবিত রাজপথে বিচরণ করিতে লাগিলেন। রাত্রি আসিল। নৈশান্ধকারে ভস্মাবশিষ্ট নগর অতি ভীষণভাব ধারণ করিল। রুসীয় সৈন্যগণ পঞ্চবিংশতি সহস্র আহত ও মৃত সৈন্য রণস্থলে পরিত্যাগপূর্ব্বক নদীর দিকে পলায়ন করিল, বিজয়ী ফরাসীগণ তাহাদিগের অনুসরণপূর্ব্বক ক্রমাগত গুলী ছুড়িতে লাগিল। নদীর সেতু ধ্বংস হইল। ফরাসী-নিক্ষিপ্ত অব্যর্থ গুলীবর্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া রুসীয় সৈন্যগণ নদী-জলে ঝম্প প্রদান করিল। কেহ অতি কষ্টে অপর পারে গিয়া উঠিল, কিন্তু বহুসংখ্যক সৈন্যই নদীর প্রবল স্রোতে ভাসিয়া গেল। কত সৈন্য জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, তাহার সংখ্যা নাই। শত্রুগণ নদীবক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিল না, ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী নিক্ষিপ্ত হইয়া সেখানেও তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিল, স্বচ্ছ নদীজল লোহিতবর্ণ ধারণ করিল।

রুসীয় সৈন্যগণ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইল। অতঃপর নেপোলিয়ানের গমনে বাধাদানের জন্য আর তাহারা চেষ্টা করিতে পারিল না। ছত্রভঙ্গ রুসীয় সৈন্যগণ নিমেন নদী পার হইয়া পলায়ন করিল এবং রুসিয়ার অন্তর্দ্দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল। রুসীয় সেনাপতিগণ অতঃপর সন্ধিস্থাপনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সম্রাট্ আলেকজান্দার নেপোলিয়ানের নিকট দূত প্রেরণপূর্ব্বক যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। নেপোলিয়ান উত্তর দিলেন, তিনি যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে সম্পূর্ণ সম্মত আছেন এবং যাহাতে স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হয়, তাহাই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা।—দশ দিনের যুদ্ধে মহাপরাক্রান্ত রুসীয় সৈন্যগণের দর্প চূর্ণ হইল, তাহারা একটু শান্তিলাভের জন্য বীরেন্দ্রকেশরী নেপোলিয়ানের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল।

নিমেন নদীর একদিকে ইউরোপের অন্যান্য রাজ্য, অন্যদিকে রুসিয়ার সীমাহীন অনুর্ব্বর প্রান্তর মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ করিতেছে। সম্রাট্ আলেকজান্দার ও প্রুসিয়াধিপতি ফ্রেডারিক উইলিয়ম এই নদীর উত্তর তীরে সপ্ততি সহস্র পরাভূত সৈন্যসহ ভগ্নদণ্ডহস্তে নিরুৎসাহচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নদীর অন্য তীরে বিজয়-বলদৃপ্ত এক লক্ষ ফরাসী সৈন্য সম্রাট্ নেপোলিয়ানের শ্যেনাঙ্কিত বিজয়-পতাকামূলে দণ্ডায়মান রহিল।

এই নদীর বামতীরে টিলসিট নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল, এই গ্রামের অধিবাসিসংখ্যা দশ সহস্র। নেপোলিয়ান এই গ্রামে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি সম্রাট্ আলেক্জান্দারের পত্র প্রাপ্ত হইলেন। এই পত্রেই সম্রাট্ নেপোলিয়ানকে যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। মার্শেল কালক্রথ নামক একজন প্রুসীয় সেনানায়ক প্রুসীয় সম্রাটের পক্ষ হইতে নেপোলিয়ানের নিকট যুদ্ধানল নির্ব্বাণের জন্য প্রস্তাব করিতে আসিয়াছিলেন। নেপোলিয়ান বিশেষ শিষ্টাচারের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, "প্রুসীয় সেনাপতিগণের মধ্যে কেবল আপনিই ফরাসী বন্দীদিগের প্রতি সদয়ব্যবহার করিয়াছেন। এই জন্য আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ আমি আপনাদিগের অন্যান্য প্রুসীয় দুর্গ আমার হস্তে সমর্পণে অঙ্গীকারাবদ্ধ না করিয়াই যুদ্ধ স্থগিত রাখিলাম।"—অতঃপর উভয় সম্রাট্ নেপোলিয়ানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষী হইলেন। ২৫এ জুন সাক্ষাতের দিন স্থির হইল।

পৃথিবীর দুই জন শ্রেষ্ঠ সম্রাট্ অর্দ্ধ-ভূমণ্ডলের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, এরূপ ঘটনা পৃথিবীতে অধিকবার সংঘটিত হয় নাই। নেপোলিয়ান এই সাক্ষাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করিলেন, কিন্তু কোথায় সাক্ষাৎ হয়? কেহ কাহারও রাজ্যসীমায় পদার্পণ করা অগৌরবজনক জ্ঞান করিতে পারেন। নেপোলিয়ান দৃঢ়চিত্তে আগ্রহ প্রকাশ করিলে রুসীয় সম্রাট্ নিমেন নদী পার হইয়াই হয় ত নেপোলিয়ানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, কারণ, তাঁহারই অধিক আবশ্যক, কিন্তু নেপোলিয়ান সেরূপ দৃঢ়তা প্রকাশ করিলেন না, সম্মানভাজন ব্যক্তিকে কিরূপে সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন; অসি এবং প্রেম উভয় দ্রব্য দ্বারাই তিনি এই সম্মান প্রদর্শন করিতে পারিতেন; কিন্তু এই উপলক্ষে তাঁহার অসি তিনি কোষে বদ্ধ করিলেন। তিনি স্থির করিলেন, নদীর মধ্যস্থলে উভয় সম্রাটের সাক্ষাৎ হইবে। নেপোলিয়ানের আদেশানুসারে একটি অতি সুন্দর ভেলা নির্ম্মিত হইল, সেই ভেলার উপর মহামূল্য কার্পেটের শয্যা বিস্তৃত করা হইল, বহু অর্থব্যয়ে ইহা সুসজ্জিত হইল। নদীর উভয় তীরে উভয় পক্ষের সৈন্যগণ রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইল; এই অপূর্ব্ব দৃশ্য সন্দর্শনের জন্য নিকটবর্ত্তী জনপদসমূহ হইতে সহস্র সহস্র লোক নদীতীরে আসিয়া কাতার দিয়া দাঁড়াইল। বিধাতাও যেন এই সুমধুর মিলন-দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া প্রসন্ন হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না; মেঘসম্পর্কশূন্য সুনীল আকাশে দিবাকর সমুদিত হইয়া তাঁহার উজ্জ্বল মধুর কিরণচ্ছটায় চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিলেন। জুনের সেই মনোহর প্রভাতে প্রকৃতিদেবী নয়নমনোমোহন শোভা ধারণপূর্ব্বক সেই মিলনোৎসবের সহিত তাঁহার সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছিলেন, এই উৎসব প্রলয়ের পর পৃথিবীতে যেন নবজীবন-সংস্থাপনের আভাস জ্ঞাপন করিতেছিল।

বেলা ঠিক একটার সময় নদীর উভয় তীর হইতে উভয় সম্রাট্ই স্ব স্ব প্রধান আমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া নদী-মধ্যস্থ দরবারস্থলে উপস্থিত হইবার জন্য নৌকায় আরোহণ করিলেন। ফরাসী ও রুসীয় সৈন্যগণ যুগপৎ সহস্র সহস্র বন্দুক হইতে বজ্রনাদ সমুত্থিত করিয়া নদীজল ও গগনতল প্রতিধ্বনিত করিল। সম্রাটদ্বয়ের দেহরক্ষিগণ বহুমূল্য সমুজ্জ্বল বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া নৌকারোহণপূর্ব্বক তাঁহাদের অনুগমন করিল। সম্রাট্দ্বয়ের সম্মিলনের জন্য যে ভেলা নদী-বক্ষে সংরক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশাধিকার ছিল না, সুতরাং সম্রাট্-অনুচরগণ অদূরে আর দুইখানি ক্ষুদ্রায়তন-বিশিষ্ট সুসজ্জিত ভেলায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। নেপোলিয়ানই প্রথমে ভেলায় আরোহণ করিলেন এবং রুসীয় সম্রাট্কে মহাসমাদরে তাহার উপর তুলিয়া লইলেন। প্রথমেই উভয়ে পরস্পরকে বন্ধুভাবে প্রগাঢ় আলিঙ্গনদান করিলেন; তীরভূমি হইতে প্রায় দুই লক্ষ দর্শক এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, আনন্দ ও বিস্ময় তাহাদের প্রত্যেকের মুখে সুপ্রকাশিত

হইয়া উঠিল। সেই দুই লক্ষ দর্শক একত্র জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল. সে স্বর বজ্রনাদ অপেক্ষাও গম্ভীর। শত শত বন্দুকের শব্দ সেই আনন্দ-উৎসাহ-পরিপ্লুত কণ্ঠনাদের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল।

মণ্ডপে প্রবেশপূর্ব্বক সম্রাট্ আলেকজান্দারই সর্ব্বপ্রথমে কথা বলিলেন বলিলেন,—"আপনার মত আমিও ইংরাজদিগকে দুই চক্ষে দেখিতে পারি না, তাহাদের বিরুদ্ধে আপনি যাহা করিবেন, তাহারই অনুমোদন করিতে আমি প্রস্তুত আছি।"

নেপোলিয়ান বলিলেন,—"তাহা হইলে সহজেই সকল বিষয়ের মীমাংসা শেষ হইবে। সন্ধি ত হইয়াই গেল।"

দুই সম্রাটে দুই ঘণ্টা ধরিয়া পরামর্শ চলিল। নেপোলিয়ান তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভা, তাঁহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতা, তাঁহার অসাধারণ চিত্তাকর্ষিণী শক্তির দ্বারা অল্পকালের মধ্যেই রুসীয় সম্রাটকে বিস্ময়াভিভূত করিয়া ফেলিলেন। নেপোলিয়ান আলেকজান্দারকে বলিলেন,"আপনি ও আমি, আমরা উভয়ে, যাহা কর্ত্তব্য হয়, পরস্পরের সহিত পরামর্শ দ্বারা স্থির করিব। মন্ত্রিগণের সহায়তা গ্রহণ করা অপেক্ষা ইহাতে সুশৃঙ্খলার সহিত কার্য্য সমাধা হইবে। আমরা এক ঘণ্টায় যাহা শেষ করিয়া ফেলিব, মন্ত্রিগণ তাহার জন্য কয়েকদিন সময় লাগাইবে। আপনার ও আমার মধ্যে আর কোন মধ্যস্থের আবশ্যক নাই।"

সম্রাট্ আলেক্জান্দার তখন তরুণবয়স্ক যুবকমাত্র, তাঁহার বয়স এই সময় ত্রিশ বৎসরের অধিক হয় নাই। তাঁহার উচ্চাভিলাষের অন্ত ছিল না। তিনি প্রথম পরিচয়ে নেপোলিয়ানের ন্যায় প্রতিভাবান্ পৃথিবীবিখ্যাত ব্যক্তির মুখে এই প্রকার সরল, আড়ম্বরবর্জ্জিত স্পষ্টকথা শুনিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন। তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত নেপোলিয়ানের সকল কথা, সকল প্রস্তাব শুনিতে লাগিলেন। নেপোলিয়ান প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁহারা টিলসিট নগরে উপস্থিত হইয়া সকল বিষয় স্থির করিবেন, টিলসিট আলেক্জান্দারের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত থাকিবে এবং সেই নগর নিরপেক্ষরূপে গণ্য হইবে সম্রাট্ আলেক্জান্দার নেপোলিয়ানের এই প্রস্তাবেরও সমর্থন করিলেন। তদনুসারে স্থির হইল যে, পরদিনই আলেক্জান্দার তাঁহার দেহরক্ষিগণের সহিত টিলসিট নগরে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার এক অংশ অধিকার করিবেন, নেপোলিয়ান অপর অংশ গ্রহণ করিবেন। রুসীয় সম্রাট অতিথি, আতিথ্যসৎকারের জন্য নেপোলিয়ান মহাব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, যেখানে যত উৎকৃষ্ট পদার্থ আছে, রুসীয় সম্রাটের প্রতি সম্মান ও যত্নপ্রকাশের জন্য নেপোলিয়ানের আদেশে সেই সমস্ত দ্রব্য আহরিত হইল। সর্ব্বোৎকৃষ্ট গৃহসজ্জার উপকরণ, বিলাসিতা চরিতার্থ করিবার জন্য আবশ্যকীয় সকল সামগ্রী সযত্নে সংগৃহীত হইল।

পরদিন প্রভাতে উভয় সম্রাট্ সেই ভেলার উপর আবার সম্মিলিত হইলেন। প্রুসিয়ার হতভাগ্য অধীশ্বর রুসীয় সম্রাটের সহিত নেপোলিয়ানের সমীপস্থ হইয়াছিলেন। প্রুসিয়ারাজ উইলিয়ম এড্ওয়ার্ড স্থূলবুদ্ধি, অন্যের চিত্তাকর্ষণশক্তিবিরহিত, অন্তঃসারশূন্য মনুষ্য ছিলেন; তাঁহার দেহের লালিত্য ও মনের মাধুর্য্য উভয়েরই অভাব ছিল। তাহার উপর তিনিই এ সমরানলের ইন্ধন বহন করিয়াছিলেন, এখন নেপোলিয়ানের হস্তে তাঁহার সর্ব্বস্ব। তাঁহাকে লইয়া নেপোলিয়ান কিছু বিব্রত হইয়া পড়িলেন; প্রুসিয়ারাজের সহিত অর্দ্ধঘণ্টাকাল আলাপ করিয়াই তিনি অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন; প্রুসিয়ারাজ নেপোলিয়ানের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য মার্জ্জনা-প্রার্থনাসূচক দুই একটি কথা বলিতেই নেপোলিয়ান শান্তভাবে তাঁহাকে বলিলেন, এই যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতেই তাঁহাকে এতখানি কষ্ট ও অসুবিধা সহ্য করিতে হইয়াছে,—এ জন্য তিনি প্রুসিয়রাজকে একটাও বিদ্রূপ কিংবা ভৎর্সনার কথা বলিলেন না, অতিথির সম্মান নষ্ট করিলেন না। স্থির হইল, প্রুসিয়রাজও সম্রাট্ আলেক্জান্দারের সহিত টিলসিটে আসিয়া বাস করিবেন।

সেই দিন অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় সম্রাট্ আলেক্জান্দার টিলসিটে যাত্রা করিলেন। সম্রাটের নৌকা টিলসিটের প্রান্তবাহিনী নদীতীরে উপস্থিত হইবামাত্র নেপোলিয়ান স্বয়ং নদীতীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। উভয় সম্রাট্ বন্ধুভাবে পরস্পরের সম্ভাষণ করিলেন, যেন বহুকালের আত্মীয়তা। আলেক্জান্দারের নিকট নেপোলিয়ান বিনয় ও ভদ্রতার জীবন্তমূর্ত্তিস্বরূপ প্রতীয়মান হইলেন। ফরাসী সৈন্যগণ আলেকজান্দারের প্রতি সম্রাটোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল। স্থির

যুগল সম্রাট ও প্রহরী

[২৩৭ পৃষ্ঠা
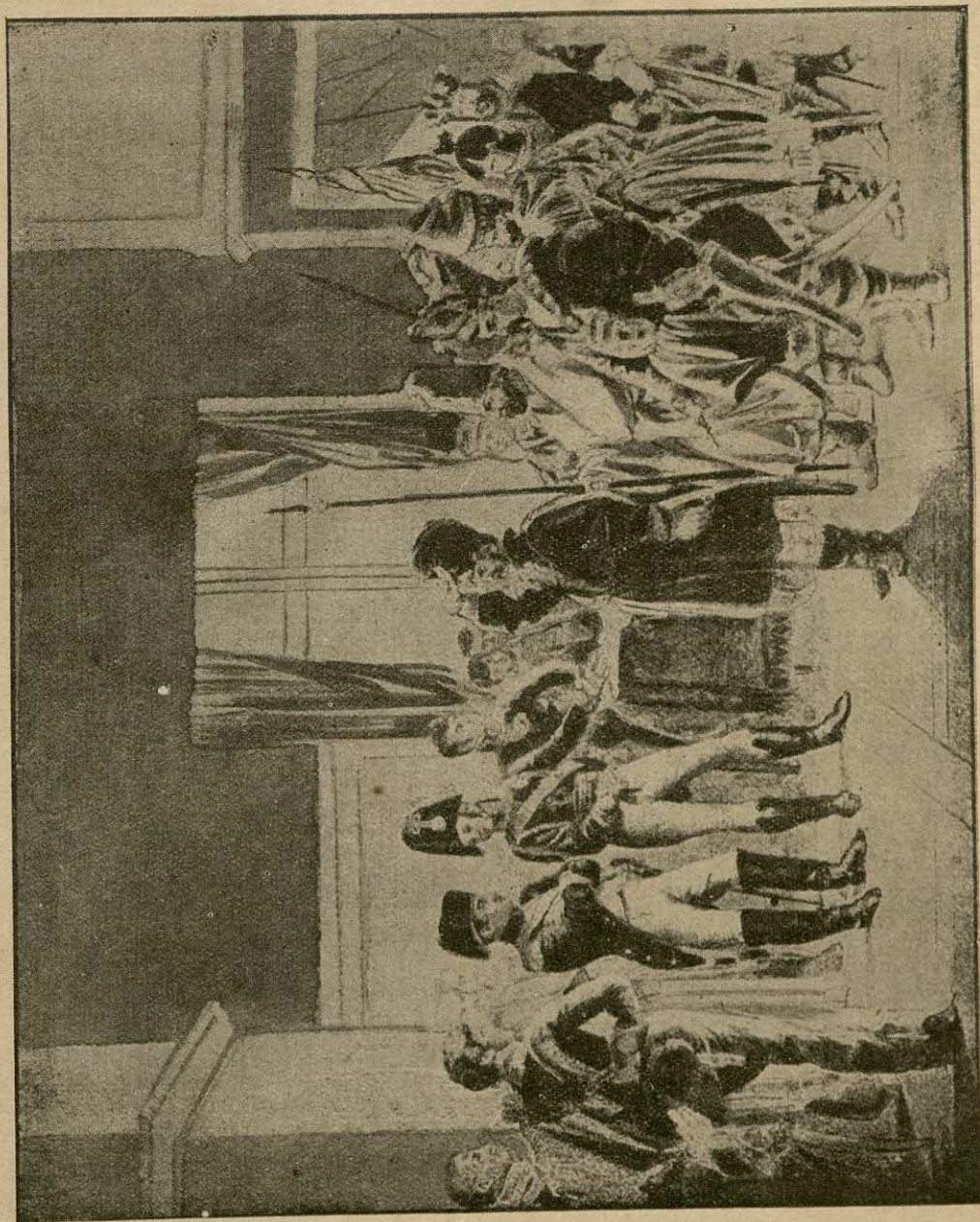
হইল, রুসীয় সম্রাট্‌ নেপোলিয়ানের সহিত একত্র বসিয়া আহার করিবেন। সম্রাট্‌ আলেক্‌জান্দার শিষ্টতা ও সদাচার প্রদর্শনে নেপোলিয়ান অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না, নেপোলিয়ানের প্রতি তিনি যৎপরোনাস্তি সম্ভ্রমের সহিত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন, নেপোলিয়ান কেবল দিগ্বিজয়েই অসাধারণ নহেন, মনুষ্যের হৃদয়-জয়েও তাঁহার বিশেষ দক্ষতা আছে।

নেপোলিয়ান ও আলেক্‌জান্দার প্রত্যহই অশ্বারোহণে ভ্রমণে বহির্গত হইতেন; নিমেন নদীর নির্জ্জন তীরে তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের পার্শ্বে অবস্থানপূর্ব্বক অশ্ব পরিচালিত করিতেন. নানা বিষয়ে গল্প চলিত, উভয়ের মধ্যে আর কিছুমাত্র সঙ্কোচ ছিল না. অল্পকালের মধ্যে তাঁহাদের বন্ধুত্ব এমন প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাঁহারা কেবল যে একত্র ভোজন করিতেন, তাহাই নহে, দিবসের অধিক সময়ই তাঁহারা একত্র বাস করিতেন। নূতন সন্ধির সর্ত্ত লইয়া নানাপ্রকার আলোচনা করিতেন। তাঁহাদের সৈন্যগণ তাঁহাদের এই বন্ধুত্ব নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দ অনুভব করিত, ক্রমাগত যুদ্ধে তাহারাও অবসন্ন ও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, শান্তিসম্ভাবনায় তাহারা সকলেই পুলকিত হইল। উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যেও ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। সম্রাট্‌ আলেক্‌জান্দার ও নেপোলিয়ান যখন শিবিরের প্রান্তদেশ দিয়া অশ্বারোহণে ভ্রমণে বাহির হইতেন, তখন উভয় সৈন্যদলই সমস্বরে 'সম্রাট্‌ আলেক্‌জান্দারের জয়, সম্রাট্‌ নেপোলিয়ানের জয়', এই শব্দে সুবিস্তীর্ণ শিবির প্রতিধ্বনিত করিত, নেপোলিয়ান আলেক্‌জান্দারকে বলিতেন, "আমার সৈন্যগণ সাহসী, কিন্তু যদি তাহারা রুসীয় সৈন্যগণের মত শান্তপ্রকৃতি ও দৃঢ়চেতা হইত, তাহা হইলে অবলীলাক্রমে আমি সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে পারিতাম।"

একদিন প্রভাতে নেপোলিয়ান ও আলেক্‌জান্দার পদব্রজে ভ্রমণ করিতেছিলেন; তাঁহারা একটি ফরাসী প্রহরীর নিকট দিয়া যাইবার সময় প্রহরীটি তাহার অস্ত্র উন্নত করিয়া সম্রাট্‌দ্বয়ের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করিল। এই প্রহরীর মুখমণ্ডলে একটি শুষ্ক ক্ষতচিহ্ন ছিল, ইহা কোন রুসীয় সৈন্যের তরবারির আঘাতচিহ্ন। অতি ভয়ানক আঘাতের চিহ্ন—তাহার ললাটদেশ হইতে কপোলের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত প্রসারিত। নেপোলিয়ান একবার সদয়ভাবে সেই প্রহরীর মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিলেন, তাহার পর আলেক্‌জান্দারকে বলিলেন, "ভাই সম্রাট্‌, যে সৈন্য এমন আঘাত সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকে, তাহার সম্বন্ধে তোমার কিরূপ ধারণা?"

আলেক্‌জান্দার একবার তীক্ষ্নদৃষ্টিতে সেই সিপাহীর ক্ষতস্থান লক্ষ্য করিলেন, তাহার পর প্রীতিকৌতুক-সমুজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয় নেপোলিয়ানের মুখের উপর স্থাপনপূর্ব্বক বলিলেন, "ভাই সম্রাট্‌, যে সৈন্য এমন ভাবে আঘাত করিতে পারে, তাহার সম্বন্ধে তোমার কিরূপ ধারণা?"

এমন সময় সেই প্রহরী মুখভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন না করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "কিন্তু তাহারা জীবিত নাই, সকলেই মরিয়াছে।"

মুহূর্ত্তের জন্য সম্রাট্‌ আলেক্‌জান্দার কিছু অপ্রতিভ হইলেন, তাহার পর নেপোলিয়ানের দিকে ফিরিয়া অত্যন্ত সম্ভ্রমভরে উত্তর করিলেন, "ভাই, এখানেই হউক আর যেখানেই হউক—তোমারই জয় সর্ব্বত্র।"

অনেক সময়ই নেপোলিয়ান রুসীয় সম্রাটের সহিত একত্র উপবেশনপূর্ব্বক পৃথিবীর মানচিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। আলেক্‌জান্দার নেপোলিয়ানের চিন্তার গভীরতা, হৃদয়ের বল ও দূরদৃষ্টির পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইতেন, তাঁহার অকাট্য যুক্তি ও বাগ্মিতা দেখিয়া আলেক্‌জান্দারের বিস্ময়ের সীমা থাকিত না। নেপোলিয়ান আলেক্‌জান্দারের মনের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তারের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, রুসীয় সম্রাট্‌কে ইংলণ্ডের সখ্যতাবন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফ্রান্সের প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করিবার যোগ্যতা ও শক্তি নেপোলিয়ানের যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। নেপোলিয়ান একদিন কথাপ্রসঙ্গে রুসীয় সম্রাট্‌কে বলিতেছিলেন,—"ইংলণ্ডের অভিপ্রায় কি? যে সমুদ্রে পৃথিবীর সকল জাতির অধিকার আছে, তাহাই তিনি শাসনাধীন করিতে চাহেন, তাহার ইচ্ছা—নিরপেক্ষ জাতিগণের জাহাজের উপর উৎপীড়ন, বাণিজ্যের উপর একাধিপত্যস্থাপন, অন্যান্য জাতির জন্য উপনিবেশোৎপন্ন পণ্যদ্রব্যের ভূরি পরিমাণ মূল্যনির্দ্ধারণ, ইয়োরোপের ভূখণ্ডে সর্ব্বত্র পদসঞ্চালন, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দরগুলি গ্রহণপূর্ব্বক তিনি এখন মিশর জয়ের চেষ্টা করিতেছেন, আবার অল্পদিনের মধ্যে দারদানেল গ্রহণ করিবেন—এ সকল লইয়া তিনি কি করিবেন?

"লোকে আমার উপর অপবাদ দেয়, আমি বড় সমর-প্রিয়। কিন্তু এ কথা ঠিক নহে। আমি এই মুহূর্ত্তেই এ কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য প্রস্তুত আছি। তুমি লণ্ডনের মন্ত্রিসভা ও আমার মধ্যস্থ হও। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব সহযোগী ও ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ সহযোগী হিসাবে ইহা তোমার পক্ষে ঠিক উপযুক্ত কাজই হইবে। আমি মাল্টা ছাড়িয়া দিতে সম্মত আছি, আমেন্সের সন্ধিভঙ্গ করার পর আমি যে সকল রাজ্য জয় করিয়াছি, তাহার ওজন ঠিক রাখিবার জন্য গ্রেটবৃটেন মাল্টা গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি আমার সহযোগিবর্গ স্পেন ও হলাণ্ডের যে সকল উপনিবেশ আত্মসাৎ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। তাহা হইলে আমিও হানোভার রাজ্য তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিব। এই সকল সর্ত্ত কি ন্যায়সঙ্গত নহে?—সম্পূর্ণরূপ যুক্তিযুক্ত নহে? ইহা ব্যতীত আমি আর কোন্ সর্ত্তে সম্মত হইতে পারি? আমি কিরূপে আমার সহযোগিগণকে পরিত্যাগ করিব? আমি যখন আমার সহযোগিগণের করচ্যুত রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির জন্য ইউরোপীয় ভূখণ্ডে আমার দিগ্বিজয়লব্ধ রাজ্য ত্যাগ করিতেছি, তখন আমাকে যুক্তিহীন ও উচ্ছৃঙ্খল বলিয়া কেহ তিরস্কার করিতে পারে কি?

"যদি ইংলণ্ড এই সর্ত্তে সন্ধিস্থাপন করিতে সম্মত না হন, তাহা হইলে তাঁহাকে ইহাতে বাধ্য করা উচিত। তিনি যে ক্রমাগত পৃথিবীর শান্তি নষ্ট করিবেন, ইহা সঙ্গত নহে। যদি ইংলণ্ড এ প্রস্তাবে সম্মত না হন, তবে তুমি ফ্রান্সের সহিত যোগদান করিবে বলিয়া ঘোষণা কর। সকলের নিকট প্রচার কর যে, সামুদ্রিক শান্তি অব্যাহত রাখিবার জন্য তুমি ফ্রান্সের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছ। ইংলণ্ডকে জানিতে দাও যে, কেবল ফ্রান্সের সহিত নহে, ইউরোপের সমগ্র ভূখণ্ড, রুসিয়া, প্রুসিয়া, ডেনমার্ক, সুইডেন, পর্টুগাল সকলের সহিত তাঁহার যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিবে; আমরা আমাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে এই সকল রাজ্য আমাদের সহিত যোগদান করিবেন। অষ্ট্রিয়া যখন বুঝিবেন যে, হয় তাঁহাকে ইংলণ্ডের সহিত, না হয় আমাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, তখন তিনিও আমাদের সহিত সম্মিলিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। তাহার পর ইংলণ্ড যদি ন্যায়ানুমোদিত সন্ধিস্থাপনে অসম্মতি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সমস্ত পৃথিবী তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিবে।

"তোমাকে আমার পক্ষ হইতে ইংলণ্ডের সহিত বিবাদে মধ্যস্থতা করিতে হইবে। আমিও তোমার পক্ষ হইয়া তুরস্কের সহিত মধ্যস্থতা করিব। যদি তুরস্কের সুলতান তোমার সহিত ন্যায়সঙ্গত সন্ধিস্থাপনে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে আমি তোমার সহিত সম্মিলিত হইয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিব। তাহার পর তুরস্করাজ্য আমাদের মধ্যে আমাদের সুবিধানুরূপ বিভক্ত হইবে।"

আলেক্‌জান্দার নেপোলিয়ানের এই বাগ্মিতায় এরূপ মুগ্ধ হইলেন যে, প্রবল উৎসাহে তাঁহার বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি নেপোলিয়ানের যুক্তি অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে ইহার সমর্থন করিলেন। নেপোলিয়ানের প্রতি গম্ভীর শ্রদ্ধায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। নেপোলিয়ানের প্রসঙ্গ উঠিলেই তিনি বলিতেন,—"কি অসাধারণ লোক! কি প্রতিভা! কি উদার মত! যেমন বীর, তেমনই রাজনীতিক। যদি আরও কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হইত, তাহা হইলে অনেক ভ্রম হইতে তিনি আমাকে মুক্ত করিতে পারিতেন। দু'জনে মিলিয়া আমরা পৃথিবীতে কোন্ দুষ্কর কর্ম্মই না করিতে পারিতাম?"

নেপোলিয়ানের সহিত আলেক্‌জান্দারের যে আলাপ হইত, তাহার মধ্যে অনেক সময়েই তুরস্কের কথা উঠিত। এই সময় তুরস্করাজ্যের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতিদিন তাহার শক্তিলোপ হইতেছিল। আলেক্‌জান্দারের ইচ্ছা ছিল, তিনি তুর্কীগণকে ইউরোপ হইতে বিতাড়িত করিয়া কনস্তান্তিনোপল অধিকার করিবেন। নেপোলিয়ান তাঁহার এই অভিপ্রায়সাধনে প্রবল প্রতিকূলতা প্রকাশ করিতেছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, রুসিয়া যদি তুরস্কে প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারে, তাহা হইলে রুসীয় রাজশক্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিবে। রুসিয়া দানিয়ুব নদীর সন্নিকটবর্ত্তী ভূভাগ অধিকার করিলে তাঁহার কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু আলেক্‌জান্দার যে বল্‌কান-গিরিমালা অতিক্রমপূর্ব্বক সুখসমৃদ্ধি-সম্পন্ন মহানগরী কনস্তান্তিনোপল অধিকার করিবেন, ইহা তিনি কোন ক্রমে সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না।

একদিন অশ্বারোহণে বহুদূর পর্য্যটনের পর নেপোলিয়ান ও আলেক্‌জান্দার শিবিরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক বিশ্রাম করিতেছিলেন, সেই কক্ষটিতে অনেকগুলি মানচিত্র বিলম্বিত ছিল। নেপোলিয়ান তাঁহার জনৈক কর্ম্মচারী মেনেভালকে তুরস্কের একখানি মানচিত্র তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিবার জন্য অনুমতি করিলেন। মানচিত্র আনীত হইলে তিনি কনস্তান্তিনোপলের চিহ্নস্থানে তর্জ্জনী স্থাপনপূর্ব্বক আবেগভরে আত্মবিস্মৃতের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন,—"কনস্তান্তিনোপল! কখন না! ইহাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য।"

প্রুসিয়ার রাজ্ঞী নেপোলিয়ানের সহিত অনুকূল পণে সন্ধিস্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে টিলসিটে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আশা ছিল, তাঁহার রূপ, তেজস্বিতা, মনোরঞ্জনশক্তি দ্বারা তিনি নেপোলিয়ানের হৃদয় মুগ্ধ করিয়া তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি করিবেন। সে সময়ে প্রুসীয় রাজ্ঞী ইউরোপে অদ্বিতীয় সুন্দরী ও মহিলা-সমাজের আদর্শস্থানীয়া বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বত্রিশ বৎসর মাত্র, তাঁহার পরিণত যৌবন তাঁহার অনন্ত রূপমাধুরীকে বিকাশিত করিয়া তুলিয়াছিল, সে রূপের পরিচয় পাইয়া সমগ্র ইউরোপ বিস্ময়াকুলদৃষ্টিতে সেই চারুহাসিনী সুন্দরীর ধ্যান করিত।

নেপোলিয়ানও প্রুসীয় রাজ্ঞীর সহিত আলাপ করিয়া মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি বলিতেন, "প্রুসিয়ার রাজ্ঞী কেবল অসাধারণ বুদ্ধিমতী নহেন, রাজনীতি সম্বন্ধেও তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে, রাজ্যের সকল সংবাদের সহিতই তিনি সুপরিচিত। পঞ্চদশ বর্ষকাল তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে প্রুসিয়ায় রাজত্ব করিয়াছেন। আমি সর্ব্বদা বিশেষ সাবধান হইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিলেও তিনি আমাদের সেই আলাপ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাঁহার স্বার্থবিষয়ের প্রসঙ্গে লইয়া যাইতেন এবং প্রসঙ্গটি তাঁহার অভিপ্রায়ানুরূপ করিয়া তুলিতেন, কিন্তু এমন ভাবে তিনি তাঁহার বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করিতেন যে, সে জন্য আমার মনে কখন অপ্রীতি কিংবা বিরাগের সঞ্চার হয় নাই।"

এই প্রসঙ্গে নেপোলিয়ান যোসেফিনকে লিখিয়াছিলেন,—"প্রুসিয়ার রাজ্ঞী সত্যই মোহিনী রমণী। আমার সহিত কিঞ্চিৎ রসালাপেও তাঁহার অনুরাগ দেখা গেল, কিন্তু সে জন্য ঈর্ষানলে দগ্ধ হইও না। আমি ঠিক মোমজমার মত, সকল জিনিষই বাহিরে গড়াইয়া পড়ে, কিছুই ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। প্রেমিকের অংশ অভিনয় করা আমার পক্ষে বিশেষ কঠিন।"

দুর্ভাগিনী প্রুসীয় রাজ্ঞী যখন দেখিলেন, তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল, তখন তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। বিদায়-ভোজদানের পর নেপোলিয়ান তাঁহাকে বিদায় করিবার সময় রাজ্ঞী একবার নেপোলিয়ানের মুখের দিকে আগ্রহভরে চাহিলেন, তাহার পর তাঁহার করধারণ পূর্ব্বক বলিলেন, "বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরের এত নিকটে থাকিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াও আমি তাঁহার অনুগ্রহলাভের সুখ হইতে বঞ্চিত হইলাম।"

নেপোলিয়ান বলিলেন,—"ভদ্রে, সে জন্য আমার বড় আক্ষেপ জন্মিয়াছে; আমার দুর্ভাগ্য!"

শকটে আরোহণপূর্ব্বক রাজ্ঞী উভয় করপল্লবে মুখ আচ্ছাদন করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। নেপোলিয়ানের নিকট আশা পূর্ণ না হওয়ায় তিনি এতই মনঃকষ্ট পাইয়াছিলেন যে, স্বদেশপ্রত্যাগমনের পর অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ভগ্ন-হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহারই অদম্য চেষ্টায় প্রুসিয়া-দেশে মহা-সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাঁহারই দুরাকাঙ্ক্ষায় সেই অনলে তাঁহার সর্ব্বস্ব ভস্মীভূত হইয়াছিল, অবশেষে সেই অনলশিখা বক্ষে ধারণপূর্ব্বক তিনিও দেহপাত করিলেন।

যাহা হউক, অল্পকালের মধ্যে টিলসিটের সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সন্ধির সর্ত্তানুসারে প্রুসিয়ার অধীশ্বরকে তাঁহার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ পুনঃপ্রদত্ত হইল। পোলাণ্ডের যে অংশ প্রুসিয়ারাজ গ্রাস করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে প্রদান করা হইল না, তাহা একটি স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হইল; এই নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের নাম হইল, 'ডচি অব ওয়ারস'—ওয়ারস রাজ্য। এই রাজ্যের শাসনভার সাক্সনীর অধিপতির হস্তে সমর্পিত হইল। নেপোলিয়ান এই প্রদেশের ক্রীতদাসগণকে মুক্তিদান করিলেন, তত্রত্য দাসব্যবসায় রহিত করিলেন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে অধিবাসিগণের স্বাধীন মত সংরক্ষণের অধিকার প্রদান করিলেন এবং ইহুদীগণকে খৃষ্টানদিগের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিলেন। এই নব রাজ্যের প্রজাবৃন্দ প্রুসিয়ার শাসন-নিগড় হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ও

অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে কালযাপন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া মহানন্দে নেপোলিয়ানের জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

নেপোলিয়ানের ইচ্ছা ছিল, সমস্ত পোলাণ্ডকে তিনি স্বতন্ত্ররাজ্যে পরিণত করেন, কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কোনক্রমে সম্রাট্ আলেক্‌জান্দারের সম্মতিলাভ করিতে পারেন নাই। এল্‌বা নদীর বামকূলে সংস্থিত প্রুসিয়ার সমস্ত প্রদেশ দ্বারা ওয়েষ্ট-ফেলিয়া নামক রাজ্য সংগঠিত হইয়াছিল, এই রাজ্যের শাসনভার জেরোম বোনাপার্টের হস্তে সমর্পণ করা হয়। অতঃপর প্রুসিয়া রাজ্যের জনসংখ্যা নব্বই লক্ষ হইতে পঞ্চাশ লক্ষে এবং ইহার রাজস্ব এক কোটি বিশ লক্ষ ফ্রাঙ্ক হইতে ৭০ লক্ষ ফ্রাঙ্কে পরিণত হইয়াছিল। রুসীয় সম্রাট্ রাইনের যুক্তরাজ্য এবং নেপল্‌স, হলাণ্ড ও ওয়েষ্ট-ফেলিয়া যুক্তরাজ্যের প্রতিষ্ঠা স্বীকার করিলেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শান্তিসংস্থাপনের অভিপ্রায়ে রুসীয় সম্রাট্, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বিবাদে এবং নেপোলিয়ান, রুসিয়া ও তুরস্কের বিবাদে মধ্যস্থ হইতে সম্মত হইলেন। আলেক্‌জান্দার ও নেপোলিয়ানের মধ্যে রাজনৈতিক মিত্রতা সংস্থাপিত হইল। এইগুলি সাধারণতঃ টিলসিটের সন্ধির সর্ত্ত। এই সন্ধিস্থাপনে নেপোলিয়ান রুসিয়ার আক্রমণভয় হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহার সাম্রাজ্য সুরক্ষিত করিলেন।

এই সন্ধিসংস্থাপনের পর নেপোলিয়ান সুস্থচিত্তে ফরাসী সাম্রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে মনঃসংযোগ করিলেন। তিনি এই সন্ধিবন্ধনে কিছুমাত্র স্বার্থপরতার পরিচয় প্রদান করেন নাই। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি সাভারি নামক অমাত্যকে বলিয়াছিলেন,—"আমি শান্তিস্থাপন করিলাম। কেহ কেহ বলেন, কাজটি আমার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই, আমাকে প্রতারিত হইতে হইবে। কিন্তু সত্য সত্যই আমি আর যুদ্ধের আবশ্যক দেখি না, আমরা অনেক যুদ্ধ করিয়াছি। পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হওয়াই এখন বাঞ্ছনীয় হইয়াছে। যত দিন আমি একজন রাজদূত সংগ্রহ করিতে না পারি, তত দিন পর্য্যন্ত তোমাকে আমি সেণ্টপিটার্সবর্গে (রুসীয় রাজধানী) রাখিব। আলেক্‌জান্দারের নিকট আমি তোমার একখানি পরিচয়পত্র দিব। তুমি সেখানে আমার কাজ-কর্ম্ম করিবে। মনে রাখিবে, আমি আর কোন রাজ্যের সহিত যুদ্ধ বাধাইবার জন্য সমুৎসুক নহি; আমার এই কথা মনে রাখিয়া তুমি সকল কাজ করিবে। যদি তোমার বিবেচনার দোষে আবার কাহারও সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তাহা হইলে আমি তোমার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইব। যখন কাহারও সহিত কোন আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইবে, তখন কাহারও মর্ম্মপীড়াদায়ক কোন কথা বলিবে না। কখন যুদ্ধের কথা তুলিবে না। রুসিয়ার কোন আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিবে না, যদি কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ কর, তাহাতেও কোন প্রকার মতামত-প্রকাশে ক্ষান্ত হইবে। প্রত্যেক জাতির মধ্যে আচার-ব্যবহারের ভিন্নতা লক্ষিত হয়। ফরাসীদিগের একটা দোষ এই যে, তাহারা অন্য দেশের রীতি-নীতি তাহাদের নিজের দেশের সঙ্গে মিলাইয়া দেখে এবং নিজেদের সকল বিষয়ের আদর্শ বলিয়া মনে করে। তুমি জান, অষ্ট্রিয়া ও প্রুসিয়া রাজ্যের দ্বারা আমি কিরূপভাবে প্রতারিত হইয়াছি, রুসিয়ার সম্রাটের প্রতি আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে।"

নেপোলিয়ান প্রায় এক বৎসর ফরাসী দেশ হইতে দূরে অবস্থান করিতেছিলেন। নিমেন নদীর তীরভূমি ফরাসী সাম্রাজ্যের রাজধানী হইতে প্রায় পঞ্চদশ শত মাইল। রাজধানী হইতে এই দীর্ঘকাল এতদূরে অবস্থান করিয়াও তাঁহার কোন চিন্তা ছিল না, ফরাসীদেশের সর্ব্বত্র তখন শান্তি অব্যাহত ছিল। ইউরোপীয় স্থলভাগের অন্য কোন স্থানেও তখন যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল না। এই সময়ই নেপোলিয়ানের গৌরবের সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত অবস্থা। মানবীয় ক্ষমতার আকাশে তিনি তখন মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের ন্যায় বিরাজমান ছিলেন। সমগ্র ইউরোপ তাঁহার সেই বিপুল গৌরবরশ্মি সন্দর্শন করিয়া, তাঁহার বিশ্ববিজয়ী রণনিপুণ সৈন্যগণের বিপুল প্রতাপ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু ইংলণ্ড তখনও নির্ব্বিকার, তাঁহার অনন্ত সাগরোর্ম্মি-চঞ্চল বেলাভূমি অতিক্রমপূর্ব্বক ফরাসী সৈন্যপুঞ্জের ভৈরব গর্জ্জন তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই, তাঁহার সহস্র রণতরীসুরক্ষিত বীরপ্রতাপ-মণ্ডিত দেহের কোন অংশে নেপোলিয়ান ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার সুতীক্ষ্ণ অসির আঘাত করিতে পারেন নাই, অনন্ত সমুদ্রের অধীশ্বরী হইয়া, বাণিজ্যলব্ধ অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়া সৌভাগ্যগর্ব্বিতা

শ্বেতদ্বীপ নেপোলিয়ানকে গ্রাহ্যও করিলেন না। অষ্ট্রিয়া যাঁহার দর্পে নতশির, প্রুসিয়া যাঁহার তেজোবীর্য্য-প্রভাবে ভগ্নদন্ত, ইতালী, হল্যাণ্ড, সাক্সনী প্রভৃতি রাজ্য যাঁহার পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিত,অবশেষে অশেষ প্রতাপসম্পন্ন, অর্দ্ধধরণীর অধিপতি রুসিয়ার সম্রাট্ যাঁহার বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আপনাকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করিয়াছেন, ইউরোপের সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর, যুগাবতার নেপোলিয়ানকে ক্ষুদ্র ইংলণ্ডভূমি তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন। নেপোলিয়ানকে খর্ব্ব ও হীনবীর্য্য করিবার জন্য ইংলণ্ড তখনও প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়ানের তাহা অজ্ঞাত ছিল না, তাই সমস্ত ইউরোপকে তিনি ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে বাধ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন; স্থির করিলেন, যখন অন্য উপায়ে ইংলণ্ডকে যুদ্ধে বিরত রাখা সম্ভব হইবে না, তখন সকল রাজ্য মিলিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার শাণিত নর-শোণিত-প্লাবিত উন্মুক্ত কৃপাণ কোষবদ্ধ করাইবেন। ইংলণ্ড নেপোলিয়ানের অভিপ্রায় বুঝিয়াছিলেন, তাই তিনি পৃথিবীর রণতরীসমূহ একত্র করিয়া সমগ্র সশস্ত্র ইউরোপের বিরুদ্ধে একাকী দণ্ডায়মান হইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

কিন্তু আপাততঃ বাহ্যিক অশান্তি কিছুমাত্র ছিল না। ২৭শে জুলাই প্রভাত ছয় ঘটিকার সময় যুগপৎ শত কামান-গর্জ্জন রাজধানী পারিসের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নেপোলিয়ানের স্বদেশ-প্রত্যাগমন-সংবাদ পরিব্যক্ত করিতে লাগিল। অতঃপর রাজধানীতে যে দিবারাত্রি-ব্যাপী মহোৎসবের আরম্ভ হইল, তাহার বর্ণনা লেখনীমুখে প্রকাশ করা যায় না। সেই জাতীয় মহোৎসবে সমস্ত ফরাসীভূমি যোগদান করিল। দিবারাত্রির মধ্যে আর কোন প্রভেদ রহিল না; আলোকে, পুলকে, হাস্যে, সঙ্গীতে ফরাসী-দেশ উন্মত্ত, অধীর ও চঞ্চল হইয়া উঠিল; কিন্তু নেপোলিয়ান মুহূর্ত্তের জন্য বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না, তিনি নগরবাসিগণের অভিনন্দনের আশায় ক্ষণকালের জন্যও প্রতীক্ষা না করিয়া পূর্ব্বদিন রাত্রে নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহার পর সেণ্ট ক্লাউডের রাজ-প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রিগণের সহিত যথারীতি দরবার আরম্ভ করিলেন; লোকের অনুমান হইল, তিনি সামান্য-কার্য্যে নগরবাহিরে গিয়াছিলেন মাত্র, প্রবাসের ক্লান্তি ও প্রবাসের উদ্বেগ তাঁহার মুখভাবে ক্ষণকালের জন্যও পরিলক্ষিত হয় নাই।

নেপোলিয়ান তাঁহার সমাগত অমাত্যগণকে বলিলেন, "আমরা ইউরোপীয় স্থলভাগকে শান্ত করিয়াছি, এইবার জলভাগকে শান্ত করিব; যদি সহজে না হয়, বলপূর্ব্বক করিব। তাহার পর ফরাসী রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উন্নতি, বাণিজ্যের উন্নতি, শিল্পের উন্নতি, শিক্ষার উন্নতি, সর্ব্ববিষয়ক উন্নতিতে মনোযোগ প্রদান করিব। আমি অস্ত্রত্যাগ করিয়া এখন রাজ্যের সংস্কারে হস্তক্ষেপণ করিব।"

নেপোলিয়ান অতঃপর রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উন্নতিতে হস্তক্ষেপণ করিয়া স্বদেশের যে সকল কার্য্য সংসাধন করিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণে পাঠকের ধৈর্য্য নষ্ট হইতে পারে অনুমান করিয়া আমরা সেই অংশের আলোচনা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট

দ্বিতীয় খণ্ড

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট

(দ্বিতীয় খণ্ড)

প্রথম অধ্যায়

কোপেনহেগেনের যুদ্ধ, নেপোলিয়ান-আলেক্জান্দার-সংবাদ

টিলসিটের সন্ধিস্থাপনের পর নেপোলিয়ান ও আলেক্জান্দার গোপনে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে তাঁহাদের সৈন্যদল সম্মিলিত করিবার জন্য পরামর্শ করিয়াছিলেন। স্থির ছিল, যদি ইংলণ্ড রুসীয় সম্রাটের মধ্যস্থতায় অস্বীকার করেন, তাহা হইলেই আবার যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। তাহার পর স্থির হইল, যদি তুরস্কের সুলতান নেপোলিয়ানের মধ্যস্থতায় সম্মত না হন, তাহা হইলে তাঁহারা তুরস্কের বিরুদ্ধেও সমরঘোষণা করিবেন। তাহার পর ইংলণ্ডের সহিত সন্ধিস্থাপন সম্ভব হইলে তাঁহারা সুইডেন, ডেনমার্ক, পর্ত্তুগাল এবং অষ্ট্রিয়াকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিবেন, ইংলণ্ডদেশজাত পণ্যদ্রব্য যাহাতে ইউরোপের কোন বন্দরে উপস্থিত হইতে না পারে, তজ্জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে।

নেপোলিয়ান পারিসে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তাঁহার সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উন্নতিকল্পেই অখণ্ড মনোযোগ ন্যস্ত করিয়াছিলেন। রুসিয়ার মধ্যস্থতায় ইংলণ্ড কি উত্তর প্রদান করেন, তাহা জানিবার জন্য তিনি অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি তুরস্কে একজন রাজদূত প্রেরণপূর্ব্বক রুসিয়ার সম্রাটের সহিত সুলতানের সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তুরস্কের সুলতান ধীরচিত্তে সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া নেপোলিয়ানের মধ্যস্থতা স্বীকার করিলেন। সুলতান তাঁহার উন্মুক্ত কৃপাণ কোষবদ্ধ করিলেন। ইংলণ্ড তাঁহার পূর্ব্ব-সুহৃদ্বর্গ কর্ত্তৃক একে একে পরিত্যক্ত হইয়া অবিলম্বে তুরস্কের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। তিনি তুরস্কাধিপতিকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তুরস্ক-রাজ্য গ্রাস করিবার জন্য রুসিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছেন। সুলতান ইংলণ্ডের কথা শুনিয়া নেপোলিয়ানের মধ্যস্থতার উপর আর নির্ভর করিতে পারিলেন না। ইংলণ্ডের সহিত রুসিয়ার মধ্যস্থতা করিবার চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইল। প্রথমে ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা আলেক্জান্দারের প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নাই; অবশেষে তাঁহারা সগর্ব্বে ঘৃণার সহিত এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। ইংলণ্ডের এই প্রকার দৃঢ়তা, তেজ ও দুঃসাহস দেখিয়া সমস্ত ইউরোপের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

সমগ্র ইউরোপের বিস্ময় অতঃপর ক্রোধে পরিণত হইল। ডেন্মার্ক-রাজ্য এত দিন পর্য্যন্ত নিরপেক্ষভাব ধারণ করিয়া ছিলেন; ফ্রান্সের ক্রমবর্দ্ধিত পরাক্রম দেখিয়া তাঁহার মনে যথেষ্ট ঈর্ষারও সঞ্চার হইয়াছিল। সুতরাং সীমান্ত-প্রদেশ সুরক্ষিত করিবার জন্য ডেনিস্ সৈন্যগণ সশস্ত্রভাবে সজ্জিত ছিল। ইংলণ্ডের দ্বারা কোন প্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা না থাকায় ডেন্মার্ক সমুদ্রের দিকে সৈন্যসমাবেশ করেন নাই, সেই দিক্ সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থাতেই ছিল। নেপোলিয়ান যথেষ্ট ভদ্রতার সহিত, কিন্তু অকুণ্ঠিতচিত্তে ডেন্মার্ককে জানাইলেন যে, যদি ইংলণ্ড রুসীয় সম্রাটের মধ্যস্থতায় অসম্মতি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সমস্ত ইউরোপের রাজগণকে কোন না কোন পক্ষে যোগ দান করিতে হইবে। ইংলণ্ডের সহিত ডেন্মার্কের প্রীতিবন্ধন তখন সুদৃঢ় ছিল। ইংলণ্ড তথাপি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না; তাঁহার আশঙ্কা হইল, হয় ডেন্মার্ক তাঁহার বিরুদ্ধে,—অন্যান্য ইউরোপীয় রাজ-শক্তিপুঞ্জের সহিত সম্মিলিত হইবে; সুতরাং একটি কূট রাজনৈতিক চাল চালিয়া তিনি অগ্রেই ডেন্মার্কের নৌ-সৈন্য হস্তগত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। ডেন্মার্কের নৌ-সৈন্যগণ ইংলণ্ডের নিকট এরূপ

ব্যবহারলাভের আশঙ্কা কোন দিনই করে নাই; তাহারা নিশ্চিন্তচিত্তে কোপেনহেগেনের বন্দরে নঙ্গর ফেলিয়া অবস্থান করিতেছিল। ডেন্‌মার্কের পাঁচ হাজার সৈন্য তখন নিশ্চিন্তভাবে তাহাদের দুর্গমধ্যে কালযাপন করিতেছিল।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট গোপনে জলযুদ্ধের জন্য সৈন্যদল প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এই দলে পঁচিশখানি যুদ্ধজাহাজ, চল্লিশখানি ক্ষুদ্রায়তন রণতরী এবং ৩৭৭ খানি সরঞ্জামী জাহাজ ছিল। ত্রিংশৎ সহস্র রণনিপুণ নৌ-যোদ্ধা জলযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। সহসা একদিন ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত সেনাপতি সার আর্থার ওয়েলেসলীর পরিচালিত বিংশতি সহস্র সৈন্য জলে স্থলে ডেন্‌মার্ক রাজ্য অবরুদ্ধ করিয়া ডেন্‌মার্কের রাজপ্রতিনিধি যুবরাজকে আদেশ প্রদান করিলেন, অবিলম্বে তাঁহার দুর্গ ও রণতরীসমূহকে ইংলণ্ডের সৈন্যমণ্ডলীর হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। ইহাতে অসম্মত হইলে ইংরাজ সৈন্যগণ বলপূর্ব্বক কোপেনহেগেনের বন্দর অধিকার করিয়া লইবে ও ডেন্‌মার্কের সৈন্যগণকে বশ্যতা স্বীকার করাইবে। ইংরাজগণের দূত মিঃ জ্যাক্‌সন ডেনমার্ক-রাজপ্রতিনিধিকে অতঃপর এ আশ্বাসবাক্যও জ্ঞাপন করিলেন যে, ফরাসীদিগের সহিত গোলযোগের অবসান হইলেই তাঁহার রণতরী ও সৈন্যাদি সমস্ত তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা হইবে। ইংলণ্ড ডেন্‌মার্কের বন্ধু, ডেন্‌মার্কের সহিত ইংরাজরাজ বন্ধুবৎ ব্যবহারই করিবেন এবং তাঁহার যদি কিছু ক্ষতি হয়, তবে সে ক্ষতিও পূরণ করিবেন।

ডেন্‌মার্কের রাজ-প্রতিনিধি ঘৃণাভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের ঘৃণিত প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিয়া আমাদের যে সম্মান নষ্ট হইবে, সে ক্ষতি তোমরা কি দিয়া পূরণ করিবে?"

মিঃ জ্যাকসন বলিলেন,—"যুদ্ধ—চিরকালই যুদ্ধ। গরজ বড় দায়। দুর্ব্বল সবলের অধীনতা অবশ্যই স্বীকার করিবে।"

এইরূপ প্রস্তাবের উপর আর কোন তর্ক চলিতে পারে না। যুবরাজ প্রবল ইংরাজ সৈন্যগণের আক্রমণে বাধাদানে অসমর্থ হইয়াও কাপুরুষের ন্যায় তাহাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন না, তিনি সাধ্যানুসারে আত্মসম্মান রক্ষার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। ইংরাজ-দূত মিঃ জ্যাকসন তাঁহার সৈন্যদলে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তাঁহার দৌত্যকাহিনী বিবৃত করিলেন। তখন ইংরাজ সেনাপতি নগর আক্রমণের জন্য নিঃশব্দে উৎসাহের সহিত সৈন্যদল সজ্জিত করিতে লাগিলেন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কামান যথাযোগ্যরূপে উপযুক্ত স্থানে সংস্থাপিত করা হইল। তাহার পর যে রোমাঞ্চকর দৃশ্য আরম্ভ হইল, তাহার তুলনা জগতের ইতিহাসে একান্ত দুর্ল্ভ।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর সায়ংকালে কোপেনহেগেন নগরের উপর ইংরাজের কামান ও বন্দুকসমূহ হইতে অজস্রধারে গোলাগুলী বর্ষণ আরম্ভ হইল। সমস্ত রাত্রি আর সে গোলাগুলী বর্ষণের নিবৃত্তি হইল না। পরদিন মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত সমান ভাবে এই কাণ্ড চলিল; নগরের বহুস্থানে অগ্নি লাগিল, শত শত উৎকৃষ্ট হর্ম্ম্য অগ্নিমুখে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। রাজপথের উপর দিয়া শিশু ও রমণীগণের রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। প্রজ্বলিত নগর হইতে ধূমরাশি উঠিয়া আকাশ আচ্ছন্ন করিল। ৩রা সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণকালে ইংরাজ সেনাপতির আদেশে কয়েক ঘণ্টার জন্য গোলাগুলী-বর্ষণ বন্ধ রহিল। তিনি আশা করিয়াছিলেন, অতঃপর ডেনিস্‌গণ তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক প্রাণভিক্ষা করিবে। কিন্তু তাহারা প্রাণের ভয়ে ভীত হইয়া এই প্রকার হীনতা স্বীকার করিল না। ডেন্‌মার্কের সেনাপতি পেমানের উপর নগর-রক্ষার ভার ছিল; ঘৃণা, ক্রোধ ও অপমানে তাঁহার হৃদয় প্রপীড়িত হইতেছিল। কিন্তু তথাপি তিনি ইংরাজ সেনাপতির নিকট কোন প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন না। সকল মান বিসর্জ্জনপূর্ব্বক জীবনরক্ষার বাসনা এবং আত্মসম্মানরক্ষার জন্য বীরের ন্যায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার সঙ্কল্প—এই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিভাব তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত প্রবল হইয়া তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিল।

ডেনিস্‌গণ কোনপ্রকার হীনতাপূর্ণ প্রস্তাব উত্থাপন করিল না দেখিয়া ইংরাজগণ ক্রোধোন্মত্তচিত্তে আবার গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। এবার তাঁহারা নগর ধ্বংস করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সমস্ত রাত্রি—তাহার পরদিন এবং সেই দিন রাত্রি পর্য্যন্ত গোলাগুলী বর্ষিত হইল, একদণ্ডের জন্যও

তাঁহারা বিশ্রাম গ্রহণ করিল না। এই কালের মধ্যেই দুই সহস্র নগরবাসী ইংরাজের গুলীর আঘাতে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, তিন শত গৃহ দগ্ধ হইয়া ভস্মস্তূপে পরিণত হইল, দুই সহস্র গৃহ কামানের গোলায় সহস্র খণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল। নগরের প্রায় অর্দ্ধাংশ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল, কয়েকটি সুদৃশ্য ধর্ম্মমন্দির গোলার আঘাতে বিধ্বস্ত হইল। তিনদিন তিনরাত্রি ধরিয়া নগরের মধ্যে মৃত্যুস্রোত তরঙ্গিত হইল। রাজপথে, ধর্ম্মমন্দিরে, গৃহকক্ষে, চিকিৎসালয়ে সর্ব্বত্র মৃত্যুর প্রেতমূর্ত্তি অট্টহাস্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে বীভৎস দৃশ্যের ভীষণতা কল্পনায় ধারণা করা যায় না। রমণী বা শিশুগণের প্রাণরক্ষার জন্য নগরের কোথাও নিরাপদ স্থান রহিল না। কামানের অব্যর্থ গোলা গৃহপ্রাচীর বিদীর্ণ করিয়া গৃহস্থ নরনারীগণের প্রাণবিনাশ করিতে লাগিল। কত পরিবারের মৃতদেহের উপর যে তাহাদের চূর্ণ-বিচূর্ণ গৃহ নিপতিত হইয়া তাহাদিগকে সমাহিত করিল, তাহার সংখ্যা নাই। যাহারা আঘাতপ্রাপ্তিমাত্র মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল, নগরবাসিগণের মধ্যে সকলে তাহাদিগকেই সুখী বলিয়া মনে করিতে লাগিল। কিন্তু সে সুখলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটিল না; উত্থানশক্তিরহিত আহত ব্যক্তি সাহায্য-কামনায় চীৎকার করিতেছে, মৃত্যুযন্ত্রণাপূর্ণ নিদারুণ পিপাসায় তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, এমন সময়ে হয় ত মস্তকের উপর হইতে দগ্ধগৃহের কিয়দংশ তাহার দেহের উপর নিপতিত হইল; নিরাশ্রয়, হতভাগ্য, তৃষাতুর, আহত ব্যক্তি সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া গভীরতর যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল; মৃত্যু তিল তিল করিয়া তাহার আয়ুর অবসান করিল। সর্ব্বত্র অগ্নিরাশি, বিস্তীর্ণ নগরের প্রত্যেক স্থানে মৃত্যুর সেই অব্যাহত তরঙ্গ; পলায়ন করিয়া রক্ষা নাই, তাই প্রেম-পূর্ণহৃদয়া সুন্দরী যুবতী তাহার স্বামীর অঙ্কে মস্তক রাখিয়া চিরজীবনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিল, কত স্নেহময়ী জননীর হৃদয়ানন্দদায়ক একমাত্র পুত্র মাতার ক্রোড়ে গুলীর আঘাতে প্রাণবিসর্জ্জন দিল, কত সুকুমারী দুহিতা পিতার বাহুপাশে বদ্ধ হইয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিল। স্বামী ও স্ত্রী, মাতা ও কন্যা, পিতা ও দুহিতা সকলের রক্তস্রোত একত্র সংমিশ্রিত হইল, সকলের সমবেত আর্ত্তনাদ নগরের প্রতিগৃহ পরিপূর্ণ করিয়া ঊর্দ্ধে বিধাতার অদৃশ্য সিংহাসনোদ্দেশে ধাবিত হইতে লাগিল। হায়, এ দুর্দ্দিনে ভগবান্‌ও বুঝি কোপেনহেগেনবাসিগণকে বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তাঁহার চিরমধুর শান্তিভরা নাম গ্রহণ করিয়াও তাহারা হৃদয়ে শান্তিলাভ করিতে পারিল না। অবশেষে সেনাপতি পেমান আর নগরবাসিগণের এই প্রকার শোচনীয় হত্যাকাণ্ড সহ্য করিতে পারিলেন না, অপমান অপেক্ষা জীবনরক্ষাই বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করিলেন। অর্দ্ধমৃত, অবসন্ন কোপেনহেগেন নগর শোণিতধারায় সিক্ত হইয়া অবনত-মস্তকে শত্রুকরে আত্মসমর্পণ করিল।

জেতৃবৃন্দ উন্মত্ত দানবের ন্যায় নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। তখন নগরধ্বংসের অধিক অবশিষ্ট ছিল না, এমন গৃহ একখানিও ছিল না, যাহা অল্পাধিক পরিমাণে ভস্ম না হইয়াছিল; নগরের অষ্টমভাগ ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়াছিল। শত্রু মিত্র সকলে মিলিয়া অগ্নিনির্ব্বাণের চেষ্টা করিতে লাগিল। ডেন্‌মার্কের পঞ্চাশখানি জাহাজ ইংরাজগণ অধিকার করিয়া লইল, দুইখানি জাহাজ অগ্নিতে ভস্মীভূত হইল, তিনখানি রণতরী ক্রমাগত গোলার আঘাতে চূর্ণ হইয়া গেল। ডেন্‌মার্কের জাহাজসমূহ লুণ্ঠন করিয়া যে কিছু সামগ্রী পাওয়া গেল, তাহা ইংরাজদিগের জাহাজে নীত হইল। ডেন্‌মার্কের সাড়ে তিন হাজার বন্দুক ইংরাজ সৈন্যগণ আত্মসাৎ করিল; তাহারা যে সকল দ্রব্য লুণ্ঠন করিল, তাহার মূল্য দশ লক্ষ মুদ্রা হইবে। এইরূপে ডেন্‌মার্ক-রাজধানী রক্তস্রোতে ভাসাইয়া, নগরের গৃহে গৃহে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া সমস্ত নগর ভীষণদর্শন শ্মশানে পরিণত করিয়া জয়োন্মত্ত ইংরাজ সৈন্যগণ বিজয়-উল্লাসরবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে জাহাজ ভাসাইয়া লণ্ডন অভিমুখে ধাবিত হইল; ইংরাজ সৈন্যগণের বীরত্ব-গৌরব ও মহত্ত্ব-সৌরভে তুষারশুভ্র শ্বেতদ্বীপের প্রতি পল্লী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। নেপোলিয়ানের সহিত সন্ধিসংস্থাপনের জন্য রুসীয় সম্রাট্ আলেক্‌জান্দার যে মধ্যস্থতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার ফল-স্বরূপ ইংলণ্ডের মন্ত্রিসমাজ এক শোচনীয় নাটকের এক অঙ্কের অভিনয় এইরূপ দক্ষতার সহিত সুসম্পন্ন করিলেন।

সার্ আর্থার ওয়েলেস্‌লি (ডিউক অব ওয়েলিংটন) এই ঘটনার অল্পকাল পূর্ব্বে ভারত-বিজয়াবসানে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। কোপেনহেগেনের যুদ্ধে তাঁহার যে বীরত্ববহ্নির প্রথম স্ফুরণ ইউরোপখণ্ডে লক্ষিত হইল, ওয়াটারলুর গৌরবময় সমরক্ষেত্রে তাহা পরিণতি প্রাপ্ত

হইয়াছিল। কোপেনহেগেনের বিজয়ের পর বিজয়ী ইংরাজ যখন ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, তখন সার্ আর্থার পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা কর্তৃক সসম্মানে গৃহীত হইলেন, তাঁহার গৌরবের সীমা রহিল না। কিন্তু ইংলণ্ডের জনসাধারণ এই কোপেনহেগেন-বিজয়পর্ব্ব অনুকূল চক্ষে নিরীক্ষণ করিল না। পার্লিয়ামেণ্টের সভাতেই এবং সাধারণের মধ্যে এই কার্য্যের প্রতি অবিমিশ্র ঘৃণা পরিব্যক্ত হইল। লর্ড গ্রেণভিল্, এডিংটন, সেরিডান, গ্রে এবং অন্যান্য মনস্বিবর্গ জ্বলন্ত ভাষায় এই কুকার্য্যের জন্য মন্ত্রিসভার প্রতি তিরস্কার বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সন্ধিস্থাপনের সকল সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইল, একদিকে নেপোলিয়ান, অন্যদিকে ইংলণ্ড মহাযুদ্ধের জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন।

তুরস্কের হস্ত হইতে মল্‌ডেবিয়া ও ওয়ালাবিয়া এই প্রদেশদ্বয় অধিকার করিবার জন্য রুসীয় সম্রাট্ যৎপরোনাস্তি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কনস্তান্তিনোপলের প্রতি তাঁহার সুতীক্ষ্ণ লোভ-দৃষ্টি ছিল। তুরস্ক-সুলতান কোন ক্ষমতাশালী নরপতির সহায়তা ব্যতীত রুসিয়ার আক্রমণ প্রতিহত করা অসম্ভব বোধ করিলেন। রুসিয়া তুরস্ক রাজ্যের এই অংশ গ্রাস করিয়া প্রাচ্যভূখণ্ডের দিকে অগ্রসর হন, ইহা নেপোলিয়ানের বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আলেক্‌জান্দারের বন্ধুত্ববন্ধন অবিচ্ছিন্ন রাখিবার নিমিত্ত তিনি সহসা রুসিয়ার সংকল্পে বাধাদান করিলেন না।

এ দিকে বৃটিশ-মন্ত্রিসমাজ রুসীয় সম্রাট্ আলেক্‌জান্দারের নিকট এক দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন যে, যদি রুসিয়া ইংলণ্ডের সহায়তায় সম্মত হন, তাহা হইলে তুরস্কের উক্ত প্রদেশদ্বয় অধিকারে ইংলণ্ড তাঁহার সাহায্য করিবে। কোপেনহেগেন বিজয়ের জন্য রুসীয় সম্রাট্ ইংলণ্ডের প্রতি যৎপরোনাস্তি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। রুসীয় রাজধানীতে যে বৃটিশ দূত অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি রুসীয় সম্রাটের ক্রোধোপশমের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; তিনি বলিলেন, ডেন্মার্কের রণতরীসমূহ তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করা হইবে, যদি তাহারা নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে ইংরাজদিগের সহিত সম্মিলিত হয়। এ প্রস্তাবে আলেক্‌জান্দারের ক্রোধশান্তি হইল না, তিনি অত্যন্ত উদ্ধতভাবে ইংরাজদূতকে তিরস্কার করিলেন। ইংলণ্ড ও রুসিয়ার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার সদ্ভাবের অঙ্কুর পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া গেল এবং নেপোলিয়ানের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা-বন্ধন দৃঢ়তর হইয়া উঠিল; তিনি ফরাসী দেশোৎপন্ন যুদ্ধাস্ত্রসমূহ ক্রয়ের জন্য নেপোলিয়ানের সম্মতি গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রস্তাব করিলেন,—"আমাদের দুই দেশের সৈন্যমণ্ডলী যখন একই উদ্দেশ্য-সাধনে কৃতসংকল্প, তখন তাহারা এক প্রকার অস্ত্রই ব্যবহারে প্রবৃত্ত হউক।"—এতদ্ভিন্ন তিনি নেপোলিয়ানের নিকট বহুমূল্য উপহার প্রদান করিলেন।

কিন্তু নেপোলিয়ানকেও কিছু চিন্তিত হইতে হইয়াছিল। রুসীয় সম্রাট্ আলেক্‌জান্দারের বন্ধুত্ব তিনি অত্যন্ত মূল্যবান্ জ্ঞান করিতেন, অন্যদিকে রুসীয় সম্রাটের তুরস্কসাম্রাজ্যের লোভের কথাও তিনি বিস্মৃত হন নাই। তিনি জানিতেন, রুসিয়া উত্তরমেরুর উপর তাঁহার পৃষ্ঠদেশ সংস্থাপিত করিয়া তাঁহার দক্ষিণহস্তে বাল্‌টিক ও বামহস্তে দারদানেলিস দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণপূর্ব্বক পৃথিবী গ্রাসের জন্য বদন ব্যাদান করিয়াছেন। পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইতে না পারিলে তিনি কিছুতেই শান্ত হইবেন না। নেপোলিয়ান তাঁহার বন্ধুত্ববন্ধন অবিচলিত রাখিবার জন্য আগ্রহবান্ হইলেও তিনি বুঝিলেন, রুসিয়ার যাহা অভিপ্রায়, তাহাতে সম্মতিদান করিলে ইউরোপের সমস্ত শান্তি দীর্ঘকালের মত বিনষ্ট হইবে।

কিন্তু নেপোলিয়ান তাঁহার মনোভাব রুসীয় সম্রাটের নিকট প্রকাশ করিলেন না। নেপোলিয়ান আলেক্‌জান্দারকে তাঁহার প্রেরিত বহুমূল্য উপহারের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্ব্বক দ্বিগুণ মূল্যের উপহার তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। ডেন্মার্ক ইংলণ্ডের নিকট প্রাপ্ত অবমাননার প্রতিশোধদানের জন্য নেপোলিয়ানের শরণ লইলেন। ডেন্মার্কের রাজদরবারের আগ্রহাতিশয্যে একদল ফরাসীসৈন্য ডেন্মার্ক রক্ষা করিবার জন্য অবিলম্বে তথায় প্রেরিত হইল।

নেপোলিয়ানের সহিত সাক্ষাতের পর হইতে আলেক্‌জান্দার তাঁহার অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি শতমুখে নেপোলিয়ানের প্রশংসা করিতেন, কিন্তু রুসীয় মন্ত্রিগণের নেপোলিয়ানের সহিত পরিচয় না থাকায় তাঁহারা তাঁহার স্বভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হন নাই; তাঁহাদের নিকট নেপোলিয়ান অভিজাত-সম্প্রদায়ের মস্তকচূর্ণকারী ভীষণস্বভাব নরঘাতক দস্যু ও প্রজাতন্ত্রের সমর্থকরূপে

প্রতীয়মান হইয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, নেপোলিয়ানের সহিত রুসীয় সম্রাটের বন্ধুত্বে তাঁহাদের স্বার্থ বিনষ্ট হইবে। আলেক্জান্দারও তাঁহার সাম্রাজ্যের নায়কবর্গের অসাধারণ প্রভাব দর্শনে প্রসন্ন ছিলেন না। নেপোলিয়ান তাঁহার হৃদয়ে অভিনব কামনা, নব নব চিন্তার উন্মেষ করিয়া দিয়াছিলেন; তিনি মনে করিলেন, রুসীয় সাম্রাজ্যের নায়কবর্গের প্রতাপ কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হইয়া যদি সর্ব্বসাধারণে একটু স্বাধীনতা, কিঞ্চিৎ মনুষ্যত্বের আস্বাদন লাভ করে, তবে তাহা বিশেষ অমঙ্গলজনক নহে। সুতরাং এই ব্যাপার লইয়া রুসিয়ায় একটা দলাদলি বাধিল। অভিজাত সম্প্রদায়কে সম্রাট্‌জননী উৎসাহ দান করিতে লাগিলেন; এই দল ফ্রান্সের সহিত বিবাদ বাধাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না, অন্য দল সাধারণ প্রজাবর্গের দল। সংখ্যায় অল্প ও ক্ষমতায় ক্ষুদ্র হইলেও তাহারা নেপোলিয়ানের মঙ্গলকামনা করিতে লাগিল, ফ্রান্সের সহিত প্রীতি-বন্ধনের তাহারা সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিতে প্রস্তুত হইল। নেপোলিয়ানের জ্বলন্ত প্রতিভা এইরূপে রুসিয়ার রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির মধ্যে একটা ব্যবধান রচনা করিয়াছিল।

রুসীয় রাজধানীতে সংস্থাপিত ফরাসী-রাজদূত কলেনকোর্ট রুসিয়ার এই আভ্যন্তরীণ অবস্থা যথাকালে নেপোলিয়ানের গোচর করিলেন। সম্রাট্‌কে তিনি জানাইলেন যে, আলেক্জান্দার তাঁহার প্রতি যতই অনুরক্ত থাকুন, রুসীয় মন্ত্রিসভার উপর কোনক্রমে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায় না, মন্ত্রিসভা তাঁহার প্রতি নিতান্ত অপ্রসন্ন।—এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া নেপোলিয়ান স্থিরচিত্তে কর্ত্তব্য-চিন্তা করিতে লাগিলেন; তিনি বুঝিলেন,—রুসিয়ার বন্ধুত্ব কোনক্রমে পরিত্যাগ করা সঙ্গত নহে, অথচ রুসিয়া যে তুরস্ক গ্রাস করিয়া বসিবেন, তাহাতেও সম্মতিদান তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসঙ্গত। ইতিমধ্যে তুরস্কের প্রধান ব্যক্তিগণ নেপোলিয়ানের সুহৃদ্ সুলতান সেলিমকে কারারুদ্ধ ও নিহত করিয়া ফ্রান্সের সহিত তুরস্কের সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন, এমন কি, যাঁহারা নেপোলিয়ানের বন্ধুত্বের প্রয়াসী ছিলেন, তাঁহাদিগকেও নিহত করিলেন। ইংলণ্ডের দূতগণ তুর্কীদিগকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। তুরস্ক ও ইংলণ্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হইল এবং তুর্কীগণ সম্রাট্ আলেক্জান্দারের মধ্যস্থতায় উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক রুসিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। ফ্রান্স তখন টিল্‌সিটের সন্ধির সর্ত্তানুসারে রুসিয়ার সহিত সম্মিলিত হইলেন।

সুতরাং উপস্থিত অবস্থা বিবেচনায় নেপোলিয়ান তুরস্ক সম্বন্ধে কিংকর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য আলেক্জান্দার ও অস্ত্রীয় সম্রাট্ ফ্রান্সের সহিত পরামর্শ করাই সঙ্গত বিবেচনা করিলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন,—রুসিয়া, ফ্রান্স ও অস্ত্রিয়া, ইউরোপের এই তিন মহাশক্তি একত্র সম্মিলিত হইয়া আসিয়া মহাদেশের অভিমুখে ধাবিত হইবেন এবং ইংরাজগণের নবজিত ভারতসাম্রাজ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাদিগকে আক্রমণ করিবেন। এই প্রস্তাবে অস্ত্রিয়া-সম্রাটের উৎসাহের সীমা রহিল না। আলেক্জান্দারও এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। তিনি মনে করিলেন, ইহাতে তাঁহার গৌরব সমধিক বর্দ্ধিত হইবে, রুসিয়ার প্রতাপ আরও প্রবলতা লাভ করিবে এবং ফ্রান্সের সহিত বন্ধুত্বের জন্য রুসিয়ার মন্ত্রিসমাজের সম্মতিলাভ অসম্ভব হইবে না, তাই যখন ফরাসী-রাজদূত কলেনকোর্ট তাঁহার হস্তে নেপোলিয়ানের পত্র প্রদান করিলেন, তখন তিনি সেই পত্রপাঠে আনন্দাভিভূত হইয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"নেপোলিয়ান অতি অসাধারণ ব্যক্তি। তাঁহাকে বলিবে, আমি চিরজীবনের জন্য তাঁহার প্রতি অনুরক্ত রহিব। আমার সাম্রাজ্য, আমার সৈন্যবল তাঁহার আদেশ পালন করিবে। রুসীয় জাতির আত্মাভিমান চরিতার্থ করিবার জন্য যখন আমি কোন প্রার্থনা করি, তখন উচ্চাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়াই আমি সে প্রার্থনা করি না। তাঁহার ও আমার উদ্দেশ্য অভিন্ন, এই জন্যই আমি তাঁহাকে আমার রুসীয়জাতি তাঁহার হস্তে অর্পণ করিবার জন্য আগ্রহবান্ হইয়াছি, আমি তাঁহার প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।"

কিন্তু নেপোলিয়ান কোনক্রমে রুসিয়ার কনস্তান্তিনোপল আত্মসাৎ করিবার প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপন করিলেন না। তিনি জানিতেন, রুসীয় সম্রাটের প্রস্তাবে সম্মত হইলে ইউরোপের শান্তি কখন অক্ষুণ্ণ থাকিবে না; তাই তিনি স্থির করিলেন,—যদি রুসিয়ার সহিত বন্ধুত্ববন্ধন ছিন্ন হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ, রুসিয়াকে তিনি কনস্তান্তিনোপল অধিকার করিতে দিবেন না।

অস্ট্রিয়াও কিংকর্ত্তব্য স্থির করিতে অসমর্থ হইলেন। ফ্রান্সকে অস্ট্রীয় সম্রাট্ ভয় করিতেন, ফ্রান্সের উন্নতি তিনি ঈর্ষার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। উল্‌ম ও অস্তার-লিজের নিদারুণ পরাজয়ের কথা তিনি বিস্মৃত হন নাই। তিনি বুঝিতে পারিলেন, তুরস্কে রুসীয় প্রভুত্ব দৃঢ়মূল হইলে তাঁহার স্বার্থহানি হইবে। অথচ তিনি এ কথাও বুঝিলেন যে, ফ্রান্স বা রুসিয়া কাহারও বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া তাঁহার আত্মরক্ষার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার মনে হইল, কেবল ইংলণ্ডের সহিত যোগদান করিলে তাঁহার কর-চ্যুত ইতালী রাজ্য পুনর্ব্বার হস্তগত হইতে পারে। নেপোলিয়ান সরলহৃদয়ে অস্ট্রীয় সম্রাটের সহিত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছিলেন, তাঁহার মনে কোন দুরভিসন্ধি ছিল না। রুসিয়া ও অস্ট্রিয়াকে ফ্রান্সের সহিত সম্মিলিত করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন, এই সঙ্কল্পসাধনে যদি তিনি কৃতকার্য্য হন, তাহা হইলে ইংলণ্ডকে অগত্যা সন্ধিস্থাপন করিতে হইবে। শান্তি-সংস্থাপন ও দেশের উন্নতিই তাঁহার একমাত্র বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

অস্ট্রিয়া সরলভাবে নেপোলিয়ানের প্রস্তাবের অনুমোদন করিতে পারিলেন না, অস্ট্রীয় সম্রাট্ দু-নৌকায় পা দেওয়াও কর্ত্তব্য জ্ঞান করিলেন না। তদনুসারে ইংলণ্ডে এক দূত প্রেরিত হইল। এই দূত দুই প্রকার প্রস্তাব বহন করিয়া ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রকাশ্যভাবে যে প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন, তাহাতে সমগ্র ইউরোপ শুনিতে পাইলেন, ফ্রান্স রুসিয়ার মধ্যস্থতায় যুক্তিসঙ্গত সর্ত্তে তাঁহাদের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়াছেন; এই সন্ধিতে যদি ইংলণ্ড বাধা প্রদান করেন, তাহা হইলে ইউরোপের সকল রাজ্য ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুগপৎ অস্ত্রধারণ করিবেন। কিন্তু ইংলণ্ড—কেবল ইংলণ্ডই অস্ট্রিয়ার গোপনীয় প্রস্তাব শুনিতে পাইলেন, সম্রাট্ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, অস্ট্রিয়া ইউরোপের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করিবেন, কিন্তু রুসিয়া ও ফ্রান্সের সম্মিলিত শক্তিতে বাধা দান করা অস্ট্রিয়ার পক্ষে অসম্ভব। তবে যদি ইংলণ্ড সন্ধিস্থাপন করেন, তবে তাহা সকল অপেক্ষাই উত্তম। সন্ধি না করিলে ইংলণ্ডের বন্ধুগণও তাঁহার পক্ষত্যাগে বাধ্য হইবেন। অস্ট্রীয় সম্রাট্ বৃটিশরাজদরবারে এ কথাও প্রকাশ করিলেন যে, কোপেনহেগেনে ইংরাজগণ ডেন্‌মার্কের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যেক নিরপেক্ষ রাজ্যই অত্যন্ত অবমানিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এ অপমান অনুভব করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতালী ও স্পেন

১৮০৭ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের ১৬ই তারিখে নেপোলিয়ান যোসেফিনকে সঙ্গে লইয়া ইতালী যাত্রা করেন। ১৫ই রাত্রে তুইলারির রাজপ্রাসাদে সাম্রাজ্যের অনেক গণ্য-মান্য ব্যক্তির সম্মিলন হইয়াছিল। মধ্যরাত্রে সভাভঙ্গ হইলে নেপোলিয়ান তাঁহার একজন পার্শ্বচরকে বলিলেন,—"ছয়টার সময় ইতালী-যাত্রার জন্য শকট প্রস্তুত থাকিবে।" এই কথা বলিবার পূর্ব্বে নেপোলিয়ান তাঁহার ইতালী যাত্রার অভিপ্রায় আর কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন নাই; এমন কি, যোসেফিনও পূর্ব্বে কোন সংবাদ জানিতে পারেন নাই। ২১এ প্রভাতে নেপোলিয়ানের শকটচক্র মিলানের রাজপথ ধ্বনিত করিয়া প্রাসাদাভিমুখে অগ্রসর হইল। ইউজিন পূর্ব্বে কোন সংবাদ পান নাই। নেপোলিয়ান মিলান নগরে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্মমন্দিরে গমন করিলেন; অপরাহ্নে তিনি ইউজিনের পত্নী ইতালী-রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, সায়ংকালে রঙ্গমঞ্চে সমাগত হইলেন। নেপোলিয়ান কৌতুক-নাট্যের অনুরাগী ছিলেন না, উচ্চশ্রেণীর মর্ম্মস্পর্শী বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় সন্দর্শনে তিনি অত্যন্ত আনন্দলাভ করিতেন। অতঃপর ইতালীর ব্যবস্থাপকসভার সভ্যগণকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"ভদ্র মহোদয়গণ, আপনারা আমার সিংহাসন-সন্নিকটে সমবেত

হইয়াছেন দেখিয়া আমি যথেষ্ট আনন্দলাভ করিলাম। তিন বৎসরকাল অনুপস্থিতির পর আমি আমার প্রজাপুঞ্জের দ্বারা সংসাধিত বিবিধ উন্নতি সন্দর্শনপূর্ব্বক অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। কিন্তু ইতালীর গৌরব-দীপ সমুজ্জ্বল ও আমাদের পিতৃপুরুষগণের ভ্রমসংশোধন করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে এখনও অনেক কাজ করিতে হইবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁহাদের শোচনীয় অহমিকা ও একদেশদর্শিতা দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে ভাবে সামাজিকবিভাগ সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহার ফলে তাঁহারা ক্রমে তাঁহাদের অধিকারচ্যুত হইয়াছেন। যাঁহারা প্রাচীন যুগে মনুষ্যোচিত সদ্গুণরাশির মহিমা প্রদর্শনপূর্ব্বক দিগ্‌দিগন্তে তাঁহাদিগের বাহুবল ও যশঃপ্রভা বিকীর্ণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রদত্ত সম্মান ও পদগৌরব হইতে এই দেশ বঞ্চিত হইয়াছে। সেই গৌরব ও সদ্গুণরাশির পুনঃসংস্থাপনই আমার রাজত্বের উদ্দেশ্য ও অলঙ্কারস্বরূপ হইবে।” এমন মহীয়সী বাণী ইতালীবাসিগণ বহুকাল শ্রবণ করেন নাই।

ইতালীতে পদার্পণ করিয়া নেপোলিয়ান রাজ্যের বিবিধ উন্নতির আদেশ প্রদান করিলেন। নূতন ধর্ম্মমন্দির, পান্থনিবাস, চিকিৎসালয়, সৈন্যনিবাস প্রভৃতি নির্ম্মিত হইল, দুর্গম পার্ব্বত্যপথ সুগম করিবার জন্য তিনি আদেশ করিলেন। পর্ব্বতের শৃঙ্গ ও পাদভূমিতে তিনি কতকগুলি কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন এবং নিয়ম করিলেন, এই সকল কুটীরে যে সকল শ্রমজীবী বাস করিবে, তাহাদিগকে রাজকর প্রদান করিতে হইবে না। এই সকল কার্য্যের বিধি-বন্দোবস্ত স্থির করিয়া ১০ই ডিসেম্বর তিনি বেসিয়া, ডেবোনা ও পাদুয়ার পথে ভিয়েনা নগরে যাত্রা করিলেন। এক একটি নগরে উপস্থিত হইবামাত্র নগরবাসিগণ তাঁহার উদ্দেশে তাহাদের কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির কুসুমাঞ্জলি বর্ষণ করিতে লাগিল। রাজাধিরাজ সম্রাট্‌কে সন্দর্শন করিয়া তাহারা স্ব স্ব জীবন ধন্য মনে করিতে লাগিল।

ভিনিসের পথে ব্যাভেরিয়ার রাজা ও রাজমহিষীর সহিত নেপোলিয়ানের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার ভগিনী এলিজা আসিয়াও তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা যোসেফ্ শতকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ সহোদরের সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন। তখন সকলে মিলিয়া মহানন্দে পার্ব্বত্যপথের উপর দিয়া গগনপথবর্ত্তী উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় ভিনিসাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভিনিসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পয়োনালা রাজপথের কার্য্য করে, ভিনিস কবিত্বের ও শিল্পের চিরমাধুরী-মণ্ডিত শান্তিকুঞ্জ, প্রকৃতি-দেবীর সুরম্য লীলা-নিকেতন। নগরবাসিগণ ‘গণ্ডোলা’ নামক সুদৃশ্য তরণী মূল্যবান্ চীনাংশুকে সুসজ্জিত ও পত্রপুষ্প-পতাকা দ্বারা সুশোভিত করিয়া রাজরাজেন্দ্র নেপোলিয়ানের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। নেপোলিয়ান ভিনিস্ নগরীতে পদার্পণপূর্ব্বক আড্রিয়াতিকসাগর-রাজ্ঞী মহিমান্বিতা ভিনিসের স্বচ্ছস্ফটিকতুল্য জলপথে তাঁহার বিলাসসুন্দর প্রমোদ-তরণী পরিচালিত করিলেন, শতকণ্ঠে সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি সমুত্থিত হইল, নগরবাসিগণ মুক্তকণ্ঠে সম্রাটের অভিবাদন করিতে লাগিল। ইতালীর রাজপ্রতিনিধি ও তাঁহার সর্ব্বগুণ-সম্পন্না পত্নী ব্যাভেরিয়ার রাজা ও রাজমহিষী, নেপল্‌সের অধিপতি, সম্রাট্-ভগিনী এলিজা, লুকার রাজকুমারী, সেনাপতি মুরাট, বার্গের গ্রাণ্ড ডিউক বার্থিয়ার, নোচাটেলের গ্রাণ্ড ডিউক প্রভৃতি সম্রান্ত সমাজভুক্ত নরনারী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া নেপোলিয়ান নৌ-যাত্রা করিলেন। ভিনিস্ যথেচ্ছাচারীর কঠোর শাসনদণ্ড হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া আগ্রহপূর্ণ হৃদয়ে আশা করিতেছিলেন যে, নেপোলিয়ান তাঁহাকে ইতালীরাজ্যের অন্তর্ভূত করিয়া লইতে কৃপণতা প্রকাশ করিবেন না। এই আনন্দোৎসবের মধ্যেও নেপোলিয়ান তাঁহার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই,তিনি সাধারণের বহুবিধ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা নগরবাসিগণের আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিলেন। এই নগরে কয়েকদিন মাত্র অবস্থান করিয়াই তিনি নগরের এত বিভিন্ন প্রকার উন্নতির ব্যবস্থা করিলেন, অষ্ট্রিয়ার যুগব্যাপী অধীনতায় শৃঙ্খলিত থাকিয়া ভিনিসের অধিবাসিগণ তাহার কল্পনাও করেন নাই। কৃতজ্ঞ নগরবাসিগণ প্রাণ খুলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। ভিয়েনা তখনও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভিনিসের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলেন; অষ্ট্রীয় সম্রাটের আশা ছিল, একদিন তিনি ভিনিসকে আবার করতলগত করিতে পারিবেন।

ভিনিস পরিত্যাগপূর্ব্বক নেপোলিয়ান প্রধান প্রধান দুর্গসমূহ সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। মান্তোয়া নগরে তিনি তাঁহার ভ্রাতা লুসিয়েনের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, এ কথা তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে

নেপোলিয়ানের সহিত লুসিয়েনের কিছু মনান্তর চলিতেছে। নেপোলিয়ান এই মনান্তর দূর করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহবান্ ছিলেন। লুসিয়েন গোপনে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছিলেন; এই রমণী ফ্রান্সদেশের একজন কুঠিয়ালের বিধবা পত্নী। লুসিয়েনের প্রকৃতি অত্যন্ত তেজস্বিনী ছিল, তাঁহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও চরিত্রের দৃঢ়তা অনন্যসাধারণ ছিল। তিনি নেপোলিয়ানের ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইতে প্রস্তুত ছিলেন না। নেপোলিয়ান স্বকীয় প্রভুত্ব ও জ্ঞানের উপর অত্যন্ত আস্থাবান্ ছিলেন; তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সাম্রাজ্যের ও আশ্রিত রাজ্যসমূহের সকল কর্ম্ম তাঁহার মতানুসারেই সম্পন্ন হয়। লুসিয়েন নেপোলিয়ানের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত উভয় ভ্রাতায় অনেক কথাবার্ত্তা হইল, অবশেষে লুসিয়েন অশ্রুপূর্ণ-লোচনে নেপোলিয়ানের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। যদিও উভয় ভ্রাতা পরস্পরকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন, তথাপি উভয়ে একমত হইতে পারিলেন না; তাঁহাদের তর্কের বিষয় কোন দিন সাধারণে জানিতে পারে নাই। উভয়ের মনের ভাব যাহাই হউক, লুসিয়েন নেপোলিয়ানের শেষ জীবনেও যে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

মান্তোয়া হইতে নেপোলিয়ান মিলান নগরে যাত্রা করেন। ইতালীর রাজধানীতে সমুপস্থিত হইয়া নেপোলিয়ান দেখিলেন, ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্য হইতে বহু পত্রাদি আসিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে। 'বার্লিন ডিক্রী'র কঠোরতায় ইংলণ্ড যে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন, ইংরাজ ধনকুবেরগণের উন্নতিস্রোতে নিদারুণ বাধা পড়িয়াছিল, ইংলণ্ডের পণ্যজাত বিক্রয়ের অভাবে তাঁহাদের বাণিজ্যলোপের উপক্রম হইয়াছিল। ইংরাজশ্রমজীবিগণকে অনশনে কালযাপন করিতে হইতেছিল। ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যসমূহকে ইংলণ্ডের ন্যায় অসুবিধা সহ্য করিতে হয় নাই, ফরাসীদেশের শিল্পবাণিজ্যও ক্রমে উন্নতিলাভ করিতেছিল।

এই সকল কারণে ইংলণ্ডের ক্রোধ ও ক্ষোভ সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ইংরাজ-মন্ত্রিসমাজ ফ্রান্স ও তাঁহার সহযোগী রাজ্যসমূহকে বিপন্ন করিবার নিমিত্ত আরও কতকগুলি কঠিন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিলেন। ফ্রান্স ও তাঁহার সহযোগী রাজ্যসমূহকে অবরুদ্ধ অবস্থায় রাখিবার জন্য তিনি অধিকতর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফ্রান্স কিংবা তাঁহার দলভুক্ত দেশে যে সকল জাহাজ পণ্যদ্রব্য লইয়া জলপথে যাত্রা করিত, তিনি সেই সকল জাহাজলুণ্ঠনে মনঃসংযোগ করিলেন। নিরপেক্ষ জাতিসমূহের জাহাজগুলির উপর তিনি শতকরা পঁচিশ টাকা হারে শুল্ক আদায় করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়ান ইংলণ্ডের বাণিজ্য রোধ করায় ইংরাজগণের যে ক্ষতি হইতেছিল, এই উপায়ে তাহার কিঞ্চিৎ পূরণ হইল।

এই সকল সংবাদ অবগত হইয়া নেপোলিয়ান ইংরাজের ব্যবহারের প্রতিফল প্রদান সংকল্পে সুপ্রসিদ্ধ 'মিলান ডিক্রী' নামক আর কতিপয় কঠিন বিধানের প্রবর্ত্তন করিলেন। তদনুসারে তিনি ইংলণ্ডের সহিত সর্ব্বপ্রকার বাণিজ্যগত সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন। সমুদ্রে ফরাসীদিগের যে সকল পণ্যদ্রব্যপূর্ণ জাহাজ দেখা যাইত, ইংরাজগণ তাহাই লুণ্ঠন করিতেছিলেন বলিয়া নেপোলিয়ান আদেশ প্রদান করিলেন, "স্থলভাগে ইংরাজ-জাহাজ দেখিলেই তাহা লুণ্ঠন করিতে হইবে।" ইংরাজগণ ঘোষণা করিলেন,—"যে সকল জাহাজ ইংলণ্ডের বন্দরে উপস্থিত হইয়া উক্ত হারে শুল্ক প্রদান না করিবে, তাহাই লুণ্ঠিত হইবে।" নেপোলিয়ান আদেশ করিলেন,—"যাহারা ইংরাজের বন্দরে জাহাজ বাঁধিয়া শুল্ক প্রদান করিবে, তাহাদিগের জাহাজ ফরাসী রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইবে।" ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া গেল। আমেরিকার যুক্তসাম্রাজ্য ইংরাজের প্রাধান্য স্বীকার করিতে অসম্মত হইয়া ইউরোপে পণ্যদ্রব্য রপ্তানী করা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিলেন।

মিলানেই নেপোলিয়ান সর্ব্বপ্রথমে শুনিতে পাইলেন যে, ইংরাজ রণতরীসমূহ কোপেনহেগেন বিজয়ের পর ইংলণ্ড প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাহাদিগকে পর্ত্তুগাল অভিমুখে প্রেরণ করা হইয়াছে। স্পেনের হস্ত হইতে ইংরাজগণ জিব্রাল্টরের সুদৃঢ় বন্দর অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, সেখানে এবং পর্ত্তুগালের বন্দরসমূহে ইংরাজ-রণতরীগুলি সম্মিলিত হইয়াছে, তাহাও নেপোলিয়ানের কর্ণগোচর হইল। নেপোলিয়ান তৎক্ষণাৎ স্পেনকে তাঁহার সাহায্যার্থ এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নেপোলিয়ান মিলান নগর পরিত্যাগ করিলে কৃতজ্ঞ ইতালীবাসিগণ নেপোলিয়ানের

ইতালীগমনের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণপূর্ব্বক নেপোলিয়ান ইতালীর মঙ্গলের জন্য যে সকল হিতকর অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করেন, তাহার পরিচয় জ্ঞাপন করিলেন।

নেপোলিয়ান ক্রমে পিড্‌মণ্ট, তুরিণ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন ও সেই সকল স্থানের নানাবিধ উন্নতির উপায়-বিধানপূর্ব্বক ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী পারিস নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। নেপোলিয়ানের রাজধানী প্রত্যাগমনে পারিসনগরী আবার উৎসবমুখর হইয়া উঠিল, প্রজাবৃন্দ মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইল, চতুর্দ্দিকে তাহারা তাহাদের হৃদয়ের আনন্দ পরিব্যক্ত করিতে লাগিল।

পারিস নগরে প্রত্যাগমন করিয়া নেপোলিয়ান স্পেন ও পর্ত্তুগালের রাজনৈতিক ব্যাপারে মনঃসংযোগ করিলেন। পর্ত্তুগালরাজ্যে তখন অধিবাসিসংখ্যা ত্রিশ লক্ষ ছিল, দীর্ঘকাল ইংলণ্ডের শাসনশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকায় পর্ত্তুগালের অধিবাসিবৃন্দ ঘোর মূর্খ ও দুর্ম্মতিপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিল। পর্ত্তুগাল বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের এমন মুখাপেক্ষী হইয়াছিল যে, এই রাজ্যকে গ্রেটবৃটনের একটি উপনিবেশমাত্র বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। ইংরাজ জাহাজসমূহে ইহার বন্দর ও ইংলণ্ড-জাত পণ্যদ্রব্যসমূহে ইহার পণ্যবীথিকাশ্রেণী পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

নেপোলিয়ান পর্ত্তুগাল গবর্ণমেণ্টকে একখানি পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, তাঁহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে এক পক্ষের সহযোগিতা করিতে হইবে। যদি পর্ত্তুগাল ফরাসীদিগের দলে আসিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহার বন্দর-সমূহে ইংরাজের জাহাজ-প্রবেশ নিষেধ করিতে হইবে; কেবল তাহাই নহে, সে রাজ্যের যেখানে যত ইংরাজদিগের দ্রব্য আছে, তাহা রাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত করিতে হইবে। পর্ত্তুগাল গবর্ণমেণ্ট নেপোলিয়ানের সমস্ত পত্রই ইংরাজ-মন্ত্রিগণের হস্তে সমর্পণ করিলেন। পর্ত্তুগীজ গবর্ণমেণ্ট নেপোলিয়ানকে কোন সরল উত্তর দান করিলেন না। নেপোলিয়ান পর্ত্তুগীজের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন; তখন তিনি স্পেনের সহিত সম্মিলিত হইয়া ইংলণ্ডের হস্ত হইতে পর্ত্তুগালকে মুক্ত করিবার জন্য এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ফরাসী সৈন্যগণকে কেহ কোন প্রকার বাধা প্রদান করিল না, বিন্দুমাত্রও শোণিত নিঃসারিত হইল না, এমন কি, কেহ বন্দুক পর্য্যন্ত ধরিল না। সেনাপতি জুনোর অধীনে ফরাসী সৈন্যদল পিরেনিস গিরি অতিক্রমপূর্ব্বক রাজধানী লিস্‌বন নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। কথিত আছে, কাপুরুষ লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে সপ্তদশজন পাঠান অশ্বারোহী বঙ্গ-রাজধানী অধিকার করিয়াছিল, পর্ত্তুগালের অবস্থা বিবেচনা করিলে সেই ঘটনা আর অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ, ক্ষুদ্র ফরাসী সৈন্যগণকে রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়া উৎসাহহীন নির্ব্বীর্য্য নগরবাসিগণ নির্ব্বিকারচিত্তে তাহাদিগের দিকে চাহিয়া রহিল। স্বাধীনতারসের আস্বাদন কিরূপ মধুর, তাহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল।

যাহা হউক, লিস্‌বনের রাজদরবার কিংকর্ত্তব্য-সম্বন্ধে একমত হইতে পারিলেন না। অনেকে ইংরাজের সহযোগিতাই বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করিয়া ইংলণ্ডীয় সৈন্য ও রণতরীসমূহের সহায়তায় নেপোলিয়ানের কর্ত্তৃত্বে বাধাদানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আবার কতকগুলি সদস্য নেপোলিয়ানের সহায়তায় ইংরাজদিগকে পর্ত্তুগাল রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিবার সংকল্প স্থির করিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, রাজ্য হইতে যাহা কিছু ধন-সম্পত্তি সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহাই হস্তগত করিয়া পর্ত্তুগাল পরিত্যাগপূর্ব্বক আতলান্তিক মহাসাগর পার হইয়া তাঁহাদিগের অধিকৃত ব্রেজিল রাজ্যে আশ্রয়গ্রহণ করাই সঙ্গত। অবশেষে পর্ত্তুগাল রাজ্যতরণীর সুযোগ্য পরিচালকবৃন্দ যখন শুনিলেন, ফরাসী সেনাপতি জুনো আর দুই দিনের মধ্যে লিস্‌বন নগরে প্রবেশ করিবেন, তখন পর্ত্তুগালের রাজদরবার এই শেষোক্ত প্রস্তাবই অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও সারবান্ বলিয়া মনে করিলেন। ইউরোপের ইতিহাসে বঙ্গের লক্ষ্মণসেনের বীরত্ব ও যুক্তির ইহা জাজ্বল্যমান অনুকরণ।

পর্ত্তুগালের রাজ্ঞীর মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছিল। যুবরাজ রাজপ্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন করিতেন। ছত্রিশখানি জাহাজ লিস্‌বনের বন্দরে রাজ-পরিবারবর্গ ও তাঁহাদের দ্রব্যসামগ্রী আতলান্তিক পারে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। সে দিন ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ২৭এ নবেম্বর; আকাশ ঘন কৃষ্ণমেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, ঝটিকার বিরাম ছিল না এবং মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল, কিন্তু আর এক মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব করা কাহারও কর্ত্তব্য বোধ হইল না।

সেই ভয়ানক দুর্যোগের মধ্যে উন্মত্তা রাজ্ঞী, রাজকুমার ও রাজকুমারীগণ এবং রাজপরিবারস্থ অধিকাংশ লোক, এমন কি, অভিজাতনন্দনগণও সপরিবারে তাঁহাদের বীরত্ব-গৌরবে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া বৃষ্টিপ্লাবিত রাজপথ অতিক্রমপূর্ব্বক জাহাজের উপর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রাজপ্রাসাদস্থ বহুমূল্য দ্রব্যরাজি শকট-পূর্ণ করিয়া তাঁহাদের পশ্চাতে প্রেরিত হইল। সিন্দুকপূর্ণ ধন-রত্ন জাহাজে উত্তোলিত হইল। যাহার প্রাণে ভয় অতিরিক্ত, সেই ব্যক্তিই প্রাণরক্ষার এই উৎকৃষ্ট অবসর পরিত্যাগ করিতে পারিল না। প্রায় আট সহস্র প্রাণী প্রাণভয়ে পর্ত্তুগাল পরিত্যাগ করিবার জন্য জাহাজের উপর আশ্রয় গ্রহণ করিল। প্রাণের আশঙ্কা এমন প্রবল হইয়াছিল যে, প্রাণরক্ষার প্রধান উপকরণ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণেই ভুল হইয়া গেল। অত্যন্ত ব্যস্ততাবশতঃ স্বামী এক জাহাজে, স্ত্রী অন্য জাহাজে, পুত্র-কন্যাগণ তৃতীয় জাহাজে গিয়া উঠিল। কতকগুলি ইংরাজ রণতরী টেগস্ নদীর মোহানায় অবস্থানপূর্ব্বক লিস্বনবাসিগণের এই গৌরবপূর্ণ অভিযানের সহায়তা করিতে লাগিল। অবশেষে যখন পলায়নপর রাজপরিবারবর্গের জাহাজসমূহ বন্দর অতিক্রম করিল, তখন বৃটিশ-রণতরী হইতে কামান-সমূহ ধ্বনিত হইয়া মহা সম্মানভরে তাঁহাদিগের শুভযাত্রা ঘোষণা করিল। সার সিড্‌নে স্মিথ এই বৃটিশ রণতরী-সমূহের পরিচালক ছিলেন, তিনি পর্ত্তুগীজ জাহাজগুলিকে শত্রুপক্ষের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগের সহিত কয়েকখানি বৃটিশ জাহাজ প্রেরণ করিলেন। তখন সকল জাহাজ একত্র হইয়া সমুদ্রের বিশাল বিস্তৃত বক্ষের উপর দিয়া নাচিতে নাচিতে আমেরিকার রিও জেনিরো নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। লিস্বন নগরের গৌরবস্বরূপ রাজ-পরিবারবর্গের বন্দরত্যাগের অব্যবহিত পরেই ফরাসী সেনাপতি জুনো সসৈন্যে রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে পঞ্চদশ শত মাত্র সৈন্য ছিল, ত্রিশ লক্ষ পর্ত্তুগীজের একজনও তাঁহাদিগকে একটি কথাও বলিল না। পর্ত্তুগাল রাজ্য বিনা প্রতিবাদে যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রবলে দেখিতে দেখিতে ইংলণ্ডের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া নেপোলিয়ানের করতলগত হইল।

অতঃপর স্পেনের দিকে নেপোলিয়ানের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। এই সময়ে স্পেনরাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বোর্ব্বোঁ-রাজবংশের এক শাখা এই সময়ে স্পেনের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, স্পেনের তদানীন্তন রাজার নাম চতুর্থ চার্লস। চতুর্থ চার্লস উদরপরায়ণ, উন্মত্ত ও বৃদ্ধ ছিলেন, রাজকার্য্যে তাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না, ব্যসনেই তিনি পরমানন্দ উপভোগ করিতেন। প্রজাবৃন্দ পর্য্যন্ত তাঁহাকে ঘৃণা করিত। তাঁহার রাজ্ঞী লুইসা মেরিয়া নেপল্‌সের এক রাজনন্দিনী; তাঁহার ন্যায় লজ্জাহীনা, ইন্দ্রিয়াসক্তা রমণী তখন স্পেনের বারবিলাসিনীগণের মধ্যেও অধিক দেখা যাইত কি না, এ বিষয়ে ইতিহাস-লেখকগণ সন্দেহ করিয়াছেন। তিনি ম্যানুয়েল গডয় নামক এক রাজভৃত্যের সুন্দর মূর্ত্তি, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ও সুশ্রাব্য বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া এমন কামমোহিত হইলেন যে, তাহাকেই তাঁহার যৌবন-নিকুঞ্জের পিকরূপে গ্রহণ করিয়া জীবন ধন্য মনে করিলেন; কেবল তাহাই নহে, কামোন্মাদিনী রাজ্ঞী সেই প্রভুদ্রোহী ভৃত্যকে রাজ্যের শ্রেষ্ঠপদ ও উচ্চ সম্মান দান করিলেন; উন্মত্ত রাজা আত্মসম্মান ও মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়া তাহাকেই পরম অমাত্য ও হিতকারী সুহৃদ্ জ্ঞানে তাহার আনুগত্য স্বীকার করিলেন।

চতুর্থ চার্লস কি ভাবে কালাতিপাত করিতেন, নেপোলিয়ানকে তাহার বিবরণ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "কি শীত, কি গ্রীষ্ম, সকল ঋতুতেই আমি প্রত্যহ প্রভাত হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত শীকার-কার্য্যে লিপ্ত থাকি, তাহার পর কিঞ্চিৎ আহার করিয়া আবার শীকারের সন্ধানে ধাবিত হই। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এইভাবে চলে, সন্ধ্যার পর ম্যানুয়েল গডয় আমার নিকট রাজ্যের খবরাখবর পেশ করে, তাহার পর আমি নিদ্রা যাই, কালযাপনের ইহাই আমার ধারাবাহিক নিয়ম।"—সমগ্র ইউরোপ যখন বীরপদভরে প্রকম্পিত হইতেছিল, মারেঙ্গ, অস্তারলিজ, জেনা, আরষ্টড প্রভৃতি প্রথিতনামা সমরক্ষেত্রে যখন ইউরোপের বিভিন্নরাজ্যের সিংহাসন লইয়া নেপোলিয়ান ক্রীড়া-কন্দুকের ন্যায় যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেছিলেন, সেই সময়ে স্পেনের অধীশ্বর কিরূপ ধারাবাহিক নিয়মে কালযাপন করিতেছিলেন, তাহা অবগত হইলে তাঁহার রাজ্যশাসনের যোগ্যতায় বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকে না।

চার্লসের তিন পুত্রের মধ্যে প্রথম ফার্দ্দিনান্দ, পিতার

উপযুক্ত পুত্র ছিলেন, তিনিই যুবরাজ। রাজার ন্যায় তাঁহার বুদ্ধিও অত্যন্ত স্থূল এবং রাণীর ন্যায় তাঁহার চরিত্র অতি কলুষিত ছিল। রাজ্ঞী লুইসা বলিতেন,—"আমাদের পুত্র ফার্দ্দিনান্দের মস্তকটি গর্দ্দভের মত, আর হৃদয়খানি ব্যাঘ্রের মত। যুবরাজ পিতা বর্ত্তমানেই সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাজা ও রাণীর অপদার্থতা, স্বেচ্ছাচার ও চরিত্রহীনতায় প্রজাবর্গ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া যুবরাজকে তুল্যরূপ অপদার্থ ও দুশ্চরিত্র জানিয়াও তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিল। রাজ্যের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না, চতুর্দ্দিকে অত্যাচার, উৎপীড়ন, চারিদিকে পাপ, ব্যভিচার, দুর্নীতির বীভৎস চিত্র! বিবিধ ঘৃণিত ষড়যন্ত্রে স্পেন সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল, সুসভ্য ইউরোপখণ্ডের কলঙ্কস্বরূপ বিরাজ করিতেছিল। রাজা কিংবা রাণী কেহই নেপোলিয়ানের দূরদৃষ্টির পরিমাণ করিতে পারেন নাই, রাজ্যের রক্ষক গডয় নেপোলিয়ানের নাম শুনিয়াছিল, তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার কাহিনীও তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, সুতরাং সে তাঁহাকে ভয় করিত, কিন্তু ভয় নিবারণের জন্য কি করা কর্ত্তব্য, তাহা তাহার বুদ্ধি দ্বারা আয়ত্ত হইত না।

অবশেষে রাজ্যের অবস্থা অতিশয় সঙ্কটপূর্ণ হইয়া উঠিল। অরাজকতা স্পেনরাজ্যে পিশাচের ন্যায় মহা অত্যাচার আরম্ভ করিল। গডয় ফার্দ্দিনান্দের নামে এক অভিযোগ উপস্থিত করিল যে, তিনি তাঁহার পিতা, মাতা ও মন্ত্রী সকলকে বিষপ্রয়োগের জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছেন। যুবরাজ ফার্দ্দিনান্দ অবিলম্বে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। সাধারণ প্রজাবর্গ গডয়ের অত্যাচারে অত্যন্ত বিব্রত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা কারারুদ্ধ যুবরাজের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহাকে কারাগার হইতে মুক্তিদান করিল, তাহার পর সহস্র সহস্র প্রজা উন্মত্তপ্রায় হইয়া সশস্ত্রভাবে গডয়ের প্রাসাদ আক্রমণ করিল। রাজ-সৈন্যগণ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া এই ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, গডয়কে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাহারা কিছুমাত্রও চেষ্টা করিল না। প্রাণভয়ে ভীত হইয়া গডয় প্রাসাদের এক অতি গুপ্ত অংশে লুক্কায়িত হইল, তাহাকে ধৃত করিতে না পারিয়া উন্মত্ত নগরবাসিগণ প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল, সুসজ্জিত প্রাসাদের প্রতি কক্ষ তাহাদের পদভরে কম্পিত হইতে লাগিল, তাহারা প্রাসাদের মূল্যবান্ সোফা, সুবৃহৎ দর্পণসমূহ, সুন্দর চিত্রাবলি বাতায়ন-পথে সক্রোধে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। গডয় আর পরিত্রাণলাভের আশা নাই মনে করিয়া কতকগুলি মাদুরের ভিতর মৃতের ন্যায় পড়িয়া কম্পিতহৃদয়ে প্রভু যীশুর নাম ধ্যান করিতে লাগিল।

ছত্রিশ ঘণ্টা ধরিয়া এইরূপে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করার পর গডয় ক্ষুৎপিপাসায় এরূপ কাতর হইয়া পড়িল যে, আর সে ভাবে লুকাইয়া থাকিতে সমর্থ হইল না। ক্ষুধা ও পিপাসার তাড়না ভয়ের তাড়না অপেক্ষা অনেক বলবতী হইয়া উঠিল। প্রজাগণ তখন পর্য্যন্ত তাহার অনুসরণে বিরত হয় নাই, তাহাকে দেখিবামাত্র তাহারা মহা উৎসাহে হুঙ্কার দিয়া উঠিল, সহস্র সহস্র প্রজার কণ্ঠে সেই হুঙ্কার ক্রোশব্যাপী রাজপথে তরঙ্গিত হইতে লাগিল। প্রজাগণ তাহাকে ধরিয়া, তাহার পরিচ্ছদ ছিঁড়িয়া, তাহার কেশরাশি উৎপাটন করিয়া তাহাকে রাজপথে টানিয়া আনিল। এমন সময়ে কয়েকজন অশ্বারোহী সৈন্য নিষ্কোষিত তরবারি-হস্তে সেই জনারণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক গডয়ের বাহুমূল ধরিয়া তাহাকে শূন্যে তুলিয়া একদিকে ছুটিয়া চলিল। প্রজাগণ ক্ষুধিত শার্দ্দূলের ন্যায় মহা কলরবে তাহাদের পশ্চাতে ধাবিত হইল। অতঃপর প্রজাবর্গের হস্ত হইতে গডয়কে রক্ষা করিবার জন্য রাজসৈন্যগণ তাহাকে অদূরবর্ত্তী কারাগারে বদ্ধ করিয়া তাহার দ্বাররোধ করিয়া দিল।

উত্তেজিত নগরবাসিগণ তখন সেই কারাগার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল। এবার তাহারা গডয়ের প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া তাহা লুণ্ঠন করিতে লাগিল, গডয়ের প্রাসাদের সমস্ত পদার্থ লুণ্ঠন করিয়া তাহারা গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—"এবার রাজপ্রাসাদ।" মাদ্রিদের রাজপথে ফরাসীবিপ্লবের পুনরাভিনয় আরম্ভ হইল। এই ভীষণ দৃশ্যে স্পেনরাজধানী মাদ্রিদনগরী ভয়ে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। রাজা চার্লস ও রাণী লুইসা প্রতি মুহূর্ত্তে উন্মত্ত প্রজার হস্তে প্রাণবিসর্জ্জনের ভয়ে কম্পান্বিত-কলেবর হইতে লাগিলেন। অবশেষে প্রজাবর্গকে শান্ত করিবার জন্য রাজা গডয়কে পদচ্যুত করিলেন এবং সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার প্রিয়পুত্র ফার্দ্দিনান্দকে সেই সিংহাসন দান করিলেন, এই মর্ম্মে এক ঘোষণা প্রচারিত হইল।

রাজা বাধ্য হইয়া সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন বটে,

কিন্তু তিনি সিংহাসন পুনর্ব্বার অধিকার করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না, তিনি নেপোলিয়ানের পক্ষ-সমর্থনের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট এক পত্র প্রেরণ করিলেন; তিনি কেন যে সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাও নেপোলিয়ানের গোচর করিলেন।

জেনার যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পূর্ব্বদিন নেপোলিয়ান সংবাদ পাইয়াছিলেন, স্পেনরাজ গোপনে ইংলণ্ডের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন। সেই সময় তিনি ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "বোর্ব্বোঁদিগকে স্পেন-সিংহাসন হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া আমি সেই সিংহাসনে আমার বংশীয় কোন ব্যক্তিকে স্থাপন করিব।" এত অল্পদিনের মধ্যে নেপোলিয়ান সে কথা বিস্মৃত হন নাই। কিন্তু এখন কি কর্ত্তব্য, তাহাই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। এ দিকে বিপন্ন রাজা তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছেন, অন্য দিকে শত্রুগণ প্রতিমুহূর্ত্তে প্রবল হইয়া উঠিতেছে, কে জানে, সময় পাইয়া এই রাজাই আবার তাঁহাকে দংশন করিবে না? বোর্ব্বোঁবংশ স্পেনের সিংহাসনে সংস্থাপিত থাকিতে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন না বলিয়া বিশ্বাস করিলেন।

কিন্তু নেপোলিয়ানের চিন্তা দূর হইল না। তিনি বুঝিলেন, যদি সহসা বোর্ব্বোঁবংশকে স্পেনের সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করেন, তাহা হইলে তাঁহার শত্রুপক্ষ তাঁহার বিরুদ্ধে একেবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিবে। বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় আর শত্রু বৃদ্ধি করা তিনি সঙ্গত জ্ঞান করিলেন না; সুতরাং কি করা কর্ত্তব্য, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইতিমধ্যে স্পেনের যুবরাজ ফার্দ্দিনান্দের এক পত্র তাঁহার হস্তগত হইল। ফার্দ্দিনান্দ তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, "নেপোলিয়ানের মহত্ব ও সততা দর্শনে পৃথিবী প্রতিদিন লক্ষকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিতেছে। সুতরাং সম্রাট্ ফার্দ্দিনান্দকে যে বিশ্বাসভাজন ও একান্ত বাধ্য পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ফার্দ্দিনান্দের সবিনয় প্রার্থনা এই যে, সম্রাট্ তাঁহাকে পিতৃবৎ পালন করুন। তাঁহার পরিবারের সহিত সম্রাট্-পরিবারের ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়, ইহাই প্রার্থনা।"

নেপোলিয়ান স্পেনের পদচ্যুত রাজা চার্লসকে কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে সিংহাসন দেওয়ার সপক্ষে কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া ফার্দ্দিনান্দ সম্বন্ধেই কি করা কর্ত্তব্য, তাহা বিবেচনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি ফার্দ্দিনান্দকেই রাজপদে রাখিয়া একটি ধর্ম্মশীলা, তেজস্বিনী, উদর-মনোবৃত্তিসম্পন্না রমণীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া তাঁহার দ্বারা ফার্দ্দিনান্দের শাসনের ও তাঁহাকে বশীভূত রাখিবার সংকল্প করিলেন।

কিন্তু তাঁহার অভিসন্ধি ফার্দ্দিনান্দের গোচর করিলেন না, তাঁহার পত্রের উত্তরে লিখিলেন, "তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উপস্থিত, তাহার অনুসন্ধান হওয়ার আবশ্যক, আমি পিতৃদ্রোহী সন্তানের সহযোগিতা-লাভের আকাঙ্ক্ষা করি না।" গোপনে তিনি ফার্দ্দিনান্দের উপযুক্ত স্ত্রীর অনুসন্ধানে রত হইলেন। মহচ্চরিত্রা, সুশিক্ষিতা, ধর্ম্মশীলা, রাজগুণসম্পন্না সুন্দরী যুবতীর অভাব সকল দেশে সকল কালেই; তুইলারি ও সেণ্টক্লাউডের প্রাসাদে সুন্দরীর অভাব ছিল না, কিন্তু তিনি কেবল সুন্দরীরই অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন না।

নেপোলিয়ানের ভ্রাতা লুসিয়েন তখন ইতালীতে স্বেচ্ছাক্রমে নির্ব্বাসিত জীবনযাপন করিতেছিলেন। তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভজাতা চারলোটনাম্নী সুন্দরী যুবতীর কথা তাঁহার মনে পড়িল। যুবতী তখন তাঁহার পিতার সাহায্যে ইতালীতেই বাস করিতেছিলেন। নেপোলিয়ান তাঁহাকে পত্র লিখিয়া পারিসে আনাইলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, চারলোটকে স্পেনের অধীশ্বরী করিবার পূর্ব্বে তাঁহার সে বিষয়ের যোগ্যতা কি পরিমাণ আছে, তাহার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি পোষ্ট-আফিসে গোপনে এক আদেশ প্রদান করিলেন যে, তাঁহার পত্রাদি যেন গোপনে খুলিয়া তাঁহার মনোভাব পরীক্ষা করা হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এই যুবতী নেপোলিয়ানকে বিশেষ ভক্তির চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন না, তাঁহার পিতার ঔদ্ধত্য ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা তাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় ছিল, তিনি নেপোলিয়ানের স্নেহাকর্ষণের জন্য কোন দিন চেষ্টা করেন নাই। তিনি নেপোলিয়ান ও সম্রাট্-পরিবারবর্গ সম্বন্ধে যে সকল বিদ্রূপপূর্ণ পত্রাদি লিখিতেন, তাহা সমস্তই সম্রাটের হস্তগত হইল। নেপোলিয়ান সেই সকল পত্র পাঠ করিয়া অল্প হাস্য করিলেন, তাহার পর সম্রাট্ তাঁহার জননী ও ভ্রাতা-ভগিনীগণকে তুইলারির প্রাসাদে সম্মিলিত করিয়া তাহাদের সম্মুখে সেই

সকল পত্র পাঠ করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, স্পেনের সিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক নরপশু ফার্দ্দিনান্দকে নিয়ন্ত্রিত করিবার যোগ্যতা চারলোটের নাই। পরদিন চারলোটকে বিদায় করা হইল। চারলোটের সৌভাগ্য যে, তিনি তাহার পিতৃব্যের হস্ত হইতে এ ভাবে পরিত্রাণলাভ করিয়াছিলেন, কারণ, ফার্দ্দিনান্দের ন্যায় নরপিশাচকে কোন দেশের সিংহাসন কলঙ্কিত করিতে কদাচিৎ দেখা যায়। এ বিবাহের ফল কোনক্রমে সুখকর হইত না।

যাহা হউক, স্পেনে সহসা কোন গোলযোগ উপস্থিত না হয়, তাহা দেখিবার জন্য নেপোলিয়ান ডিউক অব রোভিগোকে স্পেনরাজধানী মাদ্রিদ নগরে পাঠাইয়া তাঁহার সহোদর হলাণ্ডরাজ লুই নেপোলিয়ানকে লিখিলেন, "স্পেনের রাজা সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়াছেন, রাজ্যের রক্ষক গডয় কারাগারে। মাদ্রিদে প্রজাবিদ্রোহের পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রজাবর্গ তাহাদের ভাগ্যসূত্র পরিচালনের জন্য একবাক্যে আমার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে, ইউরোপীয় ভূখণ্ডে আমার শক্তি অটলভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে আমি কখনই ইংলণ্ডের সহিত সন্ধিস্থাপনে সমর্থ হইব না, তাই আমি স্থির করিয়াছি, স্পেনের সিংহাসনে আমার বংশীয় কোন ব্যক্তিকে সংস্থাপিত করিব। এ অবস্থায় তুমিই স্পেনের সিংহাসনের উপযুক্ত বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছে। এ বিষয়ে তোমার মতামত অবিলম্বে আমার নিকট প্রকাশ করিবে। আমার অভিপ্রায়-সম্বন্ধে আমি এখনও কৃতনিশ্চয় হইতে পারি নাই। যদিও স্পেনে এখন আমার লক্ষ লোক আছে, কিন্তু অবস্থা বিবেচনায় হয় অবিলম্বে আমরা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপণপূর্ব্বক এক পক্ষের মধ্যে সমস্ত ব্যবস্থার শেষ করিতে হইবে, না হয় কয়েক মাসের আয়োজনে এতদ্বিষয়ক কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিতে হইবে।"

কিন্তু নেপোলিয়ান এই পত্র প্রেরণ করিয়াও সুস্থির থাকিতে পারিলেন না, স্পেনের রাজা, রাণী, যুবরাজ ও অধিবাসিবর্গের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা সঙ্গত হইবে, সে সম্বন্ধে তিনি সেনাপতি মুরাটকে একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়া ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল সীমান্তপ্রদেশ পর্য্যটনে যাত্রা করিলেন। স্পেন হইতে ক্রমাগতই অশান্তির সংবাদ আসিতেছিল। বোর্দোতে এক সপ্তাহ অবস্থানপূর্ব্বক সেখানে কতকগুলি হিতকর অনুষ্ঠান সম্পাদন করিয়া তিনি পিরেনিস পর্ব্বতের পাদদেশে বেয়ন নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যোসেফিনও সম্রাটের সঙ্গে ছিলেন। ১৫ই এপ্রিল তাঁহারা বেয়নে পদার্পণ করিলেন। পরদিন তিনি স্পেনের রাজা ফার্দ্দিনান্দকে একখানি পত্রে লিখিলেন, "অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আপনাকে সরলভাবে সকল কথা স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি। গডয়ের সম্বন্ধে কি করা উচিত, সে বিষয়ে আমি এখন কোন মতামত প্রকাশ করিতেছি না, কিন্তু আমি উত্তম জানি, প্রজাবর্গকে রক্তস্রোত প্রবাহিত করিতে দিলে রাজ্যের মঙ্গল হয় না। আপনার পিতা ও মাতাকে বিজড়িত না করিয়া আপনি কিরূপে গডয়কে বিচারাধীন করিতে পারেন? আপনি আপনার মাতার অধিকারবলে সিংহাসন প্রাপ্ত হইতে পারেন, তদ্ভিন্ন সিংহাসনে আপনার অন্য প্রকারের অধিকার বর্ত্তমান নাই। যদি গডয়কে অভিযুক্ত করিয়া আপনার মাতার কলঙ্ক প্রচারিত হয়, তাহা হইলে সে কলঙ্ক আপনারই। আর বিচারে যদি গডয়ের অপরাধ সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে সিংহাসনে আপনার অধিকার বিলুপ্ত হইবে। আমি আপনার নিকট, স্পানিয়ার্ডগণের নিকট, এমন কি, সমস্ত পৃথিবীর নিকট মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, যদি চতুর্থ চার্লস স্পেনের সিংহাসন ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে স্পেনের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না।"

ফার্দ্দিনান্দ কার্য্যসিদ্ধির জন্য সিংহাসন গ্রহণ করিয়াই তাঁহার মাতার কলঙ্ক সর্ব্বত্র প্রচারিত করিতেছিলেন, গডয়কে তাঁহার মাতার উপপতি বলিয়া তাহাকে অভিযুক্ত করিবারও তাঁহার চেষ্টা ছিল। নেপোলিয়ান এ কথা জানিতে পারিয়া এই পত্রে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ হিতোপদেশ দান করিলেন, বুঝাইলেন যে, তাঁহার মাতার কলঙ্কে তাঁহারই কলঙ্ক এবং ইহাতে তিনি যে চতুর্থ চার্লসের ঔরসজাত পুত্র নহেন, এ তর্কও উপস্থিত হইবে এবং স্পেনের সিংহাসনে তাঁহার অধিকার নাই, ইহা সকলেই স্বীকার করিবে। কিন্তু ফার্দ্দিনান্দ নেপোলিয়ানের সদুপদেশে কর্ণপাত করিবার পাত্র ছিলেন না। আত্মসম্মানের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না, মাতৃকলঙ্ক-ঘোষণাই তাঁহার একমাত্র

কর্ত্তব্য বিবেচিত হইল। যেমন পুত্র, তেমনই মাতা। ফার্দ্দিনান্দের জননী রাজ্ঞী লুইসা পুত্রের ব্যবহারে ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে পুত্র ও বহু ব্যক্তির সম্মুখে স্বীকার করিলেন, ফার্দ্দিনান্দ তাঁহার জারজ সন্তান—তাঁহার স্বামীর ঔরসে তাঁহার জন্ম হয় নাই।

তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া ফার্দ্দিনান্দ নেপোলিয়ানের সহিত সাক্ষাৎপূর্ব্বক তাঁহার অনুগ্রহলাভের জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন। একদিন সহসা তিনি মাদ্রিদ পরিত্যাগ করিয়া পিরেনিস গিরিশ্রেণী অতিক্রমপূর্ব্বক সম্রাটের সহিত সাক্ষাতের জন্য বেয়নে উপস্থিত হইলেন। স্পেনের বহু-সংখ্যক পদস্থ ব্যক্তি ফার্দ্দিনান্দের সহিত যাত্রা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ফার্দ্দিনান্দের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক তাঁহার পরামর্শদাতা এসকুইকোও ছিলেন। স্পেনের পদচ্যুত রাজা চার্লস, তাঁহার রাজ্ঞী ও গডয় ফার্দ্দিনান্দের স্বদেশত্যাগের সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় কি, বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাদের মনে নানাপ্রকার আশঙ্কার সঞ্চার হইল; অবশেষে পাছে ফার্দ্দিনান্দ নেপোলিয়ানের নিকট তাঁহাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়া সম্রাটের মন বিচলিত করেন, এই ভয়ে তাঁহারাও অবিলম্বে বেয়নাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

নেপোলিয়ান ফার্দ্দিনান্দকে বিশেষ সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন। আতিথ্যসৎকারের বিন্দুমাত্র ত্রুটি হইল না। নেপোলিয়ান ফার্দ্দিনান্দের প্রতি এমন সততা, এমন ভদ্রতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে, ফার্দ্দিনান্দ সম্পূর্ণরূপে মুগ্ধ হইলেন। ফার্দ্দিনান্দ বেয়নে রাজপুত্রের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন, আমোদ-আহ্লাদ, আহার-বিহারের কিছুমাত্র ত্রুটি রহিল না। ফার্দ্দিনান্দের বেয়নে উপস্থিত হইবার অতি অল্পকাল পরেই সহচরবর্গ-পরিবেষ্টিত রাজা ও রাণী সেখানে সমাগত হইলেন, তাঁহারা তাঁহাদের কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয়কেও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। নেপোলিয়ান তাঁহাদিগের পদোচিত সম্মানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আদরযত্নের ব্যবস্থা করিলেন, তাঁহার ব্যবহারে কোন পক্ষেরই মনঃকষ্টের কোন কারণ রহিল না। উভয় দলই তাঁহাকে তাঁহাদের হিতৈষী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, কিন্তু কি চার্লস, কি ফার্দ্দিনান্দ, কাহাকেও তিনি স্পেনের রাজা বলিয়া গ্রহণ করিলেন না। স্পেনের সিংহাসন তিনি কাহার হস্তে সমর্পণ করিবার ইচ্ছা করেন, তাহা কোন পক্ষ জানিতে পারিলেন না। নেপোলিয়ানের অভিপ্রায় তাঁহার হৃদয়-কন্দরে গুপ্ত রহিল।

কয়েকদিনের মধ্যে পদচ্যুত রাজা চতুর্থ চার্লস নেপোলিয়ানের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি প্রস্তাব করিলেন, যদি তাঁহার হস্তে স্পেনের সিংহাসন প্রদান করা নেপোলিয়ান অসঙ্গত জ্ঞান করেন, তাহা হইলে সম্রাট্ স্বয়ং তাহা গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু ইহা ফার্দ্দিনান্দের হস্তে প্রদান সম্বন্ধে তাঁহার কিছুমাত্র মত নাই। এমন কি, ফার্দ্দিনান্দ ব্যতীত অন্য কাহারও হস্তে এই সিংহাসন প্রদান করিতেও তাঁহার আপত্তি নাই। নেপোলিয়ান তখন ফার্দ্দিনান্দের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক ও পরামর্শদাতা এসকুইকোকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন,—"হতভাগ্য রাজা আমার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার স্বার্থরক্ষায় সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে আমি অক্ষম। চতুর্থ চার্লস স্ব-ইচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করেন নাই, তাঁহাকে সিংহাসনত্যাগে বাধ্য করা হইয়াছে। আমার সাম্রাজ্যের স্বার্থ সুরক্ষিত করিবার জন্য আমার ইচ্ছা, আমার প্রবল শত্রু বোর্ব্বোঁবংশীয়ের হস্ত হইতে স্পেনের সিংহাসন স্খলিত হউক। স্পানিয়ার্ডগণের স্বার্থানুরোধে এরূপ পরিবর্ত্তনের আবশ্যক। আমি স্পেনের সিংহাসনে যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করিব, তাহা ফ্রান্সের সহিত সখ্যতা-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া স্পেনে সুশাসন প্রবর্ত্তিত করিবে; তাহারা স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবে। চতুর্থ চার্লস তাঁহার স্বত্ব আমার হস্তে সমর্পণ করিবার অভিলাষী আছেন, তিনি বিশ্বাস করেন, এই সঙ্কটময়কালে তাঁহার পুত্রগণ স্পেন-রাজ্যশাসনের যোগ্য নহে।

"এই সকল কারণে বোর্ব্বোঁবংশকে স্পেনের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রাখা আমি অকর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়াছি। কিন্তু ফার্দ্দিনান্দের প্রতি আমার সহানুভূতি আছে, তাঁহাকে যে স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে, সে জন্য আমি তাঁহাকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের সংকল্প করিয়াছি। তাঁহাকে আপনি বলিবেন, তিনি যেন স্পেনের সিংহাসন পরিত্যাগ করেন, তাঁহার বংশধরগণেরও তাহাতে কোন অধিকার থাকিবে না, তাঁহার সিংহাসনের পরিবর্ত্তে আমি তাঁহাকে ইট্রুরিয়ার রাজ-পদে অভিষিক্ত করিব, তিনি রাজা উপাধিতে ভূষিত হইবেন।

তাঁহার সহিত আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ দিব। যদি তিনি আমার এ প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপন না করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার পিতার সহিত একটা রফা করিব। তাহা হইলে ফার্দ্দিনান্দ কিংবা তাঁহার ভ্রাতা আমার নিকট কোন প্রকার সাহায্য লাভ করিতে পারিবেন না। কিন্তু যদি তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হন, তাহা হইলে স্পেনের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রহিবে। তাহার ধর্ম্মমত, ব্যবস্থা, রীতি-নীতির উপর কোন প্রকারে হস্তক্ষেপণ করা হইবে না। আমি নিজের জন্য স্পেনের একখানি গ্রামও হস্তগত করিতে চাহি না।"

চতুর্থ চার্ল'স, লুইসা এবং তাঁহার কিঙ্কর গডয় বহুবর্ষ-ব্যাপী পাপস্রোতে ভাসিয়া চলিতেছিলেন, তাঁহারা রাজপদ কেবল ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির উপকরণস্বরূপ মনে করিতেন। বিলাসবাসনা পরিপূর্ণ করা ভিন্ন তাঁহাদের রাজসিংহাসন-লাভের অন্য কোন সার্থকতা ছিল না। তাঁহারা যখন শুনিলেন, স্পেনের কণ্টকময় বিপজ্জাল-সমাচ্ছন্ন সিংহাসনের বিনিময়ে বিলাস-লালসা চরিতার্থ করিবার উপযুক্ত সুন্দর হর্ম্ম্য, মৃগয়ার জন্য উৎকৃষ্ট অরণ্য তাঁহাদের হস্তে প্রদত্ত হইবে, তখন তাঁহাদের আপত্তির কোন কারণ রহিল না। কিন্তু ফার্দ্দিনান্দ ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় সিংহাসনের বংশগত স্বত্বত্যাগে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নেপোলিয়ান স্পেন-রাজপরিবারস্থ সকলের সহিত একত্র সাক্ষাতের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, তদনুসারে দীর্ঘকাল পরে পিতা, মাতা ও পুত্র সকলে একগৃহে একত্র সমবেত হইলেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য, পৃথিবীতে কোন রাজ-বংশে এমন দৃশ্য আর দ্বিতীয়বার দেখা গিয়াছে কি না সন্দেহ। উন্মত্তপ্রায় বৃদ্ধ রাজা তাঁহার হস্তস্থিত বেত্র-দণ্ড ফার্দ্দিনান্দের মস্তকের উপর বিঘূর্ণিত করিয়া অতি কুৎসিত ভাষায় তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং রাজ্ঞী লুইসা এমন ভাষায় তাঁহাকে সম্ভাষণ করিলেন, তাঁহার ভৎ'সনা এমন কঠিন, শ্লীলতাবর্জ্জিত ও ঘৃণাজনক যে, নেপোলিয়ান বিস্ময়বিহ্বলভাবে সেখানে উপবিষ্ট হইলেন, তাঁহার মুখ হইতে একটি কথাও নিঃসারিত হইল না। কিন্তু যখন তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন তিনি গাত্রোত্থান করিয়া ফার্দ্দিনান্দকে বলিলেন,—"যদি আজ সন্ধ্যাকালে তুমি তোমার পিতার হস্তে রাজমুকুট সমর্পণ না কর, তাহা হইলে পিতৃদ্রোহী, পিতার জীবন ও সিংহাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইবে।"

ফার্দ্দিনান্দ তাঁহার অপরাধ সম্বন্ধে সজ্ঞান ছিলেন, রাজ-দ্রোহের অপরাধের বিচারভয়ে তিনি কম্পিতকলেবর হইয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিলেন, এই বিপদে তাঁহার পিতা-মাতার নিকট হইতে বিন্দুমাত্রও সাহায্য কি সহানুভূতি লাভ করিবেন না। সুতরাং নেপোলিয়ান তাঁহার নিকট পূর্ব্বে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাতেই সম্মতিজ্ঞাপন করা তিনি বিবেচিত বলিয়া মনে করিলেন। কিন্তু তিনি ইট্রুরিয়ার রাজমুকুট-গ্রহণে সম্মত হইলেন না। নাভারের বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তি তিনি গ্রহণ করিলেন। এই সম্পত্তির বার্ষিক আয় দশ লক্ষ মুদ্রা। এতদ্ভিন্ন নেপোলিয়ান ফার্দ্দিনান্দের ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রত্যেককে বার্ষিক চারি লক্ষ টাকা (ফ্রাঙ্ক) আয়ের ভূসম্পত্তি প্রদান করিলেন। ফার্দ্দিনান্দ স্পেনের সিংহাসন হইতে বঞ্চিত হওয়ায় রাজা চার্ল'স ও রাজ্ঞী লুইসার মনে যৎপরোনাস্তি আনন্দের সঞ্চার হইল। কণ্টকময় সিংহাসনের পরিবর্ত্তে বিলাস-লালসা-পরিতৃপ্তির জন্য অগাধ অর্থ, মৃগয়ার জন্য বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড লাভ করিয়া তাঁহাদের সকল ক্ষোভ ও সকল অভিযোগ বিদূরিত হইল।

ফার্দ্দিনান্দ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ নেপোলিয়ান-প্রদত্ত অর্থ-সম্পত্তি গ্রহণপূর্ব্বক বিলাস-কলুষিত জীবন-যাপন করিয়া আপনাদিগকে সুখসমুদ্রে ভাসমান বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। এমন কি, নেপোলিয়ান তাঁহাদিগকে পৈতৃক সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, এ কথা একবারও তাঁহাদের মনে হইল না, হিতৈষী বন্ধুজ্ঞানে নেপোলিয়ানের প্রশংসা-কীর্ত্তনে তাঁহাদের মনে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচের সঞ্চার হয় নাই। নেপোলিয়ানের উন্নতিতে তাঁহারা মহানন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই স্পেনরাজ্যের ভাগ্য-পরি-বর্ত্তন-ব্যাপারে নেপোলিয়ানের অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকাশ হইয়া-ছিল। উপন্যাসেও এমন অদ্ভুত ব্যাপারের কাহিনী পাঠ করা যায় না। বিনা অস্ত্রব্যবহারে, বিনা রক্তপাতে নেপোলিয়ানের হস্তে স্পেনের ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হইল। এইরূপে একটি প্রবল-প্রতাপান্বিত শত্রুবংশ স্পেনের সিংহাসন হইতে অপসারিত করিয়া নেপোলিয়ান তাঁহার সহোদরকে সেই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অনন্তর তিনি স্পানিয়ার্ডগণকে

সম্বোধনপূর্ব্বক এই ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন, "স্পানিয়ার্ডগণ, দীর্ঘকাল বহু যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তোমরা ধ্বংসমুখে নিপতিত হইতেছিলে। তোমাদের মহত্ব, তোমাদের ক্ষমতা আমার দায়িত্বের অংশীভূত হইল। তোমাদের রাজা আমার হস্তে স্পেনের রাজমুকুট সমর্পণ করিয়াছেন। তোমাদের দেশে রাজত্ব করিবার আমার ইচ্ছা নাই, কিন্তু তোমাদের উন্নতির জন্য, তোমাদের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা লাভ করিবার জন্য আমার আগ্রহ আছে। তোমাদের এই রাজ্য একটি প্রাচীন রাজ্য; এই প্রাচীন রাজতন্ত্রের ধমনীতে যৌবনের শোণিত-প্রবাহ সঞ্চারিত করাই আমার উদ্দেশ্য। তোমাদের দেশের প্রত্যেক হিতকর বিষয়ের উন্নতির জন্য আমি সহায়তা করিব; তোমাদের সুখসমৃদ্ধি-বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিব; তোমাদের দেশের নানাবিধ সংস্কার-সাধনে মনোযোগী হইব। আমি স্বয়ং তোমাদের অভাবসমূহ অবগত হইবার জন্য উৎসুক রহিয়াছি। আমি তোমাদের মঙ্গল-কামনায় তোমাদের সিংহাসন আমার উপযুক্ত সহোদর-হস্তে সমর্পণ করিতেছি। তোমাদের স্বাধীনতা ও তোমাদের অধিকারসমূহ অতঃপর অক্ষুণ্ণ রহিবে। স্পানিয়ার্ডগণ, একবার চিন্তা করিয়া দেখ, তোমাদের পিতৃপুরুষগণ কি ছিলেন, আর তোমরা কি হইয়াছ? এ অপরাধ তোমাদিগের নহে, ইহা তোমরা যে রাজশাসনের অধীনে আবদ্ধ ছিলে, তাহারই দোষ। তোমাদের বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনের জন্য তোমরা আনন্দিত হও, আশা ও বিশ্বাসে হৃদয় পরিপূর্ণ কর। আমার ইচ্ছা, তোমাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়গণ যেন আমার স্মৃতি রক্ষা করিতে পারে, যেন বলিতে পারে, নেপোলিয়ান আমাদের দেশের নবজীবন দান করিয়া গিয়াছেন।"

হলাণ্ডরাজ লুই বোনাপার্টকে নেপোলিয়ান প্রথমে স্পেনের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন। কিন্তু পারিবারিক অশান্তি ও পীড়ায় লুই এমন বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি স্পেনের সিংহাসন প্রত্যাখ্যান করেন। সুতরাং নেপোলিয়ান নেপলস্‌পতি যোসেফকে এই সিংহাসন প্রদান-সম্বন্ধে তাঁহাকে লিখিলেন, —"চতুর্থ চার্লস আমার হস্তে স্পেনের সিংহাসন সমর্পণ করিয়াছেন। এই সিংহাসন আমি তোমাকে প্রদান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। স্পেনের সহিত নেপলস্ রাজ্যের তুলনা হইতে পারে না। স্পেনের অধিবাসিসংখ্যা এক কোটি দশ লক্ষ, ইহার রাজস্ব দশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা। ইহা ব্যতীত আমেরিকা মহাদেশে স্পেনের উপনিবেশ আছে। মাদ্রিদ্ ফ্রান্স হইতে তিন দিনের পথ, নেপলস্ পৃথিবীর এক প্রান্তে অবস্থিত। সুতরাং আমার ইচ্ছা, তুমি এই পত্রপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই যাহাকে তুমি উপযুক্ত মনে কর, তাহার হস্তে তোমার রাজ্যভার এবং মার্শেল জর্ডানের হস্তে তোমার সৈন্যগণের ভার সমর্পণপূর্ব্বক সর্ব্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত পথ দিয়া বেয়নে আসিয়া উপস্থিত হইবে। এ কথা কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই। সকলে শীঘ্রই ইহা জানিতে পারিবে।"

যোসেফ বোনাপার্ট ভ্রাতার আদেশানুসারে স্পেনের সিংহাসন গ্রহণ করিলেন। যোসেফ বহুবিধ রাজগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন, তাঁহার হৃদয়ের মহত্ব, বুদ্ধিমত্তা ও সদ্বিবেচনায় তিনি সর্ব্বসাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। চরিত্রের পবিত্রতায় তিনি আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার পরোপকার-প্রবৃত্তিতে কাহারও সন্দেহ ছিল না। তাঁহার অপক্ষপাত সুশাসনে ও রাজোচিত তেজস্বিতায় নেপলস্ রাজ্য ধীরে ধীরে জড়তা পরিহারপূর্ব্বক পূর্ব্বগৌরব ও খ্যাতিপথে অগ্রসর হইতেছিল। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন যোসেফ ভ্রাতার আজ্ঞানুসারে বেয়নে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্প্যানিস্ রাজসভার সদস্যবৃন্দ স্প্যানিসজাতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দনপত্র দান করিবার জন্য সেখানে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা সমবেত হইয়া নেপোলিয়ানকেও তাঁহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। ৯ই জুন যোসেফ বহুসংখ্যক সৈন্য, রাজকর্ম্মচারী ও অমাত্যবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া স্পেনের সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য মাদ্রিদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন; শতাধিক সুদৃশ্য রাজকীয় শকট তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল, মহোৎসবে রাজপথ আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিল।

যোসেফ স্পেনের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলে সে সংবাদ অবিলম্বে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হইল। ইউরোপের অধিকাংশ নরপতিই যোসেফকে স্পেনের অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করিলেন; রুশীয় সম্রাট্ যোসেফের যোগ্যতার প্রশংসা করিয়া এই নিয়োগের অনুমোদন করিলেন; এমন কি, ফার্দ্দিনান্দ পর্য্যন্ত যোসেফের এই

উন্নতিতে আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে পত্র লিখিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না।

নেপোলিয়ান স্পেনের সিংহাসন হইতে বোর্ব্বোঁ বংশ নির্ব্বাসিত করায় ঐতিহাসিকদিগের নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক এলিসন লিখিয়াছেন,—"সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস দুরাচারগণের কলঙ্ক-কাহিনীতে কলঙ্কিত হইয়া আছে, কিন্তু নেপোলিয়ান স্পেনীয় প্রায়দ্বীপ হস্তগত করিয়া যে পরিমাণ নীচতা, শঠতা ও প্রবঞ্চনার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই।"

কিন্তু সার ওয়াল্‌টার স্কট্ লিখিয়াছেন,—"নেপোলিয়ানের সপক্ষে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, তিনি কখন স্বার্থপরতাপূর্ণ কূটনীতি অতিরঞ্জিতভাবে প্রকাশ করেন নাই।"

নেপোলিয়ানের ভক্ত জীবনীলেখক এবট লিখিয়াছেন,—"সার ওয়াল্‌টার স্কটের উক্তি সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য। স্পেনের এই রাজকীয় গোলযোগের মধ্যে দুর্ব্বোধ্য কিছুই নাই। স্পেনের বোর্ব্বোঁ রাজবংশ পারিবারিক বিসংবাদে বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। পিতা পুত্র পরস্পরের প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই স্বেচ্ছাক্রমে নেপোলিয়ানের সহায়তা প্রার্থনা করেন। নেপোলিয়ান পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদিগের অন্যায়াচরণে বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে সিংহাসন হইতে অপসারিত করিবার সঙ্কল্প স্থির করিয়াছিলেন; এই ঘটনায় তিনি তাঁহার সঙ্কল্প-সাধনের উপযুক্ত সুযোগ লাভ করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে সরলভাবে বলিলেন, তাঁহাদের পিতা, পুত্র কাহাকেও সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রাখা নিরাপদ্ নহে। তিনি তাঁহাদের নিকট অঙ্গীকার করিলেন যে, যদি তাঁহারা সিংহাসন ত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে প্রচুর অর্থ ও বিলাসের নানা উপকরণ প্রদান করিবেন। পিতা-পুত্রের মধ্যে বিবাদ এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাঁহারা উভয়েই নেপোলিয়ানকে সিংহাসন সমর্পণ করা সঙ্গত জ্ঞান করিলেন। নেপোলিয়ান তাঁহার অঙ্গীকার অনুসারে তাঁহাদিগকে অনেক অর্থ, মৃগয়ার উপযুক্ত অরণ্য, সুবিস্তীর্ণ হর্ম্ম্য প্রদানপূর্ব্বক যোগ্য ব্যক্তিকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। অধঃপতিত দেশের উন্নতি আরম্ভ হইল। নেপোলিয়ান আশা করিলেন, অতঃপর আর কেহ তাঁহার পৃষ্ঠদেশ লক্ষ্য করিয়া ছুরিকা উত্তোলন করিবে না।"

বেয়নে যখন স্পেনের সিংহাসন লইয়া এইরূপে ক্রীড়া চলিতেছিল, সে সময়েও নেপোলিয়ানের দৃষ্টি তাঁহার সাম্রাজ্যের উন্নতির প্রতি সন্নিবিষ্ট ছিল। ফ্রান্সের সামুদ্রিক অধিকার-সংস্থাপনের আশায় তিনি বিপুল পরিশ্রমে বহুবিধ বন্দর ও ডক নির্ম্মিত করিতেছিলেন; উপকূলভাগ সুরক্ষিত করিবার আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন। নানা আকারে জলপোতাদি নির্ম্মিত হইতেছিল। সৈনিক কর্ম্মচারিগণকে জলযুদ্ধে সুশিক্ষিত করিবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। ফরাসীজাহাজ-সমূহকে শত্রুপক্ষের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি কোন প্রকার আয়োজনের ত্রুটি করেন নাই। ফরাসী বাণিজ্য অব্যাহত রাখিবার জন্য তিনি নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। অবসর পাইলেই তিনি অশ্বারোহণপূর্ব্বক বন্দর ও সমুদ্রের উপকূলভাগ পরীক্ষা করিয়া আসিতেন; নৌ-বিদ্যাবিষয়ক নানা কথা তাঁহার কর্ম্মচারিবর্গকে জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত অসুবিধা নিবারণে যত্নপর হইতেন। এ জন্য তিনি তাঁহার বিশ্রামসুখ বিসর্জ্জন করিতে মুহূর্ত্তের জন্য কাতর হন নাই।

———

তৃতীয় অধ্যায়

বিপদের মেঘ

বেয়ন হইতে নেপোলিয়ান পারিসে প্রত্যাগমন করেন, এই প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি দক্ষিণবিভাগীয় অনেক স্থানে পদার্পণ করেন। সর্ব্বস্থানেই তিনি অসীম উৎসাহ ও জয়ধ্বনির সহিত গৃহীত হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি ল্যান্ডুডাক নামক নদীর উপর এক সেতুনির্ম্মাণের আদেশ প্রদান করেন, কার্য্যটি যৎপরোনাস্তি কঠিন ও ব্যয়সাধ্য ছিল। ইঞ্জিনিয়ার এই সেতুনির্ম্মাণের কার্য্যে অসাধারণ দক্ষতা ও পূর্ত্তবিদ্যা-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, এই সেতু নির্ম্মিত হইলে নেপোলিয়ান স্বয়ং সেতু-নির্ম্মাণ-কার্য্য পরীক্ষাপূর্ব্বক সেই স্থানেই ইঞ্জিনিয়ারকে পুরস্কৃত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তদনুসারে পূর্ত্তবিভাগের অধ্যক্ষ ও প্রধান ইঞ্জিনিয়ারকে সেই স্থানে আসিবার জন্য আদেশ প্রেরণ করা হইল। যথাসময়ে নেপোলিয়ান সেই সেতু-সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কেবল প্রধান ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। সম্রাট্ তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন; এই সেতু-নির্ম্মাণে কিরূপ কৌশল ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, সে সম্বন্ধেও নেপোলিয়ান অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রধান ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় কিছু বিব্রত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার কোন উত্তর নেপোলিয়ানের নিকট সন্তোষপ্রদ হইল না। ইতিমধ্যে পূর্ত্তবিভাগের অধ্যক্ষ মহাশয় সেখানে উপস্থিত হইলেন। নেপোলিয়ান তাঁহাকে বলিলেন, "আমি সকল কথার সন্তোষজনক উত্তর পাই নাই। এ সাঁকো এই ব্যক্তি দ্বারা নিশ্চয়ই নির্ম্মিত হয় নাই। ইহার পক্ষে এরূপ সেতুনির্ম্মাণ অসাধ্য।"

তখন অধ্যক্ষ মহাশয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, এই সেতুনির্ম্মাণে প্রধান ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের কোনই হাত ছিল না, ইহার নক্সা তাঁহার নহে, নির্ম্মাণ-কার্য্যেও তিনি হস্তক্ষেপণ করেন নাই। এ উভয় কার্য্যই একজন বিনয়ী, খ্যাতিবিহীন, অধীনস্থ ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে।

নেপোলিয়ান ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া অধীনস্থ সেই ইঞ্জিনিয়ারকে তাঁহার সন্নিকটে উপস্থিত করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। সহকারী ইঞ্জিনিয়ার সেখানে উপস্থিত হইলে সম্রাট্ প্রত্যেক বিষয়সম্বন্ধে তন্ন তন্ন করিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন এবং তাঁহার উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"আমি স্বয়ং এই সেতু দেখিতে আসিয়া ইহার নির্ম্মাণে বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি; আমি নিজে না আসিলে কোন দিন জানিতেও পারিতাম না যে, তুমিই ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছ; সুতরাং তোমার প্রাপ্য পুরস্কার হইতে তুমি বঞ্চিত হইতে।"—অতঃপর সেই খ্যাতিহীন ক্ষুদ্র সহকারী ইঞ্জিনিয়ারকে পারিস মহানগরীর প্রধান ইঞ্জিনিয়ার-পদে নিযুক্ত করিয়া সম্রাট্ তাঁহার যোগ্যতার উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিলেন।—এমনই করিয়া নেপোলিয়ান সকল কাজ স্বচক্ষে দেখিয়া দোষ-গুণের বিচার করিতেন, অথচ তিনি তখন অর্দ্ধধরণীর অধীশ্বর।

১৮০৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্টমাসে নেপোলিয়ান রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অষ্ট্রিয়া-সম্রাট্ নেপোলিয়ান-হস্তে পরাজয়ের পর মনে মনে তাঁহার প্রতি যৎপরোনাস্তি বিরক্ত ছিলেন এবং প্রতিমুহূর্ত্তে পূর্ব্বাপমানের প্রতিশোধদানের জন্য বলসঞ্চয় করিতেছিলেন। স্পেন যখন নেপোলিয়ানের প্রতি বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেই সময় অষ্ট্রীয় সম্রাট্ মনে করিলেন, নেপোলিয়ান অতঃপর স্পেনের সর্ব্বনাশ-সাধনেই তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিবেন, সুতরাং তিনি নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে সুসজ্জিত হইতে লাগিলেন। তাহার পর যখন স্পেনের সিংহাসন হইতে বোর্ব্বোঁবংশ অপসারিত করিয়া সেখানে নেপোলিয়ানের সহোদরকে প্রতিষ্ঠিত করা হইল, তখন অষ্ট্রিয়া বীরবিক্রমে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। অষ্ট্রীয় সম্রাট্ স্পেনের দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া বলিলেন,—"ইউরোপীয় ভূখণ্ডের প্রাচীন রাজবংশের আর ভদ্রস্থতা নাই; আজ হউক, কাল হউক, আমাদের সকলেরই এই দশা ঘটিবে।" আর্ক ডিউক চার্লস হুঙ্কার দিয়া বলিলেন,

"যদি তাহাই হয়, তবে আমরা অসি-হস্তে বীরের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিয়া তাহার পর শত্রুহস্তে সিংহাসন পরিত্যাগ করিব। অষ্ট্রিয়ার রাজমুকুট স্পেনের ন্যায় সুলভ নহে, শত্রুগণ সহজে ইহা অধিকার করিতে পারিবে না।"

তাহার পর অষ্ট্রিয়ায় যে ভাবে সৈন্যসংগ্রহ হইতে লাগিল, তাহা অতি বিস্ময়কর। সাত লক্ষ সৈন্য অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া প্রতিদিন রণকৌশলে অভ্যস্ত হইতে লাগিল; চতুর্দ্দশ সহস্র সুশিক্ষিত যুদ্ধাশ্ব ও দশ লক্ষ বন্দুক ক্রয় করা হইল। হঙ্গেরীর দুর্গ-সংস্কারের জন্য এককালে বিংশতি সহস্র শ্রমজীবী নিযুক্ত করা হইল। কারণ, অষ্ট্রীয় সম্রাট্ মনে করিলেন, এবারও যদি তিনি ফরাসী-হস্তে পরাজিত হন, তাহা হইলে এই দুর্গান্তরালে অবস্থানপূর্ব্বক প্রাণপণ-শক্তিতে ক্রমশঃ ফরাসী বীর্য্য পরীক্ষা করিবেন। ফ্রান্সের সীমান্তপ্রদেশে সুশিক্ষিত অষ্ট্রীয় সৈন্য দলে দলে প্রেরিত হইতে লাগিল। অষ্ট্রীয়গণ জাতীয় গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য উত্তেজিত ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল। ভিয়েনা, ট্রিষ্ট প্রভৃতি স্থানে তাহারা যে সকল ফরাসী প্রবাসিগণকে দেখিতে পাইল, তাহাদিগকে অবমানিত করিতে লাগিল।

নেপোলিয়ান বুঝিলেন, আর একটি নূতন যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। এ যুদ্ধে তাঁহার কোনই লাভ ছিল না, এবং ক্ষতি অনেক। তিনি তাঁহার সাম্রাজ্যের যে বিভিন্ন প্রকার উন্নতিসাধনে তাঁহার অখণ্ড মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন, এই যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সেই উন্নতি-স্রোতে নিদারুণ বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। যাহাতে নূতন গোলযোগ উপস্থিত না হয়, তাহার জন্য তিনি এতই অধীর হইয়াছিলেন যে, তিনি অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত অষ্ট্রীয় রাজদূত মেটারনিকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নেপোলিয়ান যথেষ্ট উদারতা ও সৌজন্যের সহিত রাজদূতের সম্ভাষণ করিলেও তাঁহার ব্যবহারে অত্যন্ত দৃঢ়তা প্রকাশ পাইতেছিল। মেটারনিকের সহিত নেপোলিয়ানের সাক্ষাৎকালে সেখানে অন্যান্য দেশের রাজদূতও উপস্থিত ছিলেন; নেপোলিয়ান ধীরে ধীরে অথচ অন্য সকলে শুনিতে পায়, এরূপ সুস্পষ্টস্বরে বলিলেন,—"মিঃ মেটারনিক, আপনাদের ইচ্ছা কি? আমাদের সহিত যুদ্ধ করা, না ভয় দেখান?"

মেটারনিক বলিলেন,—"না মহাশয়, আমাদের ইচ্ছা ইহাও নয়, উহাও নয়।" নেপোলিয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে কেন এ যুদ্ধসজ্জা? কেন আপনারা স্বয়ং ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইউরোপকে শশব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন? তাহারা ইউরোপের শান্তি সঙ্কটময় করিয়া তুলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের রাজস্ব গ্রাস করিতেছে।"

মেটারনিক উত্তর দিলেন,—"আত্মরক্ষার জন্য এই আয়োজন আবশ্যক হইয়াছে।"

নেপোলিয়ান সুদৃঢ় অথচ সংযতস্বরে বলিলেন,—"যদি আত্মরক্ষাই আপনাদিগের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে আপনারা সৈন্য ও অস্ত্রাদি সংগ্রহ বিষয়ে এত ব্যগ্র হইয়া উঠিতেন না। যখন কোন নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তনের আবশ্যক হয়, তখন লোক ধীরে ধীরে তাহার প্রবর্ত্তন করে, সে জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করে না। ধীরে ধীরে যে কার্য্য সম্পন্ন করা যায়, তাহা অত্যন্ত পারিপাট্যের সহিত সম্পন্ন হয়; সুতরাং আত্মরক্ষাই উদ্দেশ্য হইলে এরূপ সত্বরতার সহিত নব নব দুর্গনির্ম্মাণ, ভূরি ভূরি সৈন্যসংগ্রহ, যুদ্ধাশ্বক্রয় প্রভৃতির আবশ্যক হয় না। আপনাদের সৈন্যসংখ্যা প্রায় চারি লক্ষ হইবে। অনিয়মিত সৈন্যের পরিমাণও তদ্রূপ। যদি আমি আপনাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতাম, তাহা হইলে আমিও আমার সৈন্যদলে আরও চারি লক্ষ লোক গ্রহণ করিতাম। তাহা হইলে সমরসজ্জার কিছু বাকী রহিত না; কিন্তু আমি আপনাদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিব না। যদি করি, তাহা হইলে আমাদিগের দেশের রমণী ও শিশুগণকে পর্য্যন্ত অস্ত্রধারণে বাধ্য করিতে হইবে; আমরা বর্ব্বরতার প্রশ্রয়দান করিব মাত্র। আপনারা কেন এরূপ রণসজ্জায় ব্যস্ত আছেন? আমি কি আপনাদের নিকট কোন প্রকার দাবি উপস্থিত করিয়াছি? আমি কি আপনাদের রাজ্যের অংশ চাহিয়াছি? প্রেসবার্গের সন্ধিতে আমাদের উভয় সাম্রাজ্যের অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। আপনার প্রভুর কথাতেই ত সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা হওয়া উচিত। আমি আপনাদিগের নিকট কিছুই চাহি না—চাহি কেবল শান্তি, কেবল বিরাম। তাহা কি এতই কঠিন? শান্তিস্থাপন যদি সত্যই কঠিন হয়, বলুন, এখানেই আমরা একটা মীমাংসা করিয়া ফেলি।"

মেটারনিক বলিলেন, "মহাশয়, অষ্ট্রীয় সম্রাট্ ফরাসীদেশ

আক্রমণ করিবার ইচ্ছা করেন নাই, আমাদের সৈন্যগণ কোথাও রণযাত্রার অনুমতি লাভ করে নাই।"

নেপোলিয়ান ধীরভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আপনি ভুল করিতেছেন। গেলেসিয়ায় ও গেহিমিয়ায় ফরাসী সৈন্যাবাস-সমূহের অদূরে আপনারা সৈন্য সংস্থাপিত করিয়াছেন, এ কথার প্রতিবাদ করিতে পারিবেন না। ফরাসীপক্ষের সমপরিমাণ সৈন্য এই সকল স্থানে উপস্থিত করাই ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল। সুতরাং আমি সিলিসিয়ার দুর্গসমূহ বিধ্বস্ত না করিয়া তাহাদের জীর্ণসংস্কার করিব। অস্ত্র-শস্ত্রে ও সৈন্য দ্বারা এই সকল দুর্গ সজ্জিত করিব, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইব। আপনারা জানেন, আমাকে সহসা আক্রমণ করিবার আশা নাই, আমি সর্ব্বদাই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিব। হয় ত আপনারা রুসীয় সম্রাটের সাহায্যের আশা করিতেছেন, কিন্তু ইহা আপনাদিগের আত্ম-বঞ্চনা মাত্র। আমি এই যুদ্ধসম্বন্ধে তাঁহার কি অভিপ্রায়, তাহাও অবগত আছি এবং তিনি যুদ্ধ উপস্থিত হইলে কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবেন, তাহাও আমার অজ্ঞাত নহে; সুতরাং আপনারা মনে করিবেন না যে, ফ্রান্স আক্রমণ করা আপনাদের পক্ষে সহজসাধ্য হইবে। যদি এরূপ মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনাদের গুরুতর ভ্রম হইয়াছে বলিতে হইবে। আপনারা যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক নহেন, আমি বিশ্বাস করি; আপনি, আপনার সম্রাট্, আপনাদের দেশস্থ শিক্ষিত সমাজ এ যুদ্ধের পক্ষপাতী নহেন, কিন্তু জর্ম্মণীর অভিজাত সম্প্রদায় বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনে অসন্তুষ্ট হইয়া যুদ্ধের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। আপনারা তাঁহাদিগের মতের সমর্থন করিতেছেন। আপনারা জনসাধারণকে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছেন। সুতরাং যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। পুনর্ব্বার বলিতেছি, আপনাদিগের নিকট আমি কিছুই চাই না, শান্তি ভিন্ন আমার অন্য কোন কামনা নাই, কিন্তু আপনারা যুদ্ধের আয়োজন করিলে আমাকেও অগত্যা তাহা করিতে হইবে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় এবারও আমার সৈন্যবল প্রবল হইবে। সুতরাং শান্তিস্থাপনের অনুরোধে বাধ্য হইয়া আমাকেও যুদ্ধ করিতে হইবে।"

অষ্ট্রীয় রাজদূতের সহিত নেপোলিয়ানের যে কথা হইল, অবিলম্বে তাহা ভিয়েনার মন্ত্রিসভায় জ্ঞাপন করা হইল। পরদিন অষ্ট্রিয়ার অভিপ্রায় সুস্পষ্টরূপে অবগত হইবার জন্য নেপোলিয়ান অষ্ট্রিয়াস্থিত ফরাসী রাজদূতকে এই সকল কথা লিখিয়া তাহা অষ্ট্রিয়ার মন্ত্রিসভার গোচর করিতে আদেশ করিলেন এবং এ কথাও জ্ঞাত করিতে বলিলেন যে, যদি এই সমরোদ্যোগ স্থগিত করা না হয়, তাহা হইলে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ ঘোষিত হইবে। নেপোলিয়ান অষ্ট্রীয় সম্রাট্‌কে আরও জানাইলেন যে, যোসেফকে স্পেনের রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। রাইনের যুক্তরাজ্যের নরপতিকে লিখিলেন,—"যুদ্ধ-নিবারণের জন্য অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হও, অষ্ট্রিয়াকে দেখাও যে, তোমরাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আছ।" এই সময়ে 'মনিটার' পত্রিকায় একটি অতি যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল, তাহাতে লিখিত হইল, ইউরোপে আবার যে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে, তাহার জন্য অষ্ট্রিয়াই দায়ী। অনেকের বিশ্বাস, এই প্রবন্ধের লেখক স্বয়ং নেপোলিয়ান।

ইতিমধ্যে স্পেনের রাজনৈতিক গগন ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। স্পেনে ধর্ম্মযাজকগণের প্রভুত্ব সাধারণ অধিবাসিবর্গের উপর অসাধারণ ছিল। তাহাদেরই উত্তেজনায় স্পেনের জনসাধারণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। রাজ্যের সর্ব্বত্র তাহারা বিদ্রোহভাব ধারণ করিল। তাহাদের জাতীয় গর্ব্বে আঘাত লাগিয়াছিল, তাই তাহারা ফরাসী ও ফরাসীমিত্রগণকে দলে দলে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিতে লাগিল। স্পেনরাজ্যে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের অভিনয় আরম্ভ হইল। স্পেনের উন্মত্তপ্রায় অধিবাসিগণ তাহাদের সিংহাসন ও ধর্ম্মমন্দির রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিল।

অষ্ট্রিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত আছেন দেখিয়া নেপোলিয়ান রাইন নদীর সন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে তাঁহার সৈন্যগণকে অন্যত্র অপসারিত করা সঙ্গত জ্ঞান করিলেন না। সুতরাং স্পেনে তাঁহাকে কতকগুলি অশিক্ষিত সমরানভিজ্ঞ নূতন সৈনিক সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে হইল। এই দেশে সংগৃহীত সৈন্যসংখ্যা অশীতি সহস্র। তাহার মধ্যে কার্য্যক্ষম সৈন্যের পরিমাণ তেষট্টি হাজারের অধিক ছিল না। স্পেনে যোসেফের মিত্রগণ তাঁহাদিগের অধীনস্থ সৈন্যগণের উপর বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিলেন না। স্পেনীয় সৈন্যগণ সাধারণ প্রজাবর্গের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। চতুর্দ্দিকে ঘন ঘন ভেরীনিনাদ
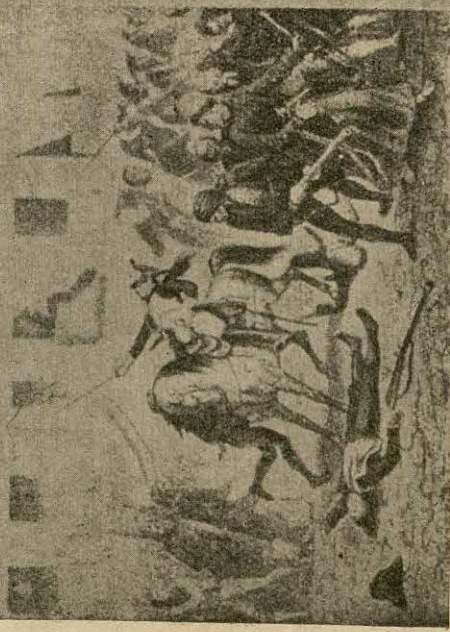
মাদ্রিদ বিদ্রোহ [২৬৪ পৃষ্ঠা

মাদ্রিদ বিদ্রোহ [২৬৪ পৃষ্ঠা
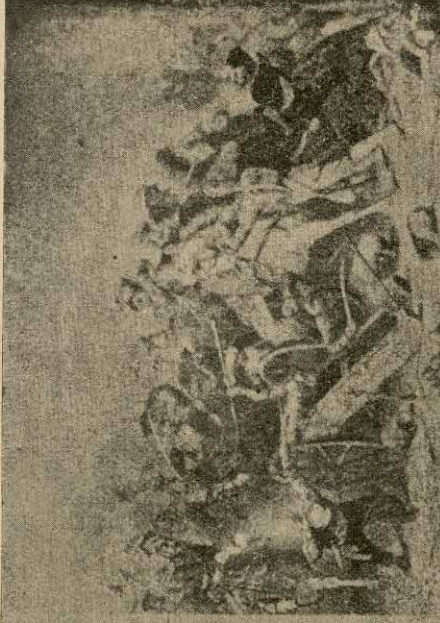
পোলিস অশ্বারোহীর আক্রমণ [২৭৪ পৃষ্ঠা

বার্গোস যুদ্ধ [২৭৪ পৃষ্ঠা

আরম্ভ হইল; পর্ব্বতে পর্ব্বতে বিদ্রোহসূচক সাঙ্কেতিকাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; দরিদ্র শ্রমজীবিগণ লুণ্ঠনের আশায় উৎসাহিত হইল। নেপোলিয়ান স্পেনের সিংহাসনে উপযুক্ত ব্যক্তিকেই সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে সিংহাসন হইতে সবলে ভূতলে আকর্ষণ করিবার জন্য স্পেনের অধিবাসিবর্গ উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

স্পেনের রাজনৈতিক গগনে যখন এইরূপে প্রলয়ের মেঘ পুঞ্জীভূত হইতেছিল, সেই সময়ে স্পেনের উপকূল ব্যাপিয়া বৃটিশ রণতরী-সমূহ অবস্থান করিতেছিল। তাহারা ইংলণ্ডের নায়কবর্গের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া বিদ্রোহিগণের সহিত সম্মিলিত হইল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এ সংবাদে আনন্দিত হইলেন। ইংলণ্ডেশ্বর ইংলণ্ডের মহাসভায় প্রকাশ করিলেন, "স্পেনের অধিবাসিগণ যখন এমন মহত্ত্বের সহিত ফরাসীর অত্যাচার ও অনধিকারচর্চ্চার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছে, তখন তাহারা আর আমাদের শত্রু নহে; আমরা এখন হইতে তাহাদিগকে আমাদিগের মিত্র ও সহযোগী বলিয়া গণনা করিব।"—ইংলণ্ডে যে সকল স্পেনিয়ার্ড বন্দিভাবে অবস্থান করিতেছিল, তাহাদিগকে মুক্তিদান করিয়া অস্ত্র-শস্ত্র ও পরিচ্ছদাদি প্রদানপূর্ব্বক স্বদেশে প্রেরণ করা হইল। বৃটিশ নৌ-সৈন্যগণকে স্পেনে সাহায্যপ্রেরণের জন্য আদেশ করা হইল। স্পেনিয়ার্ডগণ ইংরাজজাতির নিকট এইরূপ সাহায্য পাইয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল, আনন্দে তাহাদিগের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। ত্রিশ সহস্র বৃটিশ সৈন্য স্পেনীয় সৈন্যগণের সাহায্যার্থ প্রেরিত হইল। এই সকল সৈন্যের অধিনায়ক হইলেন, সুবিখ্যাত সার আর্থার ওয়েলেসলি। কোপেনহেগেন নগর ধ্বংস করিয়া তিনি পূর্ব্বেই যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার যোগ্যতায় কাহারও সন্দেহ হইল না।

যোসেফ যতই রাজগুণে ভূষিত হউন, তিনি শান্তপ্রকৃতি, দয়ালু ও নির্ব্বিরোধ ব্যক্তি ছিলেন। চতুর্দ্দিকে বিপুল রণসজ্জা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ভীত হইলেন। তিনি নেপোলিয়ানকে লিখিলেন,—"আমাকে সাহায্য করে, এমন কাহাকেও দেখিতেছি না। আমি শত্রুগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য পঞ্চাশ সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য এবং পাঁচ কোটি মুদ্রা (ফ্রাঙ্ক) চাই। যদি আপনি বিলম্ব করেন, তাহা হইলে পরে লক্ষ সৈন্য ও সাড়ে বার কোটি মুদ্রার আবশ্যক হইবে।" স্পেনের প্রতি তাঁহার অনুরাগের অভাব ছিল না, তাই স্পেনের অধিবাসিবর্গ কর্তৃক উৎপীড়িত ফরাসী সৈন্যগণ যে ভাবে তাহাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ দান করিতেছিল, তিনি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া নেপোলিয়ানকে পত্র লিখিলেন।

নেপোলিয়ান যোসেফকে লিখিলেন,—"তুমি অধীর হইও না। সাহস অবলম্বন কর। তোমার যুদ্ধোপকরণের অভাব হইবে না, তুমি যথেষ্ট পরিমাণে সৈন্যবল লাভ করিবে। আমার সৈন্যগণকে অপরাধী করিও না, তাহাদের বাহুবলেই আজ তুমি ও আমি এই সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছি। তাহারা অত্যাচারের অবশ্যই প্রতিফল প্রদান করিবে, ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিরস্ত করিবে। স্পেনবাসিগণের প্রীতিভাজন হইবার চেষ্টায় কিন্তু নিরুৎসাহ করিও না, তাহা বড় দোষের বিষয়।"

নেপোলিয়ান বিবেচনা করিলেন, উত্তররাজ্যে যখন অগণ্য অস্ত্রীয় সৈন্য সজ্জিত রহিয়াছে, তখন রাইন নদীর তীরভাগ হইতে ফরাসী-সৈন্যগণের অপসারণ কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং যোসেফের নিকট অনভিজ্ঞ তরুণ সৈনিক প্রেরণ করা ভিন্ন তিনি অন্য উপায় দেখিলেন না। অবস্থা প্রতিদিনই অধিকতর বিভীষিকাময় হইয়া উঠিতে লাগিল। সমগ্র স্পেন ও পর্ত্তুগাল বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। সেনাপতি ডুপোঁর অধীনে বিশ হাজার ফরাসী-সৈন্য বহুসংখ্যক স্পেনীয় সৈন্য কর্তৃক বোলন নামক স্থানে অবরুদ্ধ হইল। অবশেষে ফরাসী-সৈন্যগণ ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া এবং রোগ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া স্পানিয়ার্ডদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল। ফরাসী-সৈন্যগণ স্থলপথে প্রথম শত্রুহস্তে লাঞ্ছনা ভোগ করিল। নেপোলিয়ান এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন। সেনাপতি ডুপোঁর প্রতি তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল, শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ না করিয়া সেনাপতি যদি আত্মসম্মানরক্ষার্থ বীরের ন্যায় সসৈন্যে দেহত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে নেপোলিয়ান এরূপ মর্ম্মাহত হইতেন না। নেপোলিয়ানের কর্ণে যখন এই শোচনীয় সংবাদ প্রবেশ করিল, তখন তিনি বোর্দোঁ নগরে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি গম্ভীরভাবে রুদ্ধনিশ্বাসে এই পরাজয়-সংবাদ পাঠ করিলেন, পররাষ্ট্রসচিব তাঁহার নিকটেই ছিলেন,

সম্রাটের ভ্রূকুটিপূর্ণ সুগম্ভীর মুখকান্তি দেখিয়া তিনি শঙ্কিত হইলেন; ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সম্রাট্ কি অসুস্থ হইয়াছেন?"

"না।"

"অস্ট্রীয়গণ কি যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াছে?"

"কেবল যদি তাহাই হইত!"—নেপোলিয়ান এই সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদান করিলেন। "তবে কি হইয়াছে?"—পররাষ্ট্র-সচিবের বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

নেপোলিয়ান বেদনাবিদ্ধ-হৃদয়ে গম্ভীরভাবে এই পরাজয়কাহিনী বর্ণনা করিলেন, তাহার পর বলিলেন,—"সৈন্যগণের পরাজয় হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র ঘটনা নহে। ইহা যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফল এবং সহজেই ইহার প্রতীকার হইতে পারে। কিন্তু আমার সৈন্যগণ জীবনের ভয়ে শত্রু-হস্তে আত্মসমর্পণ করিল, এ হীনতা ও কলঙ্ক আমাদের গৌরব আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। সুনামের উপর আঘাত হইলে সে আঘাতচিহ্ন কখন বিলুপ্ত হয় না; এই আত্ম-সমর্পণের নৈতিক ফল অত্যন্ত ভয়ানক হইবে। আমার সৈন্যগণ শত্রুদিগকে তাহাদের আহার্য্য দ্রব্যের থলি পর্য্যন্ত দস্যুর ন্যায় লুণ্ঠন করিতে দিল। এ অপমানও তাহারা সহ্য করিল। জেনারেল ডুপোঁ—যাহার প্রতি আমার এত বিশ্বাস, এত স্নেহ, তাহার দ্বারা এই কাজ হইল? শুনিলাম, সৈন্যগণের প্রাণরক্ষার সে আর কোন উপায় দেখিতে পায় নাই। শত্রু-হস্তে প্রাণত্যাগ করা ত ইহা অপেক্ষা অনেক গুণে বাঞ্ছনীয় ছিল। একজনও না বাঁচিলেও ত পারিত। তাহা হইলে তাহাদিগের মৃত্যু তাহাদিগের গৌরব ঘোষণা করিত। আমরা তাহাদের প্রতি অত্যাচারের প্রতিফল দান করিতাম। সৈন্যগণের স্থান পূর্ণ করা কঠিন নহে—কিন্তু সম্মান, সুনাম একবার যদি যায়, তবে আর তাহা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় না।"

ক্রমে ক্রোধে ও ক্ষোভে নেপোলিয়ানের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, তাঁহার মুখমণ্ডল অত্যন্ত ভীষণভাব ধারণ করিল, শত্রুগণের স্পর্দ্ধায় তিনি বিচলিত হইয়া বলিলেন,—"আমার সৈন্যগণের পরিচ্ছদ তাহারা কর্দ্দমিত করিয়াছে, তাহাদের রক্তস্রোতে এই কর্দ্দম প্রক্ষালিত হইবে।" দেখিতে দেখিতে পতিত সেনাপতির প্রতি করুণায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল, তাঁহার পরাজয়-কলঙ্কে তিনি ব্যথিত হইয়া বলিলেন,—"হায় হতভাগ্য! আলবেক, হল, ফ্রেড্‌ল্যাণ্ডের অতুল সাহস-প্রদর্শনের পর তোমার এ কি পতন? যুদ্ধ কি অদ্ভুত সামগ্রী! একদিন,—কেবল একটিমাত্র দিনের ঘটনায় সমস্ত জীবনের গৌরব,খ্যাতি,প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হইতে পারে!"

যখন বেয়নের রাজনৈতিক গগনে পুনঃ পুনঃ বজ্রনাদ ধ্বনিত হইতেছিল এবং ফরাসীগণের জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়ে সেনাপতি সাভরি যোসেফকে রাজধানী মাদ্রিদ পরিত্যাগপূর্ব্বক এব্রোর দুর্গে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষার্থ চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিলেন।

যোসেফ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহা হইলে নেপোলিয়ান কি বলিবেন?"

সাভরি ধীরভাবে বলিলেন,—"সম্রাট্ এ জন্য গালি দিবেন, রাগের সময় তাঁহার প্রকৃতি দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে, কিন্তু তাহাতে মানুষের প্রাণ নষ্ট হয় না। তিনি হইলে এখানেই থাকিতেন. কিন্তু তাঁহার পক্ষে যাহা সম্ভব, অন্যের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে।"

যোসেফ সেনাপতির পরামর্শানুসারে অতঃপর মাদ্রিদ্ পরিত্যাগপূর্ব্বক এব্রোর দুর্গেই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; তথা হইতে তিনি সম্রাট্‌কে লিখিলেন,—"আমার স্বপক্ষতাচরণ করে, এমন স্পানিয়ার্ডও নাই। সেনাপতিরূপে আমার কর্ত্তব্য কঠিন নহে, আপনার সুশিক্ষিত সৈন্যগণের সহায়তায় আমি স্পানিয়ার্ডগণকে অনায়াসে জয় করিতে পারি, কিন্তু রাজ্যের অধিপতি হিসাবে আমার কর্ত্তব্য নিদারুণ কঠিন; আমার কতকগুলি প্রজাকে বশীভূত করিবার জন্য অনেকের প্রাণবধ করিতে হইবে। সুতরাং যে প্রজাগণ আমাকে তাহাদের নরপতিরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে, আমি তাহাদের শাসনভার স্বহস্তে রাখিতে ইচ্ছুক নহি। তথাপি আমি পরাজিত হইয়া এ রাজ্য ত্যাগ করিতে চাহি না। সেই জন্য নিবেদন, আমার নিকট আপনার একদল সৈন্য প্রেরণ করিবেন, আমি তাহাদিগকে লইয়া মাদ্রিদ্ নগরে যাত্রা করিব এবং স্পানিয়ার্ডগণকে শিক্ষা-দান করিব। আপনি আমাকে নেপল্‌সের সিংহাসন প্রদান করুন। আমি সেখানে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আমার অভিপ্রায়ানুসারে শান্তপ্রকৃতি প্রজাপুঞ্জের শাসনভার গ্রহণ করিব, আমার অধীনে তাহারা সুখ ও সৌভাগ্যলাভে বঞ্চিত হইবে না।"

নেপোলিয়ান যোসেফের এই পত্র পাঠ করিয়া মনে কিঞ্চিৎ আঘাত পাইলেন, তিনি যোসেফকে স্নেহ করিতেন, যোসেফের সুবিবেচনায় তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল এবং সহোদরগণের মধ্যে তাঁহাকেই তাঁহার সুযোগ্য সহযোগী বলিয়া মনে করিতেন। তিনি যোসেফের হৃদয়ে সাহস ও উৎসাহসঞ্চার করিবার জন্য লিখিলেন,—"তুমি তোমার ভ্রাতার উপযুক্ত সহোদর হইবার চেষ্টা কর। তোমার পদের উপযুক্ত দৃঢ়তা অবলম্বন কর। একদল বিদ্রোহীকে আমি কিছুমাত্র ভয় করি না, আমার সৈন্যগণ অতি সহজেই তাহাদিগকে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিতে পারে। রুসিয়া, প্রুসিয়া ও অষ্ট্রিয়ার সৈন্যগণ আমার যে সকল সৈন্যের বীরত্ব সহ্য করিতে অসমর্থ, ক্ষুদ্র স্পানিয়ার্ডগণকে তাহারা গ্রাহ্যও করে না। স্পেনে আমার প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইবে, ইহা আমি দেখিতে ইচ্ছুক নহি।"

নেপোলিয়ান যোসেফকে সমর সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দান করিলেন। কিন্তু যোসেফ স্পানিয়ার্ডগণকে বধ করিতে সম্মত হইলেন না। সুতরাং যুদ্ধে কোন ফললাভের আশা রহিল না। নেপোলিয়ান যোসেফের ভাব দেখিয়া প্রথমে হাস্য করিলেন, পুনর্ব্বার তিনি যোসেফকে লিখিলেন,—"তিনি শীঘ্র স্পেনে যাত্রা করিবেন।" তত দিন তিনি যোসেফকে ধৈর্য্য-ধারণপূর্ব্বক অপেক্ষা করিতে লিখিলেন। স্পেনের অবস্থা ক্রমে এমন ভীষণভাব ধারণ করিল যে, নেপোলিয়ান অষ্ট্রিয়ার সমরসজ্জা সত্ত্বেও রাইনের সন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ হইতে লক্ষ ফরাসী-সৈন্য স্পেনাভিমুখে পরিচালিত করিলেন, তিনি তাহাদিগকে ফরাসীরাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া পিরোনিস্ গিরিমালার সন্নিকটে তাঁহার অপেক্ষা করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। ফ্রান্স হইতে এক লক্ষ নব সৈনিক সংগৃহীত হইল, তাহাদিগকে তিনি অষ্ট্রীয় সীমার শূন্য স্থান পূর্ণ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। এই বিভিন্ন সৈন্যদল রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া পারিস নগরীর রাজপথ আচ্ছন্ন করিয়া বিপরীত দিকে ধাবিত হইল।

এইরূপ অগণ্য সৈন্যের ব্যয়ভার বহন করিয়া ফরাসী ধন-ভাণ্ডার শূন্যপ্রায় হইয়া উঠিল। দক্ষিণভাগে ইংলণ্ড, স্পেন ও পর্ত্তুগাল সম্মিলিত হইয়া ফরাসী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন, উত্তরে অষ্ট্রিয়ার সাত লক্ষ সৈন্য বিপুল আয়োজনে রণসজ্জা করিতেছিল। অবমানিত প্রুসিয়া তাঁহার অপমানের প্রতিশোধ প্রদানপূর্ব্বক ফ্রান্স-কবলিত প্রদেশ পুনরুদ্ধারের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। রুসীয় সম্রাট্ নেপোলিয়ানের প্রতি অকপট বন্ধুবৎ আচরণ করিলেও রুসিয়ার অভিজাত-সম্প্রদায় সম্রাট্-জননী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া নিয়ত নেপোলিয়ানের অনিষ্ট-চেষ্টায় রত ছিলেন। এ অবস্থায় সম্রাট্ আলেকজান্দার কত দিন তাহাদিগকে আয়ত্তে রাখিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে সকলেরই সন্দেহ জন্মিয়াছিল। যাহারা রাজকীয় ধনভাণ্ডারের পরিবর্ত্তনকে সৌভাগ্য অর্জ্জনের পথস্বরূপ মনে করিত, তাহারা চতুর্দ্দিকে অমঙ্গলের বিভীষিকাসঞ্চার করিতে লাগিল। নেপোলিয়ান রাজস্বের অবস্থার উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলেন। তাঁহার হৃদয় হইতে দুশ্চিন্তা অনেক পরিমাণ বিদূরিত হইল।

চতুর্থ অধ্যায়

সম্রাট্‌-সম্মিলন—স্পেনীয় অভিযান

এরফর্থ নামক স্থানে সম্রাট্ নেপোলিয়ান রুসীয় সম্রাট্ ও ইউরোপীয় অন্যান্য রাজন্যবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, এইরূপ স্থির হইয়াছিল। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর ইহার দিন স্থির হইয়াছিল। এই সম্মিলনের উপর ইউ-রোপের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে বলিয়া অনেকেরই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। ইউরোপের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে রাজগণ, রাজপুত্রগণ এবং রাজ-অমাত্যগণ সুসজ্জিত-বেশে এই অসাধারণ দৃশ্য-সন্দর্শনের জন্য এরফর্থে সমাগত হইলেন। ফ্রান্সের মহিমান্বিত সম্রাট্ স্বয়ং আতিথ্য-সৎকার করিবেন, অতিথিও ইউরোপের গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত অভিজাতবর্গ।

এমন অতিথি ও এরূপ অতিথিসৎকার সচরাচর দেখা যায় না। যথাকালে নেপোলিয়ান নক্ষত্ররাজি-পরিবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় রাজপারিষদ্বর্গে পরিবৃত হইয়া পারিস পরিত্যাগ করিলেন। অতিথিগণের অভ্যর্থনার কোন আয়োজনেরই ত্রুটি হইল না।

২৭শে সেপ্টেম্বর বেলা দশ ঘটিকার সময় নেপোলিয়ান এরফর্থে উপস্থিত হইলেন। রাজগণ, রাজকুমারগণ, ডিউকগণ এবং ধর্ম্মযাজকমণ্ডলী ও উচ্চপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারিবর্গে রাজপথ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া নেপোলিয়ান অশ্বারোহণে সাক্সনীর অধিপতি ও বহুসংখ্যক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিবর্গের সহিত সম্রাট্ আলেক্‌জান্দারের সম্ভাষণে যাত্রা করিলেন। রুসীয় সম্রাট্ আলেক্‌জান্দারও একটি অনাবৃত শকটে আরোহণপূর্ব্বক নেপোলিয়ানের সহিত সাক্ষাতাভিপ্রায়ে অগ্রসর হইতেছিলেন। তিন ক্রোশ পথ অতিক্রমপূর্ব্বক নেপোলিয়ান রুসীয় সম্রাটের সাক্ষাৎলাভ করিলেন। উভয় সম্রাট স্ব স্ব যান হইতে অবতরণপূর্ব্বক অসীম আগ্রহের সহিত প্রীতিভরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন। তাহার পর উভয়ে অশ্বারোহণপূর্ব্বক নানাবিধ গল্প করিতে করিতে এরফর্থে প্রবেশ করিলেন।

এরফর্থে উপস্থিত হইয়া নেপোলিয়ান রুসীয় সম্রাটকে সমাগত রাজন্যবর্গের নিকট পরিচিত করিলেন। তাহার পর তাঁহাদের বিশ্রামের জন্য যে প্রাসাদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সেখানে গমন করিলেন। স্থির হইয়াছিল, নেপোলিয়ান ও আলেক্‌জান্দার একত্র বসিয়া আহার করিবেন। সায়ংকালে রাজভোজের আয়োজন হইল,এই ভোজনোৎসবে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যোগদান করিয়াছিলেন। সায়ংকালে সমস্ত নগর সুন্দর আলোকমালায় ভূষিত হইল। ফ্রান্সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতৃগণ তাঁহাদের সম্মুখে একখানি অতি উৎকৃষ্ট নাটকের অভিনয় আরম্ভ করিলেন। আলেকজান্দার নেপোলিয়ানের পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক অভিনয় সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। একজন অভিনেতা অভিনয়কালে বলিলেন,—"মহতের প্রীতিলাভ—বিধাতার দান।"

এই কথা শুনিয়া আলেকজান্দার আসনত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং সম্রাট নেপোলিয়ানের করধারণপূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া বলিলেন,—"প্রত্যহ আমি এই উক্তির যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিতেছি।" তৎক্ষণাৎ রঙ্গালয়ে চতুর্দ্দিক্ হইতে সম্ভ্রান্ত দর্শকগণ সানন্দ করতালিদানে রুসীয় সম্রাটের এই উক্তির সমর্থন করিলেন। সেই শত শত করতালিধ্বনিতে রঙ্গমঞ্চ প্রকম্পিত হইয়া উঠিল।

আমোদ-প্রমোদে নেপোলিয়ানের পরিতৃপ্তি ছিল না। রাজকার্য্যেই তিনি প্রকৃত আনন্দরসের আস্বাদন লাভ করিতেন। এই আমোদানুষ্ঠানের শেষ হইলে নেপোলিয়ান সভার কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য অনুমতি করিলেন। আলেক্‌জান্দার তুরস্কের হস্ত হইতে কনস্তান্তিনোপল গ্রহণ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। নেপোলিয়ান স্থির করিয়াছিলেন, যে প্রকার বিপদ্ই উপস্থিত হউক, রুসিয়াকে তিনি কখনও কনস্তান্তিনোপল গ্রাস করিতে দিবেন না। প্রায় বিশ দিন ধরিয়া সভার কার্য্য চলিল অস্ট্রিয়ার সম্রাট্ নেপোলিয়ানের প্রতিকূলভাব প্রকাশ করায় এই সভায় নিমন্ত্রিত হন নাই। কিন্তু অস্ট্রীয় সম্রাট্ ফ্রান্সিস্ নেপোলিয়ানের এই উপেক্ষায় কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট্দ্বয়কে তাঁহার শুভ-ইচ্ছা জ্ঞাপন করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাদের সভায় এক রাজদূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সভায় কি পরামর্শ স্থির হয়, তাহা অবগত হওয়াই এই দূতপ্রেরণের গোপন উদ্দেশ্য। নেপোলিয়ান বিশেষ সৌজন্যসহকারে অস্ট্রীয় রাজদূতের অভ্যর্থনা করিলেন, অস্ট্রীয় রাজদূতের প্রতি আদর ও সম্মানের ত্রুটি না হইলেও নেপোলিয়ান তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিলেন না। কিন্তু তিনি সরলভাবে অস্ট্রীয় দূতকে বলিলেন,—"আমাদের এই সভায় আপনাদের সম্রাট্ নিমন্ত্রিত হন নাই, তিনি আমাদের ভয়প্রদর্শনের অভিপ্রায়ে যেরূপ সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন, যেরূপ যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন, তাহাতে উপস্থিত ব্যাপারে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা সঙ্গত জ্ঞান করি নাই। আপনাদের সম্রাট্ যদি রুসিয়া অথবা ফ্রান্সের সহিত বন্ধুত্ব কামনা করেন, তাহা হইলে তাঁহার বন্ধুভাব প্রকাশ করাই বিধেয়। আর যদি তিনি ইংলণ্ডের বন্ধুত্বই বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করেন, তাহা হইলে সেই বন্ধুত্বরত্নলাভের আশায় তাঁহার ইংলণ্ডগমনই কর্ত্তব্য।" সভার কার্য্য যাহাতে বিশেষ গোপনে থাকে, সেই অভিপ্রায়ে সভায় অন্য কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল না, কেবল চারি জন মাত্র লোক সে সভায় রহিলেন;—নেপোলিয়ান,

রুসীয় সম্রাট্ আলেক্জান্দার এবং উভয় সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রিদ্বয়।

জর্ম্মাণীর প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এরফর্থে সমাগত হইয়াছিলেন, সুন্দরীগণও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। নেপোলিয়ান তাঁহাদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানে কৃপণতা কিংবা অমনোযোগ প্রকাশ করেন নাই। চতুর্দ্দিক যখন হর্ষকল্লোলপূর্ণ উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, নৃত্যসঙ্গীতে যখন প্রাসাদ প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, তখন নেপোলিয়ান তাঁহার মন্ত্রণাভবনে মন্ত্রিগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া ধীরচিত্তে রাজ্যের কল্যাণকামনায় কূটরাজনৈতিক মন্ত্রণায় কালাতিপাত করিতেছিলেন।

এরফর্থে যে সকল উচ্চকুলসম্ভূতা মহিলাবর্গের সমাবেশ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা রমণী ছিলেন—টাউরের যুবরাজ্ঞী, ইনি প্রুসিয়ার রাজ্ঞীর ভগিনী। তাঁহার পদগৌরব, রূপ, গুণ, শিক্ষা প্রভৃতিতে মুগ্ধ হইয়া জর্ম্মাণীর রূপবান্, গুণবান্ ও প্রতিভাবান্ যুবকগণ তাঁহার বিলাসমন্দিরে সমাগত হইয়াছিলেন। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রতি নেপোলিয়ানের অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। সাহিত্যসেবী ও বিজ্ঞানবিদ্গণ তাঁহার নিকট যথাযোগ্যরূপে সমাদৃত হইতেন, তাই নেপোলিয়ানের আহ্বানে ইউরোপের বিভিন্ন প্রদেশের রাজগণের সহিত প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকগণও এখানে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। এমন কি, ইউল্যাণ্ড ও গেটের ন্যায় মহারথিগণও সেখানে উপস্থিত হইতে সঙ্কুচিত হন নাই। নেপোলিয়ান অভিজাতবর্গের প্রতি যে যত্ন, যে সমাদর ও পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এই সকল প্রতিভাবান্ ব্যক্তিগণের প্রতি তাহা অপেক্ষাও অধিক আদর,যত্ন ও মনোযোগ প্রদান করিলেন। এই সময়ে সুবিখ্যাত সুইস-ঐতিহাসিক মুলারও নেপোলিয়ানের সহিত আলাপ করিবার জন্য এরফর্থে পদার্পণ করিয়াছিলেন; নেপোলিয়ানের সম্বন্ধে তাঁহার মতামত ও ধারণা স্পষ্টাক্ষরে উজ্জ্বলভাষায় তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেও নেপোলিয়ানের মহত্ত্ব, ব্যক্তিগত বিশেষত্ব, তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্য ও তাঁহার অনন্যসাধারণ বহু সদ্গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

সম্রাট্ আলেক্জান্দারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকিলেও তিনি বিলাসপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন, সুখভোগের আগ্রহ তাঁহার অত্যন্ত প্রবল ছিল। একদিন সায়ংকালে একটি নাচের মজলিসে আলেক্জান্দার ওয়েষ্ট ফেলিয়ার রাজ্ঞীর সহিত একত্র নৃত্য করিয়াছিলেন, নেপোলিয়ান তখন গেটের সহিত সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনায় অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। নৃত্য শেষ হইলে নেপোলিয়ান যোসেফিনকে যে পত্র লেখেন, সেই পত্রের এক স্থানে লিখিয়াছিলেন,—"একটা নাচের মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। সম্রাট্ আলেক্জান্দার নৃত্য করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি,—না, চল্লিশ বৎসর বয়সে চল্লিশ বৎসর বয়সের মত ব্যবহারই শোভা পায়।"

রমণীর নিকট আদরলাভের আকাঙ্ক্ষার প্রতিও সম্রাট্ আলেক্জান্দার উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারিতেন না। এই সময়ে এরফর্থে একজন উচ্চশ্রেণীর অভিনেত্রীর শুভাগমন হইয়াছিল, সৌন্দর্য্য ও প্রতিভার জন্য এই রমণী রমণী-সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রূপ, গুণ ও খ্যাতিবলে তিনি রুসীয় সম্রাট্ আলেক্জান্দারেরও চিত্তাকর্ষণে সমর্থা হইয়াছিলেন। আলেক্জান্দার একদিন সবিনয়ে নেপোলিয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "এই রমণীর সহিত আলাপ করার কোন সুবিধা আছে কি না?" নেপোলিয়ান গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"অসুবিধা কিছুই নাই, তবে আলেক্জান্দার তাঁহার সহিত আলাপ করিলে তিনি পারিসে সর্ব্বসাধারণের নিকট অবিলম্বেই সুপরিচিত হইয়া উঠিবেন এবং আলাপের পরই এই অভিনেত্রীর সহিত তাঁহার আলাপের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ ডাকে প্রেরিত হইবে।" রুসীয় সম্রাট্ আমোদলিপ্সু হইলেও এ ভাবে সাধারণের নিকট পরিচিত হইবার জন্য আগ্রহবান্ ছিলেন না। সুতরাং নেপোলিয়ানের ইঙ্গিতে তিনি তাঁহার অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিলেন। এই ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সম্রাট্ আলেক্জান্দার নেপোলিয়ানকে কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন এবং নেপোলিয়ানের চরিত্রবলের প্রতি তাঁহার কিরূপ অখণ্ড বিশ্বাস ছিল।

যাহা হউক, অনেক পরামর্শের পর উভয় সম্রাট তাঁহাদের রাজনৈতিক কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। স্থির হইল যে, ফ্রান্স ও রুসিয়া ইউরোপীয় নৃপতিবৃন্দের সহিত যুদ্ধ বা সন্ধিস্থাপনের জন্য পরস্পরের বন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। সম্রাটদ্বয় ইংলণ্ডকে ন্যায়সঙ্গত সর্ত্তে সন্ধিস্থাপনের জন্য

অনুরোধ করা সঙ্গতজ্ঞান করিলেন। সম্রাট আলেক্‌জান্দার যোসেফকে স্পেনের সিংহাসনে সংস্থাপিত রাখিবার প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। নেপোলিয়ানও আলেক্‌জান্দারের ফিংল্যাণ্ড, মালডোবিয়া, ওয়ালাচিয়া গ্রহণে সম্মতিদান করিলেন। ইংলণ্ডেশ্বরকে সন্ধিস্থাপনের জন্য অনুরোধ করিয়া যে পত্র প্রেরণের কথা স্থির হইল, সে পত্র নেপোলিয়ান স্বহস্তে লিখিলেন। পত্রের নিম্নে উভয় সম্রাটই স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিলেন।

অষ্ট্রিয়ার সম্রাট নেপোলিয়ান কর্তৃক নিমন্ত্রিত না হওয়ায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহার দূত যথাসময়ে স্বদেশ-প্রত্যাগমনের সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিলে নেপোলিয়ান অষ্ট্রিয়া-পতিকে একখানি পত্র প্রদানপূর্ব্বক দূত বিদায় করিলেন, তিনি বলিলেন,—"যত দিন ভিয়েনাদরবার ইউরোপের শান্তি-ভঙ্গের জন্য সচেষ্ট থাকিবেন, তত দিন তিনি আমাদের ইউ-রোপীয় সাম্রাজ্য-রক্ষণবিষয়ক পরামর্শে যোগদান করিতে পারিবেন না।" অষ্ট্রীয় সম্রাটকে লিখিলেন—"ভ্রাতঃ! আমি আপনার তেজঃপূর্ণ উদ্দেশ্যে কোন দিন সন্দেহ করি নাই। আমাদের মধ্যে পুনর্ব্বার কলহের সৃষ্টি হইতেছে দেখিয়া আমাকে কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইতে হইয়াছে। আপনার মন্ত্রি-বর্গের মধ্যে এরূপ লোকের অভাব নাই, যাহারা যুদ্ধের নিমিত্ত উৎসুক হইয়া আছে, তাহাদের জন্যই অধিক ভয়। আমি আপনার রাজ্যের ক্ষতি করিবার যথেষ্ট অবসর—অন্ততঃ আপনার ক্ষমতা হ্রাস করিবার যথেষ্ট অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু আমি তাহা করি নাই। যাহা হইয়াছে, তাহা আমার সম্মতিক্রমেই হইয়াছে। ইহা হইতেই আপনি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আমি আপনার নিকট কিছুই প্রার্থনা করি না। আপনার রাজ্যের কল্যাণের জন্য আমি সর্ব্বদাই দায়ী থাকিতে প্রস্তুত। আপনার রাজ্যের প্রকৃত উন্নতির প্রতিরোধক কোন কার্য্য আমার দ্বারা কখন হইবে না। কিন্তু পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে যে প্রশ্নের সমাধান হইয়া গিয়াছে, আপনি আর সেই প্রশ্নের পুনরুত্থাপন করিবেন না। যুদ্ধের সমস্ত উদ্‌যোগ কিংবা তৎসংক্রান্ত ঘোষণা-পত্র আপনাকে বন্ধ করিতে হইবে। সরলভাবে ন্যায়সঙ্গত পথে চলিলেই আপনি আপনার প্রজা-বর্গকে সুখী করিতে পারিবেন। এই দীর্ঘকালব্যাপী অশান্তি-ভোগের পর আপনার সুখ-শান্তি প্রার্থনীয় হওয়াই উচিত, তাহা লাভে আপনি অসমর্থ হইবেন না। আপনি বিশ্বস্তভাবে আমার সহিত ব্যবহার করিলে আমিও সেই ভাবেই আপনার সহিত ব্যবহার করিব। এ কালে সরলতা ও সত্যপ্রিয়তাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নীতি। আপনি অসঙ্কোচে আপনার অভিপ্রায় আমায় জ্ঞাপন করিতে পারেন। আপ-নার আশঙ্কার কোন কারণ থাকিলে আমি তাহা বিদূরিত করিব।"

সম্রাট আলেক্‌জান্দার নেপোলিয়ানের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ-প্রদর্শনে কখন বিরত হন নাই। তাঁহার প্রতিভার প্রতি যে আলেক্‌জান্দারের শ্রদ্ধা ছিল, তাহাই নহে, তাঁহার সহৃদয়তা, মহত্ত্ব ও সদ্‌গুণরাশির জন্য আলেক্‌-জান্দার তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। আলেক্‌-জান্দার বলিতেন—"নেপোলিয়ান কেবল যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাবান্ ব্যক্তি, তাহাই নহে, তিনি সর্ব্বোত্তম ব্যক্তি। লোকে তাঁহাকে উচ্চাভিলাষী ও সমরপ্রিয় বলিয়া মনে করে, কিন্তু আমি দেখিতেছি, ইহা লোকের ভ্রম। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সাধনোদ্দেশে তিনি সমরে প্রবৃত্ত হন। ঘটনা-স্রোতে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে অস্ত্রধারণ করিতে হয়।"

এরফর্থে একদিন রুশীয় সম্রাট নেপোলিয়ানের ভোজন-কক্ষে প্রবেশ করিবার সময় তাঁহার তরবারি একপার্শ্বে রাখিতে গিয়া দেখেন, তিনি তরবারি সঙ্গে আনেন নাই, ভুলিয়া আসিয়াছেন। নেপোলিয়ান তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্তে স্বকীয় তরবারি প্রদান করিলেন। সম্রাট আলেক্‌-জান্দার অত্যন্ত আনন্দের সহিত সেই তরবারি গ্রহণ করি-লেন; বলিলেন—"আমি ভাই, আপনার তরবারি বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ গ্রহণ করিলাম। আপনি জানিবেন, ইহা কখন আমি আপনার বিরুদ্ধে নিষ্কোষিত করিব না।" এ সম্বন্ধে নেপোলিয়ান বলিয়াছিলেন, "আমরা পরস্পরের প্রতি স্নেহের যে নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহা বিশেষত্বপূর্ণ, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। আমরা অনেক দিন একত্র বাস করিয়াছি, পরস্পরের প্রণয়সুখ অনুভব করিয়াছি, আমাদের জীবনের অনেক রহস্য পরস্পরের নিকট সুপ্রকা-শিত হইয়াছে। আমাদের পরস্পরের সুখের মধ্যে কোন ব্যবধান ছিল না, পরস্পরের নিকট কোন কথা গোপনও রহিত না।" তাই নেপোলিয়ান যোসেফিনকে লিখিয়া-ছিলেন,—"আলেক্‌জান্দারকে পাইয়া আমি সুখী হইয়াছি।

আমার বন্ধুত্বলাভে তাঁহারও এইরূপ সুখী হওয়া কর্ত্তব্য। আলেক্জান্দার স্ত্রীলোক হইলে বুঝিয়াছ, তোমার প্রণয়ের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী যুটিত।”

১৪ই অক্টোবর প্রভাতে নেপোলিয়ান ও আলেক্জান্দার একত্র অশ্বারোহণে এরফর্থ পরিত্যাগ করিলেন। সৈন্যগণ অস্ত্র প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রকাশ করিল। সন্নিকটবর্ত্তী জনপদসমূহ হইতে বহু লোক রাজপথে সমবেত হইয়া এই বিদায়োৎসব সন্দর্শন করিতে লাগিল। উভয় সম্রাট কয়েক মাইল অশ্ব পরিচালিত করিয়া তাহার পর এক স্থানে আসিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। অশ্বরক্ষক অশ্বদ্বয় লইয়া অগ্রসর হইলে নেপোলিয়ান ও আলেক্জান্দার পদব্রজে কিছু দূর গমন করিলেন,তখন তাঁহাদের মধ্যে নানাবিধ গুপ্ত-বিষয়ের আলোচনা চলিতেছিল। তাহার পর বিদায়ের সময় উপস্থিত হইলে তাঁহারা অকপটভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন; আলেক্জান্দার তাঁহার শকটে ও নেপোলিয়ান তাঁহার অশ্বে আরোহণ করিলেন। সেই অবস্থাতে উভয়ে উভয়ের কর-কম্পনপূর্ব্বক শেষবিদায় গ্রহণ করিলেন। ঠিক একসময়ে শকটচক্র এবং অশ্ব-খুর রাজপথ প্রতিধ্বনিত করিল; নগরবাসী দর্শকগণ উৎফুল্ল-নেত্রে এই দৃশ্য সন্দর্শন করিতে লাগিল। আলেক্জান্দার সেণ্টপিটার্স-বার্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, নেপোলিয়ান চিন্তাকুলচিত্তে এরফর্থে ফিরিয়া আসিলেন। এই ঘটনার পর নেপোলিয়ানের সহিত আলেক্জান্দারের জীবনে আর পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হয় নাই। উভয় পক্ষের সৈন্যগণ আর একবার পরস্পরের সন্নিহিত হইয়াছিল, কিন্তু সে বন্ধুভাবে নহে। মস্কো নগরের ক্রোশব্যাপী বহ্নিরাশির মধ্যে, উত্তরমেরুর নিদারুণ শৈত্যে, চিরতুষাররাশির অভ্যন্তরে শত্রুভাবে তাহারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়াছিল। আমরা যথাস্থানে সে ঘটনা বিবৃত কবিব।

নেপোলিয়ান এরফর্থে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তাঁহার নিমন্ত্রিত রাজা, রাজপুত্র, অভিজাতসম্প্রদায় এবং পণ্ডিতমণ্ডলীকে বিদায় দান করিলেন। সেই দিন অপরাহ্লেই তিনি পারিস নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। উৎসব-মুখর ক্ষুদ্র নগর কয়েক দিনের অসাধারণ সৌভাগ্যফলে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল, আজ আবার তাহা জনহীন হইয়া মৌনভাব ধারণ করিল। নেপোলিয়ান আহার নিদ্রা তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া যৎপরোনাস্তি দ্রুতবেগে পারিসাভিমুখে শকট পরিচালিত করিলেন। ১৮ই প্রভাতে তিনি সেণ্ট ক্লাউডের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন।

সম্রাট্ আলেকজান্দার ও নেপোলিয়ান একত্র ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট প্রেরণ করিবার উদ্দেশ্যে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা লইয়া একজন ফরাসী ও একজন রুসীয় দূত ইংলণ্ড-যাত্রা করিলেন। উভয় সম্রাটের লিখিত পত্র এইরূপ :—

“মহাশয়, ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া আমরা উভয়ে এরফর্থে সম্মিলিত হইয়াছি। আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, ইউরোপের সকল জাতির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা। আপনার সহিত সন্ধিস্থাপনপূর্ব্বক ইউরোপের দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত আমরা কৃতসংকল্প হইয়াছি। যে দীর্ঘকালব্যাপী শোণিতময় সমর ইউরোপকে অবসন্ন করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার অবসান হইয়াছে। এই সমরানল পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত হইতে পারে না। ইউরোপের বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, বহু রাজ্য বিনষ্ট হইয়াছে। সামুদ্রিক বাণিজ্য-স্রোত বন্ধ করাই এ সকল অশান্তি ও উৎপীড়নের মূলীভূত কারণ। এখনও ইহা অপেক্ষা গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, তাহা ইংলণ্ডীয় রাজনীতির অনুকূল হইবে না। সেই জন্য শান্তিস্থাপন ইউরোপের অন্যান্য দেশের পক্ষে যেরূপ আবশ্যকীয়, ইংলণ্ডের পক্ষেও তাহা তদ্রূপ আবশ্যকীয়। আমরা উভয়ে সম্মিলিতকণ্ঠে আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, আপনি মনুষ্যত্বের অনুরোধে আমাদের প্রস্তাবে কর্ণপাত করুন। ইউরোপের কল্যাণের জন্য যে অগণিত প্রজাপুঞ্জকে বিধাতা আমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, তাহাদিগের সুখ-শান্তিবিধানের নিমিত্ত সাম্যভাব অবলম্বন করুন।”

ইংলণ্ডেশ্বরের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ক্যানিংএর নামে এই সন্ধিপত্রের শিরোনামা ছিল, উপরে লিখিত ছিল, “গ্রেটব্রিটেনের অধীশ্বরের নিকট রুসিয়া ও ফ্রান্সের সম্রাটদ্বয় কর্ত্তৃক প্রেরিত।” দূতদ্বয়কে আদেশ করা হইয়াছিল, যেন তাঁহারা ইংলণ্ডের জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করেন যে, তাঁহারা সন্ধির প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছেন। যদি এই সন্ধিপত্র অগ্রাহ্য হয় ও ইউরোপে পুনর্ব্বার যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হয়, তবে তাহার জন্য নেপোলিয়ান দায়ী নহেন, দায়ী ইংলণ্ডের মন্ত্রিসমাজ; ইহা ইংরাজ সাধারণের গোচর করাই নেপোলিয়ানের উদ্দেশ্য ছিল। ফ্রান্সের বোলোন নগর হইতে দূতদ্বয়

ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের ইংলণ্ডে উপস্থিত হওয়া সহজসাধ্য হয় নাই। বৃটিশ-মন্ত্রিসমাজ এই সন্ধির প্রতিকূল ছিলেন বলিয়া বৃটিশ-রণতরীসমূহের পরিচালকবর্গের প্রতি আদেশ প্রদান করা হইয়াছিল, সন্ধির পতাকা লইয়া কোন জাহাজ ইংলণ্ডের উপকূলে প্রবেশ করিতে পাইবে না। যে সুদক্ষ ফরাসী নৌকর্ম্মচারী এই সন্ধি-দূতদ্বয়কে বহনপূর্ব্বক তরী পরিচালন করিতেছিলেন, তিনি বহুকষ্টে শত্রুপক্ষের দৃষ্টি অতিক্রমপূর্ব্বক ইংলণ্ডের কূলে আসিয়া পৌছিলেন। বিশেষ চেষ্টা করিয়া সন্ধি-দূতদ্বয় তীরে অবতরণ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু ফরাসী দূতকে লণ্ডন-গমনের অনুমতি প্রদান করা হইল না, রুসীয় দূত লণ্ডনে প্রেরিত হইলেন, ফরাসী দূত সমুদ্রকূলে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, মিঃ ক্যানিংএর নিকট হইতে অনুমতি আসিলে ফরাসী দূতও লণ্ডনে প্রেরিত হইলেন, দূতদ্বয় সৌজন্যের সহিত গৃহীত হইলেন, কিন্তু একজন বৃটিশ কর্ম্মচারীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাঁহাদিগের উপর স্থাপিত হইল, তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাদিগের সঙ্গ ত্যাগ করিলেন না।

অবশেষে আটচল্লিশ ঘণ্টার পর দূতদ্বয়কে বিদায় করা হইল। ইংলণ্ডেশ্বর সম্রাটদ্বয়কে কোন কথা লিখিলেন না, রুসীয় ও ফরাসী মন্ত্রিদ্বয়কে লিখিলেন,—তাঁহাদের পত্র হস্তগত হইয়াছে, যথাকালে জবাব পাঠান যাইবে।" এই সংক্ষিপ্ত সহানুভূতিপরিবর্জ্জিত পত্র পাঠ করিয়া নেপোলিয়ান এবং আলেকজান্দার উভয়েই বৃটিশ মন্ত্রিসমাজের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। যথাকালে বৃটিশ মন্ত্রিসমাজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন, 'জবাব' পাঠাইলেন ; জবাবে লিখিলেন যে,—ইংলণ্ড সর্ব্বদাই সন্ধির প্রস্তাব প্রাপ্ত হইতেছেন বটে ; কিন্তু সেই সকল প্রস্তাবে কপটতার অভাব আছে বলিয়া তাঁহাদিগের বিশ্বাস নাই। যদি সন্ধিস্থাপন করিতেই হয়, তাহা হইলে সহযোগী রাজন্যবর্গকে, এমন কি, স্পেনের বিদ্রোহিগণকেও জড়াইয়া সন্ধিস্থাপন করিতে হইবে।" এই জবাবও পূর্ব্ব-জবাবের ন্যায় রুসীয় ও ফরাসী মন্ত্রিগণের নামে প্রেরিত হইল। কেবল তাহাই নহে, ইংরাজ রাজমন্ত্রী মহাশয় সুগম্ভীরভাবে তেজের সহিত স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিলেন যে, ইংরাজমন্ত্রিগণ দুই জন রাজাকে পত্র লিখিতে পারেন না, কারণ, তাঁহাদের মধ্যে একজনকে রাজা বলিয়া ইংলণ্ড স্বীকার করেন নাই। অর্থাৎ নেপোলিয়ানকে রাজা বলিয়া স্বীকার করাও যখন ইংলণ্ড তাঁহার পক্ষে অসম্মানজনক জ্ঞান করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে যে ইংরাজ-মন্ত্রিসমাজ পত্র লিখিয়া সম্মানিত করিবেন, ইহা ইংলণ্ডীয় রাজগৌরবের পক্ষে বিশেষ শ্লাঘার কথা নহে, ফরাসী মন্ত্রীর সেরূপ দুরাশা করাই অন্যায়। সমুদ্র-বলদর্পিত ইংলণ্ড ফরাসী সাম্রাজ্যের অধীশ্বর, অর্দ্ধ ইউরোপের ভাগ্যনিয়ন্তা, মহাপরাক্রান্ত নেপোলিয়ান বোনপার্টকে এতই ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মনে করেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন।

যাহা হউক, বৃটিশ মন্ত্রিসমাজের এই প্রকার সহৃদয়তাশূন্য প্রত্যাখ্যানপত্র প্রাপ্ত হইয়াও নেপোলিয়ান এই নিদারুণ অপমানে কিছুমাত্র কাতর বা অধীর হইলেন না। তিনি নিজের মূল্য ও গৌরব অনুভব করিতে পারিতেন, সুতরাং তিনি বুঝিলেন, ইংলণ্ড তাঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার না করিলে তাঁহার কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। বিশেষতঃ সন্ধিস্থাপনের জন্য তিনি এতই উৎসুক হইয়াছিলেন যে, ইংলণ্ডের পত্রেরও তিনি একখানি সদ্ভাবপূর্ণ উত্তর প্রেরণ করিলেন। তিনি লিখিলেন, স্পেনের বিদ্রোহী দল ভিন্ন অন্যান্য সহযোগিবর্গের সহিত সম্মিলিত হইয়া তিনি সন্ধিস্থাপনে প্রস্তুত আছেন। এই পত্র ইংলণ্ডের মন্ত্রিসমাজের হস্তগত হইবার অত্যল্পকাল পরে তাঁহারা ফ্রান্স ও রুসিয়াকে স্পর্দ্ধাপূর্ণ অসংযত ভাষায় পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, উক্ত দুই সাম্রাজ্যের সহিত ইংলণ্ড সন্ধিস্থাপন করিতে পারেন না। কারণ, তাঁহাদের একজন একটি স্বাধীনরাজ্যের রাজাকে পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিয়াছেন এবং অপর ব্যক্তি (রুসীয় সম্রাট) নিদারুণ স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার সেই দুষ্কর্ম্মের সহায়তা করিয়াছেন।—ইংলণ্ডীয় মন্ত্রিসমাজের ধর্ম্মজ্ঞান সহসা প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

এইরূপে ইংলণ্ডের মন্ত্রিসমাজের ঔদাসীন্যে নেপোলিয়ানের সন্ধির আশা নির্ম্মূল হইয়া গেল। ইংলণ্ডের কূটনীতি ও ইংরাজের অর্থে পরিপুষ্ট হইয়া ফরাসী-শত্রুগণ নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে সজ্জিত হইতে লাগিল। অষ্ট্রিয়ার উৎসাহ বৃদ্ধি হইল, স্পেনের শ্রমজীবিগণ উন্মত্তপ্রায় হইয়া ফরাসী-শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। ইউরোপের চতুর্দ্দিক হইতে "দুরাকাঙ্ক্ষ শোণিত-লোলুপ নেপোলিয়ানের" মস্তকের উপর লক্ষ লক্ষ তরবারি উদ্যত হইল। নেপোলিয়ান তখন নিরুপায় হইয়া তাঁহার স্বদেশের গৌরব ও

তাঁহার খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বিপুল যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে সমগ্র ইউরোপের মহাকুরুক্ষেত্রের ন্যায় সমরসজ্জা পৃথিবীর বক্ষে অধিকবার সংঘটিত হয় নাই।

১৮০৮ খৃষ্টাব্দের ২৯এ অক্টোবর নেপোলিয়ান রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক শকটারোহণে বেয়ন যাত্রা করেন। পারিস হইতে মাদ্রিদ সাত শত মাইল। তখন শীতঋতু আরব্ধ হইয়াছে, অবিরল বৃষ্টিধারায় চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন, দুর্গম সঙ্কীর্ণ-পথ বৃষ্টিতে প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কোন কষ্ট বা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া নেপোলিয়ান সেই ঝটিকা-বৃষ্টি ও অন্ধকারের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ৩রা নভেম্বর রাত্রি দুই ঘটিকার সময় তিনি বেয়নে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নেপোলিয়ান তাঁহার রণবিশারদ বহুদর্শী সৈন্যগণকে স্পেনীয়গণের মধ্যে পরিচালিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এখন তিনি অবসরের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি স্থির করিলেন, স্পেনীয় সৈন্যগণ অধিক দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার সৈন্যগণের উভয় পার্শ্বে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলেই তিনি সসৈন্যে সিংহবিক্রমে তাহাদিগের উপর নিপতিত হইবেন। তাঁহার নবীন, যুদ্ধবিদ্যায় অপটু সৈন্যগণ স্পানিয়ার্ডগণের হস্তে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিল, তাই তিনি একদিন বলিয়াছিলেন,—"আমি তাহাদের কাছে মেষশাবক পাঠাইয়াছিলাম, তাহারা তাহাদিগকে গ্রাস করিয়াছে, এবার আমি তাহাদিগের নিকট নেকড়ে পাঠাইব।"

বেয়নে পদার্পণ করিয়া নেপোলিয়ান দেখিলেন, তাঁহার আদেশ যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয় নাই; সৈন্যগণের উপযুক্ত পরিমাণ পরিচ্ছদের অভাব, অশ্ব ও অশ্বতরের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। যে পরিমাণ রসদের আবশ্যক, তাহাও সংগ্রহ করা হয় নাই। তদ্ভিন্ন যোসেফ শত্রুসৈন্যগণের ভয়ে ভীত হইয়া যে ভাবে তাঁহার সৈন্যসমাবেশ করিয়াছেন, তাহা কোনক্রমে সমর্থনযোগ্য নহে। নেপোলিয়ান নগদ টাকা দিয়া সৈন্যগণের বস্ত্রাদি ক্রয় করাইতে লাগিলেন। তাঁহার আদেশে শত শত নূতন বস্ত্রালয় স্থাপিত হইল, সেই সকল কারখানার তন্তুবায়গণ দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া তাঁহার আদেশানুযায়ী বস্ত্র বয়ন করিতে লাগিল। বেয়নে সৈন্যগণের বাসের জন্য সুবৃহৎ ব্যারাকসমূহ নির্ম্মিত হইল। সৈন্যগণ বেয়নে উপস্থিত হইবামাত্র তাহাদিগকে যথাস্থানে প্রেরণ করা হইতে লাগিল। ৪ঠা নভেম্বর অপরাহ্ণ রাত্রে নেপোলিয়ান বেয়ন পরিত্যাগপূর্ব্বক অশ্বারোহণে টোলোসা যাত্রা করিলেন, কেবলমাত্র অশ্বারোহণে দুরারোহ পর্ব্বতের উপর দিয়া এই যাইট মাইল পথ কয়েক ঘণ্টায় অতিক্রম করিলেন। ৪ঠা রাত্রে সেখানে যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন স্থির করিয়া ৫ই তারিখে সেখান হইতে ত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী ভিটোরিয়া নামক স্থানে যাত্রা করিলেন। ইম্পিরিয়াল গার্ড নামক সৈন্যশ্রেণী তাঁহার সহিত এখানে উপস্থিত হইয়াছিল।

ভিটোরিয়ায় উপস্থিত হইয়া নেপোলিয়ান তাঁহার অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক একটি পান্থনিবাসে প্রবেশ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহার মানচিত্র লইয়া শত্রুগণকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত তাহার অবস্থানভূমি স্থির করিয়া লইলেন। দুই ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহার সংকল্প স্থির হইয়া গেল। তখন তিনি দুই লক্ষ ফরাসী সৈন্যকে যুগপৎ কুচ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি যোসেফের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যুদ্ধ সম্বন্ধে অনেক কথার আলোচনা করিলেন। যোসেফ বুঝিলেন, তাঁহার দুর্ব্বল হস্ত হইতে স্পেনের রাজমুকুট স্খলিত হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া নেপোলিয়ান তাহা রক্ষা করিতে আসিয়াছেন, এখানে তিনি সেনাপতিমাত্র, সম্রাট্ নহেন। ভ্রাতাকে দুর্নাম হইতে রক্ষা করিবার জন্য সকল দায়িত্বভার নেপোলিয়ান নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন।

ইতিমধ্যে স্পানিয়ার্ডগণ ইংরাজদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া স্পেনে কতকগুলি ফরাসী সৈন্যের উপর জয়লাভ করিয়াছিল। এই বিজয়গর্ব্বে অধীর হইয়া তাহারা মনে করিতেছিল, তাহারা নেপোলিয়ানের সৈন্যগণের সমকক্ষ; রুসিয়া, অষ্ট্রিয়া ও প্রুসিয়ার মহাযোধগণ যাহাদের ভয়ে সদা প্রকম্পিত, তাহাদিগকে অবিলম্বেই স্পেন ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া স্পেনের ধর্ম্মযাজকগণ কর্তৃক পরিচালিত প্রায় পাঁচ লক্ষ স্পানিয়ার্ড শ্রমজীবী পিরেনিস গিরিমালা অতিক্রমপূর্ব্বক পারিস অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল। নেপোলিয়ান সেই বিপুল স্পেনীয় বাহিনীর দক্ষিণাংশের গতি রোধ করিবার নিমিত্ত তাঁহার এক দল রণনিপুণ সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাহাদের বামভাগ আক্রমণ করিবার জন্য দ্বিতীয় এক দল সুশিক্ষিত

সৈন্য প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং অশীতি সহস্র সৈন্য লইয়া তাহাদিগের কেন্দ্রস্থল আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

ফরাসী সৈন্যগণের সে দুর্দ্দমনীয় আক্রমণ স্পানিয়ার্ডগণ সহ্য করিতে পারিল না, তাহারা পার্ব্বত্য প্রদেশে যুদ্ধ করিবার রীতিতে অভ্যস্ত ছিল, সমভূমিতে এমন সুদক্ষ সেনাপতির আক্রমণ কিরূপ ভয়ঙ্কর, এ জ্ঞান তাহাদের ছিল না। অল্পক্ষণ যুদ্ধ করিয়াই অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহারা পলায়ন করিল। ১১ই নভেম্বর রাত্রে নেপোলিয়ান সসৈন্যে বর্গোসনামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে বহুসংখ্যক স্পানিয়ার্ড সৈন্য সম্মিলিত হইয়াছিল। তাহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল, তাহাদের গুলীর আঘাতে দলে দলে ফরাসী সৈন্য প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল, কিন্তু ফরাসীগণ তাহাতে কাতর বা নিরুৎসাহ হইল না। প্রবলপরাক্রমে তাহারা স্পানিয়ার্ডদিগের উপর নিপতিত হইয়া তাহাদিগকে পরাস্ত ও ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল।

নেপোলিয়ান সেখানেও শত্রু-পরিত্যক্ত গোলাগুলী, কামান,বন্দুক, রসদ প্রভৃতি আত্মসাৎ করিয়া এস্‌পিনোসা নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে উপস্থিত হইলেন। এখানে ত্রিশ সহস্র স্পানিয়ার্ড শত্রুর গতি প্রতিরোধ করিবার জন্য ব্যূহ সংস্থাপন করিয়াছিল। তাহাদিগকে সেখান হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য ছয় সহস্র ফরাসী সৈন্য ধাবিত হইল। উভয় পক্ষে আবার তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। সমস্ত দিনেও সে সমরের বিরাম হইল না, কোন পক্ষের জয়-পরাজয় স্থির হইল না। রাত্রে উভয় সৈন্যদলই বিশ্রামার্থ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইল। ত্রিশ সহস্র স্পানিয়ার্ডকে ছয় সহস্র মাত্র ফরাসী সৈন্য সে স্থান হইতে দূর করিতে পারিল না দেখিয়া স্পানিয়ার্ডগণের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তাহারা সমস্ত রাত্রি ধরিয়া আগুন জ্বালাইয়া, গান গাহিয়া, বাদ্য বাজাইয়া তাহাদের আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে আর এক দল ফরাসী সৈন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, ইহাদের সংখ্যা দ্বাদশ সহস্র। অতি প্রত্যূষে ত্রিশ সহস্র স্পানিয়ার্ডকে অষ্টাদশ সহস্র ফরাসী সৈন্য ভীমবলে আক্রমণ করিল; সে আক্রমণ সহ্য করা স্পানিয়ার্ডগণের পক্ষে অসম্ভব হইল। তাহারা ছিন্ন-ভিন্নভাবে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। অষ্টাদশ সহস্র উন্মত্ত ফরাসী সৈন্য সশস্ত্র তাহাদিগের অনুধাবন করিয়া পশুর ন্যায় তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিল; নদীতীর, রাজপথ, অরণ্য, প্রান্তর সর্ব্বস্থান স্পানিয়ার্ডের শোণিতে রঞ্জিত হইল। ট্রয়েস নদীর উপর একটি সেতু ছিল, পলাতকগণ সেই সেতুর উপর দিয়া দলে দলে পলায়ন করিতে লাগিল, কিন্তু জনসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়াতে কেহই দ্রুতপলায়নে সমর্থ হইল না; ফরাসীগণ তাহাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলীবর্ষণ করিতে লাগিল। যাহারা গুলীর আঘাতে না মরিল, তাহারা নদীজলে পড়িয়া প্রবল তরঙ্গে ভাসিয়া গেল, অনেকেই জলমগ্ন হইল, অল্পসংখ্যক স্পানিয়ার্ড প্রাণ লইয়া পলায়নে সমর্থ হইল। সেনাপতি ব্লেক ছয় সহস্র সৈন্য লইয়া মহাবেগে পলায়ন করিলেন, পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিতেও তাঁহার সাহস হইল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া হতাবশিষ্ট স্পানিয়ার্ডগণ আর একবার ফরাসীগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। সোমোসেয়ার গিরিসঙ্কটে সম্মিলিত হইয়া তাহারা আর একবার বিজয়ী ফরাসীদিগকে বিমুখ করিবার জন্য সচেষ্ট হইল।

এই গিরিসঙ্কটে যোড়শটি কামান সজ্জিত করিয়া দ্বাদশ সহস্র স্পানিয়ার্ড সম্মুখবর্ত্তী ফরাসীদিগের উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। সংকীর্ণ গিরিপথ, তাহার উপর অগ্নিস্রোত চলিতে লাগিল। ফরাসী সৈন্যের আর অগ্রসর হওয়া দুরূহ হইয়া উঠিল।

নেপোলিয়ান অবিলম্বে সেই গিরিপথের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। মহোৎসাহে মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া সৈন্যগণকে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। কামানের ধূমে ও কুজ্‌ঝটিকারাশিতে গিরিপথ নৈশ অন্ধকারের দৃশ্য ধারণ করিল। নেপোলিয়ান তাঁহার এক দল পোলিস অশ্বারোহী সৈন্যকে সেই অন্ধকারের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইবার জন্য আদেশ করিলেন। অসংখ্য গিরিকন্দর প্রতিধ্বনিত করিয়া শত্রুর কামান হইতে বজ্রনাদ সমুত্থিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখবর্ত্তী ফরাসী অশ্বারোহিগণ গতপ্রাণে পর্ব্বতপৃষ্ঠে নিপতিত হইল। পশ্চাদ্বর্ত্তী সৈন্যগণ সেই সকল মৃত অশ্বারোহীর দেহের উপর দিয়া ভীমবেগে অশ্বপরিচালন করিয়া একেবারে শত্রুগণের কামানের উপর আসিয়া পড়িল এবং পুনর্ব্বার তাহারা কামানে গোলা পুরিবার অবসরলাভের পূর্ব্বেই সুতীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে তাহাদের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিল। স্পানিয়ার্ডগণ তখন উপায়ান্তর

না দেখিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক রণে ভঙ্গ দিল, ঊর্দ্ধশ্বাসে তাহারা পলায়ন করিতে লাগিল, তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্র সমস্ত ফরাসীদিগের হস্তগত হইল।

অন্যদিকে সার্ জন মুর নামক সুবিখ্যাত ইংরাজ সেনাপতি পর্ত্তুগালের উত্তরভাগ দিয়া দ্রুতবেগে স্পানিয়ার্ডগণের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতেছিলেন। নেপোলিয়ান স্পানিয়ার্ডগণকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগের বিরুদ্ধে ধাবিত হইলেন। তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য একজন স্পেনীয়সৈন্যও অগ্রসর হইল না। ২রা ডিসেম্বর প্রভাতে নেপোলিয়ান মাদ্রিদ্‌নগরের নগরপ্রাকারের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এই ২রা ডিসেম্বর নেপোলিয়ান অস্তারলিজের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার সিংহাসনারোহণের স্মরণীয় দিন, এই দিনকে ফরাসী-সৈন্যগণ বিশেষ গৌরবের চক্ষে নিরীক্ষণ করিত। আকাশ পরিষ্কার, মেঘশূন্য, আকাশ হইতে সূর্য্যদেব উজ্জ্বল-কিরণধারা বর্ষণ করিয়া সমস্ত প্রকৃতি হাস্যময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন। নেপোলিয়ান তাঁহার সৈন্যরেখা ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতেই চতুর্দ্দিক হইতে সুগম্ভীর সমুদ্রগর্জ্জনতুল্য জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। অদূরবর্ত্তী নগর-প্রাচীর হইতে শত্রু-সৈন্যগণ তাহার প্রত্যুত্তরস্বরূপ সিংহনাদ করিয়া উঠিল; ত্রিশ সহস্র বিজয়গর্ব্বিত ফরাসী সৈন্য শত্রুনগর আক্রমণ করিবার জন্য নেপোলিয়ানের আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। নগর-প্রাচীরের অভ্যন্তরে ষষ্টিসহস্র স্পানিয়ার্ড সৈন্য আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। বিদ্রোহিগণ নগর অধিকার করিয়া লইয়াছিল। নগরের স্ত্রী-পুরুষ সর্ব্বসমেত প্রায় এক লক্ষ অশীতি সহস্র মনুষ্যের বাস ছিল। তাহাদের অধিকাংশই শ্রমজীবী ও কৃষক; ধর্ম্মযাজকবর্গের উৎসাহ-বাক্যে তাহারা যুদ্ধার্থ উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। নেপোলিয়ান বুঝিলেন, নগর আক্রমণ করিলে অবিলম্বেই তিনি তাহা হস্তগত করিতে পারিবেন, তখন নগরবাসিগণের দুরবস্থার সীমা থাকিবে না। তিনি এই জনবিপুল নগরের সর্ব্বনাশসাধনে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, নগরবাসী সৈন্যগণ ফরাসীদিগকে নগরাক্রমণে সমুদ্যত দেখিয়া ক্রমাগত গোলাগুলী বর্ষণ করিতে লাগিল। নেপোলিয়ান তথাপি তাঁহার সৈন্যগণকে নগরাক্রমণের আদেশ দান করিলেন না। নগরের শাসনকর্ত্তার নিকট সেই দিন মধ্যরাত্রে দূত প্রেরণ করা হইল। নেপোলিয়ান তাঁহাকে জানাইলেন, তাঁহার হস্তে নগর সমর্পণ না করিলে অবিলম্বেই উন্মত্ত ফরাসী সৈন্যগণ কামানের গোলায় নগর-প্রাচীর চূর্ণ করিয়া নগরে প্রবেশপূর্ব্বক নগর ধ্বংস করিবে। সে দূত বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিল। নেপোলিয়ান পরদিন পুনর্ব্বার দূত প্রেরণ করিলেন, তাহাতে কোন ফল হইল না। ফরাসী সৈন্যগণ নগরাক্রমণের জন্য অধীর হইয়া উঠিল। নেপোলিয়ান তাহাদিগকে পরদিন পর্য্যন্ত ধৈর্য্যধারণ করিতে বলিলেন। নাগরিকগণ নেপোলিয়ানের ভয়ে বিন্দুমাত্রও ভীত না হইয়া দলে দলে নগরের রাজপথে সশস্ত্র পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। যাহাদিগকে তাহারা ফরাসীবন্ধু বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিল, তাহাদিগকে বধ করিল। ভজনালয়ে প্রতিনিয়ত ঘণ্টাধ্বনি উত্থিত হইয়া সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থ উৎসাহিত করিতে লাগিল, পুরোহিতবর্গ নাগরিক শ্রমজীবিগণের সহায়তায় নগরের রাজপথে পরিখা খনন করাইতে লাগিলেন। প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহসমূহের প্রাচীর ছিদ্র করিয়া শত্রুসৈন্যের উপর গুলীবর্ষণের পথ নির্ম্মিত হইল। নিরীহ নগরবাসিগণ ধন-প্রাণ-রক্ষার্থ ফরাসী-করে আত্মসমর্পণের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেও শ্রমজীবিগণ সে প্রস্তাবে কর্ণপাত করিল না। ধর্ম্মযাজকগণ ব্যবস্থা দিলেন, যে বীরপুরুষ তিন জন ফরাসীবধে সমর্থ হইবে, তাহাকে মৃত্যুর পর আর নরকদর্শন করিতে হইবে না, একেবারে সটান স্বর্গে প্রেরিত হইবে।

নেপোলিয়ান নগরাধিকারের অন্য কোন উপায় না দেখিয়া অগত্যা নগর-প্রাচীর ধ্বংস করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। ত্রিশটি কামান হইতে অবিলম্বে যুগপৎ অগ্নিস্রোত নির্গত হইতে লাগিল। অতি অল্পকালের মধ্যেই নগর-প্রাচীর বিদীর্ণ হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সমুদ্রের বিপুল জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় ফরাসীগণ নগরে প্রবেশ করিল। তখনও নেপোলিয়ান আর একবার নগরাধ্যক্ষের নিকট নগর-সমর্পণের আদেশ প্রদানপূর্ব্বক দূত প্রেরণ করিলেন। তিনি নগরাধ্যক্ষকে লিখিলেন, "স্পেনের যে সকল নগর আমার প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শনপূর্ব্বক রুদ্ধদ্বারে অবস্থান করিতেছে, যদিও আমি তাহা ধ্বংস করিবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি, কিন্তু মনুষ্যত্বের অনুরোধে মাদ্রিদ্‌ তাহার নরপতি-হস্তে ইচ্ছাপূর্ব্বক আত্মসমর্পণ করে, ইহা দেখিবার জন্যই আমার অধিক আগ্রহ।" মাদ্রিদের শাসনকর্ত্তাগণ দেখিলেন,

অতঃপর নেপোলিয়ানের নগর-প্রবেশে বাধা দান করা নিষ্ফল, সুতরাং নগরদ্বার উদ্ঘাটিত হইল, নেপোলিয়ান সসৈন্যে নগর-প্রবেশ করিলেন। নগরবাসিগণ ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা পাইয়া নেপোলিয়ানের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল। নেপোলিয়ান তাহাদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে আদেশ করিলেন। তিনি স্বয়ং নগরের শাসনব্যবস্থাসংস্কারে মনঃসংযোগ করিলেন।

যোসেফ মাদ্রিদে না আসিয়া রাজধানী হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী প্রাদোর রাজপ্রাসাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়ান নগরের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের নিকট প্রকাশ করিলেন যে, যত দিন তিনি স্পানিয়ার্ডগণকে যোসেফের ন্যায় শিক্ষিত ও সহৃদয় শাসনকর্ত্তার শাসনাধীনে থাকিবার উপযুক্ত জ্ঞান না করেন, তত দিন তিনি তাঁহাকে স্পেনের সিংহাসনে সংস্থাপিত করিবেন না। প্রজাবৃন্দ তাঁহাকে পুনর্ব্বার যে স্পেনের রাজপ্রাসাদ হইতে নির্ব্বাসিত করিবে, ইহা তিনি দেখিতে ইচ্ছা করেন না এবং স্পেন যে রাজাকে তাঁহার সিংহাসনে দেখিতে প্রস্তুত নহে, সেরূপ রাজাকে স্পেনের সিংহাসন প্রদান করিবেন না। তবে তিনি স্পেনে বিজয়ীর অধিকার অক্ষুণ্ণ দেখিতে ইচ্ছা করেন। অতঃপর তিনি স্পেনের অধিবাসিগণের নিকট নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন,—

"২রা জুন আমি যে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছিলাম, তাহাতে প্রকাশ করিয়াছি যে, আমি স্পেনের মুক্তিদাতা নামে পরিচিত হইতে ইচ্ছা করি। স্পেনের প্রাচীন রাজবংশসম্ভূত নরপতি আমাকে যে অধিকার দান করিয়াছেন, তাহার সহিত আমি বিজয়ীর অধিকার সংযুক্ত করি, ইহাই তোমরা ইচ্ছা করিয়াছিলে। আমি এখনও তোমাদের হিতসাধনের সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন করিব না। তোমাদের দেশের যাহা কিছু উন্নত ও মহৎ, তাহারই সংরক্ষণের জন্য আমি তোমাদিগকে উৎসাহিত করিবার অভিলাষী। তোমাদের উন্নতি ও মঙ্গলের যাহা কিছু বিঘ্নস্বরূপ, তাহা আমি নষ্ট করিব। যে শৃঙ্খলে স্পানিয়ার্ডগণ দাসভাবে কালযাপন করিতেছিল, আমি সে শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়াছি। যথেচ্ছাচার শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তে আমি তোমাদের ভিতর উদার শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। তাহার অনুমোদন করা না করা তোমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে।"

এইরূপে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নেপোলিয়ান অর্দ্ধস্পেনের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব লাভ করিলেন। স্পেনের সৈন্যগণ পদে পদে ফরাসী কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া ছত্রভঙ্গ ও বিচ্ছিন্নভাবে পলায়ন করিতে লাগিল। ফরাসী সৈন্যগণের দুর্দ্দমনীয় পরাক্রমের পরিচয় পাইয়া স্পেনের সাহায্যার্থ ধাবমান ইংরাজ সৈন্যগণেরও বিস্ময়ের সীমা রহিল না। বিপন্ন হইয়া তাহারা কোন্ পথে পলায়ন করিবে, তাহারই চিন্তা করিতে লাগিল। তাহারা বুঝিল, আর অধিক অগ্রসর হইলে জনপ্রাণীরও জীবনরক্ষার আশা নাই, অথচ শত্রুবধের চেষ্টা না করিয়া প্রাণভয়ে পলায়নে দুর্নামের সীমা থাকিবে না। সার জন মুর নামক ইংরাজ সেনাপতি ত্রিশ সহস্র পরাক্রান্ত সৈন্য লইয়া পর্ত্তুগাল হইতে স্পেনরক্ষার জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন; তাঁহার ইচ্ছা ছিল, তিনি সার ডেভিড বেয়াডের সৈন্যগণের সহিত সসৈন্যে সম্মিলিত হইবেন। সার ডেভিড দশ সহস্র সৈন্য লইয়া করুণা হইতে রাজধানীর দিকে ধাবিত হইয়াছিলেন। নেপোলিয়ান ইংরাজ সৈন্যগণের যুদ্ধযাত্রায় বাধাপ্রদান করেন নাই; তিনি জানিতেন,ইংরাজ সৈন্য সমুদ্রতীর হইতে যত দূর গিয়া পড়ে, ততই তাঁহার পক্ষে সুবিধার বিষয়।—মুক্তপ্রান্তরে একবার ইংরাজ-বীর্য্য পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি অধীর হইয়াছিলেন।

মাদ্রিদ্ অধিকার করিয়া নেপোলিয়ান দুইটি ঘটনায় তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রথমেই তিনি আদেশ প্রদান করেন,—"নগরে প্রবেশ করিয়া যদি কোন সৈন্য কাহারও প্রতি উৎপীড়ন করে, কিংবা কোন প্রকারে শান্তিভঙ্গ করে, তাহা হইলে তিনি তাহাকে গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন।" কিন্তু তাঁহার এই আদেশের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশপূর্ব্বক দুই জন ফরাসী সৈন্য একটি স্ত্রীলোকের প্রতি পাশবিক অত্যাচার করিয়াছিল। সমরসভার বিচারে এই দুই জন দুর্ব্বিনীত সৈন্যের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইল। এই সৈন্যদ্বয়ের অপরাধ মার্জ্জনা করিবার জন্য বহু লোক নেপোলিয়ানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু নেপোলিয়ান তাঁহাদের সে আগ্রহপূর্ণ প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নাই, বন্দুকের গুলীতে তাহাদিগকে নিহত করা হইল। এই দণ্ড দেখিয়া সৈন্যগণ এমন শান্ত হইয়া গেল যে, তাহার পর আর মাদ্রিদে কাহারও প্রতি কোন দিন অত্যাচার হয় নাই।

মার্‌কুইস্ অব সেণ্ট সিমন একজন স্বদেশত্যাগী ফরাসী অভিজাত। রাজা যোসেফের নিকট তিনি কখন বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না, এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ায় তাঁহার পূর্ব্বাপরাধ মার্জ্জনা করা হইয়াছিল; কিন্তু তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি এক দল ফরাসী বিদ্রোহীর পরিচালকরূপে স্বদেশীয়গণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। সমর-সভার বিচারে তাঁহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। মার্‌কুইসের কন্যা কয়েকজন পদস্থ ফরাসী কর্ম্মচারীর সহায়তায় নেপোলিয়ানের সাক্ষাৎলাভে সমর্থা হইলেন! নেপোলিয়ান সে সময়ে অশ্বারোহণে সসৈন্যে রাজপথ অতিক্রম করিতেছিলেন, মার্‌কুইস্‌কন্যা তাঁহাকে দেখিয়াই শকট পরিত্যাগপূর্ব্বক সৈন্যশ্রেণীর ভিতর দিয়া একেবারে নেপোলিয়ানের পদপ্রান্তে আসিয়া পড়িলেন এবং সম্রাটের অশ্বের সম্মুখে জানু নত করিয়া বসিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে, কাতরবাক্যে বলিলেন,—"সম্রাট্, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন।" এই সুন্দরী বালিকাকে সহসা সেই রাজপথপ্রান্তে সেই ভাবে নিরীক্ষণ করিয়া নেপোলিয়ানের বিস্ময়ের সীমা রহিল না, তিনি অশ্বরশ্মি সংযত করিয়া বালিকার মুখের দিকে তাঁহার কোমল করুণার্দ্র দৃষ্টি সংস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার পার্শ্বচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ বালিকা কে? ইহার কি প্রার্থনা?"

বালিকা গদ্‌গদকণ্ঠে নিবেদন করিল,—"সম্রাট্, আমি সেই সেণ্ট সিমনের কন্যা। আজ রাত্রে আমার পিতার প্রাণদণ্ড হইবে—" বালিকা আর কোন কথা বলিতে পারিল না, সহসা মূর্চ্ছিতা হইয়া কঙ্করময় সুকঠিন রাজপথে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

নেপোলিয়ান একবার স্থিরদৃষ্টিতে সেই ভূলুণ্ঠিতা বালিকার শুভ্র, সুন্দর, নিশ্চল দেহের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, সহানুভূতিতে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার পর তিনি তাঁহার অনুচরগণকে আদেশ করিলেন,—"সেণ্ট সিমনের কন্যার শুশ্রূষার যেন কোন প্রকার ত্রুটি না হয়। তাহাকে জানাইবে, আমি তাহার পিতার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছি।" দ্বিতীয় কথা না বলিয়া, মুখভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন না করিয়া নেপোলিয়ান তাঁহার গন্তব্যপথে অশ্ব পরিচালিত করিলেন। বালিকাকে অতিক্রম করিয়া একবারমাত্র ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার আদেশ যথোপযুক্তরূপে প্রতিপালিত হইতেছে কি না। তাঁহার আদেশ পাইবামাত্র রাজভৃত্যগণ বালিকার সংজ্ঞাসঞ্চারের চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিল।

এই দুইটি দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, নেপোলিয়ানের হৃদয় কেবল বজ্রের ন্যায় কঠিন ছিল না, কুসুমের ন্যায় কোমলও ছিল। রমণীর প্রতি কেহ কোনরূপ অত্যাচার করিলে, তাহা তিনি অমার্জ্জনীয় জ্ঞান করিতেন।

ইংরাজ সেনাপতি মুর নেপোলিয়ানকে সমরে পরাস্ত করিবার আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক করুণা অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। ২২এ ডিসেম্বর প্রভাতে নেপোলিয়ান মাদ্রিদ্ পরিত্যাগ করিয়া চল্লিশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে এই ইংরাজ সেনাপতিকে আক্রমণপূর্ব্বক পরাজিত করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। তিনি জানিতেন, ইংরাজসৈন্যগণকে সম্মুখযুদ্ধে পরাস্ত করা স্পানিয়ার্ডগণকে পরাজিত করার ন্যায় সহজসাধ্য হইবে না। সুতরাং তিনি তাঁহার ইম্পিরিয়াল গার্ড নামক রণনিপুণ সৈন্যদল ও বহুসংখ্যক কামান সঙ্গে লইলেন। স্পানিয়ার্ডগণ ফরাসী সৈন্যগণের ভয়ে ইংরাজপক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিল, ইংরাজগণ স্পানিয়ার্ডদিগের সাহায্যলাভে বঞ্চিত হইল, পলায়নই তাহাদিগের আত্মরক্ষার উপায় হইল। কিন্তু নেপোলিয়ান দ্রুতগতিতে তাহাদের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন।

পার্ব্বত্যপথে নেপোলিয়ান অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সহসা প্রকৃতির অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইল,আকাশ ঘন কৃষ্ণমেঘে আচ্ছন্ন হইয়া মুষলধারে বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল, ঝটিকার বেগও প্রবল হইয়া উঠিল। নেপোলিয়ান-পরিচালিত সৈন্যগণ এই দুর্য্যোগের ভিতর দিয়া পিচ্ছিল পার্ব্বত্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিল, অশ্বপরিচালন দুরূহ হইয়া উঠিল। কিন্তু নেপোলিয়ান নিরুৎসাহ হইলেন না, তিনি অগ্রগামী হইয়া সৈন্যগণকে উৎসাহিত ও পরিচালিত করিতে লাগিলেন। এইরূপ ঝটিকা, বৃষ্টি, তুষারপাত সমস্ত সহ্য করিয়া নেপোলিয়ান সসৈন্যে ইংরাজ সৈন্যগণের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন।

২রা জানুয়ারী নেপোলিয়ান আস্তরগা নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। দশ দিনে পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য লইয়া তিনি প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের মধ্যে দুই শত মাইল পথ অতিক্রম করিলেন!

যেদিন প্রভাতে নেপোলিয়ান আস্তরগা পরিত্যাগ করিলেন, সে দিনও প্রকৃতির অবস্থা অতি ভীষণ, আকাশ মেঘে পরিপূর্ণ, পদতলে তুষাররাশি বিগলিত, শীতে সৈন্যগণের সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন। নেপোলিয়ান তাঁহার সৈন্যগণকে লইয়া কয়েক মাইল অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময়ে একজন ফরাসী সংবাদবাহক কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় সংবাদ লইয়া তাঁহার সন্নিকটে উপস্থিত হইল। পথের সন্নিকটে গৃহাদি আশ্রয়স্থান ছিল না। নেপোলিয়ান অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ পথপ্রান্তেই দীপ প্রজ্বালিত করিবার আদেশ করিলেন। অন্ধকার রাত্রে মুক্তাকাশতলে প্রজ্বলিত দীপালোকে নেপোলিয়ান সংবাদগুলি পাঠ করিলেন। প্রধান প্রধান সৈনিক কর্ম্মচারিগণ অদূরে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার মুখভাবের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে লাগিল।

নেপোলিয়ান যে সংবাদ পাইলেন, তাহা অতি ভীষণ। তিনি জানিতে পারিলেন, অষ্ট্রীয় সম্রাট্ তাঁহার স্বদেশে অনুপস্থিতির সুযোগে এবং তিনি রাইনপ্রদেশ হইতে লক্ষ সৈন্য অপসারিত করিয়াছেন দেখিয়া ইংলণ্ডের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তিনি রুসীয় সম্রাট্ আলেকজান্দারের সহিত বন্ধুত্বস্থাপন করিয়াছেন বলিয়া তুরস্কপতি তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। নেপোলিয়ান রুসিয়াকে কনস্তান্তিনোপল অধিকারে সম্মতিদান করেন নাই বলিয়া সম্রাট্-জননী রুসীয় সাম্রাজ্যের পদস্থ কর্ম্মচারী ও অভিজাতবর্গকে নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছেন, তাঁহারাও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত। আলেক্জান্দার নেপোলিয়ানের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ সত্ত্বেও তাঁহার অমাত্যবর্গের অভিপ্রায়ে বাধাদান করিতে পারিতেছেন না। নেপোলিয়ান মুহূর্ত্তের মধ্যে বুঝিতে পারিলেন,—অবিলম্বেই ইউরোপে আর একটি মহাসমর সংঘটিত হইবে। রাজনৈতিকগগন বিপুল ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন, চতুর্দ্দিকে অন্ধকার, হৃদয়ের মধ্যে চাহিয়া দেখিলেন, সেখানেও অন্ধকার। সেই নিদারুণ শৈত্যে, অশ্রান্ত তুষারবর্ষণের মধ্যে তিনি বজ্রাহতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নেপোলিয়ানের সকল শক্তি, সকল উৎসাহ যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, স্পেনের সহিত সংগ্রামে বিজড়িত হইয়া তিনি যে অদূরদর্শীর ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু তখন আর উদাসীন হইয়া থাকিবার সময় ছিল না। কারণ, তিনি স্পেনকে সেই অবস্থায় পরিত্যাগ করিলে সম্মিলিত স্পেনীয় ও ইংরাজ সৈন্য পিরেনিস্ গিরিপথে ফ্রান্স আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইবে। তিনি দেখিলেন, দানিয়ুবতীরে তাঁহাকে ইংলণ্ড ও অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, আবার পিরেনিসের দক্ষিণভাগে ইংলণ্ড, স্পেন, পর্ত্তুগালের সহিতও যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকিতে হইবে। তিনি আরও বুঝিতে পারিলেন, তিনি কোন যুদ্ধে পরাজিত হইলেই অবশিষ্ট ইউরোপের রাজন্যগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার উপর সশস্ত্রে নিপতিত হইবেন। ক্রমাগত ফ্রান্সের অর্থবল ও সৈন্যবল হ্রাস হইতেছিল, নেপোলিয়ানও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখন তাঁহার দুইটিমাত্র পথ বর্ত্তমান, হয় তাঁহাকে হতাশভাবে এই যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক সম্মিলিত ইউরোপের হস্তে অসহায় ফরাসীভূমিকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, না হয়, শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইতে হইবে; এই দুই পথ ভিন্ন তৃতীয় পন্থা বর্ত্তমান নাই।

নেপোলিয়ান এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক আস্তরগার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি কাহারও নিকট কোন কথা প্রকাশ করিলেন না। দেখিতে দেখিতে তাঁহার নিরুৎসাহভাব দূর হইল; উৎসাহ, উদ্যম, ধৈর্য্য, বল সমস্ত ফিরিয়া আসিল; তিনি আবার মহাযুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন। তিনি বিবেচনা করিলেন, রাইন নদী-তীরে শত্রু-সৈন্যের গতিবিধির দিকে লক্ষ্য করাই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। সুতরাং মার্শেল সল্ট নামক সেনাপতির হস্তে ইংরাজদিগের পশ্চাদ্ধাবনভার সমর্পণপূর্ব্বক তিনি ভলাদলিদনামক স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। এখানে কয়েকদিন বাস করিয়া স্পেনের শাসনসংক্রান্ত সমস্ত ব্যবস্থা স্থির করিলেন, তাহার পর ফ্রান্স, ইতালী ও জর্ম্মণীতে অবস্থিত ফরাসী সৈন্যগণের সমরসজ্জার পরামর্শ দান করিলেন।

মার্শেল সল্ট সম্রাট্ নেপোলিয়ানের রণদক্ষ ও সাহসী সেনাপতি ছিলেন। সম্রাটের আদেশে তিনি সার জন মুর-পরিচালিত ইংরাজ সৈন্যগণের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। মহা ভয়ে ইংরাজ-সৈন্যগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল। শত্রু-হস্তে নিপতিত হইবার আশঙ্কায় তাহাদের আতঙ্ক এরূপ প্রবল হইয়াছিল যে, তাহারা তাহাদের সঙ্গে যে

অর্থ ছিল, তাহা পর্য্যন্ত পশ্চাতে ফেলিয়া ছুটিতে লাগিল, ফরাসী সৈন্যগণ চলিতে চলিতে পথপ্রান্ত-পতিত সেই সকল অর্থ মহানন্দে পকেটে পূরিতে লাগিল। আহত ও পীড়িত সৈন্যগণ সমতালে চলিতে না পারিয়া পথিপ্রান্তে পড়িয়াই প্রাণ হারাইতে লাগিল, মুমূর্ষুর ক্রন্দনে সেই বিজন-পার্ব্বত্য-পথ ধ্বনিত হইতে লাগিল। কর্দ্দমাক্ত পথে লুণ্ঠিত হইয়া তাহাদের অনেকেই প্রাণত্যাগ করিল। তাহারা যে গ্রামের নিকট দিয়া চলিতে লাগিল, তাহাতেই আগুন ধরাইয়া দিল, নিরীহ গ্রামবাসিগণের প্রতি পাশবিক অত্যাচার আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিক্ হাহাকারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

সার জন মুরের যে সকল পলায়নপর সৈন্য সকলের পশ্চাতে পড়িয়াছিল, অগ্রবর্ত্তী ফরাসী সৈন্যগণ দ্রুতগতিতে তাহাদের উপর আসিয়া পড়িল। ইংরাজ-সৈন্যগণ দেখিল, আর পলায়ন করিয়া নিষ্কৃতি নাই। করুণা নামক একটি পার্ব্বত্য নগরে আসিয়া তাহারা ঘুরিয়া দাঁড়াইল এবং ফরাসী সৈন্যগণকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইল। তাহারা ইতি-পূর্ব্বে নগর হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে একস্থানে বহু সহস্র মণ বারুদ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, পাছে সেই বারুদ ফরাসীগণ অধিকার করিয়া লয়, এই ভয়ে তাহারা সেই বারুদে অগ্নি সংযোগ করিল। মশালের অগ্নি বারুদস্তূপে স্পর্শ হইবামাত্র সহস্র সহস্র মণ বারুদ গিরিশিখর কম্পিত করিয়া, সমস্ত গিরিপ্রদেশ মহাভূকম্পের ন্যায় আলোড়িত করিয়া ভস্মীভূত হইয়া গেল।

তাহার পর উভয়দলে রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সার জন মুর একটি প্রচণ্ড গোলার আঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অন্ধকারময় রাত্রে উভয় পক্ষের পক্ষে ক্রমাগত যুদ্ধ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল, বিশেষতঃ সেনাপতির নিধনে ইংরাজ-সৈন্যগণ অত্যন্ত নিরুৎসাহ ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। তাহারা তাহাদিগের হতভাগ্য সেনাপতির রক্তাপ্লুত মৃতদেহ করুণার পাষাণবক্ষে সমাহিত করিয়া সেই অন্ধকার রাত্রেই সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। এই পলায়নকার্য্যে ইংরাজদিগের ছয় সহস্র সৈন্য আহত, বন্দী ও বিনষ্ট হইল। অশ্বারোহিগণ তিন সহস্র অশ্বকে গুলী করিয়া নিহত করিয়াছিল। ইংরাজগণের বহুবিধ যুদ্ধোপকরণ ফরাসী সৈন্যগণের হস্তগত হইয়াছিল।

এইরূপে স্পেন ইংরাজ-হস্ত হইতে রক্ষিত হইল, কিন্তু স্পেনের দুর্গতি দূর হইল না। অরাজকতা পূর্ণরূপে বিদ্যমান রহিল, নেপোলিয়ানের সমস্ত সদুপদেশ ব্যর্থ হইল। উন্মত্ত স্পানিয়ার্ডগণ প্রাচীন রাজবংশের প্রতি তাহাদের আন্তরিক অনুরাগ বশতঃ উত্তেজিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিল। কেবল যে সকল স্থানে ফরাসী সৈন্যগণ অবস্থান করিতেছিল, সেই সকল স্থানের অধিবাসিগণ কিছু সুস্থভাবে কালযাপন করিতে লাগিল। তদ্ভিন্ন স্পেনের সর্ব্বত্র অরাজকতা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। কতকগুলি স্পেনীয় সৈন্য তাহাদের সাহসী যুদ্ধকুশল সেনাপতি ডনজুয়ান বেনীটার প্রতি ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার শয়নগৃহেই তাঁহাকে আক্রমণ করিল, তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া একটি বৃক্ষমূলে লইয়া আসিল এবং রজ্জু দ্বারা তাঁহাকে বৃক্ষশাখায় বিলম্বিত করিয়া তাঁহার দেহে বন্দুকের গুলী ছুড়িয়া তাহাদের লক্ষ্য স্থির করিতে লাগিল। নেপোলিয়ান এই সকল অত্যাচার কঠোরহস্তে দমন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। ভালাদালিদে তিনি দ্বাদশ জন গুপ্তঘাতককে ধরিয়া তাহাদিগকে তোপে উড়াইয়া দিলেন। অতঃপর কিরূপভাবে স্পেনের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক এক পত্র লিখিলেন।

নেপোলিয়ান মাদ্রিদ্ নগরস্থ এক শত হত্যাকারীকে বধ করিবার আদেশ প্রদানও করিলেন। ইহারা সশস্ত্রে হাঁসপাতালে প্রবেশপূর্ব্বক আহত যন্ত্রণাতুর ফরাসী সৈন্যগণকে তাহাদিগের শয্যায় আক্রমণ করিয়া অশেষ যন্ত্রণাদানে তাহাদের প্রাণবধ করিয়াছিল। বহুসংখ্যক স্পানিয়ার্ডকেও তাহারা স্বদেশের শত্রু ও ফরাসীর মিত্রজ্ঞানে নিহত করিয়াছিল। নেপোলিয়ান তাঁহার প্রজার সুনাম রক্ষা করিবার জন্য দুর্নামভার স্ব-মস্তকে গ্রহণপূর্ব্বক স্পেনের এই সকল কণ্টক দূর করিতে লাগিলেন।

স্পেনীয় সৈন্যগণ এইরূপে দুর্ব্বল ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলে নিরুৎসাহ-চিত্তে তাহারা ফরাসীদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশা পরিত্যাগ করিল। কিন্তু এই বিবাদে মাদ্রিদ্ নগরের ক্ষতি অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। এই যুদ্ধোপলক্ষে চুয়ান্ন হাজার মাদ্রিদবাসীকে অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। নগরের এক-তৃতীয়াংশ গৃহ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছিল এবং অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশের প্রাচীরাদি বিদীর্ণ হইয়া, গৃহকক্ষগুলি রক্তস্রোতে প্লাবিত হইয়া অতি ভীষণভাব

ধারণ করিয়াছিল। নগরবাসিগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া ফরাসী সৈন্যগণ পর্য্যন্ত পরিতপ্ত হইয়াছিল।

নগরবিজয়ের পর চতুর্দ্দিকে কথঞ্চিৎ শান্তি সংস্থাপিত হইলে যোসেফ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। মাদ্রিদ্-বাসিগণ আবার তোপধ্বনি করিয়া, মঙ্গলবাদ্য বাজাইয়া যোসেফের সম্ভাষণ করিল। কিন্তু স্পানিয়ার্ডগণ নেপোলিয়ানের অমিতবীর্য্য ও অসাধারণ সাহস, ক্ষমতা, বীরোচিত গুণ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রতি যেমন অনুরক্ত হইয়াছিল, ভালমানুষ যোসেফের প্রতি তাহারা সে পরিমাণে অনুরক্ত হইতে পারিল না। সাধুপ্রকৃতি, ভদ্র, নির্ব্বিরোধ ব্যক্তি দুর্ব্বৃত্তগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন না।

ভালদালিদে পাঁচ দিন অবস্থানের পর নেপোলিয়ান অশ্বারোহণে পারিস নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রথম পাঁচ ঘণ্টায় তিনি পঁচাশী মাইল পথ অতিক্রম করিলেন এবং এক এক আড্ডায় উপস্থিত হইয়া ক্ষণমাত্র বিশ্রাম না করিয়াই নূতন অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক সম্মুখবর্ত্তী আড্ডা লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইতে লাগিলেন। এরূপ বেগে অশ্ব পরিচালনপূর্ব্বক তিনি ভিন্ন আর কেহ কখন এরূপ দীর্ঘপথ অতিক্রম করেন নাই।

বেয়নে উপস্থিত হইয়া নেপোলিয়ান শকটে আরোহণ করিলেন। এখানে তাঁহার ইম্পিরিয়াল গার্ড সৈন্যগণকে রাইন অভিমুখে অগ্রসর হইবার অনুমতি প্রদানপূর্ব্বক তিনি পারিসে প্রস্থান করিলেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ২২এ জানুয়ারী রাত্রে নেপোলিয়ান তুইলারির প্রাসাদদ্বারে অবতরণ করিলেন, তাঁহার আকস্মিক আবির্ভাবে সকলেই বিস্ময়মগ্ন হইলেন।

সৌভাগ্যের দিনে বিজয়িবেশে নেপোলিয়ান হয় ত তাঁহার বিরুদ্ধমতাবলম্বী রাজগণের সহিত তাঁহাদিগের অনুকূল সর্ত্তেই সন্ধি করিতে পারিতেন, তাহাতে তাঁহার লঘুতা ছিল না, বরং তিনি তাহা তাঁহার মহত্ত্বের নিদর্শন বলিয়াই মনে করিতেন; কিন্তু যখন সমস্ত ইউরোপ চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া সঙ্গীন উদ্যত করিয়াছিল, ইউরোপের সহস্র সহস্র প্রাণী যখন নিশ্বাস রোধ করিয়া তাঁহার পতনের পূর্ব্বলক্ষণ নিরীক্ষণ করিতেছিল, ইউরোপের রাজনৈতিক আকাশ যখন মহাযুদ্ধের প্রলয়মেঘে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার সিংহাসনের উপর অশনি-সম্পাতের আয়োজন করিতেছিল, তখন নেপোলিয়ান এমন কোন কাজ করিতে স্বীকার করিলেন না, যাহাতে তাঁহার হৃদয়ের তেজস্বিতা, তাঁহার মনের বল, তাঁহার জীবনের উৎসাহ হ্রাস হইয়াছে বলিয়া সাধারণের ধারণা জন্মিতে পারে। তিনি স্পর্দ্ধাভরে সমস্ত সশস্ত্র ইউরোপের রণসজ্জা ও অস্ত্রঝনৎকার অগ্রাহ্য করিলেন। দুই মাসের মধ্যে স্পানিস সৈন্যগণকে ঝটিকামুখে পত্রের ন্যায় দিকে দিকে নিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিলেন, ইংরাজ-সৈন্যগণকে অর্দ্ধচন্দ্রদানে স্পেন হইতে নিঃসারিত করিলেন, তাঁহার ভ্রাতাকে স্পেনের সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করিলেন; কিন্তু বিপদের অন্ত নাই,আবার চতুর্দ্দিকে ঘনঘটা; স্পেন ও পর্ত্তুগালের সমুদ্রপ্রান্তস্থ উপকূলভাগ আবার অসংখ্য ইংরাজসৈন্যে আচ্ছন্ন হইয়া গেল, তাহারা স্পেনীয়গণকে নানা প্রকারে সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতে লাগিল।

নেপোলিয়ান বিপুল সমরায়োজনে রত হইলেন। ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যে তিনি দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ফ্রান্সের রুসীয় রাজদূতকে তিনি বলিলেন, "আপনাদের সম্রাট্ যদি এরফুর্থে আমার উপদেশ অনুসারে কাজ করিতেন, তাহা হইলে আজ আমাদিগকে এ ভাবে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত না। সে সময় ক্রমাগত যদি কেবল পরামর্শ না করিয়া আমরা শত্রুগণকে ভয়প্রদর্শন করিতাম, তাহা হইলে অষ্ট্রিয়া নিরস্ত্রভাবে অবস্থান করিত, কিন্তু কার্য্য না করিয়া কেবল আমরা বাক্যব্যয় করিয়াছি, এখন আমাদিগকে অগত্যা যুদ্ধেই প্রবৃত্ত হইতে হইবে। যাহা হউক, আমি আপনার প্রভুর বাক্যের উপর নির্ভর করিয়াছি। তিনি আমার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছেন যে,যদি ভিয়েনার রাজদরবার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যুদ্ধঘোষণা করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সৈন্যবল আমার হস্তে সমর্পণ করিবেন। আমার কথা এই বলিতে পারি যে, আমি দানিয়ুব ও পো নদীর তীরে চারি লক্ষ অস্ত্রধারী সৈন্যের সমাবেশ করিব; তিন লক্ষ ফরাসী, এক লক্ষ জর্ম্মাণ। তাহাদিগের উপস্থিতিতেই আমার ভরসা আছে, অষ্ট্রীয় সম্রাট্ সমরসাধ ত্যাগ করিয়া সন্ধির জন্য বিচলিত হইয়া উঠিবেন। তখন আপনাদের ও আমাদের মঙ্গলের জন্য সন্ধিস্থাপনই অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে। কিন্তু যদি অষ্ট্রিয়া এ বিপুল বাহিনী দেখিয়া ভীত না হয়, তাহা হইলে তখন যুদ্ধ। এমন যুদ্ধ আমরা

করিব যে, অষ্ট্রিয়া যেন আর কখন আমাদের সাধারণ স্বার্থের বিরুদ্ধে মস্তক তুলিতে না পারে।"

নেপোলিয়ান বাভারিয়া, সাক্সনী, উরটেমবর্গ, ওয়েষ্ট-ফেলিয়া প্রভৃতি-প্রদেশের মিত্ররাজগণের নিকট এবং বায়দন, হেসি, উরজবর্গ প্রভৃতি স্থানের শাসনকর্তৃগণের সন্নিধানে পত্র প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগকে অবগত করিলেন যে, তিনি তাঁহাদিগকে অকারণ অর্থব্যয়ে বাধ্য করিতে অনিচ্ছুক, তবে তাঁহার বিরুদ্ধে যেরূপ যুদ্ধের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে তিনি তাঁহাদিগের সৈন্যগণের সাহায্য কামনা করেন। তিনি লিখিলেন, "আমি অচিরকালমধ্যে এতাধিক পরিমাণে সৈন্য সংগ্রহ করিব যে, হয় শত্রুগণ যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইবে, না হয়, যুদ্ধে আমি তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলিব।" প্রুসিয়ার অধিপতিকে নেপোলিয়ান লিখিলেন, "যদি আপনি ৪২০০০এর অধিক সৈন্য সংগ্রহ করেন, তাহা হইলে ফ্রান্সের সহিত সংস্থাপিত সন্ধির অন্যথাচরণ করিয়াছেন বলিয়া আপনার বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ-ঘোষণা করিব।"

কিন্তু যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া তখন অষ্ট্রিয়ার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। ভিয়েনাতে ইংরাজগণ মহা উৎসবে যুদ্ধসজ্জা আরম্ভ করিল। ইংলণ্ড রণতরী, সৈন্য ও রসদ দ্বারা অষ্ট্রিয়াকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। হঙ্গেরীতে বহুসংখ্যক সৈন্য সংগৃহীত হইতে লাগিল। তুরস্কে এক জন রাজদূত প্রেরণ করিয়া অষ্ট্রীয় সম্রাট্ তুরস্কের সুলতানকে জানাইলেন,—"রুসিয়ার সম্রাট্ ও নেপোলিয়ান একত্র সম্মিলিত হইয়া তুর্কীসাম্রাজ্য ধ্বংস করিবার কল্পনা করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার আর নিশ্চেষ্ট থাকা কর্তব্য নহে।" এক বৎসর পূর্ব্বে তুরস্কের সুলতান ইংরাজ রণতরী-সমূহের বিতাড়নে ফরাসীগণের নিকট যে উপকার লাভ করিয়াছেন, সে কথা বিস্মৃত হইয়া অষ্ট্রিয়া ও ইংলণ্ডের সহিত যোগদান করিলেন। কনস্তান্তিনোপলের রাজপথে দলে দলে প্রবাসী ফরাসী অপমানিত হইতে লাগিল। ইংলণ্ড অনতি-বিলম্বে কনস্তান্তিনোপলে একখানি রণতরী প্রেরণ করিলেন। তুরস্ক-সুলতান মহা উৎসাহে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া ইংরাজদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন।

অন্যদিকে রুসীয় সম্রাট্ও নেপোলিয়ানের স্বার্থ-সংরক্ষণে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন, নেপোলিয়ানের সহিত তাঁহার যে বন্ধুতা জন্মিয়াছিল, তাহা যদিও কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই, কিন্তু রুসীয় সম্রাট তাঁহার সেই বন্ধুত্ব স্বার্থ-সংরক্ষণের সহায়স্বরূপ না পাওয়াতে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, কনস্তান্তিনোপল হস্তগত করা তাঁহার জীবনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু এত দিনে তিনি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, নেপোলিয়ান তাঁহার কনস্তান্তিনোপল অধিকারে কখন সহায়তা করিবেন না। দানিয়ুব নদীর তীরবর্ত্তী ভূভাগ রুসিয়া স্ব-সাম্রাজ্যভুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে নেপোলিয়ান অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্বে তাহার অনুমোদন করিয়াছিলেন। রুসীয় সম্রাট্ বুঝিলেন—অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অষ্ট্রিয়া, ইংলণ্ড ও তুরস্কের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাঁহার দানিয়ুব প্রদেশজয়ে বিশেষ বাধা প্রদান করিবে। এই সকল কথা ভাবিয়া এবং রুসীয় অভিজাতবর্গের ক্রমাগত বিরক্তিভাজন হইয়া থাকা যে অত্যন্ত অপ্রীতিকর, তাহা অনুভব করিয়া আলেকজান্দার নেপোলিয়ানের বিপৎকালে সহায়তা করিবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিলেন না।

অষ্ট্রিয়ার মন্ত্রিসমাজ রুসীয় দরবারের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সম্রাটের মন যে বিচলিত হইয়াছে, তাহাও অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুতরাং রুসিয়াকে পক্ষভুক্ত করিবার জন্য অষ্ট্রীয় সম্রাট্ স্বাটজেনবার্গ নামক এক জন দূতকে রুসিয়ার সম্রাট্-সদনে প্রেরণ করিলেন। অষ্ট্রীয় রাজদূত রুসিয়ায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সকলেই ফরাসী-দিগের উপর খড়্গহস্ত হইয়া রহিয়াছে, এমন কি, সম্রাট-পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গও নেপোলিয়ানের উপর বীতস্পৃহ হইয়াছেন। অষ্ট্রীয় রাজদূত রুসীয় সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আলেক্জান্দার তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন,—"অষ্ট্রিয়া যে সন্ধিস্থাপনের ভাণ করিয়া ক্রমাগত যুদ্ধের উদ্‌যোগ করিয়া আসিয়াছে, ইহা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। আমি ফ্রান্সের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছি, ফ্রান্সের নিকট আমি যে অঙ্গীকার করিয়াছি, আমাকে তাহা পূর্ণ করিতে হইবে। যদি অষ্ট্রিয়া নির্ব্বোধের ন্যায় ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধেই প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে নেপোলিয়ান তাহার দর্প চূর্ণ করিবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অষ্ট্রিয়ার ব্যবহারে বাধ্য হইয়া আমাকে ফরাসীগণের সহিত সম্মিলিত হইতে হইবে। ইহার ফলে ইংলণ্ডের সহিত

সন্ধির সম্ভাবনা আরও সুদূরপরাহত হইয়া উঠিবে। সন্ধি-স্থাপনে যিনি বাধা প্রদান করিবেন, আমি তাঁহাকে আমার শত্রু মনে করিব।"

রুশীয় সম্রাটের এই কথাগুলি খুব সহৃদয়তাপূর্ণ, কিন্তু ইহা কূটনীতিশূন্য নহে। আলেকজান্দার সন্ধির জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহার কারণ, যদি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার তুরস্ক-গ্রাসে অনেক বাধা উপস্থিত হইতে পারে। তুরস্ক-লাভের আশা থাকিলে তিনি সন্ধির কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া তাঁহার তরবারি মুক্ত করিতেন, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু আলেকজান্দারের কথায় অস্ট্রীয় রাজদূত হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন, অস্ট্রিয়াতে তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন, রুসিয়ায় তিনি কোন আশাই পান নাই।

ফরাসী দূতের সহিত আলেকজান্দারের সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন, অস্ট্রিয়ার ন্যায় পুরাতন মিত্রের বিরুদ্ধে তাঁহার অসিধারণ অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার হইবে, আর অস্ট্রিয়ার সম্রাট্‌কে বিধ্বস্ত করিয়া ফরাসী-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করাও তিনি রাজনীতিসঙ্গত বোধ করেন না।

নেপোলিয়ান দেখিলেন, তাঁহার শত্রুদল ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। নেপোলিয়ান যে শান্তিস্থাপনের জন্য বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছেন, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং এই চেষ্টা তাঁহার দৌর্ব্বল্যের চিহ্ন বলিয়া মনে করিতেছিলেন। সুতরাং বিজয়লাভের আশায় উদ্দীপ্ত হইয়া শত্রুগণ ক্রমে দলে দলে সমরসজ্জা করিতে লাগিল, নেপোলিয়ান পারিসে বসিয়া তাহাদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখনও তিনি বুঝিতে পারিলেন না, শত্রুগণ কোন্ দিকে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে আক্রমণ করিবে। তিনি আহার-নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্পেন, ইতালী, ফ্রান্স ও জর্ম্মাণী সর্ব্বস্থানের সংবাদ লইতে লাগিলেন। শান্তি-স্থাপনের সকল আশা লোপ হওয়ায় তিনি আর একবার সমরতরঙ্গে ভাসিবার জন্য বিপুল আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ব্যাভেরিয়ার অধিপতি ব্যাভেরীয় সৈন্যগণকে তাঁহার পুত্রের অধিনায়কত্বে পরিচালিত করিবার অভিপ্রায় করিলেন। ব্যাভেরিয়ার রাজকুমারের সমর সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল না। নেপোলিয়ান এ প্রস্তাবে সম্মতিদান করিলেন না, ব্যাভেরিয়া-পতিকে বলিলেন, "আপনার পুত্র যখন আমাদের সঙ্গে থাকিয়া ছয় সাতটি যুদ্ধে জয়লাভ করিবেন, তখন তিনি সেনানায়কের পদ লাভ করিবার যোগ্য হইবেন, তাঁহাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন, তাঁহার উপযুক্ত পদ তাঁহাকে প্রদত্ত হইবে। সমর-ব্যবসায়ে তিনি উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিবেন।"

ব্যাভেরিয়া-রাজ নেপোলিয়ানের আদেশের অন্যথাচরণে সমর্থ হইলেন না। রাজপুত্র নেপোলিয়ানের নিকট উপস্থিত হইলে সম্রাট তাঁহাকে এক দল ব্যাভেরীয় সৈন্যের নেতৃত্বে স্থাপন করিলেন। উরটেম্বর্গের নরপতি নেপোলিয়ানের হস্তে দ্বাদশ সহস্র সৈন্য প্রদান করিলেন; এই সকল সৈন্যের পরিচালনভার সেনাপতি ভানদামের হস্তে প্রদত্ত হইল। উরটেম্বর্গ-রাজ ইহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিলে নেপোলিয়ান তাঁহাকে লিখিলেন, 'আমি সেনাপতি ভানদামের দোষ কি, তাহা জানি; কিন্তু তিনি এক জন বড় সৈনিকপুরুষ, তাঁহার এই মহদ্‌গুণের জন্য তাঁহার সামান্য ত্রুটি ক্ষমা করাই কর্ত্তব্য, এই সঙ্কটময় সময়ে তাঁহার গুণের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।"

নেপোলিয়ান র‍্যাটিস্‌বন নামক স্থানে লক্ষ সৈন্য সন্নিবিষ্ট করিলেন। ব্যাভেরিয়ার প্রান্তভূমি হইতে টুইলারি পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফ বসান হইল। সীন নদীর তীর হইতে দানিয়ুব নদীর তীর পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে যাতায়াতের জন্য ঘোড়ার ডাক বসান হইল। অনন্তর নেপোলিয়ান তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অস্ট্রিয়ার গতি লক্ষ্য করিয়া আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইন্ নদী অস্ট্রিয়া ও ব্যাভেরিয়ার মধ্যদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল, এই নদীতীরে দুই লক্ষ অস্ট্রীয় সৈন্য সম্মিলিত হইল। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল আর্ক ডিউক চার্লস্ তাঁহার অগণ্য সৈন্য লইয়া ইন্ নদী অতিক্রমপূর্ব্বক ব্যাভেরিয়ার রাজধানী মিউনিক নগরাভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। সেই সঙ্গে ব্যাভেরিয়া-নরপতিকে তিনি এক পত্র লিখিলেন, "আমি জর্ম্মাণীর শত্রুদল দমনের জন্য অনুমতি পাইয়াছি, উৎপীড়িতের হস্ত হইতে আমি তাহাকে উদ্ধার করিব। যে কেহ সৈন্যবলে আমার গতিরোধের চেষ্টা করিবে, আমি তাহাকে শত্রু বলিয়া পরিগণিত করিব।"—বলা বাহুল্য, ইহা যুদ্ধ-ঘোষণার নামান্তর মাত্র।

অস্ট্রীয় সম্রাট্ নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে সমর-ঘোষণা করিলে অস্ট্রিয়ার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অস্ট্রীয় সম্রাটের এই অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কাউন্ট লুই ভন কবেনসেল নামক এক জন রাজনীতিজ্ঞ মৃত্যুশয্যা হইতে অস্ট্রীয় সম্রাটকে লিখিলেন, "প্রেসবার্গের সন্ধির পর আপনি ইউরোপের শক্তিপুঞ্জের মধ্যে যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাই আপনার পক্ষে সৌভাগ্যজনক জ্ঞান করা উচিত ছিল। আপনি এখন ইউরোপে দ্বিতীয় শক্তিস্বরূপ পরিচিত, আপনার পূর্ব্বপুরুষগণও তাহাই ছিলেন। যে যুদ্ধে আপনার প্রবৃত্ত হইবার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই, অথচ যাহার ফলে আপনার সর্ব্বস্বান্ত হইবে, সে যুদ্ধে ক্ষান্ত থাকাই আপনার বিধেয়। নেপোলিয়ান নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবেন, তাহার পর অস্ট্রিয়ার সিংহাসনে তাঁহার যে অধিকার জন্মিবে, তাহা কিরূপে খণ্ডন করিবেন?"

ম্যানফ্রেডিনি নামক অস্ট্রীয় সম্রাটের আর এক জন হিতৈষী বন্ধু ও রাজনীতিজ্ঞ সম্রাট্ ফ্রান্সিসের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে নিবৃত্ত হইবার জন্য হিতোপদেশ দান করিলেন, বলিলেন, "ইহাতে আপনার কোন মঙ্গল হইবে না, কেবল 'রাজ্যনাশ বনবাস' সার হইবে।" ইহা শুনিয়া সম্রাট্ ফ্রান্সিস্ গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "এ অতি নির্ব্বোধের মত কথা! নেপোলিয়ানের সৈন্যদল এখনও স্পেনে। এখন নেপোলিয়ানের কিছুই করিবার সামর্থ নাই।"

অতঃপর ফ্রান্সিস্ যখন সৈন্যগণের সহিত যোগদান করিয়া রণযাত্রা করিলেন, তখন কাউন্ট ওয়ালিস নামক এক জন তেজস্বী ও স্পষ্টবাদী অমাত্য বলিলেন, "এ যেন পারস্যপতি দারায়স্ বিশ্ববিজয়ী আলেক্‌জান্দারের বিরুদ্ধে সংগ্রামযাত্রা করিয়াছে! অবিলম্বেই দারায়সের দশা ঘটিবে।"

যে স্থানে অস্ট্রীয় সৈন্যগণ আর্ক ডিউক চার্লসের অধীনে ইন্ নদী অতিক্রম করিল, সে স্থান হইতে পারিস ছয় শত মাইল। সেই দিন রাত্রি দশ ঘটিকার সময় নেপোলিয়ান এই সংবাদ পাইলেন, তিনি সেই সংবাদ পাঠ করিতে করিতে গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "উত্তম সংবাদ! আর একবার আমাদিগকে ভিয়েনায় উপস্থিত হইতে হইবে; কিন্তু তাহাদের ইচ্ছা কি?—অস্ট্রিয়ার সম্রাট্ কি ক্ষিপ্ত হইয়াছে?—আচ্ছা, যখন তাহারা যুদ্ধই চায়, আমি প্রাণ ভরিয়া তাহাদের সমর-সাধ পূর্ণ করিব।"

মধ্যরাত্রে নেপোলিয়ান যোসেফিনকে সঙ্গে লইয়া শকটারোহণপূর্ব্বক ষ্ট্রাসবর্গে যাত্রা করিলেন। ইংরেজগণের রণতরীসমূহ ও সৈন্যগণ অস্ট্রীয় সম্রাটের সহায়তায় অগ্রসর হইল, অস্ট্রিয়ার অন্যান্য মিত্ররাজগণও সশস্ত্রে তাঁহার সহায়তায় ধাবমান হইলেন, সকলেই একযোগে একবাক্যে 'দুরাকাঙ্ক্ষ রক্তপিপাসু নেপোলিয়ানের' মস্তক লক্ষ্য করিয়া খড়্গ উত্তোলন করিলেন;—কিন্তু তাহাতে নেপোলিয়ানের হৃদয় ক্ষণকালের জন্যও বিচলিত হইল না।

পঞ্চম অধ্যায়

এক্‌মলের যুদ্ধ—ভিয়েনা অধিকার ও সন্ধি

সুখ-দুঃখের অদ্বিতীয় অবলম্বন প্রিয়তমা পত্নীকে সঙ্গে লইয়া সেই মধ্যরাত্রে নেপোলিয়ান পারিসের রাজপথ ধ্বনিত করিয়া শকট পরিচালন করিলেন। দিবারাত্রি শকটচালনার পর অবশেষে তাঁহারা ষ্ট্রাস্‌বর্গ নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন, এখানে যোসেফিন্‌কে রাখিয়া নেপোলিয়ান রাইন নদী অতিক্রমপূর্ব্বক তাঁহার সৈন্যবর্গের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য যাত্রা করিলেন। এই সময়ে তিনি উরটেম্‌বর্গের এক জন রাজকর্ম্মচারীর গৃহে নৈশ ভোজন শেষ করেন। নেপোলিয়ান আহার করিতে করিতে গৃহস্বামীকে তাঁহার পারিবারিক অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; শুনিলেন, গৃহস্বামীর একটি দুহিতা ভিন্ন আর কেহ নাই, তাহার বিবাহের বয়স হইয়াছিল, কিন্তু বিবাহের যৌতুকদানের উপযুক্ত অর্থাভাবে তাঁহাকে বড় মনঃপীড়া পাইতে হইতেছে। নেপোলিয়ান গৃহস্বামীর কন্যার বিবাহে মূল্যবান্ যৌতুকদানের ব্যবস্থা করিয়া পুনর্ব্বার অশ্বারোহণপূর্ব্বক তাঁহার লক্ষ্য-পথে ধাবিত হইলেন।

গভীর রাত্রে নেপোলিয়ান নিঃসঙ্গ অবস্থায় ডিলেন্‌জেন্ নগরে উপস্থিত হইলেন। আর্ক ডিউক চার্লস মিউনিক নগরে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই ব্যাভেরিয়ার অধিপতি তাঁহার রাজধানী হইতে পলায়নপূর্ব্বক এই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ান যে আসিবেন, এ কথা একবার তিনি কল্পনাও করেন নাই। তিনি শয়ন করিয়াছিলেন, নেপোলিয়ান আসিয়াছেন, এই সংবাদ পাইবামাত্র তিনি শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। প্রায় এক ঘণ্টাকাল উভয়ে অনেক কথার আলোচনা করিলেন। নেপোলিয়ান ব্যাভেরিয়াপতিকে বলিলেন, "এক পক্ষের মধ্যে আমি আপনার রাজ্য হইতে শত্রুদল বিতাড়িত করিয়া আপনার রাজধানীতে আপনাকে স্থাপন করিব।" ব্যাভেরিয়ার অধিপতি নেপোলিয়ানের এই অঙ্গীকারে যে বিশেষ আশ্বস্ত হইলেন, তাহা বোধ হয় না; কারণ, নেপোলিয়ান তখনও দুই লক্ষ সৈন্যও সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, অথচ পাঁচ লক্ষ শত্রু-সৈন্য তখন তাঁহার বিরুদ্ধে সসজ্জভাবে দণ্ডায়মান।

যাহা হউক, ব্যাভেরিয়া-রাজ এই আলাপের পর বহুবিধ দুশ্চিন্তা-কণ্টকিত উপাধানে মস্তক রক্ষা করিয়া উদ্বেগ-হারিণী নিদ্রাদেবীর প্রসন্নতা কামনা করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়ান পুনর্ব্বার অশ্বারোহণপূর্ব্বক চল্লিশ মাইল দূর-বর্ত্তী ডোনাও-ওয়ের্থ নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন ও তৎ-ক্ষণাৎ তাঁহার কর্ম্মচারিবর্গকে আহ্বানপূর্ব্বক ফরাসী ও অস্ট্রীয় সৈন্যগণের অবস্থান-সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ যে ভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা শুনিয়া তাঁহার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন, এই বিক্ষিপ্ত সৈন্যগণকে জয় করা অগণ্য অস্ট্রীয় সৈন্যের পক্ষে দুরূহ হইবে না। নেপো-লিয়ান দেখিলেন, তাঁহার সুযোগ্য সেনাপতি বার্থিয়ার নানা দিকে সৈন্যস্থাপনপূর্ব্বক শত্রুগণের গতিরোধের চেষ্টা করিয়া অতি অসঙ্গত কার্য্য করিয়াছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ এক দ্রুত-গামী অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণপূর্ব্বক বার্থিয়ারকে তাঁহার সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক সকল সৈন্যকে সম্মিলিত করিবার উপদেশ প্রদান করিয়া লিখিলেন, "তুমি যাহা করিয়াছ, তাহা আমার নিকট এতই অদ্ভুত বোধ হইতেছে যে, যদি তোমার বন্ধুত্বের প্রতি আমার অটল বিশ্বাস না থাকিত, তাহা হইলে আমি মনে করিতাম, শত্রুপক্ষের সহিত যোগ-দান করিয়া তুমি আমাকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছ। দাভো এখন সম্পূর্ণরূপে আর্ক ডিউকের কবলে নিপতিত।"

সেনাপতি মেসানা আসপার্ণে অবস্থান করিতেছিল, নেপোলিয়ান তাহাকে লিখিলেন, "ক্লান্ত ও পীড়িত সৈন্য-গণকে দুই দল জর্ম্মাণ-সেনার আশ্রয়ে রাখিয়া মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া তুমি দ্রুতবেগে দানিয়ুব অভিমুখে অগ্রসর হও। তোমার উৎসাহ, তৎপরতা ও ধাবনশক্তির এখন যেমন আবশ্যক, এমন আর কখনও আবশ্যক হয় নাই।"

সেনাপতি দাভোকে লিখিলেন, "অবিলম্বে র‍্যাটিস্‌বন পরিত্যাগ করিবে। নগররক্ষার জন্য এক দল সৈন্য সেখানে রাখিয়া তোমার সৈন্যসমূহ দানিয়ুব-তটে পরিচালিত করিবে। র‍্যাটিস্‌বনে যে সেতু আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস কর, যেন শত্রুগণ তাহার সংস্কার করিতে না পারে। সাবধানে চলিবে, কিন্তু বিচলিত হইবে না। আমার সহিত সম্মিলিত হইবার পূর্ব্বে শত্রু-সৈন্যের সহিত যাহাতে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে না হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে।"

অতঃপর সমস্ত ফরাসী-সেনা নেপোলিয়ানের আদেশে যাত্রা আরম্ভ করিল। তিন দিনের মধ্যে নব্বই হাজার ফরাসী-সৈন্য তাঁহার উন্নত কেতনতলে সমবেত হইল। তাহাদিগের সহায়তায় নেপোলিয়ান বলদর্পিত অসংখ্য শত্রু আক্রমণ করিলেন, তিন দিনের মধ্যে বিংশ সহস্রাধিক অস্ট্রীয় সৈন্য মৃত, আহত ও বন্দী হইল। আর্ক ডিউক চার্ল্‌স্ রণজয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন, এই পরাজয়ে তিনি অত্যন্ত বিব্রত হইয়া একমনে তিন লক্ষ সৈন্য সমবেত করিলেন। এখানে অচিরকালমধ্যেই মহাসমরের সম্ভাবনা প্রবল হইয়া উঠিল।

ব্যাভেরিয়ার যুবরাজ তাঁহার সৈন্যগণের সহিত নেপোলিয়ানের পতাকা-মূলে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। নেপোলিয়ান তাঁহার সাহস, উৎসাহ ও তৎপরতা দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠে আদরব্যঞ্জক করাঘাত করিয়া বলিলেন, "যুবরাজ! যদি তুমি এই ভাবে তোমার জীবন পরিচালন করিতে পার, তাহা হইলে তুমি ব্যাভেরিয়া-রাজ্যের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে। যখন তুমি রাজপদ লাভ করিবে, তোমার এই সকল বিশ্বস্ত বন্ধু তোমাকে পরিত্যাগ করিবে না। কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে

কেবল যদি তুমি প্রাসাদে বসিয়া অসার আমোদে কালক্ষেপণ কর, তাহা হইলে ইহারাও তোমার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবে। সেই সময় হইতে তোমার রাজ্য ও রাজ-গৌরব তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিবে।"

সেই রাত্রে নেপোলিয়ান চেয়ারে উপবেশনপূর্ব্বক ক্লান্তি দূর করিতে লাগিলেন, সেই অবস্থাতেই কয়েক ঘণ্টাকাল তাঁহার নিদ্রা হইল। প্রভাতের পূর্ব্বেই তিনি গাত্রোত্থান করিয়া সৈন্য-পরিচালনার জন্য যাত্রা করিলেন। তখন কুজ্ঝটিকারাশি ধরাতল আচ্ছন্ন করিয়াছিল; একমলের উর্ব্বর শ্যামায়মান সমতল ক্ষেত্রে প্রায়-লক্ষ সৈন্য স্তব্ধভাবে নিদ্রার সুখময় ক্রোড়ে বিরাম উপভোগ করিতেছিল, নেপোলিয়ান তাঁহার অদ্ভুত শক্তির সাহায্যে বিক্ষিপ্তপ্রায় নব্বই সহস্র সৈন্য শত্রু-সৈন্য ধ্বংস করিবার জন্য এখানে সমবেত করিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে এপ্রেলের উজ্জ্বল রবি বর্ণগৌরবে পূর্ব্বাকাশ সুরঞ্জিত করিয়া গিরিশৃঙ্গের বহু উর্দ্ধ হইতে অম্লান কিরণধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন, অচিরকালমধ্যে শুভ্র কুজ্ঝটিকা-যবনিকা অপসারিত হওয়ায় বিশ্বপ্রকৃতির সুবিমল সুশ্যামল মুক্ত শোভা তাঁহার নয়নসমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। চারিদিকে নয়নমুগ্ধকর হরিৎ প্রান্তর, বক্রগামিনী খরতোয়া তরঙ্গিণী, সুন্দর উপবনশ্রেণী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম, বৃক্ষলতা-সমাচ্ছন্ন সুদৃশ্য পল্লীকুটীর অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিতে লাগিল। প্রভাতবায়ু-হিল্লোলে শত্রু-শিবিরের পতাকাসমূহ কম্পিত হইতেছে, অষ্ট্রীয়-সৈন্যগণের শত শত শুভ্র বস্ত্রাবাস বিশালদেহ বিহঙ্গমের মুক্ত-পক্ষের ন্যায় প্রসারিত রহিয়াছে, ওসিয়ার ও উইলো-কুঞ্জের ব্যবধানপথে দীপ্যমান অস্ত্রসমূহের প্রতিফলিত জ্যোতিবিম্ব বিচ্ছুরিত হইতেছে, সহস্র সহস্র অশ্ব প্রান্তরে তৃণভক্ষণ করিতেছে, চতুর্দ্দিকে অখণ্ড শান্তি বর্ত্তমান। নেপোলিয়ান মনে মনে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, অচিরকালমধ্যে যুদ্ধ-দানব প্রকৃতির এই লীলা-কুঞ্জকে কি শোচনীয় শ্মশানে পরিণত করিবে!

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উভয়পক্ষের সৈন্যদল রণস্থল অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইল। সৈন্যগণের কোষবদ্ধ অসিতে ঝঞ্ঝনাধ্বনি উত্থিত হইল। ঘন ঘন তূর্য্যনিনাদ হইতে লাগিল, রণদামামাশব্দে চতুর্দ্দিক্ পূর্ণ হইয়া গেল। অশ্বারোহী সৈন্যগণ রণস্থল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; কিন্তু মধ্যাহ্নকালের পূর্ব্বে একটি কামান বা বন্দুক হইতে শব্দ উত্থিত হইল না। মার্ত্তণ্ডদেব যখন মধ্যাকাশে আরোহণ করিলেন, ঠিক সেই সময়ে সমরারম্ভ-সূচক প্রথম তোপধ্বনি নিঃসৃত হইল। তাহার পর উভয় পক্ষে মহাসমর আরম্ভ হইল, পাঁচ ঘণ্টা ধরিয়া ক্রমাগত মহা উৎসাহে মনুষ্য-বধ-কার্য্য চলিতে লাগিল।

ক্রমে দিবাকর অস্তাচলে গমন করিলেন। ধূসর-সন্ধ্যায় ধরাতল আচ্ছন্ন হইল। অষ্ট্রীয়গণ প্রবল-পরাক্রমে যুদ্ধ করিতেছিল, এতক্ষণে তাহারা ক্লান্তির ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। নেপোলিয়ানের "ইম্পিরিয়াল গার্ড" সৈন্যগণ অধীরভাবে তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছিল, নেপোলিয়ানের ইঙ্গিতমাত্র তাহারা মহাবেগে শত্রুসৈন্যগণের উপর নিপতিত হইল, অষ্ট্রীয়গণ অন্তিমতেজে নির্ভর করিয়া তাহাদিগের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল, অস্তমিত তপনের ম্লান রশ্মিজাল তাহাদিগের সুশাণিত অস্ত্রে, শিরস্ত্রাণে প্রতিফলিত হইয়া জ্যোতিস্তরঙ্গের সৃষ্টি করিল। উভয়পক্ষের সৈন্য-পদভরে রণভূমি প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। ক্ষণকালের জন্য যুদ্ধ স্থগিত হইল।

তাহার পর আবার প্রবলবেগে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিল, প্রকৃতিদেবী নৈশ অন্ধকারের কৃষ্ণাবগুণ্ঠনে বদন আচ্ছাদন করিলেন। সেই অন্ধকারের মধ্যে উভয়পক্ষ প্রাণের আশা বিসর্জ্জন দিয়া বিজয়লাভের কামনায় যুদ্ধ করিতে লাগিল। নক্ষত্রদল একে একে গগনপ্রাঙ্গণে সমবেত হইল; অবশেষে শশধর আকাশ ও ধরাতল স্নিগ্ধ কিরণধারায় প্লাবিত করিয়া উর্দ্ধাকাশে সমুদিত হইলেন। সেই চন্দ্রকরোজ্জ্বল শান্ত যামিনীতে উভয়পক্ষের সৈন্য উন্মত্তভাবে পরস্পরের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র ত্যাগ করিতে লাগিল। শত শত অশ্ব ও অশ্বারোহী নিহত হইয়া রণস্থল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

অবশেষে অষ্ট্রীয়গণের দুই-তৃতীয়াংশ অশ্বারোহী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিল দেখিয়া হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ আর ফরাসী-পরাক্রম সহ্য করিতে পারিল না, তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র ফরাসী-সৈন্য যুগপৎ "সম্রাটের জয় হউক," এই শব্দে রণক্ষেত্র প্রকম্পিত করিয়া শত্রুসৈন্যের পশ্চাতে ধাবিত হইল। অষ্ট্রীয়

অশ্বারোহিগণের পরাজয়ে অন্য সৈন্যগণ আর সাহস করিয়া রণস্থলে তিষ্ঠিতে পারিল না, প্রাণভয়ে উৰ্দ্ধমুখে ছুটিতে লাগিল। নেপোলিয়ানের সৈন্যগণের কামান ও বন্দুকসমূহ হইতে অগ্নিস্রোত নির্গত হইয়া যমদূতের ন্যায় পলায়নপর অষ্ট্রীয় সৈন্যগণের প্রাণসংহার করিতে লাগিল। কিন্তু নেপোলিয়ান সৈন্যগণকে বিশ্রাম করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। ফরাসী সৈন্যগণ কয়েক দিন পরিশ্রমের পর এই ভীষণ যুদ্ধে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল, সম্রাটের আদেশে সেই রণক্ষেত্রে রক্তসিক্ত মৃত্তিকার উপর শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। অষ্ট্রীয়গণ সেই রাত্রেই র‍্যাটিস্‌বন অভিমুখে পলায়ন করিল।

নেপোলিয়ান যখন তাঁহার "ইম্পিরিয়াল গার্ড" সৈন্যগণকে শত্রু-সৈন্য আক্রমণের আদেশ প্রদান করেন, সেই সময়ে সেনাপতি সারবোনি তাঁহার সম্মুখে সেই প্রদেশের একখানি মানচিত্র প্রসারিত করিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে একটা জ্বলন্ত গোলা আসিয়া সেনাপতি সারবোনির দেহে নিপতিত হইল, সম্রাটের চক্ষুর উপর সেনাপতির দেহ শতখণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল। অবিলম্বে আর এক জন সৈনিক কৰ্ম্মচারী সম্রাটের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া মানচিত্রে শত্রু-অধিকৃত একটি স্থান দেখাইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন, এমন সময়ে একটা গুলী আসিয়া হতভাগ্য কৰ্ম্মচারীর দক্ষিণ বাহু ছিন্ন করিয়া ফেলিল। নেপোলিয়ান তাঁহার কৰ্ম্মচারীর কষ্টে যথোচিত সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু স্থান-পরিবর্ত্তন করিলেন না। তাঁহার কৰ্ম্মচারিগণ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে সে স্থান ত্যাগ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তিনি তাহাদিগকে উত্তর দিলেন, "উপায় নাই, আমার যাহা কর্তব্য, তাহা ত করিতে হইবে।"

চারিদিন পরে সেই প্রথম দিন নেপোলিয়ান রাত্রে কয়েক ঘণ্টার জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, কিন্তু প্রভাত হইবার পূৰ্ব্বেই আবার অশ্বারোহণপূর্ব্বক শত্রুগণের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। যুবরাজ চার্লস ছয় সহস্র মৃত ও আহত সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে পলায়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রায় বিংশতি সহস্র সৈন্য, পঞ্চদশটি যুদ্ধপতাকা এবং বহুসংখ্যক অস্ত্র-শস্ত্রাদি যুদ্ধোপকরণ নেপোলিয়ানের হস্তে পতিত হইয়াছিল।

পরাজিত হইয়া আর্ক ডিউক দানিয়ুব নদী অতিক্রম পূর্ব্বক বোহিমিয়ার আরণ্যপ্রদেশে আশ্রয়গ্রহণের জন্য ধাবিত হইলেন। তাঁহার আশা ছিল, তিনি অন্য এক দল অষ্ট্রীয় সৈন্যের সহিত সম্মিলিত হইয়া আবার শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিবেন। অষ্ট্রীয় সৈন্যগণ নৌ-সেতু ও র‍্যাটিস্‌বনের সেতুর সহায়তায় দানিয়ুব পার হইতে লাগিল, ইতিমধ্যে নেপোলিয়ান প্রচণ্ডবেগে তাহাদের উপর নিপতিত হইলেন, অল্পক্ষণ যুদ্ধের পর অষ্ট্রীয় সৈন্যগণ র‍্যাটিস্‌বন নগরের প্রাচীরান্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিল। নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ ক্রমাগত গোলার আঘাতে নগর-প্রাচীর ভগ্ন করিয়া নগরে প্রবেশ করিল। ফরাসী ও অষ্ট্রীয় সৈন্যগণ পরস্পরকে আক্রমণপূর্ব্বক রাজপথে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

এই সময়ে নেপোলিয়ান অশ্বারোহণে সৈন্য-পরিচালন করিতেছিলেন, সহসা একটা গুলী আসিয়া তাঁহার পদে বিদ্ধ হইল। সে আঘাতে অস্থি চূর্ণ হইল না বটে, কিন্তু অনেকখানি মাংস ছিন্ন হইল। নেপোলিয়ান ইহাতে কিছুমাত্র অধীর না হইয়া অবিচলিত- স্বরে বলিলেন, "আঃ, গুলী লাগিল, এত দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া আমাকে ঠিক মারিয়াছে, এ নিশ্চয়ই কোন তিরোলীর কাজ। এই লোকগুলা আশ্চর্য্য রকম লক্ষ্য স্থির করে।" তিনি তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন, সেই স্থানেই তাঁহার ক্ষতের উপর পটী বাঁধিয়া দেওয়া হইল। যদি গুলীটা আর একটু উৰ্দ্ধে আসিয়া পড়িত, তাহা হইলে তাঁহার পদের আশা ত্যাগ করিতে হইত, পাখানি কাটিয়া ফেলিতে হইত।

সম্রাট আহত হইয়াছেন, এ সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সৈন্যগণ যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া দলে দলে তাঁহাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। সম্রাটের বিপদ্‌বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাহারা তাহাদের স্ব স্ব বিপদের কথা বিস্মৃত হইল। এইরূপে পঞ্চদশ সহস্র বীরপুরুষ তাহাদিগের অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক সম্রাটের অদূরে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। সকলের মুখেই এক কথা, "সম্রাট্‌ কেমন ?" নেপোলিয়ান মৃদুহাস্যে নিকটবর্ত্তী সৈন্যগণের সহিত উদারভাবে করকম্পন করিলেন;—বলিলেন, "আঘাত অতি যৎসামান্য, চিন্তার কোন কারণ নাই।"

সৈন্যগণ পাছে উৎসাহভঙ্গ হইয়া পড়ে, এই ভয়ে নেপোলিয়ান আঘাতের উপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়াই অশ্বারোহণপূর্ব্বক সৈন্যশ্রেণীতে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু যাতনায় তখন তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। তাঁহাকে সুস্থদেহে অশ্বারোহণ করিতে দেখিয়া চতুর্দ্দিক হইতে ঘন ঘন সুগম্ভীর জয়ধ্বনি সমুত্থিত হইল। কিয়ৎকাল বিচরণেই তিনি এমন অবসন্ন হইয়া পড়িলেন যে, অদূরবর্ত্তী একটি কৃষককুটীরে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়াই তাঁহার মূর্চ্ছা হইল। জ্ঞানসঞ্চারের পর পুনর্ব্বার অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক তিনি সৈন্যপরিচালনায় মনঃসংযোগ করিলেন।

এ দিকে শত্রুগণ র‍্যাটিস্‌বন নগর হইতে নদী পার হইয়া দ্রুতবেগে বোহিমিয়ার পার্ব্বত্যপ্রদেশে পলায়ন করিলে, নেপোলিয়ান র‍্যাটিস্‌বন নগরে তাঁহার প্রধান সৈন্যাবাস সংস্থাপন করিলেন। এক পক্ষ পূর্ব্বে যে দুই লক্ষ অষ্ট্রীয় সৈন্য অসীম গর্ব্বভরে মহাতেজে ব্যাভেরিয়া-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল, এই অত্যল্পকালের মধ্যেই তাহারা পরাজিত, আহত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া প্রাণভয়ে দুর্গম গিরিপ্রদেশে আশ্রয়গ্রহণ করিল। ছয় দিনের মধ্যে অষ্ট্রীয়দিগের বিশ হাজার সৈন্য আহত ও বন্দী হইল; চল্লিশ হাজার সৈন্য ফরাসীহস্তে নিহত হইল। এতদ্ভিন্ন অষ্ট্রীয়দিগের ছয় শত শকট, চল্লিশটি পতাকা এবং শতাধিক কামান ও প্রচুরপরিমাণ রসদ ফরাসী-হস্তে নিপতিত হইল।

এই ভয়ানক যুদ্ধোপলক্ষে নেপোলিয়ানকে যে অসাধারণ শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তাহা বিস্ময়কর। কার্য্যফল দেখিয়া সহজেই তাহার পরিমাণ করা যাইতে পারে। এই কয় দিনের মধ্যে তাঁহাকে ফরাসী রাজধানী প্যারিস হইতে দানিয়ুব নদীর তীরদেশে উপস্থিত হইবার জন্য ছয় শত মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছে। এই পথপর্য্যটনকালে পথের কোন স্থানে তিনি ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করেন নাই, স্থানে স্থানে শকট-পরিবর্ত্তনে যে কিছু বিলম্ব হইয়াছে। ইহার উপর আবার কোন কোন স্থানে দুর্গাদি পরীক্ষা করিতে হইয়াছে। ফ্রান্স, স্পেন, ইতালী, জর্ম্মাণী প্রভৃতি স্থানে সহস্র সহস্র আদেশ প্রেরণ করিতে হইয়াছে। সৈন্যগণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ক্রমাগত পাঁচ দিন অশ্রান্তভাবে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। দিবারাত্রির মধ্যে বিশ্রাম ছিল না; মধ্যরাত্রে তিনি চেয়ারে বসিয়া ঘণ্টাখানেক নিদ্রা যাইতেন, কিন্তু মস্তকের টুপী কিংবা পায়ের জুতার অপসারণও ঘটিয়া উঠিত না। সেই এক ঘণ্টামাত্র বিশ্রামের পর তিনি পুনর্ব্বার অশ্বারোহণপূর্ব্বক উৎসাহে—অন্ধকার, ঝটিকা ও বৃষ্টির মধ্যে ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া সৈন্যসংস্থাপনকার্য্যে রত হইতেন। এই কয়দিনে তাঁহাকে যত পত্র লিখিতে হইয়াছিল, তাহা একত্র করিলে একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইতে পারে, অথচ সেই সকল পত্রে অত্যন্ত আবশ্যকীয় উপদেশ ভিন্ন অন্য কোন কথা ছিল না। ক্রমাগত পঞ্চদশ ঘণ্টাব্যাপী অশ্ব-পরিচালনার পর তিনি শিবিরে প্রবেশ করিতেন এবং ক্ষণকালের জন্যও বিশ্রাম না করিয়া অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশের কর্ম্মচারিবর্গের নিকট আদেশলিপি লিখিতেন। এই প্রকার রণজয়কাহিনী বাস্তব-জগতে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়।

র‍্যাটিস্‌বন নগরে সেনানিবাস সংস্থাপন করিয়া নেপোলিয়ান তাঁহার সৈন্যগণের রঙ্গযুদ্ধ সন্দর্শন করিলেন। মৃত সৈন্যগণকে সমাহিত করা হইল, নগরের রাজপথ হইতে শোণিতরাশি ধৌত করা হইল, আহত সৈন্যগণকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া পরমযত্নে তাহাদিগের শুশ্রূষা করা হইতে লাগিল। সৈন্যগণ হৃষ্টচিত্তে মহা উৎসাহভরে সমরকৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিল। বায়ুবেগে পতাকাশ্রেণী কম্পিত হইতেছে, হৃদয়োন্মাদক রণবাদ্য নিনাদিত হইতেছে, সুশিক্ষিত যুদ্ধাশ্বসমূহ তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতেছে, মধ্যাহ্ন-সূর্য্যকিরণ সুশাণিত সহস্র সহস্র অস্ত্রে প্রতিফলিত হইয়া দীপ্যমান হইতেছে। এক এক দল সৈন্য নেপোলিয়ানের সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র সম্রাট্ সেই সৈন্যদলের কর্ণেলকে রণদক্ষ সৈন্যগণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। একটি সাহসী সৈন্যের পরিচ্ছদে সম্মানসূচক লাল ফিতা বাঁধিয়া দিতে দিতে সম্রাট্ তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, কোথাও দেখিয়াছেন কি, ঠিক মনে করিতে পারিলেন না। তখন সেই সৈন্যটি সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সম্রাট্ কি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন?" নেপোলিয়ান বলিলেন,—"কিরূপে পারিব?" সৈন্যটি উত্তর করিল, "সম্রাট্! সেই সিরিয়ার মরুভূমির মধ্যে যখন ক্ষুধায় আপনার বড় কষ্ট হইয়াছিল, সেই সময় আমি আপনাকে আমার খাদ্যদ্রব্য সমর্পণ

করিয়াছিলাম।” নেপোলিয়ানের মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, “বটেই ত! এখন আমার ঠিক মনে পড়িয়াছে। আমি তোমাকে নাইট উপাধি প্রদান করিলাম, এখন হইতে তুমি বার্ষিক সহস্র মুদ্রা বৃত্তি লাভ করিবে।” ফরাসী সৈন্যগণ সম্রাটের সহৃদয়তার পরিচয় পাইয়া সমস্বরে তাঁহার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

শত্রুগণ র‍্যাটিস্‌বন নগরের কিয়দংশ বহ্নিমুখে সমর্পণ করিয়াছিল; এই নগর ব্যাভেরিয়া রাজ্যের অন্তর্গত। অষ্ট্রীয়গণ নগরের গৃহ-হর্ম্ম্যাদি প্রবলবেগে প্রজ্বলিত হইতে দেখিয়া মহানন্দভরে নগর ত্যাগ করিয়াছিল। নেপোলিয়ান তাঁহার স্বাভাবিক উদারতার বশবর্ত্তী হইয়া কয়েক লক্ষ মুদ্রাব্যয়পূর্ব্বক স্বয়ং এই ধ্বংসাবশিষ্ট নগরের জীর্ণ-সংস্কার করিলেন।

পরাজিত অষ্ট্রীয়গণ দানিয়ুব নদী অতিক্রমপূর্ব্বক পরপারে পলায়ন করিয়াছিল। নেপোলিয়ানের ও অষ্ট্রীয় সৈন্যগণের মধ্যে বিপুলসলিলা খরস্রোতা দানিয়ুব প্রসারিত হইয়া অষ্ট্রীয়গণের অনুসরণে বাধা দান করিল; নেপোলিয়ান দেখিলেন, অষ্ট্রীয় রাজধানী ভিয়েনার পথ মুক্ত; র‍্যাটিসবন্ হইতে ভিয়েনার দূরত্ব দুই শত মাইল, বহুসংখ্যক নদী ও দুর্গম গিরিসঙ্কটে এই পথ সমাচ্ছন্ন। সেই সকল পথ অধিকতর দুর্গম করিবার জন্য অস্ত্রধারী অষ্ট্রীয়গণ অতি সতর্কভাবে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছিল। নেপোলিয়ান এই সকল বাধার প্রতি লক্ষ্যমাত্র না করিয়া স্থির করিলেন, তিনি সসৈন্যে অষ্ট্রিয়ারাজধানীতে প্রবেশপূর্ব্বক বিশ্বাসঘাতক অষ্ট্রীয় মন্ত্রিসমাজকে সমুচিত শিক্ষা দান করিয়া আসিবেন।—অবিলম্বে দানিয়ুব নদীর তীরদেশ প্রতিধ্বনিত করিয়া সহস্র সহস্র ফরাসীসৈন্য বীরদর্পে ভিয়েনার অভিমুখে অগ্রসর হইল। প্রবল উৎসাহে গুরুতর পথশ্রম তাহারা তুচ্ছ জ্ঞান করিতে লাগিল।

যাহাতে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে না হয়, তাহা করিবার নিমিত্ত নেপোলিয়ান চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, তাহার পর যুদ্ধ যখন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল, তখন তিনি শত্রুগণের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য প্রাণপণে আয়োজন করিতে লাগিলেন; তাঁহার সর্ব্বশক্তি সেই উদ্দেশ্য-সাধনেই বিনিয়োগ করিলেন। অষ্ট্রীয়গণ প্রাণপাত করিয়াও তাঁহার এই ভিয়েনাযাত্রায় বাধা প্রদান করিতে পারিল না। অষ্ট্রীয়গণের গোলা-গুলীবর্ষণে সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক বিজয়োন্মত্ত ফরাসী-সৈন্যগণ নেপোলিয়ানের আদেশে নদীর উপর নব নব সেতু নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। লোদী ও আরকোলা-বিজয়ী বীরগণ প্রভুর কার্য্যে শত্রু-কামান-মুখে অসঙ্কোচে স্ব স্ব বক্ষঃস্থল স্থাপন করিলেন। অষ্ট্রীয়গণ দেখিল, ফরাসী-হস্তে আর মানসম্ভ্রম রক্ষা হয় না, বহু প্রাণ ত পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সন্ধির কথা উত্থাপন করিতেও তাহাদের লজ্জা হইল। নেপোলিয়ান যদি জিজ্ঞাসা করেন, “কে বল এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে হেথা”, তাহা হইলে লজ্জায় অধোবদন হওয়া ভিন্ন অষ্ট্রীয়গণের অন্য উপায় ছিল না। আর্ক ডিউক চার্লসের হৃদয়েই যে কেবল সাহস ছিল, তাহা নহে, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিও সুতীক্ষ্ণ ছিল, প্রথম হইতে তিনিই অষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্টের করকণ্ডূয়নের বিরুদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। চার্লস তাঁহার সহোদর অষ্ট্রীয় সম্রাট্‌কে তাঁহার শোচনীয় পরাজয়ের ইতিহাস জ্ঞাপনপূর্ব্বক সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করা সঙ্গত,—এইরূপ পরামর্শ প্রদান করিলেন। অষ্ট্রীয় সম্রাট সহোদরের যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিলে চার্লস নেপোলিয়ানকে লিখিলেন :—

“আপনি কামান-গর্জ্জন দ্বারা ভবদীয় শুভাগমন-সংবাদ ঘোষণা করিয়াছেন। আমি তাহার কোন উত্তর প্রদান করিতে পারি নাই। কিন্তু আপনার আগমন-সংবাদ আমার কর্ণগোচর হইবার পূর্ব্বেই আমার সৈন্যগণের শোচনীয় দুর্দ্দশা দেখিয়া আপনার উপস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম। আপনি আমার অনেক সৈন্য বন্দী করিয়াছেন, আপনার অনুপস্থিতিকালে আমিও আপনার কিছু কিছু সৈন্য বন্দী করিয়াছিলাম, আমি সেই সকল বন্দী তাহাদের পদ অনুসারে যথাসংখ্যায় পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করি। আমার এই প্রস্তাব আপনার অনুমোদিত হইলে আপনি এই পরিবর্ত্তনের স্থান নির্দ্দেশ করিবেন। মহাশয় আমি বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতির বিরুদ্ধে সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহা আমার পক্ষে গৌরবের কথা মনে করি। কিন্তু যদি আমি আমার স্বদেশের জন্য আপনার সহিত স্থায়ী সন্ধি সংস্থাপন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি তাহা আমার পক্ষে অধিকতর সৌভাগ্যের কথা মনে করিতাম। যুদ্ধে যাহাই হউক, আশা করি, আপনি বিশ্বাস করিবেন

যে, আপনার ইচ্ছানুসারে তরবারি-হস্তে অথবা অলিভ-শাখা * হস্তে আপনার সম্মুখীন হওয়া আমি তুল্যরূপ গৌরব-জনক মনে করি।"

এই পত্র নেপোলিয়ানের হস্তগত হইবার পূর্ব্বেই তিনি ভিয়েনার পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তিনি এই পত্র পাইয়াও মত পরিবর্ত্তন করিলেন না; স্থির করিলেন, ভিয়েনা-রাজ-প্রাসাদে উপস্থিত হইয়াই ইহার উত্তর প্রদান করিবেন।

নেপোলিয়ান দ্রুতবেগে ভিয়েনার পথে অগ্রসর হইলেন, শত্রুগণ বিস্তর চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহার গমনে বাধাদান করিতে পারিল না। তিনি একজন পথপ্রদর্শক সঙ্গে লইয়া চতুর্দ্দিকের দৃশ্যাবলীর পরিচয় লইতে লইতে চলিলেন।

১০ই মে তারিখে নেপোলিয়ান সসৈন্যে ভিয়েনার সীমায় পদার্পণ করিলেন। আর্ক ডিউক চার্লস এ সংবাদ পাইয়া তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ-পূর্ব্বক রাজধানীমুখে ধাবিত হইলেন। ভিয়েনা নগর দানিয়ুব নদীর একটি ক্ষুদ্রশাখার উপর সংস্থাপিত, দানিয়ুব নদী নগর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। নগরটি গোলাকারে নির্ম্মিত, ইহার পরিধি তখন প্রায় তিন মাইল ছিল, অধিবাসিসংখ্যা ছিল এক লক্ষ; নগর-প্রাচীর সুদৃঢ় ইষ্টক-নির্ম্মিত। নগর ক্ষুদ্র হইলেও ইহার চতুঃসীমান্তর্ব্বর্তী উপনগরের পরিধি প্রায় দশ মাইল ছিল।

নেপোলিয়ান ধ্বংসমুখ হইতে ভিয়েনা নগর রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তিনি অবিলম্বে নগরমধ্যে সন্ধিদূত প্রেরণ করিলেন, দূত সন্ধি-পতাকা হস্তে নগরে প্রবেশ করিল, কিন্তু তাহাকে আর প্রত্যাগমন করিতে হইল না, উন্মত্ত নগরবাসিগণ তাহাকে আক্রমণ করিলে একটি চর্ম্মকার-পুত্র তাহাকে নিহত করিল। হর্ষোৎফুল্ল নাগরিকগণ সেই চর্ম্মকার-নন্দনকে ফরাসী-দূতের অশ্বে আরোহণ করাইয়া সমারোহে নগর প্রদক্ষিণ করিয়া আনিল। নেপোলিয়ান এ সংবাদে ক্রোধে কম্পিত-কলেবর হইয়া নগর অবরোধ করিলেন। নগরের চতুর্দ্দিকে বিরাট কামানশ্রেণী সজ্জিত হইল। শত শত কামান অগ্নিময় গোলক উদ্‌গিরণপূর্ব্বক ভিয়েনা ভস্মস্তূপে পরিণত করিবার জন্য প্রস্তুত হইলে রাত্রি নয় ঘটিকার সময় তাঁহার হস্তে রাজধানী সমর্পণ করিবার জন্য তিনি পুনর্ব্বার আদেশ করিলেন। নগরবাসিগণ তাহার কোন উত্তর দিল না, অথবা প্রকারান্তরে উত্তর প্রদান করিল। নগরের দুর্গ-প্রাকার হইতে শত শত কামানের গোলা নেপোলিয়ানের সৈন্যগণের উপর মুষলধারে বর্ষিত হইতে লাগিল।

তখন নেপোলিয়ান তাঁহার গোলন্দাজগণকে গোলাবর্ষণের আদেশ প্রদান করিলেন। সৈন্যগণ প্রস্তুতই ছিল, মুহুর্ম্মুহুঃ মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় কামান-গর্জ্জন হইতে লাগিল, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোলার আঘাতে নগর-প্রাচীর ঘন ঘন প্রকম্পিত হইতে লাগিল, নগরের বহুসংখ্যক গৃহ চূর্ণ হইয়া গেল। ক্রমাগত দশ ঘণ্টাকাল নগরের উপর গোলা বর্ষিত হইল; প্রায় তিন সহস্র গোলা এই কয়ঘণ্টায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। নগরবাসিগণ ভীতি-বিহ্বল-চিত্তে নিদারুণ উৎকণ্ঠার সহিত অবরোধের পরিণাম প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অন্ধকার রাত্রে সেই সকল গোলকপুঞ্জ অগণ্য গগনবিহারী জ্যোতির্ম্ময় উল্কাপিণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। নগরের প্রজ্বলিত গৃহসমূহ হইতে উত্থিত কৃষ্ণবর্ণ ধূম গগনের বহুদূর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অশ্রান্ত কামান-গর্জ্জনে নগর প্রকম্পিত হইতেছে, দগ্ধীভূত অট্টালিকাসমূহ মহাশব্দে ভূমিসাৎ হইতেছে, বিপন্ন নগরবাসিগণ চীৎকারশব্দে প্রাণ লইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে, আহত নাগরিকগণ শোণিত মোক্ষণ করিতে করিতে আর্ত্তনাদপূর্ব্বক ধরাতলে লুণ্ঠিত হইতেছে, আর উভয়পক্ষের বীরগণ জীবনের মমতা বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক মহাতেজে যুদ্ধ করিতেছে; প্রলয়ের দৃশ্য সকলের নয়নপথে নিপতিত হইল।

সেই ভীষণ অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে নগরের দ্বার উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক এক সন্ধি-দূত সন্ধি-পতাকা-হস্তে নেপোলিয়ানের সৈন্য-মণ্ডলীর দিকে অগ্রসর হইল। সন্ধি-দূত নেপোলিয়ানের নিকট জ্ঞাপন করিল যে, যে স্থানে ফরাসীদিগের কামান-সমূহ স্থাপিত হইয়াছে, তাহার অদূরে সম্রাট্-প্রাসাদে অষ্ট্রীয় সম্রাটের প্রিয়তমা দুহিতা রোগশয্যায় পতিতা রহিয়াছেন। সম্রাট্ তাঁহার কন্যাকে তদবস্থায় ফেলিয়া সপরিবারে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া নেপোলিয়ান তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে কামানশ্রেণী অপসারিত করিলেন।

আর্ক ডিউক ম্যাক্সিমিলিয়ান দেখিলেন, নগর-রক্ষার আর কোন আশা নাই, তিনি নেপোলিয়ানের হস্তে বন্দী হইবার ভয়ে একটি সেতু দ্বারা দানিয়ুব নদী পার হইয়া

* অলিভ শাখা শান্তিস্থাপনের চিহ্নজ্ঞাপক।

অপর পারে পলায়ন করিলেন এবং পাছে শত্রুগণ তাঁহার অনুসরণ করে, এই ভয়ে তিনি সেতু ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। নগররক্ষক উপায়ান্তর না দেখিয়া, নেপোলিয়ানের হস্তে নগর সমর্পণ করিয়া নগরবাসিগণের ধন-প্রাণ রক্ষা করিলেন। রাজপ্রাসাদ ও রাজকীয় সম্পত্তি সমস্ত নেপোলিয়ানের হস্তগত হইল।

অস্ত্রীয় রাজধানী ভিয়েনা নগরে প্রবেশপূর্ব্বক নেপোলিয়ান সেনাপতি আন্দ্রেসিকে ভিয়েনার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। আন্দ্রেসি অস্ত্রিয়ায় ফরাসী রাজদূতপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ভিয়েনার সর্ব্বসাধারণে তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। নেপোলিয়ান ভিয়েনার শান্তিরক্ষার্থ ফরাসী সৈন্য নিয়োগ না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ছয় সহস্র অস্ত্রীয় সৈন্যের হস্তে নগররক্ষার ভার অর্পণ করিলেন। দেড় হাজার অশ্বারোহী অস্ত্রীয় সৈন্য অতি সাবধানে শান্তিরক্ষা করিতে লাগিল। অস্ত্রীয় রাজধানীতে বহুসংখ্যক ফরাসী সৈন্যের উপস্থিতি জন্য খাদ্যদ্রব্য অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল, সুতরাং নেপোলিয়ান হঙ্গেরী হইতে শস্যাদি আমদানী করাইতে লাগিলেন। যাহাদিগের আহার-সংস্থানের কোন উপায় ছিল না, তাহাদিগকে তিনি রাজধানীর জীর্ণ-সংস্কারাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রীতিমত পারিশ্রমিক প্রদান করিবার নিয়ম করায় অনেক ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি অনাহারে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইল।

নেপোলিয়ান এইরূপে অস্ত্রীয়গণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেও তাঁহার বিপদ তখনও দূর হয় নাই; বিপদের মেঘ তখনও তাঁহার মস্তকের উপর পুঞ্জীভূতভাবে বিরাজ করিতেছিল। অস্ত্রীয় সৈন্যগণের পরিমাণ তখনও ফরাসী সৈন্যগণের তিনগুণ, তাহা তিনি জানিতেন। ইংলণ্ড, অস্ত্রিয়া, স্পেন তাঁহার সর্ব্বনাশ-সাধনোদ্দেশে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট ছিল। নেপোলিয়ান পোলাণ্ডের এক অংশ প্রুসিয়া-রাজের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সাক্সনী-রাজের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন; ওয়ারস নগর এই নবজিত রাজ্যের রাজধানী হইয়াছিল। অস্ত্রীয় সম্রাট্ ফ্রান্সিসের ভ্রাতা আর্ক ডিউক ফার্দ্দিনান্দ চল্লিশ সহস্র সৈন্য লইয়া এই রাজ্য লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রুসীয় সম্রাট্ অতি অল্পপরিমাণ সৈন্য প্রেরণপূর্ব্বক তাহাদিগের অত্যাচার-দমনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অস্ত্রীয়গণের হস্তে সাক্সনগণকে পরাজিত হইতে হইল। একজন অস্ত্রীয় রাজদূত বন্দী হইল, তাহার নিকট অস্ত্রীয় সেনাপতির একখানি গুপ্তপত্র পাওয়া যায়, ইহা আর্ক ডিউক ফার্দ্দিনান্দকে লিখিত হইয়াছিল। পত্রে লিখিত ছিল, অবিলম্বেই রুসীয়গণ অস্ত্রীয়দিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া ফরাসীগণকে আক্রমণ করিবে। এই পত্র নেপোলিয়ানের হস্তগত হইলে তিনি এই পত্রখানি রুসীয় সম্রাট্ আলেক্‌জান্দারের নিকট প্রেরণ করিলেন। আলেক্‌জান্দার বুঝিলেন, তাঁহার জননী ও রাজ্যের নায়কগণ চক্রান্ত করিয়া এই পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন; আলেক্‌জান্দার কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করিলেন না।

এই কথা অবগত হইয়া নেপোলিয়ানের আক্ষেপ ও মনস্তাপের সীমা রহিল না। তিনি আলেক্‌জান্দারের অবস্থা সকলই বুঝিতে পারিলেন। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার সহিত আলেক্‌জান্দারের বন্ধুতাবন্ধন যতই সুদৃঢ় হউক, আলেক্‌জান্দারের অনিচ্ছা সত্ত্বেও রুসীয় সৈন্যগণ যে কোন মুহূর্ত্তে ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইতে পারে। রুসীয় সাম্রাজ্যের নায়কগণ ও সম্রাট্-জননীর বিরুদ্ধে তিনি দীর্ঘকাল স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে সমর্থ হইবেন না।

টিলসিটের যুদ্ধের পর যদিও প্রুসিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে না, এরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি প্রুসিয়াধিপতি তাঁহার অপমান বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। দীর্ঘকাল হইতেই তিনি সমরায়োজনে ব্যাপৃত ছিলেন। অবশেষে অবসর বুঝিয়া কর্ণেল সিল নামক প্রুসীয় সেনাপতি একদল পরাক্রান্ত সৈন্য লইয়া বার্লিন হইতে ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে রণযাত্রা করিলেন। তিনি অবিলম্বে সর্ব্বত্র প্রচার করিলেন যে, প্রুসিয়ারাজ শীঘ্রই তাঁহার মিত্ররাজগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া ফরাসী-দমনে অগ্রসর হইবেন।

প্রেসবর্গের সন্ধির পর তিরল ব্যাভেরিয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। অবসর বুঝিয়া তিরলবাসিগণ ধর্ম্মযাজকদিগের সহায়তায় ফরাসীগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। তিরলের ক্যাথলিক খৃষ্টানগণ অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন ছিলেন, নেপোলিয়ান প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টানগণের উপাসনা-বিষয়ক স্বাধীনতায় বাধা দান না করায় তিরলের ক্যাথলিক খৃষ্টানেরা নেপোলিয়ানের বিপক্ষতা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ব্যাভেরিয়ার শাসনকর্ত্তা তিরলবাসিগণকে শান্ত রাখিতে অসমর্থ হইলেন। উন্মত্ত প্রজাগণের হস্তে ফরাসী ও ব্যাভেরীয় সৈন্যসমূহ অসহ্য নির্যাতন ভোগ করিতে লাগিল।

এই সময়ে ইংরাজগণ ফরাসীদিগের আণ্টওয়ার্প নামক বন্দর আক্রমণ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। আণ্টওয়ার্পে ফরাসীদিগের সুবৃহৎ অস্ত্রাগার ছিল। এখানকার সৈন্যাবাসে দুই সহস্র পীড়িত সৈন্য অবস্থিত ছিল। নেপোলিয়ান স্থানান্তরে যুদ্ধকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় এখানে যথোপযুক্ত সৈন্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। এক শত সত্তরখানি রণতরীর সহিত প্রায় লক্ষ ইংরাজ সৈন্য সমভিব্যাহারে উইলিয়ম পিটের ভ্রাতা লর্ড চ্যাটাম আণ্টওয়ার্প নগর আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। ইংরাজগণ জানিতেন, এই নগর হস্তগত করিতে পারিলে ফরাসীগণকে যৎপরোনাস্তি ক্ষতিগ্রস্ত করা হইবে।

ইতালীতে আর্ক ডিউক জন অশীতিসহস্র সৈন্য লইয়া ইউজিনকে আক্রমণ করিলেন, ইউজিন অসমসাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন।

নেপোলিয়ান যখন ভিয়েনা জয় করিলেন, তখন তাঁহার চতুর্দ্দিকে এই সমস্ত বিপদ্ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু তিনি মুহূর্ত্তের জন্য অধীর বা ভগ্নোৎসাহ হইলেন না।

চরিত্রের মহত্ত্ব ও মাধুর্য্যে নেপোলিয়ান ভিয়েনা নগরস্থ সর্ব্বসাধারণের হৃদয়াকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমরা এখানে তাহার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি। ফরাসী-সৈন্যগণের সর্ব্বপ্রধান চিকিৎসক একদিন কার্য্যব্যপদেশে নগরোপকণ্ঠে কোন ধর্ম্মযাজকের গৃহে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই গৃহে ধর্ম্মযাজকের বৃদ্ধা বিধবা পত্নী বাস করিতেন। চিকিৎসকটি অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া একদিন সেই ধর্ম্মযাজকের পত্নীর নিকট অতি অভদ্র ভাষায় একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, বৃদ্ধা সেই পত্র সেনাপতি আন্দ্রেসির নিকট পাঠাইয়া প্রতীকার কামনা করেন। সেনাপতি বৃদ্ধার পত্র ও চিকিৎসক বৃদ্ধাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা—এই উভয় পত্র নেপোলিয়ানের নিকট প্রেরণ করিলেন। নেপোলিয়ান চিকিৎসকের সেই অসংযত ভাষায় লিখিত পত্র পাঠ করিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের প্রতি আদেশ প্রদত্ত হইল যে, তাঁহাকে পরদিন প্রভাতে কাওয়াজের সময় সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। পরদিন যথাকালে নেপোলিয়ান চিকিৎসককে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া অবজ্ঞাপূর্ণ গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ঘৃণিত পত্র তোমার হাতের লেখা?"—নেপোলিয়ান চিকিৎসকের সম্মুখে পত্রখানি প্রসারিত করিলেন। "ক্ষমা করুন্ সম্রাট্, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন্। আমি মাতাল হইয়াছিলাম, নেশার ঝোঁকে কি করিয়াছিলাম, জানি না।" কম্পিতকণ্ঠে চিকিৎসক এই উত্তর দিলেন। নেপোলিয়ান ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "হতভাগ্য যুবক, সেই ধর্ম্মশীলা বৃদ্ধা নানাপ্রকার কষ্টে ও মনস্তাপে কাতর, তুমি তাঁহাকে এইভাবে অপমানিত করিয়াছ; আমি তোমাকে লিজন অব অনার হইতে বঞ্চিত করিলাম, এই সম্মানের তুমি যোগ্য নহ। সেনাপতি দারোসেঁা আমার আদেশ যথারীতি পালন করিবেন। বৃদ্ধার অপমান! আমি বৃদ্ধাগণকে আমার মাতার ন্যায় সম্মান করি—আর তাঁহার অপমান! কি লজ্জা!"

একমলে নেপোলিয়ানের বিজয়লাভ ও তাঁহার ভিয়েনা-যাত্রার সংবাদ অবিলম্বে সমগ্র ইউরোপে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তাঁহার বন্ধুগণ উৎসাহিত ও শত্রুগণ ভগ্নোৎসাহ হইলেন। প্রুসীয়-সেনাপতি কর্ণেল সিল ফরাসী-সৈন্য-হস্তে মধ্যপথেই পরাজিত হইলেন। আর্ক ডিউক ফার্দ্দিনান্দ সাক্সনী লুণ্ঠনপূর্ব্বক রাজধানী ওয়ারস অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, তিনিও আর্ক ডিউক চার্লসের সহায়তার জন্য সাক্সনী পরিত্যাগে বাধ্য হইলেন। অষ্ট্রীয়গণ তিরলবাসিগণকে কোন প্রকার সাহায্য পাঠাইতে সমর্থ হইল না; বিদ্রোহও প্রশমিত হইয়া গেল। ইতালীতে ইউজিন আর্ক ডিউক জনের সৈন্যগণ কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন, পলায়ন করিয়াও রক্ষা নাই, তখন তিনি তোরল নগরে সৈন্যসমাবেশ করিয়া শত্রুগণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, বিজয়ী অষ্ট্রীয়গণ রণজয়ে উল্লাসিত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতে লাগিল।

ঠিক সেই সময়ে দূরে সুগম্ভীর কামানগর্জ্জন আরম্ভ হইল। কোথা হইতে এই কামানধ্বনি উত্থিত হইতেছে, তাহা কোন পক্ষই বুঝিতে পারিল না। অষ্ট্রীয়গণ মনে

করিল, ইহা তাহাদেরই সহযোগিগণের যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্ব-সূচনা, ইতালীয়গণও তাহা মনে করিল; কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ইউজিন শুনিতে পাইলেন, নেপোলিয়ান ভিয়েনা-যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহার হস্তে অষ্ট্রীয় সৈন্য বিধ্বস্ত হইয়াছে, দানিয়ুবতটের অষ্ট্রীয়গণের শোচনীয় পরাজয়-কাহিনীও অবিলম্বে আর্ক ডিউক জনের কর্ণগোচর হইল। আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া আর্ক ডিউক রাজধানী-রক্ষার্থ সসৈন্যে ভিয়েনা অভিমুখে ধাবিত হইলেন, ইতালীয় সৈন্য-দল লইয়া ইউজিন তাঁহার অনুধাবন করিলেন। অন্য দিকে আর্ক ডিউক ফার্দ্দিনান্দ পোলাণ্ড পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজধানী রক্ষার জন্য ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন। নেপোলিয়ানের চতুর্দ্দিকে শত্রুগণ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল। সমগ্র ইউরোপ মনে করিল, এবার আর নেপোলিয়ানের রক্ষা নাই, অসংখ্য শত্রুসৈন্যের মধ্যে অবিলম্বে তাঁহাকে সমাহিত হইতে হইবে। এমন কি, তাঁহার চতুর্দ্দিকে পাঁচ লক্ষ সৈন্য সমবেত হওয়ায় ফ্রান্সের অধিবাসিগণ পর্য্যন্ত তাঁহার জন্য চিন্তিত হইয়া উঠিলেন, বোর্ব্বোঁ-পক্ষীয়গণ নব নব ষড়যন্ত্রের চিন্তা করিতে লাগিল।

ভিয়েনা নগরে তখন নেপোলিয়ানের অধীনে নব্বই হাজার মাত্র সৈন্য বর্ত্তমান ছিল। নেপোলিয়ান এই সকল সৈন্য লইয়া মহাপরাক্রমে শত্রু-সৈন্যরেখা ভেদ করিয়া ভিয়েনা হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী লোবোদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। তাহার পর বহু কষ্টে দানিয়ুব পার হইয়া আসপার্ণ ও এসলিং নামক দুইখানি গ্রাম অধিকারপূর্ব্বক নেপোলিয়ান মারসফেল্ডের প্রান্তরে সৈন্যসমাবেশ করিলেন। উত্তরদিকে বিসামবার্গের উচ্চভূমিতে অষ্ট্রীয় সৈন্যগণ শিবির সংস্থাপন করিল। ২২শে মে মধ্যাহ্নকালে নেপোলিয়ান এস্লিঙের দুর্গশিখর হইতে দূরবীক্ষণযন্ত্রসহযোগে দেখিলেন, আর্ক ডিউকের সৈন্যগণ মার্সফেলড্ অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে, শীঘ্রই তাহারা যে ফরাসী সৈন্যগণকে আক্রমণ করিবে, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু সেজন্য নেপোলিয়ান ভীত হইলেন না; তিনি বলিলেন, "আমরা আর একবার অষ্ট্রীয়গণকে পরাজিত করিবার সুবিধা পাইতেছি, শীঘ্রই কৃতকার্য্য হইব।"

বেলা তিন ঘটিকার সময় উভয় পক্ষে যুদ্ধারম্ভ হইল। ছত্রিশ সহস্র সৈন্য তিন শত কামানের সহায়তায় সাত সহস্র মাত্র সৈন্য দ্বারা রক্ষিত আস্পারণ অধিকার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ফরাসীগণ মহাপরাক্রমে যুদ্ধ করিয়াও শত্রুগণকে দূরীভূত করিতে পারিল না; বিজয়লক্ষ্মী কোন্ পক্ষ অবলম্বন করেন, তাহার কিছুই স্থির হইল না। অবশেষে পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী যুদ্ধের পর ফরাসী সেনাপতি মেসানা সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশপূর্ব্বক শত্রুগণকে বিদূরিত করিয়া দিলেন। ঠিক এই সময়ে সেনাপতি লেন্সও বিপুলবিক্রমে মারস্ফেল্ডে অষ্ট্রীয়গণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। মহাযুদ্ধের মধ্যে কামানের একটি গোলা আসিয়া সেনাপতি লেন্সের পদদ্বয় চূর্ণ করিয়া ফেলিল। তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত শুনিয়া নেপোলিয়ান তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিলেন এবং তাঁহার শয্যাপ্রান্তে জানু নত করিয়া বসিয়া অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "লেন্স, আমাকে কি চিনিতে পারিতেছ? সম্রাট্ তোমার কাছে উপস্থিত, আমি বোনাপার্ট, তোমার বন্ধু। লেন্স্, তোমাকে আমরা এখন ছাড়িতে পারি না।"

লেনস্ তখন মৃত্যুর রাজ্যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাঁহার মুদিত নেত্রদ্বয় উন্মুক্ত করিয়া সম্রাটের দিকে চহিলেন, তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "আমি জীবিত থাকিয়া আপনার ও স্বদেশের সেবা করি, ইহাই আমার ইচ্ছা; কিন্তু আর এক ঘণ্টার মধ্যে আপনি আপনার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ও সুহৃদকে হারাইবেন। আপনি জীবিত থাকিয়া সৈন্যগণকে রক্ষা করুন্।"

নেপোলিয়ানের গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল; কিন্তু তখন আর নিশ্চিন্তভাবে আক্ষেপ করিবার অবসর ছিল না। নেপোলিয়ান মৃতপ্রায় সহযোগীর নিকট হইতে ধীরে ধীরে বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

চিকিৎসক লেন্সের পদদ্বয় ছেদন করিয়া দিলেন। কয়েকদিন নিদারুণ যন্ত্রণা-ভোগের পর তাঁহার মৃত্যু হইল। সেনাপতি মেসানা সেই মহা যুদ্ধক্ষেত্রে অসীম বিক্রম সহকারে আস্পারণ রক্ষা করিতেছিলেন। এই নগররক্ষায় ফরাসী-সৈন্যগণের পরিত্রাণ নির্ভর করিতেছিল। অন্যদিকে এস্লিং নগরের উপর অষ্ট্রীয়গণ ক্রমাগত পাঁচবার আক্রমণ করিল, কিন্তু ফরাসীগণ অমিততেজে পাঁচবারই তাহাদিগকে দূর করিয়া দিল। ফরাসীগণ এখানে চতুর্গুণ অষ্ট্রীয় সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল। দীর্ঘকাল এরূপ প্রবল

শত্রুর আক্রমণ সহ্য করা অসম্ভব। প্রতি মুহূর্ত্তে ফরাসীবল ক্ষীণ হইতেছিল, এমন সময়ে ফরাসী সেনাপতি র‍্যাপ ও মৌটন ফরাসীদিগের সাহায্যার্থ অশ্বারোহিগণের সহিত অগ্রসর হইলেন। সমবেত সৈন্য তখন মহাবেগে অষ্ট্রীয়গণের উপর নিপতিত হইল। সে আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া অষ্ট্রীয়গণ গ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। লোবোদ্বীপ হইতে পলায়নপর সৈন্যগণের উপর গুলীবৃষ্টি আরম্ভ হইল।

কিন্তু অগণ্য অষ্ট্রীয়সৈন্য তখনও নেপোলিয়ানের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতেছিল দেখিয়া নেপোলিয়ান রাত্রে লোবোদ্বীপে প্রবেশপূর্ব্বক শিবিরস্থাপন সঙ্গত জ্ঞান করিলেন। তিনি বুঝিলেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আস্পারণ ও এসলিং শত্রুহস্তে পতিত না হইবে, ততক্ষণ তাঁহার সৈন্যগণের কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তিনি সেনাপতি মেসানাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, আস্পারণ নগর তিনি রক্ষা করিতে পারিবেন কি না। নেপোলিয়ান-প্রেরিত দূত সেনাপতির সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিল, মেসানা ক্রমাগত যুদ্ধে সম্পূর্ণ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, বারুদের ধূমে মুখ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে, চক্ষুর্দ্বয় অগ্নিশিখার ন্যায়; তিনি কতকগুলি মৃতদেহের মধ্যে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। নেপোলিয়ানের দূতকে তিনি বলিলেন, "তুমি যাও, সম্রাট্‌কে বল, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার সৈন্যগণ নিরাপদ্ হইতে না পারিবে, ততক্ষণ আমি নগর রক্ষা করিব।"

এই সংবাদে সন্তুষ্ট হইয়া নেপোলিয়ান সেতুর উপর দিয়া দ্বীপে প্রবেশপূর্ব্বক সৈন্যগণের শিবিরসংস্থানোপযোগী স্থানের সন্ধান করিতে লাগিলেন। অবিলম্বেই স্থান নির্ব্বাচিত হইল; তিনি বুঝিলেন, যে কয়দিন পর্য্যন্ত দানিয়ুব নদীর উপর সেতু নির্ম্মিত না হইতেছে, সে কয়দিন এখানে তাঁহার সৈন্যগণ নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে পারিবে।

রাত্রি আসিল। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ঘোরতর মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া প্রবলবেগে বৃষ্টিধারা ঝরিতে লাগিল। রণক্লান্ত সৈন্যগণ বৃষ্টিতে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতে লাগিল। সেই বৃষ্টিপ্লাবিত অন্ধকার রাত্রে নেপোলিয়ান তাঁহার সৈন্যগণের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক দেখিলেন, সর্ব্বনাশ! বন্যায় সেতু ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, নদীর অন্যপারে তাঁহার অর্দ্ধেক সৈন্য অপেক্ষা করিতেছে, তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইবার কোন উপায় নাই। সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে বৃষ্টিধারা মস্তকে ধারণপূর্ব্বক নেপোলিয়ান এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া তাঁহার সুযোগ্য সেনাপতিগণের সহিত কিংকর্ত্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন; সম্মুখে তরঙ্গভঙ্গময়ী সুবিস্তীর্ণ নদী, কূলপ্লাবিনী দানিয়ুব মহাবিক্রমে গর্জ্জন করিতে করিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। দূরস্থ শিবিরের অগ্নিরাশির লোহিত জিহ্বা সেই অন্ধকারের মধ্যে বর্দ্ধমান নরকাগ্নি-শিখার ন্যায় নৃত্য করিতেছে।

এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তেও নেপোলিয়ান বিপদ্‌ভয়ে বিচলিত হইলেন না। মৃত্যুও বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করিয়া তিনি শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; কিন্তু তাঁহার কোন কোন সেনাপতি অত্যন্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন, অবিলম্বে লোবোদ্বীপে উপস্থিত হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করা যাউক, তাহার পর নৌকারোহণে দানিয়ুব পার হইয়া সৈন্যগণের সহিত সম্মিলিত হওয়া যাইবে। নেপোলিয়ান এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না; তিনি বলিলেন, "আমাদের নিরুৎসাহ হইবার কোন কারণ নাই। দানিয়ুবের ক্ষুদ্র শাখা অতিক্রমপূর্ব্বক আপাততঃ আমরা লোবোদ্বীপে উপস্থিত হইব, সেখানে কয়েকদিন অপেক্ষা করার পর বন্যার জল কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলেই আমরা সেতু নির্ম্মাণপূর্ব্বকদানিয়ুব পার হইব। রাত্রে যদি আমরা এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি, তাহা হইলে একজন মানুষ, একটি অশ্ব, এমন কি, একটি কামান পর্য্যন্ত আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে না, আমাদের সম্মানের লাঘব হইবে না। অন্যথা আমাদিগকে বহুসংখ্যক আহত ও পীড়িত সৈন্য এবং অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। ইহাই যদি করিতে হয়, তাহা হইলে ভিয়েনাবাসিগণকে আমাদের মুখ দেখানও কর্ত্তব্য নয়, ইহাতে শত্রুগণ আমাদের দুর্ব্বলতার পরিচয় পাইয়া ভিয়েনা হইতে ফরাসীদিগকে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য আর্ক ডিউক চার্লসকে আহ্বান করিবে। প্রিন্স ইউজিন শত্রুহস্তে নিপতিত হইয়া প্রাণ হারাইবে। আমাদের সহযোগিগণ—যাহারা বিশ্বাসঘাতকতার অবসর না পাইয়া আমাদের সহযোগিতায় প্রবৃত্ত আছে, তাহারা শত্রুগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে; ফরাসীসাম্রাজ্যের

সৌভাগ্যরবি অস্তমিত হইবে, ফরাসীর উন্নতিস্রোত চিররুদ্ধ হইবে। মেসানা, দাভো, তোমাদের সৈন্যকে রক্ষা কর, তোমাদের নামের গৌরব রক্ষা কর।”

নেপোলিয়ানের এই বক্তৃতা প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে অপূর্ব্ব উদ্দীপনার সঞ্চার করিল। সেনাপতি মেসানা উৎসাহ-প্রদীপ্ত-হৃদয়ে সম্রাটের হস্তধারণপূর্ব্বক বলিলেন, “সম্রাট্, আপনি সাহসের অবতারস্বরূপ। আপনি আমাদের যোগ্য পরিচালক। আমরা যাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছি, তাহাদিগের ভয়ে আমরা কখনও কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিব না। আমাদের সৌভাগ্যের অভাব হইলেও আমরা এখনও বিজয়ী। আমরা দানিয়ুবের ক্ষুদ্রশাখা অতিক্রম করি, যদি কোন শত্রু আমাদের অনুসরণ করে, তাহা হইলে তাহাকে সজীব অবস্থায় নদী পার হইতে হইবে না।”—যত দিন সেতু-নির্ম্মাণ না হয়, তত দিন ভিয়েনা নগর রক্ষা করিবার ভার সেনাপতি দাভো গ্রহণ করিলেন।

সেনাপতি মেসানা অবিলম্বে এস্‌লিং ও আস্‌পারণে প্রত্যাগমন করিলেন। অষ্ট্রীয়গণ তখনও ক্রমাগত গোলা নিক্ষেপ করিতেছিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় নেপোলিয়ান সেনাপতি সভারির সহিত একখানি জীর্ণ নৌকায় দানিয়ুবের সেই প্রবল স্রোত বিদীর্ণ করিয়া তাহার দক্ষিণ-তীরে পদার্পণ করিলেন। তখন সূচিভেদ্য অন্ধকারে নৈশ প্রকৃতি আচ্ছন্ন, মুষলধারে বৃষ্টির বিরাম ছিল না। দানিয়ুবের দক্ষিণতীরবর্ত্তী এবার্সডর্ফ নগরে নির্ব্বিঘ্নে উপস্থিত হইয়া নেপোলিয়ান যতগুলি সম্ভব নৌকা সংগ্রহপূর্ব্বক বিস্কুট, ব্রাণ্ডি ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যাদি লোবোদ্বীপে তাঁহার সৈন্যগণের নিকট প্রেরণ করিলেন।

মধ্যরাত্রে সেনাপতি মেসানা শত্রুগণকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত দেখিয়া অন্ধকারের সহায়তায় সেই ঝটিকা-বৃষ্টির মধ্যেই রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন, দলে দলে ফরাসী-সৈন্যগণ ক্ষুদ্র সেতুপথে শাখানদী পার হইতে লাগিল, পীড়িত আহত সৈন্যগণকে, এমন কি, যুদ্ধের সমস্ত উপকরণ লোবোদ্বীপে প্রেরণ করা হইল। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া এই অনুষ্ঠান চলিল। অতি প্রত্যূষে পূর্ব্বাকাশ অল্প পরিষ্কার হইলে অষ্ট্রীয় সৈন্যগণ ফরাসীদিগের চাতুরী বুঝিতে পারিল। তাহারা তৎক্ষণাৎ ফরাসী সৈন্যগণের পশ্চাদ্ধাবন করিল এবং জনপূর্ণ সেতুর উপর ক্রমাগত গুলীবর্ষণ করিতে লাগিল। সেনাপতি মেসানা তখনও সেতু পার হন নাই, তিনি সেই অগ্নিবর্ষণের মধ্যে নিঃসঙ্কোচে দণ্ডায়মান হইয়া অবশিষ্ট লোকগুলিকে অতি সাবধানে পার করিতে লাগিলেন। যখন তিনি দেখিলেন, আর একজন প্রাণী, এমন কি, একটি কামান পর্য্যন্ত পড়িয়া নাই, তখন তিনি সেতুর উপর উঠিয়া শৃঙ্খল ছেদন করিয়া দিলেন, ভেলা ধীরে ধীরে অন্য পারে উপস্থিত হইল।

এই যুদ্ধে কত সৈন্য নিহত হইয়াছিল, তাহার নির্দ্ধারণ করা কঠিন। তবে ফরাসী অপেক্ষা অষ্ট্রীয়গণের ক্ষতি অধিক হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন, এই যুদ্ধক্ষেত্রে পনর হাজার ফরাসী ও ছাব্বিশ হাজার অষ্ট্রীয় সৈন্য প্রাণত্যাগ করে। এতদ্ভিন্ন উভয় পক্ষের বহুসংখ্যক সৈন্য আহত হইয়াছিল।

এ দিকে সেনাপতিগণকে বিদায়দানপূর্ব্বক নেপোলিয়ান এক আঁটী খড়ের উপর মস্তক রাখিয়া কিয়ৎকাল নিদ্রাভোগ করিলেন এবং প্রভাত হইতেই তিনি অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক সৈন্যগণের অবস্থা-পরিদর্শনে বহির্গত হইলেন। তিনি স্থির করিলেন, দানিয়ুবনদীর জলোচ্ছ্বাসের হ্রাস হইতে ও নদীর উপর উপযুক্ত সেতু নির্ম্মাণ করিতে একমাস সময় লাগিবে। নেপোলিয়ান আর মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব করা সঙ্গত জ্ঞান করিলেন না। অমানুষিক পরিশ্রমের সহিত তিনি সেতুনির্ম্মাণ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, সৈন্যগণ তাঁহার সহায়তায় প্রবৃত্ত হইল; সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারগণ কর্ত্তব্যসাধনের জন্য দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। এইরূপে অশ্রান্ত চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রমের ফলে তিন সপ্তাহের মধ্যে দানিয়ুব নদীর বক্ষে সুবিস্তীর্ণ সেতু নির্ম্মিত হইল। এই সেতু দীর্ঘে দ্বাদশ শত ফিট; তিনখানি সুবৃহৎ শকট পাশাপাশিভাবে ইহার উপর দিয়া যাইতে পারিত। ইহার একশত ফিট নিম্নদেশ দিয়া আর একটি সেতু নির্ম্মিত হইল। স্থির হইল, তাহার উপর দিয়া পদাতিকগণ নদী পার হইবে।

আর্ক ডিউককে প্রতারিত করিবার জন্য নেপোলিয়ান যেখানে পূর্ব্বে নদী পার হইয়াছিলেন, সেই স্থানেই নদী পার হইবেন, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন। সেই জন্য এখানে একটি সেতু-নির্ম্মাণের বিশেষ আয়োজন করা হইল।

আর্ক ডিউক চার্লসও ফরাসীদিগের গতিরোধের জন্য বিপুল আয়োজন করিতে লাগিলেন, চতুর্দ্দিক্ হইতে

সৈন্য সংগৃহীত হইতে লাগিল। নেপোলিয়ান লোবো দ্বীপের একাংশ কতকগুলি বৃক্ষদ্বারা প্রাচীরবেষ্টিত করিয়া তাহার অন্তরালে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সৈন্য, পাঁচ শত পঞ্চাশটি কামান এবং চল্লিশ সহস্র অশ্বারোহী সমবেত করিলেন।

এই প্রকার নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও নেপোলিয়ান তাঁহার সৈন্যগণের সুখস্বচ্ছন্দতার বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে ভুলিতেন না। একদিন তিনি তাঁহার কয়েকজন সেনানায়কের সহিত নদীতীরে পরিভ্রমণ করিতে করিতে একদল অশ্বারোহী সৈন্যের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন; এই অশ্বারোহিগণ তখন আহারে বসিয়াছিল। নেপোলিয়ান তাহাদিগকে মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধুগণ, ভরসা করি, তোমরা উৎকৃষ্ট সুরা পাইয়াছ।"

একজন অশ্বারোহী উত্তর করিল, "আমরা যে সুরা পান করি, তাহাতে আমাদিগকে মাতাল হইতে হয় না।" তাহার পর সে দানিয়ুব নদীর দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া বলিল, "ঐ দেখুন, আমাদের মদের ভাঁটী।"

নেপোলিয়ান তৎক্ষণাৎ প্রত্যেক সৈন্যকে এক এক বোতল সুরা প্রদান করিবার জন্য তাঁহার ভাণ্ডারাধ্যক্ষের প্রতি আদেশ করিলেন; সৈন্যগণ তাঁহাকে এইরূপ কথা কেন বলিল, বুঝিতে না পারিয়া তিনি ইহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন; অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, রসদবিভাগের কয়েকটি পদস্থ কর্ম্মচারী সৈন্যগণের প্রাপ্য সুরা বিক্রয়পূর্ব্বক সেই অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছে। নেপোলিয়ান তাহাদিগকে বিচারের জন্য বিচারকগণের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বিশ্বাসঘাতক তস্করগণকে তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হইল।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই রাত্রিকাল অত্যন্ত ঝটিকাময়ী হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপর আকাশে যেমন মেঘ, বৃষ্টিধারাও সেইরূপ প্রবল, ঘন ঘন বজ্রনাদে ধরণী প্রকম্পিত ও কর্ণ বধির হইতেছিল। নেপোলিয়ান দেখিলেন, এই রাত্রিই তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল। সেই ঝটিকাবৃষ্টি ও অন্ধকারের সহায়তায় নেপোলিয়ানের আদেশে তাঁহার সৈন্যগণ এককালে অস্ত্রীয়গণকে সকলদিক্ হইতে আক্রমণ করিল। যুগপৎ নয় শত কামান হইতে অগ্নিস্রোত নির্গত হইয়া শত্রুগণকে ধ্বংস করিতে লাগিল। উর্দ্ধাকাশে বিদ্যুতানল, নিম্নে ধরণীতলে কামানের কালানল; উর্দ্ধে মেঘগর্জ্জন, নিম্নে কামানগর্জ্জন; বিধাতা ও মানবের রোষ যুগপৎ সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সৃষ্টি লয় করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। বন্দুক হইতে অশ্রান্ত গুলী বর্ষিত হইয়া শত্রুসৈন্যের উপর নিপতিত হইতে লাগিল। সেই মধ্যরাত্রে সুপ্ত ভিয়েনা হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া সবিস্ময়ে শুনিল, শত্রুপক্ষ মহাবেগে তাহাদিগের সৈন্য আক্রমণ করিয়াছে। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া সে যুদ্ধের বিরাম রহিল না।

পরদিন প্রভাতে উভয়পক্ষের সৈন্যদলের সম্মুখে এক অতি বিরাট বিস্ময়কর দৃশ্য পরিস্ফুট হইল। তখন বৃষ্টি ও ঝটিকার অবসান হইয়াছিল; সুনীল আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র ছিল না, প্রভাতের মধুর রৌদ্রে সিক্ত প্রকৃতি হাস্যময়ী হইয়া উঠিয়াছিল। সত্তর হাজার সৈন্য তাহার পূর্ব্বেই নদী পার হইয়া গিয়াছিল, অবশিষ্ট সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সেতু পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া নদী পারের উপক্রম করিতেছিল। তাহাদের তীক্ষ্ণ অস্ত্রে সূর্য্যকিরণ, তাহাদের শিরস্ত্রাণে প্রভাত-রৌদ্র, তাহাদের পরিচ্ছদে অরুণালোক; বাজিরাজি বঙ্কিমগ্রীবায়, নানাপ্রকার দেহভঙ্গীসহকারে অগ্রসর হইতেছে। আর্ক ডিউক চার্লস দেখিলেন, সম্মুখে সমূহ বিপদ্। তিনি স্থির করিলেন, এই সমস্ত ফরাসী সৈন্যের নদী পার হইতে অন্ততঃ চব্বিশ ঘণ্টা লাগিবে, সেই অবসরে যে সকল সৈন্য নদী পার হইয়াছে, তাহাদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক বিনষ্ট করাই বিধেয়। ওয়াগ্রামের উচ্চ ভূমিখণ্ডে তিনি তাঁহার ভ্রাতা সম্রাট্ ফ্রান্সিসের সহিত শত্রুসৈন্য আক্রমণের অভিপ্রায়ে সসৈন্যে দণ্ডায়মান হইলেন।

আর্ক ডিউক সম্রাট্কে বলিলেন, "ফরাসীগণ দানিয়ুব পার হইতেছে, আমি তাহাদের কিয়দংশকে পার হইতে দিতেছি।"

সম্রাট্ বলিলেন, "উত্তম কথা, কিন্তু তাহাদের সকল সৈন্য যেন পার হইয়া না আসিতে পারে।"

ফরাসী সৈন্যগণ দলে দলে ওয়াগ্রামে আসিয়া সম্মিলিত হইতে লাগিল, সমস্ত দিন ধরিয়া রীতিমত যুদ্ধ না হইলেও সামান্য সামান্য যুদ্ধ চলিল। ক্রমে রাত্রি আসিল। রাত্রে যেমন শীত, তেমনি কুজ্ঝটিকা; তাহার মধ্যেই সৈন্যগণ মুক্তপ্রান্তরে অন্ধকারের ছায়ায় শয়নপূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে

লাগিল। অগ্নি প্রজ্বালিত করিবার জন্য একখণ্ড কাষ্ঠও পাওয়া গেল না।

সে রাত্রে আর নেপোলিয়ানের নিদ্রা হইল না। তিনি সমস্ত রাত্রি অশ্বারোহণপূর্ব্বক সৈন্যগণের অবস্থানভূমি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। মধ্যরাত্রে তাঁহার সেনাপতিগণকে আহ্বানপূর্ব্বক বিবিধ উপদেশ প্রদান করিলেন। পরদিন তাহাদিগকে সেই উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। রাত্রিপ্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষের সৈন্যসংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ; অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যগণ নয় মাইল ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছিল। যুদ্ধ চলিল; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অগ্নিময় গোলকগুলি তাহারা ক্রীড়াকন্দুকের ন্যায় বক্ষ পাতিয়া লইতে লাগিল। সঙ্গীনের তীক্ষ্ণ কণ্টকাগ্র তুচ্ছ করিয়া তাহার উপর লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক বিপক্ষের মস্তকের উপর সুশাণিত খড়্গ পরিচালিত করিতে লাগিল। এককালে শত শত ভূপতিত মনুষ্যদেহ অশ্বখুরে বিদলিত, বিচূর্ণিত ও বিমথিত হইয়া গেল। রণস্থলে রক্তের স্রোত চলিল; পদতলে অস্থি, মাংস, শোণিত; মস্তকের উপর ধূম, অগ্নি, অস্ত্রের ঝনাৎকার, কামান-বন্দুকের গর্জ্জন; সর্ব্বত্র মৃত্যুস্রোতের অবারিত গতি।

এই ঘটনার কয়েকদিন পূর্ব্বে সেনাপতি মেসানা তাঁহার অশ্ব হইতে পতিত হইয়া অত্যন্ত আহত হইয়াছিলেন, গুরুতর আহত হইয়াও তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারেন নাই; একখানি আবরণহীন শকটে উপবেশনপূর্ব্বক তিনি সৈন্যগণকে পরিচালিত করিতেছিলেন। তখন ভয়ানক বেগে যুদ্ধ চলিতেছিল, নেপোলিয়ান তাঁহার তুষারশুভ্র অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক মেসানার সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন;—দেখিলেন, সেনাপতির চতুর্দ্দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে গোলা আসিয়া পড়িতেছে, দলে দলে সৈন্যগণ আহত ও মৃতদেহে তাঁহার চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিতেছে, কিন্তু তিনি নির্ব্বিকার, দেহের যন্ত্রণাও যুদ্ধের উৎসাহে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছেন। নেপোলিয়ান অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক মেসানার শকটে তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। অতঃপর সৈন্যগণ কি ভাবে পরিচালন করা আবশ্যক হইবে, এ সম্বন্ধে তিনি মেসানার সহিত পরামর্শ করিতেছেন, এমন সময়ে এককালে শতাধিক কামান-শকট সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার পর সেনাপতি ম্যাক্‌ডোনাল্ডের অধীনস্থ পদাতিকদল সঙ্গীন উন্নত করিয়া তাহাদের অনুগমন করিল; অনন্তর চতুর্দ্দশ রেজিমেণ্ট অশ্বারোহী অশ্বখুরশব্দে দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া অগ্রসর হইল। এক শত কামান হইতে একসঙ্গে শত শত গোলা শত্রুসৈন্যের উপর নিপতিত হইতে লাগিল। সে আক্রমণ প্রতিমুহূর্ত্তে শত্রুসৈন্যগণের অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। দলে দলে সৈন্যগণ নাশ হইতেছে দেখিয়া আর্ক ডিউক দ্রুতবেগে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।

নেপোলিয়ান তাঁহার দূরবীক্ষণ-সহায়তায় দেখিলেন, শত্রুগণের অশ্রান্ত গুলীবর্ষণের ভিতর দিয়া ম্যাক্‌ডোনাল্ড ধীরপদে অকুণ্ঠিতগতিতে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহার সৈন্যগণ বীরপ্রতাপে তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া নেপোলিয়ান মহা উৎসাহভরে বলিয়া উঠিলেন, "কি বীরপুরুষ!"—ম্যাক্‌ডোনাল্ড তিন মাইল পথ শত্রুসৈন্য ভেদ করিয়া দলে দলে উভয় পার্শ্বের শত্রুসৈন্য নিহত করিয়া অগ্রসর হইলেন। অন্যদিকে সেনাপতি দাভো অস্ট্রীয় সৈন্যগণকে ধ্বংস করিতেছিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই নেপোলিয়ান সেনাপতি দাভোর কামান-পরিচালনা দেখিয়া বলিলেন, "আজ আমাদেরই জয়লাভ হইল।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেশায়ার নামক অন্যতম সেনাপতিকে তাঁহার অধীনস্থ অশ্বারোহী সৈন্যসমূহ শত্রুগণের উপর পরিচালিত করিবার আদেশ দান করিলেন। সেনাপতি বেশায়ার শত্রুগণের অগণ্য কামান-গোলক তুচ্ছ করিয়া সসৈন্যে মহাবেগে অগ্রসর হইলেন। সহসা একটি সুবৃহৎ অগ্নিময় গোলক আসিয়া সেনাপতির অশ্বের উপর নিপতিত হইল, অশ্ব ভূতলশায়ী হইল, তাহার দেহ শতখণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল, সেনাপতি বেশায়ার সঙ্গে সঙ্গে অদূরে নিক্ষিপ্ত হইলেন, তাঁহার দেহ শোণিতে ও ধূলিরাশিতে মিলিয়া কর্দ্দমাক্ত হইয়া গেল। নেপোলিয়ান এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া একবার চক্ষু ফিরাইলেন, ক্ষোভে দুঃখে তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল, তিনি সজোরে অশ্বধাবন করিয়া বলিলেন, "সৈন্যগণ, অগ্রসর হও, এখন আমার রোদনেরও অবসর নাই।" সেনাপতির অভাবে সৈন্যগণ সমস্বরে হাহাকার করিয়া উঠিল।

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে নেপোলিয়ান সাভরিকে সেনাপতি বেশায়ারের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য, তিনি জীবিত

আছেন কি না, জানিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। সকলেরই বিশ্বাস হইয়াছিল যে, অব্যর্থ গোলার আঘাতে তাঁহার অশ্বদেহ শতখণ্ডে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেই অশ্বের আরোহী কখন জীবিত থাকিতে পারে না ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সেনাপতি বেশায়ার মূর্চ্ছিতমাত্র হইয়াছিলেন, তাঁহার আঘাত গুরুতর হয় নাই। অতঃপর নেপোলিয়ান বেশায়ারকে দেখিয়া সহাস্যে বলিয়াছিলেন, "মার্শেল! তুমি গোলার আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছ স্থির করিয়া আমার রক্ষী সৈন্যদল সমস্বরে হাহাকার করিয়া উঠিয়াছিল, তাহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান কর, তাহাদের সেই শোক বড় মূল্যবান্।"

বেলা তিন ঘটিকার সময় আর্ক ডিউক চার্লসের চব্বিশ হাজার সৈন্য আহত ও নিহত এবং দ্বাদশ সহস্র সৈন্য ফরাসীহস্তে বন্দী হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্যগণকে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। সম্রাট্ ফ্রান্সিস্ তাঁহার ওয়াকারস ড্রফট প্রাসাদ হইতে অষ্ট্রীয় সৈন্যগণের এই শোচনীয় পরাজয় নিরীক্ষণ করিলেন, তিনি অতঃপর সেখানে অবস্থান করা নিরাপদ্ নহে বুঝিয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক পলায়নপর সৈন্যগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। অষ্ট্রিয়া নেপোলিয়ানের বিজয়ী সৈন্যগণের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

যুদ্ধাবসানে নেপোলিয়ান যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন ;—দেখিলেন, শত্রুমিত্রের মৃতদেহে রণস্থল সমাচ্ছন্ন, চব্বিশ হাজার অষ্ট্রীয় ও আঠার হাজার ফরাসী সৈন্য রণস্থলে নিপতিত রহিয়াছে। নয় মাইল দীর্ঘ, তিন চারি মাইল প্রশস্ত সমরক্ষেত্র হইতে কেবল আহতের আর্ত্তনাদ উত্থিত হইতেছে, ঝাঁকে ঝাঁকে মক্ষিকাকুল তাহাদের ক্ষতস্থলে দংশন করিতেছে। নেপোলিয়ান শত্রু-মিত্র ভেদজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া স্বহস্তে আহতগণের সেবা করিতে লাগিলেন। যাহারা সম্রাট্‌কে চিনিতে পারিল, এই সদয় ব্যবহারে তাহাদের চক্ষু হইতে কৃতজ্ঞতার অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। একটি যুবক অশ্বারোহী সৈনিক কর্ম্মচারীর মস্তক গোলার আঘাতে চূর্ণপ্রায় হইয়াছিল, নেপোলিয়ান নতজানুভাবে তাঁহার পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক স্বকীয় রুমাল দ্বারা ওষ্ঠ ও ললাট হইতে ধূলি এবং শোণিতরাশি অপনীত করিলেন। তাঁহার ধমনীর গতি পরীক্ষা করিলেন। যুবক কর্ম্মচারী জ্ঞানলাভ করিয়া তাঁহার পার্শ্বে সম্রাট্‌কে উপবিষ্ট দেখিয়া সসম্ভ্রমে একবার উঠিবার চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না ; কেবল অশ্রুবর্ষণপূর্ব্বক তাঁহার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন ; একটি কথাও তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইল না। অতি অল্পকালের মধ্যেই সকল যাতনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া তিনি পরলোকে প্রস্থান করিলেন।

নেপোলিয়ান কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই দেখিলেন, সেনাপতি ম্যাক্‌ডোনাল্ড পলায়িত শত্রুসৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে হইতে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের সহিত সম্রাটের কিছু মনান্তর চলিতেছিল ; শত্রুগণের মিথ্যা অপবাদে এই মনোমালিন্যের বৃদ্ধি হইয়াছিল। আজ নেপোলিয়ান স্বচক্ষে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের সাহস ও বীরত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি অকুণ্ঠিতভাবে তাঁহার দক্ষিণহস্ত প্রসারণপূর্ব্বক বলিলেন, "ম্যাক্‌ডোনাল্ড, আমার হস্ত গ্রহণ কর। আমাদের মধ্যে আর কিছুমাত্র মনোমালিন্য থাকিবে না। আজ হইতে আমরা পরস্পরের বন্ধু। আমার বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ আমি তোমাকে বীরপদক পাঠাইয়া দিব, তোমার বীরত্ব দ্বারা তুমি তাহা উপার্জ্জন করিয়াছ।" ম্যাক্‌ডোনাল্ড তৎক্ষণাৎ নেপোলিয়ানের কর-ধারণপূর্ব্বক মহা আগ্রহে তাহা কম্পিত করিলেন, তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "সম্রাট্, আজ হইতে আমরা ইহজীবনের জন্য পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইলাম।" এই ম্যাক্‌ডোনাল্ড স্কটল্যাণ্ডের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সন্তান ছিলেন, মোরো যখন সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন, তখন ম্যাক্‌ডোনাল্ডের এই ষড়যন্ত্রের সহিত সহানুভূতি ছিল বলিয়া জনরব হওয়ায় নেপোলিয়ান তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করিতেন। আজ এই ভীষণ যুদ্ধে তাঁহার বীরত্ব দর্শনে নেপোলিয়ানের সকল সন্দেহ দূর হইয়াছিল, তিনি তাঁহার সহযোগীর প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছিলেন।

অবিলম্বে ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হইল, সেই ঝটিকাবেগ ও বৃষ্টিধারা মস্তকে ধারণপূর্ব্বক নেপোলিয়ান আহত সৈন্যগণের শুশ্রূষার সকল বন্দোবস্ত শেষ করিয়া সেনাপতিবর্গের সহিত শিবিরে সম্মিলিত হইলেন। অষ্ট্রীয়গণ পরাজিত হইয়া অগত্যা সন্ধির প্রার্থনা করিয়াছিল, শিবিরে সেই সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে লাগিল। অনেকেই সন্ধিস্থাপনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন, অধিকাংশ সেনাপতিই বলিলেন, "শত্রুর শেষ রাখা কর্ত্তব্য নহে, অষ্ট্রীয়গণ পুনঃপুনঃ

বড় জ্বালাতন করিয়াছে, প্রতিবারই বাধ্য হইয়া তাহারা সন্ধিস্থাপন করে, পরে সেই সন্ধি ভঙ্গ করে; তাহাদিগের ভদ্রতায় আর বিশ্বাস নাই।" নেপোলিয়ান সেনাপতিগণের তর্ক-বিতর্ক শ্রবণ করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "শোণিতপাত যথেষ্ট হইয়াছে, আর আবশ্যক নাই, আমি সন্ধিস্থাপন করিব।" অবশেষে অস্ট্রিয়া এই যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনপূর্ব্বক নেপোলিয়ানের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। ফ্রান্সের সহিত অস্ট্রিয়ার ইহাই চতুর্থ সন্ধি। ষোড়শ বর্ষের মধ্যে এই চারিবার সন্ধি স্থাপিত হইল। অস্ত্রীয় সম্রাট্ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় এই চতুর্থবারের সন্ধিও উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সন্ধি স্থাপিত হওয়ায় নেপোলিয়ান অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। অস্ত্রীয় রাজধানীতে আনন্দ-বাদ্য বাজিতে লাগিল, সৈন্যগণ তোপধ্বনি দ্বারা হর্ষ ঘোষণা করিতে লাগিল। সন্ধি-স্থাপনের পর নেপোলিয়ান অস্ট্রিয়া-ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইহার কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি স্কনব্রণ নগরে সৈন্য-প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছিলেন; সেই সময়ে ষ্ট্রাপস্ নামক একটি অস্ত্রীয় যুবক সম্রাটের সহিত সাক্ষাতের চেষ্টা করে, সে প্রকাশ করে, তাহার একখানি অত্যন্ত আবশ্যকীয় আবেদনপত্র আছে। নেপোলিয়ানের কর্ম্মচারিগণ তাহাকে বলেন,সম্রাটের সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই। এ কথা শুনিয়া সে পুনঃ পুনঃ অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল, ইহাতে সকলের মনে সন্দেহ হইল। তাহাকে ধরিয়া তাহার পরিচ্ছদাদি পরীক্ষা করিতেই একখানি সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা তাহার বস্ত্রান্তরালে সংগুপ্ত দেখা গেল। তখন সকলে তাহাকে তাহার গুপ্ত অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ষ্ট্রাপস্ কিছুমাত্র ভীত না হইয়া অবিচলিতচিত্তে বলিল, সে সম্রাট্কে হত্যা করিতে আসিয়াছিল। সম্রাট্ অবিলম্বেই এ সংবাদ পাইলেন এবং তাঁহার গৃহকক্ষে সেই যুবকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; যুবকের তরুণ বয়স, সুন্দর মুখ ও উজ্জ্বল চক্ষু দেখিয়া সম্রাটের মনে ক্রোধের পরিবর্ত্তে করুণার উদ্রেক হইল। তিনি সদয়ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার প্রাণ নষ্ট করিবার ইচ্ছা করিয়াছ কেন? আমি কি তোমার কোন ক্ষতি করিয়াছি?"

ষ্ট্রাপস্ ধীরভাবে বলিল, "না, কিন্তু আপনি আমার স্বদেশের শত্রু, আমার স্বদেশকে আপনি যুদ্ধে যুদ্ধে প্রায় ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছেন।"

"কিন্তু তোমাদের সম্রাট্ ফ্রান্সিস্ই প্রথমে যুদ্ধ উপস্থিত করেন, আমি প্রথমে যুদ্ধ করিতে আসি নাই, তাঁহার প্রাণ নষ্ট হইলে কম অন্যায় হইত।" সম্রাট এই উত্তর দিলেন।

যুবক বলিল, "মহাশয়, আমি স্বীকার করি যে, আপনি এ যুদ্ধানল প্রজ্বালিত করেন নাই, কিন্তু যদি সম্রাট্ ফ্রান্সিস্কে বধ করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার মত আর একজন সম্রাট্ সিংহাসনে আরোহণ করিবেন, কিন্তু আপনাকে নিহত করিতে পারিলে আপনার ন্যায় আর একজন বীর দেখিতে পাওয়া যাইবে না।"

সম্রাট্ এই যুবকের প্রাণদানের ইচ্ছা করিয়া বলিলেন, "যদি আমি তোমাকে ক্ষমা করি, তাহা হইলে কি তুমি আমাকে হত্যা করিবার অভিপ্রায় ত্যাগ করিবে না?"

যুবক নির্ভীকচিত্তে বলিল, "যদি সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহা হইলেই করিব, সন্ধি স্থাপিত না হইলে করিব না।"

সম্রাট্ তখন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক করভিসার্টনের হস্তে এই যুবককে পরীক্ষার জন্য সমর্পণ করিলেন। সম্রাট্ মনে করিয়াছিলেন, হয় ত তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া থাকিবে, কিন্তু চিকিৎসক মহাশয় পরীক্ষার পর তাহাকে প্রকৃতিস্থ বলিয়াই মত প্রকাশ করিলেন। ষ্ট্রাপস্কে কারাগারে লইয়া যাওয়া হইল। নেপোলিয়ান তাহাকে ক্ষমা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যবাহুল্যবশতঃ পারিসযাত্রার পূর্ব্বে তিনি তাহার কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন; সুতরাং বিচারে ষ্ট্রাপসের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যুবক অবিচলিত ছিল।

নেপোলিয়ানের সহৃদয়তা সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। একদিন সেনাপতি র‍্যাপ তাঁহার অধীনস্থ দুই জন সৈনিক কর্ম্মচারীর পদোন্নতির জন্য সম্রাটের নিকট প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট্ বলিলেন, "আমি ক্রমাগতই লোককে উচ্চপদে উন্নীত করিতেছি, আর আমি পারি না। বার্থিয়ার আমাকে ধরিয়া অনেককেই উচ্চপদ প্রদান করিয়াছেন।" তাহার পর তিনি লরিস্টন নামক সৈনিক কর্ম্মচারীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "কেমন হে, আমাদের সময়ে এমন ধাঁ ধাঁ করিয়া উন্নতি হইত না। কি বল? আমি লেফটেনাণ্টের পদে বহুদিন কাটাইয়াছি।"

সেনাপতি র‍্যাপ বলিলেন, "তাহা হইতে পারে, কিন্তু এখন আপনি আপনার সেই বিলম্ব সুদে আসলে পোষাইয়া লইয়াছেন।"

সম্রাট্ হো হো করিয়া হাসিয়া সেনাপতির প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। নেপোলিয়ান অস্ট্রিয়ায় যখন যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে স্পেনে আবার সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল; নেপোলিয়ান অন্যত্র যুদ্ধে লিপ্ত আছেন দেখিয়া বিদ্রোহী দল আর একবার ফরাসীপ্রভাব প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিল। যোসেফ বহু রাজগুণে ভূষিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সেনাপতিসুলভ গুণগ্রাম অধিক ছিল না। নেপোলিয়ান তাহা জানিতেন, তথাপি যখন তিনি এসলিং, লোবো ও ওয়াগ্রামের মহা সংগ্রামক্ষেত্রে বিজয়লাভের জন্য প্রবল উৎসাহে সমরে রত ছিলেন, সে সময়ে প্রায় দুই হাজার মাইল দূরবর্ত্তী স্পেনের টেগস্ ও ডোরো নদীর তীরভূমে ফরাসী-সৈন্য-পরিচালনার সুবিধা করিতে পারিলেন না।

সার্ আর্থর ওয়েলেসলি (পরে ডিউক অব ওয়েলিংটন) ত্রিশ সহস্র সৈন্য লইয়া পর্ত্তুগালে অবতরণ করিলেন, তাঁহার পতাকামূলে সত্তর সহস্র পর্ত্তুগীজ সৈন্য সম্মিলিত হইল। এই লক্ষ সৈন্যের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইবার জন্য ফরাসী-সেনাপতি সল্ট পর্ত্তুগালে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহার অধীনে তখন ২৬ সহস্রের অধিক সৈন্য ছিল না। এই অসমান সৈন্যদলের মধ্যে প্রবল প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। চতুর্দ্দিকে উৎপীড়ন, লুণ্ঠন, রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। ফরাসী-সৈন্যগণকে সংখ্যায় অল্প দেখিয়া সকলেই, এমন কি, রমণীগণ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে নির্যাতন আরম্ভ করিল। ইংরাজ-সৈন্যগণ সময় বুঝিয়া অরাজক রাজ্যে পাশবিক অত্যাচার আরম্ভ করিল, সার আর্থর তাহাদিগকে দমন করিতে অসমর্থ হইয়া ইংলণ্ডে সে সংবাদ প্রেরণ করিলেন।

নেপোলিয়ান যখন ওয়াগ্রামে রণযাত্রা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে একদল ইংরাজ রণতরী ইতালীর উপকূলে উপস্থিত হইয়া অস্ট্রীয়গণের সাহায্যের চেষ্টা করিতেছিল। পোপ ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত ছিলেন, তাঁহারই প্রভাবে বাদেন ও তিরলে শ্রমজীবিবর্গ ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। সুতরাং ইংলণ্ডীয় সৈন্যগণ অস্ট্রীয়দিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া ইতালী ও নেপল্‌স রাজ্য আক্রমণ ও ধ্বংস করিয়া ফেলিবে, এইরূপ সম্ভাবনা প্রবল হইয়া উঠিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া নেপোলিয়ান পোপের নিকট বিনয় প্রকাশপূর্ব্বক একখানি পত্র লিখিলেন, সাম্রাজ্যের উন্নতি ও শান্তির প্রতিষ্ঠাই যে তাঁহার উদ্দেশ্য, তাহাও তিনি পোপকে জানাইলেন এবং এই কার্য্যে পোপের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু পোপ সে প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না। তখন নেপোলিয়ান ঘোষণা করিলেন, অতঃপর পোপের অধিকারভুক্ত সমস্ত প্রদেশ ফরাসী-সাম্রাজ্যের সহিত যুক্ত হইল। ফরাসী-সৈন্যগণ অবিলম্বে রোম নগরে উপস্থিত হইয়া অস্ট্রীয় ও ইংরেজ পাদরীদিগকে সেখান হইতে দূর করিয়া দিল। পুরোহিত-সম্রাটের দরবারে ইংরাজ ও অস্ট্রীয় ধর্ম্মযাজকগণের চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান রহিল না। পোপ মহামতি তখন মহাক্রুদ্ধ হইয়া ফরাসীদিগকে ব্রহ্মশাপ প্রদান করিলেন, অর্থাৎ তাহাদিগকে 'একঘরে' করিলেন। স্বাধিকারবলে তাহাদিগের ধর্ম্মগত সকল অধিকার হরণ করিলেন। নেপল্‌সের অভিষিক্ত নরপতি মুরাট অগত্যা পোপকে বন্দী করিয়া ইতালী হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। নেপোলিয়ান লোবোতে অবস্থানকালে মুরাটের এই গর্হিত আচরণের কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। পোপের প্রতি নেপোলিয়ানের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল, তিনি আদেশ প্রদান করিলেন, পোপ পায়সের প্রতি তাঁহার পদোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে। তিনি তাঁহাকে বার্ষিক বিংশতি লক্ষ মুদ্রা বৃত্তি দান করিলেন এবং যাহাতে তিনি মহা সম্মানে কালাতিপাত করিতে পারেন, তাহার উপায়বিধান করিলেন। পোপের ইচ্ছায় যাহাতে বাধা দান করা না হয়, সে আদেশও প্রদত্ত হইল। অতঃপর নেপোলিয়ান রোমের সর্ব্ববিধ উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন, বহু ব্যক্তি পোপের সুকঠোর প্রথা ও ধর্ম্মধ্বজিতার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া নেপোলিয়ানের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পোপের স্বাধীনতা হরণ করিতে দেখিয়া সাধারণ অজ্ঞ লোকের দেহ আশঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল। নেপোলিয়ান যখন রোমের প্রাচীন গৌরব সংরক্ষণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন ইউরোপের রাজন্যবর্গ তাঁহার দমনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পত্নীত্যাগ,—মেরিয়া লুইসা

এ কাল পর্য্যন্ত নেপোলিয়ানের কোন পুত্রাদি জন্মে নাই। পূর্ব্বস্বামীর ঔরসে সাম্রাজ্ঞী যোসেফিনের একটি পুত্র ও একটি কন্যা ছিল, কিন্তু তাহাদিগকে তাঁহার উত্তরাধিকারী করিবার পথে বহু বিঘ্ন বর্ত্তমান ছিল। যদি তাঁহার পরিবারে আর কোন প্রবল উত্তরাধিকারী না থাকিত, তাহা হইলে হয় ত তিনি যোসেফিনের পুত্র ইউজিনের জন্য কোন একটা উপায় করিতে পারিতেন, কিন্তু ইউজিনের জন্য বিশেষ কোন বিধান করা তাঁহার সাধ্যের অতীত ছিল; কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন, সেরূপ কিছু করিলে আত্মীয়-স্বজনগণ কেহ তাঁহাকে মার্জ্জনা করিবেন না, অবিলম্বেই গৃহবিচ্ছেদ আরম্ভ হইবে। তিনি আরও বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, ন্যায়তঃ হউক বা না হউক, তিনি সমগ্র ইউরোপে বহুসংখ্যক শত্রু সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছেন; অথচ স্বয়ং তিনি একাকী, কোন সাম্রাজ্যের সহিতই তাঁহার আত্মীয়তা-বন্ধন নাই; এমন কেহ নাই, যিনি বিপদে তাঁহার আত্মীয় বোধে তাঁহার সাহায্যের জন্য অস্ত্রধারণ করেন। এই জন্য অনেক দিন হইতেই তিনি কোন সম্রাট্-দুহিতাকে অঙ্ক-লক্ষ্মী করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিতেছিলেন, কিন্তু এ ভাব তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তলেই গুপ্ত ছিল, যোসেফিন্‌কে পর্য্যন্ত তিনি এ সম্বন্ধে কোন দিন একটি কথাও বলেন নাই। যোসেফিনের হৃদয়ে যাহাতে আঘাত লাগে, যে কথায় যোসেফিনের চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু ঝরিতে পারে, যোসেফিনকে সে কথা বলিবার তাঁহার সাহস ছিল না।

ফরাসী-বিপ্লবের সময় হইতে ফ্রান্সের নৈতিক অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল। বিবাহ-বন্ধনের প্রতি ফরাসী-জাতির অনুরাগ বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাহাদের ধারণা জন্মিয়াছিল,—

"হাতে সূতো বেঁধে কভু প্রেম বাঁধা যায়?
বন্ধন দেখিলে প্রেম অমনি পলায়।
স্বাধীন মকরকেতু, স্বাধীন প্রণয়,
না বুঝে অবোধ লোক চাহে পরিণয়।"

সুতরাং দীর্ঘকালেও যখন যোসেফিনের গর্ভে নেপোলিয়ানের কোন সন্তানের জন্ম হইল না, তখন ফরাসী-জাতি একবাক্যে নেপোলিয়ানের দারান্তর-গ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। আমাদের এ হিন্দুর দেশে এক পত্নী বর্ত্তমানে পুরুষ লক্ষ বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু খৃষ্টানের দেশে এক পত্নী বর্ত্তমান থাকিতে দ্বিতীয় পত্নীপরিগ্রহণের বিধান নাই। বিবাহ-বন্ধনের প্রতি শ্রদ্ধা থাকিলে ফরাসীগণ নেপোলিয়ানকে তাঁহার প্রাণাধিকা মহিষী পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বিতীয়বার বিবাহের জন্য অনুরোধ করিতে হয় ত সঙ্কুচিত হইত। কিন্তু অবশেষে স্বার্থের অনুরোধে ও প্রজাপুঞ্জের অনুরোধে নেপোলিয়ান যোসেফিনকে পরিত্যাগ করাই সঙ্গত জ্ঞান করিলেন; স্থির করিলেন, যোসেফিন বাসের জন্য পারিস্ নগরে একটি সুবিস্তীর্ণ প্রাসাদ পাইবেন, পল্লী অঞ্চলেও তাঁহাকে একটি সুবৃহৎ হর্ম্ম্য প্রদান করা হইবে, তাঁহার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য বার্ষিক ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা বৃত্তি প্রদান করা হইবে এবং ভবিষ্যতে যিনি মহিষী হইবেন, তাঁহার পরই তাঁহাকে রাজ-মর্য্যাদা প্রদান করা হইবে। যোসেফিন এত দিন পত্নী ছিলেন, এখন প্রেমময়ী সখী-রূপে তাঁহার ছায়ায় বিরাজ করিবেন। স্বার্থের মোহে, কুতর্কের ছলনায় নেপোলিয়ান ভুলিয়া গিয়াছিলেন, একদিন যিনি সম্রাজ্ঞী ও অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনীরূপে বিরাজ করিয়াছেন, তিনি সম্রাটের হৃদয় ও সিংহাসন হইতে বিনাপরাধে নির্ব্বাসিত হইয়া সহচরীবেশে সম্রাটের কৃপাবিন্দুমাত্র ভিক্ষা করা অপেক্ষা মৃত্যুলাভ শ্রেয়োজ্ঞান করিবেন।

যাহা হউক, সম্রাটের অভিপ্রায় পরিবর্ত্তিত হইল না। অগত্যা যোসেফিনকে এই নিদারুণ সংবাদ জ্ঞাপন করিতে হইল। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে সুকঠোর দৈব-অভিশাপের ন্যায় নেপোলিয়ান যোসেফিনকে এই মর্ম্মান্তিক কথা শুনাইয়া দিলেন। এত বড় একটা কথা গোপন থাকে না; বিশেষতঃ যোসেফিনের সুখ ও সৌভাগ্য দর্শনে ঈর্ষান্বিত পুরুষ ও রমণীর সংখ্যাও অল্প ছিল না, তাঁহাদের

মুখে যোসেফিন পূর্ব্বেই ইহার আভাস পাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রিয়তম প্রাণেশ্বরকে তিনি কোন দিন সাহস করিয়া এ সম্বন্ধে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নাই ; সন্দেহ, দুশ্চিন্তা ও অশান্তির অনলে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্ত তিনি দগ্ধ হইতেছিলেন। এই সময়ে নেপোলিয়ান ও যোসেফিন ফন্টেনব্লে'র প্রাসাদে বাস করিতেছিলেন ; আনন্দ কোলাহল, উৎসবানুরাগ প্রাসাদ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল, ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনার একটি অন্ধকার-ছায়া যেন সেই চির-উৎসবময় অলকা-বিনিন্দিত রাজপ্রাসাদ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। অতিথিগণের সহর্ষ কণ্ঠোচ্ছ্বাস, নৃত্যগীতের মদির-বিহ্বলতা অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল ; শীতাগমে শ্যামপত্র-বিভূষিত ছায়াচ্ছন্ন সুদৃশ্য অরণ্য যেমন শ্রীভ্রষ্ট ও মলিনভাব ধারণ করে, প্রাসাদও সেইরূপ ভাব ধারণ করিয়াছিল। এই দুঃসংবাদ জ্ঞাপনের দিন নেপোলিয়ান যোসেফিনের সহিত সাক্ষাৎ করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিলেন, তিনি মন্ত্রণাগৃহে একাকী প্রভাতকাল অতিবাহিত করিলেন, ভোজন-টেবিলে উভয়ে নীরবে বসিয়া ভোজন করিলেন, কেহ কাহাকেও একটি কথা বলা দূরে থাকুক, কাহারও মুখের দিকেও চাহিলেন না। নেপোলিয়ান ভাবিলেন, "আমি অপরাধী, আমি স্বার্থপর, এমন স্ত্রীর প্রতি এমন ব্যবহার করিতে যাইতেছি, তাঁহাকে কি কথা বলিব, তাঁহাকে কি সান্ত্বনা দান করিব ?"—যোসেফিন সকলই বুঝিয়াছিলেন ; তিনি ভাবিলেন, "আমার অপরাধ কি ? কেন আমার প্রতি এত নির্দ্দয় হইলেন ? বিনাপরাধে যদি আমায় পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে আর আমার কি কথা বলিবার আছে ?"—সুতরাং উভয়েই নীরব। চিত্রার্পিতের ন্যায় উভয়ে পরস্পরের নিকট বসিয়া রহিলেন, ভৃত্য বিনা বাক্যব্যয়ে খাদ্যদ্রব্য যোগাইতে লাগিল। অন্তর্যাতনা ও দারুণ মনস্তাপে নেপোলিয়ান দুই একবার তাঁহার চামচ দ্বারা গ্লাসে আঘাত করিলেন। এই ভাবে ভোজন শেষ হইল। ভৃত্যগণ তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। নেপোলিয়ান উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন, গৃহকক্ষে সম্রাট্ ও মহিষী মাত্র রহিলেন। বিবর্ণমুখে, কম্পিত-দেহে নেপোলিয়ান যোসেফিনের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া আবেগভরে তাঁহার দক্ষিণ হাতখানি টানিয়া স্বীয় বক্ষে সংস্থাপন করিলেন, কম্পিত-কণ্ঠে রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিলেন,—"যোসেফিন ! প্রিয়তমে, প্রেমময়ি যোসেফিন ! তুমি জান, আমি তোমাকে কত ভালবাসিয়াছি। পৃথিবীতে যদি আমার কোন সুখ থাকে, তাহা হইলে যে কয় মুহূর্ত্ত আমি তোমার সহবাসে কালযাপন করি, কেবল সেই কয় মুহূর্ত্তই সুখী হই। কিন্তু যোসেফিন, আমার অদৃষ্ট আমার ইচ্ছা অপেক্ষা বলবান্। আমার প্রাণব্যাপী স্নেহ ফ্রান্সের মঙ্গলের নিকট তুচ্ছ সামগ্রী।"

আর অধিক বলিতে হইল না। এই ইঙ্গিতই যোসেফিনের কুসুমকোমল হৃদয়কে বজ্রাহত করিবার পক্ষে যথেষ্ট ; যোসেফিন মূর্চ্ছিতা হইয়া গৃহতলে নিপতিতা হইলেন। নেপোলিয়ান দ্বারপ্রান্তে ছুটিয়া গিয়া অনুচরবর্গের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন. তাঁহার আহ্বানে অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া কাউণ্ট-ডি-বিউমণ্ট সেই কক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক যোসেফিনের মূর্চ্ছাভঙ্গের চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার চৈতন্যসঞ্চার হইলে উভয়ে যোসেফিনকে তাঁহার শয়নকক্ষে লইয়া চলিলেন। যোসেফিন অধীরভাবে বলিলেন, "না—না,—তুমি ইহা করিতে পাইবে না, আমাকে তুমি বধ করিও না।"

নেপোলিয়ানের হৃদয়ও তখন বিদীর্ণ হইতেছিল, কিন্তু তিনি অধীর হইলেন না ; যোসেফিনের সহচরীবৃন্দকে তাঁহার শুশ্রূষার আদেশ করিয়া তিনি সেই কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন এবং তাঁহার বিশ্রামকক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক সমস্ত রাত্রি মহা উদ্বেগভরে কক্ষতলে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ, বক্ষঃস্থল কম্পমান, দীর্ঘনিশ্বাসে অগ্নি-স্রোত প্রবাহিত ; নেপোলিয়ান উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলেন। তিনি আবেগভরে বলিতে লাগিলেন, "ফ্রান্সের স্বার্থ ও আমার অদৃষ্ট আমার হৃদয়কে নিপীড়িত করিয়া তুলিয়াছে, বিবাহবন্ধনচ্ছেদ আমার রাজকীয় কর্ত্তব্য, ইহা হইতে আমাকে বিচলিত হইলে চলিবে না। কিন্তু তথাপি যে দৃশ্য আমি দেখিলাম, তাহাতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যাহাতে যোসেফিন এই ভীষণ আঘাত সহ্য করিতে পারে, সে জন্য হরতেনস্ দ্বারা চেষ্টা করিতে হইবে। আমি আমাদের বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদনের আবশ্যকতার কথা তাঁহার গোচর করিয়াছি। আমার বড় যন্ত্রণা হইতেছে, আমার মনে হয়, তাঁহার মন অধিক দৃঢ় ; এত অধিক যন্ত্রণা পাইব, তাহা ভাবি নাই।"

নেপোলিয়ানের আহ্বানে ইউজিন ইতালী হইতে পারিসে আসিলেন। ভগিনী হরতেন্স্ ভ্রাতার কণ্ঠলগ্ন হইয়া জননীর দুর্ভাগ্যের কথা তাঁহার গোচর করিলেন। ভগিনীকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া ইউজিন তাঁহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, সেখানে অল্প দুই চারিটি কথা-বার্ত্তার পর ইউজিন নেপোলিয়ানের মন্ত্রণাগারে প্রবেশ-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "সম্রাট্ তাঁহার মহিষীকে কি পরিত্যাগ করিবেন?" নেপোলিয়ান ইউজিনকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন, তিনি কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, কেবল ইউজিনের করগ্রহণপূর্ব্বক আগ্রহভরে তাহা নিপীড়ন করিলেন। ইউজিন সম্রাটের নিকট হইতে কয়েক পদ সরিয়া গিয়া তীব্র ভৎর্সনার স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি যদি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে আপনার কর্ম্ম হইতে বিদায়গ্রহণের অনুমতি করুন।"

নেপোলিয়ান ইউজিনের মুখের দিকে চাহিয়া বিষণ্নভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি ইউজিন? তুমি আমার পুত্র-তুল্য, তুমি আমায় ত্যাগ করিবে?"

ইউজিন ধীরভাবে বলিলেন, "হাঁ মহাশয়, যাহার জননী সম্রাজ্ঞীরূপে বিরাজিত রহিবার উপযুক্ত নহে, তাহার রাজ-প্রতিনিধিত্ব করা সম্ভবে না। আমি আমার জননীর সহিত নির্জ্জনে জীবনযাপন করিব। তিনি তাঁহার পুত্রকন্যার মুখের দিকে চাহিয়া সান্ত্বনা লাভ করিবেন।"

নেপোলিয়ানের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বিষাদ-কম্পিত-স্বরে বলিলেন, "ইউজিন! তুমি বুঝিয়াছ, কিরূপ কঠিন কর্ত্তব্যের অঙ্কুশ-তাড়নে আমি এই দুষ্কর কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এজন্য তুমিও আমাকে পরিত্যাগ করিবে? তাহা হইলে কে আমার পুত্রস্থানীয় হইয়া রহিবে, কে আমার ইচ্ছা পূর্ণ ও কে আমার স্বার্থসংরক্ষণ করিবে? ভবিষ্যতে আমার যদি কোন সন্তান জন্মে, আমার অভাবে কে তাহাকে দেখিবে? আমার মৃত্যুর পর কে তাহার পিতৃ-স্থানীয় হইয়া রহিবে? তাহাকে শিক্ষিত করিবার জন্য, তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য তুমি ভিন্ন আর কেহ নাই।"

ইউজিন এবার বিচলিত হইলেন, যে সম্রাটের অনুগ্রহে তিনি আজ এই অসীম সুখসৌভাগ্যের অধিকারী, যে সম্রাট্ তাঁহার জীবনের শুভগ্রহস্বরূপ, তিনিই আজ কাতরভাবে তাঁহার অনুগ্রহ-প্রার্থনা করিতেছেন, ইউজিন আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না, নেপোলিয়ানের করধারণপূর্ব্বক ইউজিন উপবনে প্রবেশ করিলেন, সেখানে দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহাদের অনেক কথা হইল। যোসেফিন ধীরভাবে ইউ-জিনকে উপদেশ প্রদান করিলেন। সম্রাট্ যাহাই করুন, তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করা ইউজিনের কর্ত্তব্য হইবে না; কারণ, সম্রাট্ তাঁহার হিতৈষী, পিতৃতুল্য। সম্রাটের উপকারের ঋণপরিশোধ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, সুতরাং সর্ব্বপ্রকার সুখে দুঃখে তাঁহারই অনুগত হইয়া থাকা উচিত।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর সম্রাটের সহিত যোসেফিনের বিবাহচ্ছেদ হইল। চতুর্দ্দিকের শোক ও দুঃখো-চ্ছ্বাসের মধ্যে যথাবিধি ক্রিয়া শেষ হইলে যোসেফিন অশ্রু-পূর্ণ-নেত্রে কিন্তু সম্পূর্ণ সংযতচিত্তে পরিষ্কারকণ্ঠে তাঁহার শপথ পাঠপূর্ব্বক নেপোলিয়ানের প্রস্তাবের সমর্থন করি-লেন। তাহার পর লেখনী লইয়া দলীলে তাঁহার নাম স্বাক্ষর করিলেন; তাঁহার চিরদিনের সুখ, শান্তি, আশা, তাঁহার জীবনের অবলম্বন, মৃত্যুর নির্ভর মুহূর্ত্তের মধ্যে বিলুপ্ত হইল। দর্শকগণের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল, সভাস্থল শোকাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, যোসেফিনের কাতরতা সকলের হৃদয়ই স্পর্শ করিল। ইউজিন এতক্ষণ সহ্য করিয়াছিলেন, আর সহ্য করিতে পারিলেন না, তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, তাঁহার বক্ষের স্পন্দন স্থগিত হইল, তিনি সংজ্ঞাশূন্যভাবে ভূপতিত হইলেন। হরতেনস্ এতক্ষণ গভীর দুঃখে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিলেন, কার্য্য শেষ হইলে তিনি পরিচারিকাগণের সহায়তায় ইউজিনের চেতনাহীন দেহ তুলিয়া লইয়া মাতার সহিত সভাস্থল পরিত্যাগ করিলেন।—কাব্যে ও উপন্যাসে ইহা অপেক্ষা শোচনীয় ও হৃদয়-বিদারক দৃশ্যের কথা অধিক পাঠ করা যায় না।

নিজের গৃহকক্ষে আসিয়া যোসেফিন শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। ক্রমে রাত্রি গভীর হইল, নেপোলিয়ান তাঁহার বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করিলেন, আজ তাঁহার জীবন নিতান্ত দুর্ব্বহ বোধ হইতে লাগিল। তিনি একাকী শয্যায় শয়ন করিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন আছেন, এমন সময়ে একটি গুপ্ত দ্বার-পথে যোসেফিন ধীরে ধীরে সম্রাটের বিশ্রামকক্ষে উপস্থিত হইলেন। হায়, লোকাচারের খড়্গ কি হৃদয়ের

প্রেমবন্ধন ছিন্ন হয়? যোসেফিনের চক্ষু ক্রমাগত ক্রন্দনে স্ফীত হইয়াছিল, তাঁহার কেশ ও বেশ বিশৃঙ্খল দেখিয়া সহসা উন্মাদিনী বলিয়া ভ্রম হয়। যোসেফিন কাঁপিতে কাঁপিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে উন্মাদিনীর ন্যায় সহস্র সুখস্মৃতি-বিজড়িত, সৌম্য-শান্তি স্বপ্তির বিহারনিকেতন সেই শয়ন-কক্ষের ভিতর ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহার পূর্ব্বপতির শয্যাপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন এবং উভয় করতলে অধোবদন আচ্ছাদনপূর্ব্বক অবিরলধারে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। একবার তিনি মনে ভাবিতে লাগিলেন, "এ কি করিতেছি? আমার এ কক্ষে প্রবেশের ত আর অধিকার নাই। কেন আসিলাম? যাই, ফিরিয়া যাই।"—আবার তখনই সুখ-দুঃখময় অতীত স্মৃতি, গৃহের প্রত্যেক দ্রব্য তাঁহার হৃদয়কে মোহাকৃষ্ট করিয়া তাঁহার পদদ্বয় যেন শুভ্র মর্ম্মরবক্ষে প্রোথিত করিয়া ফেলিল। তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া নেপোলিয়ানের দেহের উপর ঢলিয়া পড়িলেন, সুকোমল শুভ্র মৃণালভুজদ্বয়ে তাঁহার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া আবেগভরে বলিলেন,"প্রিয়তম, প্রাণেশ্বর!" আর অধিক বলিতে পারিলেন না; বাষ্পবেগে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, অশ্রুভারে দৃষ্টি রোধ হইল, দুঃখে কষ্টে বক্ষঃস্থল যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। নেপোলিয়ানের উভয় চক্ষে অশ্রুরাশি বিগলিত হইয়া তাঁহার কপোলদেশ প্লাবিত করিল, তাঁহার সম্রাট্‌-দর্প রমণীর অভিমানাশ্রুর প্রবল বন্যায় ভাসিয়া গেল, তিনি যোসেফিনকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক নানা কথায় তাঁহার মনে সান্ত্বনা দান করিতে লাগিলেন। উভয়ের উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ও তপ্ত অশ্রু সম্মিলিত হইয়া গেল।

অনেকক্ষণ পরে যোসেফিন ধীরে ধীরে নেপোলিয়ানের কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার মনে হইল, তিনি সেই কক্ষে তাঁহার প্রাণের সকল আকাঙ্ক্ষা, জীবনের সকল সুখ, নয়নের আলো, স্মৃতির সৌরভ, প্রেমের গৌরব সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া নিজের সচল দেহযষ্টিকে অসার ছায়ার ন্যায় আলোক হইতে অন্ধকারের মধ্যে লইয়া যাইতেছেন। যোসেফিন প্রস্থান করিলে একজন কিঙ্কর সেই কক্ষের দীপালোক অপসারিত করিতে আসিয়া দেখিল, সম্রাট্‌ আপাদ-মস্তক সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্র-মণ্ডিত হইয়া শবের ন্যায় শয্যার উপর নিপতিত রহিয়াছেন। সম্রাট্‌ অন্ধকারের মধ্যে সুতীব্র চিন্তার তাড়নায় ব্যাকুলভাবে অশান্ত-হৃদয়ে বিনিদ্র বিভাবরী অতিবাহিত করিলেন।

মালমাইসনের সুসজ্জিত সুন্দর প্রাসাদ নেপোলিয়ান যোসেফিনকে প্রদান করিলেন। যোসেফিন বিবাহচ্ছেদের পরও সম্রাজ্ঞী-নামে অভিহিতা হইতে লাগিলেন; ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা বার্ষিক বৃত্তি তাঁহার একক জীবনের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া তিনি বিবেচনা করিলেন; সুখভোগে, বিলাসিতায় আর তাঁহার অনুরাগ রহিল না। বিবাহচ্ছেদের পরদিন বেলা একাদশ ঘটিকার সময় যোসেফিন তুইলারির প্রাসাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক অশ্রুপাত করিতে করিতে একখানি শকটে আরোহণ করিলেন। তুইলারি-প্রাসাদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধলোপ হইল। নেপোলিয়ান অষ্টাহকাল ট্রায়াননে এক নিভৃত কক্ষে কালাতিপাত করিলেন, কেবল মধ্যে মধ্যে এক একবার তিনি যোসেফিনকে দেখিবার জন্য মালমাইসনে যাইতেন।

এইরূপে সরলা, প্রেমময়ী, নিরপরাধিনী পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া নেপোলিয়ান তাঁহার প্রজাবৃন্দের নিকট, তাঁহার রাজনৈতিক কর্ত্তব্যের নিকট আপনাকে যতই নিষ্কলঙ্ক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করুন, অপক্ষপাত সর্ব্বদর্শী ভগবানের নিকট তিনি নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন কি না সন্দেহ। যোসেফিনের দীর্ঘনিশ্বাস কেবল যে নেপোলিয়ানের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়াছিল, তাহাই নহে, তাঁহার ভবিষ্যৎ-জীবনও অশান্তিময়, বিপৎসঙ্কুল, দুঃখসমাচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। যোসেফিনের অশ্রু সম্রাটের পরবর্ত্তী জীবনে অভিশাপ আনয়ন করিয়াছিল, এ কথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মানুষ সহসা একটা অন্যায় কর্ম্ম করিলে কিছুকাল হয় ত তাহার সুফল ভোগ করে, কিন্তু একদিন তাহার প্রতিফল ভোগ করিতেই হয়। পতিগতপ্রাণা নিরপরাধা পত্নীকে মর্ম্মপীড়া দান করিয়া আমাদের 'রাজরাজেন্দ্র-শিরোমণি পূর্ণব্রহ্ম-নারায়ণ' রামচন্দ্র পর্য্যন্ত সুখী হইতে পারেন নাই, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট মনুষ্য মাত্র। তবে নেপোলিয়ানেরও স্বপক্ষে এই একটিমাত্র কথা বলিবার আছে যে, প্রজারঞ্জনের আশায় ও সাম্রাজ্যের শুভকামনাতেই তিনি যোসেফিনকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; সত্যই তিনি যোসেফিনকে ভালবাসিতেন। সম্রাট্‌-জীবনের সুখ যে কি কণ্টকময়, তাহা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে তিনি অনুভব করিয়াছিলেন।

অতঃপর সম্রাট্‌ কাহাকে মহিষীপদে বরণ করিবেন,

তাহার কিছুমাত্র নিশ্চয়তা ছিল না। কিছুদিন পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে নেপোলিয়ান স্বয়ং কোন মত প্রকাশ করেন নাই। ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ২১এ জানুয়ারী এ বিষয়ের সিদ্ধান্তের জন্য তুইলারি-প্রাসাদে একটি দরবার বসিল। দরবারে রাজ্যের প্রধান প্রধান নায়কগণের মত জিজ্ঞাসা করা হইল। প্রথমে সকলেই কোন কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিলেন, অবশেষে নেপোলিয়ান স্বয়ং প্রত্যেকের মত জিজ্ঞাসা করায় অনেকেই অষ্ট্রিয়ার রাজকুমারীর পক্ষে মত প্রকাশ করিলেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনোদ্দেশে নেপোলিয়ান রুসিয়ার সম্রাট্-ভগিনীকে বিবাহ করা মনস্থ করেন,যথাকালে বিবাহের প্রস্তাব রুসীয় রাজধানীতে উপস্থিত করা হইল। রুসিয়ার সম্রাট-জননী দেখিলেন, এমন জামাতা তিনি আর কখন লাভ করিতে পারিবেন না, কিন্তু তথাপি সহসা তিনি কন্যাদানে মত প্রকাশ না করিয়া বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় এই সম্বন্ধে চিন্তা করিবার জন্য কিছু সময় গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন, "রুসীয় সম্রাট-দুহিতাকে চাষার মেয়ের মত মুখের একটি কথা বলিবামাত্রই বিবাহ করা যায় না।" এই কথা শুনিয়া নেপোলিয়ান আপনাকে অবমানিত জ্ঞান করিলেন, তিনি অবিলম্বে সেণ্টপিটার্সবর্গে দূত প্রেরণপূর্ব্বক এ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।

সেই দিনই অষ্ট্রীয় সম্রাটের নিকট শুভবিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করা হইল। ঘটক সম্রাট-সদনে উপস্থিত হইয়া এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিবামাত্র, বরের রূপগুণ বিদ্যাবুদ্ধির সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না করিয়াই তিনি এ প্রস্তাবে তাঁহার সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অষ্ট্রীয় সম্রাট অদূরে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইলেন, তিনি বুঝিলেন, ফ্রান্সের সহিত বৈবাহিক-বন্ধনে আবদ্ধ হইলে এবং নেপোলিয়ানকে জামাতারূপে লাভ করিলে ফ্রান্সের সহিত রুসিয়ার প্রেম-বন্ধন ঘুচিয়া অষ্ট্রিয়ার সহিত সেই বন্ধন দৃঢ় হইবে, তাঁহার কন্যারও সুখের এবং গৌরবের সীমা থাকিবে না। এই সময়ে সম্রাট-নন্দিনী মেরিয়া লুইসা অষ্ট্রিয়ার রাজভবনে অপরূপ রূপশোভায় মানস-সরসী-বিহারিণী শতদলদলের ন্যায় বিকসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহার বয়স তখন অষ্টাদশ বৎসর, অটুট যৌবন, মধুর কান্তি, নিখুঁত সৌন্দর্য্য। সুন্দরী মেরিয়া লুইসাও আনন্দের সঙ্গে এই বিবাহে মত প্রকাশ করিলেন। রমণীর যাহা কাম্য, নেপোলিয়ানের মত স্বামী লাভ হইলে তাহার কোন্‌টি অপূর্ণ থাকে? অতুল ক্ষমতা, অনন্ত ঐশ্বর্য্য, বিশ্ববিজয়ী প্রতিভা, বসুধাব্যাপী কীর্ত্তি, নেপোলিয়ানের কিছুরই অভাব ছিল না। অষ্ট্রিয়া এ সুযোগ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; বিবাহের সকল কথা স্থির হইলে তাহা রুসীয় সম্রাটের কর্ণে প্রবেশ করিল, তাঁহার আক্ষেপের সীমা রহিল না, নেপোলিয়ানের ন্যায় ভগিনীপতি লাভ করা তিনি সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিতেন। নেপোলিয়ান তাঁহার ভগিনীকে প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক অষ্ট্রীয় সম্রাট-নন্দিনীকে বিবাহ করিতেছেন, এ সংবাদে তাঁহার নিরাশা ও বিরক্তির সীমা রহিল না, তাঁহার মন অত্যন্ত বিচলিত হইল, তিনি বুঝিলেন, ফ্রান্সের সহিত অষ্ট্রিয়ার যখন মিলন হইল, তখন আর তাঁহার কনস্তান্তিনোপল গ্রাসের আশা নাই।

রাজ্যের মধ্যে বিবাহ-উৎসব আরম্ভ হইল। নেপোলিয়ানের প্রিয় সহচর বার্থিয়ারই এ বিবাহের ঘটকালি করিতে লাগিলেন। অষ্ট্রিয়ায় বিবাহ, সুতরাং নেপোলিয়ান স্বয়ং বিবাহে উপস্থিত না হইয়া তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী আর্ক ডিউক চার্লসকে তাঁহার প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিলেন। দৈবের কি বিচিত্র বিধান! যে নেপোলিয়ান ও চার্লস কয়েকমাস পূর্ব্বে এক্‌মল, এস্‌লিম, ওয়াগ্রামের ভীষণ সংগ্রামক্ষেত্রে পরস্পরের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া শতবার গোলাবর্ষণ করিয়াছিলেন, যাঁহাদের ন্যায় পরস্পরের ঘোর শত্রু আর কেহ ছিল না, তাঁহারাই আজ লক্ষ লক্ষ প্রিয়তম সৈনিকের, বিশ্বস্ত যোদ্ধার, কর্ত্তব্যপরায়ণ সহযোগীর শোচনীয় স্মৃতিসমাধির উপর বিবাহোৎসব মিলনানন্দ প্রবাহিত করিলেন।

১৮১০ খৃষ্টাব্দের ১১ই মে অষ্ট্রীয় রাজধানী ভিয়েনা নগরে মহা সমারোহে বিবাহ শেষ হইয়া গেল। বিবাহের পর নবীনা সম্রাজ্ঞী ফরাসী দেশে যাত্রা করিলেন। স্থির হইয়াছিল, কম্‌পেনের রাজপ্রাসাদে নেপোলিয়ান তাঁহার প্রধান অমাত্য ও কর্ম্মচারিবর্গের সহিত সম্মিলিত হইয়া সম্রাজ্ঞীর অভ্যর্থনা করিবেন, কিন্তু পাছে ইহা তাঁহার মহিষীর পক্ষে অস্বচ্ছন্দতাজনক হয়, এই ভয়ে নেপোলিয়ান এই সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক মুরাটের সহিত মধ্যপথে মহিষীর অভ্যর্থনার্থ যাত্রা করিলেন। সম্রাট্ ও সম্রাট্-মহিষী এ পর্য্যন্ত কেহ কাহাকেও দর্শন করেন

নাই। মহিষীর শকটের সন্নিকটবর্ত্তী হইলে নেপোলিয়ান তাঁহার শকট ত্যাগ করিয়া মহিষীর শকটে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। মেরিয়া লুইসা নেপোলিয়ানের যুবতীগণ-বিমোহন মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার স্বামী হয় ত গলিতদন্ত, পলিতকেশ, বৃদ্ধ হইবেন, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তিনি দেখিলেন, নেপোলিয়ান তখনও সুন্দর যুবক, তাই তিনি বিস্ময়ভরে বলিলেন, "আমি আপনার যে চিত্র দেখিয়াছি, তাহা স্বাভাবিক হয় নাই।"

ভিয়েনাতেই যথারীতি বিবাহক্রিয়া শেষ হইয়াছিল, সুতরাং ফ্রান্সে আর নূতন করিয়া বিবাহের আয়োজনের কোন আবশ্যক ছিল না। কিন্তু ফরাসীদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নেপোলিয়ান ফ্রান্সে মেরিয়া লুইসাকে ফরাসী-প্রথায় বিবাহ করিলেন। এই উপলক্ষে নেপোলিয়ান রাজ্যমধ্যে অনেক সদনুষ্ঠান করেন। তিনি আদেশ করিলেন, তাঁহার সৈন্যগণের মধ্যে ছয় শত সাহসী সচ্চরিত্র অবিবাহিত সৈন্য বিবাহ করিলে প্রত্যেকে সাত শত টাকার বিবাহ-যৌতুক রাজসরকার হইতে প্রাপ্ত হইবে।

১লা এপ্রেল সেণ্ট ক্লাউডের প্রাসাদে মেরিয়া লুইসার সহিত নেপোলিয়ানের আইন-সঙ্গত বিবাহ (Civil Marriage) শেষ হইল। বিবাহান্তে সম্রাট্ অসংখ্য রাজকর্ম্মচারী, সৈনিকবৃন্দ ও শতাধিক রাজকীয় শকটে পরিবৃত হইয়া পারিস নগরে প্রবেশ করিলেন। পারিস আনন্দ ও উৎসাহে তরঙ্গিত হইতে লাগিল, অধিবাসিগণ আহার-নিদ্রা ভুলিয়া উৎসবে মগ্ন হইল, চতুর্দ্দিকে জাতীয় মহোৎসবের আরম্ভ হইল। সকলের মুখেই হাস্য; শোক, দুঃখ, বিষাদ ফরাসী-রাজধানী পরিত্যাগ করিল। সর্ব্বত্র সুখ, সর্ব্বত্র আনন্দ, কেবল মালমাইসনের সুবিস্তীর্ণ প্রাসাদের একটি নিভৃত কক্ষে পড়িয়া অভাগিনী যোসেফিন বিষাদভরে অশ্রুজলে ভাসিতেছিলেন, নগরের এই অনন্ত আনন্দ-প্রবাহ, প্রজাপুঞ্জের হর্ষোচ্ছ্বসিত হৃদয়ের এই মুখরিত কলগীতি তাঁহার নির্দ্দয় ভাগ্যদেবতার হৃদয়হীন পরিহাসরাশিমাত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

মালমাইসন পারিস নগর হইতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। পাছে নগরবাসিগণের আনন্দ ও বিবাহোৎসবের কল্লোল যোসেফিনের হৃদয়জ্বালা উৎপাদন করে, পাছে বেদনাভরে কাতর হইয়া তিনি জীবনকে নিতান্ত ভারবহ মনে করেন, এই ভয়ে নেপোলিয়ান যোসেফিনকে মালমাইসন হইতে আরও দূরে নাভেরির প্রাসাদে স্থানান্তরিত করিলেন। যোসেফিন ধীরভাবে সকল যাতনা সহ্য করিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয়ের আঘাত তিনি বাক্যে কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না।

এই বিবাহের অল্পদিন পরে নেপোলিয়ান তাঁহার নবীনা মহিষীর সহিত সাম্রাজ্যের উত্তরাংশ-সন্দর্শনে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা রাজ্যের সর্ব্বত্র যৎপরোনাস্তি শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত গৃহীত হইলেন। এ সময় ফরাসীসাম্রাজ্যে কোন স্থানে কোন প্রকার অশান্তি ছিল না, অষ্ট্রিয়ার সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হইল, কিন্তু ইংলণ্ড নেপোলিয়ানের শত্রুতা-সাধনে কোন প্রকারে নিবৃত্ত হইলেন না। জলে স্থলে তিনি ফরাসীদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফ্রান্সের জেকোবিন ও রাজকীয় দল ইংলণ্ডের অর্থসাহায্যে বিদ্রোহ উত্তেজনার চেষ্টা করিতে লাগিল, স্পেন ও পর্ত্তুগালে ইংরাজের অর্থ বিদ্রোহানল প্রধূমিত করিয়া রাখিল। সেই প্রধূমিত অগ্নি অচিরে পুনঃ প্রজ্বলিত হইয়া সমগ্র ইউরোপীয় মহাদেশে ঘোর দাবানলের সৃষ্টি করিয়াছিল।

ইংরাজ-জাহাজসমূহ সমুদ্রের অনন্ত বিস্তীর্ণ বক্ষে রাজত্ব করিতেছিল। কতকগুলি যুদ্ধজাহাজ জাবাদ্বীপ আক্রমণ-পূর্ব্বক তাহা ফরাসী-হস্ত হইতে ছিন্ন করিয়া লইল, ফরাসী-উপনিবেশের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হইল।

লুই বোনাপার্ট হলাণ্ডের অধিপতি হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার ভ্রাতার রাজনৈতিক মতের সমর্থন না করিয়া স্বরাজ্যের প্রজাপুঞ্জের আর্থিক উন্নতির অভিপ্রায়ে ইংরাজদিগের বাণিজ্য-স্রোত রুদ্ধ করিবার জন্য যে বিধান হইয়াছিল, তাহার সমর্থন করিলেন না। ইহার ফলে হলাণ্ডের বন্দরে ইংরাজ বণিক্‌দিগের পণ্যজাত রপ্তানী হইতে লাগিল। সেখান হইতে তাহা ইউরোপের দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িত।

ইহাতে নেপোলিয়ান তাঁহার ভ্রাতার প্রতি বিরক্ত হইয়া এক পত্র প্রেরণ করিলেন, লুই বিরক্ত হইয়া রাজপদ পরিত্যাগপূর্ব্বক হলাণ্ড হইতে প্রস্থান করিলেন।

লুইর পত্নী হরতেন্স্ তাঁহার পুত্রদ্বয়ের সহিত পারিসে

আসিয়া বাস করিতেছিলেন। নেপোলিয়ান তাঁহার পুত্রকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। লুই নেপোলিয়ানের অবাধ্য হওয়াতে নেপোলিয়ানের মনে অত্যন্ত বিরক্তিসঞ্চার হইয়াছিল, এক এক সময় তিনি ভ্রাতার অকৃতজ্ঞতার কথা মনে করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেন, সময়ে সময়ে তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিত। একদিন তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতেছিলেন, "যে ভ্রাতা আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঋণী, সেই আমার সহিত এইরূপ ব্যবহার করিল। যখন আমি একজন সামান্য সৈনিক-কর্ম্মচারী মাত্র ছিলাম, তখন আমি আমার বেতনলব্ধ সামান্য অর্থও তাহার শিক্ষার জন্য ব্যয় করিয়াছি, আমার খাদ্যদ্রব্যের অর্দ্ধাংশ তাহার মুখে তুলিয়া দিয়াছি, আর এখন এইরূপে সে আমার অনুগ্রহের ঋণ পরিশোধ করিল?"

কিন্তু নেপোলিয়ান নিরুৎসাহ হইলেন না; দ্বিগুণ উৎসাহে তিনি ইংলণ্ডের আক্রমণের প্রতিশোধদানে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। স্পেনের অবস্থা ক্রমে সঙ্কটজনক হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া তিনি সেনাপতিগণের হস্তে স্পেনের যুদ্ধভার সমর্পণ করিলেন।

১৮১১ খৃষ্টাব্দের ১৯এ মার্চ্চ মেরিয়া লুইসার প্রসববেদনা উপস্থিত হইল। যন্ত্রণা অত্যন্ত ভয়ানক হইয়াছিল; চিকিৎসক নেপোলিয়ানকে সংবাদ দিলেন, সম্রাজ্ঞীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, প্রসূতি অথবা সন্তান একজনের প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা। নেপোলিয়ান বলিলেন, "সন্তানের ভাগ্যে যাহা হয় হইবে, সম্রাজ্ঞীকে বাঁচাও।" নেপোলিয়ানের দুশ্চিন্তার সীমা রহিল না, তিনি দেখিলেন, সুবিখ্যাত চিকিৎসক ডুবোঁও সম্রাজ্ঞীর অবস্থা দেখিয়া হতজ্ঞান হইয়াছেন। সম্রাট্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রসূতির এমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থা কি তুমি আর কখন দেখ নাই।"

"দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার সংখ্যা অতি অল্প।"

"আচ্ছা, তুমি সাহস অবলম্বন কর। সম্রাজ্ঞীর পরিচর্য্যায় রত আছ, এ কথা ভুলিয়া যাও। রিউসেণ্ট ডেনিসের দীনতম প্রজার গৃহে এরূপ ঘটনা ঘটিলে যে ভাবে কাজ করিতে, সেই ভাবে কাজ কর।"

বহু যন্ত্রণা সহ্য করিয়া সম্রাজ্ঞী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। ভগবানের ইচ্ছায় উভয়েরই প্রাণরক্ষা হইল। পূর্ব্বে আদেশ হইয়াছিল, সম্রাজ্ঞী যদি পুত্রসন্তান প্রসব করেন,—তাহা হইলে একশত তোপধ্বনি হইবে, আর যদি তিনি কন্যা-সন্তান প্রসব করেন, তাহা হইলে একুশটি তোপধ্বনি করিতে হইবে। ২০এ মার্চ্চ প্রভাতে ছয় ঘটিকার সময় শত তোপধ্বনিতে সুপ্তোত্থিত বিস্ময়াকুল ফরাসী রাজধানী জানিতে পারিল, সম্রাট্ নেপোলিয়ানের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। নগরে আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইল। সমস্ত পারিসবাসী সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইল। চতুর্দ্দিকে নৃত্যগীত, পানাহার, আমোদ-প্রমোদ সবেগে চলিতে লাগিল। পারিসবাসিগণ বহুদিন এমন উৎসবে মত্ত হয় নাই, নাগরিকবর্গের হৃদয় বহুদিন এমন আনন্দতরঙ্গে ভাসমান হয় নাই। দেখিতে দেখিতে ফরাসী-রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এই জাতীয় হর্ষ তরঙ্গিত হইল। রাজপ্রাসাদের সমুদয় সুদৃশ্য সুবিস্তীর্ণ হর্ম্ম্যে যে আনন্দোচ্ছ্বাস ও জয়গীতি মুখরিত হইয়া উঠিল, তাহা ফ্রান্সের ক্ষুদ্রতম পল্লীর দীনতম প্রজার হীনতম কুটীরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; সকলে একবাক্যে যুক্তকরে অনাদি অনন্ত বিশ্বদেবতার নিকট এই নবজাত শিশুর মঙ্গলকামনা করিতে লাগিল। হায়! সে দিন কে জানিত যে, ইহারই কয়েক বৎসর পরে সম্রাট্ নেপোলিয়ান ভাগ্যলক্ষ্মীর কঠোর অভিশাপে প্রপীড়িত হইয়া ভগ্নহৃদয়ে সেণ্টহেলেনার একটি জীর্ণ অশ্বশালায় দুঃসহ কারাজীবনের অবসান করিবেন এবং তাঁহার এই নবজাত শিশু অগণ্য ফরাসী প্রজার আশীর্ব্বাদ বহন করিয়াও, তাহাদের কৃতজ্ঞ হৃদয়ের স্নেহ ও প্রীতির অমৃতে সিঞ্চিত হইয়াও, কয়েক বৎসরের মধ্যে অবজ্ঞাত, অখ্যাত, দুঃখপূর্ণ জীবন পরিত্যাগপূর্ব্বক সমাধিগর্ভে অন্তিম শান্তিলাভ করিবে? বিধাতার রহস্য এইরূপই দুর্ভেদ্য।

নবকুমারের জন্মে যোসেফিন কিছুমাত্র দুঃখিত হন নাই, বরং আনন্দিত হইয়াছিলেন। কিন্তু রমণীর হৃদয় চিরদিনই রমণী-হৃদয়, পারিস যখন উৎসবানন্দে ভাসিতেছিল, গৃহে গৃহে যখন হর্ষ-কোলাহল উত্থিত হইতেছিল, প্রত্যেক ভজনালয়ে যখন ভক্ত প্রজাগণ নতজানু হইয়া নবপ্রসূতি ও নবজাত সম্রাটের কুশল কামনা করিতেছিল, তখন মালমাইসনের প্রাসাদভবনের একটি বিজন কক্ষ হইতে যদি একটি উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস প্রবাহিত হইয়া থাকে, যদি যোসেফিন মনের ক্ষোভে তাঁহার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিরাশায় বিলীন হইয়াছে

স্মরণ করিয়া প্রাণের রুদ্ধ আবেগে বলিয়া থাকেন, "হা ভগবান্, দুই বৎসর পূর্ব্বে আমাকে এতটুকু রত্ন দান করিলে তোমার সৃষ্টির কি ক্ষতি হইত?"—তাহা হইলে সেই দুর্ভাগিনী নারীকে কেহ স্বার্থপর ও হীনচরিত্রা বলিয়া বিবেচনা করিবে না। নেপোলিয়ান যখন বলিয়াছিলেন, এই শিশু ফ্রান্সের সহিত আমার ব্যক্তিগত সুখ উৎপাদন করিবে, তখন যোসেফিনের মনে সত্য সত্যই সুখ হইয়াছিল। তিনি সম্রাট্ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সম্রাটের প্রতি তাঁহার যে প্রেম সহস্র শাখাবাহু বিস্তার করিয়া পল্লবিত হইয়াছিল এবং সুবৃহৎ বনস্পতিকে তাহার মূলদেশ-সংবর্দ্ধিতা লতিকার ন্যায় সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিল, সে প্রেম যোসেফিনের হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত হয় নাই। যোসেফিনের স্মৃতির সহিত তাহা সংগ্রথিত হইয়াছিল।

যোসেফিন মেরিয়া লুইসার সহিত অকুণ্ঠিতভাবে আলাপ করিতেন। কিন্তু মেরিয়া যোসেফিনকে অত্যন্ত ঈর্ষার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। তিনি মনে করিতেন, এই রমণী কত সোহাগ, কত আদর-যত্ন, কত প্রেম তাঁহার স্বামীর হৃদয় হইতে অপহরণ করিয়া আত্মার তৃপ্তিসাধন করিয়াছে। মেরিয়া লুইসা, ইউজিন ও হরতেন্সকে স্নেহ করিতেন, হয় ত সেই স্নেহে কিঞ্চিৎ কৃপার ছায়া ছিল, কিন্তু নেপোলিয়ান যোসেফিনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে তাঁহার কোনক্রমে সহ্য হইত না। তিনি ক্রুদ্ধা সিংহীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিতেন। নেপোলিয়ান কোন দিন মালমাইসনে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মেরিয়া সহস্র বাধা উপস্থিত করিতেন; সময়ে সময়ে অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া নিদারুণ পত্নী-অভিমান প্রকাশ করিতেন। নেপোলিয়ান অবশেষে প্রায়ই মালমাইসনে যোসেফিনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন না।

নেপোলিয়ান যে মেরিয়া লুইসার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। ব্যারণ মেনিভ্যাল একটি গল্প বলিয়াছিলেন, তাহাতে এই প্রেম সুস্পষ্টরূপে অনুভব করা যায়। একদিন সম্রাজ্ঞী মেরিয়া লুইসার ইচ্ছা হইল, তিনি খানকত ওমলেট (ডিমের বড়া) ভাজা আহার করিবেন। আমাদের গৃহস্থ ললনাগণের ন্যায় সম্রাট্-মহিষীদেরও এ রকম ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে। সম্রাজ্ঞী স্বহস্তে তাহা প্রস্তুত করিবেন ইচ্ছা করিলেন। একটি কক্ষে সম্রাজ্ঞী সেই ডিমের বড়া ভাজিবার উদ্‌যোগ করিয়া লইয়াছেন, এমন সময় সহসা সম্রাট্ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সম্রাট্‌কে সম্মুখে দেখিয়াই পাচিকাবৃত্তিধারিণী সম্রাজ্ঞী কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁহার বিদ্যা গোপনের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু পারিলেন না। সম্রাট্ গৃহমধ্যে অগ্রসর হইয়া সহাস্যে বলিলেন, "বাঃ—এ কি ব্যাপার? আমিও ভাব্‌ছি, ভাজা-পোড়ার গন্ধ কোথা হ'তে উঠ্‌ছে!"—সম্রাজ্ঞীর সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, উনানে কটাহ—কটাহে রৌপ্যনির্ম্মিত চামচ, তাপে কটাহস্থিত নবনী বিগলিত হইতেছে, নিকটে রৌপ্যপাত্রে ডিম্ব। নেপোলিয়ান প্রসন্নচিত্তে বলিলেন, "কি ডিমের বড়া হচ্ছে? তুমি ও তয়ের কর্ত্তে জান না, আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।" নেপোলিয়ান তৎক্ষণাৎ পাচকের কার্য্য গ্রহণ করিলেন, সম্রাজ্ঞী তাঁহার সহকারী পদে নিযুক্ত হইলেন। বড়া ভাজা হইল, এক পিঠ ভাজা হইলে অন্য পিঠ কিরূপে উল্টাইয়া দেওয়া যায়, তাহাই এক মহা সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিল। নেপোলিয়ান চামচের সহায়তায় তাহা এতই সবেগে উল্টাইলেন যে, বড়া তিন হাত তফাতে গিয়া পড়িল। নেপোলিয়ান সহাস্যে বলিলেন, "আমি যা জানি না, তা করিতে গিয়াই এই রকম বিদ্যা জাহির করিলাম।"

নেপোলিয়ান তাঁহার পুত্রের শিক্ষার ভার অতি যোগ্যহস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই শিক্ষয়িত্রীর নাম, মাদাম মন্তেস্কো। মাদাম মন্তেস্কো যেমন গুণবতী ও বিদুষী ছিলেন, তাঁহার চরিত্রও সেইরূপ উন্নত ও পবিত্র ছিল। নেপোলিয়ান তাঁহার গুণের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। সম্রাট্ নন্দনও তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় এবং যথেষ্ট ভক্তি করিতেন। নেপোলিয়ানের পুত্রকে দেখিবার জন্য প্রাসাদ-বাতায়ন সম্মুখে নগরবাসিগণ অনেক সময়েই সমাগত হইত। একদিন সম্রাট্ শিশু ভয়ানক রাগ করিয়া শিক্ষয়িত্রীর শাসন পর্য্যন্ত উল্লঙ্ঘন করিল, তখনও বাতায়ন-সন্নিকটে অনেক লোক দণ্ডায়মান হইয়া শিশুর সেই ক্রোধাস্ফালন সকৌতুকে নিরীক্ষণ করিতেছিল, দেখিয়া মাদাম মন্তেস্কো গৃহের সমস্ত বাতায়ন রুদ্ধ করিয়া কক্ষটি অন্ধকার করিয়া ফেলিলেন। সেই অন্ধকারে ভীত হইয়া শিশু অপেক্ষাকৃত শান্তভাব ধারণ করিয়া তাহার শিক্ষয়িত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মামান কুই (এই নামে সম্রাট্‌শিশু

তাহার শিক্ষয়িত্রীকে ডাকিত) ঘর অন্ধকার করিলে যে?" শিক্ষয়িত্রী উত্তর দিলেন, "বাছা, আমি তোমাকে এতই ভালবাসি যে, তোমার রাগ বাহিরের ঐ লোকগুলিকে দেখাইতে চাহি না। একদিন হয় ত তুমি এই সকল লোকের শাসনভার গ্রহণ করিবে, তাহারা তোমার এ রকম রাগ দেখিয়া কি মনে করিবে? তুমি কি মনে কর, তুমি এ রকম দুষ্ট, এ কথা জানিলে তাহারা তোমার বশীভূত হইয়া থাকিবে?" এই কথা শুনিয়া সম্রাট্-পুত্র শান্ত হইল এবং তাহার শিক্ষয়িত্রীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। নেপোলিয়ান বলিয়াছিলেন, "এই শিক্ষয়িত্রীর সহিত পঞ্চদশ লুইয়ের শিক্ষক ভিলেরয়ের কি প্রভেদ! ভিলেরয় কতকগুলি লোককে দেখাইয়া তাঁহার রাজপুত্রকে বলিয়াছিলেন, "রাজপুত্র, এই যে সমস্ত লোক দেখিতেছেন, ইহারা আপনার প্রজা তাহারা আপনারই অধীন।"

নেপোলিয়ান প্রচলিত আইনকে কিরূপ সম্মানের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন, তাহার একটা গল্প দ্বারা আমরা এই অধ্যায় শেষ করিব। সীন নদীর তীরদেশে নেপোলিয়ান একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণের ইচ্ছা করিয়াছিলেন তাঁহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না; এই স্থানে অনেক লোকের বাসগৃহ স্থাপিত ছিল, গবর্ণমেণ্ট হইতে তাহা ক্রয় করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। এই ভূমির এক অংশে একজন দরিদ্র শ্রমজীবীর গৃহ ছিল, এই শ্রমজীবীর নাম বনভিভান্ত। বনভিভান্ত দেখিল, সম্রাটের প্রাসাদ নির্ম্মাণের জন্য যখন বাস্তভূমির আবশ্যক, তখন সে যে মূল্য চাহিবে, তজ্জন্য সেই মূল্যই তাহাকে গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রদত্ত হইবে। সেই ভূমিখণ্ডের উপযুক্ত মূল্য সাড়ে বার শত ফ্রাঙ্কের অধিক নহে, কিন্তু বনভিভান্ত বলিল, দশ সহস্র মুদ্রা না পাইলে সে তাহার বাসভূমি পরিত্যাগ করিবে না। এই অসঙ্গত দাবীর কথা কর্ম্মচারিগণ সম্রাটের গোচর করিলে সম্রাট্ বলিলেন, "ইহার দাবী অসঙ্গত বটে, কিন্তু বেচারা যখন তাহার বাস্তভূমি হইতে উঠিয়া যাইতেছে, তখন এই টাকা দিয়াই ইহাকে বিদায় কর।"—বনভিভান্ত দেখিল, বিনা প্রতিবাদে গবর্ণমেণ্ট হইতে তাহার দাবী গ্রাহ্য হইল, তখন সে আরও বাঁকিয়া বসিল;—বলিল, "দশ হাজার টাকায় আমার বড় ক্ষতি হয়, আমি ত্রিশ হাজার টাকা না পাইলে এ জমী ছাড়িয়া দিতে পারি না।" রাজকর্ম্মচারিগণ তাহার কথার প্রতিবাদ করিলেন, তাহাকে বিস্তর বুঝাইলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না, তাহার সেই এক কথা—ত্রিশ হাজার টাকা দিতে হইবে।" ইঞ্জিনীয়ারগণ সম্রাটের ভয়ে তাহার প্রতি বলপ্রয়োগ করিতে পারিলেন না; বনভিভান্তের আপত্তির কথা সম্রাটের কর্ণগোচর হইলে তিনি আদেশ করিলেন,—"হতভাগা ভারী কায়দা আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু উপায় নাই, তাহাকে ত্রিশ হাজার টাকাই দিয়া বিদায় কর।" এবার বনভিভান্ত জমীর দর আরও চড়াইল,—বলিল, "পঞ্চাশ হাজার টাকা না পাইলে আমি উঠিতেছি না।" সম্রাট্ এ কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, ঘৃণার সহিত বলিলেন, "লোকটা ভারী সয়তান, কাজ নাই তার জমী কিনিয়া, আমি তাহার জমী লইব না। তাহার বাড়ী যেমন আছে থাক, ইহা আমার প্রাসাদের কাছে আমার আইনানুরাগের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ অবস্থিত থাক।" বনভিভান্তের বাড়ী অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নেপোলিয়ানের প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতে লাগিল। হতভাগ্য বনভিভান্ত তাহার দুরাকাঙ্ক্ষার জন্য যৎপরোনাস্তি অনুতাপ করিতে লাগিল। তাহার সকল আশা ব্যর্থ হইল, কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না।

দেশীয় ব্যবস্থার প্রতি নেপোলিয়ানের এই প্রকার অসাধারণ অনুরাগ তাঁহার মহত্ত্বেরই অনুরূপ।

সপ্তম অধ্যায়

রুসীয় অভিযান

নেপোলিয়ানের সহিত অষ্ট্রীয় সম্রাট্ পরিবারের আত্মীয়তা-স্থাপনের পর রুসিয়া ফরাসীদিগের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। রুসীয় সম্রাট্ স্বার্থসিদ্ধির কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া এবং রুসীয় অভিজাতগণকে অসন্তুষ্ট রাখা অবৈধ জ্ঞান করিয়া নেপোলিয়ানের বন্ধুত্বের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক রুসীয় নায়কগণের নীতিই অবলম্বন করিলেন। আলেক্‌জান্দার বহুদিন হইতে নেপোলিয়ানের নিকট নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তিনি যেন পোলাণ্ড রাজ্যের পুনঃসংস্থাপন না করেন এবং ওয়ারস রাজ্য তাঁহার সাহায্য লাভ করিতে না পারে। নেপোলিয়ান ক্রমাগত এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিয়াছেন, ইহাতে আলেক্-জান্দার নেপোলিয়ানের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রোধে ভয়প্রদর্শন-পূর্ব্বক তাঁহাকে এক পত্র লিখিলেন। নেপোলিয়ান সতেজে তাহার উত্তর লিখিলেন, "যে সাহসী জাতি আমাকে প্রাণপণে সাহায্য করিয়া আসিয়াছে, আমার প্রতি যাহাদের অনুরাগ অক্ষুণ্ণ, আমি তাহাদিগের কোন অনিষ্ট করিতে পারিব না। একদিন আমি যে কথা বলিয়াছি, আজ তাহার বিপরীত কাজ করিলে আমার নীচতার সীমা থাকিবে না।"

এই পত্র পাইয়া এ সম্বন্ধে আলেক্‌জান্দার আর কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না; তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন, দানিয়ুব নদীর দক্ষিণতীরস্থ ভূখণ্ড সমস্ত তাঁহাকে প্রদান করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন মলদেবিয়া ও ওয়ালাবিয়া নামক স্থানদ্বয় তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। কিন্তু নেপোলিয়ান অষ্ট্রিয়া ও তুরস্কের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে এরূপ দানশীলতা প্রদর্শন করিতে অসম্মত হইলেন। প্রকৃতপক্ষে এরূপ করিবার তাঁহার কোন অধিকারও ছিল না। তিনি লিখিলেন, তিনি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না, ঐ সকল জাতি তাহাদের কর্ত্তব্যসম্বন্ধে মীমাংসা করিতে পারে।

ইংলণ্ড এত দিন অবসরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, নেপোলিয়ানের সহিত আলেক্‌জান্দারের মনোমালিন্যের সম্ভাবনা দর্শনে পুলকিত চিত্তে তিনি রুসীয় রাজধানীতে দূত প্রেরণ করিলেন, সেন্টপিটার্সবর্গ ও লণ্ডননগরে ঘন ঘন পরামর্শ চলিতে লাগিল। অবশেষে রাজতন্ত্রাবলম্বী ইংলণ্ড ও যথেচ্ছাচারতন্ত্রী রুসিয়া নেপোলিয়ানকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য পরস্পরের সহায়তায় দণ্ডায়মান হইলেন। রুসীয় সম্রাটের অর্থসচ্ছলতা ছিল না, ইংলণ্ড ধনবত্তায় কুবেরসদৃশ। ইংলণ্ডের অর্থে রুসিয়া শক্তিসঞ্চয় করিতে লাগিলেন। তদ্ভিন্ন স্থলচর ও জলচর উভয়বিধ সৈন্যের সহায়তা-প্রদানেও শ্বেত-দ্বীপ কৃপণতা প্রকাশ করিলেন না। রুসীয়গণ দেখিল, স্পেনের যুদ্ধবিভ্রাট লইয়া নেপোলিয়ান যে ভাবে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে রুসিয়ার সহিত সমকক্ষতা করিবার তাঁহার সামর্থ্য হইবে না।

নেপোলিয়ান দেখিলেন, সমরক্ষেত্রে আর একবার বল-পরীক্ষা ভিন্ন রুসিয়া শান্ত হইবে না; সুতরাং তাঁহাকে সে জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। এবার তাঁহার চতুর্দ্দিকে পরাক্রান্ত শত্রু, চিরজীবনই তাঁহাকে অগণ্য শত্রুর সহিত একাকী অসীমসাহসে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে, কোন দিন অধীর বা উৎসাহহীন হন নাই, এবারও হইলেন না। এ দিকে ইংলণ্ড জলপথে অনলরাশি প্রজ্বালিত করিয়াছিলেন, দক্ষিণে স্পেন ও পর্ত্তুগালে বিদ্রোহিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছিল, উত্তরে রুসিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান; একসময়ে সকল শত্রু দমন করিবার অভিপ্রায়ে অদম্য উৎসাহে সৈন্যদল প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তিনি মহাসমরের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন, এ সমর কেবল রাজায় রাজায় যুদ্ধ নহে, ইহা যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে মহা-সংগ্রাম। ইহা ইউরোপের চির-প্রচলিত অভিজাত-তন্ত্রের সহিত উন্নতাবলম্বী রাজবিধানের প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই সময় সমস্ত ইউরোপ দুইটি দলে বিভক্ত হইয়াছিল,—অভিজাত সম্প্রদায়ের একটি দল, আর সাধারণ প্রজাপুঞ্জের এক দল। উভয় দলই সমান প্রবল, সমান প্রতিষ্ঠাপন্ন। যে দুর্দ্দমনীয় প্রজাশক্তি সমস্ত ইউরোপে তাহার নব-সঞ্জাবিত জীবনের স্পন্দন অনুভব করাইতেছিল, নেপোলিয়ান সেই

বিশ্বজনীন প্রজাশক্তির হৃৎপিণ্ডস্বরূপ বিরাজ করিতেছিলেন। ইংলণ্ডের প্রজানীতিক দল দুর্ব্বল; অভিজাতসম্প্রদায় প্রবল, রুসিয়াতে অভিজাত-সম্প্রদায় সর্ব্বেসর্ব্বা। সুতরাং ইংলণ্ড ও রুসিয়ার সম্মিলনে বিস্ময়ের কোন কারণ ছিল না।

নেপোলিয়ান অবিলম্বে তাঁহার সহযোগী রাজগণকে তাঁহার সাহায্যার্থ আহ্বান করিলেন। প্রুসিয়া, অষ্ট্রিয়া, ইতালী, ব্যাভেরিয়া, সাক্সনী, ওয়েষ্টফেলিয়া এবং রেণীয় যুক্ত-রাজ্যের নৃপতিবৃন্দ তাঁহার আহ্বানে ফরাসী-পতাকামূলে আসিয়া সমবেত হইলেন। এই সকল রাজ্যের মধ্যে প্রুসিয়া ও অষ্ট্রিয়া ভিন্ন আর সকল রাজ্যই ফরাসী-প্রবর্ত্তিত শাসন-প্রণালীর পক্ষপাতী ছিল। অষ্ট্রিয়া এখন নেপোলিয়ানের সহিত আত্মীয়তা-বন্ধনে আবদ্ধ, প্রুসিয়া যথেচ্ছাচার ও স্বাধীনতা, এ উভয়ের মধ্যে কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবেন, প্রথমে তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই, অবশেষে তিনি অনেক বিবেচনার পর নেপোলিয়ানকেই সাহায্য করা সঙ্গত জ্ঞান করিলেন। নেপোলিয়ান এইরূপে পাঁচ লক্ষ সৈন্য তাঁহার আদেশে পরিচালিত হইবার জন্য সজ্জিত দেখিলেন।

নূতন সমরের সম্ভাবনা দেখিয়া পোলাণ্ডের আনন্দের আর সীমা রহিল না। পোলগণ মনে করিল, দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে তাহাদিগের মুক্তিলাভের আর অধিক বিলম্ব নাই। পোলাণ্ডের সর্ব্বসাধারণ নেপোলিয়ানের সাহায্যের জন্য উদ্-গ্রীব হইয়া উঠিল। তাহাদের বিশ্বাস জন্মিল, প্রত্যুপকার-স্বরূপ নেপোলিয়ান তাহাদিগকে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করি-বেন। পোলাণ্ডের মুষ্টিমেয় অধিবাসিগণ রুসিয়া, প্রুসিয়া, ও অষ্ট্রিয়া এই তিন মহাপরাক্রান্ত জাতি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া এত দিন আত্মরক্ষার কোন উপায়ই অবলম্বন করিতে পারে নাই। নেপোলিয়ান পোলাণ্ড লইয়া কিছু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, তিনি কি করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি জানিতেন, অষ্ট্রীয় সম্রাট্ ফ্রান্সিস্ তাঁহার সহায়তায় বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, সে কেবল তিনি নেপোলিয়ানের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন বলিয়া; তাঁহার সেই আত্মীয়তা অপেক্ষা তিনি তাঁহার রাজ-নৈতিক স্বার্থ অধিক মূল্যবান্ বিবেচনা করিবেন। নেপো-লিয়ান যদি তাঁহার হস্ত হইতে পোলাণ্ড গ্রহণ করিয়া পোল-গণকে স্বাধীনতা প্রদান করেন, তাহা হইলে অষ্ট্রিয়া আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া রুসিয়ার সহিত যোগদান করিবেন। নেপোলিয়ান তখনও রুসিয়ার সহিত সন্ধি-স্থাপনের আশা পরিত্যাগ করেন নাই, সুতরাং রুসিয়ার যাহাতে ক্রোধবৃদ্ধি হয়, তাহা করিতে তিনি অনিচ্ছুক হইলেন।

কিন্তু রুশীয় সম্রাট্ যে পুনর্ব্বার নেপোলিয়ানের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করিবেন, তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা দেখা গেল না। নিমেন নদীর তীরদেশে তাঁহার আদেশে লক্ষ লক্ষ সৈন্য সমবেত হইল। ১৮১২ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসের মধ্যভাগে তিনি স্বয়ং এই সকল সৈন্য পরিচালনার্থ তাহাদের মধ্যে অবতরণ করিলেন। নেপোলিয়ানও তাঁহার সাম্রাজ্য-শাসনের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া ৯ই মে তারিখে সৈন্য-গণের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য ড্রেসডেন অভিমুখে যাত্রা করিলেন, সম্রাজ্ঞী মেরিয়া লুইসা তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। সম্রাট্ দম্পতির এই যাত্রা রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রজাগণ উৎসব-যাত্রায় পরিণত করিল; তাঁহারা যে নগরে প্রবেশ করেন, সেইখানেই নগরবাসিগণ পতাকা উড়াইয়া, সুদৃশ্য তোরণশ্রেণী নির্ম্মাণ করিয়া, উৎসব-বাদ্য ধ্বনিত করিয়া, শ্রুতি-সুখকর সঙ্গীতধ্বনিতে হৃদয়ের অনন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া সম্রাট্-দম্পতির অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। কুমারীগণ দলে দলে আসিয়া উৎসবের শোভা সংবর্দ্ধন করিতে আরম্ভ করিল। ফ্রান্স হইতে জর্ম্মণী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র উৎসাহ ও উদ্দীপনার তরঙ্গ প্রবাহিত হইল। সম্রাট্-দম্পতিকে দেখিবার জন্য পথের উভয়পার্শ্বে কাতারে কাতারে কৌতূহলী দর্শকমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইল।

সাক্সনীরাজ্যের রাজধানী ড্রেসডেন নগর নেপোলিয়ান কর্ত্তৃক তাঁহার মিত্র নরপতিগণের মিলনক্ষেত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। নেপোলিয়ান ড্রেসডেন নগরে সমবেত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ ও সম্রাট্মহিষী, প্রুসিয়ার অধীশ্বর, সাক্সনী, নেপল্স্, ব্যাভেরিয়া, উর্‌টেমবার্গ, ওয়েষ্টফেলিয়া প্রভৃতি রাজ্যের নৃপতিবৃন্দ সমুপস্থিত হইয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের বহুসংখ্যক রাজা ও রাজপুত্র সেখানে সম্মিলিত হইয়া নেপোলিয়ানের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। নেপোলিয়ান ড্রেস্‌ডেনে উপস্থিত হইলে নগরে মহোৎসবের আরম্ভ হইল, তাঁহাকে দেখিবার জন্য দলে দলে লোক প্রাসাদদ্বারে উপস্থিত হইতে লাগিল। বিভিন্ন দেশের রাজগণ তাঁহার একটু সমাদর,

একটু যত্ন, বিন্দুমাত্র বন্ধুত্ব লাভ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; নেপোলিয়ান তাঁহার শ্বশুর অষ্ট্রীয় সম্রাট্‌কে সর্ব্ববিষয়েই প্রাধান্য প্রদান করিতে লাগিলেন; কারণ, তিনি দেখিলেন, সকলেই তাঁহার প্রতি যেরূপ সম্মান, যে প্রকার সমাদর ও যত্ন প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি অষ্ট্রীয় সম্রাটের মনে ঈর্ষার সঞ্চার হওয়া অসম্ভব নহে। প্রুসিয়ার অধীশ্বর ফ্রেডারিক উইলিয়ম বিনা নিমন্ত্রণেই ডেস্‌ডেনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি চতুর্দ্দিকের উৎসব, নেপোলিয়ানের সমাদর, ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের উপর তাঁহার অসাধারণ প্রভাব স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া আপনাকে নির্ব্বাপিত মনে করিতে লাগিলেন। নিতান্ত বিষণ্ণভাবে তাঁহার দিনপাত হইতে লাগিল। নেপোলিয়ান ড্রেস্‌ডেন নগরে অবস্থানকালে একজন ফরাসী অস্ত্রধারীকেও তাঁহার দেহরক্ষিরূপে স্থাপন করেন নাই, এখানে কাহারও প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা অবিশ্বাস জন্মে নাই।

ড্রেস্‌ডেন নগরে নেপোলিয়ান প্রায় এক পক্ষকাল অবস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহার আদেশে প্রতিদিন অশ্ব, সৈন্য, রসদ, অস্ত্র-শস্ত্র ইউরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে নিমেন নদীর তীরদেশে প্রেরিত হইতে লাগিল। তিনি রুসীয় সম্রাটের নিকট একটি দূত প্রেরণ করিলেন, কিন্তু সম্রাট্‌ কিংবা তাঁহার পারিষদ্‌বর্গ সেই দূতের সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিলেন না। নেপোলিয়ান রুসীয় সম্রাটের এই অভদ্র ব্যবহারের কথা শুনিয়া ধীরভাবে বলিলেন, "যাহারা একদিন আমার হস্তে পরাজিত হইয়াছে, তাহারাই বিজেতার তেজস্বিতা প্রকাশ করিতেছে। তাহাদিগের অদৃষ্টের গতিরোধ হইবে না।" নেপোলিয়ান অবিলম্বে নিমেন নদী অতিক্রম করিবার জন্য তাঁহার সৈন্যগণকে আদেশ প্রদান করিলেন; সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য এক ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল। তাহার প্রত্যেক বর্ণ উদ্দীপনা, সাহস ও তেজস্বিতায় পরিপূর্ণ। সৈন্যগণ সেই ঘোষণা শ্রবণে মহা উৎসাহিত হইল। রুসীয় সম্রাট্‌কে যে তিনি পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন, এ বিষয়ে নেপোলিয়ানের সংশয়মাত্র ছিল না।

১৮১২ খৃষ্টাব্দের ২৯এ মে নেপোলিয়ান ড্রেস্‌ডেন পরিত্যাগ করিলেন, সম্রাজ্ঞী তাঁহার সহিত প্রেগ্‌নগর পর্য্যন্ত যাত্রা করিলেন, প্রেগ্‌ হইতে সম্রাজ্ঞীকে বিদায়দান করিয়া নেপোলিয়ান ড্যানজিকে উপস্থিত হইলেন, এখানে তাঁহার সৈন্যগণের রসদ সঞ্চিত ছিল। সেনাপতি র‍্যাপ এই স্থানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। র‍্যাপ একজন সাহসী ও নেপোলিয়ানের বিশেষ অনুগৃহীত সেনাপতি ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিল না। নেপোলিয়ান ড্যানজিকে উপস্থিত হইয়া সরকারী হোটেলে সেনাপতি র‍্যাপ, মুরাট, বার্থিয়ার প্রভৃতি সহচরবর্গের সহিত আহার করিলেন, সেনাপতি র‍্যাপের সহিত তাঁহার নানাপ্রকার রহস্য চলিতে লাগিল।

১১ই জুন নেপোলিয়ান ড্যানজিক পরিত্যাগপূর্ব্বক ১২ই তারিখে কনিংসবার্গ নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। সৈন্যগণের জন্য এখানেও তিনি খাদ্যদ্রব্যের ভাণ্ডার সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ তাঁহার আদেশে রুসিয়ার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল; চারি লক্ষ বিংশতি সহস্র সৈন্যের পদভরে রুসিয়ার প্রান্তসীমা প্রকম্পিত হইতে লাগিল। নেপোলিয়ানের ইম্পিরিয়াল গার্ড নামক সৈন্যদল ভিন্ন তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্য ত্রয়োদশ দলে বিভক্ত হইল। সেনাপতি দাভো প্রথম দলের, ওডিনো দ্বিতীয় দলের, নে তৃতীয় দলের, ইতালীর শাসনকর্ত্তা প্রিন্স ইউজিন চতুর্থ দলের, পনিয়াটস্কি পঞ্চম দলের, গুভিয়ন সেণ্টসির ষষ্ঠ দলের, রেগনার সপ্তম দলের, ওয়েষ্টফেলিয়ার অধীশ্বর যেরোমি অষ্টম দলের, ভিক্টর নবম দলের, ম্যাকডোনাল্ড দশম দলের, আগারো একাদশ দলের, মুরাট দ্বাদশ দলের এবং অষ্ট্রীয় রাজকুমার স্বার্টজেনবর্গ ত্রয়োদশ দলের পরিচালনভার প্রাপ্ত হইলেন। ইম্পিরিয়াল গার্ড নামক বিশ্ববিজয়ী ৭৫ সহস্র সৈন্য মার্শেল লিফিবার মটিয়ার ও বেসায়ার কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতে লাগিল। এই সকল সেনাপতি প্রত্যেকেই সাহস, বীরত্ব ও তেজস্বিতায় সুবিখ্যাত ছিলেন; নেপোলিয়ান তাঁহাদের সকলকেই ফরাসী সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ বিবেচনা করিতেন। নেপোলিয়ান জীবনে এরূপ মহা সমরের আয়োজন করেন নাই, প্রাচ্য-জগতের কুরুক্ষেত্র-মহাসমর এবং প্রতীচ্যজগতের ট্রয়ের মহাসমরের বিপুল আয়োজন অপেক্ষা ঊনবিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভকালে ইউরোপের মহাযোধগণের এই সমরায়োজন নিঃসন্দেহ তুলনার অযোগ্য

হয় নাই। এই পঞ্চলক্ষ পরিমাণ সৈন্যের মধ্যে সুসজ্জিত অশ্বারোহীর সংখ্যা অশীতি সহস্র, ছয়টি সেতু নির্ম্মাণের উপকরণাদি তাঁহাদের সঙ্গে চলিতেছিল। এতদ্ভিন্ন কয়েক সহস্র রসদবাহী শকট, অসংখ্য বলীবর্দ্দ, তের শত বাইশটি কামান, বিংশ সহস্র বিবিধ প্রকার শকট, এক লক্ষ সাতাশী হাজার অশ্ব দলে দলে সারি সারি নিমেন নদীর তীরবর্ত্তী অন্ধকারাচ্ছন্ন চিরস্তব্ধতা-বিরাজিত নিরানন্দময় কাননে প্রবেশ করিল।

গ্রীষ্মকাল সমাগত। দিঙ্মণ্ডল পরিষ্কার। চতুর্দ্দিকের প্রান্তর তৃণশস্যে শ্যামায়মান, আকাশ সুনীল। সেই সুবৃহৎ সৈন্যসমূহ ও প্রত্যেক সেনানীর হৃদয় আনন্দ ও উৎসাহে স্পন্দিত হইতেছিল। ফরাসী সৈন্যগণের স্বর্ণবর্ণের শ্যেনাঙ্কিত পতাকাসমূহ বায়ুপ্রবাহে বিকম্পিত হইতে লাগিল, তাহাদের ভাস্বর শিরস্ত্রাণসমূহ রবিকরে প্রতিবিম্বিত হইয়া চতুর্দ্দিকে সুচঞ্চল তড়িৎ-প্রবাহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সুশাণিত অস্ত্রসমূহ সৈনিক-করে ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল। অশ্বের হ্রেষারব ও খুরধ্বনি, রণবাদ্যের গভীর নিক্কণ ও রণভেরীর বিপুল নিনাদ, অসংখ্য সৈন্যকণ্ঠের উৎসাহ-সমুৎসারিত ভৈরব হুঙ্কার নিমেনতীরবর্ত্তী শব্দহীন মেরুপ্রদেশে সহসা এক উন্মাদনাময় বিচিত্র শব্দকল্লোল সৃজন করিয়া তুলিল। বোধ হইতে লাগিল, সহস্র সহস্র বৎসরের শব্দহীন মূক-প্রকৃতি তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের অনন্ত আনন্দরাশি আর বক্ষে বহন করিতে না পারিয়া আজ লক্ষ লক্ষ সৈনিককণ্ঠে তাহা প্রকাশিত করিতেছেন।

অতঃপর সৈন্যগণ তিন দলে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন স্থানে নদী পার হইবার জন্য অগ্রসর হইল; প্রত্যেক সৈন্যদল এক শত মাইল ব্যবধানে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। নিমেন নদী অতিক্রম করিয়া এক শত মাইল দূরবর্ত্তী উইলনা নগর তাহাদের প্রথম লক্ষ্যস্থান। রুশীয় সম্রাট আলেক্জান্দার সেখানে দুই লক্ষ সৈন্য লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন।

১৮১২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন সায়ংকালে ধরাতল ধীরে ধীরে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল এবং সেই সুবিশাল নদীর উত্তর-তীরস্থ ফির ও পাইন নামক সুদীর্ঘ পাদপশ্রেণীর অরণ্যে সমাচ্ছন্ন প্রকৃতিদেবী অতি ভীষণভাব ধারণ করিলে নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ ধীরে ধীরে আসিয়া নদীতীরে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। রাত্রি দুই ঘটিকার সময় নেপোলিয়ান তাঁহার অগ্রবর্ত্তী সৈন্যদলের সহিত কাওনো নগরের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইলেন। নদীতীর অত্যন্ত অসমান ও দুর্গম। একজনমাত্র সহচর সঙ্গে লইয়া নেপোলিয়ান নদী পার হইবার উপযুক্ত একটি স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নেপোলিয়ান দেখিলেন, নদীর অপর পারে জনপ্রাণী কেহই নাই, শত্রুগণের একটি আলোকরশ্মি পর্য্যন্ত কোন দিকে বর্ত্তমান দেখা গেল না।

রুশীয় সৈন্যগণ বুঝিতে পারিয়াছিল, নেপোলিয়ানের অগণ্য বলদর্পিত সৈন্যের গতিরোধ করা তাহাদিগের পক্ষে সহজ হইবে না, সুতরাং তাহারা তাহাদের অর্দ্ধসভ্য দেশের পক্ষে যাহা সম্ভব, নেপোলিয়ানের দমনের জন্য তাহারা সেই নীতিই অবলম্বন করা সঙ্গত জ্ঞান করিল। সম্রাট্ আলেক্জান্দার স্থির করিলেন, তিনি ইউরোপ-বিজেতা সম্রাট্ নেপোলিয়ানের নিকট কখন পরাজয় স্বীকার করিবেন না। সুতরাং তিনি তাঁহার তিন লক্ষ সৈন্যের প্রতি আদেশ দান করিলেন; তাহারা নেপোলিয়ানের সৈন্যগণের সহিত সম্মুখযুদ্ধ না করিয়া তাহাদের পশ্চাতে আসিয়া সেতুসমূহ ধ্বংস করিয়া, নগর ও গ্রাম সমভূমি করিয়া, ফরাসীগণের স্বদেশপ্রত্যাবর্ত্তন বা তাহাদের জীবনধারণের উপায় নষ্ট করিল। যেখানেই ফরাসী সৈন্যদল গমন করিবে, তাহারা দেখিবে, কোথাও জনপদ নাই, আহার্য্যদ্রব্য পাইবার উপায় নাই, কোন প্রকার অভাব দূর করিবার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত নাই। সর্ব্বত্র মরুভূমি, সকল স্থানই বিজন প্রান্তরবৎ জনহীন।

যাহা হউক, নেপোলিয়ান এ সকল কথা জানিতে পারিলেন না, আর পারিলেও তখন তাঁহার গত্যন্তর ছিল না; তিনি নদীর উপর তিনটি সেতু প্রসারিত করিয়া সৈন্যগণকে নদী পার হইবার আদেশ প্রদান করিলেন। প্রভাতে চতুর্দ্দিক পরিষ্কার হইবার পূর্ব্বেই সৈন্যগণ সেতুপথে নামিয়া পড়িল। নেপোলিয়ান একটি সেতুর সন্নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া সৈন্যগণের গতি পরিদর্শন করিতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিবামাত্র সহস্র সহস্র সৈন্য প্রভাতের সেই মুক্তাকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া মহানন্দে সমস্বরে 'জয় সম্রাটের জয়' বলিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিল, উৎসাহে সকলের হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল।

দুই দিন দুই রাত্রি ধরিয়া সৈন্যগণ সেতুপথে নদী পার হইল। নেপোলিয়ান রুশীয় সৈন্যগণের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য

এরূপ অধীর হইয়া উঠিলেন যে, সৈন্যগণকে অত্যন্ত দ্রুত-বেগে নদী পার হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ আদেশ করিতে লাগিলেন। নিমেন নদী পার হইয়া ফরাসী সৈন্যগণ দ্রুত-গতি অগ্রসর হইল, কিন্তু শীঘ্রই তাহারা আর একটি নদীর সম্মুখে আসিয়া বাধা প্রাপ্ত হইল। এই নদীটি অতি তরঙ্গ-ভীষণা, ইহার বিস্তারও সামান্য নহে। পোলাণ্ডদেশীয় এক দল অশ্বারোহী সৈন্য উৎসাহ অসংবরণীয় জ্ঞান করিয়া সেই খরপ্রবাহে লম্ফ দিয়া পড়িয়া পার হইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, খরস্রোতে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া চলিল। কয়েকজনমাত্র বহু কষ্টে অপর তীরে উঠিতে সমর্থ হইল, অবশিষ্ট সৈন্যগণের অনেকেই নদীর আবর্ত্তে পড়িয়া প্রাণ হারাইল, কিন্তু তাহারা মৃত্যুকবলে নিপতিত হইয়াও দূর হইতে একবার সম্রাটের মুখের দিকে চাহিল;—দেখিল, নেপোলিয়ান মহা উৎকণ্ঠার সহিত তাহাদিগের শোচনীয় অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছেন। মৃত্যু-কালে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে তাহাদের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তাহারা ভগবানের নির্ভরতাপূর্ণ চির-করুণাভরা নাম বিস্মৃত হইয়া কণ্ঠাগত প্রাণের সমগ্র আবেগে ও আগ্রহভরে বলিল, "জয় সম্রাট্ নেপোলিয়ানের জয়!"—সম্রাটের প্রতি এমন নির্ভরতার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল।

বহুকষ্টে নদী পার হইয়া নেপোলিয়ান তাঁহার পশ্চাদ্-বর্ত্তী সৈন্যগণের প্রতীক্ষায় তিন দিন অপেক্ষা করিলেন এবং এখানে হাঁসপাতাল ও সৈন্যাবাস সংস্থাপনপূর্ব্বক তিনি উইলনা অভিমুখে ধাবিত হইলেন। রুসীয় সৈন্যগণ কোন প্রকার বাধাবিঘ্ন উপস্থিত না করায় ২২এ তারিখে সায়ং-কালে তিনি উইলনা নগরের সন্নিকটে শিবির-সংস্থাপন করিলেন। এ পর্য্যন্ত একটি রুসীয় সৈন্যের সহিতও তাঁহার সৈন্যের সাক্ষাৎ হয় নাই।

রুসীয় সম্রাট পোলাণ্ডের যে অংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, উইলনা তাহারই রাজধানী। উইলনায় আসিয়া নেপোলিয়ান এই নগরকে তাঁহার প্রধান সৈন্যনিবাসে পরিণত করিলেন।

নেপোলিয়ান যখন সসৈন্যে নিমেন নদী পার হইতে-ছিলেন, সেই সময়ে রুসীয় সম্রাট্ আলেকজান্দার তাঁহার এক সামন্তগৃহে নৃত্যকার্য্যে রত ছিলেন; সহসা ফরাসী-দিগের নদী অতিক্রমণের সংবাদে তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া নৃত্য বন্ধ করিয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ আদেশ প্রদান করি-লেন, যে সমস্ত রসদদ্রব্য তাঁহার ভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে, তাহা অগ্নিমুখে সমর্পণ করিতে হইবে। তাহার পর সম্রাট্ সসৈন্যে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

১৮ই জুন মধ্যাহ্নকালে নেপোলিয়ান পোলাণ্ড-দেশীয় অশ্বারোহী সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া উইলনা নগরে প্রবেশ করিলেন। পোলগণ বিজয়ী বীরের ন্যায় মহা আগ্রহভরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিল, তজ্জন্য তাঁহাকে তাঁহাদিগের উদ্ধার-কর্ত্তা বলিয়া মনে করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে নগর-বাসিগণের আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইল, জাতীয় পতাকা বায়ুভরে উড্ডীন হইতে লাগিল। যুবকগণ পথে স্বদেশীয় যাহাকে দেখিল, মহানন্দে তাহাকেই আলিঙ্গন দান করিতে লাগিল, তাহাদের নয়নকোণে আনন্দাশ্রু সঞ্চিত হইল। বৃদ্ধগণ তাঁহাদের প্রাচীনকালের পোলাণ্ডদেশীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত হইলেন। জাতীয় সভা একবাক্যে পোলাণ্ড রাজ্যের সংস্থাপন ঘোষণা করিলেন, দলে দলে পোলগণ বিজয়ী নেপোলিয়ানের পতাকামূলে সমবেত হইতে লাগিল। পোলাণ্ডবাসিগণের উৎসাহ এরূপ বৃদ্ধি হইল যে, তাঁহারা নেপোলিয়ানের সাহায্যার্থ পঁচিশ হাজার সৈন্য প্রদান করি-লেন। পোলগণ নেপোলিয়ানের নিকট অভিযোগ উপ-স্থিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমাদের মাতৃভূমির অস্তিত্ব ইউরোপের মানচিত্র হইতে বিলুপ্ত হইল কেন? কোন্ অধিকারবলে বিজেতাগণ আমাদের দেশ আক্রমণপূর্ব্বক ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিল? আমাদের অপরাধ কি? কে আমা-দের অপরাধের বিচার করিবে? রুসিয়াই আমাদের দুর্গতির একমাত্র কারণ। সেই শোচনীয় দিনের কথা কি স্মরণ করিবার কোন আবশ্যক আছে,—যে দিন পশুপ্রকৃতি আততায়ীর উন্মত্ত রণহুঙ্কারের মধ্যে ওয়ারস অগ্নি ও তরবারির সাহায্যে বিনষ্টপ্রায় প্রেগবাসিগণের অন্তিম আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়াছিল? এই পশুবলে রুসিয়া পোলাণ্ড অধিকার করিয়াছেন, অস্ত্রবলে রুসিয়া পোলাণ্ড-বাসিগণকে শৃঙ্খলিত করিয়াছেন, একমাত্র অস্ত্রের সহায়তা ভিন্ন সে শৃঙ্খল ভগ্ন হইবে না। বর্ত্তমান যুগের যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর, বিধাতার বলে যিনি বলীয়ান্, আমরা তাঁহারই সহায়তা প্রার্থনা করিতেছি। মহাত্মা নেপোলিয়ান একবার বলুন, পোলাণ্ডরাজ্যের অস্তিত্ব

বর্ত্তমান রহিবে, তাহা হইলেই পোলাণ্ডের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অনিবার্য্য।"

কিন্তু নেপোলিয়ান কোন কথাই বলিলেন না; পোলগণের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক্, ইহা তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও তিনি তাঁহার সহযোগী সম্রাটের প্রজাবর্গের বিদ্রোহে উৎসাহ প্রদান করিলেন না। তিনি বলিলেন, "পোলাণ্ড যখন প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার বিরক্ত হইয়াছিল, সে সময়ে যদি আমি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতাম, তাহা হইলে আমি আমার সৈন্যগণকে তোমাদের সহায়তায় অস্ত্রধারণ করিতে প্রবৃত্ত করিতাম। যখন আমি ওয়ারস জয় করিয়াছিলাম, তখন তাহার স্বাধীনতাদানে আমি ক্ষণমাত্র বিলম্ব করি নাই। তোমাদের উদ্যমের সহিত আমার সহানুভূতি আছে। তোমাদের প্রস্তাবের সমর্থনসংকল্পে যাহা করা আমার সাধ্য, তাহা আমি করিব। যদি তোমরা সকলে একতা অবলম্বন কর, তাহা হইলে তোমরা শত্রুগণকে তোমাদের অধিকার স্বীকার করাইতে পার। কিন্তু ফ্রান্স হইতে বহুদূরবর্ত্তী এই সুবিস্তীর্ণ প্রদেশে তোমরা তোমাদের সমবেত চেষ্টাতেই কেবল কৃতকার্য্য হইবার আশা করিতে পার। আমি অস্ট্রিয়া-অধিকারে হস্তক্ষেপ করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সুতরাং যাহাতে তাঁহার অধিকার লোপ হইতে পারে, এরূপ কোন কার্য্যে আমি সাহায্য করিতে অসমর্থ।" নেপোলিয়ানের প্রস্তাব শুনিয়া পোলগণ অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইল। তিনি অস্ট্রিয়া ও প্রুসিয়ার সহিত যে সন্ধি-বন্ধনে আবদ্ধ, তাহা ভঙ্গ করিয়া তিনি পোলগণের উদ্ধারসাধন করিতে পারিলেন না।

নেপোলিয়ান অষ্টাদশ দিন উইলনায় অবস্থান করিয়াছিলেন, সৈন্যগণের অভাব নিরাকরণে এবং বিজিত রাজ্যসমূহের শাসনবিধিসংগঠনে তাঁহার এই কয়েক দিন অতিবাহিত হইল। জুলাই মাসের প্রথমভাগেই তাঁহার দশ সহস্র অশ্ব আহারাভাবে ও ক্লান্তিবশতঃ প্রাণত্যাগ করিল এবং যুদ্ধ সংঘটিত না হইলেও পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্য হাঁসপাতালের শয্যা আচ্ছন্ন করিয়া রহিল, তাহারা সকলেই পীড়িত হইয়াছিল। আলেক্জান্দার নেপোলিয়ানের বিরাট অভিযান-সংবাদে ব্যাকুল হইয়া সৈন্য সংগ্রহের জন্য কিছু সময় লাভ করিবার অভিপ্রায়ে নেপোলিয়ানের নিকট সন্ধির ছলনায় উইলনায় এক দূত প্রেরণ করিলেন; এই দূতের নাম কাউণ্ট বালাকফ। নেপোলিয়ান রাজদূতকে বিশেষ সৌজন্যের সহিত আহ্বান করিয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, তাঁহার সম্রাট্ই স্বয়ং সন্ধিভঙ্গ করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কিছুই নাই। রুসীয় রাজদূত প্রকাশ করিলেন, যদি ফরাসী সৈন্যগণ নিমেন নদী পার হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তাহা হইলে আলেকজান্দার তাঁহার সন্ধিস্থাপনে প্রস্তুত আছেন। নেপোলিয়ান বলিলেন, "উইলনার প্রান্তরেই তাহার পরীক্ষা হইবে। কূটনীতিজ্ঞেরা কার্য্যোদ্ধারের পর আর বাধ্যবাধকতা রাখিতে চায় না। আলেক্জান্দার অগ্রে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করুন, আমি তখন আমার সৈন্যগণকে নিমেন নদীর অপর পারে লইয়া যাইব। ইহাতে সহজেই শান্তি স্থাপিত হইবে।"

কিন্তু আলেক্জান্দারের তাহা উদ্দেশ্য নহে; তিনি যে শঠতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, নেপোলিয়ান তাহাতে শিশু ছিলেন না, সুতরাং আলেক্জান্দারের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না। উইলনা হইতে দেড়শত মাইল দূরে রুসিয়ার অভ্যন্তরভাগে ড্রিসা নামক স্থানে তিনি শিবির সংস্থাপন করিয়া সৈন্যগণকে সেখানে সমবেত করিতে লাগিলেন। ফরাসী সৈন্যগণ ড্রিসা অভিমুখে অগ্রসর হইবামাত্র রুসীয় সম্রাট্ ড্রিসা পরিত্যাগপূর্ব্বক সেখান হইতে এক শত মাইল দূরবর্ত্তী ওয়াইটেস্ক নামক স্থানে সসৈন্যে প্রস্থান করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে শস্যক্ষেত্র দগ্ধ করিয়া, গ্রাম ও নগর ধ্বংস করিয়া, বহুসংখ্যক পোলের প্রাণ বিনষ্ট করিয়া তাঁহারা যথেচ্ছাচারের চিহ্ন ধরণীবক্ষে অঙ্কিত করিয়া রাখিলেন। অবশ্য ফরাসীসৈন্যগণের মধ্যে আহার্য্যদ্রব্য সংগ্রহে অসুবিধা উৎপাদন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি এরূপ করিলেন।

১৬ই জুলাই উইলনা পরিত্যাগপূর্ব্বক নেপোলিয়ান অশ্বারোহণে ২৭এ জুলাই প্রভাতে ওয়াইটেস্ক নগরের অদূরে অবস্থিত একটি গিরিশৃঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভাত-সূর্য্যের হিরন্ময় কিরণে উদ্ভাসিত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভূষিত ওয়াইটেস্ক নগর শ্যামল শস্যক্ষেত্রে পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিতেছিল, গিরি-উপত্যকার সীমান্তরেখার প্রান্তদেশে তাহার প্রকৃতি-হস্ত-নির্ম্মিত সুশোভন চিত্রের ন্যায় অতীব রমণীয় শোভাবিকাশ করিয়াছিল। নেপোলিয়ান দেখিলেন, এই নগর হইতে অনেক দূরে বহুসংখ্যক রুসীয় সৈন্য শিবির-সংস্থাপনপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে এবং

সুগভীর প্রশস্ত ডুইনা নদী রুসীয় ও ফরাসীসৈন্যগণের মধ্যে উন্মত্ত-গর্জ্জনে প্রবাহিত হইতেছে। নেপোলিয়ান বুঝিলেন, রুসীয় সৈন্যগণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রহিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে ফরাসী-সৈন্যগণ বিভিন্নপথে নেপোলিয়ানের সন্নিকটবর্ত্তী হইল, যুদ্ধাস্ত্রসমূহও যথাকালে গিরিপ্রান্তে আনীত হইল। নেপোলিয়ান অবিলম্বে নগর-প্রাচীরের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। প্রভাতকালেই উভয়পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রুসীয়গণ প্রত্যেক স্থানে পরাজিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। নৈশ অন্ধকারে অতি সাবধানে তাহারা বহুদূরে পলায়ন করিল। নেপোলিয়ান বিজয়িবেশে ওয়াইটেস্ক নগরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, নগর শূন্য—খাদ্যসমূহ অন্তর্হিত। স্থানীয় অধিবাসিগণ নগর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে, কিংবা রুসীয় সৈন্য কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াছে।

নগরের অবস্থা দেখিয়া নেপোলিয়ানের উদ্বেগের সীমা রহিল না। তিনি দেখিলেন, সেই জনশূন্য নগরে তাঁহার সৈন্যগণের উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই। অশ্বগণ অনাহারে মৃতবৎ হইয়া পড়িল, সৈন্যগণ ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর হইল। এ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য, স্থির করিবার জন্য তিনি সমরসভা আহূত করিলেন। অনেকেরই মত হইল, বসন্তকাল পর্য্যন্ত এখানে অপেক্ষা করা উচিত, কিন্তু নেপোলিয়ান এ প্রস্তাব সঙ্গত জ্ঞান করিলেন না, তাঁহার সৈন্যগণের কষ্ট দূর করা ও তাঁহার গৌরব রক্ষা করা তিনি প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন।

নেপোলিয়ান শীঘ্রই জানিতে পারিলেন, রুসীয় সম্রাট্ সেখান হইতে এক শত মাইল দূরবর্ত্তী স্মলেনস্ক নগরে সসৈন্যে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছেন। ১৩ই আগষ্ট নেপোলিয়ান সেই নগর অভিমুখে সৈন্য পরিচালন করিলেন। পলায়িত রুসীয় সৈন্যগণের পলায়নে বাধা দান করিবার জন্য ফরাসী-সৈন্যগণ বিভিন্ন দলে যাত্রা করিল। মহাপরাক্রান্ত রুসীয় সৈন্যগণ মধ্যপথে ফরাসীদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া রসদ ও অশ্বাদির খাদ্যদ্রব্য সমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল। ভয়ানক গ্রীষ্মে ফরাসী-সৈন্যগণের যন্ত্রণার সীমা রহিল না। বহু সৈন্য পথপ্রান্তে প্রাণত্যাগ করিল। ১৬ই আগষ্ট সায়ংকালে নেপোলিয়ান স্মলেনস্ক নগরের প্রাচীরসন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। বহুসংখ্যক রুসীয়-সৈন্য নগর-বহির্ভাগে সমবেত দেখিয়া তাঁহার মনে অত্যন্ত আনন্দের সঞ্চার হইল, উৎসাহভরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এত দিনে ইহাদিগকে হাতে পাইলাম।"—স্মলেনস্ক নগরের প্রাচীর অত্যন্ত উচ্চ ও দুর্ভেদ্য; নেপোলিয়ান সে জন্য নিরাশ না হইয়া রুসীয়দিগকে প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিলেন। সমস্ত দিন যুদ্ধের পর নৈশ-অন্ধকারে রুসীয় নগর সমাচ্ছন্ন হইল, তখনও উভয়পক্ষীয় বীরগণ মহাপরাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। মধ্যরাত্রে নেপোলিয়ান দেখিলেন, নগরের বিভিন্ন অংশে অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে। অগ্নিরাশির লোলজিহ্বা বহুদূর পর্য্যন্ত রক্তিমাভা ধারণ করিয়াছে, ধূম ও অগ্নিতে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন। নেপোলিয়ান তাঁহার শিবিরের সম্মুখে উপবেশনপূর্ব্বক এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ড নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "এই অগ্নিকাণ্ড ভিসুভিয়াস্ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সমতুল্য।"

১৮ই আগষ্ট শেষরাত্রে এক দল ফরাসী সৈন্য প্রাচীর ভেদ করিয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহারা দেখিল, রুসীয়গণ আহত ও পীড়িত নগরবাসিগণকে মৃত্যুমুখে ত্যাগ করিয়া নগরে অগ্নিদানপূর্ব্বক নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। ধূম ও ভস্মের মধ্যে নিপতিত হইয়া বহুসংখ্যক নগরবাসী আঘাত-যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছে, পিপাসায় কাহারও কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে, একবিন্দু জল পাইবার উপায় নাই; অগ্নিতে কাহারও দেহ দগ্ধ হইয়াছে, সে যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, কিন্তু প্রাণ বহির্গত হইতেছে না। নগরের সর্ব্বত্র এই দৃশ্য দেখিয়া ফরাসী-সৈন্যগণ স্তম্ভিত হইয়া গেল। দুগ্ধপোষ্য শিশু মৃতা জননীর ক্রোড়ে পড়িয়া বিদীর্ণকণ্ঠে রোদন করিতেছে, সাধ্বী স্ত্রী নিহত স্বামীর পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইতেছে; দেখিয়া অতি নির্দ্দয়ের চক্ষেও অশ্রু সঞ্চিত হইল। নেপোলিয়ান সর্ব্বপ্রথমে তাহাদিগের যন্ত্রণা-লাঘবের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফরাসী সৈন্যগণ অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক সম্রাটের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইল।

প্রভাত হইবামাত্র নেপোলিয়ান একটি পুরাতন মন্দির-চূড়ায় উঠিয়া দূরবীক্ষণ-সহযোগে দেখিলেন, রুসীয় সৈন্যগণ দূরে পলায়ন করিতেছে। তাহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া একদল সেণ্টপিটার্সবর্গ ও অন্যদল মস্কো অভিমুখে ধাবিত

হইয়াছে। নেপোলিয়ান সেনাপতিগণকে মস্কো অভিমুখে ধাবিত রুসীয় সৈন্যগণের অনুধাবনে রত হইবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন।

একজন রুসীয় ধর্ম্মযাজক বহ্নিমান্ নগরের মধ্যে অসাধারণ সহিষ্ণুতার সহিত আহত ও পীড়িত নগরবাসিগণের শুশ্রূষা-কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, প্রাণের মমতায় তিনি নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করেন নাই। ধর্ম্মযাজক মহাশয়ের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট একটি দুরাচার নররাক্ষস, সে তাহার নিদারুণ শোণিত-পিপাসা নিবারণের জন্য জগৎসংসার নর-রক্তে ও শোকাশ্রু-রাশিতে প্লাবিত করিতেছে। নেপোলিয়ান অর্দ্ধদগ্ধ ভস্মাচ্ছাদিত নগরে প্রবেশ করিলে ধর্ম্মযাজক মহাশয় তাঁহার সমীপস্থ হইয়া নগরধ্বংসের জন্য নেপোলিয়ানের প্রতি অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক ভাষায় কটূক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়ান সেই নির্ভীক ধর্ম্মযাজকের তীব্র ভৎর্সনা সম্ভ্রমের সহিত ধীরভাবে শ্রবণ করিয়া অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার অভিযোগ শুনিলাম, আপনার ভজনালয়টি কি ধ্বংস হইয়াছে?"

পাদরী মহাশয় অবজ্ঞাভরে উত্তর করিলেন, "না মহাশয়, পরমেশ্বরের ক্ষমতা আপনার পরাক্রম অপেক্ষা অনেক অধিক। তিনি তাহা রক্ষা করিবেন, আমি নগরের গৃহহীন নিরাশ্রয় লোকগুলিকে সেখানে আশ্রয় দান করিতেছি।"

নেপোলিয়ান কিঞ্চিৎ আবেগের সহিত বলিলেন, "আপনি উত্তম কর্ম্ম করিয়াছেন। আপনি সত্য কথাই বলিয়াছেন, পরমেশ্বর এই সকল নিরপরাধ উৎপীড়িত নগরবাসিগণের উপর দৃষ্টি রাখিবেন। আপনার সৎসাহসের জন্য তিনি আপনাকে পুরস্কৃত করিবেন। পাদরী মহাশয়, আপনি আপনার আশ্রমে প্রতিগমন করুন। ধর্ম্মযাজক-সম্প্রদায়ের সকলেই যদি আপনার এই মহৎ দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতেন, তাহা হইলে ভগবান্ তাঁহাদিগের উপর যে শান্তি-ঘোষণার ভার সমর্পণ করিয়াছেন, তাহার প্রতি তাঁহারা নীচজনোচিত উপেক্ষা প্রকাশ করিতে পারিতেন না। যদি তাঁহারা তাঁহাদের ভজনালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অবস্থানপরিপূত উপাসনামন্দির আমার সৈনিক-হস্তে নিশ্চয়ই রক্ষা পাইত। আমরা সকলেই খৃষ্টিয়ান, আপনার যিনি ঈশ্বর, তিনি আমাদেরও ঈশ্বর।"

নেপোলিয়ান কয়েকজন প্রহরীর সহিত সেই দুঃখশোকভাবাপন্ন ধর্ম্মযাজকটিকে তাঁহার ভজনালয়ে প্রেরণ করিলেন; পাদ্রী মহাশয়ের আশ্রিত আর্ত্ত নগরবাসিগণের জন্য যথোপযুক্ত খাদ্য-দ্রব্যও পাঠাইলেন। ভজনালয়ে ফরাসী-সৈনিক-পরিবেষ্টিত পুরোহিত মহাশয়কে দেখিয়া সকলেই মহা আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। কিন্তু পুরোহিত মহাশয় তাহাদিগকে অভয়দান করিয়া বলিলেন, "তোমরা ভীত হইও না, আমি আজ নেপোলিয়ানকে দেখিয়াছি, আমি তাঁহার সহিত আলাপ পর্য্যন্ত করিয়াছি। বৎসগণ! এ পর্য্যন্ত আমরা বড়ই প্রতারিত হইয়া আসিয়াছি। ফ্রান্সের সম্রাট্ তোমাদের নিকট যে ভাবে চিত্রিত হইয়াছেন, তিনি সেরূপ নহেন। তিনি ও তাঁহার সৈন্যগণ আমাদের পরমেশ্বরেরই উপাসনা করেন। তিনি যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা দ্বারা আমাদের ধর্ম্মে আঘাত পড়িবার সম্ভাবনা নাই, এ রাজায় রাজায় কলহ মাত্র। আমাদের সৈন্যগণের সঙ্গে ফরাসী-সৈন্যগণ যুদ্ধ করিতেছে। শুনিয়াছিলাম, তাহারা স্ত্রীলোক ও শিশুগণকে পর্য্যন্ত বধ করিতেছে, কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।" পাদ্রী মহাশয় মহা খুসী হইয়া তখন অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে ভজন আরম্ভ করিলেন।

নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ অবিলম্বে পলায়িত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিহত করিতে আরম্ভ করিল, পলায়ন ও আক্রমণ উভয় কার্য্যই প্রবলবেগে চলিতে লাগিল। এইরূপে নেপোলিয়ান সর্ব্বত্রজয়লাভ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু পরাজয়ের কষ্ট ও অসুবিধা তাঁহাকে পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিতে হইল। তাঁহার চতুর্দ্দিকে মুক্তপ্রান্তর, দগ্ধ নগর, আহার্য্য-দ্রব্যের অভাব; অনাহারে, পথশ্রমে, যুদ্ধ-ক্লান্তিতে তাঁহার সৈন্যগণ অকালে দলে দলে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। স্মলেনস্ক নগরের পঞ্চদশটি সুবৃহৎ ইষ্টকালয় ফরাসী-সৈন্যগণ অগ্নি-হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিল, সেই সমস্ত অট্টালিকা আহত ও পীড়িত ফরাসী সৈন্যে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। উইলনা ও উইটেস্ক নগরেও বহুসংখ্যক পীড়িত সৈন্য অবস্থান করিতেছিল। চিকিৎসকগণ ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে লাগিলেন, অবশেষে তাহারও অভাব হইল; তখন তাঁহারা কাগজে সেই অভাব পূর্ণ করিতে

লাগিলেন, কোন কোন দিন ভূর্জ্জ-পত্র দ্বারাও ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে হইয়াছে। কতকগুলি সৈন্যকে আহারাভাবে প্রাণত্যাগ করিতে হইল। সম্রাটের দুশ্চিন্তার সীমা রহিল না। সৈন্যগণ ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখিয়া মহা দুশ্চিন্তায় কালাতিপাত করিতে লাগিল। নেপোলিয়ান দেখিলেন, অকৃতকার্য্য হইয়া যদি তিনি তখন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাহা হইলে তিনি ইউরোপের সমস্ত শক্রমণ্ডলীর উপহাসভাজন হইবেন। যদি অধিক দিন সেখানে অবস্থান করেন, তাহা হইলে অনাহারে মৃত্যু নিশ্চয় ; সুতরাং তিনি রুসিয়ার অভ্যন্তরভাগে অগ্রসর হওয়াই কর্ত্তব্য জ্ঞান করিলেন।

রুসীয় সম্রাট্ আলেক্জান্দার তাঁহার সৈন্যগণকে পশ্চাতে পরিত্যাগপূর্ব্বক মস্কো অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। স্মলেনস্ক নগর হইতে মস্কো নগর পাঁচ শত মাইল, পথ অতি দুর্গম। কিন্তু সেই দুর্গম পথেই অর্দ্ধভুক্ত সৈন্য লইয়া নেপোলিয়ান মস্কো যাত্রায় কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি মনে করিলেন, মস্কো নগরে উপস্থিত হইলেই তাঁহার সৈন্যগণ আহার ও বিশ্রাম লাভ করিতে পারিবে। তাঁহার একবারও মনে হয় নাই যে, তাঁহাকে সসৈন্যে বিপন্ন করিবার জন্য আলেক্জান্দার তিন লক্ষ লোকের বাসস্থান মস্কো নগর অগ্নিমুখে সমর্পণপূর্ব্বক তাহা ধ্বংস করিতে সমর্থ হইবেন।

আলেক্জান্দার কয়েক দিন মস্কো নগরে অবস্থান করিয়াছিলেন ; তিনি স্থির করিলেন যে, যদি নেপোলিয়ান মস্কো আক্রমণপূর্ব্বক অধিকার করেন, তাহা হইলে নগর ধ্বংস করিতে হইবে। মস্কো হইতে আলেক্জান্দার সেণ্টপিটার্স-বর্গে যাত্রা করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি প্রচার করিলেন, এ পর্য্যন্ত ফরাসীদিগের সহিত তাঁহার যে সকল যুদ্ধ হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক যুদ্ধেই তিনি জয়লাভ করিয়াছেন ; সুতরাং মহা সমারোহে ভজনালয়ে উপাসনা আরম্ভ হইল, ধর্ম্মসঙ্গীতে উপাসনা-মন্দির দিবারাত্রি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নেপোলিয়ান এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "জয়লাভ করিয়াছে বলিয়া ইহারা উপাসনা করিতেছে, কি আশ্চর্য্য! ইহারা কেবল মানুষের কাছে নহে, ঈশ্বরের নিকটে পর্য্যন্ত মিথ্যাকথা বলিতে সাহস করে।"

২৮এ আগষ্ট নেপোলিয়ান মস্কো অভিমুখে ধাবিত হইলেন। সকল বাধা অতিক্রমপূর্ব্বক শত্রুগণের শৃঙ্খলাহীন আক্রমণ ব্যাহত করিয়া ৪ঠা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ক্রমাগত তিনি অগ্রসর হইলেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যাকালে দেখিলেন, অসংখ্য রুসীয় সৈন্য মস্কাউ নদীর পাষাণময় তীরদেশে কেরোদিনা নামক গ্রামের সন্নিকটে শিবির-স্থাপনপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। রুসীয় সেনাপতি কুটুসক্ রাজধানী রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে ফরাসীসৈন্যের গতিরোধ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। রুসীয়গণ ছয় শত কামান সুসজ্জিতভাবে স্থাপন করিয়া শত্রুগণের উপর গোলাবর্ষণের জন্য উদ্যত রহিয়াছে। চারিদিকে কামানশ্রেণী সংরক্ষিত, তাহা ভেদ করিয়া আর পদমাত্র অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। এই সকল কামানের পশ্চাদ্ভাগে এক লক্ষ সত্তর হাজার সুশিক্ষিত পরাক্রান্ত রুসীয় সৈন্য যুদ্ধার্থে প্রস্তুত রহিয়াছে।

এক লক্ষ বিংশতি সহস্র ফরাসী-সৈন্য তিন দলে বিভক্ত হইয়া রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইল। নেপোলিয়ান তেজস্বী অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক সৈন্য-পরিচালন করিতে লাগিলেন। কোন্ স্থান হইতে শত্রুগণকে আক্রমণ করিলে সহজে তিনি রণজয় করিতে পারিবেন, তাহা অল্পকালের মধ্যেই স্থির করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য জলদ-গম্ভীরস্বরে তাহাদের সাহস, বীরত্ব ও অধ্যবসায়ের প্রশংসা করিলেন।

ক্রমে রজনী সমাগত হইল। যেমন অন্ধকার, তেমনি প্রবল শীত। দেখিতে দেখিতে মেঘদল গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, শ্রান্ত সৈন্যগণের উপর ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। রুসীয়গণ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের বহুদূর পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া সেই অগ্নিতে হিম-জর্জ্জরিত দেহ উত্তপ্ত করিয়া কথঞ্চিৎ আরাম লাভ করিল। নেপোলিয়ান উৎকণ্ঠিত-চিত্তে একটি শিবিরে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ; তাঁহার আশঙ্কা হইল, শত্রুগণ হয় ত রাত্রের মধ্যেই যুদ্ধ-ক্ষেত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিবে। তাহা হইলে পরিশ্রান্ত সৈন্য লইয়া আবার তাঁহাকে তাহাদিগের পশ্চাতে ধাবিত হইতে হইবে। নেপোলিয়ানের হৃদয় নিরাশায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সেই মধ্যরাত্রে একটি ক্ষুদ্র শিবিরের মধ্যে বসিয়া তিনি শূন্যদৃষ্টিতে অনন্ত অন্ধকারের দিকে চাহিয়াছিলেন ; আশা ও ভয়,

সাহস ও উদ্বেগ তাঁহার হৃদয়ে প্রতিমুহূর্ত্তে তরঙ্গিত হইতেছিল; ভবিষ্যৎ-চিন্তায় তাঁহার ললাট কুঞ্চিত হইতেছিল। এমন সময়ে একজন অশ্বারোহী দূত ব্যস্তভাবে তাঁহার শিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাকে জ্ঞাত করিল, সালামানকার শোণিতরঞ্জিত সমরক্ষেত্রে ফরাসীদিগের পরাজয় হইয়াছে, ইংরাজ-বীর লর্ড ওয়েলিংটন মাদ্রিদ্ নগর অধিকার করিয়াছেন।

এই দূতের প্রমুখাৎ তিনি আরও জানিতে পারিলেন, রুসিয়া তুরস্কের সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিয়াছে। দানিয়ুব নদীতীরে যে সকল রুসীয় সৈন্য অবস্থান করিতেছিল, তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে এবং সুইডেনের সৈন্যগণ রুসীয় সৈন্যশ্রেণীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে।

বহুক্ষণ দুশ্চিন্তায় ক্লান্ত হইয়া শিবিরের শয়নকক্ষে নেপোলিয়ান শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা আসিল না; পিপাসায় তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন, কিন্তু সেই অর্দ্ধ-ইউরোপ-বিজয়ী সম্রাট্ও সে রাত্রে তৃষ্ণাপ্রশমন করিবার জন্য বিন্দুমাত্র জল পাইলেন না। নিজের কষ্টের কথা ভুলিয়া তিনি সৈন্যগণের অভাব-চিন্তায় আকুল হইলেন। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার সৈন্যগণ যেমন পরিশ্রান্ত ও আহারাভাবে অবসন্ন হইয়াছে, তাহাতে তাহারা হয় ত পরদিন সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক রণজয়ে সমর্থ হইবে না। তিনি সেই রাত্রেই সেনাপতি বেশায়ারকে আহ্বানপূর্ব্বক সৈন্যগণের তিন দিনের আহারোপযোগী বিস্কুট ও চাউল বিতরণের আদেশ প্রদান করিলেন এবং তাঁহার আদেশ যথারূপে পালিত হইয়াছে কি না, সৈন্যগণের নিকট তাহার অনুসন্ধান করিলেন। অনন্তর শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক সম্রাট্ শয্যায় শয়ন করিয়া অল্পকালের জন্য তন্দ্রামগ্ন হইলেন, সুপ্তিলাভের কোন আশা ছিল না। রাত্রিশেষে সম্রাটের একজন পার্শ্বচর তাঁহার নিকট কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া দেখিল, সম্রাট্ শয্যার উপর উপবেশনপূর্ব্বক উভয় করতলে ললাট রাখিয়া চিন্তামগ্ন রহিয়াছেন, তাঁহাকে অত্যন্ত বিমর্ষ বোধ হইল। পার্শ্বচরকে দেখিয়া সম্রাট্ বিষাদাপ্লুত-স্বরে বলিলেন, "যুদ্ধ কি?—যুদ্ধ বর্ব্বরের ব্যবসায় মাত্র! সম্মুখে মহাসমর উপস্থিত, এ যুদ্ধের ফল অতি ভয়ঙ্কর হইবে। আমি আমার বিংশতি সহস্র সৈন্য হইতে বঞ্চিত হইব।"—সে রাত্রি সম্রাটের নিকট যুগব্যাপী দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

পূর্ব্বাকাশ উষালোকে অনুরঞ্জিত হইবার পূর্ব্বেই নেপোলিয়ান তাঁহার অপ্রীতিকর চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক অশ্বারোহণে সেনাপতিসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া শিবির পরিত্যাগ করিলেন। বৃষ্টি-প্লাবিত ঝটিকা-সংক্ষুব্ধ রাত্রির মেঘরাশি অপসৃত হইয়া তরুণ অরুণ রক্তিমবর্ণে পূর্ব্বগগনে সুপ্রকাশিত হইলেন। নেপোলিয়ান সেই দিকে বাহু প্রসারিত করিয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন, "ঐ দেখ, অস্তারলিজের সূর্য্য উঠিয়াছে।"—এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সৈনিকবৃন্দ মহা পুলকে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, এই সূর্য্যালোক তাহারা শুভচিহ্ন বলিয়া মনে করিল। নেপোলিয়ান বোরোনিদের একটি উচ্চস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া অদূরবর্ত্তী শত্রু-সৈন্যগণের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন;—দেখিলেন, সহস্র সহস্র সৈন্য সুপ্রশস্ত প্রান্তরে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। শত্রুগণের কেহ কেহ নেপোলিয়ানকে চিনিতে পারিল; তৎক্ষণাৎ কামান-গর্জ্জন আরম্ভ হইল, কামানের সুগম্ভীর প্রথম নির্ঘোষ সেই মধুর প্রভাতে চরাচরে শোণিত-রঞ্জিত মহাসমরের পূর্ব্বাভাষ জ্ঞাপন করিল।

নেপোলিয়ান তাঁহার সৈন্যগণকে যুদ্ধারম্ভের আদেশ প্রদান করিলেন। তখন উভয়পক্ষে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল, প্রায় তিন লক্ষ সৈন্য মহা পরাক্রমে পরস্পরকে আক্রমণ করিল, ঘন ঘন বহ্নিমুখ কামান হইতে বজ্র-নির্ঘোষ সমুত্থিত হইতে লাগিল, সহস্র সহস্র বন্দুক হইতে অগ্নিস্রোত বহিতে আরম্ভ হইল। প্রভাত হইতে অপরাহ্ণকাল পর্য্যন্ত সমানবেগে যুদ্ধ চলিল, কোন পক্ষেরই জয়-পরাজয় হইল না। কেবল শোণিতের তরঙ্গ, আহতের আর্ত্তনাদ, বীরের হুঙ্কার, অস্ত্রের ঝন্ঝনা, ধূম-অগ্নির বিচিত্র সম্মিলন! রণমত্ত সৈন্যগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। একটা কামানের গোলা আসিয়া সেনাপতি দাভোর অশ্বদেহে নিপতিত হইল, দাভো তৎক্ষণাৎ শোণিত-প্লাবিত প্রান্তরে সংজ্ঞাহীন-দেহে নিপতিত হইলেন, তাঁহার অশ্বের দেহ শতখণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল। সম্রাটের নিকট অবিলম্বে তাঁহার প্রিয়তম সেনাপতির নিধনবার্ত্তা প্রেরিত হইল। সম্রাট্ স্তম্ভিতহৃদয়ে এই সংবাদ শ্রবণ করিলেন, কিন্তু কোন প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না, তখন তাঁহার চাঞ্চল্য-প্রকাশের, শোক-প্রকাশের

অবসর ছিল না; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেনাপতি আহত ও মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন মাত্র, তবে সুখের কথা, তিনি প্রাণত্যাগ করেন নাই। মূর্চ্ছাভঙ্গে দাভো আর একটি অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক আবার সৈন্য-পরিচালনায় রত হইলেন। অবিলম্বে সম্রাটের নিকট সেই শুভসংবাদ প্রেরিত হইল। বৃষ্টি-প্লাবিত বর্ষার নিবিড় মেঘাড়ম্বর-পূর্ণ মধ্যাহ্নে সহসা মেঘান্তরিত আকাশপথে দীপ্ত সূর্য্যকর যেমন সিক্ত-প্রকৃতির উপর নিপতিত হইয়া সমগ্র প্রকৃতিকে প্রফুল্ল করিয়া তোলে, নেপোলিয়ানের অশ্রুসজল মুখও সেইরূপ এই অপ্রত্যাশিত-পূর্ব্ব আনন্দের সংবাদে জ্যোতির্ম্ময় এবং প্রসন্ন ভাব ধারণ করিল। তিনি উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ভগবান্, তোমার অনন্ত মহিমা!"

এই ভীষণ সংগ্রামক্ষেত্রে সেনাপতি র‍্যাপ চারি স্থানে আহত হইলেন। সেই আহত অবস্থাতেও তিনি সৈন্য-পরিচালন করিতেছিলেন; সহসা বিপক্ষের একটি জ্বলন্ত গুলী আসিয়া তাঁহার উরুদেশে নিপতিত হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে ভূপতিত হইলেন, রণক্ষেত্র হইতে তাঁহার শোণিত-প্লাবিত দেহ অপসৃত করা হইল। নেপোলিয়ান তাঁহার সাহসী সহযোগীর অবস্থা দেখিবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, সেনাপতি রক্ত-শয্যায় শায়িত। এ পর্য্যন্ত তিনি যত যুদ্ধ করিয়াছেন, কোথাও আঘাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহার দেহে এ পর্য্যন্ত একবিংশতিটি ক্ষত হইাছিল, এই দ্বাবিংশতিটি ক্ষতের প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া নেপোলিয়ান র‍্যাপের হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, "প্রত্যেক যুদ্ধেই দেখিতেছি, তোমাকে আহত হইতে হয়।"

একটি সৈনিক যুবকের প্রতি নেপোলিয়ানের অত্যন্ত স্নেহ জন্মিয়াছিল, এই যুবকটির নাম কাউণ্ট আগষ্টস্ কলেনকোর্ট, ইনি ডিউক অব ভিসেঞ্জারের ভ্রাতা। যুদ্ধের পূর্ব্বদিন সমস্ত রাত্রি কলেনকোর্ট একবারও চক্ষু নিমীলিত করিতে পারেন নাই। বস্ত্রাচ্ছাদিত-দেহে শিবিরের মৃত্তিকা-তলে পড়িয়া তিনি তাঁহার প্রেমময়ী পত্নীর আলেখ্য প্রাণ ভরিয়া নিরীক্ষণ করিয়াছেন। দুর্ভাগ্য প্রেমিক যুবক বিবাহের অব্যবহিত পরেই প্রেমময়ী ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া এই কঠোর কর্ত্তব্যব্রত গ্রহণপূর্ব্বক রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আজ যুদ্ধক্ষেত্রে কাউণ্ট নেপোলিয়ানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সহায়তা করিতেছিলেন। সহসা সম্রাটের নিকট সংবাদ আসিল, সেনাপতি মণ্টিব্রণ নিহত হইয়াছেন। সম্রাট্ তৎক্ষণাৎ কাউণ্ট কলেনকোর্টকে মৃত সেনাপতির স্থান অধিকার করিবার জন্য আদেশ করিলেন। মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া যুবকের অশ্ব উর্দ্ধশ্বাসে ধাবিত হইল। কলেনকোর্ট সম্রাট্‌কে বলিলেন, "যতক্ষণ জীবন রহিবে, কর্ত্তব্য পালন করিব।"—বিপুল-সাহসে যুবক বিপক্ষের সৈন্যরেখা ভেদ করিলেন, কিন্তু অবিলম্বে একটি প্রজ্বলিত গুলীর আঘাতে তিনি তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। যুবক সেনাপতির ভ্রাতা ডিউক অব ভিসেঞ্জা সম্রাটের নিকট দণ্ডায়মান ছিলেন, সেই সময়ে শোচনীয় সংবাদ সম্রাট্-সকাশে নীত হইল। স্নেহপ্রবণ-হৃদয় ডিউক ভ্রাতৃশোকে নীরবে অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন, শোক-দুঃখে ও সহানুভূতিভরে সম্রাটের হৃদয়ও বিচলিত হইল। তিনি সেনাপতি-সহোদর ডিউককে বলিলেন, "তোমার হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিয়াছে, ইচ্ছা করিলে তুমি এখন যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিতে পার।"—ডিউক তাঁহার শিরস্ত্রাণ উন্মোচনপূর্ব্বক ঈষৎ অবনতমস্তকে সম্রাটের বাক্যে সম্মান প্রদর্শন করিয়া রণক্ষেত্রত্যাগে তাঁহার অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। হতভাগ্য সেনাপতির মৃতদেহ বোরোদিনের প্রান্তর-বক্ষে নীরবে সমাহিত করা হইল।

অনন্তর প্রতি মুহূর্ত্তে যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা অধিকতর ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল; অসাধারণ কৌশল এবং অপূর্ব্ব রণপাণ্ডিত্য দ্বারা নেপোলিয়ান তাঁহার সৈন্যগণকে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার ইম্পিরিয়াল গার্ড নামক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ হাজার সৈন্যকে প্রথম হইতেই যুদ্ধে বিরত রাখিয়াছিলেন। সেনাপতি বার্থিয়ার যখন দেখিলেন, ইম্পিরিয়াল গার্ড সৈন্যশ্রেণী যুদ্ধে অবতরণ করিলে নিশ্চয় জয়লাভ হইবে, অন্যথা পরাজয়ের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে, তখন তিনি নেপোলিয়ানের নিকট সেই সকল সৈন্যের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। নেপোলিয়ান ধীরভাবে বলিলেন, "না, ইহাদিগের সহায়তা ব্যতীত যুদ্ধে জয়লাভ হইতে পারে; আগামী কল্য যদি পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে হয়, তবে তখন কি উপায় হইবে?" কিন্তু নেপোলিয়ান তাঁহার এই সঙ্কল্প স্থির রাখিতে পারেন নাই; রুসীয়গণের প্রবল আক্রমণে যখন দলে দলে ফরাসী-সৈন্য আহত ও মৃতদেহে

রণস্থল সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল, যখন বিজয়লক্ষ্মী রুসীয়গণের পক্ষ অবলম্বনের সম্ভাবনা পরিব্যক্ত করিলেন, তখন নেপোলিয়ান তাঁহার দুর্জ্জেয় রক্ষী সৈন্যগণকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন ;—বলিলেন, "যুদ্ধ-জয়ের এখনও বিলম্ব আছে, কিন্তু দুই ঘণ্টার মধ্যে আমরা শত্রুজয় করিব।" ক্রমে দিবাবসান হইল, দিবাকর ধীরে ধীরে অস্তগমন করিলেন, দুঃসহ ফরাসী-পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া রুসীয়গণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে চরাচর আচ্ছন্ন হইবার পূর্ব্বেই নেপোলিয়ানের রণজয় শেষ হইল ; কিন্তু এই যুদ্ধজয়ে তিনি কিছুমাত্র আনন্দ প্রকাশ করিলেন না। সেই শবপূর্ণ শোণিতময় মহাশ্মশানে দণ্ডায়মান হইয়া নেপোলিয়ান গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন ; তাঁহার হৃদয়ে শোকের তরঙ্গ উথলিয়া উঠিতেছিল। এই মহাযুদ্ধে তাঁহার গৌরবরক্ষার জন্য যে সকল বীরপুরুষ স্ব স্ব হৃদয়-শোণিত নিঃসারিত করিলেন, নেপোলিয়ান তাঁহাদিগের সকলকে আত্মীয়, বন্ধু বা সহোদরাধিক স্নেহ করিতেন। এই যুদ্ধে তাঁহার ৪০ জন মহা সাহসী, বীর্য্যবান্, রণকুশল সেনাপতি হত ও আহত হইয়াছিলেন। রুসীয়গণের সুতীক্ষ্ণ তরবারি ও বন্দুকের অব্যর্থ গুলীতে তাঁহার ত্রিশ সহস্র সৈন্য রণক্ষেত্রে নিপতিত হইয়াছিল, তাহাদের বিধবা পত্নী ও অনাথ শিশুসন্তানগণের নিকট এই শোচনীয় সংবাদ কিরূপে প্রেরণ করিবেন, এই কথা ভাবিয়া নেপোলিয়ানের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এত উচ্চমূল্যে রণজয় তিনি গৌরবজনক জ্ঞান করিলেন না। কিন্তু রুসীয়গণের ক্ষতি তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াছিল ; এই মহাযুদ্ধে অর্দ্ধলক্ষ রুসীয় সৈন্য রণক্ষেত্রে দেহপাত করিয়াছিল।

সেই রণক্ষেত্রের ভীষণ অবস্থা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব, তাহা কল্পনা করাও সহজ নহে। সন্ধ্যা অতীত হইলে সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করিয়া প্রথমে প্রচণ্ড ঝটিকা ও তাহার পর মুষলধারে বৃষ্টিবর্ষণ আরম্ভ হইল, শোণিতধারার সহিত বৃষ্টিধারা সংমিশ্রিত হইয়া ভূপতিত আহত ও মৃত সৈন্যগণের দেহ প্লাবিত করিয়া ফেলিল, আহত সৈন্যগণ তাহাদের কর্দ্দমময় শয্যায় বিলুণ্ঠিত হইয়া অসহনীয় মৃত্যুযন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। অদূরবর্ত্তী অরণ্যে পত্রহীন, গগনস্পর্শী, বিরাটদেহ চির ও পাইন বৃক্ষশ্রেণী মহা ঝটিকায় আন্দোলিত ও আলোড়িত হইয়া প্রেতলোকের এক পৈশাচিক শব্দ উৎপাদিত করিতে লাগিল ; সেই ভীষণ নৈশ-প্রকৃতির মধ্যে বোধ হইতে লাগিল যেন, সহস্র সহস্র যমদূত অট্টহাস্য ও তাণ্ডব-নৃত্যে তাহাদিগের নিকট আনন্দ পরিব্যক্ত করিতেছে। জীবিত সৈন্যগণ নররক্তে ও কৃষ্ণবর্ণ বারুদে আচ্ছন্ন হইয়া বীভৎসভাব ধারণপূর্ব্বক নিরয়বাসী প্রেতের ন্যায় উন্মত্তভাবে সেই শ্মশানক্ষেত্রে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল, সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেই তাহারা আহত ও মৃত সৈন্যগণের অঙ্গবদ্ধ খাদ্যাধারসমূহ অনুসন্ধানপূর্ব্বক ভুক্তাবশিষ্ট আহার্য্যদ্রব্য অপহরণ করিতে লাগিল। কোন দিকে জয়সঙ্গীত নাই, যুদ্ধজয়ের নিমিত্ত কাহারও মুখ হইতে উৎসাহধ্বনি নিঃসারিত হইল না। আরোহিহীন ক্ষতদেহ উন্মত্তপ্রায় উচ্ছৃঙ্খল অশ্বসমূহ খুরধ্বনিতে নিরন্তর রণক্ষেত্র প্রতিধ্বনিত করিয়া মহাবেগে চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল, তাহাদের পদতাড়নায়, কামান শকটসমূহের নিদারুণ শক্ত নিষ্পীড়নে কত আহত সৈন্যের কণ্ঠাগত প্রাণ দেহত্যাগ করিল, তাহার সংখ্যা নাই। ঊর্দ্ধে, নিম্নে, চতুর্দ্দিকে প্রলয়ের পৈশাচিক দৃশ্য ! যে সকল আহত সৈন্য এত কষ্টেও জীবিত ছিল, কয়েকদিন অনাহারে থাকিয়া তাহারা প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। একজন আহত রুসীয় সৈন্য একটি মৃত অশ্বের গলিতপ্রায় আমমাংস কয়েক দিন ভক্ষণ করিয়া জীবিত ছিল ; অসহ্য ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হইয়া তাহাকে সেই অশ্বের বিদীর্ণ উদরের অভ্যন্তরস্থ অন্ত্রাদি ভক্ষণ করিতে হইয়াছিল। ইহা অপেক্ষা বীভৎসব্যাপার আর কি হইতে পারে ?

পরাজিত রুসীয় সৈন্যগণ ধীরে ধীরে মস্কো অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল ; তাহাদের পথে নদীর উপর যে সকল সেতু ছিল, তাহা ধ্বংস করিয়া, তাহারা যে সকল নগরের উপর দিয়া চলিতে লাগিল, অগ্নিসংযোগে সে সমস্তই ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়া, যেখানে যাহা কিছু দ্রব্য দেখিতে পাইল, তাহা লুণ্ঠন করিয়া তাহারা ধাবিত হইতে লাগিল। জনমানব-শূন্য, গৃহহীন, আহার্য্য-দ্রব্য-বিরহিত, শ্মশানবৎ জনপদের ভিতর দিয়া বিজয়ী ফরাসী-সৈন্যগণ শ্রান্তদেহে, কম্পিতপদে তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল। রুসীয়গণ যেখানেই তাহাদিগকে বাধাদান করে, সেইখানেই তাহারা

জয়লাভ করিতে লাগিল, কিন্তু সেই জয়লাভে তাহাদের ক্ষুধানিবৃত্তি হইল না। মস্কো নগরের শাসনকর্ত্তা ফরাসী সৈন্যগণের অভিযানবার্ত্তা শ্রবণমাত্র নগরবাসিগণকে নগরত্যাগের আদেশ করিয়া মস্কো নগর অগ্নিমুখে সমর্পণ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

১৪ই সেপ্টেম্বর মধ্যাহ্নকালে নেপোলিয়ান একটি গিরিপাদমূলে সমুপস্থিত হইলেন; অশ্বপৃষ্ঠে তিনি সেই পর্ব্বতের একটি অতি উচ্চ উপত্যকায় আরোহণপূর্ব্বক দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখিলেন, অদূরে মস্কো নগরের সমুন্নত স্তম্ভ ও মিনারশ্রেণী মধ্যাহ্ন-সূর্য্যালোকে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে; তিনি অশ্বরশ্মি সংযত করিয়া উৎসাহভরে তাঁহার অনুচরবর্গকে বলিলেন, "এই দেখ, রুসিয়ার সুপ্রসিদ্ধ নগর।" তাহার পর দূরবীক্ষণ সংযোগে নগরের বিভিন্ন অংশ বিশেষরূপে পরিদর্শনপূর্ব্বক বলিলেন, "আমরা ঠিক সময়ে আসিয়াছি।"

নেপোলিয়ান-পরিচালিত ফরাসী সৈন্যগণ যখন শুনিতে পাইল, অচিরে তাহাদের সকল দুঃখ-কষ্টের অবসান হইবে, শীঘ্রই তাহারা ছায়া-শীতল বাসস্থান এবং প্রচুরপরিমাণে আহার লাভ করিতে পারিবে, তখন মহা আনন্দে ও উৎসাহে তাহারা হুঙ্কার দিয়া উঠিল; সমগ্র ফরাসী সৈন্যের মুখে কেবল "মস্কো! মস্কো!" এই শব্দ উচ্চারিত হইতে লাগিল, অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে তাহারা অগ্রসর হইল; অবশেষে তাহারা মস্কো নগরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। কিন্তু নগর-সন্নিকটে আসিয়া ক্ষুৎ-পিপাসাতুর পরিশ্রান্ত ফরাসী সৈন্যগণের বিস্ময় ও বিরক্তির সীমা রহিল না। তাহারা দেখিল, সমস্ত নগর নিশীথকালের ন্যায় নিস্তব্ধভাব ধারণ করিয়াছে, কোন দিকে শব্দমাত্র নাই। নেপোলিয়ান শুনিলেন, ফরাসীগণ এই নগর অধিকার করিবামাত্র তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিবার জন্য কয়েকজন মাত্র লোক রাখিয়া রুসীয়গণ নগরত্যাগ করিয়াছে।—বিস্ময়াভিভূত নেপোলিয়ান এই সংবাদে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন; তিনি আর নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন না, নগরের বাহিরে একটি গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং মর্টিয়ারকে মস্কোর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন।

নেপোলিয়ান বলিলেন, "কেহই নগর লুণ্ঠন করিতে পারিবে না; শত্রুপক্ষীয় ও স্বপক্ষীয় সকলের হস্ত হইতে নগররক্ষা করিতে হইবে।" ফরাসী সৈন্যগণ খাদ্যসামগ্রী ও বিশ্রামস্থানের সন্ধানে বিভিন্ন বিভিন্ন দলে নগরভ্রমণ করিতে লাগিল। নগরবাসিগণ এরূপ ব্যস্তভাবে গৃহত্যাগ করিয়াছিল যে, বহুমূল্য অলঙ্কারাদি সঙ্গে লইবারও তাহাদের অবসর হয় নাই, ব্যবসায়িগণ সিন্দুকের ভিতর স্বর্ণ-রৌপ্যাদি রাখিয়াই প্রস্থান করিয়াছিল।

কর্ম্মচারীর হস্তে নগররক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া নেপোলিয়ান বিশ্রামের জন্য শয্যা গ্রহণ করিলেন, কিন্তু চক্ষু মুদিত করিতে পারিলেন না। তিনি দেখিলেন, পারিস হইতে তিনি আড়াই হাজার মাইল দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন; এই বান্ধববর্জ্জিত, শত্রুবেষ্টিত, অপরিজ্ঞাত মরুপ্রদেশে সহস্র অসুবিধা ও বিপদ্ প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য উদ্যত রহিয়াছে। বহু দুশ্চিন্তায় সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রভাতে নেপোলিয়ান প্রাচীন রুসীয় সম্রাট্গণের লীলা-নিকেতন ক্রেমলিনের প্রাসাদে স্বকীয় বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। অনন্তর তিনি সম্রাট্ আলেকজান্দারের নিকট সন্ধিদূত প্রেরণ করিলেন; মস্কোর হাঁসপাতালে অবস্থিত একটি রুসীয় সৈনিককর্ম্মচারীকে তিনি এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

শ্রান্ত ফরাসী সৈন্যগণ নগরের সুবৃহৎ সৌধশ্রেণীতে অবস্থান করিতে লাগিল, প্রায় বিশ হাজার রুসীয় শ্রমজীবী গুপ্তস্থান হইতে বহির্গত হইয়া ফরাসী সৈন্যদলে মিশিয়া গেল। রুসীয় কর্ম্মচারিগণ নগরত্যাগের সময় প্রায় দশ সহস্র বন্দীকে মুক্তিদান করিয়াছিলেন, তাহারা ফরাসী সৈন্যগণের বিনাশের জন্য এক অতি ভয়ঙ্কর ষড়্যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইল। ক্রেমলিনরাজ-প্রাসাদের তলদেশে এবং যে সকল সৌধে ফরাসী সৈন্যগণ আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিল, সেই সকল সৌধের নিম্নে গোপনে গহ্বর খননপূর্ব্বক সহস্র সহস্র মণ বারুদের দ্বারা তাহা পূর্ণ করিয়া রাখিল, বহু গুপ্তস্থান তাহারা বিবিধ অস্ত্রে পরিপূর্ণ করিল, ব্যবহারোপযোগী জলের কলসমূহ নষ্ট করিয়া ফেলিল। ফরাসীদিগের অজ্ঞাতসারে তাহারা এই সকল কার্য্য শেষ করিল। সমস্ত দিনের মধ্যে যদিও কোথাও কোন প্রকার শান্তিভঙ্গ হয় নাই, তথাপি ফরাসী সৈন্যগণের হৃদয় এক অনিশ্চিত বিপদের আশঙ্কায় স্পন্দিত হইতেছিল।

রাত্রিকাল উপস্থিত হইল; অন্ধকারপূর্ণ নৈশাকাশে

মেঘরাশি পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল, মরুপ্রদেশের প্রচণ্ড ঝটিকাঘাতে নগরস্থ দারুনির্ম্মিত হর্ম্ম্যরাজি বিকম্পিত হইতে লাগিল। সে দিন ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর। মধ্যরাত্রে নেপোলিয়ান অবসন্নদেহে শয্যায় শয়ন করিলেন; প্রতি মুহূর্ত্তে ঝটিকার বেগ প্রবল হইতে লাগিল; এমন সময়ে সহসা শতকণ্ঠে "আগুন! আগুন!" এই শব্দ ধ্বনিত হইতে লাগিল, সকলে প্রসারিতনেত্রে চাহিয়া দেখিলেন, জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় নগরের পূর্ব্বভাগ উষালোকের ন্যায় আভাম্বিত হইয়া উঠিয়াছে. ঝটিকাবেগে সেই মহা অগ্নি অচিরকালমধ্যে নগরের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, তাহার স্থলোহিত দিগন্তব্যাপী লোলজিহ্বা গগনতল পর্য্যন্ত প্রসারিত হইল, রাশি রাশি নিবিড় ধূমপুঞ্জ গগনবিহারী গ্রহ-নক্ষত্রসমূহ আচ্ছন্ন করিল। অন্যদিকে সহস্র সহস্র বোমা ও বিস্ফোরক পদার্থে অগ্নি-সংযোগমাত্র যুগপৎ সহস্র কামানধ্বনির ন্যায় অতি গম্ভীর নির্ঘোষ উপস্থিত হইল। তাহার পর সহসা বোধ হইল যেন, মহা ভূমিকম্পে পৃথিবী রসাতলে যাইবে; সমস্ত নগর কম্পিত ও আলোকিত হইয়া উঠিল; সকলে সভয়ে উদ্বেগবিকম্পিতহৃদয়ে দেখিল, ভূগর্ভস্থ বারুদে অগ্নিসংযোগ হওয়ায় সুবৃহৎ হর্ম্ম্য-প্রাসাদাদি উন্মূলিত হইয়া মহাবেগে গগনপথে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং পুনর্ব্বার ধরাতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রলয়কালের ভীষণ দৃশ্য নয়ন-সমক্ষে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছে। ঝটিকার বিরাম নাই, সমস্ত নগর ভস্মস্তূপে পরিণত না করিয়া দাবানল-তুল্য সে অগ্নিরাশি নির্ব্বাপিত হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। প্রতি মুহূর্ত্তে ঘোর ভূকম্পন আরম্ভ হইল, চতুর্দ্দিকে আগ্নেয়গিরির ধাতুস্রাবের ন্যায় ভীষণ দৃশ্য প্রকটিত হইতে লাগিল এবং অতি অল্পকালের মধ্যেই ঝটিকার সহায়তায় সে অগ্নি সমস্ত নগরে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল, মস্কো নগর বিশাল অগ্নিসমুদ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল, সেই অগ্নির ঝটিকা-আলোড়িত, গগনব্যাপী লোল-জিহ্বা ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ মহাসিন্ধুর বিপুল তরঙ্গোচ্ছ্বাস অপেক্ষা সহস্রগুণে ভয়ঙ্কর। যে সকল রুসীয় শ্রমজীবী নগরদাহনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল,ফরাসী সৈন্যগণ তাহাদিগের অনেককে সঙ্গীনাঘাতে নিহত করিয়াছিল, হস্ত-পদ ধরিয়া অনেককে অগ্নি-মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল, কিন্তু উন্মত্ত ও পিশাচের ন্যায় তাহারা যে লোমহর্ষণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার অনুষ্ঠান হইতে বিরত হইল না। পরদিন প্রভাতে নেপোলিয়ান দেখিলেন, তখনও আগ্নেয় তেজ কিছুমাত্র প্রশমিত হয় নাই, সমস্ত মস্কোনগর সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত না করিয়া এ অগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে না; নেপোলিয়ান তাঁহার জীবনের মধ্যে এই সর্ব্ব-প্রথম বিচলিত হইলেন; তিনি অত্যন্ত অধীরভাবে প্রাসাদে পাদচারণ করিতে করিতে গভীর দুঃখভরে প্রজ্বলিত নগরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি ভয়ানক দৃশ্য! এই বহুসংখ্যক রাজপ্রাসাদ, এমন পরমসুন্দর নগর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইবে? এই লোকগুলা খাঁটি সিথিয়ান্। কাব্যে ট্রয়নগর ধ্বংসের কাহিনী পাঠ করা গিয়াছে, প্রতিভাবান্ কবির বর্ণনায় তাহা যতই অতিরঞ্জিত হউক, এই মস্কোধ্বংসের সহিত কোন প্রকারে তাহার তুলনা হইতে পারে না।"

১৭ই সেপ্টেম্বর দিবা-রাত্রির মধ্যে সে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল না, রাত্রে ঝটিকার বৃদ্ধির সহিত অগ্নির তেজও সমধিক বর্দ্ধিত হইল। যে সকল লোক তখনও নগর ত্যাগ করে নাই, তাহারা এবং বহুসংখ্যক ফরাসী সৈন্য সেই গগনব্যাপী বহ্নিচক্রে পড়িয়া প্রাণ হারাইল; অনেকে অগ্ন্যুত্তাপে অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় ভীষণ ধূমের মধ্যে উর্দ্ধনিশ্বাসে প্রজ্বলন্ত নগরের রাজপথ দিয়া পলায়ন.করিতে লাগিল; অনেকে পলায়ন করিয়াও পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিল না; পথভ্রান্ত হইয়া আবার অগ্নিরাশির মধ্যে আসিয়া পড়িল। হতভাগিনী একটি রমণী দুইটি শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া এবং অন্য একটি নারী একটি শিশুর হস্ত-ধারণপূর্ব্বক, অতি কষ্টে, কম্পিত-পদে, প্রাণের আগ্রহে অগ্রসর হইতেছিল, সহসা অদূরবর্ত্তী প্রজ্বলন্ত গৃহের অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড তাহাদের মস্তকে নিপতিত হইল; সেই রাজপথের মধ্যেই তাহাদের সমাধি হইল; স্থবির বৃদ্ধগণ তাহাদিগের অর্দ্ধদগ্ধ শ্মশ্রুজাল উভয় হস্তে আচ্ছাদনপূর্ব্বক মন্থর-গমনে পলায়ন করিতে করিতে আর চলিতে পারিল না, অগ্নিরাশির মধ্যে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। নেপোলিয়ান ও তাঁহার সৈন্যগণ অবশিষ্ট নগরবাসিগণের প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।

অবশেষে ফরাসী-সৈন্যগণ সভয়ে ও সবিস্ময়ে শুনিতে পাইল, নেপোলিয়ানের আশ্রয়স্থল ক্রেমলিন্ রাজপ্রাসাদে অগ্নি সংযুক্ত হইয়াছে। অতি অল্পসময়ের মধ্যেই অগ্নিরাশি রাজপ্রাসাদকে এরূপভাবে পরিবেষ্টিত করিয়া ফেলিল যে, প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। দুর্গের

সিংহদ্বার ভীষণ বেগে জ্বলিতে লাগিল এবং সে পথে কেহই বহির্গমনে সমর্থ হইল না; অনেক অনুসন্ধানে রাজপ্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রমণের একটি গুপ্তপথ আবিষ্কৃত হইল; এই সংকীর্ণ পথের উভয় পার্শ্বে প্রচণ্ডবেগে অগ্নি জ্বলিতেছিল, তাহার উত্তাপে ও ধূমে সে পথে বাহির হওয়া সহজসাধ্য ছিল না; কিন্তু অগত্যা প্রাণের আগ্রহে নেপোলিয়ান ও তাঁহার প্রাসাদবাসী সহচরবৃন্দ পদব্রজে সেই পথে বাহির হইয়া পড়িলেন; কিন্তু কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই তাঁহারা দেখিলেন, সম্মুখে অকূল অগ্নি-সমুদ্র গগনব্যাপী শিখা বিস্তার করিয়া ভৈরব-রবে হুঙ্কার করিতেছে; সম্মুখে আর পদমাত্র অগ্রসর হইলে মৃত্যু নিশ্চয়! তখন অগত্যা সকলকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল; প্রাণের মমতা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক উন্মত্তভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহারা আর একটি অতি সংকীর্ণ, বক্র, অপরিচ্ছন্ন পথ দেখিতে পাইলেন, তাহারও বিভিন্ন অংশ অগ্নিরাশি-সমাচ্ছন্ন; জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া তাঁহারা এই পথে ধাবিত হইলেন এবং অতি কষ্টে নিরাপদ্ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই প্রকার ভয়ানক বিপদের মধ্যেও নেপোলিয়ানকে কেহ অধীর কিংবা শঙ্কাকুল দেখিতে পায় নাই। অতঃপর নেপোলিয়ান মস্কো হইতে কিছু দূরবর্ত্তী পেট্রোস্কই নামক দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। ১৯এ সেপ্টেম্বর সেই সুবিস্তীর্ণ নগরটিকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত করিয়া দাহ্য-পদার্থের অভাবে অগ্নিরাশি নির্ব্বাপিত হইল। ফরাসী-সৈন্যগণ বহু চেষ্টায় ক্রেমলিন্ রাজপ্রাসাদের কিয়দংশ অগ্নিমুখ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে নেপোলিয়ান তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। নগরে প্রবেশ করিবার সময় তিনি মস্কোর শিশুহাঁসপাতালের নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন; তিনি তাঁহার একজন সহচরকে বলিলেন, "এই গৃহের অসহায় শিশু অধিবাসিগণের কি দশা ঘটিল, দেখিয়া এস।" এই হাঁসপাতালের অধ্যক্ষ মিঃ টাউটেল সাইন্ একজন বৃদ্ধ রুসীয় কর্ম্মচারী; তিনি নেপোলিয়ানের সহচরকে বলিলেন, "ফরাসী-সৈন্যগণের প্রাণপণ চেষ্টায় হাঁসপাতালস্থ শিশুগণের প্রাণরক্ষা হইয়াছে।"

নেপোলিয়ান পূর্ব্বেই রুসীয় সম্রাটের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া দূত পাঠাইয়াছিলেন, তিনি আলেক্‌জান্দারের উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু ৪ঠা অক্টোবর পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়াও যখন রুসীয় সম্রাটের কোন মতামত জানিতে পারিলেন না, তখন তিনি সন্ধি-প্রস্তাবের পুনরুত্থাপনপূর্ব্বক কাউণ্ট লারিষ্টন্‌কে দূতস্বরূপ প্রেরণ করিলেন; কিন্তু এই প্রস্তাবও সম্পূর্ণ বিফল হইল।

মেরুপ্রদেশের ভীষণ শীত ধীরে ধীরে তাহার আগমন-চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল। রোগে, অনাহারে, শত্রুর আক্রমণে ক্রমাগত ফরাসীসৈন্যগণের সংখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল, শত্রুসংখ্যা প্রবলবেগে বর্দ্ধিত হইল। স্বদেশে সংবাদ প্রেরণ কিংবা বিভিন্ন স্থানের সৈন্যাবাসে সংবাদ আদান-প্রদান ক্রমে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তাহার পর দুর্দান্ত কসাকগণ অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তাহাদের কষ্টসহ দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক দেশের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল এবং ফরাসী সৈন্যগণের রসদ ও অশ্বাদির খাদ্যদ্রব্য দেখিলেই তাহা লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। চতুর্দ্দিকে এরূপ ঘনীভূত বিপদ্ দেখিয়া নেপোলিয়ান কিংকর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য একটি সমর-সভার আহ্বান করিলেন। সভায় স্থির হইল, শীতের পূর্ব্বেই মস্কো পরিত্যাগপূর্ব্বক পোলাণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করা আবশ্যক।

অষ্টম অধ্যায়

স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তন

ফরাসী সৈন্যগণ চারি সপ্তাহ কাল মস্কো নগরে অবস্থান করিয়াছিল। অক্টোবর মাস উপস্থিত হইলে শীতের প্রাদুর্ভাবের পরিচয় পাওয়া গেল। নেপোলিয়ান বুঝিলেন, অন্য অন্য বৎসর অপেক্ষা সে বৎসর শীতের প্রখরতার বৃদ্ধি হইবে। ১৩ই অক্টোবর তারিখে অর্থাৎ অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে মস্কো নগরে প্রথম

অবিরলভাবে তুষারবর্ষণ হওয়ায় সমস্ত প্রকৃতি শুভ্রবর্ণ ধারণ করিল।

সুতরাং শীতের আক্রমণ দুঃসহ হইয়া উঠিবার পূর্ব্বেই নেপোলিয়ান সসৈন্যে রুসিয়া পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি যে পথে রুসিয়াপ্রবেশ করিয়াছিলেন, সে পথে আহার-সামগ্রী সংগ্রহের কোন আশা ছিল না বলিয়া তিনি নূতন পথ ধরিয়া স্মলেনস্ক যাত্রা করিলেন। প্রথমে পীড়িত ও আহত সৈন্যগণকে শকটযোগে প্রেরণ করিয়া ১৯শে অক্টোবর অতি প্রত্যূষে নেপোলিয়ান সসৈন্যে মস্কো পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কালুগা অভিমুখে ধাবিত হইলেন, মস্কো-বিজয়ের বহুসংখ্যক নিদর্শন তিনি সঙ্গে করিয়া লইলেন।

২৩শে অক্টোবর সায়ংকালে নেপোলিয়ান মস্কো হইতে ষাইট মাইল দূরে বরোবাস্ক নামক স্থানে বিশ্রামার্থ শিবির-সন্নিবেশ করিলেন। সে সময়ে ইউজিন অষ্টাদশ সহস্র ইতালীয় ও ফরাসী-সৈন্য লইয়া দ্বাদশ মাইল অগ্রে শিবির-স্থাপন করিয়াছিলেন। রাত্রি চারি ঘটিকার সময় যখন সমুদয় ফরাসী-সৈন্য নিদারুণ পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া প্রগাঢ় নিদ্রার কোলে বিশ্রাম লাভ করিতেছিল, সেই সময়ে কোথা হইতে পঞ্চাশ সহস্র রুসীয় সৈন্য ভৈরব হুঙ্কারে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া সুপ্তিমগ্ন ফরাসী সৈন্যগণের শিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিল। সেনাপতি ইউজিন তৎক্ষণাৎ তাঁহার সৈন্যগণকে সজ্জিত হইবার আদেশ প্রদান করিলেন। সুপ্তোত্থিত ফরাসী সৈন্য-গণ মহাপরাক্রমে আততায়ীদিগকে আক্রমণ করিল, কয়েক ঘণ্টাকালব্যাপী প্রবল যুদ্ধের পর রুসীয়গণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া দূরবর্ত্তী অরণ্যের অন্তরালে পলায়ন করিল। বহুসংখ্যক রুসীয় সৈন্য ফরাসীর হস্তে প্রাণসমর্পণ করিল। প্রভাতে নেপোলিয়ান সসৈন্যে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, আহত ও মৃত রুসীয় সৈন্যগণের রক্তাক্ত-দেহে ইউজিনের শিবির-প্রান্তভূমি সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। নেপো-লিয়ান আরও শুনিতে পাইলেন, বহুসংখ্যক রুসীয় সৈন্য তাঁহার সম্মুখের পথরোধ করিয়া অবস্থান করিতেছে, তাহা-দিগকে যুদ্ধে জয় না করিয়া পদমাত্রও অগ্রসর হওয়া তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য হইবে না। তদনুসারে নেপোলিয়ান বেশায়ারকে তাহাদের অবস্থানভূমি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। বেশায়ার যথাকালে নেপোলিয়ানের নিকট প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সংবাদ দিলেন, এক লক্ষ ত্রিশ হাজার রুসীয় সৈন্য সত্যই তাঁহাদের পথরোধ করিয়া অবস্থান করিতেছে, সে স্থান হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করা সহজসাধ্য নহে।

এই সংবাদে নেপোলিয়ানের মুখ মুহূর্ত্তকালের জন্য অন্ধকারময় হইয়া উঠিল। তিনি অত্যন্ত আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা কি ঠিক? তুমি তাহাদিগকে স্বচক্ষে দেখিয়াছ? তাহাদিগকে বিতাড়িত করা কি সত্যই তোমার অসম্ভব মনে হয়?" সেনাপতি বেশায়ার তাঁহার পূর্ব্ব-কথার পুনরুক্তি করিলেন। নেপো-লিয়ান উভয় বাহু বক্ষঃস্থলে স্থাপনপূর্ব্বক অবনতমস্তকে কতক্ষণ স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলেন, তাহার পর চিন্তা-মগ্ন-হৃদয়ে অত্যন্ত অস্থিরভাবে তাঁহার শিবির-কক্ষে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। সে রাত্রে তিনি একবারও চক্ষু নিমী-লিত করিলেন না; বিচলিত-চিত্তে কখন সেই প্রদেশের মানচিত্রসমূহ পরীক্ষা করেন, কখন তাঁহার সহচরগণকে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, এই ভাবে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল; কিন্তু তিনি এমন একটি কথাও প্রকাশ করিলেন না, যাহাতে তাঁহার মানসিক দুশ্চিন্তা বা ভয় প্রকাশ হইতে পারে।

রাত্রি চারি ঘটিকার সময় নেপোলিয়ান সংবাদ পাইলেন, দুর্দ্দান্ত কসাক-সৈন্যগণ তাঁহার সৈন্যশ্রেণীর বিভিন্ন অংশ আক্রমণ করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দলে অগ্রসর হইতেছে। এই সংবাদ শ্রবণমাত্র নেপোলিয়ান একাকী অশ্বারোহণে তাঁহার সৈন্যমণ্ডলীর পুরোভাগে ধাবিত হইলেন। একটি সুপ্রশস্ত প্রান্তর অতিক্রম করিবার সময় তিনি দেখিলেন, একদল অশ্বারোহী কসাক-সৈন্য ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূলের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে সেই প্রভাতকল্পা নিশীথিনীর প্রগাঢ় শান্তি ও নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সৈন্যরেখার দিকে অগ্রসর হইতেছে। বিপদের সম্মুখে পড়িয়া নেপোলিয়ান কখনও পলায়ন করিতে জানিতেন না। পিশাচের ন্যায় দলবদ্ধ কসাকদিগকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া নেপোলিয়ান তাঁহার সুতীক্ষ্ণ তরবারি কোষযুক্ত করিলেন এবং অশ্বরশ্মি সংযত করিয়া সেই অন্ধকারের মধ্যে পথের একপ্রান্তে নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর নেপোলিয়ান সৈন্যদলে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন, কালুগার
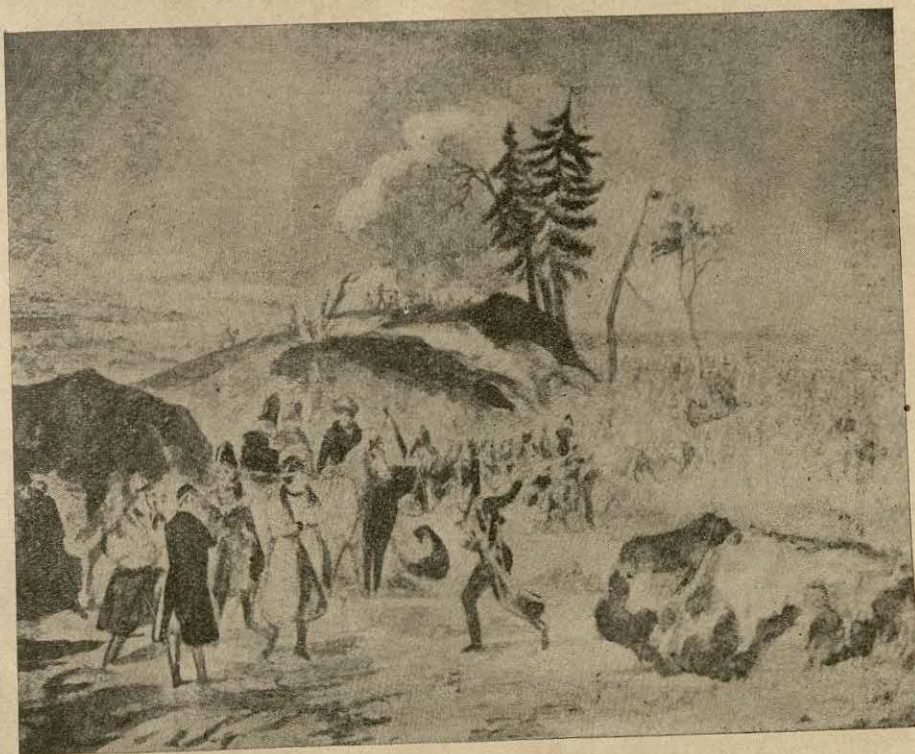
মস্কো-প্রত্যাগমন-পথ

[৩২৪ পৃষ্ঠা

নীলের মহাসমর

[৯৫ পৃষ্ঠা
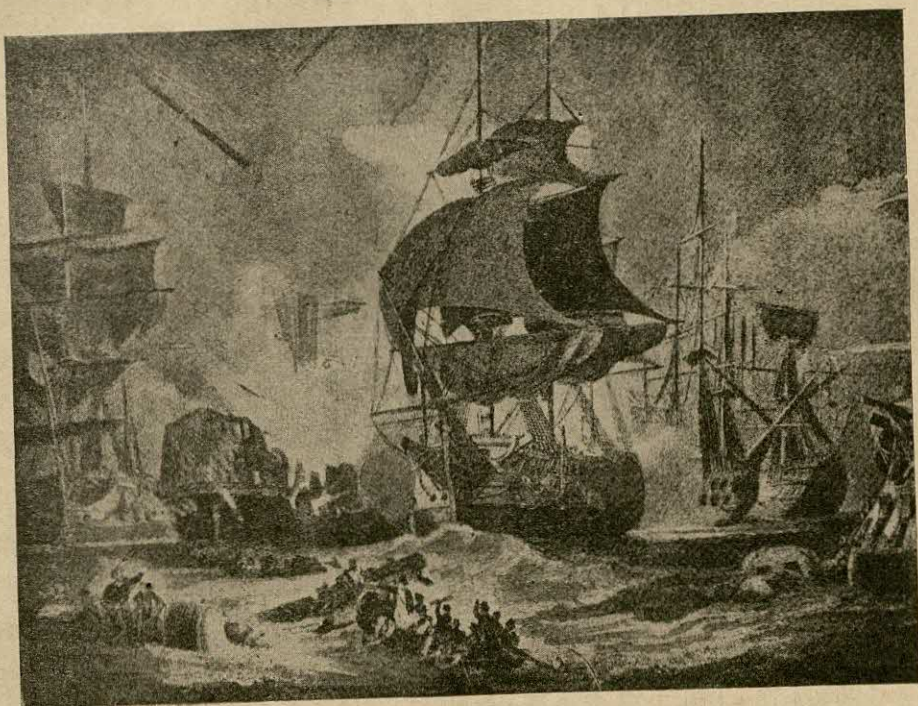
পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক যে পথে তিনি মস্কো নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে।

৩১শে অক্টোবর নেপোলিয়ান সসৈন্যে ভিয়াস্‌মা নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং এখানে দুই দিনকাল বাস করিয়া সমস্ত সৈন্যকে একত্র করিলেন। ২রা নবেম্বর হইতে আবার যাত্রা আরম্ভ হইল। এবার সেনাপতি নের হস্তে সৈন্যসমূহের সম্মুখভাগ-রক্ষার ভার অর্পণ করা হইল। ৬০ হাজার রুসীয় সৈন্য কর্ত্তৃক ৩০ হাজার ফরাসী সৈন্য আক্রান্ত হইল। এই সকল রুসীয় সৈন্যের প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র-শস্ত্র ও খাদ্যদ্রব্য সংগৃহীত ছিল এবং জয়লাভের আশায় তাহারা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছিল; ফরাসী সৈন্যগণের অধিকাংশই পথশ্রান্ত ও অল্লাধিক পরিমাণে আহত হইলেও সাত ঘণ্টাকাল তাহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া রুসীয়গণকে পরাজিত করিল; সেই যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই চারি সহস্র সৈন্য নষ্ট হইল। অতঃপর তিন দিন পর্য্যন্ত রুসীয়গণ আর ফরাসী সৈন্যগণের সম্মুখীন হইল না।

এই দশ দিনে নেপোলিয়ান সসৈন্যে প্রায় তিন শত মাইল অতিক্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সুদীর্ঘ পথের অধিকাংশই অবশিষ্ট ছিল। শীতের পরাক্রম যতই বাড়িতে লাগিল, আততায়ী রুসীয় সৈন্যগণ ততই অধিক উৎসাহে বিশ্বাসভরে দলবদ্ধ হইয়া ফরাসীদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। ৫ই নবেম্বর সায়ংকালে সমস্ত আকাশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আচ্ছন্ন হইল, প্রচণ্ড ঝটিকায় প্রান্তরস্থিত সুবিশাল মহীরুহসমূহ আলোড়িত ও লুণ্ঠিত হইতে লাগিল, পরিশ্রান্ত ফরাসী সৈন্যগণ অশ্রান্ত তুষারবর্ষণে ঘোরতর বিব্রত হইয়া পড়িল। সেই দিন মধ্যরাত্রে প্রচণ্ডবেগে তুষারপাত আরম্ভ হইলে সেই তুষারবর্ষণে শিবিরের অগ্নিরাশি পর্য্যন্ত নির্ব্বাপিত হইয়া গেল; গৃহহীন সৈন্যগণ মুক্তপ্রান্তরবক্ষে সেই নৈশান্ধকারে তুষারাঘাতে ও নিদারুণ শীতে অনন্ত যন্ত্রণা সহ্য করিতে লাগিল। সৈন্যগণ বহুকষ্টে এই দুর্যোগময়ী হিমযামিনী অতিবাহিত করিল, কিন্তু প্রভাতকালেও সেই গগনব্যাপী মেঘরাশি দিবাকর আচ্ছাদন করিয়া রাখিল, ঝটিকার বিরাম হইল না; অবিরত তুষারপাতে সৈন্যগণ অন্ধপ্রায় হইয়া উঠিল, তাহারা রুদ্ধনেত্রে, শঙ্কাকুল-চিত্তে উন্মত্তের ন্যায় সেই ঝটিকার মধ্যে ছুটিয়া চলিতে লাগিল, গন্তব্য পথের দিকে কাহারও লক্ষ্য রহিল না। সর্ব্বাঙ্গে তুষারপাত হওয়ায় তাহাদের দেহ আড়ষ্ট ও নিশ্বাসের গতি রুদ্ধপ্রায় হইয়া উঠিল, সৈন্যগণকে নিয়ন্ত্রিত রাখা সেনাপতির পক্ষে আর সম্ভবপর হইল না। অনেকে পথপ্রান্তে নিপতিত হইল, আর উঠিতে পারিল না, ঝটিকা-প্রবাহিত রাশি রাশি তুষারস্তূপের নিম্নে তাহারা জীবন্ত সমাহিত হইল। অবশেষে বলবান্ ও পরাক্রান্ত অশ্বারোহী সৈন্যগণকেও প্রচণ্ড প্রকৃতির সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইতে হইল; দলে দলে অশ্বারোহিগণ তাহাদের অশ্বের সহিত তুষারক্ষেত্রে নিপতিত হইয়া প্রাণ হারাইতে লাগিল, তাহাদের অসাড় হস্ত হইতে বন্দুক ও সঙ্গীন খসিয়া পড়িল; অদূরবর্ত্তী অরণ্য হইতে শত শত গৃধ্র মুক্তপক্ষে মহাবেগে সেই সকল মৃতপ্রায় সৈন্যের উপর আসিয়া তাহাদের জীবিতাবস্থাতেই চক্ষু-কর্ণ চঞ্চুপুটে আকর্ষণপূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে লাগিল এবং তীক্ষ্ণ চঞ্চুর আঘাতে তাহাদের পরিচ্ছদ ছিন্ন করিয়া উদর বিদারণপূর্ব্বক পাকস্থলী ও অন্ত্রাদি গ্রাসে প্রবৃত্ত হইল।

ভীষণ মেরুপ্রকৃতি যখন এই ভাবে হতভাগ্য ফরাসী সৈন্যগণের ধ্বংসসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেই সময়ে দুর্দ্দান্ত কসাক-সৈন্যদলও বিপক্ষগণকে বিপন্ন দেখিয়া আক্রমণের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিল না; বিপন্ন, অবসন্ন, অনাহারে মৃতপ্রায় ফরাসীগণ কসাকদিগের তীক্ষ্ণ অস্ত্রে কিংবা সঙ্গীনের আঘাতে দলে দলে নিহত হইতে লাগিল; তাহাদের শোণিতরাশিতে শুভ্র তুষারময় প্রান্তর রঞ্জিত হইল। মুমূর্ষু আহতের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ ও আততায়ী কসাকগণের পৈশাচিক উল্লাস-হাস্য সম্মিলিত হইয়া সেই দুস্তর শ্মশান-প্রান্তরে প্রেতলোকের এক বীভৎস শব্দ-কল্লোল সৃষ্টি করিতে লাগিল।

ক্রমে দিবা অবসান হইল। রাত্রি আসিল;—সে কি ভয়ানক রাত্রি! বহুক্রোশব্যাপী মুক্ত প্রান্তর—বৃক্ষ নাই, ছায়া নাই, বিন্দুমাত্র আশ্রয়-স্থান নাই; অগ্নি জালিবার জন্য একখণ্ড কাষ্ঠ পর্য্যন্ত পাওয়া দুর্ল্লভ! দিবসে ঝটিকার বেগ কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইয়াছিল; রাত্রি যত বাড়িতে লাগিল, ঝটিকার বেগও তত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। শত শত ক্রোশব্যাপী প্রান্তর তুষাররাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া মহাসাগরের আকার ধারণ করিল, মধ্যে সহস্র সহস্র পরিশ্রান্ত ফরাসী-সৈন্য তাহাদের অন্তিম শয্যা গ্রহণ করিল। প্রলয়ের

ঝটিকা উন্মত্ত-গর্জ্জনে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহাই মস্তকে ধারণ করিয়া তুষাররাশির মধ্যে অর্দ্ধপ্রোথিত-দেহ মৃতপ্রায় সৈন্যগণ তাহাদের যন্ত্রণা-শান্তির জন্য প্রাণের সকল আগ্রহ ঢালিয়া যুক্তকরে বিধাতার করুণা প্রার্থনা করিতে লাগিল। সে প্রার্থনা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই সর্ব্বদর্শী ভগবান্ দয়া করিয়া তাহাদের সকল যন্ত্রণার অবসান করিলেন।

যে সকল সৈনিকপুরুষ এই নিদারুণ ঝটিকা ও তুষার-পাত মস্তকে ধারণ করিয়াও জীবিত রহিল, তাহারা ক্ষুধায় কাতর হইয়া মৃত অশ্বসমূহের উত্তপ্ত শোণিতধারা পান-পূর্ব্বক ক্ষুধানাশ ও দেহ উষ্ণ করিতে লাগিল। এই দুঃসংবাদ যখন রুসীয়দিগের কর্ণগোচর হইল, তখন সেই সকল ধার্ম্মিক খৃষ্টান মহানন্দে তাহাদিগের ভজনালয়ে সমবেত হইয়া শত্রুর প্রতি এই দণ্ড-বিধানের জন্য প্রভু যীশুর গুণগান করিতে লাগিল এবং পরমেশ্বরের নিকট তাহারা প্রার্থনা করিল যে, এই তুষারপাত ও ঝটিকা সহজে যেন নিবৃত্ত না হয়! খৃষ্টানের ঈশ্বর তাহাদের সেই প্রার্থনা একেবারে অগ্রাহ্য করেন নাই। এই বিপৎকালে সেনাপতি নে যেরূপ সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন, বিপন্ন সৈন্যগণের রক্ষার জন্য যে অসাধারণ পরি-শ্রমে রত হইয়াছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই, মনুষ্যের ভাষায় তাহার বর্ণনা প্রকাশিত হইতে পারে না। এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব বিপৎপাতে নেপোলিয়ান কোন প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন নাই, গম্ভীরভাবে নীরবে আত্ম-সমাহিতচিত্তে তিনি সকলই সহ্য করিতেছিলেন; চতুর্দ্দিকে যখন সহস্রকণ্ঠে আর্ত্তনাদের রোল উঠিয়াছিল, সহস্র সহস্র সৈন্যের অশ্রুধারা তাহাদের শোণিত-ধারার সহিত সম্মিলিত হইয়া শুভ্র তুষারক্ষেত্র প্লাবিত করিয়াছিল, তখন নেপো-লিয়ানের চক্ষে কেহ বিন্দুমাত্র অশ্রু দেখিতে পায় নাই, তাঁহার যন্ত্রণাহত হৃদয়ের রুদ্ধ আবেগ বাষ্পাকার ধারণ করিয়া অশ্রুর উৎস পর্য্যন্ত শুকাইয়া তুলিয়াছিল।

৯ই নবেম্বর নেপোলিয়ান সসৈন্যে স্মলেনস্ক সহরে উপ-স্থিত হইলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন, এখানে যথেষ্ট পরিমাণে আহার্য্য-দ্রব্য, পরিচ্ছদ ও সৈন্যগণের বাসগৃহ প্রস্তুত দেখিবেন; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তিনি কেবল অবিরল বৃষ্টিধারা ও নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভিক্ষমাত্র দেখিয়া যৎপরোনাস্তি পরিতপ্ত হইলেন। এখানে একমাত্র মদ্যই প্রচুরপরিমাণে সংগৃহীত ছিল, অন্য দ্রব্যের অভাবে নিরাশহৃদয়ে সৈন্যগণ সেই উগ্র মদিরা আকণ্ঠ পান করিয়া সম্পূর্ণরূপে সংজ্ঞা হারাইল এবং রাত্রিকালে তুষারাচ্ছন্ন রাজপথে নিপতিত হইয়া নিদারুণ শৈত্যে তাহাদের প্রাণবিয়োগ হইল। পূর্ব্বে এখানে যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্য সঞ্চিত ছিল, কিন্তু বিক্ষিপ্ত সৈন্যগণের জন্য চতু-র্দ্দিকে প্রেরিত হওয়ায় ভাণ্ডার শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল।

এই সময়ে কিছু খাদ্যদ্রব্য নেপোলিয়ানের হস্তগত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা সেনাপতি নের নিকট পাঠাইয়া বলিলেন,"যাহারা যুদ্ধে ব্যাপৃত আছে, সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগকে আহার দান করিতে হইবে।" এই সময়ে নেপোলিয়ান নেকে অনুরোধ করেন, যেন তিনি কয়েকদিনের জন্য রুসীয়-গণের আক্রমণে বাধা দান করেন, কারণ, নেপোলিয়ান সে সময়ে স্মলেনস্ক নগরে তাঁহার সৈন্যগণকে বিশ্রাম দান করিয়াছিলেন। সেনাপতি নে প্রাণপণ শক্তিতে রুসীয় সৈন্যগণকে দূরে রাখিলেন, তাঁহারই বীরত্ব ও কৌশলে নেপোলিয়ানের সৈন্যগণকে বিশ্রাম-মুহূর্ত্তে আর বিব্রত হইতে হইল না।

স্মলেনস্ক নগরে উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে নেপোলিয়ান সংবাদ পাইয়াছিলেন, পারিস নগরে তাঁহার বিরুদ্ধে ভয়ানক ষড়যন্ত্র চলিতেছে। রুসিয়ায় তাঁহার বিপ-দের সংবাদ পাইয়া জেকোবিনগণ তাঁহার সিংহাসন হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছে। মালেট নামক একজন ফরাসী একদিন একখানি জালপত্র প্রকাশ করিয়া দেশের লোককে জানাইল যে, নেপোলিয়ানের মৃত্যু হইয়াছে। এই সংবাদে পারিস নগরে মহা কোলাহলের সৃষ্টি হইল। মালেট এই গণ্ডগোলের মধ্যে ন্যাশন্যাল গার্ড নামক কয়েক শত সৈন্য হস্তগত করিয়া সিংহাসন অধিকারের চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না, ষড়যন্ত্রকারিগণ অবিলম্বে ধৃত হইয়া বন্দুকের গুলীতে পশুবৎ নিহত হইল। কিন্তু এই ঘট-নায় সকলে—বিশেষতঃ নেপোলিয়ান স্বয়ং বুঝিতে পারিলেন যে, কেবল তাঁহার জীবনের উপরই ফ্রান্সের সুখ-শান্তি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি হৃদয়ের রক্তদানপূর্ব্বক তিল তিল করিয়া যে সাম্রাজ্য গাঁথিয়া তুলিয়াছেন, একদিনে তাহা চূর্ণ হইয়া যাইবে। নেপো-লিয়ান স্মলেনস্ক নগরে এই সংবাদ পাইয়া এতদূর অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাঁহার সেনাপতিগণের সম্মুখে

আবেগভরে বলিলেন, "তাহা হইলে আমার ক্ষমতা কি এক-গাছি সূক্ষ্মসূত্রে আবদ্ধ রহিয়াছে? আমার এই সুদীর্ঘকালের রাজত্ব কি এতই ক্ষণভঙ্গুর যে, একজনমাত্র লোক ইহা বিপন্ন করিয়া তুলিতে পারে? আমার রাজধানীতে বসিয়া দুই তিন জনমাত্র দুরাশয় তাহাদের সামান্য চেষ্টায় যদি আমার সিংহাসন বিকম্পিত করিতে পারে, তাহা হইলে আমি বৃথা আমার মস্তকে রাজমুকুট ধারণ করিয়াছি। বুঝিলাম, এত দিন রাজত্বের পরও আমার সিংহাসনের স্থায়িত্বের আশা নাই। আমার মৃত্যুতে ফরাসী-ভূমি পুনর্ব্বার রাজ-বিপ্লবে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইবে।"

নেপোলিয়ান স্মলেনস্ক নগরে পাঁচ দিন বাস করিয়া, পশ্চাদ্বর্ত্তী সৈন্যগণকে দলস্থ করিয়া, বিভিন্ন পথে ধাবমান ভিন্ন ভিন্ন সেনাপতিগণের সংবাদ গ্রহণ করিয়া এবং যাহাতে পথে সৈন্যগণকে অধিক কষ্ট পাইতে না হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া তিনি স্মলেনস্ক নগর পরিত্যাগ করিলেন। তখনও দলে দলে কসাকগণ সেনাপতি দাভো ও নের সৈন্যদলকে আক্রমণ করিতেছিল, পথিমধ্যে যে সকল গ্রাম ও সেতু প্রভৃতি বর্ত্তমান ছিল, সেগুলি ধ্বংস করিয়া ফরাসী সৈন্য-গণের প্রত্যাবর্ত্তন-পথ অধিক বিপৎ-সঙ্কুল করিতেছিল।

১৪ই নবেম্বর প্রত্যূষে চারি ঘটিকার সময় সৈন্য আবার প্রত্যাবর্ত্তন আরম্ভ করিল। যেমন শীত, পথও সেইরূপ দুর্গম ও তুষারাচ্ছন্ন। নেপোলিয়ানের লক্ষ লক্ষ সৈন্যের মধ্যে এখন কেবল ৪০ সহস্র মাত্র লোক কর্ম্মক্ষম ছিল; ইহারা চারি দলে বিভক্ত হইল, সেনাপতি মুরাট, ইউজিন, দাভো এবং নে তাহাদের পরিচালন-ভার প্রাপ্ত হইলেন। ৩০ সহস্র সৈন্য সমতালে চলিতে না পারিয়া পশ্চাতে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল, তাহাদের জন্য পুরোবর্ত্তী সৈন্যগণের বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। নেপোলিয়ান সৈন্যগণের সর্ব্বাগ্রে চলিতে লাগিলেন। সৈন্যগণের পথশ্রমের সীমা রহিল না; তুষারাচ্ছন্ন অসমতল গিরিপ্রদেশের উপর দিয়া তাহাদিগকে কামান ও আনুসঙ্গিক দ্রব্যপূর্ণ শকটগুলি টানিয়া লইয়া চলিতে হইল। পাহাড়ের উপর দুর্গম, পিচ্ছিল, সংকীর্ণ, অসমতল পথে পদস্খলিত হইয়া অনেকে গুরুতর আহত হইল, আহত সৈন্যগণ মরণাধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। তাহাদিগকে এরূপ ধীরভাবে অগ্রসর হইতে হইল যে, প্রথমদিন তাহারা পঞ্চদশ মাইলের অধিক পথ অগ্রসর হইতে পারিল না। রুসীয় সেনাপতি কুটুসফের অধীনে ৯০ হাজার রুসীয় সৈন্য অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ফরাসীগণকে আক্রমণ করিবার জন্য যাত্রা করিল। শীঘ্রই উভয় সৈন্যের সাক্ষাৎ হইল। নেপোলিয়ানের ইম্পিরিয়াল গার্ড নামক সুশিক্ষিত সাহসী সৈন্যদল ভীমবলে তাহাদের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া তাহাদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিল। তখন তাহারা সম্মুখযুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া গিরি-অন্তরাল হইতে ফরাসীদিগের উপর অবিরলধারায় গুলীবর্ষণ আরম্ভ করিল। প্রথম সৈন্য-দল এই গুলীবর্ষণ ভেদ করিয়া শত্রুগণকে অতিক্রম করিলে রুসীয়গণ ইউজিনের সৈন্যদলকে আক্রমণ করিল; তাহারা প্রকাশ করিল, ইউজিন তাহাদেরই হস্তে আত্মসমর্পণ না করিলে তাহারা তাঁহাকে সসৈন্যে বন্দী করিবে। তখন উভয়পক্ষে মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল, তাঁহার অধীনস্থ দেড় সহস্র সৈন্য বিংশতি সহস্র রুসীয় সৈন্যের সহিত সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। নেপোলিয়ান ক্রান্-সোর প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে ইউজিনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ইউজিন্ কোন প্রকারে শত্রু-হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া হতাবশিষ্ট সৈন্যের সহিত নেপোলিয়ানের নিকট উপস্থিত হইলেন।

কিন্তু অবশিষ্ট দুই জন সেনাপতি কিংবা তাঁহাদের সৈন্য-দল সম্বন্ধে নেপোলিয়ান কোন সংবাদই পাইলেন না; তিনি অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া উঠিলেন, অবশেষে তিনি তাঁহা-দিগকে উদ্ধার-সাধনের জন্য সসৈন্যে তাঁহাদের সন্ধানে যাত্রা করিলেন; সহস্র বিপদের সম্ভাবনা এই দুষ্কর কর্ম্ম হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। নেপোলিয়ান তাঁহার শিবির হইতে বহির্গত হইয়া বলিলেন, "অনেক দিন সম্রা-টের কাজ করিয়াছি, এখন আবার সেনাপতির কার্য্য করি-বার সময় আসিয়াছে।"

অনন্তর নেপোলিয়ানের অধীনস্থ মুষ্টিমেয় ফরাসী-সৈন্য পরাক্রান্ত রুসীয় সৈন্যরেখা ভেদ করিয়া সেই দুর্গম পাহা-ড়ের উপর দিয়া পুনর্ব্বার রুসিয়া অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। রুসীয় সৈন্যগণের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল; পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম তিন দিকে তাহারা ফরাসী-গণকে বেষ্টন করিল। নেপোলিয়ান প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; অবশেষে সেনাপতি দাভো তাঁহার সম্মুখ হইতে সহস্র সহস্র কসাককে বিতাড়িত করিয়া নেপোলিয়ানের

সম্মুখীন হইলেন। সেই শোণিতময় যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পরের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবারও অবসর ছিল না, কিন্তু নেপোলিয়ান মহা আগ্রহে দাভোকে সেনাপতি নের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন; দাভো নের সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। তখন নেপোলিয়ানের আশঙ্কা হইল, হয় ত তাঁহার প্রিয়তম সেনাপতি অগণ্য শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পরাজিত, বন্দী বা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন।

তখনও নেপোলিয়ান সেনাপতি নেকে বিপদের মধ্যে ফেলিয়া স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তনে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; কিন্তু অবশেষে তাঁহার সমগ্র সৈন্যের বিপদের সম্ভাবনা এরূপ প্রবল হইয়া উঠিল যে, বাধ্য হইয়া তাঁহাকে স্বদেশের পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল।

অনন্তর নেপোলিয়ান সসৈন্যে নিপারনদী অতিক্রমপূর্ব্বক অর্চ্চা নগরে উপস্থিত হইলেন; এখানে সৈন্যগণের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে গৃহ, অগ্নি ও খাদ্যদ্রব্যাদি সংগৃহীত ছিল। মস্কো নগর পরিত্যাগের পর এই তাহারা সর্ব্বপ্রথম সুখের মুখ দেখিল। এই সময়ে নেপোলিয়ানের সঙ্গে তাঁহার ৩৫ হাজার রক্ষী সৈন্যের মধ্যে হতাবশিষ্ট ছয় সহস্র বর্ত্তমান ছিল; ৪২ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক ইউজিনের ১৮ হাজার এবং সেনাপতি দাভোর পরিচালিত ৭০ হাজার সৈন্যের মধ্যে কেবল চারি সহস্র মাত্র অর্চ্চা নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল। অবশেষে সেই বহু বিপদ্ অতিক্রম করিয়া অতি সামান্যমাত্র সৈন্যের সহিত ২০শে নবেম্বর রাত্রে সেনাপতি নে অর্চ্চা নগরে উপস্থিত হইলেন।

কিন্তু নেপোলিয়ানের বিপদের তখনও অবসান হয় নাই। এই সময়ে তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধক্ষম সৈন্যের সংখ্যা দ্বাদশ সহস্রের অধিক ছিল না, বহুসংখ্যক সৈন্য তখনও পশ্চাতে পড়িয়াছিল, শত্রুগণের আক্রমণ ব্যাহত করিয়া তাহারা তিন দিন ধরিয়া অগ্রসর হইল। নেপোলিয়ান সসৈন্যে মস্কো ত্যাগ করিয়া যখন রুশীয় সেনাপতি কুটুসফকে কালোগ নামক স্থানে আক্রমণ করেন, তখন তাঁহার সৈন্যগণের বামভাগে ৩০০ মাইল দূরে রুশীয় সেনাপতি উইট জেষ্টিন বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, এই সকল সৈন্যদলের ছয় সাত মাইল দূরে রুশীয় সেনাপতি চিগাকফ তুরস্কের যুদ্ধ শেষ করিয়া ষাট হাজার সৈন্যের সহিত উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই দুই দল রুশীয় সৈন্য অন্যান্য সৈন্যের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য সবেগে বেড়িসিনা নদীর তীরদেশে যাত্রা করিয়াছিল; এইরূপে তিন দল পরাক্রান্ত শত্রু নেপোলিয়ানের সম্মুখবর্ত্তী পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইল। পথিমধ্যে বরিসফ নগরে নেপোলিয়ান রুসিয়া-যাত্রার পূর্ব্বে উপযুক্ত অস্ত্র-শস্ত্রের সহিত কতকগুলি সৈন্যকে স্থাপন করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ান কোন দিন মনে করেন নাই যে, এই নগর সহসা শত্রুহস্তে নিপতিত হইবে; কিন্তু ২৩শে নবেম্বর সায়ংকালে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার একজন সেনাপতির ভ্রমে বরিসফ নগর শত্রুহস্তে নিপতিত হইয়াছে। এই দুঃসংবাদ পাইয়া তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইলেন এবং অনেকক্ষণ নির্ব্বাক্ থাকিয়া অবশেষে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "এ যাত্রা আমাদের ক্রমাগতই ভ্রম ঘটিবে, ইহাই কি বিধাতার বিধান?"

যাহা হউক, নেপোলিয়ান সসৈন্যে শত্রুগণের গোলাবৃষ্টি ভেদ করিয়া বহু বিপদ্ অতিক্রমপূর্ব্বক বরিসফ নগরে উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়া দেখিলেন, নগরের কয়েক মাইল দূরে বেরিসিনা নদীর উপর যে সেতু ছিল, রুশীয় সৈন্যগণ তাহা ধ্বংস করিয়াছে এবং নদীর অপর পারে বহুসংখ্যক রুশীয় সৈন্য যুদ্ধার্থ কামান সজ্জিত করিয়া শত্রুগণের প্রতীক্ষা করিতেছে। নেপোলিয়ান তাঁহার পরিশ্রান্ত সৈন্যগণকে বিশ্রামদানের জন্য বরিসফ নগরে দুই দিন অপেক্ষা করিলেন। অনন্তর তিনি রুশীয় সৈন্যগণের দৃষ্টির বহির্ভাগে বৃক্ষাদি দ্বারা একটি সেতু নির্ম্মাণ করিয়া নদী পার হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, তাঁহার সৈন্যগণ সমস্ত দিন নদীতীরে একটি অরণ্যের মধ্যে সেই তুষারাচ্ছন্ন নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ করিত; কিন্তু সেই সেতু দ্বারা নির্ব্বিঘ্নে নদী পার হওয়া নির্ভীক ফরাসী সৈন্যগণের নিকটও অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইল; এমন কি, সেনাপতি র‍্যাপ্, মর্টিনার, নে প্রভৃতি বহুদর্শী যোদ্ধ্‌গণও প্রকাশ করিলেন যে, উপস্থিত বিপদ্ হইতে যদি সৈন্যগণকে রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহা হইলে কেবল নেপোলিয়ানের সৌভাগ্যবশতই তাহা হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী ও তেজস্বী সেনাপতি মোরাট্ প্রকাশ করিলেন যে, শত্রুহস্ত হইতে সৈন্যগণকে রক্ষা করিবার আর কোন উপায় নাই; অন্য চিন্তা ছাড়িয়া এখন সম্রাটের জীবনরক্ষার চেষ্টাই সকলের কর্ত্তব্য; তাঁহাকে

গুপ্তপথ দিয়া প্রুসিয়া-সীমাপ্রান্তে রাখিয়া আসিবার জন্য অনেকেই প্রস্তুত হইল। কিন্তু তিনি ঘৃণার সহিত সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি বলিলেন, "সৈন্যগণকে বিপদের মধ্যে ফেলিয়া তিনি পরিত্রাণ কামনা করেন না।"

যাহা হউক, রুসীয় সৈন্যগণের দৃষ্টি অতিক্রমপূর্ব্বক নেপোলিয়ান বহু কষ্টে নদী পার হইলেন এবং তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্য ক্রমে পার হইতে লাগিল। রুসীয়গণ সন্ধান পাইয়া অসীম পরাক্রমে সেই অবস্থাতেই নেপোলিয়ানকে আক্রমণ করিল, আবার উভয়পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এ দিকে সহসা কোথা হইতে প্রচণ্ড ঝটিকা আসিয়া ফরাসী সৈন্যগণের পশ্চাদ্বর্ত্তী অরণ্য প্রবলবেগে আলোড়িত করিতে লাগিল, বহুসংখ্যক মনুষ্য ও কামানের ভার সহ করিতে না পারিয়া নদীবক্ষস্থ সেতু দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক সৈন্য নদীবক্ষে নিপতিত হইল, অনেকেরই দেহ চূর্ণ হইল; যাহারা জীবিত ছিল, শত্রুপক্ষের জ্বলন্ত গোলা হইতে তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারিল না, বরফপূর্ণ নদীজল তাহাদের রক্তে রঞ্জিত হইয়া গেল। ক্রমে রাত্রিকাল উপস্থিত হইল। সে অন্ধকার রাত্রে প্রচণ্ড ঝটিকার মধ্যে প্রবল শীতে সৈন্যগণের কষ্টের সীমা রহিল না। নেপোলিয়ানের পর্য্যবেক্ষণে ও ইঞ্জিনিয়ারগণের অশ্রান্ত চেষ্টায় শীঘ্রই সেতুর জীর্ণসংস্কার হইল।

ইহার পরই নেপোলিয়ান সংবাদ পাইলেন, প্রুসিয়া ও অষ্ট্রিয়া তাঁহার বিপদের সংবাদ পাইয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে; সুতরাং নেপোলিয়ানকে অবিলম্বে ফ্রান্সযাত্রা করিতে হইল। তাঁহার সেনাপতিগণ একবাক্যে তাঁহার এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। সেনাপতিগণের হস্তে সৈন্যরক্ষার ভার সমর্পণপূর্ব্বক নেপোলিয়ান তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, তাঁহার শকট দিবারাত্রি চলিতে লাগিল। ১৪ই ডিসেম্বর রাত্রি এক ঘটিকার সময় ড্রেসডেনের নির্জ্জন রাজপথ তাঁহার শকটচক্রশব্দে মুখরিত হইল, সেই গভীর রাত্রেই তিনি সাক্সনীর অধীশ্বরের সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া অনেক বিষয়ের পরামর্শ করিলেন, তাহার পর শকটে আরোহণপূর্ব্বক সেই রাত্রেই পারিস অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

১৮ই ডিসেম্বর নিশীথকালে সম্রাজ্ঞী মেরিয়া লুইসা টুইলারীর রাজপ্রাসাদে রোগশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, রোগ-যন্ত্রণায় ও তদপেক্ষা দুশ্চিন্তায় তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেছিলেন, তাঁহার স্বামী তখনও রুসিয়ার তুষারময় প্রান্তরে শত্রুসৈন্যের সহিত যুদ্ধে রত রহিয়াছেন। সেই নিস্তব্ধ রাত্রে বহির্দ্বারে সহসা অনেক লোকের কলরব শুনিতে পাওয়া গেল; সম্রাজ্ঞীর এক জন পরিচারিকা আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল, বাহিরে কোন গুরুতর ঘটনা ঘটিয়াছে। সম্রাজ্ঞী তৎক্ষণাৎ ভীতভাবে শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক কক্ষদ্বার-সন্নিকটে অগ্রসর হইলেন, এমন সময়ে একজন লোক উত্তপ্ত চর্ম্মনির্ম্মিত পরিচ্ছদে আপাদ-মস্তক আচ্ছাদিত অবস্থায় সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া উভয় বাহু দ্বারা সম্রাট্-মহিষীকে আলিঙ্গন করিলেন, মহিষী উজ্জ্বল দীপালোকে সবিস্ময়ে দেখিলেন, আগন্তুক স্বয়ং সম্রাট্।

নেপোলিয়ানের আগমন-সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে ফরাসীরাজধানীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইল। পরদিন প্রভাতে নয় ঘটিকার সময় রাজ্যের সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারিগণকে লইয়া তিনি দরবারে বসিলেন। দরবারস্থলে তিনি ধীরভাবে তাঁহার বিপদের কথা পরিব্যক্ত করিলেন, কোন কথা গোপন করিলেন না। ফরাসী-সৈন্যগণের এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব বিপদের কথা শুনিয়া ভয় ও বিস্ময়ে সর্ব্বসাধারণের হৃদয় অভিভূত হইল; বিষাদের মেঘে ফরাসী রাজ্য আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

সম্রাট্ মধ্যপথে তাঁহার সৈন্যদলকে পরিত্যাগ করিয়া আসার পর সৈন্যগণ সেনাপতিগণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া স্বদেশাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। যখন তাহারা উইলনা নগরে উপস্থিত হইল, তখন শীত এরূপ নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাপমান যন্ত্রের পারদ-শূন্য ডিগ্রীর নীচে ফার্নহিটের ষাট ডিগ্রী নামিয়া পড়িয়াছিল। ভয়ঙ্কর শীতে সৈন্যগণের যে কষ্ট হইয়াছিল, তাহা বর্ণনার অতীত। প্রায় অশীতি সহস্র সৈন্যের মধ্যে চল্লিশ সহস্রেরও কম সৈন্য উইলনা নগরে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছিল, অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্যই শীতের আতিশয্যে পথিমধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। এই মুষ্টিমেয় সৈন্য বহুকষ্টে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

নেপোলিয়ান তাঁহার সৈন্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া আসিবার পর সেনাপতি মুরাট সম্রাট্ নেপোলিয়ানের

বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, নেপল্‌সের সুখশয্যা হইতে আকর্ষণ করিয়া এই বিপদের কণ্টকের মধ্যে তাঁহাকে নিক্ষিপ্ত করায় তিনি নেপোলিয়ানের উপর বিবিধ দোষারোপ করিতে লাগিলেন, তখন সেনাপতি দাভো তাঁহাকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া অনেক তিরস্কার করিলেন; অবশেষে বলিলেন, "সম্রাটের নিকট তোমার কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিতে আমি কখন কুণ্ঠিত হইব না।"

যথাসময়ে নেপোলিয়ান মুরাট্‌কে লিখিয়াছিলেন, "যাহারা মনে করে, 'পশুরাজের মৃত্যু হইয়াছে, এখন যাহা ইচ্ছা করিতে পারিব,' তুমি তাহাদের মধ্যে একজন, এ বিশ্বাস আমার নাই; কিন্তু যদি তুমি এরূপ মনে করিয়া থাক, তাহা হইলে শীঘ্রই তোমার ভ্রম বুঝিতে পারিবে। আমার উইল্‌নাত্যাগের পর তুমি তোমার সাধ্যানুসারে আমার অপকার করিয়াছ; তোমার রাজপদ তোমার মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছে।"—সম্রাট্ ইউজিন্‌কে প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ইহাতে মুরাটের ঈর্ষানল অধিকতর প্রজ্বলিত হইয়াছিল।

প্রুসিয়ার অধীশ্বর ফ্রেডারিক উইলিয়ম রুসিয়াদেশে ফরাসী সৈন্যগণের দুর্দ্দশার পরিচয় পাইয়া ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ রুসিয়ার সহিত ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে এক সন্ধিস্থাপন করিলেন। তাহার পর ব্রেসলস নামক স্থানে প্রুসিয়াধিপতির সহযোগিবর্গ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইলেন যে, জর্ম্মণীর রাজন্যবর্গ নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন, যিনি এই প্রস্তাবে সম্মত না হইবেন, তাঁহাকে তাঁহার রাজ্য হইতে বঞ্চিত করা হইবে। সাক্সনীর রাজা নেপোলিয়ানের বিশেষ অনুগত মিত্র ছিলেন, তিনি বন্ধুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে সম্মত হইলেন না। তখন বিপক্ষদল তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন, সাক্সনীরাজ সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজধানী হইতে পলায়ন করিলেন।

তখন শত্রুগণ বিজয়ী বীরের ন্যায় সদর্পে সাক্সনী-রাজধানী ড্রেসডেন নগরে প্রবেশ করিলেন, নগরবাসিগণের মধ্যে যাঁহারা ফরাসীদিগের অবলম্বিত রাজনৈতিক মতের প্রতিকূল ছিলেন, তাঁহারা মহা সমারোহে শত্রুগণের অভ্যর্থনা করিলেন। কোপেনহেগেনের রাজদরবারকেও ইংলণ্ড নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে বাধ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; সুতরাং সকলেই মনে করিতে লাগিলেন, এবার ভগবান্ নেপোলিয়ানের পক্ষ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার আর উদ্ধার নাই।

যে প্রলয়ের মেঘ নেপোলিয়ানের চতুর্দ্দিকে ঘনীভূত হইয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল, নেপোলিয়ান স্থিরভাবে প্রশান্তচিত্তে তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার শত্রুগণ তাঁহার ধ্বংসের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সুতরাং সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা অনর্থক; অতএব তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, আত্মরক্ষার সঙ্কল্পে তিনি ফরাসীজাতির সহায়তা প্রার্থনা করিলেন, পিতা পুত্রকে স্বহস্তে সজ্জিত করিয়া নেপোলিয়ানের উড্ডীন-পতাকামূলে প্রেরণ করিলেন; প্রতি নগরে প্রত্যেক পল্লীতে সমর-সজ্জার আয়োজন পড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে এপ্রেল মাসের মধ্যভাগে তিন লক্ষ সৈন্য জর্ম্মণী অভিমুখে ধাবিত হইল। ১৫ই এপ্রেল নেপোলিয়ান সৈন্যগণের প্রধান সেনানিবাসে যাত্রা করিলেন।

নেপোলিয়ানের আদেশে এরফর্থে সৈন্যদল শিবিরস্থাপন করিল। ২৫এ তারিখে তিনি তাহাদিগের সহিত সম্মিলিত হইলেন। শত্রুগণ এ পর্য্যন্ত ক্রমাগত যুদ্ধজয় করিয়া আসিতেছিল, বিজয়-গৌরবে পুলকিত হইয়া তাহারা ফরাসীগণকে আক্রমণ করিল। উভয়পক্ষে মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে সেনাপতি বেশায়ার বক্ষঃস্থলে গোলার আঘাতে অশ্ব হইতে নিপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। প্রিয় সুহৃদ্ ও বিশ্বস্ত সেনাপতির মৃত্যুতে নেপোলিয়ান অত্যন্ত শোক পাইলেন; নেপোলিয়ান বেশায়ারের বিধবা পত্নীকে একখানি সহানুভূতিপূর্ণ সকরুণ পত্র লিখিয়া জানাইলেন, তিনি সেনাপতির পুত্রকন্যাগণের সকল ভার গ্রহণ করিলেন, তাহারা কখন তাঁহার স্নেহে বঞ্চিত হইবে না।

অবশেষে ২রা মে ফরাসী সৈন্যগণ লুজেনের প্রান্তরে উপস্থিত হইল। নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ ত্রিশ মাইল স্থান ব্যাপিয়া অগ্রসর হইতেছিল; এখানে শত্রুগণ যে সহসা তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে, নেপোলিয়ান তাহা বুঝিতে পারেন নাই; কিন্তু শত্রুগণ পর্ব্বতের অন্তরাল হইতে সহসা ফরাসীদিগের সম্মুখবর্ত্তী হইল। শত্রুগণ মহাবিক্রমে ফরাসী-সৈন্যগণকে আক্রমণ করিল, পঞ্চবিংশতি সহস্র অশ্বারোহী যুগপৎ তাহাদের অশ্বসমূহকে ফরাসীদিগের উপর পরিচালিত করিল; মুহুর্মুহুঃ গম্ভীরস্বরে কামান-নির্ঘোষ হইতে লাগিল।

দুইখানি গ্রাম দেখিতে দেখিতে ভস্মস্তূপে পরিণত হইল; ফরাসী সৈন্যগণের অধিকাংশই যুদ্ধবিদ্যায় অপারদর্শী, নেপোলিয়ানের আহ্বানে তাহারা উৎসাহমাত্র সম্বল করিয়া শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল। শত্রুসৈন্যগণের অব্যর্থ গোলায় দলে দলে ফরাসী-সৈন্য নিহত হইতে লাগিল। নেপোলিয়ানের নিকট তাহারা পুনঃ পুনঃ সাহায্য চাহিয়া পাঠাইতে লাগিল; অবশেষে নেপোলিয়ান যুদ্ধনিরত সৈন্যগণের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার অধীনে কেবলমাত্র চারি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। তিনি সৈন্যগণকে উৎসাহদানপূর্ব্বক অশ্বারোহণে যুদ্ধক্ষেত্রের ধূমানলশিখার মধ্যে প্রবেশ করিলেন;—দেখিলেন, তাঁহার সৈন্যগণ রুসীয়দিগের অগ্নিস্রাবী কামানের গোলাবর্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া মহাভয়ে দিকে দিকে পলায়ন করিতেছে, কেবল কয়েক দল রণনিপুণ সৈন্য মৃত্যু-ভয় তুচ্ছ করিয়া অসীম সাহসে যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে।

নেপোলিয়ানকে দেখিবামাত্র পলায়নপর সৈন্যগণ আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল; তাহারা আবার স্ব স্ব হৃদয়ে বৈদ্যুতিক-শক্তি লাভ করিল, জীবন ও মৃত্যু পণ করিয়া তাহারা যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। মহাবেগে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। জয়-পরাজয় কিছুই স্থির হইল না। আট ঘণ্টাকাল এইভাবে যুদ্ধের পর বহুসংখ্যক গুলীতে আহত ফরাসী-সেনাপতি জেরার্ড শোণিতাপ্লুত-দেহে সৈন্যগণকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন;—জলদগম্ভীরস্বরে বলিলেন, "ফরাসীগণ! যুদ্ধজয়ের আর বিলম্ব নাই, স্বদেশের প্রতি যাহার অনুরাগ আছে, সে এই যুদ্ধজয় করিবে, কিংবা সেই উদ্দেশ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিবে।"

অবশেষে উপযুক্ত সময় বুঝিয়া নেপোলিয়ান তাঁহার অজেয় ইম্পিরিয়াল গার্ড নামক সৈন্যগণকে ষাটটি কামানের সহিত শত্রুগণের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। শত্রুগণ প্রাণপণে তাহাদিগকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, ক্রমাগত প্রপাতের জলের ন্যায় গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল, ফরাসী-সৈন্য দলে দলে ভূপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, কিন্তু শত্রুগণ তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না, তাহাদিগের প্রবল বিক্রমে পরাস্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল। নেপোলিয়ান জয়লাভ করিলেন। তিনি তাঁহার সৈন্যগণকে শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে নিষেধ করিয়া সেই শোণিতময় শ্মশানক্ষেত্রেই শয়নপূর্ব্বক বিশ্রামলাভ করিতে লাগিলেন। শত্রুগণ প্রথমে লিপ্‌জিকে এবং তথা হইতে ড্রেসডেনে পলায়ন করিল। নেপোলিয়ান অচিরে এই বিজয়-বার্ত্তা ফরাসী-রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। সমস্ত ফরাসী-ভূমি আনন্দরবে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নেপোলিয়ানের অনুরোধক্রমে সম্রাজ্ঞী ফরাসী সাম্রাজ্যের প্রত্যেক ভজনাগারে ধর্ম্মযাজকগণের নিকট পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, এই বিজয়লাভের জন্য যেন ভজনালয়ে ভগবানের উপাসনা করা হয়, ভগবানের সহায়তালাভের জন্যও প্রার্থনা করিবার অনুরোধ হইল। ইতালী দেশেও বিশপগণের নিকট এইরূপ অনুরোধপত্র প্রেরিত হইল।

এই যুদ্ধে অশীতিসহস্র ফরাসী সৈন্য উপস্থিত ছিল, অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা চারি সহস্রের অধিক ছিল না। কিন্তু নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে সজ্জিত ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের সমবেত সৈন্যসংখ্যা ছিল,—এক লক্ষ ত্রিশ হাজার, অশ্বারোহিসংখ্যা বিংশতি সহস্র; তথাপি তাহাদিগের পরাজয় হইল। এরূপ রণজয়ে নেপোলিয়ান অভ্যস্ত ছিলেন।

যুদ্ধের পরদিন প্রভাতে নেপোলিয়ান শত্রু-পরিত্যক্ত রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে করিতে দেখিলেন, ছয় সহস্র ফরাসী যুবক স্বদেশের গৌরবরক্ষার্থ হৃদয়শোণিত দান করিয়া রণভূমিতে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছে। তাহাদের অল্প বয়স, সুঠাম গঠন ও সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া নেপোলিয়ানের বীরহৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। দ্বাদশ সহস্র ফরাসী সৈন্য আহত হইয়াছিল, তাহাদিগকে হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল, এই সকল সৈন্য ফ্রান্স ও জর্ম্মণীর অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের পুত্র—নেপোলিয়ানের আহ্বানে তাহারা তাঁহার পতাকামূলে সমবেত হইয়াছিল, তাঁহারই উৎসাহবাক্যে নির্ভর করিয়া তাহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল।

পরাজিত রাজসৈন্যগণের প্রায় বিংশতি সহস্র আহত সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। ফরাসী সৈন্যগণ তাহাদিগের অনুধাবনপূর্ব্বক উৎপীড়নে প্রবৃত্ত হইল। ৭ই মে তাহারা ড্রেসডেন অতিক্রমপূর্ব্বক সেখানে বিশ্রাম না করিয়াই এলবা নদী পার হইল, সেতু উড়াইয়া দিল, এমন কি, যে সকল কসাক-সৈন্য তাহাদিগের পশ্চাতে পড়িয়াছিল, তাহাদিগের জন্যও অপেক্ষা করিল না—কসাকগণ সন্তরণ দ্বারা নদী পার হইল।

নেপোলিয়ান সসৈন্যে ড্রেসডেনে প্রবেশ করিলেন, ড্রেসডেনের অধিপতি তাঁহার অনুসরণ করিলেন, নগরবাসিগণ মহানন্দে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন, নগরে উৎসবের অনুষ্ঠান হইল। ইতিপূর্ব্বে যাহারা নেপোলিয়ানের শত্রুগণের সহায়তা করিয়াছিল, তাহারা উদ্বেগাকুল-হৃদয়ে দণ্ডলাভের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু নেপোলিয়ান তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ববলে তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন।

ড্রেসডেন হইতে নেপোলিয়ান শত্রুগণের নিকট পুনর্ব্বার সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, পরাজয়ের পর আর তাহাদের সন্ধিস্থাপনে আপত্তি হইবে না। নেপোলিয়ানের বৈরিদল আশা করিতেছিলেন, তাঁহারা শীঘ্রই অষ্ট্রীয় সম্রাটের সহিত মিলিত হইবেন, সুতরাং তাঁহারা নানা ছলে বিলম্ব করিতে লাগিলেন; নেপোলিয়ানের নিকট এমন অসঙ্গত দাবীর প্রস্তাব করিলেন যে, তাহা তাঁহার কিংবা ফরাসী জাতির অগৌরবজনক বলিয়া তিনি সেই সকল দাবীতে উপেক্ষা প্রকাশ করিলেন। তিনি বুঝিলেন, এই দাবী গ্রাহ্য করিলেই যে সমস্ত অশান্তি নিবারণ হইবে, তাহা নহে, শত্রুগণ পুনর্ব্বার আরও কতকগুলি অন্যায় দাবী করিয়া বসিবে; সুতরাং তিনি সন্ধিস্থাপনের সংকল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার যুদ্ধের আয়োজনে মনঃসংযোগ করিলেন। তিনি ইউজিনকে ইতালী-রক্ষার জন্য প্রেরণ করিলেন এবং শীঘ্রই শুনিতে পাইলেন, তাঁহার কৃতঘ্ন শ্বশুর অষ্ট্রীয় সম্রাট্ লম্বার্ডী প্রদেশ অধিকার করিবার জন্য সসৈন্যে যাত্রা করিবেন।

ড্রেসডেন নগরে সপ্তাহকাল অবস্থানের পর নেপোলিয়ান শত্রুসৈন্যগণের সন্ধানে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সৈন্যদল তখন বাউজেন নগরে অবস্থান করিতেছিল। নেপোলিয়ান পথিপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র নগর দেখিলেন। শত্রুগণ এই নগর অগ্নিমুখে সমর্পণ করিয়া ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভের ইঙ্গিত প্রকাশ করিতেছিল, নেপোলিয়ান নগরবাসিগণের বিপদ্ সন্দর্শনে অত্যন্ত পরিতপ্ত হইলেন এবং তাহাদিগের অভাব আংশিকরূপে মোচন করিবার জন্য এক লক্ষ ফ্রাঙ্ক তাহাদিগের হস্তে প্রদান করিলেন।

২১এ মে প্রাতঃকালে ফরাসী সৈন্যগণ তাহাদিগের শত্রুদলের সম্মুখীন হইল। তাহাদের সম্মুখ দিয়া খরতোয়া স্প্রীনদী কলকলশব্দে প্রবাহিত হইতেছিল, রুসীয়দিগের কামান তাহাদের দক্ষিণভাগ রক্ষা করিতে লাগিল, প্রুসীয় কামান বামভাগ-রক্ষায় নিযুক্ত হইল। দেখিয়াই নেপোলিয়ান বুঝিলেন, কেবলমাত্র গোলাগুলী-বর্ষণ দ্বারা তিনি শত্রুগণকে তাহাদিগের শিবির হইতে বিতাড়িত করিতে পারিবেন না, সুতরাং সেনাপতি নে শত্রুগণের দক্ষিণে ও সেনাপতি ওডিনো বামভাগ আক্রমণের আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। কেন্দ্রস্থলে স্বয়ং সম্রাট্ ও সেনাপতি সল্ট সৈন্যপরিচালনা করিতে লাগিলেন।

মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। তিন দিক্ হইতে যুগপৎ ভীষণবেগে আক্রান্ত হইয়া শত্রুগণ যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক বাহেমিয়ার অরণ্যে প্রবেশ করিল। ফরাসীদিগের ভাগ্যে বিজয়লাভ হইল। এই যুদ্ধে সম্মিলিত রাজসৈন্যগণের পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য হতাহত হইল, ফরাসীদিগের পঞ্চ সহস্র সৈন্য রণক্ষেত্রে শয়ন করিল। এই যুদ্ধে সেনাপতি ডোরো ভয়ঙ্কররূপে আহত হইয়া অশ্ব হইতে নিপতিত হইলেন, শত্রুপক্ষের একটি গোলা আসিয়া তাঁহার উদর ভেদ করিল। নেপোলিয়ান এই সংবাদে অত্যন্ত ব্যথিত ও বিচলিত হইয়া তাঁহার প্রিয়তম সেনাপতির নিকটবর্ত্তী হইলেন। ডোরো একখানি কুটীরে শয়ন করিয়া অসহ্য মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, তাঁহার মুখভাব এমন পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল যে, নেপোলিয়ানও প্রথমদৃষ্টিতে তাঁহাকে চিনিয়া উঠিতে পারিলেন না। সম্রাট্ আবেগের সহিত সেনাপতির শয্যাপ্রান্তে নিপতিত হইয়া উভয় হস্তে তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গন করিলেন, অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে আর কি কোন আশা নাই?"

চিকিৎসক নিকটেই বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন,—"সকল আশাই ফুরাইয়াছে।"

ডোরো চক্ষু মেলিয়া প্রিয়তম বন্ধু সম্রাট্‌কে চিনিতে পারিলেন, কম্পিত-হস্তে নেপোলিয়ানের দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া স্বকীয় বিবর্ণ ওষ্ঠে স্পর্শ করিলেন, তাহার পর দীপ্তিহীন ক্ষীণদৃষ্টিতে সম্রাটের মুখের দিকে চাহিয়া স্নেহোদ্বেলিতকণ্ঠে বলিলেন, "সম্রাট্, আমার সমস্ত জীবন আপনার সেবাতেই উৎসর্গ করিয়াছি, আমার এখন এইমাত্র দুঃখ থাকিল যে, অতঃপর আর আমি আপনার সেবা করিতে পারিলাম না।"

শোকে নেপোলিয়ানের কণ্ঠরোধ হইয়াছিল, তিনি অতি কষ্টে বলিলেন, "ডোরো, ইহলোকের পর পরলোক আছে,

সেখানে তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিবে, একদিন আমরা সেখানে মিলিত হইব।"

সেনাপতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—"হাঁ, কিন্তু এখনও তাহার ত্রিশ বৎসর বিলম্ব আছে। আপনি শত্রুগণের উপর জয়লাভ করুন, আমাদের দেশের আশা পূর্ণ হউক। আমি চিরজীবন অকলঙ্কিতভাবে অতিবাহিত করিয়াছি, আমার অনুশোচনা করিবার কোন কারণ নাই। আমার কন্যা থাকিল, সম্রাট্ এখন তাহার পিতৃস্থানীয় হইলেন।"

নেপোলিয়ান কোন কথা বলিতে পারিলেন না, সকলেই নির্ব্বাক্, কিয়ৎকাল পরে ডোরো কথা বলিলেন;—বলিলেন, "সম্রাট্, আমার যন্ত্রণা আপনার অসহ্য হইয়াছে, আমাকে পরিত্যাগ করুন।"

সম্রাট্ ডোরোর হস্ত স্বীয় বক্ষঃস্থলে রাখিলেন এবং আর একবার তাঁহাকে আলিঙ্গন দান করিয়া বলিলেন,—"বন্ধু—বিদায়।" আর কোন কথা বলিতে না পারিয়া নেপোলিয়ান সে কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন, অশ্রুরাশি তাঁহার দৃষ্টিরোধ করিল।

নেপোলিয়ান তাঁহার শিবিরে আসিয়া ললাটে করতল স্থাপনপূর্ব্বক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার রক্ষিগণকে তাঁহার নিকটে আসিতে নিষেধ করিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে ক্রমাগত অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল, সুখের দুঃখের এমন বন্ধু নেপোলিয়ান আর কোথায় পাইবেন?

রাত্রিশেষ হইতে না হইতে সেনাপতি ডোরো প্রাণত্যাগ করিলেন। যথাসময়ে নেপোলিয়ান এ সংবাদ পাইলেন, তিনি এজন্য প্রস্তুত ছিলেন, তিনি বিষণ্ণস্বরে বলিলেন,—"সকলই শেষ হইল! সকল যন্ত্রণা হইতে তাহার অব্যাহতিলাভ হইল, আজ সে আমার অপেক্ষা সুখী।"

নেপোলিয়ান ডোরোর কীর্ত্তি স্মরণীয় রাখিবার জন্য সেই যুদ্ধক্ষেত্রে একটি কীর্ত্তিস্তম্ভ-স্থাপনের আদেশ প্রদান করিলেন এবং সেই ক্ষেত্রের অধিস্বামীকে বিংশতি সহস্র মুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, "চারি সহস্র মুদ্রায় স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হইবে, অবশিষ্ট অর্থ তাহার জমীর মূল্য।" কিন্তু নেপোলিয়ানের এই আদেশ প্রতিপালিত হয় নাই, শত্রুগণ ক্ষেত্রস্বামীর নিকট হইতে এই অর্থ লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছিল; কিন্তু নেপোলিয়ান শেষদিন পর্য্যন্ত তাঁহার প্রিয়সুহৃদের কথা বিস্মৃত হন নাই, সেণ্ট হেলেনায় নির্ব্বাসিত হইয়া মৃত্যুকালে তাঁহার উইলে ডোরোর বিধবার সাহায্যের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। যত দিন তাঁহার সুসময় ছিল, তত দিন ডোরোর পত্নী ও কন্যা নেপোলিয়ানের করুণা ও সাহায্য হইতে বঞ্চিত হন নাই।

অতঃপর নেপোলিয়ান সসৈন্যে শত্রুগণের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন, গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর তিনি অতিক্রম করিলেন। শত্রুগণ ভীত হইল, ইউরোপের রাজন্যবর্গ নেপোলিয়ানের গতিরোধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, রুসিয়া ও প্রুসিয়া হইতে সৈন্য প্রেরিত হইল। কিন্তু এ সকল সৈন্য বহুদূর হইতে যথাসময়ে আসিয়া তাহাদের সহযোগিবর্গের সহিত মিলিতে পারিল না। তখন মিলিত রাজগণ সময়লাভের জন্য নেপোলিয়ানের নিকট এক দূত প্রেরণ করিয়া জানাইলেন, তাঁহারা শীঘ্রই নেপোলিয়ানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিবেন, তত দিন নেপোলিয়ান যুদ্ধ ক্ষান্ত রাখুন। নেপোলিয়ান তদুত্তরে লিখিলেন, যদি রুসীয় সম্রাট্ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাহা হইলে তিনি নিরস্ত থাকিতে পারেন। কিন্তু রুসীয় সম্রাট্ সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। দূতের সাহায্যেই তিনি সকল কথা শেষ করিতে চাহিলেন। নেপোলিয়ান সন্ধিস্থাপনের জন্য এতদূর আগ্রহবান্ হইয়াছিলেন যে, এই প্রস্তাবেও তিনি অসম্মত হইলেন না। অষ্ট্রীয় সম্রাট্ মধ্যস্থতা অবলম্বন করিতে স্বীকার করিলেন, কিন্তু অবশেষে অষ্ট্রীয় সম্রাটের দূতের সহিত আলাপ করিয়া নেপোলিয়ান বুঝিলেন, এ মধ্যস্থতার অর্থ স্বার্থসাধন ভিন্ন আর কিছুই নহে। অষ্ট্রীয় দূত এমন সকল দাবী উত্থাপন করিলেন যে, নেপোলিয়ান বুঝিলেন, সন্ধি-স্থাপন তাঁহার শত্রুপক্ষের অন্তরের ইচ্ছা নহে। কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না। অষ্ট্রীয় দূত প্রস্থান করিলেন, নেপোলিয়ান অষ্ট্রিয়াকে ইকিরিয়া প্রদেশ ও ভিনিসিয়া লম্বার্ডি ছাড়িয়া দিবেন, হলাণ্ড, পোলাণ্ড এবং ওডার ও এল্‌বা নদীতীরবর্ত্তী সমস্ত দুর্গ মিলিত রাজগণকে প্রদান করিতে হইবে, স্পেন ও পর্ত্তুগাল হইতে ফরাসী সৈন্যগণকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি করিতে হইবে, তিনি রাইনের সম্মিলিত রাজ্যের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করিবেন এবং হিলভিসিয়ান সাধারণতন্ত্রের সহিতও সম্বন্ধ ত্যাগ করিবেন। শত্রুগণের পরাক্রম যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছিল, তাহাতে এই প্রস্তাবে সম্মত হইবার জন্য

তালিরান্দ, ফোচে, ক্যাম্বেসিয়া প্রভৃতি বন্ধু ও সুযোগ্য কর্ম্মচারিগণও তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

অগত্যা নেপোলিয়ান এই প্রস্তাবে সম্মত হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। সন্ধি স্থাপিত হইবে, এমন সময় শত্রুগণ শুনিতে পাইলেন, ভিটোরিয়ার যুদ্ধে স্পেনদেশে ফরাসী-গৌরব অস্তমিত হইয়াছে, স্পেনে ফরাসীগণকে পরাজিত করিয়া জয়দৃপ্ত ইংরাজ সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটন লক্ষ সৈন্য লইয়া ফ্রান্স অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। এই সংবাদে নেপোলিয়ানের বিপক্ষগণের আনন্দের সীমা রহিল না, তাঁহারা সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাবে উপেক্ষা প্রকাশপূর্ব্বক পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। রুশীয় সম্রাট্‌ আলেকজান্দার আরও পঞ্চাশ সহস্র নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিলেন, সুইস্‌ সৈন্যগণ স্বদেশদ্রোহী পর্ণাভোটের অধীনে যুদ্ধ করিবার জন্য তাহাদিগের সহিত সম্মিলিত হইল। সেনাপতি মোরোর বিশ্বাসঘাতকতা নেপোলিয়ান স্বকীয় ঔদার্য্যগুণে মার্জ্জনা করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিদানস্বরূপ মোরো রাজগণের সহিত যোগদান করিলেন, ফরাসী রাজ্যের স্বাধীনতাধ্বংসের জন্য তিনি তাঁহার আশ্রয়ভূমি আমেরিকা হইতে আগমন করিলেন। সেনাপতি যোমিনি নামক নেপোলিয়ানের একজন প্রধান সেনানায়ক সম্রাটের অনেক কাগজপত্র লইয়া শত্রুগণের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। ১১ই আগষ্ট অষ্ট্রিয়া সমরঘোষণা করিলেন। কিন্তু তখনও নেপোলিয়ান সে সংবাদ জানিতে পারেন নাই। কলেনকোর্টের মুখে তিনি সর্ব্বপ্রথমে এ সংবাদ শুনিলেন। কথাপ্রসঙ্গে নেপোলিয়ান কলেনকোর্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অষ্ট্রিয়া কি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছে?"

"আমার বোধ হয়, অষ্ট্রিয়া রুসিয়া ও প্রুসিয়ার সহিত যোগদান করিয়াছে।" কলেনকোর্ট এই উত্তর দিলেন।

নেপোলিয়ান বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"তোমার যাহা বোধ হইবে, তাহাই যে সত্যঘটনা, এমন নহে।"

কলেন[illegible]কোর্ট বলিলেন,—"সম্রাট্‌! কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করি[illegible]য়া আমি আপনাকে এমন গুরুতর কথা বলিতেছি না, সত্যই [illegible] এরূপ হইয়াছে।"

"কিরূপে জানিলে?"

"দু-দিন হইল, অষ্ট্রীয় সেনাপতি ব্লুচার একলক্ষ লোক লইয়া সিসিলিয়া যাত্রা করিয়াছে, তাহারা ব্রেসল্‌ অধিকার করিয়াছে।"

সম্রাট্‌ বলিলেন,—"গুরুতর কথা বটে, কথাটা সত্য কি?"

কলেনকোর্ট বলিতে লাগিলেন,—"যে দিন তাহারা ব্রেসল্‌ অধিকার করে, সেই দিন সেনাপতি যোমিনি সেনাপতি নের দল পরিত্যাগপূর্ব্বক রুশীয় সম্রাটের সহিত যোগদান করিয়াছে।"

এবার নেপোলিয়ান ক্রোধে, বিস্ময়ে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন, অধীরচিত্তে বলিলেন,—"যোমিনি! যে আমার সহস্র অনুগ্রহে প্রতিপালিত—পরিপুষ্ট, সেই—সেই যোমিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিল? যুদ্ধের পরমুহূর্ত্তে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া শত্রু-সৈন্যের সহিত যোগ দিল? শত্রুকে গৃহের সন্ধান বলিয়া দিল? - অসম্ভব।"

সম্রাট্‌ কিয়ৎকাল নির্ব্বাক্‌ রহিলেন, তাঁহার হৃদয়ে কঠিন আঘাত লাগিয়াছিল, কলেনকোর্টও নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে নেপোলিয়ান বলিলেন,—"কলেনকোর্ট! আর কোন সংবাদ আছে? বল, সব বল, আমাকে সকল কথা জানিতে হইবে।"

কলেনকোর্ট বলিলেন, "সম্রাট্‌! শত্রুগণ অতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, সুইডেনও আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে।"

নেপোলিয়ান অত্যন্ত বিস্মিতের ন্যায় কলেনকোর্টের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি বল কি? বার্ণাভোটে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে! ইহা গর্দ্দভের পাদঘাতের ন্যায় অসহ্য!"

কলেনকোর্ট পুনর্ব্বার বলিলেন,—"বার্ণাভোটে কেবল স্বদেশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াই সন্তুষ্ট নহে, আমাদের স্বদেশদ্রোহী শত্রুগণকেও জুটাইয়া দল পুষ্ট করিয়াছে।"

নেপোলিয়ান এ কথার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না, শূন্যদৃষ্টিতে কলেনকোর্টের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কলেনকোর্ট বলিলেন,—"সেনাপতি মোরো শত্রুগণের শিবিরশোভা বর্দ্ধিত করিতেছেন।"

নেপোলিয়ানের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি বলিলেন, "মোরো শত্রুশিবিরে? কলেনকোর্ট! আমি

তোমার কথা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। বার্ণাডোটে এখন সুইডেনের রাজা, সে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে পারে; কিন্তু মোরো! মোরো স্বদেশের শত্রুতাসাধন করিবে? না, না, ইহা একেবারেই অসম্ভব। মোরো দুর্ব্বল, উৎসাহহীন, দুরাকাঙ্ক্ষ; কিন্তু তথাপি তাহার ও যোমিনির মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ; যোমিনি বিশ্বাসঘাতক, রাজদ্রোহী, আমি তোমার সংবাদে বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিলাম না।"

কিন্তু নেপোলিয়ানকে অবিলম্বে বিশ্বাসস্থাপন করিতে হইল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিপদের মেঘ ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে, শ্বশুর কন্যা-জামাতার প্রতি স্নেহহীন হইয়া সমরঘোষণা করিতেছেন; মিত্র শত্রুদলভুক্ত হইয়াছে; বিশ্বাসী প্রিয়তম সেনাপতি অকালে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। শত্রুগণ বর্দ্ধিতপরাক্রমে তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য গর্জ্জন করিয়া আসিতেছে। তিনি বুঝিলেন, বিপদ্ কখনও একাকী আসে না, দুঃখে, ক্ষোভে, নিরাশায় তাঁহার বীর-হৃদয় আন্দোলিত হইতে লাগিল, কিন্তু সান্ত্বনালাভের কোন অবলম্বন তিনি দেখিলেন না।

অষ্টম অধ্যায়

ঘনীভূত বিপদ্

নেপোলিয়ানের হৃদয় নিরাশায় কখনও ভাঙ্গিয়া পড়িত না। বিপদ্ দেখিয়া কখন তিনি নিশ্চেষ্ট থাকিতেন না, সুতরাং তিনি সঙ্কল্প করিলেন, যাহাই হউক, শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ২৫এ আগষ্ট সায়ংকালে সাক্সনী-রাজধানী ড্রেসডেন নগরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গিরিমালা সম্মিলিত রাজসৈন্যগণের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। নগরবাসিগণ মহাভয়ে আচ্ছন্ন হইল। দুই লক্ষ সৈন্য তাহাদের সুন্দর নগর ধ্বংস করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে কামান উদ্যত করিয়াছে দেখিয়া দুশ্চিন্তায় তাহারা আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিল। সাক্সন-সেনাপতি সেণ্টসির ত্রিশ সহস্র সৈন্যসহায়তায় নগর-রক্ষার্থ প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু দুই লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে ত্রিশ সহস্র কি করিবে? তথাপি তিনি প্রাণপণ করিয়া শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ত্তব্যপালন করিলেন। নগরের অধিবাসিবৃন্দ সর্ব্বনাশের আশঙ্কায় একবাক্যে শত্রুহস্তে নগরসমর্পণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। কিন্তু সেনাপতি সেণ্টসির সে প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না।

পরদিন প্রভাতে যুদ্ধারম্ভ হইল। ছয় দল শত্রু-সৈন্যের প্রত্যেক দল পঞ্চাশটি করিয়া কামানের সহিত বিভিন্ন নগর-প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হইল। রুসীয়, প্রুসীয়, অষ্ট্রীয় সৈন্যগণ এক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল, নগরের রাজপথে মুষলধারে গোলাগুলীর বৃষ্টি হইতে লাগিল। রাজপথ নর-রক্তে রঞ্জিত হইয়া গেল। গৃহ-প্রাচীর বিদীর্ণ করিয়া গোলাগুলী নগরবাসিগণের শোণিত পান করিতে লাগিল। নগরমধ্যে নিরাপদে বাস করা সকলেরই দুরূহ হইয়া উঠিল। নেপোলিয়ানের পতন অনিবার্য্য বুঝিয়া দুই দল ওয়েষ্ট ফেলীর অশ্বারোহী সৈন্য তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক শত্রুগণের সহিত যোগদান করিল। নেপোলিয়ান অবিলম্বে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, উচ্চ ভূমিখণ্ড হইতে তিনি শত্রুগণের অবস্থান দেখিয়া লইলেন। দেখিলেন, ফরাসী-সৈন্যগণ মহা বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছে, তিনি অগ্নিময় রাজপথে তাঁহার শকট প্রধাবিত করিলেন, কিন্তু শত্রু-সৈন্যগণের অশ্রান্ত গোলাবর্ষণের ভিতর দিয়া তাঁহার শকট আর অগ্রসর হইতে পারিল না, অগত্যা তিনি পদব্রজে সমীপবর্ত্তী হইলেন।

তখন মধ্যাহ্নকাল। নেপোলিয়ানকে দেখিবামাত্র তাঁহার অনুরক্ত সৈন্যগণ মহা উৎসাহে 'জয় সম্রাটের জয়' বলিয়া আনন্দ-ধ্বনি করিয়া উঠিল। তিনি অবিলম্বে রাজপ্রাসাদে প্রবেশপূর্ব্বক ভয়কম্পিত বৃদ্ধ রাজা ও রাজপুরবাসিগণকে সান্ত্বনাদানপূর্ব্বক বলিলেন, তাঁহার ষষ্টি সহস্র রক্ষিসৈন্য অবিলম্বেই তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবে।

অনন্তর নেপোলিয়ান শত্রুসৈন্যের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার

জন্য নগরের প্রাচীর-সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন, অবিলম্বেই তাঁহার সৈন্যগণ জলস্রোতের ন্যায় সেতুপথে নগরের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। পিপাসায় তাহাদের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, প্রথম সূর্য্যকিরণে তাহাদের দেহে প্রদাহ উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা কর্ত্তব্যপালনে শিথিল-প্রযত্ন হইল না। অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যগণ অকুণ্ঠিত ধৈর্য্যের সহিত অতি অল্পকালের মধ্যে স্ব স্ব স্থান অধিকার করিয়া দাঁড়াইল।

অবশেষে নেপোলিয়ান সেনাপতি মুরাটকে দক্ষিণে, মর্টিয়ারকে বামে এবং নেকে মধ্যস্থলে স্থাপন করিয়া শত্রু-দলের উপর নিপতিত হইবার আদেশ প্রদান করিলেন। সুদক্ষ সেনাপতিত্রয়ের অধীনে উন্মত্ত ফরাসী সৈন্যগণ মহাবেগে নগরাভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইয়া শত্রুগণের উপর নিপতিত হইল। বহুসংখ্যক শত্রু সে ভীষণ আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না, রণে ভঙ্গ দিয়া চতুর্দ্দিকে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। সম্রাট্ আলেক্‌জান্দার ও ফ্রেডারিক উইলিয়াম রণক্ষেত্রের সন্নিকট-বর্ত্তী উচ্চভূখণ্ডে দণ্ডায়মান হইয়া বিহ্বলদৃষ্টিতে ফরাসী সৈন্যগণের এই অতিমানুষ পরাক্রম নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, নেপোলিয়ান ড্রেসডেন নগরে প্রবেশ করিয়াছেন, আর নগর অধিকারের আশা নাই।

বেলা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝটিকা ও বৃষ্টি আরম্ভ হইল, শত্রুগণ ফরাসী-সৈন্যগণের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া অনেকে পলায়ন করিলেও বহু সৈন্য বৃষ্টিধারা মস্তকে লইয়া ঝটিকার মধ্যেই মহাবেগে যুদ্ধ করিতে লাগিল। নেপো-লিয়ান ঝড়-বৃষ্টি তুচ্ছ করিয়া অশ্বারোহণে সৈন্য-পরিচালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কোন কোন বিশ্বস্ত সৈনিক তাঁহাকে বলিল, "আপনি বড় পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, আপনার সর্ব্বাঙ্গ বৃষ্টি-ধারায় সিক্ত, আপনি বিশ্রাম করিতে যান।" নেপোলিয়ান সহাস্যে উত্তর করিলেন,—"বন্ধুগণ, যখন আমরা জয়লাভ করিব, যুদ্ধশেষে যখন তোমাদের বিশ্রামের অবসর হইবে, তখনই আমি বিশ্রাম করিতে যাইব, তাহার পূর্ব্বে নহে।"

ক্রমে দিবাবসান হইল, রাত্রি আসিল। কিন্তু তখনও যুদ্ধের বিরাম হইল না। বৃষ্টি ও অন্ধকার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে উভয় সৈন্যদল এতই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল যে, আর তাহারা যুদ্ধে সমর্থ হইল না, সকলে সেই বৃষ্টিপ্লাবিত রণক্ষেত্রেই বিশ্রাম করিতে বসিল; কিন্তু নেপোলিয়ানের বিশ্রামের অবসর হইল না, তিনি তাঁহার বিশ্রামকক্ষে বসিয়া কতকগুলি প্রয়োজনীয় পত্রাদি লিখিয়া যথাস্থানে প্রেরণ করিলেন, তাহার পর সেই ভয়ানক দুর্যোগের মধ্যেই সৈন্য-পরিদর্শনে বহির্গত হইলেন। তিনি তাহাদিগের সমীপবর্ত্তী হইয়া নানাপ্রকার মধুর বাক্যে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন, সম্রাট্ তাহাদের সহিত সমান দুঃখ-কষ্ট প্রসন্নমুখে সহ্য করিতেছেন দেখিয়া তাহারা স্ব স্ব কষ্টের কথা ভুলিয়া গেল। পরদিন শত্রু-গণকে কি ভাবে আক্রমণ করিতে হইবে, সেনাপতিবর্গের সহিত নেপোলিয়ান তাহার পরামর্শ স্থির করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই আবার কতকগুলি নূতন সৈন্য আসিয়া শত্রুগণের দলপুষ্টি করিল, আবার দুই লক্ষাধিক সৈন্য নেপোলিয়ানের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। প্রাতঃসূর্য্যকিরণে চতুর্দ্দিক্ আলোকিত হইবা-মাত্র শত্রুগণ আবার গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। বেলা তিনটা পর্য্যন্ত সমানভাবে যুদ্ধ চলিল, অবশেষে ফরাসী-সৈন্য-গণ জয়লাভ করিল। সম্রাট্ আলেক্‌জান্দার ও ফ্রেডারিক উইলিয়ম প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন। নেপোলিয়ান শত্রুগণের প্রায় ত্রিশ সহস্র সৈন্য বন্দী করিলেন এবং তাহাদিগের চল্লিশটি পতাকা, ষাটটি কামান তাঁহার হস্তগত হইল। নেপোলিয়ানের শত্রুগণের মধ্যে প্রায় দশ সহস্র সৈন্য হতাহত হইয়া রণক্ষেত্র আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। এই ভীষণ সমরে সেনাপতি মোরো প্রাণত্যাগ করিলেন। সম্রাট্ আলেক্‌জান্দার তাঁহার মৃতদেহ সেণ্টপিটার্সবর্গে লইয়া গিয়া মহা সমারোহে সমাহিত করিলেন।

যুদ্ধাবসানে সায়ংকালে শ্রান্ত-দেহে নেপোলিয়ান ড্রেস-ডেনের রাজপ্রাসাদে প্রবেশপূর্ব্বক পুরবাসিগণকে অভয়দান করিলেন। বিজয়ী বীরের প্রতি তাঁহারা বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিলেন, তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। প্রাসাদে নানাবিধ কর্ত্তব্য শেষ করিতে রাত্রি চারিটা বাজিয়া গেল, তাহার পর নেপোলিয়ান বিশ্রামার্থ শিবিরে প্রবেশ করিলেন, বিশ মিনিটকাল মাত্র নিদ্রিত থাকিয়াই তিনি গাত্রোত্থান করিলেন, বাতায়ন-সন্নিকটে আসিয়া দেখিলেন, তখনও প্রবলবেগে বৃষ্টিপাত হইতেছে, প্রবল

ঝটিকারও বিরাম নাই, চতুর্দ্দিক্ শ্মশান-ক্ষেত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র তিনি পলায়িত শত্রু-সৈন্যগণের অনুধাবন করিবার জন্য সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন, সেনাপতিগণের প্রতিই সৈন্য-চালনার ভার প্রদত্ত হইল। নেপোলিয়ান এই কয়দিনের গুরুতর পরিশ্রম, দুশ্চিন্তা ও অনিদ্রায় এমন ক্লান্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি বিশ্রামগ্রহণে বাধ্য হইলেন। বমন ও উদরের বেদনা অসহ্য হইয়া উঠিল।

কিন্তু এই পরাজয়েও শত্রুগণ ভগ্নোদ্যম হইল না। তাহারা আবার সৈন্যসংগ্রহ করিতে লাগিল, রুসিয়া, প্রুসিয়া ও অষ্ট্রিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে আবার পঙ্গপালের ন্যায় অসংখ্য সৈন্য তাঁহাদের উন্নত পতাকামূলে সম্মিলিত করিলেন। এ দিকে নেপোলিয়ান প্রত্যেক যুদ্ধে জয়লাভ করিতে থাকিলেও তাঁহার সৈন্যসংখ্যা দিন দিন ক্ষয় পাইতে লাগিল, বিশ্বস্ত সেনাপতিবৃন্দ নিশাশেষের তারাদলের মত একে একে অন্তর্হিত হইতে লাগিলেন, ফরাসী-রাজ্য নিদারুণ অবসাদে আচ্ছন্ন হইল। যাঁহারা এ কাল পর্য্যন্ত নেপোলিয়ানের সপক্ষতাচরণ করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহাদিগের হৃদয়ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। প্রাচীন রাজবংশের পক্ষাবলম্বিগণ অধিক উৎসাহে নেপোলিয়ানের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইলেন। এ দিকে নেপোলিয়ান যে সকল সেনাপতিকে শত্রুগণের অনুধাবনে প্রেরণ করিয়াছিলেন, দৈব-বিড়ম্বনায় তাঁহাদের কেহ সসৈন্যে শত্রু-হস্তে বন্দী হইলেন, কেহ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন, কাহারও সৈন্যগণ শত্রু-হস্তে নিহত হইল। রোগশয্যায় শয়ন করিয়া নেপোলিয়ান এই দুঃসংবাদ শ্রবণ করিলেন। শত্রুদলকে বিতাড়িত করিতে গিয়া তাঁহার ত্রিশ সহস্র সৈন্য হতাহত বা বন্দী হইয়াছে শুনিয়া তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"ইহাই নিয়তি, প্রভাতে জয়, সায়ংকালে পরাজয়। জয়-পরাজয়ের মধ্যে কি সঙ্কীর্ণ ব্যবধান!" শয্যাপ্রান্তে জর্ম্মণীর একখানি মানচিত্র নিপতিত ছিল, তাহার প্রতি দৃষ্টি-স্থাপনপূর্ব্বক তিনি সুপ্রসিদ্ধ ফরাসীকবি কর্ণেলের নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র কবিতা নিম্নস্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন;—

"চতুর্দ্দশবর্ষ ধরি রাজ্য করি জয়,
হেরিলাম জগতের বিচিত্র নিয়ত,
প্রত্যেক ঘটনাচক্র জানিলাম স্থির,
মুহূর্ত্তে রাজ্যের ভাগ্য হয় নিয়ন্ত্রিত।"

নেপোলিয়ানের চতুর্দ্দিকে বিপদ্‌রাশি ক্রমশই ঘনীভূত হইতে লাগিল। সেনাপতি নে ইরটেমবর্গের নগর-প্রাচীর-সন্নিকটে শত্রুগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। এক দল স্যাক্সন-সৈন্য শত্রুগণের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া ভগ্নহৃদয়ে স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল, শত্রুগণের সৈন্যদল-মধ্যে পড়িয়া তাহাদিগকে প্রবলবেগে আক্রমণ করিল, নে সে আক্রমণ সহ্য করিতে পারিলেন না, তাঁহার সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল, তাঁহার দশ সহস্র সৈন্য ও চল্লিশটি কামান শত্রু-হস্তে নিপতিত হইল।

রোগশয্যায় নিপতিত থাকিয়াই নেপোলিয়ান এই দুঃসংবাদ শ্রবণ করিলেন। তখনও তাঁহার দেহ অত্যন্ত অসুস্থ ও দুর্ব্বল, কিন্তু তিনি বুঝিলেন, আর শয্যায় পতিত থাকিলে চলিবে না। সেই অবস্থাতেই তিনি শয্যা ত্যাগ করিলেন এবং সৈন্যগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া আর একবার মহা উৎসাহে অদম্য তেজে ও অসাধারণ পরাক্রমে ইউরোপের অগণ্য রাজন্য-পরিচালিত লক্ষ লক্ষ শত্রু ধ্বংস করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সমস্ত পৃথিবী বিস্ময়-স্তম্ভিত-হৃদয়ে তাঁহার অলৌকিক অধ্যবসায়ের বিবরণ শ্রবণ করিতে লাগিল।

নেপোলিয়ান-পরিচালিত ফরাসীসৈন্যগণ সহসা হৃদয়ে যেন কি এক বৈদ্যুতিক-শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করিল, নেপোলিয়ান প্রচণ্ডবেগে বিভিন্ন স্থানে শত্রুদলের উপর নিপতিত হইয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন, এক মাসকাল তাহারা ড্রেসডেন আক্রমণ ও অধিকার করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

কিন্তু প্রতিদিনই নেপোলিয়ানের সৈন্যসংখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল, প্রতিদিন তাহাদের উৎসাহ ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল, শত্রুগণ ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিল। নেপোলিয়ানের অধীনস্থ অনেক ভিন্নদেশীয় সৈন্য অর্থলোভে তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক শত্রুগণের সহিত যোগদান করিল।

সেপ্টেম্বর মাসে নেপোলিয়ান ব্যাভেরিয়ার অধীশ্বর ম্যাক্সিমিলিয়ান যোসেফের নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন। ম্যাক্সিমিলিয়ান তাঁহাকে লিখিয়াছেন যে, আর ছয়মাসের অধিককাল তিনি যে ফ্রান্সের সহযোগিতা করিতে

পারিবেন, সে আশা নাই। সম্মিলিত রাজসৈন্যগণ জর্ম্মণী আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহারা তাঁহাকে নিরপেক্ষ থাকিতে দিবে না। তাঁহাকে হয় তাহাদের সহিত যোগদান করিতে হইবে, না হয় তাহাদের অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে হইবে। তাহাদের সহিত যোগদান করিলে তাঁহার স্বাধীনতা ও সিংহাসন অক্ষত থাকিবে। নেপোলিয়ান বুঝিলেন, সিংহাসন ও স্বাধীনতা বিপন্ন করিয়া ব্যাভেরিয়া-পতি কখন তাঁহার সহযোগিতায় প্রস্তুত হইবেন না। এরূপ একটি সুযোগ্য সহযোগী হইতে বঞ্চিত হইয়া নেপোলিয়ান অধিকতর চিন্তিত হইলেন।

কেবল ব্যাভেরিয়া-পতি নহে, ওয়েষ্ট ফেলিয়ার রাজা জেরোমি শত্রুগণের ক্রমবর্দ্ধিত পরাক্রম দেখিয়া সিংহাসন নিরাপদ্ করিবার আশায় হতাশ হইলেন, ইতিমধ্যে ওয়েষ্ট ফেলিয়ার বিংশতি লক্ষ অধিবাসীর অধিকাংশই শত্রুসৈন্যের ভয়ে রাজাকে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ওয়েষ্ট ফেলিয়ারাজ উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক রাইন-প্রদেশে পলায়ন করিলেন।

সাক্সনীর রাজা ফ্রেডারিক আগষ্টস্ নেপোলিয়ানের পরমবন্ধু ও বিশ্বস্ত সহযোগী ছিলেন, তিনি প্রাণপণে নেপোলিয়ানের সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন, সাক্সনগণ যখন দেখিল, ফরাসীদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়া চলিলে তাহাদিগকে প্রতিনিয়ত শত্রু-হস্তে বিড়ম্বিত হইতে হইবে, তখন আর তাহারা নেপোলিয়ানের মুখাপেক্ষী হইয়া রহিল না, শত্রুগণের সহিতই যোগদান করিল।

উরটেমবর্গের অধিবাসিসংখ্যা প্রায় ত্রয়োদশ লক্ষ ছিল, রাজা প্রথম ফ্রেডারিক নেপোলিয়ানের একজন সহযোগী ছিলেন, ইউরোপের সম্মিলিত রাজশক্তি তাঁহাকে জানাইলেন, তাঁহাদিগের সহিত যোগদান না করিলে তাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিবেন। ভীত প্রজাকুল শান্তিরক্ষার অভিপ্রায়ে তাঁহাদের সহিত যোগদান করিল; নেপোলিয়ান তাহাদিগকে স্বদলে রাখিতে পারিলেন না, সে চেষ্টাও করিলেন না। যাঁহারা নেপোলিয়ানের বন্ধু ছিলেন, তাঁহাদের কেহ কোন দলে যোগ না দিয়া নিরপেক্ষ থাকিবার অভিপ্রায় করিলেও তাহার নিস্তার ছিল না, সম্মিলিত রাজশক্তি এই নীতির পক্ষপাতী ছিলেন না। বন্ধুগণ-পরিত্যক্ত হইয়া, একমাত্র আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া নেপোলিয়ান বর্দ্ধিতপরাক্রম ইউরোপীয় রাজশক্তি চূর্ণ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন, স্বকীয় দুই সবল বাহু দ্বারা পৃথিবীর গতিপরিবর্ত্তনের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

এই সময়ে শত্রুপক্ষের পতাকামূলে পাঁচ লক্ষ সৈন্য সম্মিলিত হইয়াছিল। নেপোলিয়ানের হস্তে তখন লক্ষাধিকও সৈন্য ছিল না; নেপোলিয়ান স্থির করিলেন, তিনি এই সৈন্য লইয়া রাইননদীর তটাভিমুখে ধাবিত না হইয়া, শত্রু-সৈন্য ভেদ করিয়া উত্তরদিকে গমন করিবেন এবং এল্‌বা নদীর তীরদেশ হইতে দুই শত মাইল দূরবর্ত্তী ওগর নদী-তীরে উপস্থিত হইয়া শত্রুগণের রাজ্যে যুদ্ধানল প্রজ্বালিত করিবেন। তাহা হইলে শত্রুগণ তাহাদের স্ব স্ব রাজ্য-রক্ষার্থ ব্যস্ত হইয়া পড়িবে।

এইরূপ অভিপ্রায় স্থির করিয়া নেপোলিয়ান বিভিন্ন ফরাসী সৈন্যদল লইয়া বার্লিন অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এমন সময় শুনিতে পাইলেন, ব্যাভেরিয়ার অধীশ্বর তাঁহার সঙ্কল্পিত ছয় সপ্তাহেরও অপেক্ষা না করিয়া সসৈন্যে শত্রুগণের সহিত যোগদান করিয়াছেন এবং তাঁহার পূর্ব্ববন্ধুগণ শত্রুরূপে তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া তাঁহার সৈন্যগণের রসদ লুণ্ঠন করিবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন রুসিয়া আরও আশী হাজার নূতন সৈন্য তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর করিতেছে, এক লক্ষ শত্রুসৈন্য যুদ্ধার্থ ফ্রান্সযাত্রা করিয়াছে এবং সম্মিলিত রাজগণ পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য লইয়া ড্রেস্‌ডেন অভিমুখে ধাবিত হইয়াছেন।

অন্য কোন লোক হইলে এতগুলি অমঙ্গলজনক অপ্রীতিকর সংবাদে একেবারে অধীর ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িতেন, কিন্তু নেপোলিয়ান কিছুমাত্র অধীরতা প্রকাশ করিলেন না, ধীরভাবে সকল কথা শ্রবণ করিলেন, প্রশান্তচিত্তে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিলেন এবং এই সময়ে ফ্রান্সের সিনেটসভা তাঁহাকে সৈন্যসাহায্য না করিলে উপায় নাই, এই কথা রাজধানীতে লিখিয়া পাঠাইলেন। মেরিয়া লুইসা স্বয়ং মন্ত্রিসভায় উপস্থিত হইয়া নেপোলিয়ানের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবামাত্র সিনেটসভা এক লক্ষ আশী হাজার নূতন সৈন্য সংগ্রহের ভোট প্রদান করিলেন। এই সকল সৈন্য অতি অল্পকালের মধ্যে নেপোলিয়ানের সাহায্যার্থ ফরাসী-সীমা-সন্নিকটবর্ত্তী শত্রুরেখা ভেদ করিয়া অগ্রসর হইল।

সুতরাং অতঃপর নেপোলিয়ানের বার্লিন-যাত্রাই স্থির হইল, কিন্তু তাঁহার সেনাপতিবর্গের অনেকে এই কঠোর পরিশ্রমে ও নিদারুণ বিপদের সম্মুখীন হইতে সম্মত হইলেন না, সকলেই অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা রাইনাভিমুখে ধাবিত হওয়ারই পক্ষপাতী ছিলেন। কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিবার পর এই সর্ব্বপ্রথম সেনাপতিগণের প্রতিবাদ শ্রবণ করিয়া নেপোলিয়ান হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পাইলেন। তিনি বুঝিলেন, বিপৎকালে বন্ধুও প্রতিকূল হয় এবং বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিও বিশ্বাসঘাতক হইয়া উঠে।

১৫ই অক্টোবর সায়ংকালে নেপোলিয়ান সসৈন্যে লিপজিক নগরের প্রাচীর-সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন, সেই দিন সন্ধ্যাকালে শত্রুগণও সার্দ্ধ তিন লক্ষ সৈন্য-সহযোগে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। নেপোলিয়ানের সঙ্গে অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য ছিল, সুতরাং তাঁহার সৈন্যগণ মনে করিল, এবার রণজয়ের সংশয়মাত্র নাই, ফরাসী সৈন্যগণ সংখ্যায় অল্প হইলেও নেপোলিয়ানের প্রতি তাহাদের পূর্ণবিশ্বাস বশতঃ তাহারা রণজয়ে সন্দিহান হইল না। নেপোলিয়ান সমস্ত রাত্রি ধরিয়া শত্রুগণের অবস্থান-ভূমিই পরীক্ষা করিলেন, সেনাপতিগণের প্রতি নানা প্রকার আবশ্যকীয় আদেশ করিলেন এবং সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার সৈন্যগণকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, "ঐ দেখ, তোমাদের শত্রুগণ ওখানে অবস্থান করিতেছে, আমার নিকট প্রতিজ্ঞা কর, ফ্রান্সের অপমান দেখিবার পূর্ব্বে তোমরা প্রাণত্যাগ করিবে।"

সৈন্যগণ গম্ভীরস্বরে বলিল,—"আমরা প্রতিজ্ঞা করিলাম।" তাহার পরই চতুর্দ্দিকে "জয় সম্রাটের জয়" শব্দে নৈশ-প্রকৃতি প্রতিধ্বনিত হইল, সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরবক্ষ ভেদ করিয়া সেই জয়ধ্বনি উর্দ্ধাকাশে উত্থিত হইল।

কিন্তু সৈন্যগণের উৎসাহ যতই অধিক হউক, নেপোলিয়ান এই যুদ্ধে জয়লাভের সম্যক্ সম্ভাবনা দেখিতে পাইলেন না, নেপোলিয়ান তাঁহার প্রিয়সুহৃদ্ কলেনকোর্টকে বলিলেন,—"শত্রু-সৈন্যের সংখ্যাধিক্যই আমাদের পরাজয়ের কারণ হইবে; সাড়ে তিন লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে আমাদের এক লক্ষ পঁচিশ হাজার সৈন্য কি করিবে? বিশেষতঃ এ সম্মুখ-যুদ্ধ, এ যুদ্ধে জয়লাভ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না।" নেপোলিয়ানের স্বর গম্ভীর, তাঁহার প্রত্যেক শব্দে নিরাশা প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

১৬ই অক্টোবর প্রভাতে নয় ঘটিকার সময় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সমস্ত দিন ধরিয়া মহাযুদ্ধ চলিল, কিন্তু কোন পক্ষের জয়পরাজয়ের সম্ভাবনা লক্ষিত হইল না। নেপোলিয়ান বলিলেন, "এই অগণ্য শত্রু জয় করিবার জন্য বজ্রের আবশ্যক।"

সমস্ত দিন যুদ্ধের পর সম্মিলিত রাজগণের প্রায় বিংশতি সহস্র সৈন্য বিনষ্ট হইল, ফরাসীপক্ষের এত অধিক সৈন্যনাশ হয় নাই। ফরাসীগণ যে সকল শত্রু-সৈন্য বন্দী করিল, তাহার মধ্যে কাউণ্ট মারকিও নামক একজন অষ্ট্রীয় সেনাপতি ছিলেন নেপোলিয়ান তাঁহার প্রতি বীরোচিত সৌজন্য প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে স্বকীয় শিবিরে গ্রহণ করিলেন, তাহার পর তাঁহার সহিত বহুক্ষণ আলাপ করিয়া সসম্মানে তাঁহাকে মুক্তিদান করিলেন। মুক্তিদানের পূর্ব্বে তিনি কাউণ্টকে বলিলেন,—"আপনাদের সহিত আমাদের রাজনৈতিক বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, কিন্তু আপনার প্রভুর সহিত আমার অন্যবিধ বন্ধন কোন প্রকারেই ছিন্ন হইতে পারে না। সেই বন্ধনের উপরই আমি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি; কারণ, আমার শ্বশুরের প্রতি আমি সর্ব্বদাই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছি। আমি তাঁহার নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে কখন বিরত হইব না। আপনি দেখিলেন, আপনারা আমাকে কিরূপভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং আমি কিরূপে আত্মরক্ষা করিয়াছি, এখন যান, আপনার প্রভুকে সন্ধিস্থাপনে অনুরোধ করিবেন, যদি কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তাহা হইলে একটি সুবৃহৎ জাতির আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন, ফরাসীজাতি এবং আমি সন্ধিস্থাপনের জন্য সমুৎসুক হইয়াছি, এজন্য আমি গভীর স্বার্থত্যাগেও পরাঙ্মুখ নহি। কিন্তু যদি সন্ধিস্থাপন না হয়, তাহা হইলে জানিবেন, আমি জীবনের শেষ শোণিতবিন্দু দান করিয়া স্বদেশের গৌরবরক্ষা করিব। আপনি উভয় সম্রাট্কে আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপনপূর্ব্বক সন্ধির জন্য অনুরোধ করিবেন।"—কিন্তু সন্ধিস্থাপন দূরের কথা, নেপোলিয়ানকে তাঁহারা এ সম্বন্ধে একটি কথাও জানাইলেন না, কোন উত্তর প্রদান করিলেন না।

১৭ই অক্টোবর যুদ্ধ স্থগিত রহিল। নেপোলিয়ানের

শত্রুগণ যদিও সংখ্যায় প্রায় ফরাসী সৈন্যগণের তিন গুণ ছিল, তথাপি নেপোলিয়ান যে ভাবে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া তাঁহারা আরও অধিক সৈন্যের সাহায্য ব্যতীত পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিলেন না। তাঁহারা সেনাপতি বার্ণাডোটের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, এই বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি ষাট হাজার সৈন্য লইয়া স্বদেশীয়গণের শোণিতপাতের জন্য মহাবেগে অগ্রসর হইতেছিলেন। নেপোলিয়ান তাহা জানিতে পারেন নাই, শত্রুগণকে যুদ্ধে বিরত দেখিয়া তিনি স্থির করিলেন, তাঁহারা সন্ধিস্থাপনের পরামর্শ করিতেছেন এবং সেই জন্যই যুদ্ধ স্থগিত আছে, কিন্তু নেপোলিয়ান নিশ্চিন্ত রহিলেন না, পুনর্ব্বার যুদ্ধের জন্য তিনি প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। আহার-নিদ্রা, বিশ্রাম সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক সমস্ত দিন ধরিয়া তিনি সৈন্যগণের মধ্যে বিচরণ করিলেন, তাহাদিগকে নানাবিধ উপদেশ দান করিতে লাগিলেন।

সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর রাত্রে তিনি তাঁহার শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন, সেনাপতি মারকিও সন্ধিপত্র লইয়া আসিবেন ভাবিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। আশা ও নিরাশায় তাঁহার হৃদয় প্রতিমুহূর্ত্তে আলোড়িত হইতে লাগিল। যদি সন্ধিস্থাপন না হয়, আবার যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সহস্র সহস্র স্বদেশভক্ত ফরাসী-সৈন্যের হৃদয়-শোণিতপাতে যদিও তাঁহার পরাজয় হয়, তাহা হইলে আর কি আশা আছে? তাহা হইলে তিনি বুঝিলেন, তাঁহার পতন অনিবার্য্য, ফরাসীভূমির স্বাধীনতা পর্য্যন্ত বিপন্ন হইবে। এই সকল চিন্তায় সম্রাটের বিরামশয্যা কণ্টকময় বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তিনি তাঁহার দুশ্চিন্তা গোপন করিতে পারিলেন না। তাঁহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল, দেহে যন্ত্রণার লক্ষণ প্রকাশিত হইল। তিনি শিবিরের এক প্রান্তে একখানি আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় অবস্থান করিতে লাগিলেন. অবশেষে তাঁহার পাকযন্ত্রে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিলেন, কলেনকোর্টকে বলিলেন, "আমি বড় অসুস্থ। আমার মনে উৎসাহের অভাব নাই, কিন্তু আমার শরীর যে আর উঠে না।"

কলেনকোর্ট ভীত হইলেন. সবেগে শিবির-দ্বারে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ডাক্তার ডাকিতে পাঠাই, আইভান্!"

নেপোলিয়ান ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "না না, ডাক্তার ডাকিবার আবশ্যক নাই। কলেনকোর্ট, তুমি জান না যে, সম্রাটের শরীর স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ। আমি এখনই উঠিব, সৈন্যগণ যথাস্থানে অবস্থিত আছে কি না, দেখিতে হইবে।"

কলেনকোর্ট নেপোলিয়ানের নিকটে ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার উত্তপ্ত হস্ত-গ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন, "সম্রাট্, আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি শয়ন করুন। আমার অনুরোধ, শয়ন করুন!"

সম্রাট্ ধীরভাবে বলিলেন, "অসম্ভব। একজন সৈন্য পীড়িত হইলে হাঁসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু একজন ক্ষুদ্র দরিদ্র সৈনিকের যে অধিকার আছে, আমি তাহা লাভ করিতে অসমর্থ।" তাহার পর সম্রাট্ তাঁহার বিশ্বস্ত, অনুরক্ত সুহৃদের কর-গ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন, "এ অসুখ সামান্য, কোন চিন্তা নাই, আমি শীঘ্রই সুস্থ হইব। তুমি একটু সাবধানে থাকিও, যেন কেহ শিবিরে প্রবেশ না করে।"

পরদিন ১৮ই অক্টোবর প্রভাতে আবার দ্বিগুণবেগে যুদ্ধারম্ভ হইল। নেপোলিয়ান অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার সহচরবৃন্দকে বলিলেন, "আজ এক অতি কঠিন সমস্যার সমাধান হইবে। লিপজিকের সমরক্ষেত্রে ফরাসী-ভাগ্যের পরীক্ষা হইবে। যদি আমরা জয়লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের দুর্ভাগ্য নিরাকরণের আশা থাকিবে, যদি আমরা পরাস্ত হই, তবে সেই পরাজয়ের ফল কি ভীষণ হইবে, তাহা অনুমান করা অসম্ভব।"

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য মিলিত সৈন্য মহাবেগে লিপজিক্ নগরের অভিমুখে অগ্রসর হইল। উভয় পক্ষের প্রায় পাঁচ লক্ষ সৈন্য প্রবলপরাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। যুগপৎ সহস্র সহস্র কামানধ্বনিতে বোধ হইল যেন, পৃথিবী ধ্বংস করিবার জন্য এককালে দশ সহস্র বজ্রপাত হইল। ফরাসী সৈন্যগণকে তাহাদের তিনগুণ পরিমাণ শত্রুসৈন্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সেই মহাযুদ্ধক্ষেত্রে নিজের জীবনের প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্যহীন হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য নেপোলিয়ান অসঙ্কোচে দ্রুতবেগে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার পার্শ্বচরদলও তাঁহার অনুসরণে অসমর্থ হইল, সকলের অনুমান হইল, যেন কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে তাঁহার দেহ দুর্ভেদ্য হইয়া রহিয়াছে, কোন দৈব-শক্তি-বলে তিনি শত্রুর লক্ষ্য ব্যর্থ করিতেছেন, তাঁহার

চতুর্দ্দিকে শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় গুলীবর্ষণ হইতেছে, শত শত ফরাসীসৈন্য শোণিত-প্লাবিত-দেহে ভূতলশায়ী হইয়া চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইতেছে, কিন্তু নেপোলিয়ান সম্পূর্ণ অক্ষত-দেহে সংগ্রামক্ষেত্রে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

অপরাহ্ণ বেলা তিন ঘটিকার সময় স্বদেশদ্রোহী বার্ণাডোটে লুইস ফরাসী ও প্রুসীয় সৈন্যদল সমভিব্যাহারে সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। ফরাসী সেনাপতি নে সাক্সন-সেনামণ্ডলী ও উরটেমবর্গের অশ্বারোহী সৈন্যদল পরিচালিত করিতেছিলেন, বার্ণাডোটেকে সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সাক্সনী ও উরটেম্‌বর্গের দ্বাদশ সহস্র সৈন্য চল্লিশটি কামান লইয়া বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক কৃতঘ্ন বার্ণাডোটের সহিত সম্মিলিত হইল। তাহার পর তাহাদের বন্দুক ও কামান সহযোগী ফরাসী সৈন্যগণের অভিমুখে ঘুরাইয়া গোলাগুলী-বর্ষণে তাহাদিগের ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইল। শত্রু-সৈন্যগণ আনন্দে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। সৈন্যগণ কর্তৃক এই ভাবে পরিত্যক্ত হইয়া বীরসিংহ নে রণস্থল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। একজন সৈনিক কর্ম্মচারী এই সংবাদ বহন করিয়া নেপোলিয়ানের নিকট উপস্থিত হইলেন, নেপোলিয়ান তখনও অশ্বারোহণে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, এই ভয়াবহ নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ শ্রবণমাত্র তিনি অশ্বের উপর স্তম্ভিতভাবে চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া রহিলেন, যেন তাঁহার জীবনীশক্তি বিলুপ্ত হইল, যেন তাঁহার বক্ষের স্পন্দন সহসা স্তব্ধ হইল, তাহার পর তিনি উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"কি বিড়ম্বনা!" আর কোন কথা না বলিয়া, মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া তিনি সেই শত্রুবেষ্টিত সঙ্কটময় স্থলে অশ্ব পরিচালিত করিলেন। ফরাসী সৈন্যগণ এই বিশ্বাসঘাতকতা সন্দর্শন করিয়া এতই ক্রুদ্ধ হইয়াছিল যে, তাহারা মহাবেগে বার্ণাডোটের সৈন্যগণকে আক্রমণপূর্ব্বক প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিতেছিল, সহসা তাহারা সম্রাট্‌কে তাহাদের মধ্যে নিরীক্ষণ করিয়া হৃদয়ে প্রবল শক্তি অনুভব করিল, উৎসাহভরে তাহারা 'সম্রাটের জয় হউক' শব্দে চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত করিল, কামানের গম্ভীর মন্দ্র সেই মহাশব্দে আচ্ছন্ন হইল, তাহার পর "সাক্সনগণকে ধ্বংস কর" বলিয়া শত্রুসৈন্যের মধ্যে নিদারুণ অগ্নিবৃষ্টির ভিতর ধাবিত হইল। ফরাসীগণ অতুল-বিক্রমে সমস্ত দিন ধরিয়া যুদ্ধ করিল, তাহারা চতুর্দ্দিকে শত্রুবধ করিতে লাগিল।

রাত্রি উপস্থিত হইল। ঘোর অন্ধকার রাত্রি। উভয়-পক্ষের সৈন্যই ভয়ানক পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, সুতরাং সে রাত্রে আর যুদ্ধ হইল না; পরদিন নেপোলিয়ান আবার প্রবল-পরাক্রমে শত্রুজয় করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া তাহার আয়োজন করিতে লাগিলেন; কিন্তু সহসা তিনি শুনিতে পাইলেন, তাঁহার সৈন্যগণের গোলাগুলী বারুদ ফুরাইয়াছে; যাহা আছে, তাহাতে দুই ঘণ্টার অধিক যুদ্ধ চলিতে পারে না। সুতরাং পলায়ন ভিন্ন আর উপায় নাই, কিন্তু তাহাতেও প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা অল্প, এক লক্ষ নিরস্ত্র আত্মরক্ষায় অসমর্থ সৈন্য সাড়ে তিন লক্ষ অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত, রণজয়ে দর্পিত শত্রুসৈন্যের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিয়া কত দূর যাইবে? আর কি উপায় আছে?

গভীররাত্রে সমর-সভা বসিল, নেপোলিয়ানের সেনাপতি-গণ ও সহযোগিবৃন্দ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিলেন। সকলেই বিষণ্ণ, সকলেই কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় স্থির। টরলাগুনামক স্থানে তাঁহাদের যে গোলাগুলী-বারুদাদি সঞ্চিত ছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাও উপস্থিত করা অসম্ভব। কারণ, টরলাগু সেখান হইতে পঞ্চাশ মাইল দূরে অবস্থিত, পরদিন প্রভাতেই যুদ্ধ করিতে হইবে। কেহই কোন সুপরামর্শ দানে সমর্থ না হইয়া মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই মন্ত্রণা-সভায় উপস্থিত হইয়া নেপোলিয়ান গুরুতর পরিশ্রমে এতই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি চেয়ারের উপরেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। এই ভীষণ সঙ্কটময় সময়ে নিদ্রাদেবীর সুকোমল অঙ্কে বিশ্রাম করায় কিয়ৎকালের জন্য তাঁহার সমস্ত উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা অন্তর্হিত হইল। কিন্তু তাঁহার কর্ম্মচারিবর্গ গভীর বিষাদের সহিত নিরাশাপূর্ণ-দৃষ্টিতে তাঁহার নিদ্রিত মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। কাহারও মুখ হইতে বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। প্রায় পনের মিনিট পরে নেপোলিয়ানের নিদ্রা দূর হইল, তিনি চতুর্দ্দিকে বিষণ্ণভাবে চাহিয়া বলিলেন,—"আমি কি জাগিয়া আছি, না স্বপ্ন দেখিতেছি?"

যে সকল ফরাসী সৈন্য বার্লিনযাত্রায় অসম্মত হইয়া এই বিপদের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাদিগের দুর্ব্বুদ্ধির জন্য নেপোলিয়ান একটি তিরস্কারও করিলেন না। তিনি অন্য

উপায় না দেখিয়া সৈন্যগণকে পশ্চাদ্বর্ত্তনের আদেশ প্রদান করিলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে রণক্লান্ত, ক্ষতাঙ্গ, ক্ষুধাতুর সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইল।

লিপ্‌জিক নগরে তখন চল্লিশ সহস্র অধিবাসী ছিল। এই নগর সুবৃহৎ সমতল উর্ব্বর ভূমিখণ্ডে সংস্থাপিত; এলস্‌ষ্টার নদীর উপর দিয়া ফরাসী সৈন্যগণের অপর-পারে গমনোপযোগী একটিমাত্র সেতু বর্ত্তমান ছিল, সেই ক্ষুদ্র সেতুপথে বহুসংখ্যক সৈন্য এককালে নদী পার হইবার চেষ্টা করায় সেই অন্ধকার রাত্রে যে শোচনীয় দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। নেপোলিয়ান কঠোর-পরিশ্রম সহকারে সৈন্যগণকে পর-পারে উপনীত করিলেন, নির্জ্জন শিবিরদ্বারে অগ্নিরাশি প্রজ্বলিত হইয়া শত্রুগণের ভ্রান্তি উৎপাদন করিতে লাগিল। সেনাপতি সারমণ্ট ও নে সৈন্যগণের পার্শ্বদেশ-রক্ষার ভার প্রাপ্ত হইলেন। সেনাপতি ম্যাক্‌ডোনাল্ডের প্রতি পশ্চাদ্ভাগ-রক্ষার ভার প্রদত্ত হইল।

উষার আলোকচ্ছটায় দিঙ্মণ্ডল আলোকিত হইবার পূর্ব্বেই শত্রুগণ ফরাসী-সৈন্যগণের পলায়নের সন্ধান পাইল। যুগপৎ ভেরীনিনাদ ও কামান-গর্জ্জনে তাহাদের শিবিরস্থ সকল সৈন্য জাগিয়া উঠিল। অস্ত্রাদি গ্রহণপূর্ব্বক গম্ভীর হুঙ্কারে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া তাহারা ফরাসী-সৈন্য-গণের অনুধাবন করিল, কিন্তু নেপোলিয়ান ইতিপূর্ব্বেই তাহাদিগের আক্রমণ প্রতিহত করিবার উপায় করিয়া রাখিয়াছিলেন।

অতঃপর শত্রুসৈন্যগণের দ্বারা লিপ্‌জিক নগরটি যাহাতে বিধ্বস্ত না হয়, নেপোলিয়ান তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি শত্রুপক্ষের নিকট মনুষ্যত্বের অনুরোধে এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন; কিন্তু বিজয়ী সৈন্যগণ কোন্ কালে দুর্ব্বল বিপক্ষের প্রার্থনায় কর্ণপাত করে? তাঁহার প্রার্থনায় শত্রুগণ কর্ণপাত না করিলে নেপোলিয়ানের সহচরবৃন্দ তাঁহাকে নগরের প্রান্তভাগে অগ্নিদান করিবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তাহাতে নগরবাসিগণের কি দুর্দ্দশা হইবে চিন্তা করিয়া নেপোলিয়ান সেরূপ আদেশ প্রদান করিলেন না।

শত্রুপক্ষের গোলাগুলী যখন ঝাঁকে ঝাঁকে মুষলধারায় বারিবর্ষণের ন্যায় লিপ্‌জিক নগরের রাজপথে বর্ষিত হইতেছিল, তখন সেই প্রভাতকালে নেপোলিয়ান সেই নগরে প্রবেশপূর্ব্বক সাক্সনিরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সাক্সনিপতি নেপোলিয়ানের বিপদে অত্যন্ত দুঃখিত ও সাক্সন সৈন্যগণ তাঁহার মুখাপেক্ষী না হইয়া শত্রুগণের সহিত সম্মিলিত হওয়ায় নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। নেপো-লিয়ান তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন এবং অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক নগরদ্বার-পথে সেতুর দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সম্রাট্ দেখিলেন, অশ্বে, শকটে, সৈনিকে নগর-পথ পরিপূর্ণ, সে পথ দিয়া অধিক দূর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। সম্রাট্ তখন বিপরীত দিকে অশ্বপরিচালন করিলেন, শত্রুপক্ষের গোলাগুলী তাঁহার চতুর্দ্দিকে বর্ষিত হইতে লাগিল। কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে প্রাণনাশের আশঙ্কা সত্ত্বেও তিনি বিচলিত হইলেন না, নগরের চতুর্দ্দিক্ পরিভ্রমণ করিয়া আসিলেন; সর্ব্বত্রই সমান জনতা, অবশেষে একটি ক্ষুদ্রপথ দিয়া তিনি সেতুর উপর আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নেপোলিয়ান সেতুর মধ্যস্থলে আসিতে না আসিতে শত্রুগণ সেতু পার হইয়া নগরদ্বারে উপস্থিত হইল, ফরাসী সৈন্যগণের উপর তাহারা অবিশ্রান্ত গোলাগুলী বর্ষণ করিতে লাগিল। সেতুরক্ষার ভার যাঁহার উপর ছিল, তিনি সেতুরক্ষার আর উপায় না দেখিয়া সেতুটি ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন, সহস্র সহস্র মণ বারুদে অগ্নি দান করায় সেতু মহাশব্দে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল, পঁচিশ সহস্র ফরাসী সৈন্য, দুই শত কামান এবং শত শত শকট এইরূপে মূল ফরাসী-দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। এই সকল সৈন্যের আত্মরক্ষার আর কোন উপায় রহিল না। অনেক সৈন্য কিংকর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া পদব্রজে এবং অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক নদীগর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহাদের উদ্ধারের আর কোন উপায় রহিল না, চতুর্দ্দিকের তরঙ্গের মৃত্যুস্রোতে তাহারা দেহবিসর্জ্জন করিল।

অতঃপর ফরাসী সৈন্যগণ আত্মরক্ষার আর কোন উপায় না দেখিয়া বিশৃঙ্খলভাবে চতুর্দ্দিকে মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। ম্যাক্‌ডোনাল্ড অশ্বারোহণপূর্ব্বক নদীগর্ভে নিপতিত হইয়াছিলেন, সন্তরণ দ্বারা বহুকষ্টে তিনি নদী পার হইলেন। সেনাপতি পনিয়াটোস্কি আরও পশ্চাতে ছিলেন, তিনি সহস্র সহস্র শত্রু কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইলেন; সেতু

ধ্বংসের মহাশব্দ তাঁহার কর্ণে বজ্রধ্বনিবৎ প্রবেশ করিলে তিনি অসি নিষ্কোষিত করিয়া তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী কর্ম্মচারিবর্গকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন,—"ভ্রাতৃগণ! এখন আমাদিগকে বীরপুরুষের মত মরিতে হইবে।"---সেনাপতি পনিয়াটোস্কি বীর-পুরুষের ন্যায়ই রণক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিলেন।

বিজয়ী শত্রু-সৈন্যগণ লিপ্‌জিক নগরে সমাগত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। নগরের মধ্যে মহা উৎসাহে নরহত্যা আরম্ভ হইল, জয়োদ্দীপ্ত ক্রুদ্ধ সৈন্যগণের আক্রমণে বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—নির্ব্বিরোধ নগরবাসিগণ সকলে দলে দলে প্রাণ হারাইতে লাগিল। মৃতদেহে লিপ্‌জিকের রাজপথ পরিপূর্ণ হইল, তাহাদের করুণ আর্ত্তনাদে নগর শ্মশানের ন্যায় ভীষণভাব ধারণ করিল। গোলার আঘাতে ধনধান্যপূর্ণ কমলার আগারতুল্য সুন্দর গৃহসমূহ ধ্বংস হইয়া ইষ্টকস্তূপে পরিণত হইতে লাগিল,—রাজকীয় দল সাধারণ স্বার্থসংরক্ষকদলের পতনে আনন্দোচ্ছ্বাসিতহৃদয়ে রুসিয়া ও অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ এবং প্রুসিয়ার অধীশ্বরের অভ্যর্থনা করিলেন। নগরমধ্যে আভিজাত্যের বিজয় বিঘোষিত হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে নেপোলিয়ান তাঁহার পরাজিত ও বিধ্বস্তপ্রায় সৈন্যমণ্ডলীর সহিত দ্রুতবেগে লিপ্‌জিক হইতে একশত মাইল দূরবর্ত্তী এরফর্থ অভিমুখে পলায়ন করিলেন।

পরদিন ফরাসী সৈন্যগণ লুজেন-প্রান্তর অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। সম্মিলিত রাজসৈন্যগণ নদী পার হইয়া তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিল। পাঁচ দিনের দিন সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রমপূর্ব্বক নেপোলিয়ান এরফর্থে উপস্থিত হইলেন। সেনাপতি মুরাট্ দেখিলেন, নেপোলিয়ানের আর রক্ষা নাই, তিনি বুঝিলেন, নেপোলিয়ানের পতনের পরই নেপলস্-সিংহাসন তাঁহার করচ্যুত হইয়া পড়িবে। তাই তিনি সিংহাসন রক্ষা করিবার সঙ্কল্পে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক শত্রুসৈন্যের সহিত ষড়্‌যন্ত্র আরম্ভ করিলেন, তাহার পর তিনি স্বরাজ্য হইতে সৈন্যসংগ্রহ করিয়া আনিবার ছলে নেপোলিয়ানের পক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক নেপলস্ যাত্রা করিলেন। এইরূপে নেপোলিয়ানের দুর্দ্দিনে তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধুগণও একে একে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

নেপোলিয়ানের সহিত অশীতি সহস্র সৈন্য ছিল, তাঁহার শত্রুগণ তখন সংখ্যায় ছয় লক্ষ, তাহারা জয়লাভে উন্মত্ত হইয়া ক্ষুধিত শার্দ্দূলের ন্যায় তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে; অথচ নেপোলিয়ান আর তাঁহার বন্ধুগণকে রক্ষা করিতে পারেন না। সে বল আর তাঁহার নাই, সে চেষ্টাও তাঁহার পক্ষে আত্মবিনাশের হেতু মাত্র, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। তিনি তাঁহার অধীনস্থ, বিশ্বস্ত জর্ম্মাণ সৈন্যগণকে আহ্বানপূর্ব্বক অর্থ ও আহার্য্যসামগ্রী প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন। তিনি জানিতেন, তাহারা স্বদেশে উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পরেই তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণে বাধ্য হইবে। নেপোলিয়ান এইরূপে তাঁহার অধীনস্থ ব্যাভেরিয়া সৈন্যগণকেও বিদায়দান করিলেন। অতঃপর নেপোলিয়ান পোলাণ্ডের সৈন্যমণ্ডলীকে, তাহাদিগের বিশেষ অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাদের স্বদেশে প্রেরণ করিলেন এবং এরফর্থে দুই দিন বাস করিয়া তাঁহার সৈন্যদলের সহিত যাত্রা আরম্ভ করিলেন; দলে দলে কসাকসৈন্য প্রতিপদে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে লাগিল। রুসীয়, প্রুসীয় ও অষ্ট্রীয় সৈন্যদল লইয়া সেনাপতি ব্লুকার তাঁহাকে বিপন্ন করিবার জন্য তাঁহার অনুধাবন করিলেন। নেপোলিয়ান সামান্যমাত্র সৈন্য লইয়া, অসংখ্য শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিয়া, পাঁচ দিন পরে ৩০এ অক্টোবর দুই শত মাইল দূরবর্ত্তী হেনাউ নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন।

হেনাউ হইতে যাত্রা করিয়া নেপোলিয়ান ২রা নবেম্বর প্রভাতে পাঁচ ঘটিকার সময় সসৈন্যে মেয়েন্স নগরে প্রবেশ করিলেন; সম্রাট এখানে তিন দিন অবস্থানপূর্ব্বক সৈন্যদলের নবসংগঠন করিলেন। রাইন নদীপথে শত্রুসৈন্য যাহাতে তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার উপায়বিধান করিয়া ৪ঠা নবেম্বর রাত্রি আট ঘটিকার সময় তিনি পারিস রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং পরদিন অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় তিনি সেণ্ট ক্লাউডের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন।

সম্রাজ্ঞী মেরিয়া লুইসার দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। নেপোলিয়ানের সহিত সাক্ষাৎ করিতেও তিনি যৎপরোনাস্তি কুণ্ঠিত হইতেছিলেন। তিনি জানিতেন, তাঁহার পিতা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক তাঁহার স্বামীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ

করিয়াছেন এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া ফ্রান্স আক্রমণে যাত্রা করিয়াছেন। কোন্ সাধ্বী রমণী স্বামীর প্রতি পিতার এরূপ ব্যবহারে মনস্তাপ না পান? তাই নিদারুণ মনস্তাপে সেই কুসুমকোমলা ফরাসী রাজরাজেশ্বরী মেরিয়া তাপদগ্ধ কুসুমের স্থায় দিন দিন মলিন হইতেছিলেন। সুখ, সৌভাগ্য, বিলাসিতা, ঐশ্বর্য্য কিছুই তাঁহার মনে সন্তোষ ও শান্তিবিধান করিতে সমর্থ হইল না। কিন্তু দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির পর মেঘ যখন মুষলধারে বারিবর্ষণ করে, তখন কোন্ পিপাসিতা চাতকী আপনার অসহ্য মনোবেদনা ভুলিয়া মুক্তপক্ষে উর্দ্ধমুখে কণ্ঠ ভরিয়া জলধরধারা পান না করে? নেপোলিয়ান প্রাসাদান্তঃপুরে প্রবেশ করিবামাত্র সম্রাজ্ঞী তাঁহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন, বাষ্পবেগে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়ায় তিনি একটি কথাও বলিতে পারিলেন না। নেপোলিয়ান তাঁহার মনের উৎকণ্ঠা প্রকাশ না করিয়া মধুরবাক্যে প্রিয়তমা মহিষীকে সান্ত্বনাদান করিলেন। পত্নী ও পুত্রের সাহচর্য্যে তাঁহার হৃদয়বেদনার লাঘব হইল।

এ দিকে নেপোলিয়ানের শত্রুগণ ক্রমবর্দ্ধিতপরাক্রমে জর্ম্মণরাজ্যের সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়া পড়িল। রাইনতীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ তাহাদের উন্নত পতাকামূলে লুণ্ঠিত হইল।

সেনাপতি র‍্যাপ ড্যানজীকে পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যগণের মধ্যে অর্দ্ধেক ফরাসী ও অবশিষ্টাংশ জর্ম্মণ ছিল। এই সকল সৈন্য শত্রুর আক্রমণ হইতে মহাপরাক্রমে আত্মরক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু ক্রমে খাদ্য-দ্রব্যের অভাবে তাহারা অবশেষে শত্রু-হস্তে আত্ম-সমর্পণে বাধ্য হইল। এতদ্ভিন্ন নেপোলিয়ানের সৈন্যাবাসসমূহে প্রায় অশীতি সহস্র সৈন্য ছিল, এই সকল সৈন্যাবাসও একে একে শত্রু-হস্তে নিপতিত হইল। খৃষ্টধর্ম্ম-জগতের তিনটি মহাশক্তি ইংলণ্ডের টোরি প্রধান গবর্ণমেণ্টের সহিত সম্মিলিত হইয়া নররক্তে স্বাধীনতার চিহ্ন বিলুপ্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিল; সুতরাং বিস্তর চেষ্টা করিয়াও নেপোলিয়ান একাকী সেই শোণিত-স্রোতে বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না; তাই সুবিজ্ঞ ঐতিহাসিক মহামতি নেপিয়ার বলিয়াছিলেন, —"নেপোলিয়ান ঐতিহাসিক যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্য। নেপোলিয়ান অদ্ভুতক্ষমতাশালী সেনাপতি, অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজনীতিজ্ঞ, কূটনীতিতে অসাধারণ দক্ষ হইলেও পোলাণ্ড, জর্ম্মাণী, ইতালী, পর্ত্তুগাল, স্পেন এবং ফ্রান্স ক্রমে তাঁহার করচ্যুত হইয়াছিল। অসীম ক্ষমতা নানা আকারে তাঁহার সৌভাগ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হওয়াই ইহার কারণ। বস্তুতঃ সৌভাগ্যের অভাবে মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার অভিসন্ধি ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রে ক্ষুদ্র বুদ্বুদের স্থায় বিলীন হইয়া যায়।"

অতঃপর নেপোলিয়ানকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ বদ্ধপরিকর হইলেন। অভিজাতসম্প্রদায় ও তাঁহাদিগের সমর্থকগণ নানাভাবে তাঁহাদিগের সাহায্য করিতে লাগিলেন, নববলদৃপ্ত শত্রুগণ মহোৎসাহে রাইনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নেপোলিয়ান তাঁহাদিগের গতিরোধের জন্য মহা আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন। রাইন নদীর তীরভূমি হইতে পিরেনিস গিরিমালা পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থান একটি অতি বিপুল গোলাগুলী বারুদের কারখানায় পরিণত হইল। মন্ত্রিসভা নেপোলিয়ানের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, ফরাসী দেশের প্রান্তসীমা শত্রুদল কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, এরূপ অপমানজনক সংবাদ যেন প্রজাবর্গের কর্ণগোচর করা না হয়।

এই কথা শুনিয়া নেপোলিয়ান গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"সত্যকথা প্রকাশ না করিবার কারণ কি? ওয়েলিংটন দক্ষিণাঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছেন, উত্তরে রুসীয়গণ সিংহনাদ করিতেছেন; অষ্ট্রীয়গণ, প্রুসীয়গণ, ব্যাভেরিয়গণ পূর্ব্বপ্রান্তে সমাগত। কি লজ্জা! ওয়েলিংটন ফ্রান্সে প্রবেশ করিয়াছেন, তথাপি ফরাসী জাতির সর্ব্বসাধারণ তাঁহাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য এখনও কৃতসঙ্কল্প হয় নাই? তাহাদের চৈতন্যসঞ্চারের জন্য চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সকলেরই রণযাত্রা করা বিধেয়। আপনারা মন্ত্রিসমাজের সভ্য, দেশের অগ্রণী, আপনাদিগকেই দৃষ্টান্তস্থানীয় হইতে হইবে। শান্তির প্রস্তাবের পরিবর্ত্তে এখন সকলের মুখ হইতে সমরপ্রসঙ্গ উত্থিত হওয়াই সঙ্গত।"

নেপোলিয়ান যে সকল রাজতন্ত্রাবলম্বী স্বদেশত্যাগিগণকে স্বদেশে আহ্বানপূর্ব্বক স্বদেশবাসের অনুমতি করিয়াছিলেন, যাহাদিগের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিতে তিনি ক্ষণমাত্রও দ্বিধাবোধ করেন নাই, তাহারা কৃতজ্ঞতার মস্তকে পদাঘাত করিয়া গোপনে নেপোলিয়ানের শত্রুগণের সহায়তা করিতে লাগিল এবং বোর্ব্বোঁদিগের সপক্ষতাচরণ

করিয়া নেপোলিয়ানের সাধু চরিত্রে নানাবিধ কলঙ্কারোপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কাউণ্ট আত্রয় অষ্ট্রীয় সৈন্যগণের সহিত যোগদানের জন্য যাত্রা করিলেন, তাঁহার পুত্র ডিউক অব আঙ্কুলেম ডিউক অব ওয়েলিংটনের সহায়তায় অগ্রসর হইলেন। কাউণ্ট অব প্রভেন্স (অতঃপর অষ্টাদশ লুই) তখন ইংলণ্ডে হাটওয়েল নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন; তিনি তখন অকর্ম্মণ্য, জরা-জর্জ্জরিত, বাতব্যাধি-প্রপীড়িত, ষষ্টিবৎসরবয়স্ক বৃদ্ধ; শয্যা হইতে উত্থানশক্তি রহিত। তাঁহাকেই ফরাসী-সিংহাসনে স্থাপন করিবার জন্য ইউরোপীয় রাজন্যমণ্ডলী অধীর হইয়া উঠিলেন; ফরাসী-ভূমি নররক্তে প্লাবিত করিবার উদ্‌যোগে রত হইলেন। এমন কি, নেপোলিয়ানের বিশ্বস্ত অনুচর তালিরান্দ ফরাসী সাম্রাজ্যের অধঃপতন অদূরবর্ত্তী স্থির করিয়া গোপনে শত্রুগণের সহিত যোগদান করিলেন এবং নেপোলিয়ানও ফরাসী জাতির প্রত্যেক উদ্যম ব্যর্থ করিবার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কি মন্ত্রভবন, কি রাজান্তঃপুর সর্ব্বত্র তিনি হীনতাস্বীকার কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন।

ফরাসী জাতিও দিন দিন নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতেছিল, তাহাদের কোন অপরাধ ছিল না। একদল ফরাসীসৈন্য রুসিয়াদেশের নিদারুণ তুষারপাতে বিনষ্ট হইয়া গেল, আর একদল সাক্সনীর সমভূমিতে বিধ্বস্ত হইল। অতিরিক্ত রাজকরে ও বিধি প্রবর্ত্তনপূর্ব্বক প্রজাবর্গের ভিতর হইতে আবশ্যকানুরূপ সৈন্য সংগ্রহ করায় সকল শ্রেণীর লোকেই অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সমস্ত ইউরোপ দণ্ডায়মান, একাকী ফরাসীভূমি আর কতদিন তাঁহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবে? অতঃপর দীর্ঘকাল যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকা ফরাসী জাতির পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল।

নেপোলিয়ানের প্রতি ফরাসীজাতির অশ্রদ্ধা উৎপাদনেও নেপোলিয়ানের শত্রুপক্ষের বিশেষ চেষ্টা ছিল এবং ফ্রান্সের আভিজাত-সম্প্রদায়ের সহায়তায় তাঁহাদিগের সেই চেষ্টা কিয়ৎপরিমাণে সফলও হইয়াছিল। সম্রাট্ নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিকে নানা কলঙ্ক প্রচারিত হইতে লাগিল, অসংখ্য পুস্তক পত্রিকায় সেই সকল কাহিনী দিগ্‌দিগন্তে ঘোষিত হইল। নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে বিপুল সমরানল প্রজ্বালিত করিবার জন্য ইংলণ্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় রাজ্যের ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত হইল। কিন্তু তাঁহারা ইউরোপখণ্ডে প্রচার করিতে লাগিলেন, তাঁহারা সন্ধিস্থাপনের জন্য উদ্‌গ্রীব, কেবল নেপোলিয়ানের দুরাকাঙ্ক্ষাবশতঃ সমরানল নির্ব্বাপিত হইতেছে না। তাঁহারা মনুষ্যের স্বাধীনতা ও স্বার্থসংরক্ষণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু নেপোলিয়ান চতুর্দ্দিকে উৎপীড়ন ও স্বেচ্ছাচারিতার বীজবপন করিয়া বেড়াইতেছেন! তাঁহারা শান্তির জন্য যতই চেষ্টা করুন, নেপোলিয়ান কখন তাঁহার অসি কোষবদ্ধ করিবেন না। তাঁহারা এ কথাও প্রচার করিলেন যে, ফরাসী জাতির সহিত তাঁহাদের কোন বিবাদ নাই, হঠাৎ-নবাব, স্পর্দ্ধিত-দস্যু নেপোলিয়ানের সহিতই তাঁহাদের শত্রুতা, নেপোলিয়ানই ত স্বকীয় দুরাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য ইউরোপভূমি নরশোণিতে প্লাবিত করিতেছেন।—নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে এই সকল অভিযোগ ইউরোপখণ্ডের ও আমেরিকার বহু ব্যক্তি বিশ্বাস করিল, সহস্র সহস্র ব্যক্তির মন নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। মানুষের সম্বন্ধে মানুষের ধারণা ও বিশ্বাস এত সহজে বিচলিত হয়!

যাহা হউক, নেপোলিয়ান শত্রুপক্ষের সহিত সন্ধিস্থাপন-চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই; তিনি কলেনকোর্টকে শত্রুশিবিরে সন্ধির জন্য প্রেরণ করিলেন, শত্রুগণ পরামর্শের জন্য সময় চাহিলেন; সন্ধিস্থাপন এই সময়গ্রহণের উদ্দেশ্য নহে, তাঁহাদের সমগ্র সৈন্যের আগমন-প্রতীক্ষাতেই সময় চাহিলেন। ফরাসীজাতির চিত্তে মাত্র নহে, ফরাসী-ভূমিতেও অবসাদ উপস্থিত হইয়াছিল। এই মহাযুদ্ধে শত্রুহস্তে এত অধিক-সংখ্যক ফরাসী-বীরের পতন হইয়াছিল যে, শ্রমজীবীর অভাবে চাষের জমি অকর্ষিত অবস্থায় পতিত ছিল। এখন শত্রুগণ সম্মিলিত হইয়া দশ লক্ষাধিক সৈন্য লইয়া শক্তিশূন্য, অর্থশূন্য ফরাসী ভূমি আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। এ অবস্থায় নেপোলিয়ান সন্ধির জন্য কিরূপ উৎসুক হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই কল্পনা করা যাইতে পারে। তিনি স্থির করিলেন, যদি সন্ধিস্থাপন না হয়, বীরের ন্যায় অসি-হস্তে সমরক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিবেন। তিনি কলেনকোর্টকে দূতস্বরূপে শত্রু-শিবিরে উপস্থিত হইয়া সন্ধিস্থাপনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে বলিয়া উপসংহারে বলিলেন,—"ফরাসী-রাজ্যের যাহা নৈসর্গিক সীমা, তাহা অক্ষত রাখিতে

হইবে। ইউরোপের শক্তিপুঞ্জ, এমন কি, ইংলণ্ড পর্য্যন্ত ফ্রাঙ্কফোর্টে এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। ফ্রান্স যদি তাহার পুরাতন সীমায় সন্নিবদ্ধ হয়, তাহা হইলে বিশ বৎসর পূর্ব্বে তাহার যে সম্পদ ছিল, তাহার দুই-তৃতীয়াংশেরও অধিকার পাইবে না। রুসিয়া, অষ্ট্রিয়া ও প্রুসিয়া, পোলাণ্ড ভাগ করিয়া লওয়াতে যে পরিমাণ লাভবান্ হইয়াছেন, আল্পস ও রাইন অঞ্চলে অধিকার বিস্তার করিয়া ফ্রান্সের সে পরিমাণ লাভ হয় নাই। এই শক্তিপুঞ্জ সকলেই স্ব স্ব ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া লইয়াছেন, এখন ফ্রান্সকে তাঁহার প্রাচীনসীমায় সঙ্কুচিত করিবার চেষ্টার অর্থ—তাঁহার গৌরবহানি, তাঁহার অপমান করা। সম্রাট্ কিংবা ফরাসী-সাম্রাজ্য এই অপমান সহ্য করিতে প্রস্তুত নহেন। আমার সঙ্কল্প কখন বিচলিত হইবে না। আমি ফ্রান্সকে যে অবস্থায় দেখিয়াছি, এখন কি তদপেক্ষা হীন অবস্থায় পরিত্যাগ করিব? সুতরাং শত্রুগণ যদি ফ্রান্সের সীমা-সঙ্কোচের সঙ্কল্প করিয়া থাকে, তাহা হইলে সম্রাটের কর্ত্তব্য হইবে, হয় যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করা, কিংবা যুদ্ধে দেহপাত করা, অথবা দেশের লোকের সাহায্যে বঞ্চিত হইলে সিংহাসন পরিত্যাগ করা। রাজসিংহাসন আর আমাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। আমি অপমান-পণ্যে কখনও এই সিংহাসন ক্রয় করিব না।

এই দুঃসময়ে যখন নেপোলিয়ানের সিংহাসন বিকম্পিত হইতেছিল এবং প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার হস্ত হইতে শাসনদণ্ড স্খলিত হইবার সম্ভাবনা প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, সেই সময়েও নেপোলিয়ানের সাধুহৃদয় বিশ্বস্ত অনুচরের অভাব ছিল না। তাঁহারা কেহই নেপেলিয়ানের পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন না।

জানুয়ারী মাসের শেষ দিন দশ লক্ষ আটাইশ হাজার শত্রুসৈন্য ফরাসী সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিবার জন্য উত্তর-পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিক্ দিয়া ফ্রান্স অভিমুখে ধাবিত হইল। রুসীয় অভিযানে নেপোলিয়ানের প্রায় পাঁচ লক্ষ, সাক্সনীর সমভূমিতে তিন লক্ষ, স্পেনের যুদ্ধে আড়াই লক্ষ সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল, এতদ্ভিন্ন প্রায় এক লক্ষ ফরাসী সৈন্য এল্‌বা ও ও ওডারের দুর্গে অবরুদ্ধ থাকায় তাহারা নেপোলিয়ানের সহিত যোগদান করিতে সমর্থ হইল না। সুতরাং অগণ্য শত্রুসৈন্যের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য তিনি তাঁহার পতাকামূলে দুই লক্ষের অধিক সৈন্য সমবেত করিতে পারিলেন না। রাইন নদীতীরে যে সকল শত্রু সমবেত হইয়াছিল, তাহাদিগকে বিদূরিত করিবার জন্য সত্তর হাজারের অধিক সৈন্য প্রেরণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ২৫এ জানুয়ারী বেলা তিন ঘটিকায় সময় নেপোলিয়ান তাঁহার গোপনীয় কাগজপত্রাদি অগ্নিমুখে সমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার স্ত্রী-পুত্রকে বিদায়-আলিঙ্গন দান করিয়া তুইলারির রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন। এই রণযাত্রার পর আর কখন তাঁহার সহিত তাঁহার স্ত্রী-পুত্রের সাক্ষাৎ হয় নাই।

শত্রু-সৈন্যগণ রাইননদী পার হইয়া দ্রুতগতিতে রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। শত্রুগণ ফরাসীসীমায় পদার্পণ করিয়াই এক ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি তাহার স্বদেশরক্ষার্থ অস্ত্রধারণ করে, তাহা হইলে তাহাকে গুলী করিয়া বধ করা হইবে এবং যদি কোন গ্রাম বা নগরের লোক তাঁহার সাহায্যে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে সেই গ্রাম বা নগর অগ্নিমুখে সমর্পিত হইবে।

নেপোলিয়ান তাঁহার শকটে আরোহণপূর্ব্বক পারিস হইতে এক শত মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত খিটি ও সেণ্ট ডিজিয়ার নগরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে ব্লুকারের অধীনস্থ কয়েক সহস্র কসাককে পরাস্ত করিয়া নেপোলিয়ান ব্লুকারের সম্মুখীন হইবার জন্য ট্রয়েস্ নামক স্থানে যাত্রা করিলেন, ফরাসীসৈন্যগণ মহা উৎসাহভরে তাঁহার অনুগমন করিল। দেশের সমস্ত লোক তাঁহাদিগের প্রতি সমুচিত যত্ন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। লা মার্টিন এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"ফ্রান্সদেশের অতি ক্ষুদ্রতম কুটীরবাসিগণও তাহাদের সঞ্চিত যৎসামান্য আহার্য্য-দ্রব্য-দানে ও আন্তরিক আতিথেয়তা দ্বারা ফরাসীভূমির এই শেষ স্বাধীনতা-রক্ষকগণের পরিচর্য্যা করিয়াছিল।"—নেপোলিয়ান পথশ্রান্ত হইয়া এই সকল দরিদ্রের কুটীরে বিশ্রামার্থ অবতরণ করায় সম্রাটের প্রতি শ্রদ্ধায় তাহাদিগের হৃদয় পরিপূর্ণ হইতে লাগিল।

২৯এ জানুয়ারী মধ্যাহ্নকালে নেপোলিয়ান বিংশতি সহস্র সৈন্য লইয়া প্রুসীয়দিগের ষাট হাজার সৈন্য পরাজিত করিলেন। এই সকল প্রুসীয় সৈন্য ব্রায়েনের উচ্চভূমি অধিকারপূর্ব্বক সদর্পে দণ্ডায়মান ছিল। পরাজিত ব্লুকার

দশ সহস্র সৈন্যের মৃতদেহ রণস্থলে পরিত্যাগপূর্ব্বক কয়েক মাইল দূরে বারসর আউক নামক স্থানে পলায়ন করিলেন। ব্রায়েনে পাঁচ ছয় সহস্র ফরাসীসৈন্য হত ও আহত হইয়াছিল।

পরদিন সেনাপতি ব্লুকার ও স্বার্টজেনবার্গ দেড় লক্ষ সৈন্য লইয়া ব্রায়েনের নয় মাইল দূরবর্ত্তী রোদিয়ার নামক স্থানে পুনর্ব্বার নেপোলিয়ানকে আক্রমণ করিলেন। রাজকুমার স্বার্টজেনবার্গ সেনাপতি ব্লুকারের নিকট এক দূত প্রেরণ করিয়া, কিরূপভাবে ফরাসীগণকে আক্রমণ করিতে হইবে, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। সেনাপতি ব্লুকার সংক্ষেপে উত্তর পাঠাইলেন,—"আমাদিগকে পারিসনগরে যাত্রা করিতে হইবে। নেপোলিয়ান ইউরোপের সকল রাজধানীতেই প্রবেশ করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহাকে সিংহাসন হইতে অৰ্দ্ধচন্দ্র দান করিব। যতক্ষণ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে না পারিতেছি, ততক্ষণ আমাদের মনে শান্তি নাই।"

রোদিয়ারে নেপোলিয়ান অতি কষ্টে চল্লিশ সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। ফরাসীগণ অসীমসাহসে সমস্ত দিন যুদ্ধ করিল, কিন্তু অসংখ্য শত্রুসৈন্য জয় করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইল না। তাহারা রাত্রিকালে ট্রয়েস অভিমুখে পলায়ন করিল, ছয় সহস্র পরাক্রান্ত ফরাসী সৈন্য রণক্ষেত্রে দেহ বিসর্জ্জন করিল। সম্রাট্ আলেক্‌জান্দার ও ফ্রেডারিক উইলিয়ম স্বচক্ষে এই রণজয় নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন।

কিন্তু নেপোলিয়ানের উদ্বেগের অন্ত রহিল না। চারিদিকে শত্রু, চতুর্দ্দিক্ হইতে বিপদ্‌বার্ত্তা আসিয়া তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে; নেপোলিয়ান তখনও সন্ধির জন্য উৎসুক। তিনি বুঝিয়াছিলেন, সন্ধিস্থাপন ব্যতীত ফরাসী রাজধানী শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করার আর কোন উপায় নাই। কিন্তু তখনও তিনি অগৌরবজনক সন্ধির প্রার্থী হইলেন না, শত্রুগণ তাঁহাকে জানাইলেন, তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর যে সকল রাজ্য ফরাসী-সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছেন, তাহা ত্যাগ না করিলে সন্ধিস্থাপনের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না, তিনি মৃত্যুপণ করিলেন।

কিন্তু এখন কর্ত্তব্য কি? নেপোলিয়ান কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া একটি রুদ্ধ গৃহে বসিয়া অনন্যমনে কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, উদ্ধারের আর পথ নাই, বন্যার জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় অপমান-স্রোত তাঁহাকে ও ফরাসী-ভূমিকে প্লাবিত করিতে আসিতেছে। নেপোলিয়ানের সেনাপতিবর্গ শত্রুর প্রস্তাবে কর্ণপাত করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তাঁহার ভ্রাতা যোসেফ লিখিলেন,—"ভাই, ঘটনা-স্রোতের অধীনতা স্বীকার কর। অতঃপর যাহা রক্ষা হইতে পারে, তাহা রক্ষা কর। লক্ষ লক্ষ লোকের প্রিয়তম তোমার জীবন, তাহা রক্ষা কর। বহু লোকের দ্বারা বাধ্য হইয়া সন্ধিস্থাপনে অগৌরব নাই, সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেই অপমান, কারণ, তাহা হইলে তোমাকে সহস্র সহস্র অনুগত লোককে পরিত্যাগ করিতে হইবে। যে মূল্যেই হউক, সন্ধি করিবে।"

অবশেষে নেপোলিয়ান পারিসনগরকে ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য আত্মীয়, সুহৃদ্ ও প্রধান কর্ম্মচারিগণের অনুরোধে শত্রুগণের সহিত তাঁহাদের প্রস্তাবানুরূপ সন্ধিস্থাপনেই সম্মত হইলেন। কলেনকোর্টকে বলিলেন,—"শান্তিস্থাপনের জন্য যে ভাবে সন্ধি করা আবশ্যক, তুমি কর, অপমান যাহা হইবার, তাহা আমি সহ্য করিব, কিন্তু আমি নিজের মুখে আর নিজের হীনতার পরিচয় প্রদান করিব না।"

নেপোলিয়ানের শত্রুগণ যখন দেখিলেন, তিনি বিপন্ন হইয়া তাঁহাদের প্রস্তাবে সন্ধিস্থাপনে সম্মত, তখন তাঁহারা বলিলেন,—"ফরাসী-বিদ্রোহের পূর্ব্বে ফ্রান্সদেশের যে সীমা ছিল, এখন বৰ্দ্ধিতায়তন ফ্রান্সের সীমা হ্রাস করিয়া সেই সীমায় পরিণত করিতে হইবে।"—এ হীনতা নেপোলিয়ান কোনক্রমে স্বীকার করিলেন না।

শত্রুগণ নেপোলিয়ানের অধঃপতনে আর সন্দেহমাত্র নাই স্থির করিয়া প্রবলবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নেপোলিয়ান চল্লিশ সহস্র সৈন্য লইয়া নোজেন্ট নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, স্বার্টজেনবার্গ দুই লক্ষ অষ্ট্রীয় সৈন্যের সহায়তায় ট্রয়েস অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন এবং এই সকল সৈন্য লইয়া তিনি পারিস আক্রমণের মনস্থ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন সেনাপতি ব্লুকার সত্তর হাজার রুসীয় ও প্রুসীয় সৈন্য লইয়া মার্ণোনদীর তীরদেশ দিয়া রাজধানী অভিমুখে ধাবিত হইলেন। দক্ষিণপ্রান্ত হইতে

ইংরাজবীর ওয়েলিংটন সদৈন্যে অগ্রসর হইলেন। অধিকন্ত দক্ষিণে বার্ণাভোটের অধীনেও বহুসংখ্যক শত্রু-সৈন্য অবস্থান করিতেছিল। চতুর্দ্দিক অন্ধকার! মন্ত্রিগণ অধীর হইয়া শত্রুগণের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য নেপোলিয়ানকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু নেপোলিয়ান অবিচল! তিনি বলিলেন,—"না, এখন আমার অন্য চিন্তার সময় নাই; আমি ব্লুকারকে জয় করিব। সে পারিসের পথে অগ্রসর হইয়াছে। কাল-পরশু আমি তাহাকে পরাস্ত করিব। আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে ঘটনাস্রোত ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইবে। তাহার পর আমরা আমাদের কর্ত্তব্য নিরূপণ করিব।"

অনন্তর নেপোলিয়ান যে বিদ্যায় অসাধারণ ছিলেন, সেই বিদ্যা-বলে শত্রুধ্বংসের অভিপ্রায় করিলেন। দুই লক্ষ অষ্ট্রীয় সৈন্যকে প্রতিহত করিবার জন্য তিনি নোজেণ্টে দশ সহস্র ফরাসী-সৈন্য রাখিয়া অবশিষ্ট ত্রিশ সহস্র সৈন্য লইয়া মার্ণোনদীর তীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ব্লুকারকে সহসা আক্রমণপূর্ব্বক পরাভূত করাই তাঁহার অভিপ্রেত হইল।

বহু কষ্টে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রমপূর্ব্বক ফরাসী-সৈন্যগণ ১০ই ফেব্রুয়ারী প্রভাতে রুসীয় সৈন্যগণকে আক্রমণ করিল। রুসীয়গণ তখন আহারাদির উদ্যোগ করিতেছিল, ফরাসীদিগের হঠাৎ আক্রমণে তাহারা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। নেপোলিয়ান জয়লাভ করিলেন।

পরদিন ব্লুকার নূতন সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক ষাট হাজার অনুচর সমভিব্যাহারে নেপোলিয়ানের মুষ্টিমেয় সৈন্যগণের উপর নিপতিত হইলেন। কিন্তু নেপোলিয়ান প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন, ফরাসীগণ স্বদেশের সুনাম-রক্ষার্থ দেহপাতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল, ব্লুকার দ্বিতীয় দিনও পরাজিত হইলেন; পুনর্ব্বার নেপোলিয়ান জয়লাভ করিলেন।

যখন মার্ণোতীরে নেপোলিয়ান শত্রু-সৈন্য-জয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে আভিজাত-তন্ত্রাবলম্বী ব্যক্তিগণ বোর্ব্বোঁদিগকে ফরাসী-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার আয়োজনে ব্যস্ত ছিল। ট্রয়েস নগরেই এই অনুষ্ঠানের আরম্ভ হইয়াছিল। পারিসনগরেও তাহাদের ষড়্‌যন্ত্র চলিতেছিল। নেপোলিয়ান কোন দিকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়া দশ দিনের মধ্যে পাঁচটি যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। তথাপি শত্রুগণ উদ্বেলিত মহাসিন্ধুর ন্যায় তাঁহার রাজধানী গ্রাস করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতে লাগিল, তখন অগত্যা নেপোলিয়ানকে সিননদীর তীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। তিন লক্ষ অষ্ট্রীয় সৈন্য ফণ্টেনব্লোঁর নিকট সমাগত হইয়াছিল।

নেপোলিয়ান চল্লিশ সহস্র সৈন্য লইয়া এখানে শত্রুগণের গতিরোধের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। এখানে মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল। নেপোলিয়ান অসংখ্য গোলাগুলী বর্ষণের মধ্যে সৈন্যগণকে উৎসাহ প্রদান করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার চতুর্দ্দিকে বহুসংখ্যক সৈন্য নিহত হইতে লাগিল। হয় ত যে কোন মুহূর্ত্তে নেপোলিয়ান আহত হইতে পারেন মনে করিয়া তাঁহার সহচরবৃন্দ তাঁহাকে নিরাপদ্ স্থানে আশ্রয়গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। নেপোলিয়ান সহাস্যে বলিলেন,—"বন্ধুগণ, ভীত হইও না, আমাকে বিনষ্ট করিতে পারে, এমন গোলা এখনও নির্ম্মিত হয় নাই।" রাত্রিকালে এই মহা সমরের অবসান হইল, এ যুদ্ধেও নেপোলিয়ান জয়লাভ করিলেন।

শত্রু-সৈন্যগণ একবার কল্পনাও করে নাই যে, তাহাদিগের এরূপ পরাজয় হইবে। ছত্রভঙ্গ হইয়া তাহারা দিকে দিকে পলায়ন করিতে লাগিল, নেপোলিয়ানকে তাহারা অজেয় বলিয়া মনে করিতে লাগিল। রুসিয়া ও অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ এবং প্রুসিয়ার অধীশ্বর এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব বিপদে একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। নেপোলিয়ান চল্লিশ সহস্র সৈন্য লইয়া শত্রুপক্ষের লক্ষ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্র হইতে এক শত ষাট মাইল দূরে বিতাড়িত করিলেন।

শত্রুসৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া নেপোলিয়ান হর্ষের সহিত বলিলেন,—"আমার মন সুস্থ হইল, আমি আমার রাজধানী রক্ষা করিয়াছি।" কিন্তু এই রণজয়েও নেপোলিয়ানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না, দশ লক্ষাধিক সৈন্যের মধ্যে দুই লক্ষ সৈন্য জয় করিয়া কোন ফললাভেরই সম্ভাবনা ছিল না। আবার লক্ষ লক্ষ সৈন্য আসিয়া ফ্রান্সের চতুর্দ্দিকে সমবেত হইল।

এই ভীষণ বিপদের মধ্যেও নেপোলিয়ান কোন দিন যোসেফিনের কথা বিস্মৃত হন নাই, প্রায় প্রতিদিনই তিনি তাঁহাকে এক একখানি পত্র লিখিতেন। একদিন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিয়া তিনি যোসেফিনের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইহাই তাঁহাদের শেষ সাক্ষাৎ। নেপোলিয়ান

বিদায়গ্রহণকালে যোসেফিনের করগ্রহণপূর্ব্বক স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"যোসেফিন, পৃথিবীতে মানুষের যতটুকু সৌভাগ্যলাভ হইতে পারে, আমি তাহা লাভ করিয়াছিলাম; কিন্তু এখন বিপদের মেঘ আমার মস্তকের উপর ঘনাইয়া আসিয়াছে, এই বিশাল পৃথিবীতে এখন তুমি ভিন্ন আমার বিশ্রামের আর দ্বিতীয় অবলম্বন নাই।

অতঃপর শত্রু-সৈন্যগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া নেপোলিয়ানকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। সেনাপতি ব্লুকারের অধিনায়কত্বে একদল সৈন্য মার্ণোর অভিমুখে ধাবিত হইল, তাহারা নদীর উভয় তীর দিয়া পারিস অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। অন্য সৈন্যদল রাজকুমার স্বার্টজেনবার্গের অধীনে সিননদীর পথে অগ্রসর হইল। নেপোলিয়ান দশ সহস্র সৈন্য স্বার্টজেনবার্গের গতিরোধের জন্য ট্রয়েসনগরে রাখিয়া ত্রিশ সহস্র সৈন্য সহায়তায় ব্লুকারের অনুধাবন করিলেন। ফরাসী-সৈন্যগণের নিক্ষিপ্ত গোলাগুলীর রসাস্বাদন করিয়াই প্রুসীয় সৈন্যগণ আতঙ্কে পলায়ন করিল। নেপোলিয়ানের নামের মহিমাতেই লক্ষ প্রুসীয় সৈন্য ত্রিশ হাজার ফরাসীর ভয়ে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিল।

সেনাপতি ব্লুকার মার্ণোনদী অতিক্রমপূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাতের সেতু ধ্বংস করিয়া পঞ্চাশ মাইল উত্তরে লাভ নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। নেপোলিয়ান পুনর্ব্বার নদীর উপর নূতন সেতু নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তাহার পর তিনি সৈন্যদলকে ঘুরাইয়া এমন ভাবে তাহাদিগকে সন্নিবিষ্ট করিলেন যে, ব্লুকারের আত্মরক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠিল। কিন্তু তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে সেনাপতি বার্ণাডোট বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া তাঁহার সাহায্যার্থ উপস্থিত হইলেন। এই সময় নেপোলিয়ানের অধীনে পঞ্চবিংশতি সহস্রের অধিক সৈন্য ছিল না। সুতরাং এই সকল সৈন্য লইয়া তাঁহাকে প্রায় লক্ষ সৈন্যের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে হইল। অন্তিম সাহসে ভর করিয়া নেপোলিয়ান সেই মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া শত্রুসৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। শত্রুপক্ষের কামাননিক্ষিপ্ত গোলাবর্ষণে তাঁহার সৈন্য-সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইতে লাগিল; কিন্তু সহজে তিনি পরাজয় স্বীকার করিলেন না, দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর যখন তিনি দেখিলেন, আর অধিক কাল রণক্ষেত্রে অবস্থান করিবার আশা নাই, তখন তিনি রণভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক রোমস্ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। শত্রুগণ আর তাঁহার অনুধাবন করিতে সাহসী হইল না।

এ দিকে সেনাপতি স্বার্টজেনবার্গ যেমন শুনিলেন, নেপোলিয়ান সেনাপতি ব্লুকারের অনুধাবন করিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ তিনি দুই লক্ষ সৈন্য লইয়া সিন নদীর তীর দিয়া পারিস অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ডিউক অব ওয়েলিংটন তখন বহুসংখ্যক ইংরাজ-সৈন্য লইয়া বোর্ৰ্দো নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তিনিও পারিস অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নেপোলিয়ানের আর একদল শত্রুসৈন্য সুইজরলণ্ড হইতে আল্পসগিরিমালা অতিক্রমপূর্ব্বক বিয়ন্স নগরের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। নেপোলিয়ান যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, সেই দিকেই অগণ্য শত্রু দেখিতে পান। তাঁহার নিকট পত্রাদি আসিতে বিস্তর বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল। তাঁহার সেনাপতিবর্গ হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন, ফ্রান্সের অধিবাসিবর্গের দুঃখের সীমা রহিল না।

এই বিপৎকালে কেহ কেহ নেপোলিয়ানকে পরামর্শ দিলেন যে, অন্ততঃ সম্রাটের মঙ্গলার্থেও সম্রাজ্ঞী মেরিয়া লুইসার তাঁহার পিতার নিকট শান্তিস্থাপনের জন্য অনুরোধ করা উচিত। এই কথা শুনিয়া নেপোলিয়ান বলিলেন, "না, আমার মহিষী অষ্ট্রীয় আর্কডচেজ আমাকে গৌরবের গর্ব্বোন্নত অবস্থায় সন্দর্শন করিয়াছেন, এখন কি আমি সেই গৌরব হইতে স্খলিত হইয়া পড়িব?"

নেপোলিয়ান স্থির করিলেন, তিনি রাজকুমার স্বার্টজেনবার্গের সৈন্যগণকে সহসা আক্রমণপূর্ব্বক জর্ম্মাণীর সহিত তাঁহার সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ও রসদ বন্ধ করিয়া দিবেন। তদনুসারে তিনি দ্রুতগতিতে মার্ণোনদীকূল হইতে সিননদীর তটভূমিতে আসিয়া স্বার্টজেনবার্গের সৈন্যগণের উপর গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। স্বার্টজেনবার্গের সৈন্যগণ ভীত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পলায়ন করিল। সম্রাট্ আলেক্‌জান্দার ফ্রান্সিস ও ফ্রেডারিক উইলিয়াম নেপোলিয়ানের পূর্ব্ববিক্রম স্মরণ করিয়া প্রাণভয়ে অশ্বারোহণে পারিস হইতে রাইননদীর অভিমুখে পলায়ন করিলেন। আর্সিসনামক স্থানে আর এক ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হইল। এই যুদ্ধেও নেপোলিয়ান সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিলেন।

এইরূপে পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া নেপোলিয়ানের

শত্রুগণ এক সমরসভা গঠনপূর্ব্বক কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে বসিলেন। কেহ কেহ পরামর্শ দিলেন, নেপোলিয়ান যাহাতে জর্ম্মাণীতে প্রবেশ করিতে না পারেন, সে জন্য সসৈন্যে রাইনতীরে প্রস্থান করা কর্ত্তব্য। কেহ কেহ বলিলেন, পারিস আক্রমণই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পরামর্শ। যাহা হউক, ২৫এ মার্চ্চ নেপোলিয়ানের শত্রুগণ পারিসের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। নেপোলিয়ান তখন রাজধানী হইতে দুই শত মাইল দূরে আর্সিস্‌নগরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি এই সংবাদ পাইবামাত্র পারিস-যাত্রা করিলেন, তাঁহার কর্ম্মচারিগণকে বলিলেন, "আমি শত্রুগণের পূর্ব্বেই রাজধানীতে উপস্থিত হইব, বজ্রশক্তিপরিচালন ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে আমাদের রক্ষা নাই।"

মার্ণোনদী-তীর দিয়া তিন লক্ষ সৈন্য রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, আর নেপোলিয়ানের রণক্লান্ত, ক্ষতাঙ্গ, ছিন্ন-পরিচ্ছদধারী ত্রিশ সহস্র সৈন্য তাহাদিগের গতিরোধের জন্য সিন-নদীর তীর দিয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। দুর্গম পথে প্রকাণ্ড যুদ্ধাস্ত্রসমূহ বহন করিয়া লইয়া যাইতে যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু সৈন্যগণ তাহাদিগের সম্রাট্‌কে যেরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত, তাহাতে তাহারা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া সকল কষ্ট সহ্য করিতে লাগিল; কিন্তু এত চেষ্টা করিয়া, দিবারাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় অশ্বারোহণে ধাবিত হইয়াও নেপোলিয়ান যথাসময়ে পারিসে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইলেন না। তাহার পূর্ব্বেই তাঁহার শত্রুদল নগর-সন্নিকটে সমুপস্থিত হইলেন। ফরাসী সেনাপতি মার্টিয়ার ও মারমণ্ট তাঁহাদিগের গমনে বাধা দান করিলেন, কিন্তু অসংখ্য সৈন্য উচ্ছ্বসিত নদী-প্রবাহের মত ছুটিয়া আসিলে মুষ্টিমেয় সৈন্য—তাহারা যতই সাহসী ও রণকুশল হউক, তাহাদিগের গতিরোধ করিতে পারে না। অল্পক্ষণের মধ্যেই ফরাসী বীরগণের গোলাগুলী-বারুদ নিঃশেষিত হইল। তথাপি সেনাপতি মারমণ্ট নগররক্ষার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না। তাঁহার তরবারি ভাঙ্গিয়া গেল, তাঁহার পরিচ্ছদ গুলীবর্ষণে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল, তাঁহার মুখমণ্ডল বারুদের ধূমে বীভৎস আকার ধারণ করিল; কিন্তু তিনি আট সহস্র অশ্বারোহী ও আট সহস্র পদাতিকের সহায়তায় দ্বাদশঘণ্টাকাল পঞ্চান্ন হাজার শত্রু-সৈন্যের গতিরোধ করিয়া রাখিলেন। তাহাদের চতুর্দ্দশ সহস্র সৈন্য আহত, নিহত ও ফরাসী-হস্তে বন্দী হইল। সম্রাজ্ঞী মেরিয়া লুইসা ও তাঁহার সহচরীবৃন্দ শত্রুহস্তে পতিত হইবার ভয়ে ব্লইস নামক স্থানে পলায়ন করিলেন। নেপোলিয়ানের পুত্র পিতার তেজস্বিতার অধিকারী হইয়াছিল। শিশু নেপোলিয়ান মাতার সহিত পলায়নে সম্মত হইল না, তাহার কক্ষের পর্দা ধরিয়া দণ্ডায়মান রহিল, কোনক্রমে সে কক্ষ ত্যাগ করিল না। সে বলিল, "ইহারা আমার বাবাকে বিপদে ফেলিয়া পলাইতেছে, আমি কখন যাইব না, এই প্রাসাদত্যাগে আমার ইচ্ছা নাই, আমি এখান হইতে কোথাও যাইব না। বাবা এখানে নাই, আমিই এখন গৃহস্বামী।"—মেরিয়া লুইসা অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে করিতে প্রাসাদত্যাগ করিলেন, অদূরে তাঁহার পিতার কামান-নির্ঘোষ দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

সেই দিন রাত্রে নির্জ্জন রাজপথ দিয়া নেপোলিয়ান একাকী পারিসাভিমুখে ধাবিত হইলেন; আজ তিনি পরাজিত, শত্রুগণের বিজয়হুঙ্কার তাঁহার কর্ণে বজ্রনাদের ন্যায় প্রবেশ করিতে লাগিল। নেপোলিয়ান পাছে শত্রু-সৈন্যের সহিত সাক্ষাৎ হয়, এই ভয়ে ফনটেনব্লোঁর পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইলেন। পথে কাহারও সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না; রাজধানীর কোন সংবাদ তখন পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই। দূরে শত্রুশিবিরের আলোক-শিখা অন্ধকারময় গগনপথ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। ধর্ম্ম-মন্দিরের উচ্চ-চূড়ায় যখন রাত্রি বারোটা বাজিল, নেপোলিয়ান সেই সময়ে লাকোর নামক গ্রামে প্রবেশ করিলেন। সহসা প্রশস্ত রাজপথে দেখিলেন, একদল সৈন্য বিশৃঙ্খলভাবে ফনটেনব্লোঁর দিকে অগ্রসর হইয়াছে। নেপোলিয়ান অশ্বারোহণে তাহাদিগের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার অর্থ কি? তোমরা পারিসে যাইতেছ না কেন?" সেনাপতি বেলিয়ার্ড নামক নেপোলিয়ানের জনৈক বিশ্বস্ত বন্ধু নিকটেই ছিলেন, তিনি সম্রাট্‌-কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিলেন, কম্পিত-কণ্ঠে বলিলেন,—"পারিস শত্রুহস্তে নিপতিত। আগামী কল্য প্রভাতে তাহারা রাজধানীতে প্রবেশ করিবে। এই সকল সৈন্য সেনাপতি মারমণ্ট ও মার্টিয়ারের সৈন্যশ্রেণীর ধ্বংসাবশেষ, ইহারা ফন্টেনব্লোঁ হইতে ট্রয়েসে সম্রাট্‌-সৈন্যের সহিত মিলিত হইতে যাইতেছে।"

পারিস শত্রু-হস্তে পতিত শুনিয়া নেপোলিয়ান ক্ষণকালের জন্য বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিতভাবে অবস্থান করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার মুখ হইতে কোন কথা নিঃসারিত হইল না, তাঁহার ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পরে তিনি উন্মত্তের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার মহিষী ও সন্তান কোথায়? আমার সৈন্যদল কোথায়? পারিসের ন্যাসন্যাল গার্ড সৈন্যগণের কি হইল? সেনাপতি মার্টিয়ার ও মারমণ্টের সহিত কোথায় আমার সাক্ষাৎ হইবে?"—অনন্তর কিয়ৎকাল মৌন থাকিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—"এই রাত্রিটুকু এখনও আমার অধিকারে আছে। প্রভাতে শত্রুগণ নগরপ্রবেশ করিবে। আমার গাড়ী কোথায়? শীঘ্র গাড়ী আন, এই মুহূর্ত্তেই আমাদিগকে যাত্রা করিতে হইবে। চল, আমরা ব্লুকার ও স্বার্টজেনবার্গের সম্মুখীন হই। বেলিয়ার্ড তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্যদল লইয়া আমার অনুগমন করুন। পারিসের রাজপথেও যেন আমরা যুদ্ধ করিতে পারি। আমার উপস্থিতি, আমার নাম, সৈন্যগণের সাহস, আমাদের জীবনপণ, ইহাতেই সমস্ত পারিসকে জাগাইয়া তুলিবে, যুদ্ধের মধ্যেই আমার সৈন্যগণ আসিয়া উপস্থিত হইবে। তাহারা শত্রুগণের পশ্চাতে আক্রমণ করিবে,আমরা তাহাদের সম্মুখে যুদ্ধ করিব। সকলে প্রস্তুত হও, আমাদের শেষ পরাজয়মুহূর্ত্তেও হয় ত আমরা জয়লাভ করিব।"

আবার ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া তিনি বলিলেন,—"শত্রু-হস্তে রাজধানী-সমর্পণ! কি কাপুরুষতা! যোসেফও প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছে? আমার সে ভাই! ইহারা রাজধানীতে শত্রু প্রবেশ করিতে দিয়াছে? ভ্রাতাকে, স্বদেশকে, রাজাকে বিপন্ন করিয়াছে! ইউরোপের চক্ষুর উপর ফ্রান্সের সম্ভ্রম নষ্ট করিয়াছে! শত্রুগণ আট লক্ষ লোকের বাসস্থান বিনা রক্তপাতে প্রবেশ করিল! কি ভয়ানক! কামানগুলির কি হইল? দুই শত কামান ও একমাসের ব্যবহারোপযোগী গোলাগুলী সঞ্চিত ছিল যে! তথাপি মার্টিয়ার বারুদ-গোলা শূন্য ছয়টির অধিক কামান পায় নাই? আমি যেখানে না থাকিব, সেইখানেই ইহারা ভুলের উপর ভুল করিয়া বসিবে?"

ক্রমে কতকগুলি সৈনিক কর্ম্মচারী নেপোলিয়ানের নিকটে উপস্থিত হইলেন। নেপোলিয়ান তাহাদিগের নিকট একে একে রাজধানীর সকল কথা জানিতে পারিলেন। এতক্ষণে তাঁহার মন কথঞ্চিৎ স্থির হইয়াছিল, তিনি কলেনকোর্টের হস্তে তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করিয়া বিপক্ষশিবিরে সন্ধির জন্য তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন; বলিলেন,—"কলেনকোর্ট, বন্ধু, আর একবার যাও, সম্রাট্‌ আলেক্‌জান্দারের সহিত সাক্ষাতের আর একবার চেষ্টা কর। আমি তোমার হস্তে সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি। তুমি ভিন্ন আমার নির্ভর করিবার আর কেহই নাই।" নেপোলিয়ান স্নেহভরে তাঁহার বাহু প্রসারিত করিয়া কলেনকোর্টের করধারণ করিলেন।

কলেনকোর্ট কম্পিতহস্তে নেপোলিয়ানের করগ্রহণপূর্ব্বক সসম্ভ্রমে তাহা ওষ্ঠে স্পর্শ করিলেন, তাহার পর বলিলেন,—"সম্রাট্‌, আমি চলিলাম। জীবিত বা মৃত যে অবস্থাতেই হউক, পারিসে প্রবেশ করিবই এবং সম্রাট্‌ আলেক্‌জান্দারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সকল কথা বলিব।"

মধ্যরাত্রে কলেনকোর্ট অশ্বারোহণপূর্ব্বক ভিন্নপথে পারিস যাত্রা করিলেন। নেপোলিয়ানও অশ্বারোহণ করিয়া বিষণ্নমনে স্তব্ধভাবে ফণ্টেনব্লোঁর পথে ধাবিত হইলেন। কতকগুলি ক্লান্ত, নিরুদ্যম, উদ্বেগকাতর সৈনিক-কর্ম্মচারী তাঁহার অনুগমন করিলেন। সেই দিন রাত্রি চারি ঘটিকার সময় নেপোলিয়ান ফণ্টেনব্লোঁর রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। চতুর্দ্দিকের উচ্ছ্বসিত বিপদ্-তরঙ্গের মধ্যে দেখিলেন তাঁহার গৌরব-সূর্য্য ধীরে ধীরে অস্তগমন করিতেছে; সুতরাং প্রাসাদের প্রত্যেক দৃশ্য, প্রত্যেক স্মৃতি তাঁহার হৃদয় নিপীড়িত করিতে লাগিল। বিলাসিতা ও গৌরবের আগারস্বরূপ প্রত্যেক প্রাসাদকক্ষে তিনি চিন্তাকুলচিত্তে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি একটি ক্ষুদ্র কক্ষের ক্ষুদ্র কোণে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, তাহার প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র উদ্যান। উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে নেপোলিয়ান দেখিলেন, শাখাবাহু বিস্তার করিয়া সুদীর্ঘ ফিরতরুগুলি দণ্ডায়মান রহিয়াছে; এই স্থানের দৃশ্য অনেক পরিমাণে তাঁহার স্বদেশের একটি সমাধিক্ষেত্রের ন্যায়। নেপোলিয়ান এই কক্ষে একখানি কৌচের উপর তাঁহার অবসন্ন দেহ প্রসারিত করিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন, তাঁহার বক্ষের প্রত্যেক স্পন্দনে নিদারুণ যন্ত্রণা অনুভূত হইতে লাগিল। তাঁহার বিচ্ছিন্ন সৈন্যগণ তখন পঞ্চাশ সহস্রের অধিক ছিল

না, তাহারা সমবেত হইয়া তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পারিস-প্রবেশোদ্যত তিন লক্ষ শত্রু-সৈন্যের গতিরোধ করিবার জন্য তাহারা স্ব স্ব বীর-জীবন উৎসর্গ করিল।

দশম অধ্যায়

সিংহাসন ত্যাগ

১লা এপ্রিলের শান্তোজ্জ্বল উষালোকে চরাচর আলোকিত হইবার পূর্ব্বেই নেপোলিয়ান চিন্তাকুলচিত্তে শ্রান্ত পদক্ষেপে ফণ্টেনব্লোঁর অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এ দিকে তাঁহার বিশ্বস্ত দূত কলেনকোর্ট তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক পারিস অভিমুখে তাঁহার অশ্ব পরিচালন করিলেন। তিনি দেখিলেন, বহুসংখ্যক লোকে পথ পরিপূর্ণ, সৈনিক কর্ম্মচারী ও নাগরিকগণ শত্রুভয়ে ভীত হইয়া বিশৃঙ্খলভাবে বিভিন্নদিকে ধাবিত হইয়াছে। কনেলকোর্টকে দেখিয়া সকলেই তাঁহার নিকট সম্রাটের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কলেনকোর্ট যথাসম্ভব সংক্ষেপে তাঁহাদিগের প্রশ্নের উত্তর দান করিয়া দ্রুতবেগে রাজধানী অভিমুখে চলিতে লাগিলেন।

পারিসের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া কলেনকোর্ট দেখিলেন, শত্রুগণ নগর পরিবেষ্টনপূর্ব্বক শিবিরস্থাপন করিয়া অবস্থান করিতেছে। তিনি বিভিন্ন পথ দিয়া নগর-প্রবেশের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সকল পথই তাঁহার পক্ষে রুদ্ধ দেখিলেন, সকলেই তাঁহার গমনে বাধা দান করিল; তিনি শুনিলেন, নেপোলিয়ানের নিকট হইতে কোন দূতই যেন তাঁহার শত্রু রাজগণের সমীপবর্ত্তী হইতে না পারে, এজন্য প্রহরিগণের প্রতি আদেশ প্রদান করা হইয়াছে। রজনীর অবসানে প্রায় তিন সহস্র সৈন্য রণসঙ্গীতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া, প্রভাত-বায়ু-বিকম্পিত পতাকা উড্ডীন করিয়া মুহুর্মুহুঃ কামান গর্জ্জনে নগরবাসিগণের ত্রাস উৎপাদনপূর্ব্বক গর্ব্বভরে বিষাদাচ্ছন্ন রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইল। তাহারা গভীর ক্ষোভের সহিত দেখিল যে, বৈদিশিকগণের সঙ্গীন-সুরক্ষিত বোর্ব্বোঁ রাজবংশীয়গণ ফরাসী সিংহাসনে তাহাদের অধিকার-সংস্থাপন-সংকল্পে দৃঢ়পদে রাজধানী অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। তাহাদের পক্ষাবলম্বিগণ তাহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য মহানন্দে সম্মিলিত হইয়াছে। প্রজাপুঞ্জ গভীর বিষাদের সহিত তাহাদিগের জাতীয় অপমান ও ফ্রান্সের অধঃপতন নিরীক্ষণ করিয়া নীরবে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।

এই অগণ্য শত্রুপুঞ্জের মধ্যে নেপোলিয়ানের জন্য যৎকিঞ্চিৎ সহানুভূতি প্রকাশ করে, এরূপ লোকের একান্ত অভাব ছিল; একমাত্র রুসীয় সম্রাট্ আলেক্জান্দারই নেপোলিয়ানের হিতৈষী ছিলেন, তাঁহার সেই পূর্ব্ব-বন্ধুত্ব তিনি এত অল্প দিনে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই; উভয়ের মধ্যে নিদারুণ মনান্তর সত্ত্বেও নেপোলিয়ানের প্রতি আলেক্জান্দারের আন্তরিক অনুরাগ ছিল। যদিও অন্যান্য রাজগণ নেপোলিয়ানের প্রভুত্ব ও গর্ব্ব বিচূর্ণিত করিয়া ফরাসী জাতির স্কন্ধে বোর্ব্বোঁবংশের সিংহাসন সংস্থাপিত করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন, তথাপি তখন পর্য্যন্ত আলেক্জান্দার নেপোলিয়ানের সর্ব্বনাশে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন।

সমস্ত দিনের চেষ্টায় নগর-প্রবেশে অকৃতকার্য্য হইয়া কলেনকোর্ট নগরোপকণ্ঠস্থ একটি গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, ক্রমে দিবাবসান হইল, সান্ধ্য অন্ধকারে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন করিল, শত্রুসৈন্যগণের বিজয়-হুঙ্কার ধীরে ধীরে নৈশ প্রশান্তির মধ্যে বিলীন হইয়া গেল; তখন কলেনকোর্ট আর একবার রাজধানী প্রবেশের উদ্যম করিলেন। কিন্তু পুনর্ব্বার তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল। তখন তিনি নিরাশ হৃদয়ে অবসন্নভাবে ফণ্টেনব্লোঁর পথে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, কিন্তু মধ্যপথে দেখিলেন, রুসীয় সম্রাট্ আলেক্জান্দারের সহোদর গ্রাণ্ড ডিউক কনষ্টাণ্টাইন শকটারোহণে রাজধানী

এই অট্টালিকায় একদিন সম্রাট নেপোলিয়ানের জীবনরক্ষা হইয়াছিল। তখন নেপোলিয়ান কর্সিকার দ্বিতীয় সংখ্যক ন্যাশনাল গার্ড নামক সেনাদলের লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল।

বাষ্টিয়ার নেপোলিয়ান-মূর্ত্তি

আজাসিও নগরে নেপোলিয়ানের অশ্বারূঢ় মূর্ত্তি

যাত্রা করিয়াছেন। কলেনকোর্ট ফরাসী রাজদূতরূপে অনেক দিন রুসীয় রাজধানী সেণ্টপিটার্সবর্গে অবস্থান করিয়াছিলেন, সুতরাং গ্রাণ্ড ডিউকের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল, উভয়ের মধ্যে সৌহৃদ্যও জন্মিয়াছিল। গ্রাণ্ড ডিউকের শকট দেখিবামাত্র কলেনকোর্ট তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন, মুহূর্ত্তমধ্যে রুসীয় সম্রাট্-ভ্রাতা কলেনকোর্টকে চিনিতে পারিলেন, সমাদরে তাঁহাকে স্ব-শকটে উঠাইয়া লইয়া তাঁহার নিকট রাজধানীর অনেক অজ্ঞাত কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহারই মুখে কলেনকোর্ট শুনিতে পাইলেন, নেপোলিয়ানের চির-সুহৃদ্ টালিরান্দও এই দুঃসময়ে নেপোলিয়ানের পক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক বোর্ব্বোঁদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় নেপোলিয়ানের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজগণ-সমীপে নেপোলিয়ানের কোন দূতের প্রবেশ নিষেধ হইয়াছে। টালিরান্দের এই কৃতঘ্নতার কথা শুনিয়া কলেনকোর্টের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল, তিনি অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে গ্রাণ্ড ডিউককে অনুরোধ করিলেন, তাঁহাকে যে কোন উপায়ে হউক, একবার রাজধানীতে প্রবেশ করিতে দিতে হইবে। কলেনকোর্টের দুঃখ, ক্ষোভ ও বিচলিত ভাব দেখিয়া গ্রাণ্ড ডিউক তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, সহানুভূতিতে তাঁহার মহৎ হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। তিনি কলেনকোর্টের মস্তকে একটি রুসীয় উষ্ণীষ স্থাপন করিয়া নিজের বস্ত্রে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদনপূর্ব্বক সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে ছদ্মবেশে তাঁহাকে রাজধানীতে লইয়া চলিলেন। এক দল অস্ত্রধারী কসাক-সৈন্য সেই শকটের চতুর্দ্দিক রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিল।

গ্রাণ্ড ডিউকের শকট এলিসির প্রাসাদাভিমুখে ধাবিত হইল। কনষ্টাণ্টাইন স্বহস্তে শকট-দ্বার ও বাতায়নসমূহ রুদ্ধ করিয়া তাঁহার প্রহরিবর্গের প্রতি আদেশদান করিলেন, যেন কোন ব্যক্তিকে তাঁহার শকট-সন্নিধানে আসিতে দেওয়া না হয়। তাঁহার এইরূপ সাবধানতায় কলেনকোর্ট নিরাপদে শকটমধ্যে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন। পথ-প্রান্তস্থ একটি সৌধ-শিরে সংস্থাপিত ঘটিকাযন্ত্রে দশটা বাজিয়া গেল। কনষ্টাণ্টাইনের শকট প্রাসাদদ্বারে সমুপস্থিত হইল। কলেনকোর্ট দেখিলেন, প্রাসাদ শত শত উজ্জ্বল আলোকমালায় উৎসবের বেশ ধারণ করিয়াছে, প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ বহুসংখ্যক আলোকে আলোকিত, শত শত শকটে বিভিন্ন দেশের রাজা ও রাজপুত্রগণ যাতায়াত করিতেছেন, শকট-চক্রধ্বনি, অশ্বের পদশব্দ, শকটচালকগণের উৎসাহ-পূর্ণ হাস্যোচ্ছ্বাস, প্রাসাদোপকণ্ঠস্থ উপবনে ও বহুদূরে শত্রু-গণের জয়োল্লাস, সকল শব্দ মিলিয়া কলেনকোর্টের শ্রবণ-পথে নরকের পৈশাচিক শব্দকল্লোলরূপে প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কলেনকোর্ট দেখিলেন, সেই প্রাসাদে রুসীয় সম্রাট্, প্রুসিয়ার অধিপতি এবং অষ্ট্রীয় সম্রাটের প্রতিনিধি-স্বরূপ যুবরাজ স্বাটজেনবার্গ সমবেত হইয়াছেন।

কলেনকোর্টকে শকটমধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়া যুবরাজ কনষ্টাণ্টাইন কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতীত হইতে লাগিল, কিন্তু তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। শকটের বাতায়ন-পথে কলেনকোর্ট দেখিলেন, ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যের বহু রাজনীতিক ও সেনাপতি-বৃন্দ পরস্পর পরামর্শ করিতেছেন, ব্যস্তভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, যেন তাঁহাদের কোন উৎসব উপস্থিত! কলেনকোর্ট ঘোর দুশ্চিন্তায় সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন, রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিলে যুবরাজ কনষ্টাণ্টাইন কলেনকোর্টের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "সম্রাট্ আলেকজান্দার তোমার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিবেন, বহুকষ্টে অনুমতি গ্রহণ করিয়াছি।" কলেনকোর্ট এই শুভ সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন; তিনি রুসীয় কর্ম্মচারীর ছদ্মবেশে শকট হইতে অবতরণপূর্ব্বক দীপমালা-সুসজ্জিত প্রাসাদের বিভিন্ন কক্ষ দিয়া ক্রমে ক্রমে সম্রাট্‌সদনে যাত্রা করিলেন।

কলেনকোর্ট সর্ব্ববিষয়েই নেপোলিয়ানের দৌত্যের উপযুক্ত ছিলেন, তিনি কেবল যে তাঁহার বিশ্বস্ত সুহৃদ্ ও হিতৈষী অমাত্য ছিলেন, তাহাই নহে, তাঁহার আকারপ্রকার সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ে স্বকীয় ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ ছিল এবং তিনি অতি মিষ্টভাষী ও বাগ্মী ছিলেন। ইউরোপের অনেক রাজা ও রাজপুত্র অপেক্ষা তাঁহার স্বকীয় মতের দৃঢ়তার ও আত্মশক্তির প্রতি গভীর বিশ্বাস ছিল; সম্রাট্ আলেকজান্দার কলেনকোর্টকে বিশেষ সম্মানের সহিত পরমাত্মীয়ের ন্যায় গ্রহণ করিলেন, সৌজন্য ও আগ্রহ প্রকাশে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিলেন না। নেপোলিয়ানের সহিত বিরোধ সত্ত্বেও আলেকজান্দার তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন, নেপোলিয়ানের রাজনৈতিক মত তাঁহার উদার

হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছিল, এমন কি, তাঁহার সভাসদ্‌গণ ও রাজ্যের উচ্চপদস্থ অমাত্যবৃন্দ গোপনে তাঁহাকে 'উদারমতাবলম্বী সম্রাট্' বলিয়া উপহাস করিবার প্রলোভনও সংবরণ করিতে পারিতেন না। আলেকজান্দার বাধ্য হইয়াই নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি নেপোলিয়ানের হিতাকাঙ্ক্ষীই ছিলেন, নেপোলিয়ানের সৌভাগ্যের দিনে তিনি নেপোলিয়ানের স্নেহানুগ্রহ লাভ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেন। আজ নেপোলিয়ানের এই দুর্দ্দিনে যখন তাঁহার চতুর্দ্দিকে সমস্ত ইউরোপ প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল এবং তাঁহার বন্ধুগণও তাঁহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া ক্রুদ্ধ বিষধরের ন্যায় বিশ্বাসঘাতকতার বিপুল ফণা প্রসারিত করিয়াছিল, তখন একমাত্র আলেকজান্দারই তাঁহার দুর্ভাগ্যে ব্যথিত হইয়াছিলেন, নেপোলিয়ানের প্রতি সহানুভূতিতে তাঁহার মহৎ হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল। কলেনকোর্টের সহিত সাক্ষাৎমাত্র তাঁহার সেই সহানুভূতি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তিনি উভয় হস্তে কলেনকোর্টের উভয় কর ধারণপূর্ব্বক আবেগভরে বলিলেন,—"প্রিয় ডিউক, তোমার হৃদয়ভাব আমি আমার হৃদয়মধ্যে অনুভব করিতেছি, তুমি আমাকে সহোদরের মত বিশ্বাস করিতে পার, আমার উপর তেমনই নির্ভর করিতে পার; বল, তোমার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে?"

কলেনকোর্ট বলিলেন,—"আমার জন্য কিছুই করিতে হইবে না, আমার সম্রাটের জন্য যাহা পারেন করুন।"

আলেক্‌জান্দার গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"আমি এই ভয়ই করিতেছিলাম। আমাকে বাধ্য হইয়া তোমার মনে বেদনা দিতে হইতেছে, তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইবার আমার সাধ্য নাই, নেপোলিয়ানের জন্য আমার কিছুই করিবার উপায় নাই, ইউরোপীয় রাজগণের নিকট আমি অঙ্গীকার-পাশে আবদ্ধ।"

কলেনকোর্ট বলিলেন,—"কিন্তু রুসীয় সম্রাটের ইচ্ছা সর্ব্বত্রই অধিক শক্তিসম্পন্ন। তাহার পর অষ্ট্রিয়া যদি ফরাসীর পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক স্বাভিমত ব্যক্ত করেন, করিবেন বলিয়াই আমার বিশ্বাস, কারণ, সম্রাট্ ফ্রান্সিস্ তাঁহার কন্যা ও দৌহিত্রকে ফরাসী-সিংহাসনচ্যুত করা বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করিবেন না, তাহা হইলে সহজেই একটি সন্ধি সংস্থাপিত হইতে পারে, তাহা সমগ্র ইউরোপের শান্তি-স্থাপনের সহায়তা করিবে।"

আলেক্‌জান্দার উত্তর করিলেন,—"নেপোলিয়ানকে ফরাসী-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার অনুকূলে অষ্ট্রিয়া কখন মত প্রকাশ করিবেন না। ইউরোপে শান্তি-সংস্থাপনের জন্য ফ্রান্সিস্ তাঁহার ব্যক্তিগত স্নেহের মস্তকে কুঠারাঘাত করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছেন; সম্মিলিত রাজগণ সম্রাট্ নেপোলিয়ানের সর্ব্বনাশসাধনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের সঙ্কল্প হইতে বিচলিত করা কাহারও সাধ্য হইবে না।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া কলেনকোর্টের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি ইতিপূর্ব্বে মুহূর্ত্তের জন্যও শত্রুপক্ষের এরূপ সঙ্কল্পের কথা কল্পনা করিতে পারেন নাই। এখন তিনি কি করিবেন, আর এক মুহূর্ত্ত সময়ও নষ্ট করা যায় না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হয় ত সকল আশা নির্ম্মূল হইবে, সম্রাট্ নেপোলিয়ানের ভাগ্য-গগন চির-অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইবে। কলেনকোর্টের হৃদয়ে ঝটিকা বহিতে লাগিল, কিন্তু তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন না, ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আপনি যাহা বলিতেছেন, যদি তাহাই হয়, তবে সম্রাটের পুত্রকে ও মহিষীকেও নির্ব্বাসিত করা হইবে। নেপোলিয়ানের পুত্র হইতে ইউরোপের শক্তিধরগণের নিশ্চয়ই আশঙ্কার কোন কারণ নাই; সুতরাং এরূপ অবস্থায় যদি রাজপ্রতিনিধি দ্বারা—"

আলেক্‌জান্দার বাধা দিয়া বলিলেন,—"সে কথাও আমরা স্থির করিয়াছি। কিন্তু নেপোলিয়ানকে লইয়া আমরা কি করিব? তিনি বাধ্য হইয়া আমাদের আনুগত্য স্বীকার করিবেন, ইহাতে সন্দেহ না থাকিলেও তাঁহার দুর্দ্দমনীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও তাঁহার নিদারুণ উৎসাহ তাঁহাকে যে স্থির থাকিতে দিবে, পুনর্ব্বার তিনি যে সমস্ত ইউরোপ নররক্তে পঙ্কিল করিতে কুণ্ঠিত হইবেন, সে বিষয়ে আমাদের অত্যন্ত সন্দেহ আছে।"

কলেনকোর্ট নিরাশভাবে বলিলেন,"বুঝিয়াছি, আপনারা সকলে মিলিয়া নেপোলিয়ানের সর্ব্বনাশ-সাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।"

এবার আলেক্‌জান্দার ক্রোধ প্রকাশ করিলেন, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া আবেগের সহিত বলিলেন, "সে দোষ কার? এই

সকল ভয়ঙ্কর বিবাদ-নিবারণের জন্য আমি কোন্ চেষ্টার ক্রটি করিয়াছি? যৌবনের আগ্রহভরা আন্তরিকতার সহিত অবোধের মত আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, 'ইউরোপের শক্তিপুঞ্জ তোমার ব্যবহারে অপমানিত হইয়া তোমার সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুগপৎ অস্ত্রধারণ করিয়াছে, সকলে একমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে, তাহাদের কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে কেবল একটি স্বাক্ষর বাকী—সে স্বাক্ষর আমার।' আমার এই কথার উত্তরে তিনি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিলেন। তথাপি আমার হৃদয়ে নেপোলিয়ানের প্রতি বিন্দুমাত্রও বিদ্বেষভাব নাই। আমি বুঝিতেছি, এখন তাঁহার অদৃষ্ট কেবল আমার ব্যবহারের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।"

কলেনকোর্ট বলিলেন, "সম্রাট্-শ্রেষ্ঠ! আমার বিশ্বাস আছে, আমি নেপোলিয়ানের ন্যায় মহাপ্রাণ ব্যক্তির এই দুঃসময়ে আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া অকৃতকার্য্য হইব না। আপনি তাঁহাকে রক্ষা করুন। ইহা আপনারই উপযুক্ত কার্য্য।"

আলেক্জান্দার বলিলেন, "আমার তাহাতে অনিচ্ছা নাই, কিন্তু ইহা আমার অসাধ্য। বোর্ব্বোঁদিগকে সিংহাসন দান করা এখানকার প্রধান ব্যক্তিগণের ইচ্ছা। তাঁহারা সিংহাসন লাভ করিলে আমাদিগের সমরভীতি দূর হইবে। আমরা ফরাসীজাতিকে রাজ্যগ্রহণে বাধ্য করিব না, আমি ঘোষণা করিয়াছি, রাজনির্ব্বাচনে ফরাসীজাতির স্বাধীনতা অব্যাহত থাকিবে। আমার বিশ্বাস, ফরাসীজাতি বোর্ব্বোঁ-দিগকেই তাহাদিগের রাজা করিতে চাহে, ফরাসীদেশের জনসাধারণ আমাদিগের অভিনন্দনের জন্য উৎসুক।"

কলেনকোর্ট উত্তর করিলেন, "সম্রাট্, আপনি মিথ্যা সংবাদ পাইয়াছেন, ফরাসীদেশের প্রজা-সাধারণের বোর্ব্বোঁ-বংশের প্রতি বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি নাই। যে সকল অকৃতজ্ঞ নরাধম নেপোলিয়ানের কর্তৃত্বে বীতরাগ, তাহারাই ফরাসী প্রজাসাধারণ নহে। যদি সম্মিলিত রাজগণ ফরাসী-জাতির স্বার্থে উপেক্ষা প্রদর্শন না করেন, তাহা হইলে দেশের মধ্যে ভোট সংগ্রহ করিলেই এ কথার সত্যাসত্য প্রমাণিত হইবে। তাহা হইলেই ইউরোপীয় রাজগণ বুঝিতে পারিবেন, প্রজাপুঞ্জ নেপোলিয়ান অথবা বোর্ব্বোঁ—কাহার প্রতি অনুরাগী।"

কলেনকোর্টের এই কথায় আলেক্জান্দার আর উত্তর করিলেন না, তিনি বিচলিতভাবে প্রায় পনের মিনিট সেই কক্ষে পাদচারণ করিলেন। গভীর চিন্তায় তাঁহাকে অভিভূত বলিয়া বোধ হইল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি কোন কথা বলিলেন না, অবশেষে কলেনকোর্টের দিকে ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রিয় ডিউক, তুমি যাহা বলিলে, তাহা গুরুতর কথা বটে। তোমার প্রস্তাব সর্ব্বপ্রকারে সমর্থনযোগ্য, কিন্তু ইহা এখন প্রতিপালিত হইবার সম্ভাবনা দেখি না। অবিলম্বেই আমাদিগকে একটা সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিতে হইবে। বিশেষতঃ একপ্রকার শাসননীতি ইতিমধ্যে অবলম্বিত হইয়াছে। নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে সকলেই সমবেত;—খড়্গ-হস্ত! অনেক দিন হইতেই অন্তকার এই অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইয়াছে। ইউরোপের রাজশক্তি বোর্ব্বোঁদিগের প্রতি অনুকূল, তাহারাও অল্প বিড়ম্বিত হয় নাই। অস্ত্রীয় সম্রাটের আজ এখানে অনুপস্থিতি বিশেষ দুর্ভাগ্যের বিষয়,—আজ যদি নেপোলিয়ানের পুত্রের জন্য আমি কোন প্রার্থনা করি, তাহা হইলে তাহার সমর্থনের একটি লোকও আমি পাইব না।"

অনন্তর তিনি কলেনকোর্টের হস্তধারণপূর্ব্বক বলিলেন, —"বন্ধু, আমি দেখিতেছি, তাঁহারা যে আমাকে তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ না করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা অকারণে নহে। তোমার এই সহৃদয়তা আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে, তুমি আমার হৃদয়ের মহৎ প্রবৃত্তিগুলি সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছ। আমি নেপোলিয়ানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব; আমি আগামী কল্য মন্ত্রণাসভায় প্রতিনিধি দ্বারা রাজ্যশাসনের প্রস্তাব করিব। অন্য কোন প্রস্তাব করিলে তাহা বৃথা হইবে। তুমি সেরূপ কোন আশা করিও না, তাহা ব্যর্থ হইবে।"

রাত্রি চারিটা বাজিয়া গেল। যে কক্ষে কলেনকোর্টের সহিত রুসীয় সম্রাটের কথোপকথন হইতেছিল, তাহা নেপোলিয়ানের শয়নাগার ছিল। তাহার পার্শ্বেই একটি ক্ষুদ্র কক্ষ ছিল, নেপোলিয়ান সেই কক্ষে পাঠ করিতেন। সম্রাট্ আলেক্জান্দার কলেনকোর্টকে সেই কক্ষে বিশ্রাম করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কলেনকোর্ট অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, একখানি সোফার উপর তিনি তাঁহার ক্লান্তদেহ প্রসারিত করিলেন। কয়েক ঘণ্টা

তাঁহার নিদ্রা হইল বটে, কিন্তু তিনি স্বস্তিলাভ করিতে পারিলেন না, নিদ্রা ভয়ঙ্কর স্বপ্নসমূহে পরিপূর্ণ, তাহা তাঁহার দুশ্চিন্তাকে মানস-নেত্রের সম্মুখে জাজ্বল্যমান করিয়া তুলিতেছিল। বেলা আটটার সময় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি দেখিলেন, সম্রাট্ আলেক্জান্দার যে কক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন, সেখানে বহুলোকের সমাবেশ হইয়াছে। বাতায়নপথে উপবনের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, সর্ব্বত্র শত্রুসৈন্য পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় বিচরণ করিতেছে। বিদীর্ণ-হৃদয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার তিনি সোফার উপর পতিত হইলেন, তাঁহার মন অবসন্ন হইয়া উঠিল।

এই কক্ষটিতে নেপোলিয়ান রুসিয়ার কয়েকখানি মানচিত্র রাখিয়াছিলেন, কতকগুলি গোপনীয় ও অসমাপ্ত পত্র টেবিলের উপর তখন পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। কলেনকোর্ট সেই সকল পত্র শতখণ্ডে ছিন্ন করিয়া তাহা অগ্নিমুখে সমর্পণ করিলেন। রাত্রি একাদশ ঘটিকার সময় সেই কক্ষের দ্বারে কে করাঘাত করিলে কলেনকোর্ট দ্বার মুক্ত করিয়া দেখিলেন, আগন্তুক অন্য কেহ নহেন, স্বয়ং রুসীয় যুবরাজ কন্‌ষ্টান্টাইন। কন্‌ষ্টান্টাইন বলিলেন, "সম্রাট্ আপনাকে তাঁহার অভিবাদন জ্ঞাপনপূর্ব্বক বলিয়াছেন, আপনার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করিতে বিলম্ব হইবে। ইতিমধ্যে আসুন, আমরা আহারাদি শেষ করিয়া লই। আলেক্জান্দার না আসা পর্য্যন্ত আমরা সেইখানেই তাঁহার প্রতীক্ষা করিব।"

আহারের পর সমস্ত দিন ধরিয়া কলেনকোর্ট আলেক্জান্দারের প্রতীক্ষা করিলেন, সায়ংকালে ছয় ঘটিকার সময় রুসীয় সম্রাট্ সে স্থানে উপস্থিত হইলেন। সম্রাট্ বলিলেন, "কলেনকোর্ট, তোমার অনুরোধে আমি কূটনীতির আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি রাজপ্রতিনিধি দ্বারা ফ্রান্সদেশশাসনের ব্যবস্থা করিয়াছি। তুমি নেপালিয়ানের কাছে এখনই যাও। এখানে তোমার সঙ্গে যে সকল কথা হইয়াছে, তাহার বিবরণ তাঁহাকে আদ্যোপান্ত জানাও এবং তাঁহার সন্তানের হস্তে তিনি রাজ্যভার প্রদান করিলেন, এরূপ অঙ্গীকার-পত্র তাঁহার নিকট হইতে লিখিয়া আন।"

কলেনকোর্ট আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সম্রাট্, নেপোলিয়ানের ভাগ্যে কি হইবে?"

আলেক্জান্দার বলিলেন,—"তুমি আমাকে জান, নেপোলিয়ানকে যাহাতে কোনক্রমে অবমানিত হইতে না হয়, তাহা আমি করিব। তাঁহার সম্বন্ধে যেরূপ বিচারই হউক, তাঁহার প্রতি ভদ্রতা-প্রকাশে ত্রুটি হইবে না। অবিলম্বে ফণ্টেনব্লেঁাতে প্রত্যাগমন কর; তোমার শীঘ্র যাওয়া বড় দরকার।"

তখন অন্ধকার গাঢ় হইয়াছিল। কনষ্টান্টাইনের সহিত ছদ্মবেশে কলেনকোর্ট প্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন। যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে শকট প্রতীক্ষা করিতেছিল, কলেনকোর্ট সেই শকটে আরোহণপূর্ব্বক যুবরাজ কনষ্টান্টাইনকে অগণ্য ধন্যবাদ দান করিয়া নেপোলিয়ানের সহিত সাক্ষাতে যাত্রা করিলেন।

কলেনকোর্ট যখন ফণ্টেনব্লেঁাতে নেপোলিয়ানের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর; চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র শত্রু-সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া অসীম অধীরতা পরিব্যক্ত করিতেছিল, শিবিরের অগ্নিরাশিতে চতুর্দ্দিক্ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল। কলেনকোর্ট নেপোলিয়ানের সমীপবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, তিনি একখানি টেবিলের সম্মুখে মহা উৎকণ্ঠিতভাবে অবস্থান করিতেছেন, এই অল্পসময়ের মধ্যে তাঁহার মুখমণ্ডলে দশ বৎসরের পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে, তিনি কলেনকোর্টকে দেখিয়া অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বলিলেন,—"কি হইল? রুসিয়ার সম্রাটের সঙ্গে কি তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছে? তিনি কি বলিলেন?"

ক্ষণকাল কলেনকোর্ট কোন কথা বলিতে পারিলেন না। নেপোলিয়ান তাঁহার করগ্রহণপূর্ব্বক অধীরভাবে বলিলেন,—"বল, কলেনকোর্ট, বল, কি হইল, আমি অতি নিদারুণ সংবাদ শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছি।"

কলেনকোর্ট বলিলেন,—"আমি সম্রাট্ আলেক্জান্দারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি। আমি তাঁহার কক্ষে চব্বিশ ঘণ্টা লুক্কায়িত ছিলাম। তিনি আপনার শত্রু নহেন, তিনিই কেবল আপনার পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন।"

নেপোলিয়ান সন্দিগ্ধ-চিত্তে শিরঃসঞ্চালনপূর্ব্বক বলিলেন, "তাঁহার ইচ্ছা কি? অন্য সকলেরই বা কি অভিপ্রায়?"

কলেনকোর্ট বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে বিজড়িতস্বরে বলিলেন,—"সম্রাট্, আপনাকে অত্যন্ত অধিক ত্যাগস্বীকার করিতে হইবে, আপনি আপনার সন্তানের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিবেন।"

এই কথা শুনিয়া নেপোলিয়ানের মুখ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, তিনি ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—"তাহারা আমার সহিত সন্ধিস্থাপনে সম্মত নহে, আমি অসির সাহায্যে যে সিংহাসন অধিকার করিয়াছি, তাহারা তাহা হইতে আমাকে বিতাড়িত করিতে চাহে; এই পৃথিবীতে যাহারা কেবলমাত্র প্রতিভার বলে ও বুদ্ধি-কৌশলে জনসাধারণের নেতৃত্ব করিতে সমর্থ হয়, বিভিন্ন রাজ্যের অধীশ্বরগণ তাহাদিগের জীর্ণ-সিংহাসনে বসিয়া যাহাদের ভয়ে কম্পিত-কলেবর হয়, আমাকে তাহাদেরই দৃষ্টান্তস্থানীয় করিয়া জগতের মুখে উপহাসাস্পদ করিবে? আর কলেনকোর্ট, তুমি আমার নিকট সেই প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইয়াছ?"

নেপোলিয়ান কিয়ৎকাল অধীরভাবে গৃহ-কক্ষে পদ-চারণা করিলেন, তাহার পর অত্যন্ত ক্লান্ত-দেহে একখানি চেয়ারে উপবেশনপূর্ব্বক উভয় করতলে মুখ ঢাকিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল চিন্তার পর তিনি উঠিয়া কলেনকোর্টকে বলিতে লাগিলেন,—"তোমার কি সকল কথা বলিবার সাহস হয় না? তোমার আলেকজান্দার তোমাকে আমার কাছে কি বলিতে বলিয়াছে, শুনি?"

এই কঠিন বিদ্রূপ-কশাঘাতে কলেনকোর্ট হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পাইলেন, তিনি ব্যথিতচিত্তে সম্রাট্‌কে বলিলেন—"সম্রাট্, আপনার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র দয়া নাই। আপনি হৃদয়ে যে আঘাত পাইয়াছেন, তাহা আপনাকে আহত করিবার পূর্ব্বে আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়াছে। আটচল্লিশ ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া এই যন্ত্রণা আমার হৃদয়ে নিহিত ছিল।"

নেপোলিয়ান এবার সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। তিনি তাঁহার করতল উত্তপ্ত ললাটে স্থাপন করিয়া স্নেহ-বিগলিতস্বরে বলিলেন,—"কলেনকোর্ট, বন্ধু, আমি দোষ করিয়াছি, আমিই অপরাধী। আমার চারিদিকে এত বিপদ্ ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে যে, আমি আমার মস্তিষ্কের মধ্যে বিষম যাতনা অনুভব করিতেছি। যে বিপুলশক্তিতে আমি শত যুদ্ধক্ষেত্রে ও সহস্র বিপদে সম্পূর্ণ অবিচলিত থাকিতাম, তাহা হইতে আমি বঞ্চিত হইয়াছি। কলেন-কোর্ট, তোমার প্রতি আমার বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস নাই, আমার সহযোগিবৃন্দের মধ্যেও কেবল তোমার প্রতিই আমার অগাধ বিশ্বাস বর্ত্তমান। আর যদি কাহাকেও আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি, আর যদি কাহারও শ্রদ্ধা-ভক্তিতে আমার বিশ্বাস থাকে, তবে সে আমার দুর্ভাগ্য সৈন্যগণ। যখন আমার সুসময় ছিল, তখন আমি মনে করিতাম, আমি মানুষ চিনি, কিন্তু বিপদের সময়েই তাহা-দিগকে যথার্থ চিনিতে পারিতেছি।"—সহসা নেপোলিয়ান নিস্তব্ধ হইয়া দৃষ্টি অবনত করিলেন এবং গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

কলেনকোর্ট অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার দুশ্চিন্তারও অবধি ছিল না, তিনি বলিলেন, "সম্রাট্, আমাকে কিছুকাল বিশ্রামের অনুমতি করুন। আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। আমার সকল কথা শুনিয়া আপনার কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে। এখন সকল কথা বলি, আমার এরূপ সামর্থ্য নাই।"

সম্রাট বলিলেন, "তুমি অন্যায় কথা বল নাই, যাও, কিছুকাল বিশ্রাম কর, তুমি যাহা বলিবে, তাহা আমি কতক অনুমান করিতে পারিতেছি, ভবিষ্যতের জন্য আমার প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য। এখন কিছুকাল বিশ্রাম কর, আমি রাত্রি দশটার সময় তোমাকে ডাকাইয়া পাঠাইব।"

রাত্রি দশ ঘটিকার সময় কলেনকোর্ট সম্রাট-সদনে উপ-স্থিত হইলেন, সম্রাট উদ্বেগ-বিরহিত দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "কলেনকোর্ট, ঐখানে ব'স, তাহারা আমাকে কি করিতে বলে? তাহারা কি চাহে?"

আলেকজান্দারের সহিত কলেনকোর্টের যে সকল কথা হইয়াছিল, কলেনকোর্ট নেপোলিয়ানের নিকট তাহা অবি-কল ব্যক্ত করিলেন। বোর্ব্বোঁবংশকে ফরাসী-সিংহাসনে সংস্থাপনের জন্য ইউরোপীয় রাজশক্তি সচেষ্ট হইয়াছেন শুনিয়া নেপোলিয়ান অত্যন্ত অধীরচিত্তে চেয়ার হইতে উঠিয়া গৃহে পাদচারণ করিতে লাগিলেন, যেন তাঁহার হৃদ-য়ের সুপ্ত ক্রোধানল আহুতিপুষ্ট হোমাগ্নিশিখার ন্যায় জ্বালা-ময়ী জিহ্বা প্রসারিত করিল। নেপোলিয়ান সক্রোধে বলিতে লাগিলেন,—"ইহারা একেবারে পাগল হইয়াছে। বোর্ব্বোঁদিগকে ফরাসী-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবে! এক বৎসরও এ রাজ্য স্থায়িত্ব লাভ করিবে না। বোর্ব্বোঁগণের ফরাসীজাতির সহিত বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি নাই। বিশেষতঃ সৈন্যদল,—সৈন্যদলের তাহারা কি উপায় করিবে? আমার সৈন্য কখনও তাহাদিগের শাসন গ্রাহ্য করিবে না।

এ কথা কে বিস্মৃত হইবে যে, বোর্ব্বোঁবংশ আজ বিশ বৎসর ধরিয়া বৈদেশিকের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছে, ফ্রান্সের কল্যাণ ও ফরাসীর জাতীয় বিশেষত্বের সহিত তাহারা সম্পূর্ণ সম্বন্ধ-বর্জ্জিত? ইহা কেবল বাতুলতা নহে, দেশের সর্ব্বপ্রকার বিপৎসংঘটনই ইহার শেষ ফল। আমি কোন দিন ফরাসী সিংহাসনে উপবেশনে সাহসী হইতাম না, যদি আমি বাহুবলে রাজমুকুট জয় না করিতাম! ফরাসী জাতি আমাকে এরূপ উচ্চস্থান প্রদান করিয়াছে কেন? কারণ, আমি তাহাদের সঙ্গে তাহাদের হিতের জন্য পরিশ্রম করিয়াছি, অনেক দেশহিতকর মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি, কিন্তু এই বোর্ব্বোঁবংশ? ফ্রান্সের জন্য তাহারা কি করিয়াছে? আজ ফ্রান্স যে গৌরব, যে উন্নতি, যে বিপুল জয়লাভে ধন্য হইয়াছে, বোর্ব্বোঁবংশের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ আছে কি? বৈদেশিকগণ অনুগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে সিংহাসন দান করিবে, তাহারা ভৃত্যের ন্যায় সেই সকল বৈদেশিকের প্রত্যেক আজ্ঞা নতশিরে পালন করিবে। আমাকে নির্ব্বাসিত করিয়া বোর্ব্বোঁদিগকে সিংহাসনে সংস্থাপনপূর্ব্বক তাহারা ফরাসীদেশে শান্তিস্থাপন করিতে চাহে। তাহা কখন সম্ভব হইবে না। কলেনকোর্ট, আমার কথা মনে রাখিও।"

অনন্তর সম্রাট্ মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া ধীরস্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "যতক্ষণ আশা আছে, ততক্ষণ শত্রুগণের প্রস্তাবের অনুমোদন কর্ত্তব্য বলিয়া আমার বোধ হয় না, এখনও আমার অধীনে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য বর্ত্তমান। তাহাদের বিশ্বাস ও প্রভুভক্তি এখনও অক্ষুণ্ণ আছে, তাহারা এখনও তাহাদিগকে পারিস অভিমুখে পরিচালিত করিবার জন্য আমাকে আহ্বান করিতেছে। আমার কামাননির্ঘোষ পারিস-বাসিগণের মৃতপ্রায় দেহে উৎসাহের বিদ্যুৎশিখা প্রবাহিত করিবে। জাতীয় শক্তি আবার সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। পারিসের অধিবাসিবৃন্দ সাহসী; তাহারা প্রাণপণে আমার সহায়তা করিবে। আমি জয়লাভ করিব, তাহার পর তাহারা কাহাকে রাজা বলিয়া গ্রহণ করে, তাহার পরীক্ষা হইবে। যতক্ষণ ফরাসী জাতি আমাকে সিংহাসন হইতে বিদূরিত না করে, ততক্ষণ আমি সিংহাসন পরিত্যাগ করিব না। কলেনকোর্ট, আমার সঙ্গে চল, এখন রাত্রি বারটা, আমি সৈন্য পরিদর্শন করিব।"

নেপোলিয়ান প্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন, কলেনকোর্ট তাঁহার অনুসরণ করিলেন, সৈন্যগণ নেপোলিয়ানকে পুনর্ব্বার তাহাদিগের সম্মুখীন দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, সকলে মহোৎসাহে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিল, "জয় সম্রাটের জয়" শব্দে চতুর্দ্দিকস্থ সেই নৈশপ্রকৃতি প্রতিধ্বনিত হইল। সৈনিক কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে বলিলেন, "সম্রাট্, আমাদিগকে পারিসাভিমুখে পরিচালিত করুন।"

সম্রাট্ বলিলেন,—"বন্ধুগণ, আমরা কল্য পারিস-উদ্ধারে যাত্রা করিব।" সৈন্যগণের উৎসাহ দেখিয়া কলেনকোর্টের মনে হইল, হয় ত এখনও সম্রাটের জয়ের সম্ভাবনা আছে। সম্রাট্ কলেনকোর্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তুমি কি মনে কর?"

কলেনকোর্ট বলিলেন, "সম্রাট্, এই আপনার শেষ চেষ্টা। কি কর্ত্তব্য, তাহা আপনিই বিবেচনা করুন।"

সম্রাট্ সহাস্যে বলিলেন, "তুমি আমার সঙ্কল্পেরই সমর্থন করিতেছ, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।"

অল্পবয়স্ক সেনাপতিবৃন্দ সকলেই পারিস-যাত্রার পক্ষে মত প্রদান করিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ সেনাপতিগণ যথেষ্ট অর্থ ও কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাঁহারা দেখিলেন, নেপোলিয়ানের সহায়তা দ্বারা কেবল নূতন বিপদে মগ্ন হইয়া সকলই হারাইতে হইবে, সুতরাং তাঁহারা শত্রুর বিপক্ষতাচরণ অকর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া মৌন রহিলেন।

এ দিকে টালিরান্দ সিনেট সভার সভাপতিরূপে শত্রুপক্ষের সাহায্য করিতে লাগিলেন, তিনি সিনেট সভার সভ্যগণকে নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া নেপোলিয়ানকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য ভোট সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং ফরাসীদেশের প্রধান শাসনকর্ত্তার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ান সে কথা জানিতেন, কিন্তু তিনি সিনেট সভার সভ্যগণের হস্তে ফরাসী-সিংহাসন লাভ করেন নাই; অধিবাসিবর্গই তাঁহাকে তাহাদিগের অধীশ্বরপদে বরণ করিয়াছিল, সুতরাং টালিরান্দের ব্যবহারে ফরাসী প্রজামণ্ডলী অত্যন্ত বিরক্ত ও হতাশ হইয়া উঠিল। বোর্ব্বোঁদিগের শুভানুধ্যায়িগণের আনন্দের ইয়ত্তা রহিল না। সৈন্যগণের ভয় ও বিস্ময় সমধিক বৰ্দ্ধিত হইল।

পরদিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় নেপোলিয়ান পুনর্ব্বার সৈন্যদল পরিদর্শন করিলেন। সৈন্যগণের কাওয়াজ হইল,

কাওয়াজ শেষ হইলে নেপোলিয়ান তাঁহার সেনাপতি ও অমাত্য প্রভৃতিকে লইয়া পরামর্শ করিতে বসিলেন। এই পরামর্শ-সভায় উপস্থিত হইয়া সকলের মতামত জানিয়া সম্রাটের সকল আশা নিঃশেষিত হইল। তাঁহার সেনাপতি-গণের অধিকাংশই তাঁহার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন।

সেনাপতিবৃন্দের এই প্রকার মত দেখিয়া হতাশচিত্তে নেপোলিয়ান তাঁহাদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, "তোমরা বিরামসুখের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছ, তোমরা সেই সুখই লাভ কর, কিন্তু হায়! তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না যে, তোমাদের এ সুখশয্যার চতুর্দ্দিকে কত বিপদ্ ও কষ্ট কণ্টকিত হইয়া রহিয়াছে। তোমরা আজ যে শান্তি-লাভের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছ, তাহা সহস্র যুদ্ধ অপেক্ষা তোমাদের জীবন অধিক বিপন্ন করিবে।"

নেপোলিয়ান অবসন্নভাবে তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন, কয়েক ঘণ্টা কঠোর যাতনা ও উদ্বেগ সহ্য করিয়া নেপোলিয়ান কলেনকোর্টকে পুনর্ব্বার আহ্বান করিলেন, কলেনকোর্ট অবিলম্বে নেপোলিয়ানের সম্মুখীন হইলে সম্রাট্ ধীরস্বরে বলিলেন,—"কলেনকোর্ট, আমি সিংহাসনত্যাগপত্র লিখিয়াছি, ইহা লইয়া তুমি পারিসযাত্রা কর।" সম্রাটের কথা শুনিয়া কলেনকোর্ট আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না, অশ্রুধারায় তাঁহার গণ্ডস্থল প্লাবিত হইয়া গেল। এই দৃশ্যে নেপোলিয়ানও আত্মসংবরণ করিতে অসমর্থ হইলেন, তিনি বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে গদগদস্বরে বলিলেন, "হায়, সাহসী বন্ধু, তুমি আমার অকৃতজ্ঞ অনুচরবর্গের ব্যবহার লক্ষ্য করিলে, আমার প্রতি তাহারা যে ব্যবহার করিল, তাহারা তাহার ফল ভোগ করিবে।" অনন্তর তিনি কলেনকোর্টকে সস্নেহে আলিঙ্গনদানপূর্ব্বক বলিলেন, "কলেনকোর্ট, আর বিলম্ব করিও না, অবিলম্বে যাত্রা কর।" নেপোলিয়ান তাঁহার সিংহাসনত্যাগের পত্র টেবিল হইতে লইয়া কলেনকোর্টের হস্তে প্রদান করিলেন। পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল:—

"ইউরোপের সম্মিলিত রাজশক্তি ঘোষণা করিয়াছেন যে, সম্রাট্ নেপোলিয়ান শান্তিস্থাপনের একমাত্র বিঘ্ন। সেই জন্য সম্রাট্ নেপোলিয়ান শপথপূর্ব্বক স্বীকার করিতেছেন যে, তিনি স্বদেশের কল্যাণ-সাধনার্থ সিংহাসন, পারিস, এমন কি, তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন। অতঃপর সম্রাজ্ঞীর প্রতিনিধিত্বে তাঁহার পুত্র রাজ্যলাভ করিবেন, সাম্রাজ্যের ব্যবস্থা সংরক্ষিত হউক।—ফন্‌টেনব্লোর রাজপ্রাসাদে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রেল স্বাক্ষরিত হইল।"

নেপোলিয়ান সেনাপতি ম্যাকডোনাল্ড ও নেকে কলেনকোর্টের সহযোগিরূপে তাঁহার সহিত পারিস-যাত্রার জন্য অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সম্রাটের জন্য তাহাদিগের নিকটে আমরা কি দাবি করিব?"

নেপোলিয়ান বলিলেন,—"আমার জন্য তোমাদের কিছুই করিতে হইবে না। তবে ফ্রান্সের জন্য যাহা পার করিবে, আমার কোনই প্রার্থনা নাই।"

সেনাপতি মারমণ্টের অধীনে নেপোলিয়ানের দ্বাদশ সহস্র সৈন্য ছিল। কলেনকোর্ট ও তাঁহার সহযোগিদ্বয়কে পারিসে প্রেরণ করিয়া নেপোলিয়ান মারমণ্টের নিকট একজন দূত প্রেরণ করিলেন, মারমণ্ট সসৈন্যে ফন্‌টেনব্লো ও পারিসের মধ্যপথে অবস্থান করিতেছিলেন, নেপোলিয়ানের দূত যথাকালে তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক জানাইলেন, মারমণ্ট সসৈন্যে শত্রুপক্ষের সহিত যোগদান করিয়াছেন!

নেপোলিয়ান প্রথমে এই সংবাদে বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিলেন না, তিনি আবেগপূর্ণস্বরে বলিলেন,—"ইহা অসম্ভব! মারমণ্ট কখন বিশ্বাসঘাতক হইতে পারে না।" কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার অবিশ্বাস দূর হইল, তখন তিনি অবসন্নভাবে চেয়ারে ঢলিয়া পড়িলেন; প্রাচীরগাত্রে তাঁহার নির্নিমেষ দীপ্তিমান্ চক্ষু সংস্থাপনপূর্ব্বক গভীর-দুঃখভরে বলিলেন,—"সে আমার ছাত্র, আমার পুত্রস্থানীয়। হায় অকৃতজ্ঞ! আমা অপেক্ষাও সে অধিক অসুখী হইবে।"

এ দিকে কলেনকোর্ট ও তাঁহার সহচরগণ মারমণ্টের এই বিশ্বাসঘাতকতাসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকিয়াই পারিসে উপস্থিত হইলেন। কলেনকোর্টকে দেখিয়া রুসীমর্থ, কিন্তু কিছু বিব্রত হইয়া পড়িলেন, শেষে তিনি ধীরবৃন্দের মতামত করিলেন,—ঘটনাস্রোত অন্যদিকে প্রবাহিত, সমর্থন করা প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে।" বিবেচনা না করে,

কলেনকোর্ট বলিলেন,—"আমি সম্রাট হইবে। আমার

সিংহাসনত্যাগপত্র আনিয়াছি, তিনি তাঁহার পুত্রের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়াছেন। আশা করি, এখন সন্ধিস্থাপনের আর কোন আপত্তি নাই।"

আলেক্জান্দার বলিলেন,—"ডিউক! যখন তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাতের পর বিদায়গ্রহণ কর, তাহার পর নেপোলিয়ানের অবস্থা অধিকতর সঙ্কটপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ফন্‌টেনাব্লুঁর চতুর্দ্দিকে তাঁহার যে সকল সৈন্য ছিল, তাহাদিগের সাহস ও উৎসাহ, নেপোলিয়ানের প্রতি তাহাদিগের অদম্য অনুরাগ, নেপোলিয়ানের সাহস ও সৈন্যগণের প্রতি তাঁহার নির্ভর সমস্ত মিলিয়া রাজগণের মনে বিভীষিকার সঞ্চারে সমর্থ ছিল, কিন্তু আজ সম্রাট্ নেপোলিয়ানের সে ক্ষমতা অন্তর্হিত!"

কলেনকোর্ট বলিলেন, "সম্রাট্, আপনি প্রতারিত হইয়াছেন। সম্রাট্ নেপোলিয়ানের অধীনে এখনও অশীতিসহস্র সৈন্য আছে, তাহারা পারিস উদ্ধারের জন্য নেপোলিয়ানের দ্বারা পরিচালিত হইবার অভিপ্রায় করিয়াছে। তাহারা সম্রাটের রক্ষার জন্য প্রাণসমর্পণে প্রস্তুত, তাহাদের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে পারিসনগরে নবজীবনের সঞ্চার হইবে।"

আলেক্জান্দার বলিলেন, "প্রিয় ডিউক্! আমি তোমার মনে বেদনা দিতেছি, এ জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। ব্যাপার কি দাঁড়াইয়াছে, তাহা তুমি এখন পর্য্যন্ত জানিতে পার নাই।" আলেক্জান্দার টালিরান্দের ও মারমন্টের বিশ্বাসঘাতকতার কথা কলেনকোর্টের গোচর করিলেন।

এই সংবাদে কলেনকোর্টের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি কোন কথা বলিতে পারিলেন না; অবশেষে ভগ্নহৃদয়ে বিষাদভরে ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—"আপনার উদারতার উপর নির্ভর করা ভিন্ন আর কোন আশা নাই। নেপোলিয়ানকে তাঁহার বন্ধুগণ, তাঁহার সেনাপতিগণ সকলেই স্বার্থলোভে শত্রুহস্তে পরিত্যাগ করিয়াছে। ইহা অতি দুঃসহ!"

কারণ, তাহা ক্জান্দার কলেনকোর্টের দুঃখ ও ক্ষোভে যথেষ্ট করে, তাহার 'করিয়া বলিলেন,—"দেখি, আমি কতদূর কি আমাকে সিংহাসন ?"—তিনি নেপোলিয়ানের সিংহাসনত্যাগ-সিংহাসন পরিত্যাগ 'রিলেন; সবিস্ময়ে দেখিলেন, তাহাতে সঙ্গে চল, এখন রাত্রি বৃ জন্য কোন প্রার্থনাই করেন নাই।

তখন তিনি বলিলেন, "নেপোলিয়ান আমার বন্ধু, এখনও আমি তাঁহার স্বপক্ষতাচরণ করিব। আমি তাঁহার সম্রাট্-পদবী হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে দিব না, এল্‌বা অথবা অন্য কোন দ্বীপে তিনি রাজত্ব করিবেন।"

অবশেষে ইউরোপের রাজন্যবর্গ নেপোলিয়ানের সম্বন্ধে বিচার করিতে বসিলেন; অনেক তর্ক-বিতর্ক ও বাগ্-বিতণ্ডার পর স্থির হইল, নেপোলিয়ানের এই সিংহাসনত্যাগপত্র গ্রহণ করা হইবে না, তিনি তাঁহার পুত্রকে রাজপদ প্রদান করিয়া সিংহাসন হইতে অপসৃত হইতে চাহেন, শক্তিপুঞ্জ এই প্রকার সর্ত্তে আবদ্ধ হইতে অসম্মত। তবে নেপোলিয়ান যদি কোন সর্ত্ত না করিয়া ইউরোপীয় রাজগণের উপর নির্ভর করিয়া সিংহাসন ত্যাগ করেন, তবে তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য হইতে পারে। কলেনকোর্ট ও তাঁহার সহযোগিদ্বয় এই সংবাদ পাইয়া বুঝিলেন, নেপোলিয়ানের আর মঙ্গল নাই, হয় ত তাঁহাকে বন্দী করা হইবে। তাঁহার রক্ষার উপায়চিন্তাতেই তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে কলেনকোর্ট বলিলেন, "সম্রাটের নিকট আবার এই নূতন দুঃসংবাদ লইয়া কে যাইবে?"

সেনাপতি নে উত্তর দিলেন, "তুমি। তুমি তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু, তুমি ভিন্ন আর কাহারও পক্ষে এ দুঃসংবাদ তাঁহার নিকট উপস্থিত করা সঙ্গত হইবে না। যদি আমার কথা বল, তবে বলিতে পারি, শত্রুসৈন্যের সম্মুখেই আমার যত সাহস—আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রাণ থাকিতে বলিতে পারিব না যে—"

দুঃখে, ক্ষোভে সেনাপতি নের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল; তিনি আর কথা বলিতে পারিলেন না, অশ্রুরাশিতে তাঁহার চক্ষু পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

অবশেষে এই দুঃসংবাদ লইয়া কলেনকোর্টকেই সম্রাটের নিকট যাইতে হইল। তিনি সম্রাটের নিকটে উপস্থিত হইয়া রুসীয় সম্রাটের অভিপ্রায় জানাইলেন। বিনা সর্ত্তে তাঁহাকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে হইবে শুনিয়া নেপোলিয়ান ক্রোধে ও ঘৃণায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার প্রবল উৎসাহ ও রুদ্ধ উদ্যম আগ্নেয়গিরির অগ্নিময় উৎসের ন্যায় শতমুখে উৎসারিত হইয়া উঠিল, তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল, তাঁহার মুখমণ্ডল লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। তিনি আবেগকম্পিতকণ্ঠে বলিলেন,

"এই সকল গর্ব্বিত বিজেতাগণ কি মনে করে যে, বিশ্বাসঘাতকগণ তাহাদিগের সহায়তা পূর্ব্বক পারিসের সিংহদ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে বলিয়াই তাহারা ফ্রান্সের উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছে? মুষ্টিমেয় নীচ চক্রান্তকারী আমার সর্ব্বনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছে বটে, কিন্তু ফরাসী-জাতি তাহাদিগের কুচক্রান্তের সমর্থন করে নাই। আমি আমার চতুর্দ্দিকে আমার প্রজাবৃন্দ ফরাসীজাতিকে আহ্বান করিব। নির্ব্বোধগণ এ কথা বুঝিতে পারে না যে, আমার মত লোক সমাধিতে বিশ্রাম করিবার পূর্ব্বে কখন শত্রুপক্ষের ভয় দূর হইবার আশা নাই। আগামী কল্য এক ঘণ্টার মধ্যে আমি এই শৃঙ্খল ছিন্ন করিব, তাহার পর আমার একলক্ষ ত্রিশহাজার সৈন্য লইয়া মহাপরাক্রমে শত্রুগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিব। কলেনকোর্ট, আমার হিসাব দেখ, এখানে পঞ্চবিংশতি সহস্র রক্ষিসৈন্য আছে, ইহারা এক একজন এক একটি অসুরের ন্যায় শত্রুধ্বংসকারী, লিয়নসে আমি ত্রিশসহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিব, ইতালী হইতে অষ্টাদশ সহস্র সৈন্য ফ্রান্সে উপস্থিত হইয়াছে। সচেতের অধীনে পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য প্রতীক্ষা করিতেছে, সেনাপতি সল্টের অধীনস্থ চল্লিশ সহস্র সৈন্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে—ইহাদিগকে একত্র করিলে একলক্ষ ত্রিশহাজার সৈন্য সমবেত হইবে। এখনও আমি ফ্রান্স ও ইতালীর সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গমস্থানের অধিকারী রহিয়াছি; জানি না, সেই সকল স্থানও ক্রূরপ্রকৃতি বিশ্বাসঘাতকগণে পরিপূর্ণ কি না! যাহা হউক, আমি পুনর্ব্বার অসি ধারণ করিলাম।" ক্রমে নেপোলিয়ানের মস্তক উন্নত ও কণ্ঠস্বর গম্ভীর হইয়া উঠিল, তিনি বলিতে লাগিলেন, "এই তরবারির সাহায্যে আমি ইউরোপের সমস্ত রাজ্যের রাজধানীর দ্বার মুক্ত করিয়াছিলাম, এখনও আমি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী সৈন্যগণের পরিচালক, আমার এই সকল সৈন্য এখনও পৃথিবীতে দুর্জ্জেয়। স্বাধীনতার নামে আমি তাহাদিগকে স্বদেশরক্ষার্থ উত্তেজিত করিব। আমার উন্নত শ্যেনাঙ্কিত পতাকায় অঙ্কিত রহিবে, 'স্বাধীনতা ও আমাদের স্বদেশ!' সে পতাকা শত্রুগণের হৃদয়ে মহাতঙ্কের সঞ্চার করিবে। আমার যে সমস্ত সেনাপতি এ পর্য্যন্ত বহুরণজয়ে খ্যাতিলাভ করিয়া এখন বিশ্রামের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা অবসর গ্রহণ করিতে পারে। আমি আমার সৈন্যদল হইতে সেনাপতি ও মার্শেল নিযুক্ত করিব। আমার পত্রবাহকগণের যে পথ রুদ্ধ, পঞ্চাশসহস্র সৈন্যের সম্মুখে সে পথ মুক্ত হইবে।"

সম্রাট্ দ্রুতপদে অশান্তভাবে কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন; তাহার পর সহসা থামিয়া কলেনকোর্টের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "নে ও ম্যাকডোনাল্ডকে অবিলম্বে এখানে ফিরিয়া আসিবার জন্য পত্র লেখ। আমি শত্রুপক্ষের সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলাম। ফ্রান্সের কল্যাণ ও শান্তির জন্য আমি সকল স্বার্থ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু শত্রুগণ তাহা অগ্রাহ্য করিল। তাহারা আমার সিংহাসনত্যাগের পত্র গ্রহণ করে নাই; উত্তম কথা, আমি তাহা প্রতিগ্রহণ করিলাম, আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইব। যুদ্ধক্ষেত্রে আমার অধিকারের বিচার হইবে; পুনর্ব্বার ফরাসী শোণিতস্রোতে দেশের কলঙ্করাশি বিধৌত হইবে।"

কলেনকোর্ট দেখিলেন, নেপোলিয়ান পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে লম্ফপ্রদানের জন্য সমুদ্যত হইয়াছেন। কে জানে, ইহার শেষ ফল কি বিভীষিকাপূর্ণ হইবে! শত্রুসৈন্যে ফরাসীভূমি পরিপ্লাবিত, রাজগণের সামান্য ইঙ্গিতমাত্রে দুই লক্ষ সৈন্য নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে সজ্জিত হইয়া তাঁহার মুষ্টিমেয় রক্ষিগণকে বিনষ্ট ও তাঁহার জীবন বিপন্ন করিতে পারে। সম্মিলিত রাজগণ তখন পর্য্যন্ত যে নেপোলিয়ানকে বন্দী করিবার চেষ্টা করেন নাই, তাহা কেবল তাঁহার সাহস ও পরাক্রম, তাঁহার শৌর্য্য ও বীর্য্য তাঁহাদিগের হৃদয়ে ঐন্দ্রজালিক মোহ উৎপাদন করিয়াছিল, সেই নিমিত্ত। কলেনকোর্ট ধীরভাবে সম্রাট্কে পরামর্শ দিলেন, তিনি যে উপায় অবলম্বন করিবার মনস্থ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে অধিকতর বিপদে ফেলিতে পারে, তাহা তাঁহার, সৈন্যমণ্ডলী, কিংবা তাঁহার রাজ্য কোন পক্ষেই হিতজনক হইবে না।

কলেনকোর্টের কথা শুনিয়া নেপোলিয়ান সরোষে বলিলেন,—"বিপদ্ কি? আমি বিপদ্কে ভয় করি না। কর্ম্মহীন জীবন অতি দুঃসহ, আমি তাহা বহন করিতে অসমর্থ, কিন্তু আমি অন্যকে জড়াইবার পূর্ব্বে আমি তাহাদের মতামত জানিতে ইচ্ছা করি। যদি আমার পক্ষ সমর্থন করা তাহারা তাহাদের স্বদেশের সমর্থন বলিয়া বিবেচনা না করে, তাহা হইলে আমার কর্ত্তব্য নির্ণীত হইবে। আমার

সেনাপতি ও মার্শেলগণকে আহ্বান কর, আমি তাহাদের মতানুসারেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব।”

উৎসাহহীন নিরুদ্যম সেনাপতিবৃন্দ নেপোলিয়ানের সমীপস্থ হইলেন। নেপোলিয়ান তাঁহাদিগকে অগ্নিময়ী ভাষায় বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“আমি সিংহাসনত্যাগ-পত্র শত্রুগণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা আমার পরিবারবর্গকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবার জন্য আমাকে বাধ্য করিতে চাহে। তাহাদের ইচ্ছা, আমি আমার স্ত্রী, পুত্র ও স্বজনমণ্ডলীকে পরিত্যাগ করি। তোমাদের কি এই প্রস্তাবে সম্মতি আছে? যে অগণ্য শত্রু-সৈন্য আমাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, আমি তাহা-দিগকে বিদীর্ণ করিয়া এ স্থান পরিত্যাগ করিতে পারি। ফরাসীদেশের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া ফরাসীজাতির প্রাণে দুর্জ্জয়শক্তি সঞ্চারিত করি-বার আমার সাধ্য আছে। আমি আল্পসের পার্ব্বত্য প্রদেশে ধাবিত হইয়া সেনাপতি অগারুর সহিত যোগদান করিতে পারি, সেনাপতি সল্টকে আমি আমার পতাকা-মূলে সসৈন্যে আহ্বান করিতে পারি, এবং সচেতকে আমার কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারি এবং লম্বার্ডি প্রদেশে ইউজিনের নিকট উপস্থিত হইয়া সেখান হইতে আমি ইতালীগমনেও সমর্থ; সেখানে আমি নূতন সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারি, আমার সহচরবৃন্দের জন্য নব নব সৌভাগ্যপথ মুক্ত হইতে পারে, তাহার পর ফরাসীভূমি একবাক্যে আমাদিগকে আহ্বান করিবে। সেনাপতিবৃন্দ, তোমরা আমার অনু-গমনে সম্মত আছ?” সেনাপতিগণ কেহ একটি কথাও বলিলেন না, সকলেই মৌনভাবে নতমস্তকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ দৃশ্য অসহ্য বোধ হওয়ায় কলেন-কোর্ট সে স্থান হইতে উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন, এমন সময় নেপোলিয়ান বলিলেন, “কলেনকোর্ট, থাম।” তাহার পর তিনি টেবিলের নিকট বসিয়া স্বহস্তে লিখিলেন,—

“৬ই এপ্রেল ১৮৩৪।

ইউরোপের সম্মিলিত রাজশক্তি ঘোষণা করিয়াছেন যে, সম্রাট্ নেপোলিয়ান শান্তিস্থাপনের একমাত্র বিঘ্ন। সেই জন্য সম্রাট্ নেপোলিয়ান শপথপূর্ব্বক স্বীকার করিতেছেন যে, তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের পক্ষ হইতে ফ্রান্স ও ইতালীর সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন। তিনি ফরাসীভূমির কল্যাণকামনায় সর্ব্বপ্রকার আত্মত্যাগ, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত।”

কলেনকোর্টের হস্তে এই পত্র প্রদানপূর্ব্বক তিনি তাঁহার সেনাপতি ও যোদ্ধামণ্ডলীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তোমরা এখন যাইতে পার।” কলেনকোর্ট ভিন্ন সকলে সম্রাটের সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিলে, তিনি কলেনকোর্টকে বলিলেন,—“এই সকল লোকের হৃদয় কিংবা বিবেকশক্তি কিছুই নাই, আমি আমার দুর্ভাগ্যে মুহ্যমান হই নাই, কিন্তু ইহাদের অকৃতজ্ঞতা আমাকে অত্যন্ত নিপীড়িত করিয়াছে, ইহা অত্যন্ত দুঃসহ। সমস্তই শেষ হইল, বন্ধু, তুমি এখন যাও।”

কলেনকোর্ট লিখিয়া গিয়াছেন,—“আমি ফণ্টেনব্লোঁর এই দৃশ্য কখন বিস্মৃত হইব না। ফরাসীসাম্রাজ্যের এই শোচনীয় দুর্দ্দশার তুলনা ইতিহাসে একান্ত দুর্লভ, নেপো-লিয়ানের এই দুঃসহ যাতনার তুলনা পাওয়া যায় না। সম্রাট্ নেপোলিয়ানের মহত্ব এই সময় আমি যেমন উপ-লব্ধি করিয়াছিলাম, এমন আর কখনও করি নাই।”

৬ই এপ্রেল সায়ংকালে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। পর-দিন প্রভাতে সূর্য্যোদয় হইলে কলেনকোর্ট নেপোলিয়ানের এই সর্ত্তবিহীন সিংহাসনত্যাগপত্র লইয়া পারিসাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যথাকালে সম্মিলিত-রাজগণের দরবারে এই পত্র প্রদত্ত হইল। নেপোলিয়ানের এই প্রকার অনন্য-সাধারণ আত্মত্যাগে তাঁহাদিগের হৃদয়ে করুণাসঞ্চার হইল। তাঁহাদিগের সৈন্যগণ ফণ্টেনব্লোঁর অভিমুখে ধাবিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাদিগের রণযাত্রা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর নেপোলিয়ান ও তাঁহার পরিবারগণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হইবে, তাহাই মন্ত্রণাসভায় আলোচিত হইতে লাগিল।

বোর্ব্বোঁদলভুক্ত ব্যক্তিগণ নেপোলিয়ানকে ফ্রান্স হইতে সেণ্টহেলেনা দ্বীপে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন, তাঁহাকে কর্ফুতে নির্ব্বাসিত করা হউক, কাহারও মত হইল, কর্শিকা-দ্বীপই তাঁহার উপযুক্ত স্থান। কলেনকোর্ট এলবাদ্বীপে সম্রাট্‌কে স্থানান্তরিত করিবার জন্য আগ্রহপ্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বোর্ব্বোঁদলভুক্ত ব্যক্তিগণ তাহাতে বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করিলেন; নেপোলিয়ান ফরাসীজাতির

হৃদয় কিরূপ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা জানিতেন; সুতরাং নেপোলিয়ানের ন্যায় দুর্জ্জয় শত্রু ফরাসীভূমির এত নিকটে বাস করেন, ইহা তাঁহাদের অভিপ্রেত হইল না।

কিন্তু সম্রাট্ আলেক্‌জান্দার সর্ব্বান্তঃকরণে কলেনকোর্টের প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। অবশেষে তাঁহার ইচ্ছারই জয় হইল। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল, এল্‌বা দ্বীপ নেপোলিয়ানকে আজীবনের জন্য ভোগ করিতে দেওয়া হইবে, তিনি এল্‌বার রাজা হইয়া সেখানে বাস করিবেন।

নেপোলিয়ান একবার স্বপ্নেও ভাবেন নাই, শত্রুগণ তাঁহার প্রতি এই ব্যবহার করিবেন। তিনি শত্রুগণের ঘৃণা বীরের ন্যায় গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তাঁহাদের প্রতিহিংসা তিনি অক্ষুণ্ণহৃদয়ে সহ্য করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রদর্শিত কৃপা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। গগনবিশ্ববিজয়ী মহাবল নেপোলিয়ান এল্‌বার রাজা! গগনবিহারী পূর্ণচন্দ্র অবশেষে লতাগুল্মবর্ত্তী ক্ষুদ্র খদ্যোতে পরিণত! নেপোলিয়ান যখন এ সংবাদ পাইলেন, তখন ক্ষোভে, দুঃখে, মনস্তাপে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল; তিনি মনে মনে সহস্রবার শত্রুগণের প্রদর্শিত এই কৃপায় পদাঘাত করিলেন। নেপোলিয়ান অবিলম্বে কলেনকোর্টের নিকট এক দূত প্রেরণ করিয়া আদেশ করিলেন, "আমার সিংহাসনত্যাগপত্র প্রত্যাহার কর। আমি পরাজিত হইয়াছি, আমি কারাগৃহে বাস করিতে প্রস্তুত আছি।"

নেপোলিয়ান এতই অধীর হইয়াছিলেন যে, তিনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কলেনকোর্টের নিকট সাত জন পত্রবাহককে প্রেরণ করিলেন। সকল পত্রেরই মর্ম্ম এক। কলেনকোর্ট সম্রাটের এই প্রকার আগ্রহাতিশয্যে একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তিনি রাজগণের হস্তে নেপোলিয়ানের সিংহাসন-ত্যাগপত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার আর কোন হাত ছিল না।

যাহা হউক, নেপোলিয়ানের এই হৃদয়ব্যাপী আগ্রহের কোন ফল হইল না। নেপোলিয়ান এখন বিজিত, শত্রুগণ তাঁহার কোন কথায় কর্ণপাত করিতে প্রস্তুত হইলেন না। ১১ই এপ্রিল সন্ধিপত্র অথবা নেপোলিয়ানের ভাগ্যলিপি প্রস্তুত হইল। স্থির হইল, সম্রাট্ নেপোলিয়ান ও সম্রাজ্ঞী মেরিয়া লুইসা জীবনের অবশিষ্ট কাল সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী নামেই অভিহিত হইবেন। নেপোলিয়ানের পরিবারবর্গও তাঁহাদের স্ব স্ব পদবী হইতে বঞ্চিত হইবেন না। নেপোলিয়ান যাবজ্জীবন এল্‌বা দ্বীপের স্বত্বাধিকারী থাকিবেন, এতদ্ভিন্ন ফরাসীদেশ হইতে তাঁহাকে বাৎসরিক আড়াই লক্ষ ফ্রাঙ্ক সাহায্য করা হইবে। পার্ম্মা, পেসেটিয়া এবং গণ্টেলা প্রদেশের স্বামিত্ব মেরিয়া লুইসাকে প্রদান করা হইবে, তাঁহার পুত্রও সেই সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিবেন। নেপোলিয়ানের মাতা ফরাসীদেশ হইতে বাৎসরিক তিন লক্ষ ফ্রাঙ্ক, যোসেফ ও তাঁহার মহিষী পাঁচ লক্ষ ফ্রাঙ্ক, লুইসা দুই লক্ষ ফ্রাঙ্ক, হরতেন্‌স ও তাঁহার পুত্র চারি লক্ষ ফ্রাঙ্ক, যেরোমি ও তাঁহার মহিষী পাঁচ লক্ষ ফ্রাঙ্ক, রাজকুমারী এলিজা তিন লক্ষ ফ্রাঙ্ক, রাজকুমারী পলিন তিন লক্ষ ফ্রাঙ্ক বৃত্তি পাইবেন। নেপোলিয়ান যোসেফিনকে বার্ষিক ত্রিশলক্ষ ফাঙ্ক বৃত্তি স্থির করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা হ্রাস করিয়া দশ লক্ষ করা হইল। এতদ্ব্যতীত রাজপরিবারস্থ পুরুষ ও রমণীগণ তাঁহাদের স্ব স্ব সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিবেন, ইহাও স্থির হইল; কিন্তু নেপোলিয়ানের ফরাসী দেশ-সংস্পৃষ্ট সমস্ত সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইবে, এরূপ নির্দ্ধারিত হইল।

নেপোলিয়ানের প্রতি যে দয়া প্রদর্শিত হইল, তাহা সকলেই সমর্থন করিলেন; কিন্তু ইংলণ্ডের উদার মন্ত্রিসভা এই মতের বিরোধী হইলেন। তবে নেপোলিয়ানের সৌভাগ্যক্রমে সেখানে কোন ইংরাজ রাজদূত উপস্থিত ছিলেন না, তাই আলেক্‌জান্দার নেপোলিয়ানের হিতসাধনে কৃতকার্য্য হইলেন।

১১ই এপ্রিল সায়ংকালে কলেনকোর্ট কাগজপত্র লইয়া ফন্টেনব্লোঁতে নেপোলিয়ানের নিকট যাত্রা করিলেন। রাজগণ আদেশ করিয়াছিলেন, দুই দিনের মধ্যে নেপোলিয়ানকে ফরাসীভূমি পরিত্যাগ করিতে হইবে। কলেনকোর্ট নেপোলিয়ানের সিংহাসনত্যাগপত্র প্রতিগ্রহণ না করিয়া তাঁহার আদেশ অবহেলা করিয়াছেন, সম্রাট্ তাঁহাকে কি বলিবেন, ভাবিয়া কলেনকোর্ট অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। অবশেষে কলেনকোর্ট নেপোলিয়ানের সম্মুখীন হইলে সম্রাট্ তাঁহার মুখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার সিংহাসনত্যাগের পত্র ফিরাইয়া আনিয়াছ?"

কলেনকোর্ট ধীরে ধীরে সম্রাটের নিকট সকল কথা প্রকাশ করিলেন। নেপোলিয়ান প্রথমে অত্যন্ত রাগ প্রকাশ করিলেন; কলেনকোর্ট যৎপরোনাস্তি পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, তিনি নেপোলিয়ানের কক্ষে কাগজপত্র ফেলিয়া বিশ্রাম করিতে চলিলেন। কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর কলেনকোর্ট সম্রাট্‌সদনে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দেখিলেন, সম্রাট্ অত্যন্ত অবসন্নভাবে বসিয়া আছেন। কলেনকোর্ট অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে কালযাপন করিতেছিলেন, কারণ, তিনি জানিতেন, রাজগণের প্রস্তাবিত সন্ধি যদি নেপোলিয়ানের অনুমোদিত না হয়, তাহা হইলে নেপোলিয়ানের নিজের এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেকের জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিবে। অবশেষে কলেনকোর্ট অনুনয়পূর্ব্বক সম্রাটকে বলিলেন, "আমার অনুরোধ, আপনার পূর্ব্বগৌরব স্মরণপূর্ব্বক কর্ত্তব্য স্থির করুন।" নেপোলিয়ান অনেকক্ষণ অধোবদনে নির্ব্বাক্‌ভাবে অতি ধীরে কক্ষতলে পাদচারণা করিয়া অবশেষে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কলেনকোর্ট, আমার সঙ্কল্প বিচলিত হইয়াছে, যাহা হয় কল্য করিব।"

সেই রাত্রে নেপোলিয়ান সহসা পীড়িত হইলেন। কলেনকোর্ট সম্রাটের পীড়ার সংবাদে তাঁহার কক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সম্রাটের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। নিদ্রাহীনতা, অবসাদ এবং নিদারুণ দুশ্চিন্তায় তাঁহার পাকাশয়ে প্রদাহ উপস্থিত করিয়াছিল। সেই ভীষণ যন্ত্রণায় তিনি তাঁহার শয্যায় ছিন্ন-কণ্ঠ কপোতের ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন, ঘর্ম্মধারায় ললাট ও মস্তক সিক্ত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার চক্ষু দীপ্তিহীন, তিনি যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া দন্ত দ্বারা একখানি রুমাল আকর্ষণ করিতেছিলেন। তিনি মনে করিলেন, তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত, গৌরব দীপ নির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইতেছে ভাবিয়া তিনি শান্তি অনুভব করিলেন; চক্ষু উন্মীলনপূর্ব্বক কলেনকোর্টকে সম্মুখে দেখিয়া তিনি উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে আবেগভরে বলিলেন, "কলেনকোর্ট, আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। আমার স্ত্রী ও পুত্র রহিল, তোমার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিয়া যাইতেছি। আমার কথা মনে রাখিও। এ দুর্ব্বহ জীবন আর আমি ধারণ করিতে পারি না।"

কিন্তু নেপোলিয়ানের সহগুণ তাঁহার সাহস ও বীরত্ব অপেক্ষা অল্প ছিল না। তিনি বলিয়াছিলেন, "কখন কখন প্রেমের নিষ্ফলতায় মানুষ আত্মহত্যা করে, ইহা অতি নির্ব্বোধের কার্য্য। কেহ কেহ অর্থনাশে ক্ষুব্ধ হইয়া আত্মহত্যা করে, ইহা অত্যন্ত কাপুরুষোচিত। অপমানিত হইয়াও অনেকে আত্মহত্যা করিয়া থাকে, ইহা দুর্ব্বলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে; কিন্তু আমার মত বিশাল সাম্রাজ্য হারাইয়াও যাহারা জীবিত থাকিতে পারে, প্রতিদ্বন্দ্বিগণের বিদ্রূপ-কটাক্ষে বিচলিত হয় না, তাহারা প্রকৃতই সাহসী।"

চিকিৎসক আইভ্যান নেপোলিয়ানকে কিঞ্চিৎ গরম চা পান করিতে দিলেন, ইহাতে তাঁহার যন্ত্রণার অনেক লাঘব হইল, অনেক রাত্রে তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। প্রভাতে যখন নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন প্রাতঃসূর্য্য পূর্ব্বাকাশ উদ্ভাসিত করিয়া তাঁহার লোহিত-কিরণে ধরণী প্লাবিত করিতেছিলেন; নেপোলিয়ান শয্যার উপর উপবেশন করিয়া বাতায়ন মুক্ত করিলেন, প্রভাত-রবির কিরণ-প্লাবিত মনোরম বিশ্বছবি তিনি প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন। ফণ্টেনব্লোঁর প্রাসাদোপকণ্ঠস্থ উপবনে নানাবিধ তরুলতা নব-বিকশিত হরিৎপত্রে সুশোভিত হইয়াছিল, বিভিন্ন জাতীয় বিহঙ্গম মানবের সুখ-দুঃখে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রকাশপূর্ব্বক প্রভাত-বাত-বিকম্পিত তরুশাখায় উপবেশন করিয়া সুললিত সঙ্গীত-তরঙ্গে সৌরকরোজ্জ্বল আকাশ প্লাবিত করিতেছিল, নেপোলিয়ান সেই প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চাহিয়া চাহিয়া অবশেষে কলেনকোর্টকে বলিলেন, "কলেনকোর্ট, আমি জীবিত থাকি, ইহা বিধাতার বিধান। আমি মরি নাই।"

কলেনকোর্ট বিনম্র বদনে বলিলেন,—"সম্রাট্, আপনার পুত্র—ফরাসীভূমির মুখ চাহিয়াও এ বিপদের সময় আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, আপনার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবে।"

নেপোলিয়ান বিগলিত-চিত্তে বলিলেন,—"আমার পুত্র —পুত্র—তাহার জন্য আমি কি সম্পত্তিরই উত্তরাধিকার রাখিয়া যাইতেছি। রাজার পুত্র আজ ভিখারী হইল। ইহা অপেক্ষা মরণই মঙ্গল। সিংহাসন হারাইয়া যে আমি হৃদয়ে অসহ্য বেদনা পাইয়াছি, তাহা নহে, দুর্ভাগ্য অপেক্ষাও কষ্টকর কিছু আছে, তাহা মনুষ্যের অকৃতজ্ঞতা। তাহাতেই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। জীবনের উপর আমার নিদারুণ বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। মৃত্যুই শান্তিদাতা। গত বিশ বৎসর ধরিয়া আমি কি যন্ত্রণাই সহ্য করিয়া আসিয়াছি।"

অনেক চিন্তার পর তিনি বলিলেন, "আমি আজ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিব। এখন ভাল আছি, বন্ধু, এখন তুমি যাও, কিছুকাল বিশ্রাম কর।"

সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবার সময় নেপোলিয়ান তাঁহার বৃত্তির অল্পতা দেখিয়া বলিলেন, "বৃত্তিসম্বন্ধীয় এই ধারাগুলি অত্যন্ত লজ্জাজনক। এগুলি রহিত করা উচিত। আমি এখন একজন সৈনিক ভিন্ন আর কিছুই নহি, প্রত্যহ এক লুই হইলেই আমার দিন চলিয়া যাইবে।"

কলেনকোর্ট সম্রাটের আত্মসম্মান দর্শনে পুলকিত হইলেন, কিন্তু তিনি সম্রাটের সহিত তর্ক না করিয়া ছাড়িলেন না; বলিলেন,—"আপনার প্রত্যহ এক লুই (ফ্রান্সের মুদ্রা) হইলে চলিতে পারে বটে, কিন্তু আপনার পরিবারবর্গের দারিদ্র্য অসহ্য; সুতরাং এ সকল ধারা বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক।"

নেপোলিয়ান আর প্রতিবাদ না করিয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন; বলিলেন,—"তুমি এই সন্ধিপত্র লইয়া অবিলম্বে পারিসে যাত্রা কর; আমার শত্রুগণকে বলিবে, আমি তাহাদিগের সহিতই সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলাম, নব-প্রতিষ্ঠিত শাসন-তন্ত্রের সহিত আমার এই সন্ধি নহে। শাসনতন্ত্র যাহাদিগের হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারা একদল হীনচেতা বিশ্বাসঘাতক ভিন্ন আর কিছুই নহে।"

অতঃপর তিনি সেনাপতি নে ও ম্যাকডোনাল্ডকে আহ্বান করিলেন। সেনাপতিদ্বয় সম্রাটের সমীপস্থ হইলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন,—"তোমরা এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর কর।" তাহার পর ম্যাকডোনাল্ডকে বলিলেন, "তোমার বিশ্বস্ততার উপযুক্ত পুরস্কার দান করি, আমার এরূপ অর্থ নাই, তথাপি আমি তোমাকে একটি স্মৃতিচিহ্ন প্রদান করিতেছি। কলেনকোর্ট, আমি মিসর জয় করিলে মোরাদ-বে আমাকে যে অসি উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, লইয়া আইস।"—কলেনকোর্ট মোরাদ-বে-প্রদত্ত অসি আনিলে তাহা ম্যাকডোনাল্ডের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক সম্রাট্ বলিলেন, "আমার বন্ধুত্বের ইহাই একমাত্র চিহ্নস্বরূপ তোমাকে অর্পণ করিলাম, তুমি আমার বন্ধু।"

ম্যাকডোনাল্ড সেই অসি স্বকীয় বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া আবেগপূর্ণস্বরে বলিলেন,—"সম্রাট্, আমি চিরজীবন সযত্নে এই অসি রক্ষা করিব। যদি আমার কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে সে এই মূল্যবান সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে।" নেপোলিয়ান ম্যাকডোনাল্ডকে প্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গনদান করিলেন, উভয়ের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। ম্যাকডোনাল্ড সম্রাটের নিকট বিদায়গ্রহণ করিলেন।

কলেনকোর্ট পারিস যাত্রা করিবার পর নেপোলিয়ান ফ্রান্স-ত্যাগের জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন, কলেনকোর্টের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া বলিলেন,—"আমি শীঘ্রই এ রাজ্য ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। কে জানিত, ফ্রান্সের বায়ুমণ্ডল এভাবে আমার নিশ্বাসরোধ করিয়া তুলিবে? মনুষ্যের কৃতঘ্নতা বিষও অসি অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ, ইহা আমার জীবন দুর্ব্বহ করিয়া তুলিয়াছে। শীঘ্র আমার রাজ্যত্যাগের আয়োজন কর।"

রুসিয়া, প্রুসিয়া, ইংলণ্ড ও অষ্ট্রিয়া ইউরোপের এই চারি মহাশক্তি সম্রাটকে এল্বাদ্বীপে রাখিয়া আসিবার জন্য স্ব স্ব দূত নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন, নেপোলিয়ানের সহিত বৃহৎ সেনাদল প্রেরণ করা কর্ত্তব্য; কারণ, তাঁহাদের আশঙ্কা হইল, ফ্রান্সের মধ্য ও পূর্ব্বভাগের অধিবাসিবর্গ নেপোলিয়ানের প্রতি আন্তরিক প্রীতিবশতঃ হয় ত তাঁহার উদ্ধারের জন্য অস্ত্রধারণ করিবে, তাহার পর রক্তস্রোতে সমগ্র দেশ প্লাবিত করিবে। ফ্রান্সের দক্ষিণাংশে নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধ-মতাবলম্বীদিগের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল; এই স্থানের লোকেরা সুবিধা পাইলে নেপোলিয়ানের প্রাণসংহার করিতে পারে, এ আশঙ্কাও ছিল। যদি তাহারা নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে ও দৈবক্রমে নেপোলিয়ানের প্রাণ নষ্ট হয়, তবে সম্মিলিত রাজগণের পক্ষে গভীর কলঙ্কের কথা হইবে ভাবিয়া তাঁহারা প্রবল সৈন্যদল সম্রাটের সহিত প্রেরণ করা কর্ত্তব্য মনে করিলেন। নেপোলিয়ানের অনেক অনুরক্ত সেনানীও তাঁহার সহিত নির্ব্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

সম্রাট্ যখন প্রাসাদ হইতে যাত্রা করিয়াছেন, ঠিক সেই সময় একজন সৈনিক যুবক সম্রাটের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "সম্রাট্, আমি বিচার প্রার্থনা করি। আমার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হইয়াছে। আমার বয়স এখন ছত্রিশ বৎসর, বাইশ বৎসরকাল আমি সম্রাটের অধীনে সৈনিকব্রত পালন করিয়াছি, আমার যোগ্যতার নিদর্শন এই দেখুন,

আমি বক্ষে ধারণ করিয়াছি, তথাপি আমি সম্রাটের সহিত এলবাদ্বীপে গমনের আদেশ পাই নাই। যদি আমার প্রতি সুবিচার করা না হয়, তাহা হইলে আমি এজন্য রক্তস্রোত প্রবাহিত করিব। আমি এ ভাবে উপেক্ষিত হইতে প্রস্তুত নহি।"

সম্রাট্ এই বিশ্বস্ত সেনানীর কথায় বিচলিত হইয়া বলিলেন,—"তুমি কি আমার সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছ? তুমি ভাবিয়া দেখিয়াছ, আমার সঙ্গে যাইতে হইলে তোমার জন্মভূমি, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন সকলকে পরিত্যাগ করিতে হইবে?"

সেনানী উত্তর করিল,—"আমি কেবল ইচ্ছুক নহি, ইহা আমার অধিকার ও গৌরব বলিয়া মনে করি। আমি আমার প্রমোশনে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছি। যদি পরিবারবর্গের কথা বলেন ত সম্রাট্, এই দ্বাবিংশ বৎসরকাল আমার পরিবারবর্গ, আমার স্ত্রী-পুত্রাদি সকল অপেক্ষা আপনার প্রতি অধিক অনুরক্ত হইয়াছি।"

সম্রাট স্নেহার্দ্র-কণ্ঠে বলিলেন,—"উত্তম, আমি তোমার যাত্রার আয়োজন স্থির করিব। বন্ধু, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

সৈনিক যুবক আনন্দ-উদ্বেলিত-কণ্ঠে বলিল,—"ধন্যবাদ সম্রাট্, আমার অগণ্য ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।"

একজন সামান্য সৈনিকের এই প্রকার শ্রদ্ধা-ভক্তি ও আত্মত্যাগ দেখিয়া নেপোলিয়ানের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি কলেনকোর্টের হস্ত ধারণ করিয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন,—"আমার কেবল চারিশত সৈন্য সঙ্গে লইবার অধিকার আছে, অথচ দেখিতেছি, আমার সমস্ত রক্ষিসৈন্য আমার সহিত যাইতে চাহে. আমার সাহসী প্রভুভক্ত সেনামণ্ডলি! হায়! আমি তোমাদের সকলকেই সঙ্গে লইতে পারিলাম না, এ দুঃখ আমার অসহ!"

এ পর্য্যন্ত আমরা সম্রাজ্ঞী মেরিয়া লুইসা কিংবা তাঁহার পুত্র-সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার অবসর পাই নাই। এই সময়ে সম্রাজ্ঞী সপুত্র পারিসের একশত মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব-কোণে ব্লইস নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। মেরিয়া লুইসার দুঃখ ও দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না, দিবারাত্রি তাঁহার মুখকমল অশ্রুরাশিতে সিক্ত হইতেছিল। সম্রাজ্ঞীর বয়ঃক্রম এই সময়ে দ্বাবিংশতি বৎসর মাত্র; বিপদ্ কি, তাহা তিনি জানিতেন না, বিপদে ধৈর্য্যধারণের শিক্ষাও তিনি কোন দিন লাভ করেন নাই, অষ্ট্রীয় সম্রাটের প্রাণসমা প্রিয়তমা দুহিতা, অর্দ্ধ ধরণীর অধীশ্বর নেপোলিয়ান বোনাপার্টের অঙ্ক-লক্ষ্মী; এ নবীন বয়সে সংসারে কোন আশা না মিটিতে তাঁহাকে গভীর পরিতাপ পাইতে হইবে, তাহা কে জানিত? মানুষের ক্ষমতা, পদ, ঐশ্বর্য্য যতই অসাধারণ হউক, দৈবের বিধান খণ্ডন করে কাহার সাধ্য? সম্রাজ্ঞী যখন নেপোলিয়ানের সিংহাসনচ্যুতির সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি সে সংবাদ বিশ্বাস করিলেন না। তিনি পরিপূর্ণ বিশ্বাসভরে বলিলেন,—"না, এ কথা কখন সম্ভবপর নহে, আমার পিতা আমার স্বামীর সিংহাসনহরণে সহায়তা করিবেন? অসম্ভব! তিনি যখন আমাকে ফরাসী-সিংহাসনে স্থাপন করেন, তখন ত পুনঃ পুনঃ আমাকে বলিয়াছেন, তিনি আমাকে সেই সিংহাসনে রক্ষা করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিবেন। আমার পিতা সত্যবাদী।"—হায় মূঢ়া, সংসারের গতি বিচিত্র!

নেপোলিয়ান যখন দেখিলেন, তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিপদের তরঙ্গ উন্মত্তবেগে প্রবাহিত, তখন তিনি সম্রাজ্ঞীকে তাঁহার নিজের নিকট লইয়া যাওয়া সঙ্গত জ্ঞান করিলেন না, পাছে কেহ কোন প্রকারে তাঁহার অপমান করে। সম্রাট্ মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে পত্র লিখিতেন। পত্রে তাঁহার দুর্ভাগ্যের কথাও পরিষ্কাররূপে মহিষীর গোচর করিতেন। সেই সকল পত্র অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মহিষীর হস্তগত হইত। অবশেষে যখন সম্রাজ্ঞী দেখিলেন, চতুর্দ্দিকে বিপদের সমুদ্র, অব্যাহতি লাভের আর কোন সম্ভাবনা নাই, রাজ্য, সিংহাসন, রাজমুকুট সমস্তই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে এবং রাজলক্ষ্মী নেপোলিয়ানের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত, তখন সম্রাজ্ঞী বলিলেন, "আর নয়, একাকী এ অন্ধকার প্রাসাদে কাহার উপর বিশ্বাস করিয়া কি সুখে বাস করিব? সম্রাটের নিকট অবস্থানই আমার পক্ষে সঙ্গত। তাঁহার এখন এ কষ্টের সময়, আমি তাঁহার নিকট থাকিলে তাঁহার হৃদয়-ভার অনেক লাঘব হইতে পারে। আমি নিশ্চয়ই তাঁহার নিকটে যাইব, আমি আর কোন সুখ চাহি না, কেবল তাঁহার সঙ্গিনী হইতে চাই, তাহাই এখন আমার একমাত্র কামনীয়।" কর্ণেল গালায় নেপোলিয়ানের নিকট হইতে পত্র লইয়া সম্রাজ্ঞীর সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সম্রাজ্ঞীকে

কর্ণেল পথের বিপদের কথা পরিস্ফুটরূপে বুঝাইয়া দিলেন এবং এ সম্বন্ধে সম্রাটের মতামত জানা কর্ত্তব্য, তাহাও বলিলেন। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সম্রাজ্ঞী সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইবার আদেশ লাভ করিবার জন্য বিশেষ অনুনয়ের সহিত একখানি পত্র লিখিলেন। সম্রাট্ সেই পত্রের উত্তরে মহিষীকে ব্লইস ও ফনটেনব্লেঁার মধ্যবর্ত্তী আর্লিনস্ নামক স্থানে তাঁহার সহিত যোগদানের জন্য অনুমতি প্রদান করিয়া পত্র লিখিলেন। আর্লিনস্ নগরে তিনি কয়েক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন, সে কয়দিন কেহ তাঁহার মুখে বিন্দুমাত্র হাসি দেখিতে পায় নাই, সর্ব্বদাই তিনি অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন, উদ্বেগ ও ভয়ে তিনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলেন। ক্রমাগত ক্রন্দনে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় ফুলিয়া উঠিয়াছিল।

মেরিয়া লুইসা নেপোলিয়ানের যোগ্যপাত্রী ছিলেন না; যে তেজ, নির্ভীকতা, দৃঢ়সঙ্কল্প নেপোলিয়ানের হৃদয়ে অখণ্ড-প্রতাপে বিরাজ করিত, মেরিয়া তাহার অংশভাগিনী হইতে পারেন নাই; যোসেফিনের অসামান্য গুণ তাঁহার ভিতর লক্ষিত হইত না, কিন্তু তিনি সরলা স্নেহময়ী রমণী ছিলেন এবং সেই গুণেই তিনি নেপোলিয়ানের প্রীতি-অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

২০এ এপ্রেল নেপোলিয়ানের ফ্রান্স পরিত্যাগ করিবার দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সিংহাসনত্যাগের পর যে কয়দিন তিনি দেশে ছিলেন, তিনি কোন প্রকার অধীরতা প্রকাশ করেন নাই। তাহার বিশ্বাস ছিল, মেরিয়া লুইসা পুত্রের সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত এল্‌বাদ্বীপে যোগদান করিবেন।

১৯এ এপ্রেল যাত্রার সকল আয়োজন শেষ হইল। নেপোলিয়ান আত্মীয়-বন্ধুগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহার পুরাতন সহযোগিবর্গের নিকটও বিদায় গ্রহণের জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের অনেকেই জেতাগণের মনোরঞ্জনের জন্য তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত নৃত্যগীতের উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ান এ কথা শুনিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিলেন না। অবশেষে কলেনকোর্ট তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, "কলেনকোর্ট, আগামী কল্য বেলা বারোটার সময় আমি শকটে উঠিব।" অনন্তর তিনি গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"কলেনকোর্ট, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, তোমার অভাব আমার পক্ষে নিদারুণ ক্লেশকর হইবে, যদি তোমাকে ছাড়িতে না হইত!"

কলেনকোর্ট বলিলেন,—সম্রাট, আমিও আপনার সঙ্গে যাইব। ফ্রান্স আমার নিকট দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে।" নেপোলিয়ান কলেনকোর্টকে তাঁহার সঙ্কল্প ত্যাগ করিবার জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন; তিনি কলেনকোর্টকে নানাবিষয়ে উপদেশ দান করিলেন। অবশেষে কম্পিত-স্বরে বলিলেন,—"কলেনকোর্ট, বন্ধু, একদিন আমরা আবার সম্মিলিত হইব।"

নেপোলিয়ানের যে সমস্ত ভক্ত কর্ম্মচারী তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে আসিয়াছিলেন, নেপোলিয়ান বিদায়-মুহূর্ত্তে তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—"বন্ধুগণ! আমি আর অধিকক্ষণ তোমাদিগের মধ্যে থাকিব না। এখন তোমরা অন্য গবর্ণমেণ্টের অধীনে কার্য্য করিবে, তোমরা যেরূপ বিশ্বস্তভাবে আমার সেবা করিয়াছ, নব গবর্ণমেণ্টের সেইরূপ সেবা করিবে। আমি তোমাদিগকে এজন্য কেবল অনুরোধ নহে, আদেশ করিতেছি; যাঁহারা পারিসে গমন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যাইতে পারেন, আর যাঁহারা এখানে থাকিবেন, তাঁহারা নূতন গবর্ণমেণ্টের অধীনতা স্বীকার করেন, ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা।"

২০এ এপ্রেল মধ্যাহ্নকালে নেপোলিয়ানের যাত্রার সময় বহুলোক সেই বিদায়-দৃশ্য দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা কেহই অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না। সকলেই গম্ভীর, কোনদিকে কাহারও মুখে শব্দ নাই, যেন সকলে কাহারও প্রেতকৃত্য সম্পাদনের জন্য শ্মশানভূমিতে সমুপস্থিত হইয়াছে। নেপোলিয়ানের সহিত এল্‌বাদ্বীপ গমনে যাহারা অনুমতি পাইয়াছিল, তাহাদিগকে অন্যান্য সকলে সৌভাগ্যবান্ জ্ঞান করিতে লাগিল। অবশেষে সেই নিস্তব্ধ জনমণ্ডলী ও সেনাপতিবৃন্দের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া, সেই জনসমুদ্রের সুগম্ভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া নেপোলিয়ান আবেগ-পূর্ণ-ভাষায় তাঁহার অবসন্নহৃদয়ে লুপ্তপ্রায় শক্তিকে উচ্ছ্বসিত করিয়া বলিতে লাগিলেন—"সেনাপতিবর্গ, কর্ম্মচারিগণ ও সৈনিকমণ্ডলি! আমি তোমাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি; বিগত পঞ্চবিংশতি বর্ষকাল আমি তোমাদিগকে সর্ব্বদা গৌরব ও সম্মানের পথে বিচরণ করিতে দেখিয়াছি। কি আমাদের সুসময়ে, কি বর্ত্তমান দুঃসময়ে সর্ব্বদাই তোমরা

সাহস ও বিশ্বস্ততার আদর্শরূপে বিরাজ করিয়াছ। তোমাদের মত সহযোগিবর্গের সহায়তায় আমি কখন পরাজিত হইতাম না, দীর্ঘকাল ধরিয়া আমরা সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইতাম; কিন্তু তাহা দ্বারা ফরাসী ভূমির বিস্তর অপকার সাধিত হইত। সেই জন্য আমরা ফরাসী দেশের কল্যাণসঙ্কল্পে আমাদের স্বার্থ পরিত্যাগ করিলাম। আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছি। বন্ধুগণ, যে নূতন রাজার হস্তে ফ্রান্সের শাসনভার সমর্পিত হইল, তোমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিবে। ফ্রান্সের কল্যাণই আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, চিরদিন ইহা আমার ধ্যানের বিষয় হইয়া রহিবে। আমার দুর্ভাগ্যের জন্য তোমরা ক্ষুব্ধ হইও না। তোমরা সুখী আছ জানিতে পারিলে যতদিন আমার দেহে প্রাণ রহিবে, ততদিন আমি সুখ অনুভব করিব। তোমাদের গৌরববর্দ্ধনের জন্যই আমার জীবন-ধারণের আকাঙ্ক্ষা ছিল। বন্ধুগণ, পুত্রগণ, বিদায়! আমার ইচ্ছা হইতেছে, তোমাদের প্রত্যেককে আলিঙ্গন দান করি। অন্ততঃ আমি তোমাদের সেনাপতিগণকে ও তোমাদের জাতীয় পতাকাচিহ্ন আলিঙ্গন করিয়া আমার হৃদয়-বেদনা দূর করি।"

নেপোলিয়ানের সহৃদয়তাপূর্ণ স্নেহার্দ্র কথা শুনিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণের নয়নে অশ্রুর উৎসধারা প্রবাহিত হইল। বৃদ্ধ সেনাপতিবৃন্দ—যাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে অকম্পিত-হৃদয়ে সহস্র সহস্র শত্রুর প্রাণবধ করিয়াছেন, যাঁহাদের হৃদয় যোদ্ধৃ-কর্ত্তব্য-পালনে পাষাণের ন্যায় অচল ভাব ধারণ করিয়াছিল, তাঁহারা শিশুর ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। সকল হৃদয় সমভাবে বিগলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে দীর্ঘশ্বাসের তরঙ্গ সমুত্থিত হইল।

সম্রাট্ আত্মসংবরণপূর্ব্বক আদেশ করিলেন, "রাজচিহ্ন ঈগল লইয়া আইস।"

এক জন সৈনিক ঈগল লইয়া আসিলে নেপোলিয়ান সেই ঈগলের রৌপ্যনির্ম্মিত চক্ষুতে আগ্রহভরে চুম্বন করিয়া ঈগলকে তাঁহার বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন, "প্রিয় ঈগল! আমার এ অন্তিম-আলিঙ্গন যেন চিরদিন আমার বিশ্বস্ত সৈনিকবৃন্দের হৃদয়তন্ত্রী বিকম্পিত রাখিতে সক্ষম হয়; আমার পুরাতন সহযোগিবৃন্দ বিদায়, বিদায়।"

এইরূপে চতুর্দ্দিকে ক্রন্দনের রোলের মধ্যে নেপোলিয়ান আকুলহৃদয়ে উভয়হস্তে চক্ষুর্দ্বয় আচ্ছাদনপূর্ব্বক তাঁহার শকটে আরোহণ করিলেন। তখন সেই শকট ফ্রান্সের গৌরবস্বরূপ প্রতীচ্য জগতের মহিমান্বিত মহাতেজস্বী অদ্ভুতকর্ম্মা মহাবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক ধীরে ধীরে সাধারণের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিল।

নেপোলিয়ান ক্রমাগত আটদিন স্থলপথ অতিক্রম করিয়া পারিস হইতে শত শত মাইল দূরবর্ত্তী ফ্রেজুস নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া জাহাজে উঠিলেন। পথের সর্ব্বস্থানের অধিবাসিগণ তাঁহার শকটসন্নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাভিবাদন করিল। কোন কোন স্থানে তাঁহার শত্রুগণ বিদ্রূপ-বাণবর্ষণেও কৃপণতা করিল না। ২৭এ এপ্রিল তিনি জাহাজে পদার্পণ করিলেন। ২৮এ এপ্রিল সায়ংকালে জাহাজ সমুদ্রবক্ষে তাহার শ্বেতপক্ষ বিস্তীর্ণ করিয়া অনন্ত নীলিমাবক্ষে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। ইংরাজ-জাহাজ 'আন্‌ডান্‌টেড' হইতে তাঁহার পতনে বিদ্রূপ করিবার জন্যই যেন একুশটি কামানগর্জ্জন দ্বারা তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইল। একখানি ফরাসী-জাহাজও তাঁহার অভিনন্দনের জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু নেপোলিয়ান বোর্ব্বোঁবংশের পতাকাধারী জাহাজে উঠিতে সম্মত হইলেন না; একজন ইংরাজ ও একজন অষ্ট্রীয় দূত তাঁহার সঙ্গে চলিলেন।

এই গভীর অধঃপতনকালে এবং নিদারুণ শোকদুঃখের মধ্যেও নেপোলিয়ান তাঁহার চিরপ্রেমময়ী মধুরহৃদয়া যোসেফিনের কথা বিস্মৃত হন নাই। যোসেফিন নেপোলিয়ানের বিষাদে জীবন্মৃতা হইয়া মালমাইনস প্রাসাদে বাস করিতেছিলেন; নেপোলিয়ান সর্ব্বদাই তাঁহাকে পত্রাদি লিখিতেন। এই সকল পত্রে নেপোলিয়ানের আহত হৃদয়ের বিষাদ-বেদনা ছত্রে ছত্রে সুপ্রকাশিত হইত, তাহা আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ, সহানুভূতি দ্বারা পরিপূরিত। এলবা যাত্রার পূর্ব্বে নেপোলিয়ান যোসেফিনের নিকট তাঁহার অন্তর্জ্বালা ব্যক্ত করিয়া যে উচ্ছ্বাসপূর্ণ পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া প্রেমময়ী সরলহৃদয়া যোসেফিন অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না, ক্ষুদ্র রমণীর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে তিনি রোদন করিয়া উঠিলেন। তাঁহার রুদ্ধ হৃদয়ের সহস্র প্রেমস্মৃতি, সহস্র আদর চুম্বন নূতন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে জাগরিত হইয়া তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

অবশেষে তিনি বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "আর এখানে আমি থাকিব না, কি হইবে এখানে থাকিয়া? সম্রাটের নিকট আমার উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক। আমার কর্ত্তব্য মেরিয়া লুইসার কর্ত্তব্য অপেক্ষা অনেক অধিক। এখন সম্রাট্ একাকী নির্ব্বাসিত নহেন; সকলে যখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন আমি তাঁহাকে কখন ত্যাগ করিতে পারিব না, তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিব না। তাঁহার এই বিপদ্‌কালে আমি তাঁহার মনে যৎকিঞ্চিৎ শান্তিবিধান করিতে পারিব। যখন তিনি সুখী ছিলেন, তখন আমি না হইলেও চলিত; কিন্তু এখন তিনি আমার প্রতীক্ষা করিয়া আছেন।"

যোসেফিনের এ আশা পূর্ণ হইল না। নিষ্ঠুর কাল তাঁহার জীবনতরুমূলে কুঠারাঘাত আরম্ভ করিয়াছিল। তিনি নানাপ্রকার দুশ্চিন্তা, দুঃখ ও মনোবেদনা সহ্য করিয়া অতিকষ্টে প্রাণধারণ করিতেছিলেন, সেই সুকোমল রমণী-হৃদয় অধিক যাতনা সহ্য করিতে পারিল না, সহসা তিনি পীড়িতা হইলেন, শীঘ্রই পীড়া সাংঘাতিক হইয়া উঠিল। অবশেষে তিনি বুঝিলেন, তাঁহার অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী, অচিরে তাঁহার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইবে। তাঁহার অন্তিম-শয্যাপ্রান্তে ইউজিন ও হরতেন্‌স তাঁহার পুত্রকন্যা উপবিষ্ট হইয়া নীরবে অশ্রুত্যাগ করিতেছিলেন, যোসেফিন তাঁহাদিগকে ধীরস্বরে বলিলেন, "আমি সর্ব্বক্ষণ ফ্রান্সের সুখপ্রার্থনা করিয়াছি, কিন্তু আমার ক্ষুদ্রশক্তি সে সুখদানে সফলপ্রযত্ন হয় নাই। আমি আমার মৃত্যুকালে সত্য করিয়া বলিতে পারি যে, নেপোলিয়ান কখনও কাহারও হৃদয়ে ক্ষণকালের জন্য বেদনা দান করেন নাই।"

অনন্তর যোসেফিন নেপোলিয়ানের একখানি প্রতিমূর্ত্তি গ্রহণপূর্ব্বক তাহা বক্ষে ধারণ করিয়া স্বামীর মঙ্গলের জন্য বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, সে প্রার্থনা সাধ্বী পত্নীর স্বামি-প্রেম ও পত্নীগর্ব্বে পরিপূর্ণ। ২৮এ মে, নেপোলিয়ানের এল্‌বাদ্বীপে পৌঁছিবার চারি সপ্তাহ পরে যোসেফিন ইহজীবনের লীলা সাঙ্গ করিলেন। অর্দ্ধ পৃথিবীর অধীশ্বরী মৃত্যুকালে স্বামী বর্ত্তমানেও স্বামীর মুখ দেখিতে পাইলেন না, ইহা অপেক্ষা তাঁহার আর অধিক দুঃখের বিষয় কিছুই ছিল না। হায়! দুর্ভাগ্য নির্ব্বাসিত বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়ান, এই কি মহত্ত্ব, প্রেম ও সহৃদয়তার পরিণাম? যখন মালমাইসন রাজপ্রাসাদান্তর্ব্বর্ত্তী উপবনের কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জ পুঞ্জ সুগন্ধি কুসুম বিকসিত হইয়া তাহাদের সুধাগন্ধে বসন্তে ঈষদুষ্ণ-সমীর-প্রবাহ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল, প্রত্যেক তরুশাখায় বিহঙ্গ সকল উপবেশনপূর্ব্বক তাহাদের ললিত-মধুর কাকলীধ্বনিতে চতুর্দ্দিকে আনন্দস্রোত প্রবাহিত করিতেছিল, আকাশ-পথে দিবাকর গগনবিলম্বী মেঘরাশিকে নয়ন-রঞ্জক বহুবর্ণে সুশোভিত করিয়াছিলেন এবং মুক্ত সমীরণ-প্রবাহ বিশ্বপিতার অনাস্থ অন্ত-বন্দনা-গীতি বহন করিয়া অশ্রান্তগতিতে প্রাসাদান্তর্ব্বর্ত্তিনী পীড়িতা মহিষীর পাণ্ডুর কপোল হইতে স্বেদজল অপসারিত করিতেছিল, তখন মৃত্যু ধীরে ধীরে তাঁহার মস্তকের উপর অনন্তবিস্মৃতি সমাচ্ছন্ন পক্ষচ্ছায়া প্রসারিত করিয়া তাঁহার অবসন্ন দেহে চিরনিদ্রার প্রথম আবেশ অঙ্কিত করিল। যোসেফিন নেপোলিয়ানের সেই ক্ষুদ্র প্রতিকৃতির প্রতি তাঁহার সেই মরণাহত, নিষ্প্রভ, রুদ্ধপ্রায় নয়নের অন্তিমদৃষ্টি স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "এল্‌বা দ্বীপ—নেপোলিয়ান!" সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবিহঙ্গ দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিয়া অনন্তধামে প্রস্থান করিল। তাঁহার চিরজীবনের শোকতাপ গ্রহণ করিয়া করুণানিধান ভগবান্ তাঁহাকে চিরশান্তি প্রদান করিলেন। রাজা হইতে ভিখারী পর্য্যন্ত প্রায় বিংশতি সহস্র লোক তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ তাঁহার সমাধিক্ষেত্রে সমাগত হইলেন।

৩রা মে অপরাহ্ণে ভগবান্ অংশুমালী ভূমধ্যসাগরের সুনীল তরঙ্গরাশি স্বর্ণাভ করিয়া ধীরে ধীরে পশ্চিম-গগন-প্রান্তে অস্তগমন করিলে, সেই সৌরকরোদ্ভাসিত সীমান্ত-রেখায় এল্‌বাদ্বীপ নেপোলিয়ানের দৃষ্টিগোচর হইল। নেপোলিয়ান ক্রমে এল্‌বার সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। জাহাজের খালাসীগণকে পুরস্কারস্বরূপ দুইশত "নেপোলিয়ান" (ফ্রান্স-প্রবর্ত্তিত মুদ্রা) দান করিলেন; তাহারা দুই হাত তুলিয়া সম্রাটের দীর্ঘজীবন ও ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল।

এলবাদ্বীপ ফরাসী-উপকূল হইতে প্রায় এক শত ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ৪ঠা মে প্রাতে নেপোলিয়ান এল্‌বার তট-প্রান্তে উপস্থিত হইলে ইংরাজ-জাহাজ হইতে তোপধ্বনি হইল। সঙ্গে সঙ্গে এল্‌বা-রাজধানী পোর্টোফে রাজ্য হইতে একশত তোপধ্বনি হইয়া তাহার নবীন নরপতির অভ্যর্থনা করিল। নেপোলিয়ান জাহাজ হইতে অবতরণপূর্ব্বক

রাজপ্রাসাদে গমন না করিয়া তাঁহার দ্রব্যসামগ্রী জাহাজ হইতে নামাইতে লাগিলেন; এই কার্য্যে তাঁহার অনুচরবর্গের সাহায্য করিয়া অবশেষে অশ্বারোহণে দ্বীপ সন্দর্শনে যাত্রা করিলেন। তিনি কাপ্তেন উসার নামক একজন ইংরাজ সৈনিককর্ম্মচারীর সহিত একটি উচ্চ ভূখণ্ডে আরোহণপূর্ব্বক এই ক্ষুদ্রদ্বীপের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলেন; এল্‌বাদ্বীপ দীর্ঘে আধ ক্রোশ, প্রস্থে এক ক্রোশ হইতে ছয় ক্রোশ; নেপোলিয়ান তাঁহার এই ক্ষুদ্ররাজ্যের চতুর্দ্দিক্ সন্দর্শন করিয়া সহাস্যে তাঁহার সহচরগণকে বলিলেন,—"আমার সাম্রাজ্যটি অতি ক্ষুদ্র।"

তখন এল্‌বার অধিবাসিসংখ্যা ত্রয়োদশ সহস্রের অধিক ছিল না। নেপোলিয়ানকে নরপতিরূপে লাভ করিয়া এল্‌বার অধিবাসিগণ নিরতিশয় আনন্দিত হইল। নেপোলিয়ান দেখিলেন, অধিবাসিগণ অধিকাংশই অশিক্ষিত মূর্খ, খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণের অনুগ্রহে তাহাদের হৃদয় হইতে উচ্চ মানবীয় গুণগ্রাম বিদূরিত হইয়া তাহারা পশুত্ব লাভ করিয়াছিল, নেপোলিয়ান এই দ্বীপের সর্ব্ববিধ উন্নতি-সাধনে তাঁহার হৃদয় ও মন নিয়োজিত করিলেন, তাঁহার উদ্যম ও কার্য্যশীলতা এল্‌বার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হইল; দস্যুভয় নিবারণ করিলেন, রাজ্যমধ্যে নানা নব নব প্রথা প্রচলিত হইল।

জুন মাসের প্রথমে নেপোলিয়ানের মাতা মাদাম ল্যাটিসিয়া ও ভগিনী পলিন নেপোলিয়ানের সহিত প্রবাসকষ্ট সহ্য করিবার নিমিত্ত এল্‌বায় আগমন করিলেন। জননী ও ভগিনীর সাহায্যে নেপোলিয়ানের দুঃখময় জীবন কথঞ্চিৎ শান্তিতে অতিবাহিত হইতে লাগিল। নেপোলিয়ানের হস্তে ক্ষুদ্র এল্‌বাদ্বীপ ইউরোপ ভূখণ্ডে একটি প্রসিদ্ধ স্থান হইয়া উঠিল। ইউরোপ মহাদেশ হইতে দলে দলে লোক এল্‌বাদ্বীপে উপস্থিত হইয়া একটি নবাবিষ্কৃত তীর্থস্থানের ন্যায় প্রসন্নমনে তাহা দর্শন করিতে লাগিল। ফরাসী, ইতালীয় পুলিস কর্ম্মচারিগণ আসিয়া নেপোলিয়ানকে সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি মুক্তহৃদয়ে সকলের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়া তাহাদিগকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে নেপোলিয়ানের হৃদয় শান্ত ও সংযত হইয়া উঠিল; কেহ কোন দিন তাঁহার মুখে একটি নিরাশা বা অসন্তোষবাক্য শুনিতে পাইত না। এমন কি, তাঁহার শত্রুগণের বিরুদ্ধেও তিনি কোন প্রকার বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতেন না। তিনি দ্বীপবাসী শ্রমজীবিগণের সহিত মিশিতেন, তাহাদিগের আনন্দোৎসবে যোগদান করিতেন, তাহাদিগের সহিত স্নেহপূর্ণ-হৃদয়ে আলাপ করিতেন। তাহারাও তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিত, তাহাদের ব্যায়ামক্রীড়ায় মধ্যস্থ মানিত, তিনি স্বহস্তে সুদক্ষ ব্যায়াম-প্রদর্শকগণকে পুরস্কৃত করিতেন। পোর্টোফে রাজ্যের প্রাসাদের অনতিদূরে নেপোলিয়ান একটি কৃষি-কারখানা খুলিয়াছিলেন; এখানে বহুসংখ্যক গৃহপালিত পশুপক্ষী ছিল, তাহাদিগকে তিনি স্বহস্তে আহার দান করিতেন, তাঁহার সপ্ততিবর্ষা বৃদ্ধা জননীর সহিত কত গল্প করিতেন, অদূরে বীচিবিক্ষোভময় ভূমধ্যসাগরের জলরাশি গভীরগর্জ্জনে নিরন্তর তাঁহার কর্ণে বিস্মৃতপ্রায় জীবনস্বপ্নের শেষবার্ত্তা বহন করিয়া আনিত; এইরূপে বিশ্ববিজয়ী নেপোলিয়ান বোনাপার্টের জীবন-নাটকের এক নূতন অঙ্ক অভিনীত হইতে লাগিল। এই নবজীবন সুদূরবর্ত্তী কর্শিকাদ্বীপস্থ তাঁহার প্রথম জীবনের ছায়াপাতে স্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, যেন তাঁহার এই দুই দ্বীপে পরিচালিত অখ্যাত জীবন, অভিন্ন আকাঙ্ক্ষা ও রমণীয় পরিতৃপ্তিতে পরিপূর্ণ; তাঁহার গৌরবান্বিত কার্য্যময় মহাসমৃদ্ধ সম্রাট্-জীবনের অতীত কাহিনী অদূরবর্ত্তী ভূমধ্যসাগরের চলোর্ম্মি-চঞ্চল অন্তহীন বারিরাশির ন্যায় তাঁহার কৈশোর ও এই প্রৌঢ়জীবনের ব্যবধান পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল।

এল্‌বাদ্বীপেও নেপোলিয়ান যথারীতি পরিশ্রম করিতেন। তাঁহার নিদ্রার পরিমাণ অত্যন্ত অল্প ছিল। রাত্রে তিনি তাঁহার ভ্রমণের পরিচ্ছদ দেহ হইতে অপসারিত না করিয়াই শয্যায় শয়ন করিতেন এবং কয়েক ঘণ্টা নিদ্রার পর অতি প্রত্যূষে উঠিয়া নিত্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন। এখানে কেহ কোন দিন তাঁহার প্রফুল্লতার অভাব দেখিতে পায় নাই এবং কাহারও প্রতি তিনি কোন প্রকার উপেক্ষা প্রকাশ করিতেন না। পরিচ্ছদের আড়ম্বরে তাঁহার কিছুমাত্রও অনুরাগ ছিল না। তাঁহার মানসিক শক্তির উৎকর্ষ বশতঃ পশুবৃত্তি তাঁহার উপর প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারে নাই।

এই ভাবে গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত হইল, সম্মিলিত রাজগণ লোলজিহ্বা হইয়া নববিজিত ফরাসী-সাম্রাজ্য বিভাগে

প্রবৃত্ত হইলেন; সকলের ইচ্ছা, কিঞ্চিৎ অধিক মাংস পরিপাক করিবেন, কিন্তু সকলেই প্রায় সমান পরাক্রান্ত, সকলেই নখদন্ত উদ্যত করিয়া, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; অধঃপতিত বোর্ব্বোঁবংশের অযোগ্য অধিপতি ফ্রান্সদেশে যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইলেন, রাজ্যশাসনে তাঁহার পরিপূর্ণ স্বাধীনতার অভাব থাকায় প্রজাবর্গের উৎপীড়ন দ্বারা তিনি সেই অভাব পূর্ণ করিতে লাগিলেন, ফরাসী জাতির বিপুল ঐশ্বর্য্য চতুর্দ্দিকে পরাক্রান্ত রাজগণের উন্মুক্ত গ্রাসে নিপতিত হইতে লাগিল।

রাজা অষ্টাদশ লুই ষষ্টিবর্ষীয় মনুষ্য ছিলেন। যে বয়সে আর্য্য-ঋষিগণ সংসারীর অরণ্য-গমনের ব্যবস্থা দান করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা দশ বৎসর অধিক বয়সে অষ্টাদশ লুই নির্ব্বাসন-অরণ্য হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সংসার-সুখে লিপ্ত হইলেন। কিন্তু নিষ্ঠুর কাল তাঁহার লালসার অনুরূপ তাঁহাকে উৎসাহ, উদ্যম ও সামর্থ্যদান করিলেন না। একে এই বয়স, তাহার উপর বাতের বেদনার জন্য তিনি সর্ব্বদাই শয্যাগত থাকিতেন, তবে শয্যাগত না থাকিলেও তাঁহাকে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিবার সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহার পদদ্বয় তাঁহার সুগুরু দেহভার ধারণে সমর্থ ছিল না, কারণ, তাঁহার বর্ত্তুল উদরটি বর্ত্তমান কালের মানচিত্র-প্রদর্শিত পূর্ব্ব ও পশ্চিম গোলার্দ্ধের অপেক্ষাও ক্ষুদ্র ছিল না। তবে বাক্‌পটুতায় তিনি তাঁহার অন্যান্য অভাব পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এই বাক্‌পটুতাকে তাঁহার স্তাবকবর্গ বিজ্ঞতা ও তাঁহার বিরোধী দল বাচালতা নামে অভিহিত করিয়াছিল। তিনি মখমলের বিনামা ব্যবহার করিতেন, পাছে চর্ম্মবিনামায় তাঁহার সুকোমল শ্রীচরণে যেন আঘাত না লাগে! কিন্তু তিনি যে অসাধারণ বীর, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহের অভাব ছিল না; তাঁহার কোটের উপর বীরত্বের নিদর্শন-স্বরূপ বহুবিধ তারকা ঝক্‌মক্ করিত! পরিচ্ছদের অত্যন্ত আড়ম্বর ছিল, কেশ-সংস্কারের নৈপুণ্যে তিনি পুণ্যবতী বিলাসিনীগণের আদর্শস্থানীয় ছিলেন। তাঁহার মস্তকাবরণের পারিপাট্য অতিশয় প্রগল্‌ভ রাজ-বিদূষকের আতিশয্যকেও লজ্জা দান করিত। নেপোলিয়ানের সিংহাসনচ্যুতির পর যে দিন এই অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রাণীটিকে স্কন্ধে লইয়া ইংলণ্ড, রুসিয়া, অষ্ট্রিয়া ও প্রুসিয়া ইউরোপের এই চারি শ্রেষ্ঠ বাহক ফ্রান্স-রাজধানী পারিসের তুইলারী-প্রাসাদাভিমুখে ধাবিত হইলেন, সে দিন পারিসবাসিগণ তাহাদিগের নব নরপতি দেখিয়া নেপোলিয়ানের বিরহ-দুঃখ ভুলিয়া একবার উন্মুক্ত-বদনে হাসিয়া লইয়াছিল; কিন্তু শীঘ্রই তাহাদিগের সেই হাস্য ঘৃণা ও উপেক্ষায় পরিণত হইল। তাহারা অসঙ্কোচে অষ্টাদশ লুইকে ‘বরাহ লুই,’ এই মহাসম্মান উপাধি দান করিয়া তাহাদের রাজার সম্মানবৃদ্ধি করিতে লাগিল। বোর্ব্বোঁগণকে তাহারা বরাহবংশ বলিয়া সম্মানিত করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে একটি চিত্র প্রচারিত হইতে লাগিল, ‘সুবৃহৎ ঈগলপক্ষী তুইলারী প্রাসাদ হইতে মুক্তপক্ষে পলায়ন করিতেছে, আর কতকগুলি শূকরছানা প্রাসাদের সিংহদ্বারের সন্নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে নামিয়া মহানন্দে সর্ব্বাঙ্গে পাঁক মাখিতেছে।’

সুতরাং বলা বাহুল্য, রাজ্যের দুর্দ্দশা ও পতনের সীমা রহিল না। ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিল। অপদার্থ রাজার সে অত্যাচার দমনের সাধ্য হইল না। নেপোলিয়ানের পতনে সমগ্র ইউরোপের অধঃপতনের আরম্ভ হইল; চতুর্দ্দিকে অশান্তি অত্যাচার, পশুবৎ আচরণ; ইউরোপের অনেক স্বাধীন ক্ষুদ্ররাজ্যে শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

এ দিকে কয়েক মাসের মধ্যেই নেপোলিয়ানের অর্থকষ্ট উপস্থিত হইল; সন্ধি অনুসারে ফ্রান্স হইতে যে অর্থ তাঁহার প্রাপ্য ছিল, তাহা যথানিয়মে তাঁহার হস্তগত হইল না। বোর্ব্বোঁরাজের এই অমার্জ্জনীয় ত্রুটির জন্য তাঁহাকে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পর্য্যন্ত ভৎ'সনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। নেপোলিয়ান নিজের ব্যয় যথাসম্ভব হ্রাস করিলেন।

ফ্রান্সের প্রজামণ্ডলী যখন অরাজকতার অত্যাচারে অসহনীয় যন্ত্রণা সহ্য করিতে লাগিল, তখন তাহারা সতৃষ্ণ-নয়নে এল্‌বাদ্বীপের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিল। রাজ্যের সর্ব্বত্র মহা অসন্তোষধ্বনি উত্থিত হইল, রাজা অষ্টাদশ লুই ও তাঁহার পারিষদবৃন্দ ভীত হইলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, নেপোলিয়ান যে কোন মুহূর্ত্তে ফ্রান্সে উপস্থিত হইয়া সবলপদাঘাতে তাঁহাদের রঙ্গমঞ্চ চূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারেন। নেপোলিয়ানকে গোপনে হত্যা করিবার জন্য তখন নানাপ্রকার ষড়্‌যন্ত্র আরম্ভ হইল, কিন্তু কোন কথাই তাঁহার অগোচর রহিল না। নেপোলিয়ানকে

সেণ্টহেলেনাদ্বীপে নির্ব্বাসিত করিবার জন্যও ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের মধ্যে আলোচনা চলিতে লাগিল।

তখন নেপোলিয়ান কি ভাবে কালযাপন করিতেছিলেন, পাঠকগণ তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছেন। তখন তাঁহার অধীনে অস্ত্রধারী সৈন্য নাই, অর্থ নাই, কোন প্রকার সহায় নাই। ভূমধ্যসাগরের একটি ক্ষুদ্রদ্বীপে তিনি অধ্যয়নরত গ্রাম্য গৃহস্থমাত্র, কিন্তু তথাপি ইউরোপীয় রাজশক্তি তাঁহার ভয়ে কম্পমান! মনুষ্যের দৈহিক বলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি নহে।

ফণ্টেনব্লোঁ নগরের সন্ধিপত্র উল্লঙ্ঘন করায় নেপোলিয়ান ইউরোপীয় রাজগণের নিকট আপনাকে এই সন্ধির জন্য অতঃপর দায়ী বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিলেন না। বিপ্লবের গাঢ় কৃষ্ণমেঘ আবার ফরাসীদেশে রাজনৈতিক গগনে ঘনাইয়া আসিল। নেপোলিয়ান বিশেষ মনোযোগের সহিত ফ্রান্সের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন, শত শত ঘটনায় তাঁহার প্রতি ফরাসীজাতির অনুরাগের পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন।

এইরূপে নেপোলিয়ান দশমাসকাল এল্‌বাদ্বীপে বাস করিলেন, ক্রমে ক্রমে ফেব্রুয়ারী মাস উপস্থিত হইল। তাঁহার জীবনের উপর আক্রমণের আশঙ্কা প্রতিদিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অবশেষে এ ভাবে দেহপাত করা অসহনীয় ভাবিয়া তিনি ফরাসীদেশে প্রত্যাগমনে সঙ্কল্প করিলেন, তিনি স্থির করিলেন, ফরাসীজাতির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তিনি ভুজবীর্য্যে ফ্রান্সের সিংহাসন অধিকার করিবেন, অথবা সেই চেষ্টায় শত্রুর অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিবেন, প্রতিদিন তিল তিল করিয়া মৃত্যু অপেক্ষা তাহা সহস্রগুণে বরণীয়।

দীর্ঘকাল চিন্তার পর নেপোলিয়ান এল্‌বা ত্যাগপূর্ব্বক ফ্রান্সের গৌরব-সংরক্ষণে যাত্রা করাই কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন। তাঁহার ভগিনী পলিন ইউরোপ-ভূখণ্ডে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, নেপোলিয়ানের অনেক বন্ধু ও হিতৈষী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, যে সকল সেনাপতি ও নেপোলিয়ানের ভূতপূর্ব্ব সহযোগী তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক বোর্ব্বোঁদিগের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সকলেই তাঁহাদের বুদ্ধিহীনতার জন্য অনুশোচনা করিতেছেন এবং প্রজাবৃন্দ তাঁহাকে ফরাসী-সিংহাসনে স্থাপনের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছে। নেপোলিয়ানের কোন বন্ধু ফ্রান্স হইতে ছদ্মবেশে এল্‌বাদ্বীপে আসিয়া তাঁহার নিকট এ সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

অতঃপর নেপোলিয়ান তাঁহার দুষ্কর সঙ্কল্পসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইউরোপের শক্তিপুঞ্জ তাঁহার অব্যর্থ কামান-নির্ঘোষে সভয় অন্তরে অনুভব করিলেন,—"বীতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে!"

একাদশ অধ্যায়

এল্‌বা-ত্যাগ ও পারিস-যাত্রা

২৬এ ফেব্রুয়ারী প্রভাতে নেপোলিয়ানের ভগিনী পলিন অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত বৈদেশিক ও এল্‌বাদ্বীপের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণকে একটি ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেই ভোজন-সভায় নেপোলিয়ান উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সহিত প্রফুল্ল-চিত্তে নানা বিষয়ে গল্প করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রধান সঙ্কল্প তাঁহার হৃদয়ে নিহিত ছিল, সে সম্বন্ধে তিনি কাহাকেও কোন কথা বলিলেন না। তিনি কাহারও সহিত কোন প্রকার ষড়্‌যন্ত্রেও প্রবৃত্ত হইলেন না। আত্মশক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার সাহায্যে তিনি একটি সুবিশাল রাজ্যজয়ে কৃতনিশ্চয় হইলেন। সায়ংকালে তিনি তাঁহার আলোকোজ্জ্বল কক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক সেনাপতি বার্ট্রাণ্ড ও সেনাপতি ড্রুয়েটকে বলিলেন,—"আমরা আগামী কল্য এই দ্বীপ পরিত্যাগ করিব। যে সকল জাহাজ সমুদ্র-কূলে নঙ্গর করিয়া আছে, তাহাদিগকে আজ রাত্রেই আটকাইতে হইবে, আমরা সমুদ্রে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে কোন জাহাজ বন্দর ছাড়িতে পারিবে না, আমার অভিপ্রায় তোমরা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।"

সেনাপতিদ্বয় সম্রাটের অনুমতি অনুসারে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের পর কর্ম্মচারী ও সৈনিকগণ (সংখ্যায় প্রায় এক সহস্র) নেপোলিয়ানের 'ইনকনষ্টাণ্ট' নামক ক্ষুদ্র জাহাজে ও তিনখানি সদাগরী জাহাজে আরোহণ করিলেন। এই সকল জাহাজের পরিচালকগণ নেপোলিয়ানের এরূপ বাধ্য ছিলেন যে, তাঁহারা নেপোলিয়ানের এই আদেশে একটিও প্রশ্ন কিংবা কিছুমাত্র কৌতূহল প্রকাশ করিলেন না। তাঁহারা জানিতেও পারিলেন না, তাঁহাদিগকে কোথায় যাত্রা করিতে হইবে।

মধ্যাহ্নকালে নেপোলিয়ান জাহাজে আরোহণ করিলেন। চারিখানি জাহাজ এল্‌বাদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া দিগন্তব্যাপী ভূমধ্যসাগরবক্ষে ভাসিয়া চলিল। আকাশ মেঘমুক্ত, সূর্য্যকিরণ-সমুজ্জ্বল সমুদ্রবক্ষ-প্রবাহিত নব বসন্তের অনিল হিল্লোল অত্যন্ত রমণীয়। তরঙ্গমালার তালে তালে সৈনিকগণ আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে উদ্দীপনাময় রণবাদ্য নিনাদিত করিতে লাগিল। নেপোলিয়ানের বদনমণ্ডল উৎসাহ ও আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ক্রমে এল্‌বাদ্বীপের উচ্চ গিরিচূড়া দিগন্তের ক্রোড়ে ধীরে ধীরে মিশিয়া গেল, জাহাজগুলি অনুকূল বায়ুভরে ফ্রান্সের উপকূল অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া নেপোলিয়ান ইউরোপীয় রাজশক্তি দ্বারা পরিরক্ষিত অসংখ্য সৈন্য-পরিবেষ্টিত ফরাসী-সিংহাসন অধিকারে যাত্রা করিলেন।

যখন জাহাজগুলি এল্‌বা হইতে বহুদূরে আসিল, চতুর্দ্দিকে অকূল সমুদ্র ভিন্ন আর কিছু দেখা গেল না, তখন নেপোলিয়ান তাঁহার জাহাজস্থ সকল লোককে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"বন্ধুগণ, আজ আমাদের বড় সুখের দিন, আমরা ফ্রান্স যাত্রা করিয়াছি, আমাদিগকে পারিসে যাইতে হইবে।"

এই সর্ব্বপ্রথম নেপোলিয়ান সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার অভিপ্রায় বিজ্ঞাপিত করিলেন। জাহাজের চারিশত আরোহী এই অচিন্ত-পূর্ব্ব সুসংবাদ শুনিয়া যুগপৎ আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল; সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল,—"জয় ফ্রান্সের জয়! জয় সম্রাটের জয়!" তাহাদের আনন্দ ও উৎসাহের সীমা রহিল না। তৎক্ষণাৎ তাহারা স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক মহানন্দে তাহাদের অস্ত্র শাণিত করিতে ও পরিচ্ছদের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইল।

রাত্রিকালে সম্রাট্ তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার অনুচরবর্গের দ্বারা কতকগুলি ঘোষণাপত্র লিখাইয়া ফেলিলেন; ফরাসীদেশের সৈনিক ও অধিবাসিবৃন্দকে অভয়দান ও উৎসাহিত করিবার উদ্দেশে এই সকল ঘোষণাপত্র লিখিত হইল। এই ঘোষণাপত্রের প্রত্যেক ছত্র আশা, আনন্দ, বিশ্বাস ও সহানুভূতি দ্বারা অনুরঞ্জিত, ইহার প্রত্যেক কথা ফরাসীজাতির হৃদয় অপূর্ব্ব পুলক-উদ্দীপনায় পূর্ণ করিবার যোগ্য এবং তীক্ষ্ণ অন্তর্দ্দৃষ্টি দ্বারা অলঙ্কৃত। ফরাসীজাতির হৃদয় লইয়া কিরূপে খেলা করিতে হয়, তাহা নেপোলিয়ান উত্তম জানিতেন।

নেপোলিয়ানের সৈন্যগণের মধ্যে যাহারা লেখাপড়া জানিত, তাহাদিগকে এই ঘোষণাপত্র নকল করিতে দেওয়া হইল, শত শত লেখনী লইয়া তাহারা মহোৎসাহে ইহা নকল করিতে বসিয়া গেল। স্থির হইল, ফ্রান্সে উপস্থিত হইয়াই ইহা ফরাসীজাতির মধ্যে প্রচারিত করিয়া দেওয়া হইবে।

পরদিন বায়ুবেগের অল্পতাবশতঃ জাহাজ অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল, অপরাহ্নকালে নেপোলিয়ানের জাহাজের আরোহিগণ সভয়ে দেখিল,—'জেফির' নামক একখানি ফরাসী যুদ্ধজাহাজ তাহাদিগের দিকে অগ্রসর হইতেছে। নেপোলিয়ান তৎক্ষণাৎ তাঁহার সৈন্যগণকে জাহাজের ভিতর গুপ্তভাবে অবস্থান করিবার আদেশ করিলেন। সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময় 'জেফির' নেপোলিয়ানের জাহাজের অতি নিকটে উপস্থিত হইল। উভয় জাহাজের পরিচালকদ্বয় স্ব স্ব বাক্‌পরিচালন-যন্ত্রহস্তে ডেকের উপর আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। অন্যান্য কথার পর 'জেফির' জাহাজের কাপ্তেন নেপোলিয়ানের জাহাজের কাপ্তেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সম্রাটের খবর কি?" নেপোলিয়ান অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ববলে তাঁহার কাপ্তেনের হস্ত হইতে সেই যন্ত্রটা কাড়িয়া লইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"সম্রাট্ যৎপরোনাস্তি সুস্থ আছেন।"

প্রভাতে আবার একখানি শত্রু-জাহাজের সহিত সাক্ষাৎ। এ একখানি প্রকাণ্ড ৭৪ কামানবাহী যুদ্ধজাহাজ, এই জাহাজকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া নেপোলিয়ান ও তাঁহার সহচরবৃন্দ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন; কারণ, জাহাজের লোকের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ হইলে তাহাদিগের হস্ত হইতে

পরিত্রাণের কোন উপায় ছিল না। যাহা হউক, এ জাহাজখানি নেপোলিয়ানের জাহাজের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তাহার গন্তব্য-পথে ধাবিত হইল। এই জাহাজখানি দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিলে নেপোলিয়ান তাঁহার সেনাপতিকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন,—"শীঘ্রই তোমাদিগকে তোমাদের সহচরবৃন্দের নিকট তোমাদের গৌরবময় অভিযানের কথা বলিতে হইবে। বারটাও, তোমার সহযোগিবৃন্দকে কি ভাবে তোমার বক্তব্য জানাইবে, তাহা লিপিবদ্ধ কর।"

সেনাপতি বারটাও উপযুক্ত ভাষার অভাবে তাঁহার অক্ষমতা জানাইয়া নীরব হইলে নেপোলিয়ান বলিলেন,—"আচ্ছা, তাহা হইলে আমি যাহা বলি, তাহাই লিখিয়া লও।"—অনন্তর মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া নেপোলিয়ান আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রাবের ন্যায় জলন্ত অগ্নিময়ী ভাষায় বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

"সৈন্যগণ! তোমাদের অস্ত্র-গ্রহণের জন্য ঐ শুন দামামা-ধ্বনি আরম্ভ হইয়াছে। আমরা রণ-যাত্রা করিয়াছি, আইস, আমাদের সহিত মিলিত হও। আমাদিগের সম্রাট্ এবং আমাদিগের সকলের সহিত যোগদান কর। যদি এই সকল মদগর্ব্বিত মনুষ্য,—যাহারা আমাদের অস্ত্র-শস্ত্র নিরীক্ষণ করিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়াছে, তাহারা আমাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করে, তবে আমাদের হৃদয়-শোণিত নিঃসারিত করিবার, রণজয়ের হৃদয়োন্মাদক সঙ্গীত গান করিবার মহত্তর অবসর আমরা আর কখন্ লাভ করিব?

"সপ্তম, অষ্টম ও নবম দলের সৈন্যগণ, এন্টিবেস, তুলন, মার্সেলিস্ নগরস্থ সৈন্যগণ, আমাদের বহুদর্শী বিচ্ছিন্ন সৈন্যমণ্ডলি! তোমাদিগকেই সর্ব্বপ্রথমে কর্ত্তব্য-পথ প্রদর্শনে আহ্বান করিতেছি, আমাদিগের সিংহাসন, আমাদিগের জাতীয়-গৌরব-প্রতিমা অধিকারে যাত্রা কর। ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের নিকট জলদ-গম্ভীর-স্বরে বিঘোষিত হউক, বৈদেশিকগণ বিশ্বাসঘাতকগণের সহায়তায় ফ্রান্সের গৌরব-সমুজ্জল ললাটে যে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়াছিল, আমরা তাহা বীরের ন্যায় অপসারিত করিয়াছি এবং ফরাসী-জাতির শত্রুগণ, ফরাসী-বীরের শত্রুগণ প্রাণ লইয়া পলায়নপূর্ব্বক বিস্মৃতি-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে।"

যাহাতে ফরাসীদেশের সৈন্যগণের হস্তে এই ঘোষণাপত্র পতিত হয়, তাহার জন্য ইহারও কতকগুলি নকল প্রস্তুত করা হইল। অপরাহ্ণকালে ফ্রান্সদেশের সুনীল গিরিমালা সমুদ্রের সীমান্তরেখায় তপনকিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। জাহাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয় আনন্দ ও উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ, সে আনন্দোচ্ছ্বাস বাক্যে প্রকাশিত হইতে পারে না। সৈন্যগণ তখন জীবন-মরণ পণ করিয়া দীর্ঘকালের পর তাহাদের স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমি উদ্ধারে যাত্রা করিয়াছে, তাঁহার ললাটের কলঙ্ক মুছিয়া ফেলিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে, তাহাদের সেই আনন্দ, উৎসাহ, সুখ ও আশার পরিমাণ আমরা কিরূপে করিব? আনন্দভরে তাহারা তাহাদিগের শিরস্ত্রাণসমূহ আন্দোলিত করিতে লাগিল, তাহাদিগের অধীর আনন্দোচ্ছ্বাস সমুদ্র-তরঙ্গের উপর বায়ুভরে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

সম্রাট্ উৎসাহস্বরে বলিলেন,—"আমাদের ত্রিবর্ণাঙ্কিত জাতীয় চিহ্ন ধারণ করি, আমাদের দেশের লোক আমাদিগের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হউক।"

প্রত্যেক সৈন্য তৎক্ষণাৎ শিরস্ত্রাণে জাতীয় চিহ্ন ধারণ করিল, এল্‌বাদ্বীপের চিহ্ন সমুদ্রবক্ষে বিক্ষিপ্ত হইল। উৎসাহে রাত্রে আর কাহারও নিদ্রা হইল না। প্রভাতের পূর্ব্বেই জাহাজগুলি জুয়ান উপসাগরে প্রবেশ করিল। সে দিন ১লা মার্চ্চ। অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় সম্রাট্ একটি নির্জ্জন স্থানে সসৈন্যে জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন। তাঁহার ক্ষুদ্র সৈন্যদল একটি অলিভ-কুঞ্জে প্রবেশপূর্ব্বক শিবিরস্থাপন করিল।

এই স্থানের অধিবাসী কয়েকজন শ্রমজীবী এই নির্জ্জন প্রদেশে কতকগুলি সৈন্যের আকস্মিক আবির্ভাবকে ভৌতিক ব্যাপার মনে করিয়া নিদারুণ বিস্ময়াবিষ্ট হইল এবং গোপনে তাহারা সৈন্যগণের সন্নিকটবর্ত্তী হইল। এই সকল শ্রমজীবীর মধ্যে একজন অনেকদিন পূর্ব্বে নেপোলিয়ানের অধীনে সৈনিকব্রত পালন করিয়াছিল; সে সম্রাট্‌কে দেখিয়া চিনিতে পারিল এবং তাঁহার সৈন্যদলভুক্ত হইয়া পড়িল। সম্রাট্ তাঁহার সেনাপতির দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিলেন,—"দেখ, এখন হইতেই আমরা নূতন সৈন্য লাভ করিতে আরম্ভ করিলাম।"

সৈন্যগণ আহারাদি শেষ করিয়া পারিস অভিমুখে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। তাহাদিগকে পদব্রজে সাত

মাইল অতিক্রম করিতে হইবে, তিন কোটি মনুষ্যের অধ্যুষিত ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজধানী আক্রমণে তাহারা এই মুষ্টিমেয় যোদ্ধা যাত্রা করিয়াছে। বোর্ব্বোঁ পরিচালকগণের অধীনে তাহাদের অধ্যুষিত পথে শত শত দুর্ভেদ্য দুর্গ অধিকারপূর্ব্বক বিরাট পাষাণ-প্রাচীরের ন্যায় অবস্থা করিতেছে এবং ইউরোপীয় রাজগণের বিশ লক্ষ সঙ্গীন তাহাদিগের রণজয়দর্পিত সৈন্যগণের হস্তে দীপ্যমান রহিয়াছে। এই সকল দুর্ভেদ্য বাধা অতিক্রমপূর্ব্বক নেপোলিয়ান মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া অষ্টাদশ লুইকে ফরাসী-সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য যাত্রা করিলেন; উপন্যাসে ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর কাহিনী পাঠ করা যায় না, কাব্যে এমন অসাধারণ ঘটনার সমাবেশ করিতে কবিকল্পনা শ্রান্ত হইয়া পড়ে।

রাত্রি একাদশ ঘটিকার সময় নেপোলিয়ান যাত্রা আরম্ভ করিলেন। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে প্রান্তরভূমি উদ্ভাসিত, আকাশ মেঘসংস্পর্শশূন্য। নেপোলিয়ান এল্‌বাদ্বীপ হইতে অশ্ব আনিতে পারেন নাই, অশ্বারোহণের উপকরণসমূহ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। পথিমধ্যে সুবিধামত অশ্ব ক্রয় করিয়া নেপোলিয়ান তাঁহার সৈন্যগণকে দান করিলেন এবং নগরপথ অতিক্রম করিয়া দুর্গম বনান্তরাল দিয়া রাজধানী অভিমুখে ধাবিত হইলেন; অদম্যতেজে গিরি, নদী, অরণ্যসমূহ অতিক্রম করিতে লাগিলেন।

সমস্ত রাত্রি ও তাহার পরদিন চলিয়া সায়ংকালে সৈন্যগণ সমুদ্রকূল হইতে পঞ্চাশ মাইল দূরে গ্রাসি নামক স্থানে শিবিরসন্নিবেশ করিল। সম্রাটের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রত্যেক ফরাসী-হৃদয়ে বিস্ময় ও আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। শ্রমজীবিগণ সম্রাটের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহাদের সাহায্যগ্রহণের প্রার্থনা করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি তাহাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারিলেন না, তাহাদের আগ্রহে তিনি মুগ্ধ হইলেন; তিনি বুঝিলেন, ফরাসী প্রজাপুঞ্জের হৃদয়ে তাঁহার যে সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, তথা হইতে তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে; আর দুই দিনে নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ আরও ষাট মাইল পথ অতিক্রম করিল। ক্রমে নেপোলিয়ানের দলে এত অধিসংখ্যক লোক যোগদান করিল যে, বোর্ব্বোঁদিগের শান্তিরক্ষক প্রহরীর হস্তে আর তাঁহার আশঙ্কার কোন কারণ রহিল না। নেপোলিয়ান মহা উৎসাহভরে ছয়জন অশ্বারোহী এবং চল্লিশজন পদাতিক সমভিব্যাহারে তাঁহার সৈন্যদলের অগ্রেই গ্যাপনগরে প্রবেশ করিলেন। নগরের নর-নারীগণ এই অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া সম্রাট্‌-সন্দর্শনের জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল এবং প্রফুল্লচিত্তে তাঁহার অভিবাদন ও অভ্যর্থনা করিল। বোর্ব্বোঁদিগের নিযুক্ত শাসনকর্ত্তা প্রাণভয়ে নগর হইতে পলায়ন করিলেন। নগরবাসিগণ বোর্ব্বোঁ-আক্রমণ হইতে সম্রাট্‌কে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইলে তিনি মিষ্টবাক্যে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া গ্রেণোবল নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই নগরে বোর্ব্বোঁদিগের এক সৈন্যাবাস ছিল। তাঁহাদের সেনাপতি মারচেণ্ড ছয় সহস্র সৈন্য লইয়া নেপোলিয়ানের গতিরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। সম্মুখবর্ত্তী পর্ব্বত ও হ্রদের সন্নিকটে পথরোধ করিয়া সেই সকল সৈন্যস্থাপন করা হইল। ৭ই মার্চ্চ প্রভাতে উভয়পক্ষের সৈন্যদলের সাক্ষাৎ হইল। নেপোলিয়ান তাঁহার সৈন্যগণকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিয়া স্বয়ং একাকী অশ্বারোহণপূর্ব্বক শত্রুসৈন্যরেখার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। গ্রামবাসিগণ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া বিস্ময়বিহ্বলনেত্রে সম্রাটের গতি লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাহারা মহা উৎসাহে প্রান্তর ও আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিল,—"জয় সম্রাট্‌ নেপোলিয়ানের জয়!"

নেপোলিয়ান শত্রুসৈন্যগণের প্রায় শতহস্ত দূরে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে সহস্র সহস্র সঙ্গীন উদ্যত হইয়া সূর্য্যকিরণে ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া নেপোলিয়ান তাঁহার অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং অশ্বরশ্মি একজন পোলসৈনিকের হস্তে প্রদানপূর্ব্বক বাহুদ্বয় বক্ষঃস্থলে সংস্থাপন করিয়া একাকী ধীরভাবে শত্রুসৈন্যগণের নিকট পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি তাহাদিগের দশহস্ত দূরে আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি দেখিলেন, প্রত্যেক সৈনিকের বন্দুক তাঁহার বক্ষঃশোণিতপানের আকাঙ্ক্ষায় উদ্যত রহিয়াছে; সৈন্যগণ অকম্পিতহস্তে তাঁহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া দণ্ডায়মান। যে পরিচ্ছদে সর্ব্বসাধারণ সৈনিকগণ নেপোলিয়ানকে চিনিতে পারিত,

আজ তিনি সেই পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন,—সেই শিরস্ত্রাণ, সেই কোট, সেই জুতা। নেপোলিয়ানকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া শত্রুসৈন্যের সেনাপতি তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যগণকে নেপোলিয়ানের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া গুলী চালাইবার আদেশ দান করিলেন। অঙ্গুলির সামান্য স্পর্শে সহসা বন্দুকের গুলী তাঁহার বক্ষ ভেদ করিত, একটি মাত্র গুলীর আঘাতে ফরাসীদেশের ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হইত, কিন্তু কাহারও বন্দুক হইতে একটিমাত্র গুলীও নিঃসারিত হইল না। সৈন্যগণ চিত্রার্পিতের ন্যায় সশস্ত্র দণ্ডায়মান রহিল; সেনাপতির আদেশ শূন্যে বিলীন হইয়া গেল।

নেপোলিয়ান তাহা লক্ষ্য করিলেন; তিনি কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া ধীর পদবিক্ষেপে সেই সকল সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। তাহার পর তাহাদের অদূরে গতি স্থগিত করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল উন্মুক্ত করিলেন এবং তাঁহার সেই পরিচিত সুমধুর অসীম নির্ভরতাপূর্ণ কণ্ঠস্বরে বলিলেন,—

"সৈন্যগণ! যদি তোমাদের মধ্যে এমন কেহ থাকে যে, তাহার সম্রাট্‌কে বধ করিতে প্রস্তুত, সে তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারে; আমি এখানে উপস্থিত আছি।"

কাহারও মুখ হইতে কোন কথা উচ্চারিত হইল না, সকলেই স্থির, নিস্তব্ধ। তাহার পর সেই সকল সৈন্যের হস্ত হইতে বন্দুকসমূহ একে একে ভূপতিত হইল; বহুদর্শী বৃদ্ধ সেনাপতিবৃন্দের নয়ন অশ্রুরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া তাঁহাদের দৃষ্টিরোধ করিল, সকলে কম্পিতকণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া উঠিল,—"সম্রাটের জয় হউক।" চতুর্দ্দিকের দর্শকশ্রেণী, সৈন্যমণ্ডলী এবং সমাগত শ্রমজীবিবর্গ সেই বিজয়-হুঙ্কারে যোগদান করিল; সকলের হৃদয় যেন কোন্ ঐন্দ্রজালিকের কুহকদণ্ডস্পর্শে নেপোলিয়ানের চরণে শৃঙ্খলিত হইয়া পড়িল। সকলে সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রসন্নতা কামনা করিতে লাগিল। সম্রাট্ প্রসারিতকরে প্রীতিপরিপূর্ণ-হৃদয়ে তাহাদিগকে আলিঙ্গন দান করিলেন। প্রেমের নিকট পশুবল পরাজিত হইল, বোর্ব্বোঁসেনাপতি ভীত হইয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। সৈন্যগণের আনন্দোচ্ছ্বাস প্রশমিত হইলে নেপোলিয়ান একজন প্রাচীন পুরুষের গুম্ফ আকর্ষণপূর্ব্বক আদরের স্বরে বলিলেন,—"তুমি আমাকে বধ করিবার জন্য বন্দুক উদ্যত করিয়াছিলে? আশ্চর্য্য!" সৈনিক পুরুষের চক্ষে জল আসিল, সে সম্রাট্‌কে তাহার বন্দুক দেখাইল, বন্দুকে গুলী ছিল না। সৈনিক পুরুষ বলিল,—"সম্রাট্, বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনাকে বধ করিবার আমার ইচ্ছা ছিল কি না, আমাদের সকলের বন্দুকই এই অবস্থায় ছিল।"

নেপোলিয়ান সেই সকল সৈন্য ও গ্রামবাসিগণকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া আবার পারিসের পথে চলিতে আরম্ভ করিলেন। পথে যেখানে যে নগরে নেপোলিয়ান উপস্থিত হইলেন, সেইখানেই নগরবাসিগণ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল; নব নব সৈন্য তাঁহার দলে মহা উৎসাহে যোগদান করিল, বোর্ব্বোঁবংশের আধিপত্য দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল।

৯ই মার্চ্চ তারিখে নেপোলিয়ান লিয়ন্সের পথে তাঁহার সৈন্যদল পরিচালিত করিলেন। নেপোলিয়ানের এল্বা-ত্যাগের সংবাদ ইতিপূর্ব্বেই পারিসে পৌছিয়াছিল। এই সংবাদে রাজা অষ্টাদশ লুই ও তাঁহার পারিষদবৃন্দের ভয় ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কিন্তু পাছে নগরবাসিগণ এই সংবাদে উৎসাহিত হইয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করে, এই ভয়ে সংবাদটি গোপনে রাখা হইল। নগরের যে সকল গণ্যমান্য অধিবাসী নেপোলিয়ানের প্রতি অনুরক্ত বলিয়া সন্দেহ হইল, তাহাদের ধৃত করিবারও আয়োজন হইল।

লিয়ন্স নগরে তখন অধিবাসিসংখ্যা দুই লক্ষ ছিল। ইহা পারিস হইতে আড়াই শত মাইল দূরে অবস্থিত। ৫ই মার্চ্চ রাজা অষ্টাদশ লুই নেপোলিয়ান গ্রেণোভল পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়ার সংবাদ পাইয়াছিলেন। কাউণ্ট আত্রয় বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া রাজার আদেশে নেপোলিয়ানের দমনে যাত্রা করিলেন। নেপোলিয়ান লিয়ন্স নগরে প্রবেশ করিবার কয়েক ঘণ্টা মাত্র পূর্ব্বে তিনি এই নগরে সসৈন্যে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে তখন একদল অশ্বারোহী ও একদল পদাতিক সৈন্যমাত্র ছিল, অন্যান্য সৈন্য পশ্চাতে আসিতেছিল। স্থানীয় সৈন্যের সংখ্যা ছিল বিশ সহস্র, তাহারা সকলেই অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত ও যুদ্ধার্থে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু কাউণ্ট আত্রয়কে তাহারা তাহাদের সেনাপতি বলিয়া স্বীকার করিল না, তাহারা কিংবা নগরবাসিগণ তাহার সম্বর্দ্ধনা পর্য্যন্ত করিল না। অষ্টাদশ লুইর নামে সৈন্যগণের মধ্যে মদ্য বিতরিত হইল, সৈন্যগণ সেই মদ্য প্রসন্ন-চিত্তে গলাধঃকরণ করিয়া সমস্বরে হুঙ্কার দিয়া উঠিল, "জয় সম্রাট্

নেপোলিয়ানের জয়!" কাউণ্ট আত্রয় বুঝিলেন, আর ভদ্রস্থতা নাই, নিরাশ-হৃদয়ে তিনি সৈন্যপরিদর্শনে যাত্রা করিলেন, কাওয়াজ আরম্ভ হইল, তিনি বক্তৃতা দ্বারা তাহাদিগের কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিলেন, তাহাদের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া, তাহাদিগকে নানাপ্রকার আশার কথা বলিয়া তাহাদিগের হৃদয় আকর্ষণের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বৃথা চেষ্টা! একজন বয়োবৃদ্ধ সৈন্যকে সম্মুখে দেখিয়া কাউণ্ট বলিলেন,—"তুমি দেখিতেছি, একজন প্রাচীন বহুদর্শী সৈন্য, তুমি নিশ্চয়ই বলিবে, 'জয় রাজার জয়।'

প্রাচীন সৈন্যটি ডিউকের মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "মহারাজ, আপনার ভ্রম হইতেছে. আমাদের মধ্যে এমন কেহই নাই যে, পুত্র হইয়া পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে। জয় সম্রাট্ নেপোলিয়ানের জয়!"

ডিউক দেখিলেন, নেপোলিয়ান তখনও সকলের হৃদয়ে রাজত্ব করিতেছেন, সৈন্যগণের সকলেই তাঁহার পতাকামূলে সম্মিলিত হইবার জন্য লালায়িত। তখন তিনি লিয়ন্স নগর পরিত্যাগই কর্ত্তব্য মনে করিলেন, তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যগণ এ দুর্দ্দিনে তাঁহার সাহায্যগ্রহণে সম্মত হইল না, তাহারাও সম্রাটের সৈন্যদলভুক্ত হইবার জন্য উৎসুক হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া কাউণ্ট লিয়ন্স নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন, একটি মাত্র বিশ্বাসী প্রহরী তাঁহার সঙ্গে রহিল। নেপোলিয়ান তাঁহার প্রভুভক্তির পুরস্কারস্বরূপ একটি সম্মানচিহ্ন পাঠাইয়া স্বকীয় উদারতার পরিচয় প্রদান করিলেন। এই পুরস্কারের সহিত তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমি সাধুতার পুরস্কার চিরদিনই প্রদান করিয়া থাকি।"

ডিউকের অনুচরবর্গ প্রভুর পক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক নেপোলিয়ানের পক্ষাবলম্বনে আগ্রহ প্রকাশ করিলে, নেপোলিয়ান তাহাদিগকে অবজ্ঞাভরে বলিলেন,—"কাউণ্ট ডি আত্রয়ের প্রতি তোমরা যে ব্যবহার করিয়াছ, তাহা হইতেই আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছি, আমার বিপদ্‌কালে তোমরা আমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে। তোমরা আমার সাহচর্য্য গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছ, সেজন্য তোমাদিগকে ধন্যবাদ, কিন্তু তোমাদের আমার আবশ্যক নাই, তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও।"

কিন্তু নেপোলিয়ানের অনুরক্ত বন্ধুগণের ব্যবহার সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার ছিল। মার্শেল লি ফিভার তাঁহাদের মধ্যে একজন। মার্শেল লি ফিভার নেপোলিয়ানের সিংহাসনচ্যুতি পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত একত্র ফণ্টেনব্লোঁ প্রাসাদে বাস করিয়াছিলেন, নেপোলিয়ান এল্‌বাদ্বীপে যাত্রা করিলে লি ফিভার পারিসনগরে উপস্থিত হইলেন। তিনি সম্রাট্ আলেক্‌জান্দারের সহিত পরিচিত হইলে রুসীয় সম্রাট্ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যখন আমরা পারিসনগরে উপস্থিত হই, তখন আপনি এখানে ছিলেন না?"

লি ফিভার বলিলেন,—"না সম্রাট্, দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা যথাসময়ে এখানে উপস্থিত হইতে পারি নাই।"

রুসীয় সম্রাট সহাস্যে বলিলেন, "দুর্ভাগ্যক্রমে! তাহা হইলে আপনি আমাদিগকে এখানে দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছেন?"

উদার-হৃদয় অকপট মার্শেল উত্তর করিলেন,—"সম্রাট্, যে বীরপুরুষ যৌবনকালেই বিজয়-গৌরব ও কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে সমভাবে পরিচালিত করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধার অভাব নাই, কিন্তু আমার স্বদেশে আমাদের দেশের বিজেতার পদার্পণ আমার নিকট দুঃখের বিষয়, তাহা অস্বীকার করিতে পারিব না।"

রুসীয় সম্রাট্ এই উত্তরে পরম প্রীত হইয়া বলিলেন,— "মার্শেল মহাশয়! আপনার উন্নত মনোবৃত্তির জন্য আপনি আমার শ্রদ্ধালাভের অধিকারী হইয়াছেন।"

নেপোলিয়ান পারিসনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে প্রভুভক্ত লি ফিভার তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সুখদুঃখের সাহচর্য্য গ্রহণ করিলেন।

১০ই মার্চ্চ রাত্রি নয় ঘটিকার সময় সমগ্র পারিসবাসিগণের আনন্দধ্বনির মধ্যে নেপোলিয়ান প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। তিনি পারিসে পদার্পণ করিয়াই তাঁহার ভূতপূর্ব্ব মুন্সী ব্যারণ ফ্লুরীকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। অল্পকাল পরে ব্যারণ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে নেপোলিয়ান ঈষদ্ধাস্যে বলিলেন,—"তুমি বোধ করি, এত শীঘ্র আমাকে এখানে দেখিবার প্রত্যাশা কর নাই।"

ব্যারণ বলিলেন,—"না সম্রাট্, আপনিই কেবল এ ভাবে সকলের বিস্ময় উৎপাদনে সমর্থ।"

নেপোলিয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ ব্যাপারে পারিসের লোক কি বলে? সাধারণের মতই বা কি?"

ব্যারণ উত্তর করিলেন,—"সম্রাটের প্রত্যাবর্ত্তনে তাহারা

মহোৎসব আরম্ভ করিয়াছে। বোর্ব্বোঁদিগের সহিত ফরাসী-জাতির সংগ্রামে আমরা আমাদের অধিকার কি, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি, ইহাতে উদারমত সমর্থিত হয় নাই।"

সম্রাট্ বলিলেন,—"আমি তাহা জানি, বোর্ব্বোঁগণের শাসনক্ষমতার প্রতি সম্মান-প্রদর্শনে কেহ প্রস্তুত হয় নাই। একটি মহৎ জাতিকে সুখ ও স্বাধীনতা দান করায় আনন্দ ও গৌরব উভয়ই আছে। আমি ফ্রান্সের গৌরবদানে কখনও কৃপণতা করি নাই। আমি তাহার স্বাধীনতার হ্রাস করিব না। যতখানি ক্ষমতা রাজ্যশাসনের জন্য আবশ্যক, তাহার অতিরিক্ত ক্ষমতার আমি প্রত্যাশী নহি। ক্ষমতা স্বাধীনতার প্রতিদ্বন্দ্বী নহে, পক্ষান্তরে যখন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ-ভাবে বিরাজ করে, তখনই স্বাধীনতার পূর্ণ-বিকাশ হয়। দুর্ব্বলতার স্বাধীনতার মধ্যে শান্তি থাকে না, শক্তির সহিত সংযুক্ত হইলে ইহা প্রশান্তভাবে থাকে। ফ্রান্সের জন্য কি আবশ্যক, তাহা আমি জানি, কিন্তু স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃ-ঙ্খলতা বা অরাজকতার প্রশ্রয় দেওয়া যাইতে পারে না। তুমি কি মনে কর, আমাদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে?"

ব্যারণ বলিলেন,—"তাহা আমার বোধ হয় না। গবর্ণ-মেণ্ট সৈন্যগণের প্রতি বিশ্বাসবান্ নহে। সৈনিক কর্ম্মচারি-গণও ইহার প্রতি হতশ্রদ্ধ, আপনার বিরুদ্ধে যে সকল সৈন্য প্রেরিত হইবে, তাহারা আপনার সহায়তায় দণ্ডায়মান হইবে।"

সম্রাট্ বলিলেন,—"আমারও তাই অনুমান হয়, কিন্তু মার্শেলগণের অভিপ্রায় কি?"

ব্যারণ বলিলেন,—"ফণ্টেন্‌ব্লোঁতে তাহারা সম্রাটের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহা আপনার মনে আছে বলিয়াই তাহাদের বিশ্বাস, এরূপ আমার অনুমান হয়। তাহাদের ভয় দূর করা উচিত। সম্রাট্ যদি তাহাদিগকে অভয়দানপূর্ব্বক পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হন, তাহা হইলেই সকল গোলযোগ মিটিতে পারে।"

সম্রাট্ বলিলেন,—"না, আমি তাহাদিগকে কখন পত্র লিখিব না। তাহারা মনে করিবে, আমি বাধ্য হইয়াই তাহাদিগকে পত্র লিখিতেছি। আমি কাহারও সহিত বাধ্য-বাধকতায় আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করি না। সৈন্যগণ আমার প্রতি অনুরক্ত আছে, কর্ম্মচারিগণও আমার পক্ষাবলম্বন করিয়াছে; এরূপ অবস্থায় সেনাপতিগণ দূরে থাকিয়া কি করিবে? আমার সৈন্যগণের প্রতি সন্দেহের কোন কারণ নাই। তাহারা যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, কিন্তু সৈন্যগণ বিশ্বাসঘাতক হইবে না। নে কি করিতেছে? রাজার সহিত সে কিরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ?"

ব্যারণ বলিলেন,—"সম্রাট্, আমার বোধ হয়, তাঁহার হস্তে সৈন্যভার নাই। তাঁহার স্ত্রীর জন্য তিনি বড় অসুখী।"

সম্রাট্ বলিলেন, "ও সকল কথা এখন থাক, তুইলারি প্রাসাদের খবর কি?"

ব্যারণ বলিলেন,—"সেখানে কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই, এমন কি, ঈগল পর্য্যন্ত যথাস্থানে আছে।"

নেপোলিয়ান সহাস্যে বলিলেন,—"হয় ত তাহারা আমার বন্দোবস্তই ভাল মনে করিয়াছে। যাহা হউক, রাজার কথা বল, কি রকম লোক, তাঁহার নামের মুদ্রা দেখিতে উৎকৃষ্ট হইয়াছে ত?"

ব্যারণ সম্রাটের হস্তে নূতন রাজার প্রচলিত একটি মুদ্রা প্রদান করিয়া বলিলেন,—"সে কথার বিচার সম্রাট স্বয়ং করিতে পারেন, এই টাকা দেখুন।"

নেপোলিয়ান সবিস্ময়ে বলিলেন,—"লুই নূতন করিয়া মুদ্রাঙ্কিত হয় নাই, বড় আশ্চর্য্য কথা ত! (টাকাটি উল্টা-ইয়া ধরিয়া) টাকায় রাজার চেহারা দেখিয়া একবারও মনে হয় না যে, লোকটা অনাহারে মরিবে! কিন্তু দেখ, "পর-মেশ্বর ফ্রান্সকে রক্ষা করুন," এ কথাটি পরিবর্ত্তিত করিয়া "পরমেশ্বর রাজাকে রক্ষা করুন," এই কথাটি বসাইয়াছে। ইহারা চিরকালই এক রকম। সকলই তাহাদের নিজের জন্য, ফ্রান্সের জন্য তাহারা কিছুই করিতে চাহে না। হত-ভাগিনী ফরাসীভূমি! কি পাষণ্ডের হস্তে তুমি আত্মসমর্পণ করিয়াছ! আমার প্রতি অনুরক্ত, এমন কোন লোক কি এখানে আছে? যদি থাকে, সন্ধান লইয়া আমার কাছে পাঠাইয়া দিও, আমি সকল কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে চাহি। হরতেনস্ কি করিতেছে?"

ব্যারণ বলিলেন,—"সম্রাট্, তাঁহার গৃহ এখনও সম্ভ্রান্ত ও সুরসিক ব্যক্তিগণের আশ্রয়স্বরূপ বিরাজ করিতেছে। যদিও তিনি এখনও সিংহাসন-বঞ্চিতা, তথাপি এখনও পারিসের সকল লোক তাঁহাকে সমান শ্রদ্ধা ও সম্মান করে।"

সম্রাট্ বলিলেন,—"সে বোর্ব্বোঁদিগের হস্তে ডচেস উপাধি

গ্রহণ করিয়া ভারি নির্ব্বোধের মত কাজ করিয়াছে। সে নিজেকে বোনাপার্ট-দুহিতা নামে পরিচিত করিতে পারিত, ইহা অন্য যে কোন নামের অপেক্ষা অল্প গৌরবজনক নহে। হতভাগিনী যোসেফিন জীবিতা থাকিলে তাহাকে নিশ্চয়ই সদুপদেশ প্রদান করিতেন। আমার পরলোকগতা পত্নীর (যোসেফিনের) মৃত্যুতে কি লোকে দুঃখ করিয়াছিল?"

ব্যারণ বলিলেন,—"সম্রাট্, আপনি জানেন স্বর্গীয়া মহিষী সমগ্র ফরাসীজাতির কিরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্রী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে জনসাধারণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ।"

নেপোলিয়ান বলিলেন, "ইহা তাঁহার উপযুক্ত। তিনি যাবতীয় নারীজনোচিত গুণে বিভূষিতা ছিলেন। তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান অত্যন্ত প্রখর ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে আমার দুঃখ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যে দিন তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাইলাম, সে দিন আমার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টের দিন।"

অনন্তর নেপোলিয়ান প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হইলেন, বলিলেন,—"আমার ফ্রান্স-প্রত্যাগমনে ইউরোপীয় রাজগণ কি মনে করিবে বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস?"

ব্যারণ বলিলেন,—"সাধারণের বিশ্বাস, অষ্ট্রিয়া আপনার সহিত যোগদান করিবেন এবং রুসিয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে বোর্ব্বোঁদিগের অধঃপতন নিরীক্ষণ করিবেন।"

সম্রাট্ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন?"

ব্যারণ বলিলেন,—"সম্রাট্ আলেক্‌জান্দার পারিসনগরে অবস্থানকালে বোর্ব্বোঁরাজনন্দনগণের প্রতি প্রীত ছিলেন না। ইংলণ্ডের প্রতি অত্যধিক অনুরাগই তাঁহার বিরক্তির কারণ।"

নেপোলিয়ান বলিলেন,—"সুসংবাদ বটে, আলেক্‌জান্দার কি আমার পুত্রকে দেখিয়াছেন?"

"হাঁ সম্রাট্, আমি নিশ্চিত বলিতে পারি, তিনি আপনার পুত্রকে প্রগাঢ় স্নেহের সহিত আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলেন, অতি চমৎকার বালক! আমি এমন প্রতারিত হইয়াছিলাম!"

নেপোলিয়ান আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য?"

ব্যারণ বলিলেন,—"তিনি শুনিয়াছিলেন যে, আপনার পুত্র জড় ও উন্মাদ।"

সম্রাট্ কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়া বলিলেন,—"কি নরাধম! ভবিষ্যতে প্রসিদ্ধি লাভ করিবার উপযুক্ত অনেক গুণ আমার পুত্রের আছে; তাহার সমকালে সে সম্মানভাজন হইতে পারিবে।"

নেপোলিয়ান পারিস অভিমুখে ধাবিত হইয়াছেন শুনিয়া বোর্ব্বোঁগণ তাঁহার বিরুদ্ধে এক ইস্তাহার জারি করিয়া সাধারণকে জ্ঞাপন করিলেন যে, নেপোলিয়ান ও তাঁহার দল আইনলঙ্ঘনকারী দস্যুদল মাত্র, তাঁহাদিগের মস্তকের জন্য পুরস্কারও ঘোষিত হইল। নেপোলিয়ানের পক্ষাবলম্বী প্রত্যেক ব্যক্তি রাজদ্রোহী নামে পরিগণিত হইল।

কিন্তু তাহাতেই বোর্ব্বোঁরাজ অষ্টাদশ লুই বা তাঁহার দলভুক্ত ব্যক্তিগণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না; সেনাপতি নে তখন রাজকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পারিস হইতে কয়েক মাইল দূরে শান্তভাবে কালযাপন করিতেছিলেন। তিনি সৈন্যভার গ্রহণপূর্ব্বক রাজদ্রোহী নেপোলিয়ানের দমনের জন্য আদিষ্ট হইলেন। রাজার আদেশ—তিনি সেনাপতি, সুতরাং এই আদেশ অবিলম্বে শিরোধার্য্য করিয়া সেনাপতি নে বেসানসন নামক স্থানে যাত্রা করিলেন। তিনি সৈন্যাপত্য গ্রহণ করিলে তাঁহার অধীনস্থ সৈনিক কর্ম্মচারিবৃন্দ তাঁহার গোচর করিলেন যে, নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে সৈন্যগণকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করা যে কোন মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব। যাহা হউক, এই কথায় বিশেষ মনোযোগ দান না করিয়া তিনি সৈন্যদলকে কাওয়াজের অনুমতি করিলেন। কাওয়াজ আরম্ভ হইল, কিন্তু তিনি সবিস্ময়ে শুনিলেন, তাহারা তাঁহার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের সময় সমস্বরে বলিয়া উঠিল,—"জয় সম্রাট্ নেপোলিয়ানের জয়!"—সেনাপতি নে এ শব্দের সহিত অপরিচিত ছিলেন না। কত তুষারাচ্ছন্ন প্রান্তরে, লক্ষ লক্ষ শত্রুসৈন্যবেষ্টিত ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে, দুর্গম গিরিশৃঙ্গে এই চির-পরিচিত উৎসাহধ্বনি শত বিপদে তাঁহার হৃদয়ে বল প্রদান করিয়াছে, সৈন্যগণের নিরাশাক্রান্ত হৃদয় ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সহসা সেই শোণিতময় শ্মশানক্ষেত্রে ক্রাসনোর কথা তীব্র অনুশোচনার ন্যায় মহাবীর নের স্মরণপথে উদিত হইল; তাঁহার মনে হইল, চতুর্দ্দিকে শত্রু, রুসীয়গণ চতুর্দ্দিক্ হইতে ফরাসী-সৈন্য ধ্বংস করিতেছে, অশীতি সহস্র রুসীয় সৈন্য কামান উদ্যত

করিয়া পশ্চাতে ছুটিয়া চলিয়াছে। সেই সময় সেনাপতি নে হয় ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন ভাবিয়া সম্রাট্ নেপোলিয়ান মুষ্টিমেয় দশ সহস্র মাত্র সৈন্য লইয়া তাঁহার উদ্ধারকামনায় সেই আটগুণ শত্রুসৈন্যের অগ্নিস্রাবী কামানের উপর লম্ফ দিয়া পড়িয়াছিলেন; সেই নেপোলিয়ান—প্রজার হৃদয়-রঞ্জক, সর্ব্বগুণসম্পন্ন, রাজগণের আদর্শ, সহৃদয়তার দেবতা, উৎপীড়িত নেপোলিয়ান তাঁহার সিংহাসনে প্রত্যাগমন করিতেছেন, সমস্ত দেশের লোক মহা হর্ষভরে একবাক্যে তাঁহার অভ্যর্থনা করিতেছে, এমন কি, সৈন্যগণ পর্য্যন্ত তাঁহার কার্য্যে দেহপাত করিবার জন্য আগ্রহবান্, আর তিনি কি কোষনির্মুক্ত অসি দ্বারা সেই সুখ-দুঃখের চিরসহচরের সংবর্দ্ধনা করিবেন? তথাপি ইহাই তাঁহার কর্ত্তব্য, কিন্তু এ কর্ত্তব্য পালন করিতে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, এই কঠিন কর্ত্তব্যের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য তিনি মৃত্যুও বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করিলেন। কিন্তু একাকী যুদ্ধ করিতে পারা যায় না, সৈন্যগণ কোন ক্রমে নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে না, সুতরাং উপায় নির্ণয়ের জন্য তিনি তাঁহার অধীনস্থ সেনাপতিবৃন্দকে এক গুপ্তসভায় আহ্বান করিলেন; বলিলেন,—"আমি কি করিব! আমি আমার করতলের দ্বারা সমুদ্রের স্রোত প্রতিরোধ করিতে পারি না।"

সেনাপতিগণ একবাক্যে তাঁহাকে জানাইলেন যে, নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া কৃতকার্য্য হইবার কোন আশা নাই। কর্ত্তব্যের পথও তাঁহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং নে বোর্ব্বোঁদিগের সৈন্যাপত্যভার গ্রহণ করিয়া একাকী অসিহস্তে বীরের ন্যায় সমরক্ষেত্রে দেহপাত করিয়া জগতের ইতিহাসে কর্ত্তব্যের সুমহান্ আদর্শরূপে আপনার সুনাম সুরক্ষিত করিতে সমর্থ হইলেন না; ইতিহাস এ জন্য সেনাপতি নেকে বিশ্বাসঘাতকদিগের শ্রেণীতে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু অবস্থা বিবেচনায় তাঁহার এই দুর্ব্বলতা মার্জ্জনালাভের যোগ্য। যখন তিনি দেখিলেন, সৈন্যগণ সকলেই সম্রাট্ নেপোলিয়ানের বিজয়ঘোষণা করিতেছে, বোর্ব্বোঁশাসনে সকলেই অবসন্ন, উৎপীড়িত ও বিপন্ন, তখন তিনি সৈন্যগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্র প্রচারিত করিলেন,—

"সৈন্যগণ! বোর্ব্বোঁদিগের সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত। ফরাসীজাতি যাঁহাকে ফরাসী সিংহাসনের ন্যায়সঙ্গত অধিকারিরূপে বরণ করিয়াছে, তিনি পুনর্ব্বার সিংহাসনে আরোহণ করিতে আসিতেছেন,—তিনি আর কেহ নহেন, আমাদের সম্রাট্ নেপোলিয়ান, সুন্দরী ফরাসীভূমির একমাত্র হৃদয়ের রাজা। এত দিন পরে স্বাধীনতার জয় হইল, আমাদের মহান্ সম্রাট্ সেই স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আসিতেছেন। সৈন্যগণ! আমার অধীনে তোমরা বহু যুদ্ধ করিয়াছ, এখন পুনর্ব্বার আমি তোমাদিগকে সেই অজেয় মহাবীরের সপক্ষে পরিচালিত করিব। কয়েক-দিনের মধ্যেই তিনি রাজধানীতে উপস্থিত হইবেন, সেই দিন আমাদের সকল সুখ, সকল আশা চিরদিনের জন্য পূর্ণ হইবে। জয় সম্রাটের জয়!"

এই ঘোষণাপত্র পাঠের সময় ফরাসী সৈন্যগণ আনন্দোচ্ছ্বাসে একেবারে আত্মহারা হইয়া উঠিল। ক্ষণকালের জন্য সামরিক শৃঙ্খলা চরণতলে বিদলিত করিল, তাহার পর উচ্চকণ্ঠে মহাহর্ষে বলিল,—"জয় সম্রাট্ নেপোলিয়ানের জয়!"

সেনাপতি নে প্রথমে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কিছু সঙ্কুচিত হইলেন; তাঁহার মনে পড়িল, ফণ্টেনব্লোঁ প্রাসাদে তিনি অন্যায়রূপে সম্রাট্‌কে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, এ দিকে বোর্ব্বোঁদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়াও তাঁহাদিগের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্যপালন করিলেন না। তাঁহার মনে কষ্ট ও অনুতাপের সঞ্চার হইলেও তিনি একবারও আপনাকে স্বদেশদ্রোহী বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। সম্রাট্ উদারতা বশতঃ সেনাপতির ভূতপূর্ব্ব ত্রুটি সম্বন্ধে কোন কথা উল্লেখ না করিয়া আগ্রহপূর্ণহৃদয়ে তাঁহার করগ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন,—"প্রিয় নে, আমাকে আলিঙ্গন দান কর। তোমাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। তোমার কোন কাজের কোন কৈফিয়ৎ চাহি না। আমার এই বাহুদ্বয় তোমাকে গ্রহণ করিবার জন্য সর্ব্বদা মুক্ত রহিয়াছে, আমার নিকট এখনও তুমি বীরাদপি বীর।"

এইরূপে নেপোলিয়ানের সহিত নের মিলন সংঘটিত হইল। নেপোলিয়ান নের নিকট প্রকাশ করিলেন যে, নররক্তপাত দ্বারা তিনি তাঁহার শুভাগমন কলুষিত করিতে প্রস্তুত নহেন; যাহাতে রক্তস্রোত প্রবাহিত না হয়, সকলকে

তাহাই করিতে হইবে। নেপোলিয়ান এইমাত্রই আদেশ প্রচার করিলেন। পথে নেপোলিয়ানকে হত্যা করিবার জন্য রাজপক্ষাবলম্বিগণ নানা ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, কিন্তু বন্ধুগণের সতর্ক-দৃষ্টি তাঁহাকে নিয়ত রক্ষা করিয়াছিল।

সম্রাট্ ফনটেনব্লোঁ নগরের সন্নিকটে উপস্থিত হইলে প্রজাগণের হর্ষাতিশয্যে প্রমাদ গণিয়া অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধ রাজা অষ্টাদশ লুই শকটারোহণপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন।

ফনটেনব্লোঁ হইতে নেপোলিয়ান পারিসযাত্রা করিলেন, মধ্যপথে মেলুন নামক স্থানে বোর্ব্বোঁগণ একবার তাঁহাদের অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য নেপোলিয়ানের গতিরোধে দণ্ডায়মান হইলেন। ডিউক ডি বেরির অধীনস্থ প্রায় লক্ষ সৈন্য তিন দলে বিভক্ত হইয়া নেপোলিয়ানকে আক্রমণ করিবার জন্য সদর্পে কামান ও বন্দুকশ্রেণী উদ্যত করিল।

নেপোলিয়ান এক জনও সৈনিক সঙ্গে না লইয়া সাধারণ ভদ্রলোকের ন্যায় একখানি শকটে আরোহণপূর্ব্বক এই অগণ্য শত্রুগণের অভিমুখে শকট পরিচালিত করিলেন। বোর্ব্বোঁসৈন্যগণ তখন নিস্তব্ধভাবে অবস্থান করিতেছিল, যেন চিত্রাঙ্কিত দৃশ্য, কেবল এক একবার রণবাদ্যের ধ্বনি উত্থিত হইয়া সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। অনেকক্ষণ পরে তাহারা দেখিতে পাইল, অরণ্যের অন্তরাল হইতে একখানি উন্মুক্ত শকট তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে, শকটে একজনমাত্র আরোহী, সঙ্গে কয়েকটি প্রহরী। অবিলম্বে সৈন্যগণ শকটারোহীকে দেখিতে পাইল ;—দেখিল, অশ্বারোহী আর কেহ নহে, তাহাদিগের উপাস্য দেবতা, তাহাদিগের সম্রাট্ স্বয়ং নেপোলিয়ান বোনাপার্ট। সৈন্যগণের আরও সন্নিকটে উপস্থিত হইলে নেপোলিয়ান শকটের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া সৈন্যগণের উদ্দেশ্যে উভয় বাহু প্রসারিত করিয়া দিলেন, যেন তিনি স্নেহভরে তাঁহার প্রিয়তম পুত্রকে আলিঙ্গনদানের জন্য আহ্বান করিতেছেন। সহসা প্রেমের প্রবল-প্লাবনে সৈন্যগণের মরুহৃদয় ভাসিয়া গেল ; তাহারা অশ্রুপূর্ণনেত্রে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে ‘জয় সম্রাট্ নেপোলিয়ানের জয়’ স্বরে গগনতল প্রতিধ্বনিত করিল। তাহারা সকল শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া সম্রাটের প্রসারিত বাহু লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইল। তাহাদিগকে বিহ্বলভাবে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া সম্রাট্ শকট হইতে ভূতলে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক সৈন্যগণকে সহোদরের ন্যায় আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে আনন্দাশ্রু, আনন্দধ্বনি। বোর্ব্বোঁকর্ম্মচারিগণ হতবুদ্ধি হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন। বিনা রক্তপাতেই নেপোলিয়ান পারিসে পদার্পণ করিয়াছিলেন ; প্রজাগণ, সৈন্যগণ সকলে তাহাদিগের হৃদয়ের আরাধ্যদেবতার ন্যায় তাঁহাকে রাজধানীতে গ্রহণ করিয়াছিল। অসংখ্য গুণ না থাকিলে মানুষের এরূপ ভক্তি, প্রীতি ও পূজার পাত্র হইতে পারে না, তাই লামার্টিন বলিয়াছেন,—“নেপোলিয়ান ভগবানের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি।”

যদিও ফ্রান্সের—বোর্ব্বোঁনরপতি নেপোলিয়ানের মস্তক ক্রয়ের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং নেপোলিয়ানের পারিস প্রত্যাগমনের পর তাঁহার নিজের মস্তক স্কন্ধে রক্ষা করা দুরূহ হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি নেপোলিয়ান তাঁহার প্রতি বিন্দুমাত্র অসদ্ব্যবহার করেন নাই। এমন কি, তিনি আদেশ করিয়াছিলেন যে, সেই বাতব্যাধিযুক্ত জড়তাপ্রাপ্ত স্থবির রাজা ও তাঁহার দলভুক্ত ব্যক্তিগণের প্রতি যেন কোন অত্যাচার না হয়। তাঁহারা দলবল লইয়া ফ্রান্সের উত্তরসীমায় ‘লীললে’ নামক স্থানে মহাপ্রস্থান করিলেন। বোর্ব্বোরাজের এইরূপ অকালপতনে প্রজাপুঞ্জের একটি দীর্ঘশ্বাসও পতিত হইল না।

সহস্র সহস্র প্রজার আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট পারিসে প্রবেশ করিয়া অনতিবিলম্বে তুইলারিরাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন, সেখানে তাঁহার মন্ত্রণাগৃহে ব্যারণ ফ্লুরির সহিত যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, আমরা ইতিপূর্ব্বে তাহার আংশিক বিবরণ প্রদান করিয়াছি। এই কক্ষে অষ্টাদশ লুই ব্যস্ততাবশতঃ অনেক গোপনীয় কাগজপত্র ফেলিয়াই পলায়ন করিয়াছিলেন ; নেপোলিয়ানের আত্মসম্মান এরূপ প্রবল ছিল যে, তিনি এই সকল কাগজপত্র দেখিবার জন্য মুহূর্ত্তের নিমিত্তও কৌতূহল প্রকাশ করিলেন না। তিনি সেগুলি লেফাপাবদ্ধ ও গালামোহর করিয়া তাহার অধিকারীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কোন বিদ্রূপপরায়ণ ব্যক্তি বোর্ব্বোদিগকে লক্ষ্য করিয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহা সম্রাটের টেবিলের উপর রাখিয়াছিল, বোধ করি, সঙনির্ম্মাতার অভিপ্রায় ছিল, এ সকল দেখিয়া সম্রাট যৎপরোনাস্তি আনন্দ অনুভব করিবেন, কিন্তু সম্রাট বিরক্তির সহিত সেগুলি অপসারিত করিবার আদেশ দান করিলেন। পতিতের দুর্দশা দেখিয়া

তাঁহার হৃদয়ে উল্লাসসঞ্চার হইত না, তিনি সেরূপ ক্ষুদ্রাশয় ছিলেন না। রাজা অষ্টাদশ লুই মহাশয়ের ধর্ম্মের আড়ম্বর কিছু অতিরিক্ত ছিল; তাঁহার সুপবিত্র ক্রশ কাষ্ঠ, খৃষ্টান সেণ্টদিগের প্রতিমূর্ত্তি, মালা প্রভৃতি সেই কক্ষে বিচ্ছিন্নভাবে সংরক্ষিত ছিল, নেপোলিয়ান ধীরভাবে বলিলেন,—"এগুলি স্থানান্তরিত কর, ফরাসী-সম্রাটের মন্ত্রণাগার ধর্ম্মযাজকের উপাসনামন্দির নহে।"

অতঃপর নেপোলিয়ান রাজ্যের বিবিধ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। বোর্ব্বোঁগণ যে সকল নব প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তিনি তাহা রহিত করিয়া তাঁহার ঘোষণাপত্র অনুসারে প্রজাবর্গকে বিবিধ অধিকার প্রদান করিলেন, তাঁহার পূর্ব্বতন বহু নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল।

ইউরোপের সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জ এল্‌বাদ্বীপে নেপোলিয়ানকে নির্ব্বাসিত করিয়া নবজিত রাজ্য গ্রাসের জন্য পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভিয়েনা নগরে এক কংগ্রেস বা মহাসভায় তাঁহাদের বিবাদ চলিতেছিল, সমস্ত ইউরোপেও নরপতি বা তাঁহাদের প্রতিনিধিবর্গ সেই মহাসভায় উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব দাবীর জন্য বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন। অষ্ট্রীয় সম্রাটই এই মহাসভার উপস্থিত প্রাত্যাহিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছিলেন; ব্যয় বড় অল্প নহে, অতিথি সৎকারে তাঁহার প্রত্যহ এক লক্ষ পঁচিশ হাজার ফ্রাঙ্ক ব্যয় হইতেছিল। কেবল বিবাদ নহে, এ সময়ে অষ্ট্রিয়া রাজধানীতে আনন্দানুষ্ঠানেরও ত্রুটি ছিল না। এই সকল রাজগণ স্বপ্নেও মনে করেন নাই যে, নেপোলিয়ান একাকী আচম্বিতে তাঁহার জীবন্ত সমাধি হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার পূর্ব্বাধিকার স্মরণ পূর্ব্বক ফরাসী-সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য পারিস যাত্রা করিবেন। তাই তাঁহারা বিবাদ-বিসংবাদ, নৃত্য-গীত প্রভৃতিতে সময়ক্ষেপণ করিতেছিলেন। একদিন মহা ধুমধামে বল-নাচ হইবার কথা, তালিরান্দের সুন্দরী সুমধ্যমা ভ্রাতুষ্পুত্রী কুমারী কুরল্যান্দে এই বলের আয়োজন করিয়াছিলেন; তালিরান্দ এই বলে যোগদান করিবেন বলিয়া তাঁহার সুসজ্জিত কক্ষে বিলাসবেশে সজ্জিত হইতেছিলেন, সুগন্ধ পুষ্পসারে তাঁহার করতল সিক্ত, দুই জন নরসুন্দর দুদিক্ হইতে তাঁহার কেশরাশির পরিপাট্যবিধান করিতেছিল, এমন সময়ে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী মেটারনিক কর্ত্তৃক প্রেরিত একখানি পত্র লইয়া দ্রুতপদে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। পত্রের উপরে লেখা ছিল, "গোপনীয় ও জরুরী পত্র।" তালিরান্দ তখন বেশসংস্কারে শশব্যস্ত, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে সেই পত্র খুলিয়া পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

কুমারী কুরল্যান্দে পত্র খুলিয়া তাহা পাঠ করিলেন, তাঁহার মুখ মলিন হইয়া গেল, অঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তিনি আত্মসংবরণে অসমর্থ হইয়া চীৎকারশব্দে বলিলেন,—"কি সর্ব্বনাশ! বোনাপার্ট এল্‌বা পরিত্যাগ করিয়াছেন! আজ সন্ধ্যাকালে আমার বলের অদৃষ্টে কি হইবে?"

সচিবশ্রেষ্ঠ তালিরান্দের মুখ অন্ধকার হইয়া গেল। তিনি মুহূর্ত্তকাল বজ্রাহতের ন্যায় অবস্থান করিলেন, কিন্তু সংযম হারাইলেন না। ক্ষণকালের পর বলিলেন,—"স্থির হও মা, যাহাই ঘটুক, তোমার বল বন্ধ থাকিবে না।"

যাহা হউক, যদিও তালিরান্দ কোন প্রকার বাহ্যিক চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না, কিন্তু আমোদলিপ্সু মহাসম্মানিত অতিথিগণের হৃদয় এ সংবাদে অবসন্ন হইয়া উঠিল। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এলিসন এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—"ভিয়েনার সম্রাট্-প্রাসাদের সেই সুবিস্তীর্ণ প্রমোদকক্ষে সুসজ্জিত জনমণ্ডলীর মধ্যে যদি সেই মুহূর্ত্তে সহসা বজ্রাঘাত হইত, তাহা হইলে তাঁহারা অধিকতর বিচলিত বা কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতেন না। তাঁহারা প্রত্যেকে যে নিদারুণ আশঙ্কা স্ব স্ব হৃদয়ে অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা অতি কষ্টে গোপন রাখিতে সমর্থ হইলেন।"

এই সকল রাজন্যবর্গ নেপোলিয়ান-সম্বন্ধে আর কোন সংবাদ পাইলেন না, নেপোলিয়ান অতঃপর কি করিবেন, তাহাও তাঁহারা বুঝিতে অসমর্থ হইলেন। পাঁচ দিন কাল মহা উৎকণ্ঠায় অতিবাহিত হইল, নৃত্য-গীত, আনন্দ-উল্লাস, বিবাদ, তর্ক-বিতর্ক সমস্ত থামিয়া গেল, সমস্ত ইউরোপ একটিমাত্র চিন্তায় আলোড়িত, প্রত্যেকের হৃদয়ে একজনের কথা নিত্য জাগরূক। ভোজনে সুখ নাই, শয়নে নিদ্রা নাই, আমোদে রুচি নাই; ইউরোপের সম্মিলিত রাজশক্তির এক মাত্র চিন্তা হইল, এখন কি কর্ত্তব্য। নেপোলিয়ানের এই প্রকার অসাধারণ প্রভাব বিস্ময়কর বটে! এক জন অস্ত্রহীন, সম্পদ্‌হীন, নির্ব্বাসিত ব্যক্তিকে ভূমধ্য সাগরের এক প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে সহস্র অসুবিধার

মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াও ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ তাঁহার ভয়ে কম্পমান! তিনি পদাঘাতে শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া সুবিস্তীর্ণ বসুন্ধরায় বহির্গত হইয়াছেন শুনিয়া ভয়ে সমগ্র ইউরোপের বক্ষে রক্তধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। এই সময়ে সমগ্র ইউরোপ দুইটি মহাশক্তিতে বিভক্ত হইয়াছিল, একটি শক্তি ইউরোপের সম্মিলিত রাজ-শক্তি, প্রতীচ্য খৃষ্ট জগতের সকল সৈন্য, সকল রাজা, সকল সম্পদ্, অন্যশক্তি স্বয়ং নেপোলিয়ান বোনাপার্ট—একাকী, নিরস্ত্র এবং সহায়হীন।"

৫ই মার্চ্চ তারিখে কংগ্রেস সংবাদ পাইলেন, নেপোলিয়ান ফ্রান্সে পদার্পণপূর্ব্বক ফরাসী প্রজামণ্ডলী কর্তৃক মহোৎসাহে অভিনন্দিত ও সম্রাট্‌রূপে পরিগৃহীত হইয়াছেন, এ সংবাদে সম্মিলিত রাজগণ যেমন ভীত হইলেন, নেপোলিয়ানের প্রতি প্রজামণ্ডলীর অনুরাগের পরিচয়ে তেমনি তাহাদিগের উপর মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহারা চিরদিন নেপোলিয়ানকে সমাজধ্বংসকারী পররাজ্যলোলুপ স্পর্দ্ধিত নররাক্ষস ও স্বাধীনতার উন্মূলক, হৃদয়হীন, যথেচ্ছাচারী নামে বিঘোষিত করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু সেই নররাক্ষসের প্রতি একটি সুবৃহৎ জাতির শ্রদ্ধা, ভক্তি ও অনুরাগের পরিচয় পাইয়া তাঁহাদিগের বিদ্বেষ-বিজৃম্ভিত রসনা মৌনভাব ধারণ করিল।

তখন তাঁহারা কর্ত্তব্য স্থির করিতে বসিলেন। বোর্ব্বোঁ-বংশকে ফরাসী-সিংহাসনে পুনঃ সংস্থাপন অতঃপর সকলের নিকট বিড়ম্বনাজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইল, সকলে এক-বাক্যে তাঁহাদিগের সহায়তা করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা সঙ্কল্প করিলেন, নেপোলিয়ানকে পুনর্ব্বার ফরাসী-সিংহাসন হইতে বিদূরিত করিয়া ফ্রান্সকে পোলাণ্ডের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া গ্রাস করিবেন, অথবা কোন যোগ্য ব্যক্তিকে ফরাসী-সিংহাসন প্রদান করিবেন।

রুসীয় সম্রাট্ আলেক্‌জান্দার বলিলেন,—"আমি যুদ্ধে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি, আমার সমস্ত জীবন আমি যুদ্ধে অতিবাহিত করিতে ইচ্ছুক নহি, ফ্রান্সের একজন অজ্ঞাত-নামা অপদার্থ ব্যক্তিকে ফরাসী-সিংহাসনে সংস্থাপনের জন্য আমি আমার সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তির অপব্যয় করিতে সম্পূর্ণ অসম্মত। এজন্য আমি পুনর্ব্বার অসি নিষ্কোষিত করিব না।"

তালিরান্দ একাকী বোর্ব্বোঁগণের পক্ষসমর্থন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনই মীমাংসা হইল না। ১৩ই মার্চ্চ প্রভাতে রাজগণ আবার মন্ত্রণাগারে প্রবেশ করিলেন, তাঁহারা পরামর্শ করিলেন, আজ একটা কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে। তর্কের বিষয় এই হইল যে, "ফ্রান্সকে পোলাণ্ডের ন্যায় বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হইবে, না ফরাসী-সিংহাসনে কোন সাক্ষিগোপালকে স্থাপন করা হইবে, অথবা বোর্ব্বোঁ-গণকে পুনর্ব্বার সেই সিংহাসন প্রদান করা হইবে?" অনেক তর্ক-বিতর্কের পর তাঁহারা নিম্নলিখিত ঘোষণাবাক্য চতুর্দ্দিকে প্রচারিত করিবার জন্য লিপিবদ্ধ করিলেন।

"ইউরোপের সম্মিলিত রাজশক্তি জানিতে পারিয়াছেন যে, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট এল্‌বা হইতে পলায়নপূর্ব্বক সশস্ত্রে ফ্রান্সে প্রবেশ করিয়াছেন। এই প্রকার কার্য্যে আমাদের প্রবর্ত্তিত বিধি উল্লঙ্ঘন করায় নেপোলিয়ান তাঁহার সম্রাট্ পদবী হইতে বঞ্চিত হইলেন। তিনি ফ্রান্সে আবির্ভূত হইয়া যে শান্তি ও শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিপ্রায় করিয়াছেন, এজন্য তাঁহার সহিত আমরা আর কোন সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ নহি। সেই জন্য আমরা ঘোষণা করিতেছি যে, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট সভ্য-সমাজের সকল সম্বন্ধ হইতে আপনাকে বিচ্যুত করিয়াছেন এবং পৃথিবীর শত্রু ও শান্তিবিনাশক বলিয়া তিনি সর্ব্বসাধারণের নিকট শাস্তিলাভের যোগ্য হইয়াছেন।"

এই ঘোষণাপত্র স্পেন, ফ্রান্স, গ্রেটব্রিটেন, পর্ত্তুগাল, রুসিয়া, প্রুসিয়া ও সুইডেনের নরপতিগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইল। ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ এক গুপ্ত সন্ধি দ্বারা সেই দিন সকলে স্বীকার করিলেন যে, নেপোলিয়ান বোনাপার্টকে ধ্বংস না করিয়া তাঁহারা অস্ত্র-ত্যাগ করিবেন না।

অতঃপর যে লোমহর্ষণ কাণ্ডের আরম্ভ হইল, তাহা বর্ণনা করা লেখনীর পক্ষে অসম্ভব। সমস্ত ইউরোপ একপ্রাণে, আন্তরিক উৎসাহে, সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক নেপোলিয়ানের নাশসাধনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। ফরাসীজাতির অনুরাগ ও স্বকীয় অসাধারণ তেজোবীর্য্য ভিন্ন নেপোলিয়ানের অন্য অবলম্বন রহিল না। অস্ত্রবলই সম্মিলিত রাজগণের একমাত্র শক্তি, সেই শক্তিসঞ্চয়ের অভিপ্রায়ে তাঁহারা মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। অস্ত্রীয় রাজকুমার স্বার্টজেনবর্গের অধীনে সাড়ে তিন লক্ষ

সৈন্য পরিচালিত করিলেন, ইংলণ্ড ও প্রুসিয়া সেনাপতি ওয়েলিংটন ও ব্লুকারের অধীনে আড়াই লক্ষ মহাপরাক্রান্ত সৈন্য স্থাপন করিলেন, আলেক্‌জান্দার স্বয়ং দুই লক্ষ অৰ্দ্ধসভ্য রুসীয়-সৈন্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন, অন্যান্য দেশের রাজগণ স্ব স্ব রাজ্য হইতে যে সকল সৈন্য সংগ্রহ করিলেন, তাহাদের সংখ্যা দশ লক্ষ। ইংলণ্ডের বিশ্ববিজয়ী রণতরীসমূহ ফ্রান্সের উপকূলভাগ পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল, নেপোলিয়ানের পলায়নের সকল পথ রুদ্ধ করা হইল। এইরূপে অষ্টাদশ লক্ষ সৈন্য ও বহুসংখ্যক রণতরী একজন লোককে তাঁহার প্রজাপুঞ্জের হৃদয়-সিংহাসন হইতে উন্মূলিত ও বিধ্বস্ত করিবার জন্য সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইল; পৃথিবীতে এমন ভয়াবহ সমরোদ্‌যোগ আর কখন হয় নাই, কুরুক্ষেত্রের অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের যুদ্ধবার্ত্তা এমন রোমাঞ্চকর নহে, পাণ্ডব-শিশু অভিমন্যুর বধের জন্য সপ্তরথীর ষড়্‌যন্ত্র ইহা অপেক্ষা অধিক হীনতাপূর্ণ নহে। পৃথিবীতে কোন সম্রাট্‌কে নিজের সিংহাসন, নিজের সম্মান এবং নিজের অটল প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য নেপোলিয়ানের ন্যায় এমন ভাবে একাকী সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয় নাই, এমন অটলভাবে কেহ শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শত্রুগণের প্রচণ্ড শক্তি প্রতিহত করিতে পারেন নাই। তাই সার্টো ব্রায়াণ্ড বিদ্রূপের ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন,—"নেপোলিয়ানের শিরস্ত্রাণ ও পরিচ্ছদ একখণ্ড যষ্টির উপর স্থাপন করিয়া যদি তাহা ব্রেষ্টের উপকূলভাগে সংরক্ষিত করা হইত, তাহা হইলে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ ইউরোপের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত রণসাজে সজ্জিত হইতেন।"

পাঠক, এই এক বৎসরে নেপোলিয়ানের ধ্বংসসাধন উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড কি পরিমাণ অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। নৌ-বিভাগের উন্নতিকামনায় তাঁহার চারিশত পঞ্চাশকোটি ফ্রাঙ্ক, সামরিক বিভাগের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ ছয় শত পঁচানব্বুই কোটি ফ্রাঙ্ক এবং এই মহৎ সঙ্কল্পসিদ্ধির অভিপ্রায়ে অন্যান্য রাজ্যের সাহায্যার্থ দুই শত পঁচাত্তর কোটি ফ্রাঙ্ক ব্যয়িত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তাঁহাকে সাড়ে ছয় লক্ষ সৈন্য ও আটান্নখানি যুদ্ধজাহাজ এই উদ্দেশ্য-সাধনার্থ নিযুক্ত রাখিতে হইয়াছিল। ইংলণ্ডের প্রজাসাধারণের এই বিপুল অর্থ আকর্ষণপূর্ব্বক ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের সঙ্কল্প-সিদ্ধির সহায়তায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইংলণ্ডের টোরিগবর্ণমেণ্টের মহিমা চরাচরে এইরূপে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ নেপোলিয়ানের বিনাশের জন্য যখন এই প্রকার বিরাট্ আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন, তখনও নেপোলিয়ান রাজ্যের কল্যাণসাধন ও শান্তিসংস্থাপনের জন্য আহার নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক সুবিপুল পরিশ্রমে রত ছিলেন। এমন কি, যখন সম্মিলিত রাজগণের অগণ্য সৈন্য পঙ্গপালের ন্যায় স্থলভাগ আচ্ছন্ন করিয়া জর্ম্মণীর অভ্যন্তর দিয়া ফ্রান্সের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল এবং ইংরাজ জাহাজসমূহ সমুদ্রপথে ফরাসী জাহাজ লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখনও নেপোলিয়ান এই প্রকার অপমান ও অন্যায় ব্যবহারের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক একমাত্র ফ্রান্সের কল্যাণের দিকে চাহিয়া ধীরচিত্তে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং কিরূপে ফ্রান্সকে রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহারই উপায়-চিন্তায় অহোরাত্র ক্ষেপণ করিতেছিলেন।

নেপোলিয়ান পারিস নগরে পদার্পণ করিবামাত্র অষ্ট্রিয়ার রাজদূত পারিস পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। তিনি নেপোলিয়ানের সহিত কোনপ্রকার রাজনৈতিক আলাপে প্রবৃত্ত হইতে সম্মত হইলেন না, নেপোলিয়ান তাঁহার মহিষী মেরিয়া লুইসার নিকট কোন পত্র প্রেরণের পর্য্যন্ত সুবিধা পান নাই, মেরিয়া নেপোলিয়ানের রাজধানী পদার্পণের পূর্ব্ব হইতে পিতৃগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত সম্রাটের সাক্ষাৎ হয় নাই। নেপোলিয়ানের বিশেষ অনুরোধে রাজদূত তাঁহার মহিষীর নিকট পত্র লইয়া যাইতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু সে পত্র যথাকালে সম্রাট্ ফ্রান্সিসের হস্তগত হইলে ফ্রান্সিস্ সে পত্র কন্যা-হস্তে প্রদান করা কর্ত্তব্য বোধ করেন নাই। কেবল তাহাই নহে, পাছে নেপোলিয়ান তাঁহার স্ত্রীপুত্রকে কোনপ্রকারে উদ্ধার করিয়া লইয়া যান, এই ভয়ে ফ্রান্সিস্ তাঁহাদিগকে অষ্ট্রিয়ার দুর্গম প্রাসাদে আবদ্ধ করিয়া চতুর্দ্দিকে সতর্ক প্রহরিদল নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং নেপোলিয়ানের প্রতি মেরিয়া লুইসার আন্তরিক বিরাগ উৎপাদন-মানসে তাঁহার নিকটে প্রচার করিয়াছিলেন যে, নেপোলিয়ান পত্নী-পুত্রের কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া তাঁহার অন্তঃপুরে একদল সুন্দরী যুবতীকে আনিয়া রূপের হাট বসাইয়াছেন

এবং তাঁহাদিগের সুমিষ্ট হাস্য ও বিলোল কটাক্ষকে তাঁহার জীবনের সারসুখ জ্ঞান করিয়াছেন! মেরিয়া এই ঘৃণাজনক মিথ্যা সংবাদে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন কি না, বলা যায় না, কিন্তু পতিসুখবঞ্চিতা সম্রাট্‌নন্দিনীর জীবন যে স্বামি-সোহাগিনী অন্নহীনা দরিদ্রা নারী অপেক্ষা কষ্টে ও মনস্তাপে অতিবাহিত হইতেছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এমন নির্লজ্জ মিথ্যাকথা বলিয়া পত্নীকে পতির প্রতি বিরূপ করিবার চেষ্টা কেবল কাব্য ও উপন্যাসেই পাঠ করা যায়।

নেপোলিয়ানের শান্তিস্থাপনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ইউরোপীয় রাজগণ নেপোলিয়ানের কোন দূতকে তাঁহাদিগের সন্নিকটবর্ত্তী হইবার পথে দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধক সংস্থাপন করিলেন, রুসীয় সম্রাট্ আলেক্‌জান্দার যোসেফিন-দুহিতা হরতেনসের সৌন্দর্য্য, বুদ্ধিমত্তা এবং কমনীয় নারীগুণে বিমোহিত হইয়া তাঁহার যথেষ্ট পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। নেপোলিয়ান হরতেনস্ দ্বারা রুসীয় সম্রাটের সহানুভূতি উদ্রেকের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আলেক্‌জান্দার তাঁহার প্রতিজ্ঞার অন্যথাচরণে অক্ষমতা জানাইলেন। তিনি হরতেনস্‌কে সরলভাবে জানাইলেন যে, নেপোলিয়ানের সহিত স্থায়ী বা অস্থায়ী কোন প্রকার সন্ধিস্থাপনেরই আশা নাই। সম্রাট্ তাঁহার সুযোগ্য সহোদর মিষ্টভাষী দৌত্যগুণসম্পন্ন যোসেফকে ভিয়েনায় পাঠাইয়া সম্মিলিত রাজগণের নিকট তাঁহার বক্তব্য জানাইলেন, কিন্তু তাহাও কিছুমাত্র ফলপ্রদ হইল না; তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া নেপোলিয়ান ইউরোপের প্রত্যেক রাজার নিকট স্বতন্ত্রভাবে সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাব করিয়া পত্র লিখিলেন। এই পত্রখানি যেমন উদারতাপূর্ণ, সহৃদয়তামণ্ডিত, তেমনই তাঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক তেজস্বিতা ও প্রজাহিতৈষণায় অনুরঞ্জিত।

কিন্তু সমস্ত ইউরোপীয় রাজ্যের সীমান্তভাগে এরূপভাবে প্রহরী নিযুক্ত করা হইয়াছিল যে, নেপোলিয়ানের কোন দূত তাহাদের দৃষ্টি অতিক্রমপূর্ব্বক এই সকল পত্র যথাস্থানে উপস্থিত করিতে পারিল না। ইউরোপীয় রাজগণের এই ব্যবহারের কথা কলেনকোর্ট নেপোলিয়ানের নিকট জ্ঞাপন করিয়া উপসংহারে লিখিলেন; "ইংলণ্ড জলে ও স্থলে সৈন্যবৃদ্ধি করিতেছেন, অষ্ট্রিয়া, রুসিয়া, প্রুসিয়া, জর্ম্মাণীর সর্ব্বস্থানে এবং ইতালীর সর্ব্বত্র মহাসমরের অতি ভীষণ আয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। ইউরোপের প্রত্যেক স্থানে একই সময়ে সৈন্যগণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছে, অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইতেছে, রণযাত্রার উদ্‌যোগ করিতেছে।"

নেপোলিয়ান কলেনকোর্টের পত্রপাঠে গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া ফরাসীরাজ্য শক্তিহীন, অর্থহীন ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা নেপোলিয়ান জানিতেন, ফরাসীদেশের সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী হৃদয়ও ইউরোপের এই নিদারুণ সঙ্কল্পে বিচলিত হইয়া উঠিল। শত্রুসংখ্যা যেরূপ অধিক, তাহাতে কেহই রণজয়ের আশা মনে স্থান দিতে পারিলেন না, বরং ফরাসী-ভূমি এই মহাযুদ্ধে সমূলে বিধ্বস্ত হইবে বলিয়া অনেকেরই আশঙ্কা জন্মিল। ইউরোপীয় রাজগণ ঘোষণা করিলেন, তাঁহাদের এই যুদ্ধ ফরাসীজাতির বিরুদ্ধে নহে, কেবল ফরাসীজাতির হৃদয়ের রাজা নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে। যদি তাহারা একত্র হইয়া নেপোলিয়ানকে তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করে, তাহা হইলে সকল বিসংবাদ মুহূর্ত্তে মিটিয়া যাইতে পারে। সুতরাং ফরাসী প্রজাবর্গ বুঝিতে পারিল, সহস্র বিপদ্ মস্তকে ধারণ করিয়া, শত অত্যাচার সহ্য করিয়া, প্রতি মুহূর্ত্তে জীবন, সুখ ও সম্পদ্ বিপন্ন করিয়া তবে তাহাদের সম্রাটের সমর্থন করিতে পারিবে। দুশ্চিন্তায় ফরাসী প্রজামণ্ডলী দিবারাত্রি প্রপীড়িত হইতে লাগিল, প্রতিদিন তাহারা তাহাদিগের সর্ব্বনাশের প্রেতচ্ছবি কল্পনানেত্রে পরিস্ফুট দেখিল, তথাপি তাহারা তাহাদিগের সম্রাটের পক্ষ ত্যাগ করিল না। জননী অশ্রুপূর্ণনেত্রে পুত্রকে যুদ্ধার্থে সজ্জিত করিতে লাগিলেন; বৃদ্ধ পিতা কম্পিতপদে অতি কষ্টে উপাসনা-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া ন্যায়পক্ষ সমর্থনের জন্য একাগ্রহৃদয়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

সন্ধির সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইতে দেখিয়া নেপোলিয়ান আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, সমগ্র ইউরোপীয় জাতির বিরুদ্ধে আর একবার তিনি দণ্ডায়মান হইলেন। নেপোলিয়ান এক দিন কথাপ্রসঙ্গে বলিতেছিলেন, "যদি অষ্ট্রিয়া আমার সহিত সম্মিলিত হইতে সাহস করে, তাহা হইলে আমরা উভয়ে মিলিয়া রুসিয়ার হস্ত হইতে পৃথিবী রক্ষা করিতে পারি; কিন্তু আলেক্‌জান্দার প্রকৃতপক্ষে ইউরোপ শাসন করিতেছেন, অষ্ট্রিয়াও তাঁহার ইঙ্গিতে পরিচালিত, কেবল আমিই একাকী তাঁহার সমকক্ষতায় সমর্থ। যদি

তাহারা আমার উচ্ছেদসাধনে কৃতকার্য্য হয়, তখন তাহারা আমার মূল্য বুঝিতে পারিবে। আমি সহজে তাহাদের নিকট পরাভব স্বীকার করিব না। তাহারা আমাকে লৌহশৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করিয়া পৃথিবীর সমক্ষে আমাকে শ্বাপদ জন্তুর স্থায় প্রদর্শন করিতে চাহে; কিন্তু এখনও তাহারা আমাকে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। ক্রুদ্ধ সিংহের কিরূপ বিক্রম, তাহা আমি তাহাদিগকে দেখাইব। আমার শক্তি-সম্বন্ধে তাহাদিগের বিন্দুমাত্র ধারণা নাই। যদি কল্য আমি ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের স্থায় দিগন্তব্যাপী বিদ্রোহানল প্রজ্বালিত করি, তাহা হইলে সেই অনলে তাহাদিগের সকলকে দগ্ধ করিতে পারি, কিন্তু তাহা আমি করিব না।" নেপোলিয়ান প্রজাবিদ্রোহের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি সাধ্যানুসারে আত্ম-সমর্থনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, সমস্ত ফরাসীজাতি তাঁহার পতাকামূলে সমবেত হইল।

দ্বাদশ অধ্যায়

ওয়াটারলুর যুদ্ধ, পরাজয় ও নির্ব্বাসন

সুবিপুল সমরোদ্যোগে নেপোলিয়ান আর মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব করিলেন না। তাঁহার প্রবল চেষ্টায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দুই লক্ষ অশীতি সহস্র সৈন্য তাঁহার উন্নত পতাকামূলে সমবেত হইল। ইহার মধ্যে এক লক্ষ বিংশতি সহস্র মাত্র সৈন্য লইয়া তিনি দশ লক্ষ সশস্ত্র সৈন্যপরিবৃত ইউরোপীয় রাজশক্তি প্রতিহত করিবার সংকল্পে ফ্রান্সের সীমান্তভূমির অভিমুখে যাত্রা করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন। ইউরোপীয় রাজসৈন্যগণ বিভিন্ন পথে ভৈরব-হুঙ্কারে দিঙ্মণ্ডল সন্ত্রস্ত করিয়া বহুদলে পারিস অভিমুখে ধাবিত হইল। সেনাপতি স্বার্টজেনবর্গ দুই লক্ষ ষষ্টি সহস্র সৈন্য লইয়া উত্তর রাইন অতিক্রমপূর্ব্বক রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন, সেনাপতি ওয়েলিংটন ও ব্লুকার প্রত্যেকে লক্ষাধিক সৈন্যসহায়তায় ব্রুসেল্‌স নগরের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। দুই লক্ষ রুসীয় সৈন্য জর্ম্মাণীর পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। অষ্ট্রীয় সেনাপতি-পরিচালিত ষষ্টি সহস্র রণদুর্ম্মদ সৈন্য আল্পস গিরিমালার পাদদেশে সন্নিবিষ্ট হইল। যুদ্ধে বীতরাগ সুইজারলণ্ড হইতেও ইউরোপীয় রাজন্যবৃন্দ ত্রিশ সহস্র সৈন্য সংগৃহীত করিলেন। ইংলণ্ডের যুদ্ধজাহাজ-সমূহ ফ্রান্স গ্রাস করিবার নিমিত্ত জলপথে বিকট সমুদ্রচর বিহঙ্গের স্থায় শত পক্ষ প্রসারণপূর্ব্বক অগ্রসর হইল। লক্ষ লক্ষ কামান, বন্দুক, লক্ষ লক্ষ সঙ্গীন নেপোলিয়ানের মস্তক লক্ষ্য করিয়া সমুদ্যত হইল। ইউরোপের বিশাল ভূখণ্ডে যুদ্ধ ভিন্ন অন্য শব্দ নাই, অস্ত্র ভিন্ন অন্য অবলম্বন নাই; দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, পৃথিবীর প্রলয়কাল সমাগত! ইউরোপের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত দাবানলের স্থায় ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইল, তাহার লোলজিহ্বা সমগ্র পৃথিবীতে অতি বিশাল, অতি করাল রক্তচ্ছটা প্রতিফলিত করিতে লাগিল।

নেপোলিয়ান এখন একাকী। তিনি লক্ষ লক্ষ প্রজাবৃন্দের শ্রদ্ধাভক্তি ও সহানুভূতি লাভ করিয়াও আপনাকে নিতান্ত সঙ্গিহীন বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুখদুঃখের চির-আনন্দদায়িনী, লক্ষ্মীস্বরূপিণী যোসেফিন বেদনা-যাতনা-বিড়ম্বনা-পূর্ণ মরজগৎ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন; তাঁহার মহিষী মেরিয়া লুইসা ও প্রিয়তম পুত্র অষ্ট্রিয়ার প্রাসাদে অবরুদ্ধ,ইউজিন সিংহাসনচ্যুত, মুরাট পলায়িত, সেনাপতি লেনস্‌, বেসায়ার, ডুরো মৃত্যুমুখে নিপতিত। বার্থিয়ার তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক বোর্ব্বোঁদিগের সহিত যোগদান করিয়াছেন, মারমণ্ট এখন বিশ্বাসঘাতক, ওডিনো ও ম্যাকডোনাল্ড পর্য্যন্ত তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া বোর্ব্বোঁ-সেবায় প্রবৃত্ত! নে তাঁহার সহায়তায় প্রবৃত্ত হইলেও তাঁহার পূর্ব্ব-ক্ষমতাচ্যুত, সুতরাং নেপোলিয়ান আপনাকে নিতান্ত অসহায় মনে করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে জন্য ভগ্নোৎসাহ হইলেন না।

শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য নেপোলিয়ান দুইটি উপায় স্থির করিলেন। প্রথমটি এই—শত্রুগণের ফ্রান্স-প্রবেশে তিনি বাধাদান করিবেন না, তাহারা

অব্যাহতগতিতে রাজধানীর সন্নিকটে উপস্থিত হইলে নেপোলিয়ান মহাবলে তাহাদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক পরাজিত করিবেন। অন্য উপায়টি সম্পূর্ণ বিভিন্নপ্রকার;— দ্রুতবেগে সীমান্তভূমিতে উপস্থিত হইয়া অতর্কিতভাবে শত্রুগণকে আক্রমণপূর্ব্বক তাহাদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিবেন এবং সন্ধিস্থাপনে বাধ্য করিবেন, এই উভয় উপায়েই তাঁহার যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা ছিল। নেপোলিয়ান ইহাও স্থির করিয়াছিলেন যে, তিনি বিদ্যুদ্বেগে শত্রুপক্ষের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে বেলজিয়মে উপস্থিত হইয়া ওয়েলিংটন ও ব্লুকার তাহাদিগের সৈন্যদল কেন্দ্রীভূত করিবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক পরাস্ত করিবেন। এই পরাজয় শত্রুগণের হৃদয়ে মহাবিভীষিকার সঞ্চার করিবে এবং তাঁহারা সন্ধিস্থাপনে বাধ্য হইবেন।

১২ই জুন সমস্ত রাত্রি নেপোলিয়ান তাঁহার মন্ত্রণাগৃহে অতিবাহিত করিলেন, অমাত্যগণকে যথাযোগ্য উপদেশ ও উৎসাহ দান করিয়া রাত্রিশেষে প্রায় তিন ঘটিকার সময় তুইলারি-প্রাসাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৈন্যগণের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে কলেনকোর্টের করগ্রহণ করিয়া সবিষাদে কিন্তু দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "বিদায়—কলেনকোর্ট, বিদায়! আমরা হয় জয়লাভ করিব, না হয় এই উদ্দেশ্যে প্রাণত্যাগ করিব।" প্রাসাদ-পাদদেশে উপস্থিত হইয়া তিনি একবার মুহূর্ত্তের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন, একবার সতৃষ্ণ-নয়নে প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; তাহার পর শকটে আরোহণ করিলেন। আজ নেপোলিয়ান চিরজীবনের মত তাঁহার প্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন।

১৩ই প্রভাতে নেপোলিয়ান পারিস হইতে প্রায় দেড় শত মাইল দূরবর্ত্তী আভেস্‌নে নামক স্থানে সমাগত হইলেন; এই নগর ফরাসীদেশের প্রান্তভাগে অবস্থিত। নেপোলিয়ান এখানে বহু সৈন্য সমবেত করিলেন। সহস্র সহস্র সৈন্যের জয়ধ্বনিতে বিস্তীর্ণ প্রান্তর ধ্বনিত হইতে লাগিল।

নেপোলিয়ান ও তাঁহার সৈন্যগণ বিপদের গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের পঞ্চাশ মাইল উত্তরে ওয়েলিংটন ও ব্লুকার প্রত্যেকে লক্ষাধিক সৈন্য লইয়া পরস্পরের কিঞ্চিৎ ব্যবধানে অবস্থান করিতেছিলেন। এই দুই মহাবল পরাক্রান্ত সেনাপতি একবার স্বপ্নেও মনে করেন নাই যে, নেপোলিয়ান তাঁহাদের এরূপ সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন কি, তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, সম্রাট্ তখনও রাজধানীতে অবস্থান করিতেছেন, সুতরাং ওয়েলিংটন ও ব্লুকার দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার সৈন্য লইয়া দুই লক্ষ রুসীয় সৈন্যের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। নেপোলিয়ান এক লক্ষ বিংশতি সহস্র সৈন্য লইয়া অবিলম্বে শত্রুগণের উপর নিপতিত হইবার সঙ্কল্প করিলেন; তদনুসারে তাঁহার আভেস্‌নে নগরে আগমনের এক ঘণ্টার মধ্যে সমগ্র সৈন্য রণযাত্রা করিল। ভিন্ন ভিন্ন পথে সৈন্যগণ অগ্রসর হইতে লাগিল, তিনি বিভিন্ন সৈন্যদলকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী চার্লরয় নামক স্থানে সম্মিলিত হইবার আদেশ করিলেন। এই সকল সৈন্যের একটি বিভাগের পরিচালনভার সেনাপতি বরমণ্টের হস্তে প্রদত্ত হইয়াছিল। বরমণ্ট বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক পূর্ব্বাহ্নে ব্লুকারকে রণযাত্রার সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

১৪ই জুন সায়ংকালে নেপোলিয়ান চার্লরয়ের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। এখানে দশ সহস্র প্রুসীয় সৈন্য তাহাদিগের প্রধান দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়া শিবিরস্থাপন করিয়াছিল। ১৫ই জুন প্রভাতে নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ মহাবিক্রমে তাহাদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক তাহাদের বহু সৈন্যের প্রাণনাশ করিয়া সে স্থান হইতে দূর করিয়া দিল। সায়ংকালে বিজয়ী ফরাসী সৈন্য চার্লরয় নগরে প্রবেশ করিল; প্রুসীয় সৈন্যগণ রণক্ষেত্রে দুই সহস্র সঙ্গীকে বিসর্জ্জন দিয়া মূল সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্রুসেল্‌স নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। চার্লরয় হইতে ব্রুসেল্‌স ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। চার্লরয় হইতে দশ মাইল দূরে ব্রুসেলসাভিমুখী পথের উপর কোয়াটারব্রাস অবস্থিত। নেপোলিয়ান সেনাপতি নেকে অবিলম্বে চল্লিশ সহস্র সৈন্য লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইতে ও তাহা অধিকার করিতে আদেশ করিলেন।

ব্লুকার তাঁহার সৈন্যগণের সহিত নামুর নামক একটি প্রাচীরবেষ্টিত সুরক্ষিত নগরে অবস্থান করিতেছিলেন। নেপোলিয়ান স্থির করিলেন, নে সসৈন্যে কোয়াটারব্রাস অধিকার করিলে ওয়েলিংটনের লক্ষ সৈন্য ব্লুকারের এক লক্ষ ত্রিশ হাজার সৈন্যের সহিত সম্মিলিত হইতে পারিবে

না; তাহা হইলে সম্রাট্ অল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারা প্রুসীয়দিগকে পরাস্ত করিতে পারিবেন, তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্য ব্রুসেল্স নগরে ও ওয়েলিংটনের সৈন্যশ্রেণীকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে পারিবে। তাহার পর ব্লুকারকে পরাজয় করা অধিক কঠিন হইবে না। বেলজিয়মের সৈন্যগণ সম্রাটের প্রতি যেরূপ অনুরক্ত, তাহাতে অল্প চেষ্টাতেই তাহাদিগকে হস্তগত করিয়া সম্রাট্ শত্রুগণের সকল আশা ও উদ্যম ব্যর্থ করিয়া দিবেন। ১৫ই জুন সায়ংকাল পর্য্যন্ত নেপোলিয়ান তাঁহার এই সংকল্পসাধনে কোন ব্যাঘাত উপস্থিত দেখিলেন না। তিনি তাঁহার কল্পনানেত্রে তাঁহার ভাগ্যগগন আলোক-সমুজ্জল দেখিয়া পুলকিত হইলেন।

যথাকালে নেপোলিয়ান সংবাদ পাইলেন, নে 'কোয়াটারব্রাস' অধিকার করিয়াছেন। এই সংবাদে পরম উৎসাহিত ও পুলকিত হইয়া সম্রাট্ ১৬ই জুন প্রভাতে অন্যপথ দিয়া লিগ্নী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। লিগ্নী কোয়াটারব্রাস ও নামুর গ্রামের মধ্যপথে অবস্থিত। এখানে উপস্থিত হইয়া তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, ব্লুকার অশীতি সহস্র সৈন্য লইয়া সমাগত হইয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নেপোলিয়ানের বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি বরমেণ্ট পূর্ব্বাহ্নে ব্লুকারকে সংবাদ প্রদান করিয়াই প্রভুর এই বিপদ্-সংঘটন করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ানের সঙ্গে তখন ষষ্টি সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য ছিল, এই সকল সৈন্য লইয়া নেপোলিয়ান শত্রুগণের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সমস্ত দিন ধরিয়া উভয়পক্ষের সৈন্যদল মহা পরাক্রমে যুদ্ধ করিল; নেপোলিয়ান যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করিলেন। প্রুসীয়দিগের দশ সহস্র সৈন্য ফরাসী-হস্তে বন্দী হইল, বিংশতি সহস্র সৈন্য ক্ষত-বিক্ষত-দেহ হইয়া মহাবেগে পলায়ন করিল। এই সময়ে যদি সেনাপতি নে নেপোলিয়ানের আদেশ প্রতিপালনপূর্ব্বক সসৈন্যে প্রুসীয়দিগের পলায়নে বাধাদান করিতেন, যদি নেপোলিয়ানের অভিপ্রায় অনুসারে কাজ হইত, 'তাহা হইলে একটি শত্রুও ফরাসীদিগের অব্যর্থ সন্ধান হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিত না, তাহা হইলে আজ ইউরোপের ইতিহাসে ওয়াটারলুর যুদ্ধের নাম পর্য্যন্ত কেহ জানিতে পারিত না; সমগ্র ইউরোপের অদৃষ্ট-চক্র পরিবর্ত্তিত হইত। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল।

লিগ্নীর যুদ্ধক্ষেত্রে নেপোলিয়ানকে জয়ী দেখিলাম, এখন আমাদিগকে এবার সেনাপতি নের সন্ধানে যাইতে হইবে। ১৫ই জুন সায়ংকালে সেনাপতি নে নেপোলিয়ানের আদেশানুসারে কোয়াটারব্রাস অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিতেই ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল; সূচিভেদ্য অন্ধকার! দুই দিন ক্রমাগত পরিশ্রমে সৈন্যগণ একে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার পর এই প্রকার দুর্য্যোগ উপস্থিত হওয়ায় তাহারা ভ্রমণে অসমর্থ হইল; নে কয়েক মাইল দূরে থাকিতেই দেখিলেন, সৈন্যগণ আর চলিতে পারিতেছে না, সেই ঝটিকা ও বৃষ্টিপাতের মধ্যে অগ্রসর হওয়া মনুষ্যের পক্ষে অতি দুঃসাধ্য। তিনি কোয়াটারব্রাসে এক জন চর পাঠাইয়া জানিতে পারিলেন, সেখানে শত্রু-সৈন্য উপস্থিত নাই; তখন তিনি স্থির করিলেন, প্রভাতেই কোয়াটারব্রাসে উপস্থিত হইয়া সেই স্থান অধিকার করিবেন। তিনি এ বিষয়ে এতই কৃতনিশ্চয় ছিলেন যে, কোয়াটারব্রাসে উপস্থিত না হইয়াই তাহা অধিকৃত হইয়াছে, সম্রাটের নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন।

এ দিকে সৈন্যগণ যে যেখানে পারিল, পড়িয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল, কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামে তাহাদের দেহ কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল, কিন্তু তাহারা তখন বুঝিতে পারিল না, কি দুর্লভ মূল্যে তাহারা এই কয়েক ঘণ্টার বিশ্রাম ক্রয় করিল। এই বিশ্রামের মূল্য, নেপোলিয়ানের সিংহাসন ও জীবন, ফরাসী-সাম্রাজ্যের গৌরব এবং ফরাসীজাতির স্বাধীনতা।

যখন ফ্রান্সের একমাত্র গৌরব ও ভরসা-স্বরূপ এই সকল পরিশ্রান্ত সৈন্য পথিপ্রান্তে সিক্তশয্যায় বিশ্রাম করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে ইংলণ্ডের বীরকুলশেখর ডিউক অব ওয়েলিংটন ব্রুসেলস্ নগরে ডচেস অব রিচমণ্ড-প্রদত্ত একটি মহা আড়ম্বরপূর্ণ বলনাচে তালে তালে নৃত্য করিতেছিলেন। সেই বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে এক জন চর আসিয়া তাঁহার গোচর করিল যে, নেপোলিয়ান ফরাসী-সীমা অতিক্রমপূর্ব্বক সসৈন্যে ব্রুসেল্স্ নগরের দ্বারদেশে সমাগত হইয়াছেন। এই সংবাদে ডিউক অব ওয়েলিংটনের হর্ষোল্লাস সহসা অন্তর্হিত হইল, তিনি বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। ডিউক অব ব্রনস্উইক এই সংবাদে এরূপ আত্মবিস্মৃত হইলেন যে, তিনি সভয়ে এক লম্ফে আসনত্যাগ করিবার সময়

তাঁহার ক্রোড়স্থ একটি শিশুর কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন, হতভাগ্য শিশু তাঁহার ক্রোড় হইতে সুকঠিন গৃহতলে পড়িয়া গুরুতর আহত হইল। নৃত্য-গৃহে মুহূর্ত্ত-মধ্যে এ সংবাদ মহা কলরবের সৃষ্টি করিয়া তুলিল; ওয়েলিংটন ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ অবিলম্বে সেই বিলাস-কক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক সৈন্যগণের সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন, দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দিকে রণদামামা ও রণভেরী বাজিয়া উঠিল, সৈন্যগণ রণসজ্জায় সজ্জিত হইল, অশ্বারোহী ও পদাতিকগণ কামান প্রভৃতি যুদ্ধ-সামগ্রী লইয়া সেই ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সলিল-প্লাবিত ব্রুসেল্‌স্ রাজপথে ঘনঘোর অন্ধকারের মধ্যে মহা উৎসাহে রণ-যাত্রা করিল।

তেমন ভয়ানক দুর্য্যোগময়ী রাত্রি পৃথিবীতে সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না। তিন দিন তিন রাত্রি অবিরল মুষলধারে বৃষ্টিপাতের বিরাম ছিল না, জলপ্লাবনে, কর্দ্দমে ও অন্ধকারে পথের দুর্গমতা শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ব্রুসেল্‌স্ হইতে কোয়াটারব্রাস পঞ্চদশ মাইলের অধিক নহে। এখানে সৈন্যদল উপস্থিত করার আবশ্যকতা নেপোলিয়ান যেমন বুঝিয়াছিলেন, ওয়েলিংটনও সেইরূপ বুঝিলেন। তিনি সমস্ত অসুবিধা সহ্য করিয়া প্রাণপণ-শক্তিতে সেই দুর্গমপথে অন্ধকাররাত্রেই সৈন্যপরিচালন-পূর্ব্বক পঞ্চদশ মাইল অতিক্রম করিলেন, তাহার পর প্রভাতে সুপ্তোত্থিত নে বিশ্রাম-সুখ-পরিতৃপ্ত ফরাসী-সৈন্য সমভিব্যাহারে কোয়াটারব্রাসে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখি-লেন, তাহাতে প্রথমে চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, তাঁহার বক্ষের স্পন্দন সহসা স্তব্ধ হইল, তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে বিশ্ব-সংসার ঘুরিতে লাগিল, মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি দেখিলেন, ওয়েলিংটন তাঁহার পূর্ব্বেই কোয়া-টারব্রাস অধিকার করিয়া লইয়াছেন। ওয়েলিংটনকে বিদূরিত করিয়া তাহা অধিকার করিবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

বিপদের উপর বিপদ্! সম্রাট্ পূর্ব্বরাত্রে নের দূতমুখে সংবাদ পাইয়াছিলেন, ফরাসী-সৈন্যগণ কোয়াটারব্রাস অধি-কার করিয়াছে, সুতরাং তিনি সেনাপতি নের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন যে, প্রুসীয়গণের সাহায্যে অগ্রসর ওয়েলিংটনের গতিরোধের জন্য কতক সৈন্য সেখানে স্থাপন-পূর্ব্বক অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া তাঁহাকে ব্লুকারের গতিরোধে যাত্রা করিতে হইবে।

নে যদি এই প্রকার ভ্রম না করিয়া বসিতেন, তাহা হইলে ব্লুকারের সৈন্যগণ ধ্বংসমুখ হইতে কোনক্রমে রক্ষা পাইত না। পরদিন জয়দৃপ্ত নেপোলিয়ান ওয়েলিংটনের বাহিনীর উপর মহা পরাক্রমে নিপতিত হইয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃটিশ-বীরের অবিনশ্বর খ্যাতির উৎস উৎখাত করিতে সমর্থ হইতেন। হ্যানোভার ও বেলজিয়ম রাজ্যদ্বয়ের সৈন্যগণ নিতান্ত বাধ্য হইয়াই নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, যে মুহূর্ত্তে তাহারা নেপোলিয়ানের বিজয়লাভের সম্ভাবনা দেখিত, তৎক্ষণাৎ তাহারা ফরাসী-পক্ষ অবলম্বন করিত। সুতরাং তাহার ফলে কি হইত, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার উপর পৃথিবীর পরিবর্ত্তন নির্ভর করে, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

নে ব্লুকারের গতিরোধে যাত্রা করিতে অসমর্থ হইলেন। তিনি সমস্ত দিন ধরিয়া কোয়াটারব্রাস অধিকারের চেষ্টা করিয়া অবসন্ন হইলেন। ওয়েলিংটন প্রাণপণে কোয়াটার-ব্রাস অধিকার করিয়া রহিলেন। নব নব সৈন্যশ্রেণী আসিয়া তাঁহার দলপুষ্টি করিতে লাগিল। দুঃখে, ক্ষোভে, চিন্তায় এবং লজ্জায় নে উন্মত্তপ্রায় হইলেন, তিনি শত-বার মৃত্যুকামনা করিলেন, ইংরাজের কামান-নিঃসৃত জলন্ত গোলা বর্ষিত হইতে দেখিয়া তিনি আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলি-লেন,—"ও গুলা সমস্তই যদি আমার দেহ বিদীর্ণ করিয়া যাইত!"—মনুষ্যের আক্ষেপে অন্ধ প্রকৃতির চিরন্তন নিয়মের পরিবর্ত্তন হয় না।

নেপোলিয়ান নের অবিমৃষ্যকারিতার সংবাদ শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন; কিন্তু তিনি অদৃষ্টবাদী ছিলেন, বৃথা আক্ষেপে সময় নষ্ট করিলেন না, সেনাপতি নেকে একটিও তিরস্কার করিলেন না, বিন্দুমাত্র অধীরতা প্রকাশ না করিয়া তিনি ঘটনাস্রোতে বাধাদানের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন, নেকে সাহস অবলম্বনের জন্য উপদেশ দান করিয়া পত্র লিখিলেন।

১৬ই জুন রাত্রে আবার ভয়ঙ্কর ঝটিকাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। সৈন্যগণের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না, ক্ষুধায়, পিপাসায়, পরিশ্রমে, ক্ষত-যন্ত্রণায় তাহারা জীবন্মৃত হইয়া পড়িল এবং সেই অবস্থাতেই মুক্ত আকাশতলে বৃষ্টিধারা মস্তকে ধারণ-পূর্ব্বক কর্দ্দমাক্ত-ভূমিতলে বিশ্রাম গ্রহণ করিল। ব্লুকারের গতিরোধ করিবার জন্য কেহ উপস্থিত ছিল না, সুতরাং

তিনি নির্ব্বিবাদে সেই রাত্রে ওয়েভার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ওয়েলিংটন ব্লুকারের পলায়নবৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহার সৈন্যগণের সহিত সম্মিলিত হইবার আশায় ওয়াটারলু অভিমুখে ধাবিত হইলেন। নেপোলিয়ান যখন দেখিলেন যে, এই উভয় সেনাপতি সসৈন্যে একত্র সম্মিলিত হইলে বিজয়লাভের আশা বিলুপ্ত হইবে, তখন তিনি মার্শেল গ্রোচিকে বিশ সহস্র সৈন্যের সহিত পলায়নপর প্রুসীয় সৈন্যগণের অনুসরণে প্রেরণ করিলেন; মার্শেলকে আদেশ করিলেন, তাহারা যেন ওয়েলিংটনের সাহায্যে অগ্রসর হইতে সমর্থ না হয়।

১৭ই জুন সমানভাবে বৃষ্টি চলিতে লাগিল। ঝটিকার গতি বর্দ্ধিত হইল। সেনাপতি গ্রোচির সৈন্যগণ কয়েক-দিনের অসাধারণ পরিশ্রমে কষ্টে এমন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহারা প্রুসীয় সৈন্যগণের সমীপবর্ত্তী হইতে পারিল না, প্রুসীয় সৈন্যগণ মহা উৎসাহে পলাতকের সর্ব্ববিধ কৌশল ও আগ্রহ সঞ্চয়পূর্ব্বক সেই কর্দ্দমসঙ্কুল পথ দিয়া ছুটিতে লাগিল। নেপোলিয়ান কোয়াটারব্রাসে সেনাপতি নের সাহায্যার্থ সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন, ওয়েলিংটনের অনুধাবন করাও তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। নেপোলিয়ান কোয়াটারব্রাসে সেনাপতি নের সহিত সম্মিলিত হইয়া সত্তর হাজার সৈন্য লইয়া ডিউক অব ওয়েলিংটনের অনুসরণ করিলেন।

ওয়েলিংটন তখন ব্রুসেলস্ অভিমুখে ধাবিত হইয়া সমস্ত দিনের পর ওয়াটারলুর প্রশস্ত ক্ষেত্রে আসিয়া শিবিরস্থাপন করিয়াছিলেন এবং ব্লুকারের সত্বর উপস্থিতির জন্য পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া চর প্রেরণ করিয়াছিলেন। ব্লুকার তখন ওয়াটারলুর কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী ওয়েভার নামক স্থানে বাহাত্তর হাজার সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ওয়েলিংটন বুঝিলেন, যদি ব্লুকার সসৈন্যে যথাসময়ে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা ফরাসী সৈন্যগণ অপেক্ষা সংখ্যায় বহুগুণ অধিক হইবেন। দেড় লক্ষ সৈন্য লইয়া তাঁহারা নেপোলিয়ানের সত্তর হাজার সৈন্যের সম্মুখীন হইতে পারিবেন।

ধীরে ধীরে দিবা অবসান হইল। নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ অবসন্ন-দেহে অতিকষ্টে কর্দ্দমরাশি ভেদ করিয়া ওয়াটারলুর প্রান্তরে পদার্পণ করিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে কতকগুলি সৈন্য ঝটিকা ও বৃষ্টির তাড়নায় বিষম বিব্রত হইয়া পড়িল, সম্রাট অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন; তিনি শত্রু-শিবিরের আলোকরাশি দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাহারা উপযুক্ত স্থান অধিকার করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। নেপোলিয়ান স্বয়ং প্রান্তর প্রদক্ষিণ করিয়া বিভিন্ন সৈন্যদলকে যথাযোগ্য স্থানে সংস্থাপিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সেনাপতি গ্রোচির প্রতি আদেশ করিলেন, সম্রাটের সহিত সম্মিলিত হইবার সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যেন তিনি প্রুসীয়দিগের অনুসরণ করেন। অষ্টাদশ ঘণ্টাকাল নেপোলিয়ান আহার-নিদ্রার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিলেন, এমন কি, তিনি জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করেন নাই; বিশ্রামের পর্য্যন্ত অবসর পান নাই। কর্দ্দমে ও জলে তাঁহার বস্ত্র মলিন ও সিক্ত হইয়াছিল, তিনি তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া সেই মেঘ-মণ্ডিত অন্ধকারময় নিশীথের অশ্রান্ত বারিধারা মস্তকে ধারণ করিয়া সমস্ত রাত্রি একাকী যুদ্ধের আয়োজনে রত রহিলেন। হায়! কে বলিবে, সম্রাট্‌জীবন সুখময়? সেই ভয়াবহ রাত্রে একজন ক্ষুদ্র কুটীরের অধিস্বামী নগণ্য শ্রম-জীবীও নেপোলিয়ান অপেক্ষা অধিক সুখ ও শান্তি উপভোগ করিতেছিল।

ওয়েলিংটনের সৈন্যসংখ্যা কত ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা কঠিন, ৭২ হাজার হইতে ৯০ হাজারের মধ্যে হইবে। এই সকল সৈন্যকে তিনি অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ একটি ঈষদুচ্চ ভূখণ্ডের উপর সংস্থাপিত করেন। তাহাদিগের পশ্চাতে একটি ঘন বন ছিল, তাহা ক্রমনিম্ন ভূখণ্ডে অবস্থিত, সুতরাং এ দিকে শত্রুর আক্রমণের কোন আশঙ্কা ছিল না। নেপোলিয়ানের সৈন্যসংখ্যা ৬৫ হাজার হইতে ৭৫ হাজারের মধ্যে ছিল, ইহারা ইংরাজ-সৈন্যগণের সম্মুখে সমান্তরালভাবে ব্যূহ রচনাপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছিল।

ঝটিকা-সংক্ষুব্ধ বৃষ্টি-প্লাবিত তমোময়ী যামিনীর অবসান হইল, কিন্তু তখনও আকাশ ঘনকৃষ্ণ জলদজালে সমাচ্ছন্ন রহিল, সে দিন ১৮ই জুন, রবিবার। কৃষকগণের কর্ষিত ক্ষেত্রের কর্দ্দমে অশ্বারোহিগণের অশ্ব ও কামানের শকট প্রোথিত হইতে লাগিল, সেই কর্দ্দমের ভিতর দিয়া ইংরাজ-কামানের অগ্নিস্রাবী গোলাবর্ষণ মস্তকে ধারণপূর্ব্বক ফরাসী সেনাগণ ইংরাজ-সেনাগণকে আক্রমণ করিবার জন্য ধাবিত

হওয়ার সংকল্প করিল। সুতরাং ওয়েলিংটনের ব্লুকারের আগমন প্রতীক্ষায় আত্মরক্ষা করা ভিন্ন অন্য কাজ ছিল না।

বেলা প্রায় আট ঘটিকার সময় খণ্ড-বিখণ্ড মেঘরাশি বিদীর্ণ করিয়া দিবাকর তাঁহার উজ্জ্বল রশ্মিজালে চরাচর উদ্ভাসিত করিয়া তুলিলেন। যেন তিনি ওয়াটারলুর ক্ষেত্রে ইউরোপের ভাগ্য পরীক্ষা করিবার জন্যই মেঘাবরণ ছিন্ন করিয়া গগনপথে সমুদিত হইলেন।

নেপোলিয়ান তাঁহার সেনাপতিবৃন্দকে আহ্বানপূর্ব্বক ইংরাজ সৈন্যগণকে আক্রমণ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

বেলা সার্দ্ধ দশ ঘটিকার সময় ফরাসী সৈন্যগণ শত্রু-ধ্বংসে অগ্রসর হইল। বেলা একাদশ ঘটিকার সময় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষীয় যোদ্ধৃগণ মহাবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল, সকলে স্ব স্ব প্রাণের আশা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক জাতীয় গৌরবরক্ষায় কৃতসংকল্প হইল। ফরাসী সৈন্যগণ ইংরাজের অব্যর্থ গোলার আঘাতে দলে দলে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। কিন্তু তথাপি তাহাদিগের উৎসাহের অভাব হইল না, অসঙ্কোচে তাহারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া অশ্রান্ত বেগে যুদ্ধ চলিল; প্রায় চল্লিশ সহস্র সৈন্য শোণিতমিশ্রিত কর্দ্দমরাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া ক্ষুধিত দানবের ন্যায় শত্রু-সংহারে প্রবৃত্ত, মৃতদেহে রণস্থল পরিপূর্ণ হইল। আহতগণের যন্ত্রণাব্যঞ্জক চীৎকারে,কামানের গর্জ্জনে,সৈনিকগণের হুঙ্কারে, বারুদের ধূমে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইল। কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া সৈন্যগণ মৃত্যুমুখে ধাবিত হইতেছে। যুগপৎ শত শত কামান গর্জ্জন করিয়া অগ্নিময় গোলারাশি ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতেছে; অশ্বারোহিগণ উন্মত্তের ন্যায় পলাতক অরাতি-গণের উপর নিপতিত হইয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিতেছে; আহত সৈন্যগণের বক্ষের উপর অশ্বখুর প্রোথিত হইয়া তাহাদিগের রক্তাপ্লুত বিদীর্ণ দেহ চূর্ণ করিতেছে; চতুর্দ্দিকে বর্ণনাতীত পৈশাচিক দৃশ্য!

এই হৃদয়বিদারক দৃশ্যের মধ্যে অপরাহ্ণকালে ওয়েলিং-টনের একদল সৈন্য ফরাসী-বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া রণস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রুসেলস্ অভিমুখে পলায়ন করিল। নেপোলিয়ানের বীরহৃদয় আনন্দ ও উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ হইল। তাঁহার স্থির বিশ্বাস হইল, এই মহাসমরে বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার কণ্ঠে জয়মাল্য সমর্পণ করিলেন। অবিলম্বে তিনি দক্ষিণপার্শ্বে বহুদূরে দেখিলেন, বহুসংখ্যক—প্রায় ত্রিশ সহস্র সৈন্য মহাবেগে রণভূমির দিকে অগ্রসর হইতেছে। সম্রাট্-হৃদয় দুর্‌দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তিনি প্রথমে অনুমান করিলেন, ইঁহারা শত্রুসৈন্য নহে, সেনাপতি গ্রোচি সসৈন্যে তাঁহার দিকে তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতেছেন, কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার সে ভ্রম বিদূরিত হইল। ত্বরিতগতিতে সেই সকল সৈন্য রণক্ষেত্রে সমাগত হইয়া ফরাসী সৈন্যগণের উপর মুষলধারে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। নেপোলিয়ান বুঝিলেন, ইহারা মার্শেল বুলো-পরিচালিত শত্রুসৈন্য; মার্শেল বুলো ব্লুকারের সহযোগী সেনাপতি, ওয়েলিংটনের সাহায্যের জন্য তিনি ব্লুকারকে পশ্চাতে রাখিয়া সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন।

সেনাপতি বুলোর সৈন্যগণ ওয়েলিংটনের সৈন্যের সহিত সম্মিলিত হইবামাত্র ওয়েলিংটনের পরাক্রম সমধিক পরি-বর্দ্ধিত হইল। এই সময়ে নেপোলিয়ানের অধীনে যাট সহস্রের অধিক সৈন্য ছিল না, কিন্তু নববলপুষ্ট ওয়েলিংটনের অধীনে প্রায় লক্ষ সৈন্য শত্রুবধের নিমিত্ত রণস্থলে দণ্ডায়মান হইল। এই লোমহর্ষণ ব্যাপার দর্শনেও নেপোলিয়ান উৎকণ্ঠিত কিংবা হতবুদ্ধি হইলেন না। তিনি ধীরভাবে মার্শেল সল্টকে বলিলেন,—"আজ প্রভাতে আমাদের রণজয়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল, বুলোর আগমনে আমাদের সেই সম্ভাবনা হ্রাস হইলেও আমি এখন পর্য্যন্ত নিরাশ হই নাই, এখনও আমাদের বিজয়লাভের সম্ভাবনা শত্রুগণের অপেক্ষা অধিক আছে। যদি এখন গ্রোচি অতি শীঘ্র তাঁহার সৈন্যগণকে আমার সাহায্যার্থ প্রেরণ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি নিঃসন্দেহই জয়লাভ করিব, কারণ, এই সকল সৈন্যের আগমনে বুলোর সৈন্যগণ কোন ক্রমে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না।"

নেপোলিয়ানের যে সকল সৈন্য ওয়েলিংটনের সৈন্য-শ্রেণীর উপর গোলাবর্ষণ করিতেছিল, তাহাদিগের মধ্য হইতে দশ সহস্র সৈন্য লইয়া তিনি সেনাপতি বুলোর বিশ সহস্র সৈন্য আক্রমণের জন্য প্রেরণ করিলেন। এই দশ সহস্র সৈন্যের বিপুল পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া সেনাপতি বুলোর ত্রিশ সহস্র সৈন্য প্রাণভয়ে অরণ্য-অন্তরালে পলায়ন

করিল। নেপোলিয়ান অপেক্ষাকৃত স্বল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়াই সেনাপতি ওয়েলিংটনের সৈন্যমণ্ডলীকে বিচালিত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিলেন এবং সতৃষ্ণনয়নে সুদূর গগনপ্রান্তে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক সেনাপতি গ্রোচির আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আগ্রহাতিশয্য প্রতি মুহূর্ত্তে ধৈর্য্যের সীমা বিচলিত করিতে লাগিল। ওয়াটারলুক্ষেত্রের সুগম্ভীর কামানধ্বনি দূরবর্ত্তী মেঘগর্জ্জনের ন্যায় প্রতিমুহূর্ত্তে সেনাপতি গ্রোচির শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিতে লাগিল, তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যগণ সম্রাটের সাহায্যার্থ ধাবিত হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি ওয়াটারলু-ক্ষেত্রে যাত্রার জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। ঐতিহাসিকগণের অনেকের বিশ্বাস, তিনি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে নেপোলিয়ানের সাহায্যে কৃপণতা করিলেন। কিন্তু নেপোলিয়ান তাঁহার স্বকীয় চরিত্রের উদারতা ও মহত্ত্ববশতঃ সেনাপতির চরিত্রে এরূপ গভীর কলঙ্কক্ষেপ করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "গ্রোচি বিশ্বাসঘাতক নহে, বিবেচনার অভাববশতঃ সে এইরূপ নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছিল।" এই প্রকার নিদারুণ বিপদ্‌কালে, জয়-পরাজয়ের সন্ধিমুহূর্ত্তে, ত্রিশ সহস্র সৈন্যের পরিচালক একজন বহুদর্শী সেনাপতির পক্ষে এরূপ বিচারমূঢ়তা বিস্ময়ের বিষয় বটে! তবে সেনাপতি গ্রোচির স্বপক্ষেও একটা কথা বলিবার আছে। ওয়াটারলু-যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে সেই প্রভাতে নেপোলিয়ান সেনাপতি গ্রোচির নিকট তাঁহার অভিপ্রায় জানাইয়া এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, গ্রোচি পরে বলিয়াছিলেন, সেই দূতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই; হয় সে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক সাক্ষাৎ করে নাই, না হয় শত্রু-হস্তে নিপতিত হইয়া সে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে নাই। তথাপি সেনাপতি গ্রোচির কর্ত্তব্যজ্ঞান হইতে বিচলিত হইবার কোন যুক্তি আবিষ্কার করা যায় না।

কেবল ইহাই নহে, ফরাসী সেনাপতি একসেলস্ম্যান অশ্বারোহণপূর্ব্বক দ্রুতবেগে সেনাপতি গ্রোচির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "সম্রাট্ ইংরাজসৈন্যের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিয়াছেন, অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই; এমন ভৈরব কামানগর্জ্জন ক্ষুদ্র-যুদ্ধে সম্ভবপর নহে, আমাদিগের অবিলম্বে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য। আমি যুদ্ধ-ব্যবসায়ে কেশ পরিপক্ক করিয়াছি, ইতালীয় সৈন্যগণের পরিচালনভার আমার উপর এক সময় ন্যস্ত ছিল, আমি সেনাপতি বোনাপার্টের যুদ্ধকৌশল বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি, শত যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি এই কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। যদি আমরা বামভাগে যাত্রা করি, তাহা হইলে দুই ঘণ্টার মধ্যেই আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারিব।" কাউণ্ট জেবার্ড নামক সেনাপতিও গ্রোচির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধযাত্রার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। যদি সেনাপতি গ্রোচি তাঁহার সহযোগিগণের এই পরামর্শ সঙ্গত জ্ঞান করিয়া তাঁহার ত্রিশ সহস্র সৈন্য লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবিত হইতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ ইংরাজ ও প্রুসীয় সৈন্যগণের একজনও নেপোলিয়ানের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিত না। ওয়াটারলুর শোণিতময় সংগ্রামক্ষেত্র নেপোলিয়ানের বিজয়-গৌরবপূর্ণ তীর্থস্থানে পরিণত হইতে পারিত, ইউরোপখণ্ডের ইতিহাসের রূপান্তর সাধিত হইত, কিন্তু সেনাপতি গ্রোচি সহযোগিবর্গের যুক্তিগর্ভ প্রস্তাবে উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিলেন,—"আমি এখন সম্রাটের সহায়তায় যাত্রা করিতে পারি না, তিনিই আমাকে ব্লুকারের অনুধাবনের আদেশ করিয়াছেন।"—কিন্তু ব্লুকার তখন সে অঞ্চলে ছিলেন না।

সেনাপতি বুলোর নবাগত সৈন্যশ্রেণী শৃঙ্খলাভঙ্গ করিয়া পলায়নোন্মুখ হইলে, সম্রাট্ তাঁহার পুরাতন রক্ষি-সৈন্যগণকে তাহাদিগের বিরুদ্ধে প্রধাবিত করিলেন। এই রক্ষী সৈন্যগণ যখন শত্রুগণের পশ্চাৎ ধাবিত হয়, তখন রণজয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না, সুতরাং ফরাসী সৈন্য মহানন্দে ও উৎসাহে 'জয় সম্রাটের জয়' শব্দে সমস্বরে সিংহনাদ করিয়া উঠিল। সম্মিলিত রাজ-সৈন্যগণ সেই হর্ষোচ্ছ্বাসিত সিংহনাদ শ্রবণে প্রমাদ গণিল। ওয়েলিংটনের সৈন্যশ্রেণী বিহ্বলচিত্তে বিচলিত হইয়া উঠিল, তাহাদের শৃঙ্খলাভঙ্গ হইল এবং অনেকে স্ব স্ব অধিকৃত স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন-পর সহযোগিগণের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল, ওয়াটারলু-ক্ষেত্র হইতে ব্রুসেলস্ নগরপ্রান্ত পর্য্যন্ত শৃঙ্খলাহীন পলাতক সেনাতরঙ্গে পরিপূর্ণ হইল। সকলেই মনে করিতে লাগিল, "বুঝি, এইবার ইংরাজের হলো পরাজয়!"

সেনাপতি ওয়েলিংটন একটি অনতি-উচ্চ ভূখণ্ডে দণ্ডায়মান হইয়া গভীর উদ্বেগের সহিত সেনাপতি ব্লুকারের

ওয়াটারলু যুদ্ধের অবসান

[৩৯৪ পৃষ্ঠা
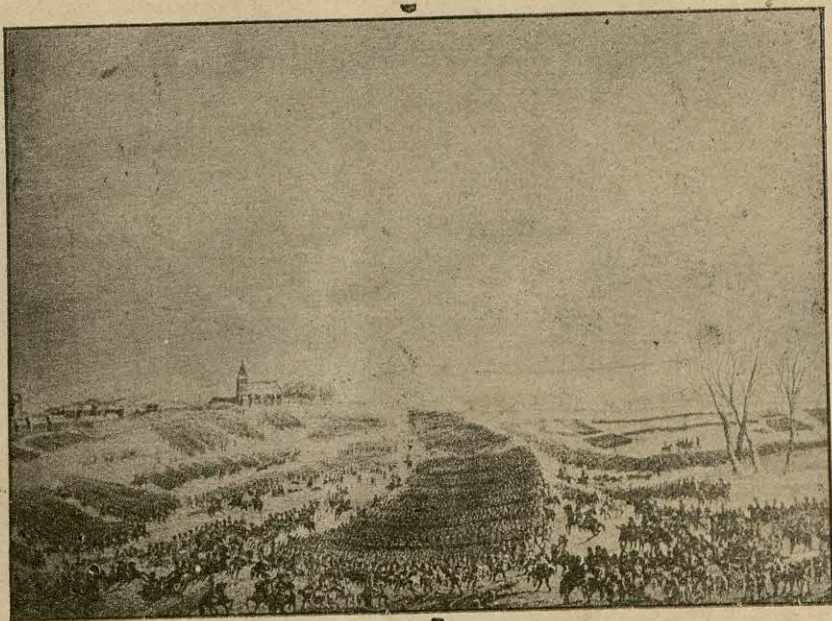
ভিস্তুলা তীরে সৈন্য-সমাবেশ

[২১৯ পৃষ্ঠা

আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, আর অধিককাল যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করা তাঁহার সাধ্য হইবে না। তিনি নিরাশ-হৃদয়ে লক্ষ্য করিলেন, তাঁহার সৈন্যশ্রেণী বিপক্ষের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া দলে দলে সমরক্ষেত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতেছে। তাঁহার মুখমণ্ডল বিশুষ্ক ও বিবর্ণ হইয়া গেল, ললাটদেশ ঘর্ম্মাক্ত হইল, তিনি অধীর-চিত্তে দূরবর্ত্তী গিরিমালায় পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তাহার পর মহা উদ্বেগাকুলচিত্তে তাঁহার ললাটের ঘর্ম্ম অপসারিত করিয়া বলিলেন,—"হয় ব্লুকার, না হয় রাত্রি, একটা কিছু আসুক, হে ভগবান্, আমার এ প্রার্থনা পূর্ণ কর।" যে যুদ্ধের উপর ইউরোপের ভাগ্য নির্ভর করিতেছিল, তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার জন্য ওয়েলিংটন অম্লান-বদনে হৃদয়শোণিত নিঃসারণে প্রস্তুত ছিলেন; সে জন্য তিনি সকলই করিতে পারিতেন।

ঠিক এই মুহূর্ত্তে, যখন নেপোলিয়ান তাঁহার সমস্ত সৈন্য-মণ্ডলীকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া যুগপৎ শত্রুসৈন্যের উপর নিপতিত হইবার আদেশ করিলেন, সেই সময়ে দূরে বহু সৈন্য দেখিতে পাওয়া গেল, সেনাপতি ব্লুকার ও বুলো প্রত্যেকে ত্রিশ সহস্র সৈন্য লইয়া মহাবেগে সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন, তাহারা সমকালে নেপোলিয়ানের পরিশ্রান্ত, ক্ষত-বিক্ষত সৈন্যগণের উপর প্রবলবেগে গোলা-গুলী বর্ষণ করিতে লাগিল। যষ্টিসহস্র নূতন সৈন্য! সংখ্যায় নেপোলিয়ানের সমগ্র বাহিনীর সমান, তাহারা নববলে ফরাসী সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলে আর জয়লাভের কি আশা থাকে? তথাপি ফরাসীগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল, উভয়পক্ষীয় সৈন্য সমভূমিতে অবতরণপূর্ব্বক পরস্পরকে আক্রমণ করিল। অতি সঙ্কটময় মুহূর্ত্ত সমাগত! উভয় পক্ষের সেনাপতিবর্গের বক্ষে রক্তস্রোত তরঙ্গিত হইতে লাগিল, সকলে নিশ্বাসরোধ করিয়া এই মহাসমরের পরিণাম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ যৎপরোনাস্তি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আট ঘণ্টাকাল তাহারা সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া অসীমসাহসে অদম্য উৎসাহে যুদ্ধ করিয়াছে, বিংশতি সহস্র সহযোগীর মৃতদেহ সম্রাটের সম্মান ও ফরাসীভূমির গৌরবরক্ষার্থ তাহাদের পদতলে লুণ্ঠিত হইতেছে, এখন পঞ্চাশ সহস্রেরও অল্পসংখ্যক সৈন্য দেড়লক্ষ শত্রু-সৈন্যের সহিত সমানভাবে যুদ্ধ করিতেছে। তিন জনের বিরুদ্ধে এক জন; আর কতক্ষণ তাহারা এভাবে যুদ্ধ করিবে?

কিন্তু তথাপি তাহারা বিচলিত হইল না। তাহারা বুঝিল, রণজয়ের আশা সুদূরপরাহত হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি তাহারা নিরাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িল না; অসঙ্কোচে সমরক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া সম্রাটের সম্মুখবর্ত্তী ইংরাজ সৈন্যদলের সম্মুখীন হইল। এই স্থানপরিবর্ত্তন ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের ন্যায় সকলের নিকট নিরতিশয় অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হইল।

তখন প্রুসীয় সৈন্যগণকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য নেপোলিয়ান স্বয়ং তাঁহার ইম্পিরিয়াল গার্ড নামক সৈন্যশ্রেণীকে মহাবলে পরিচালিত করিলেন। প্রুসীয় সৈন্যগণ ওয়েলিংটনের সৈন্যগণের সহিত মিশিবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে স্বয়ং সেনাপতিত্বে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সৈন্যগণ মহা উৎসাহে পরিপূর্ণ হইল, অনেক দিন তাহারা এভাবে সম্রাট্ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবার সৌভাগ্যলাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু তাঁহার সেনাপতিবর্গ তাঁহার সৈন্যপরিচালনায় মহা আপত্তি উত্থাপন করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, কেবল তাঁহার উপরই ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে, এ অবস্থায় জীবন তাঁহার বিপন্ন করা কোনক্রমে সঙ্গত নহে। অবশেষে সেনাপতিগণের আগ্রহাতিশয্যে সেনাপতিত্বভার তিনি মার্শেল নের হস্তে প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন।

অতঃপর যে দৃশ্য নয়নসমক্ষে উন্মুক্ত হইল, যুদ্ধেতিহাসে অধিকবার তাহার সংঘটন হয় নাই। ইম্পিরিয়াল গার্ড সৈন্যগণ পরাজয় কাহাকে বলে, তাহা কখন জানিত না, তাহারা তাহাদের সেই পূর্ব্ব-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত যে ভাবে যুদ্ধ করিল, তাহা অতি বিস্ময়কর; কবির বর্ণনা, ঔপন্যাসিকের রচনা, ঐতিহাসিকের লেখনী সেই দৃশ্য পাঠকের হৃদয়পটে যথাযোগ্যরূপে মুদ্রিত করিতে অসমর্থ। যতক্ষণ উভয় পক্ষ পরস্পরকে আক্রমণ না করিল, ততক্ষণ চতুর্দ্দিক স্তব্ধভাব ধারণ করিল, রণদামামা নিস্তব্ধ হইল, রণভেরী মৌনভাব ধারণ করিল, উভয়পক্ষের সকল সৈন্য চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিল; তাহার পর সমুদ্রতরঙ্গ যেমন তটভূমির উপর মহাবেগে আঘাত করে, সেইরূপে সশস্ত্র তরঙ্গিত ইম্পিরিয়াল গার্ড ওয়েলিংটনের সৈন্যগণের কামান,

বন্দুক ও সঙ্গীনের উপর নিপতিত হইল। তাহারা প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া রণজয়ের প্রতি একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া ইংরাজ সৈন্যের উপর গোলাগুলী বর্ষণ করিতে লাগিল, তাহারা ক্রমশই ইংরাজ রেখা ভেদ করিয়া অগ্রসর হইল, শত শত ইংরাজ বীর তাহাদের আগ্নেয়াস্ত্রের অব্যর্থ সন্ধানে গতপ্রাণে কর্দ্দমময় ধরাতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল; ইংরাজগণ প্রাণপাত করিয়া তাহাদিগের গতিরোধে প্রবৃত্ত হইল, সেনাপতি নের পাঁচটি অশ্ব একটির পর আর একটি কবিয়া শত্রুপক্ষের গুলীতে প্রাণত্যাগ করিল। তিনি নূতন অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক মহাবিক্রমে সৈন্য পরিচালন করিতে লাগিলেন এবং যখন তাঁহার পাঁচটি অশ্বই একে একে প্রাণত্যাগ করিল, নিকটে আর কোন অশ্ব পাইলেন না, তখন তিনি দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া অসি নিষ্কোষিত করিয়া পদব্রজেই তাঁহার সৈন্যগণের পুরোভাগে অগ্রসর হইলেন। নেপোলিয়ান রুদ্ধনিশ্বাসে, নির্নিমেষ-নেত্রে মহা উৎকণ্ঠাভরে এই সৈন্যদলের যুদ্ধপ্রণালী সন্দর্শন করিতে লাগিলেন; অবশেষে কামানের ও বন্দুকের ধূমে চতুর্দ্দিক্‌ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গেল, আর কিছুই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না।

ঠিক এই সময়ে প্রুসীয় সৈন্যগণ তাহাদিগের বাধাদানে প্রবৃত্ত পরিশ্রান্ত ফরাসী সৈন্যমণ্ডলীকে পরাভূত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিল; দেখিয়া নেপোলিয়ানের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, তাঁহার বক্ষে রক্তের গতি সহসা স্তম্ভিত হইল। ফরাসী সৈন্যগণ দেখিল, রক্ষী সৈন্যদল শত্রু কর্তৃক পরাজিত ও সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে। তখন সকলের হৃদয় যুগপৎ নিরাশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। গগনভেদী চীৎকারে ব্লুকার ও ওয়েলিংটন-পরিচালিত উন্মত্ত সৈন্যগণ ফরাসী সৈন্য উন্মূলিত করিয়া সমরভূমির অভিমুখে ধাবিত হইল, দেখিতে দেখিতে ইংলণ্ড ও প্রুসিয়ার পতাকা সম্মিলিত হইয়া রণক্ষেত্রে উড্ডীন হইতে লাগিল। সেই পতাকামূলে দণ্ডায়মান হইয়া সম্মিলিত শত্রুসৈন্য ইউরোপের প্রজাসাধারণের স্বাধীনতার শেষ আশা নির্ম্মূল করিয়া ফেলিল, দিবাকর রক্তনেত্রে পশ্চিমাকাশ হইতে নেপোলিয়ানের এই পতন-দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া ধীরে ধীরে অস্তাচলে প্রস্থান করিলেন; ভাগ্যলক্ষ্মী চিরদিনের জন্য তাঁহার স্নেহাস্পদ পুত্র নেপোলিয়ানের পক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক ওয়াটারলুর মহা-শ্মশান হইতে অন্তর্হিত হইলেন; পৃথিবীতে একটি মহা-শক্তির মহাপরাজয় সংঘটিত হইল!

ব্লুকার ও ওয়েলিংটন রক্তসিক্ত তরবারি হস্তে পরস্পরের সহিত আলিঙ্গন করিলেন; রণক্ষেত্রেই তাঁহাদের বিজয়-আলিঙ্গন লাভ হইল। ওয়েলিংটনের সৈন্যগণ এই রণজয়ে এমন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহারা আর পদমাত্রও শত্রুগণের অনুসরণে সমর্থ হইল না।

ব্লুকার ওয়েলিংটনকে বলিলেন,—"আমি শত্রুদলের পশ্চাৎ ধাবন করিব।" তিনি তাঁহার সৈন্যগণকে পলায়িত শত্রুগণের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। বহুসংখ্যক ফরাসী সৈন্য নিহত হইল, এমন কি, বন্দী সৈন্যগণও তাহাদিগের অস্ত্র হইতে রক্ষা পাইল না।

ইংরাজ সৈন্যগণ তাহাদিগের স্বাভাবিক উদারতা বশতঃ আহত সৈন্যগণের সেবা করিতে লাগিল, রণক্ষেত্রে নিপতিত পরাজিত শত্রুগণের সেবা করিতেও কেহ কুণ্ঠিত হইল না। মৃতপ্রায় বহু সৈন্যের তাহারা প্রাণরক্ষা করিল।

নেপোলিয়ান যখন দেখিলেন, ওয়াটারলুর ক্ষেত্রে জয়ের আশা সকল বিলুপ্ত হইয়াছে, তখন তিনি তাঁহার মুষ্টিমেয় রক্ষী সৈন্য লইয়া শত্রুদলের মধ্যে মহাবেগে ধাবিত হইলেন, তাঁহার ইচ্ছা হইল, তিনি সম্মুখসমরে প্রাণত্যাগ করিয়া তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচরবৃন্দের অনুসরণ করিবেন। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না, রক্ষী সৈন্যগণের সেনাপতি কাম্বোনী তাঁহার অশ্বের বল্গাধারণপূর্ব্বক কাতরভাবে বলিলেন, "সম্রাট্‌, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ আপনার ভাগ্যে নাই, আপনাকে শত্রুগণ বন্দী করিবে।" সম্রাট্‌ প্রথমে সেনাপতিকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু অবশেষে চিন্তা করিয়া দেখিলেন, এরূপভাবে প্রাণত্যাগ করা আত্মহত্যার নামান্তরমাত্র। অশ্রুপূর্ণনেত্রে কাতরভাবে তিনি সেনাপতির পরামর্শই গ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহার বিশ্বস্ত রক্ষীসৈন্যগণ "সম্রাটের জয় হউক" শব্দে হুঙ্কার প্রদানপূর্ব্বক শত্রুসৈন্যগণের উপর নিপতিত হইল ও বহুসংখ্যক শত্রু বধ করিল, শত্রুগণ অবিলম্বে তাহাদিগকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক তাহাদিগকেও বধ করিতে লাগিল। সেনাপতি কাম্বোনী দেহের ছয় স্থানে আহত হইলেন, তথাপি তিনি পরাজয় স্বীকার করিলেন না, শত্রুগণ তাঁহার ও তাঁহার সৈন্যগণের অসাধারণ সাহস দেখিয়া তাঁহাকে জানাইল,

তিনি সসৈন্যে আত্মসমর্পণ করিলে তাঁহাদের প্রাণদান করা যাইবে। সাহসী সেনাপতি বলিলেন,—"আমরা মরিতে জানি, আত্মসমর্পণে অভ্যস্ত নহি।"—সেনাপতি তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন; প্রভুভক্ত সৈন্যগণের পবিত্র হৃদয়-শোণিত তাহাদিগের প্রভুর কার্য্যেই নিঃসারিত হইল। তাহাদিগের জীবন নেপোলিয়ানের পতনের সহিত একসূত্রে গ্রথিত হইল। নেপোলিয়ান কয়েকজনমাত্র অনুচর সহ যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু সেণ্টহেলেনার পথ ভিন্ন অন্য কোন পথ তাঁহার সম্মুখে মুক্ত রহিল না। চল্লিশ সহস্র সাহসী সৈন্যের মৃতদেহ রণক্ষেত্র আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। ইউরোপখণ্ডে প্রজাসাধারণের স্বাধীনতা-আশা নির্ম্মূল করিয়া সেখানে রুসীয়, প্রুসীয় ও অষ্ট্রীয় সম্রাট্‌গণের যথেচ্ছাচার প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য এইরূপে ওয়াটারলু মহা-সমরের অবসান হইল। প্রজানীতিক ইংলণ্ড এই কার্য্যে তাহাদিগের সাহায্য করিয়া আপনার শুভ্রযশে কলঙ্ককালিমা লেপন করিলেন।

২১এ জুন নিশাশেষে নেপোলিয়ান পারিসনগরে উপস্থিত হইলেন। সুবৃহৎ পারিস তখন পথপ্রান্তে ম্লানদীপাবলী প্রজ্বলিত রাখিয়া গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন, কেবল নেপোলিয়ান ও তাঁহার সঙ্গিগণের চক্ষে নিদ্রা নাই, কিন্তু তাঁহারা অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, ভয়, উদ্বেগ ও অশান্তিতে সকলের হৃদয়ই পরিপূর্ণ ছিল। নেপোলিয়ান তুইলারির প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। একটি কক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া তিনি কলেনকোর্টকে আহ্বান করিলেন, তাহার পর তাঁহাকে যুদ্ধের সংবাদ জ্ঞাত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন,—"আমি এখন একটু নির্জ্জনে থাকিব।"—সম্রাট্ একাকী গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

বিশ্রামের পর স্নান শেষ করিয়া সম্রাট্ পুনর্ব্বার কলেন-কোর্টকে আহ্বান করিলেন। কলেনকোর্ট তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন,—"আমি উভয় মন্ত্রণাসভা একত্র সমবেত করিয়া তাঁহাদিগের নিকট আমার সৈন্যগণের দুর্দ্দশার কথা জ্ঞাপন করিব এবং দেশরক্ষার জন্য তাঁহা-দিগের সাহায্য প্রার্থনা করিব। আমি পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব স্থির করিয়াছি।"

কিন্তু পারিসের অবস্থা তখন অতি শোচনীয়। চতুর্দ্দিকে ঘোর অরাজকতা বর্ত্তমান। ওয়াটারলু-যুদ্ধের সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র নিদারুণ অমঙ্গল ও বিপৎপাতের আশঙ্কায় পারিসের প্রতিগৃহে বিলাপোচ্ছ্বাস উত্থিত হইল। নগরবাসিগণ বুঝিতে পারিল, অবিলম্বে দশ লক্ষাধিক শত্রুসৈন্য চতুর্দ্দিক্ হইতে পারিসে উপস্থিত হইয়া সেই ঐশ্বর্য্য-সম্পদ্-পরিপূর্ণ সুখশান্তিময়ী পুরী শ্মশান করিয়া ফেলিবে। সপ্তাহকালমধ্যে বিজয়ী সেনাপতি ব্লুকার ও ওয়েলিংটন পারিসে প্রবেশ করিবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ রহিল না। নেপোলিয়ানের প্রতিদ্বন্দ্বিগণ সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন; অসময়ে বন্ধুও শত্রু হয়, নেপোলিয়ানের শত্রুর অভাব হইল না; তিনি এক সময় যাহাদিগের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, যাহারা তাঁহার নিকট চির-উপকৃত, তাহারাও তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। নেপোলিয়ানের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিগণ বলিল,—"শত্রু-সৈন্যগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে উত্তেজিত ক্রুদ্ধ শত্রুগণ পারিস রাজধানী মহাশ্মশানে পরিণত করিবে। সম্মিলিত রাজগণ নেপোলিয়ানের শত্রু, আমাদিগের সহিত তাঁহাদের কোন শত্রুতা নাই। যদি আমরা নেপোলিয়ানকে তাঁহা-দিগের হস্তে সমর্পণ করি,তাহা হইলেই আমরা রক্ষা পাইব। এখন প্রাণ ও মান রক্ষা হইলে পরে সুবিধামত একজন রাজা খুঁজিয়া লইব, না হয় ফরাসীরাজ্য আবার সাধারণ-তন্ত্রে পরিণত করিব।"

ফরাসী প্রজা-সাধারণ কিন্তু তখনও নেপোলিয়ানের পক্ষ ত্যাগ করিল না। তাহারা সম্রাটের জন্য প্রাণসমর্পণে কৃতসঙ্কল্প হইল, অস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক নেপোলিয়ানের শত্রুগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে প্রস্তুত হইল; কিন্তু নেপো-লিয়ান ইহা প্রজাবিদ্রোহের নামান্তরমাত্র ভাবিয়া ইহাতে সম্মত হইলেন না। এলিসির প্রাসাদ-সন্নিকটে সহস্র সহস্র প্রজা সম্মিলিত হইয়া তাঁহার জয়ঘোষণা করিতে-ছিল, তাঁহার সহায়তার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিল, নেপোলিয়ান তাহাদিগের প্রসঙ্গে বলিলেন,—"এই সকল দরিদ্র নগরবাসী আমার পরাজয়ে আমার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে আসিয়াছে। আমি তাহাদিগকে যেরূপ দরিদ্র দেখিয়া ফরাসী-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া-ছিলাম, তাহারা এখনও সেইরূপ দরিদ্র আছে; কিন্তু স্বদেশ-প্রেম তাহাদের কি প্রবল! সমগ্র ফরাসীজাতির হৃদয়ভাব

তাহাদিগের ভাষায় পরিব্যক্ত হইতেছে। যদি আমি একটি-মাত্র বাক্য উচ্চারণ করি, তাহা হইলে এক ঘণ্টার মধ্যেই প্রতিনিধিবর্গের সভার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতে পারে; কিন্তু আমি তাহা করিব না, আমার জন্য আর একটি জীবনও বিনষ্ট হইবে না। পারিস নগর রক্তস্রোতে প্রবাহিত করিবার জন্য আমি এল্বা ত্যাগ করিয়া আসি নাই।"

প্রতিনিধিগণের সভা নেপোলিয়ানের সিংহাসনত্যাগই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলেন। তাঁহারা নেপোলিয়ানের নিকট তাঁহাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন, সহস্র সহস্র সৈন্য রাজ্যের চতুর্দ্দিকে তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হইবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা প্রতিনিধিসভার অগোচর ছিল না। সভা নেপোলিয়ানকে সত্বর সিংহাসনত্যাগের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অনেক চিন্তার পর নেপোলিয়ান সাম্রাজ্যের হিতার্থে তাহার স্বকীয় জীবন, জীবনের সকল সুখ ও আশা উৎসর্গ করিবার মনস্থ করিলেন। লুসিয়ানকে আহ্বানপূর্ব্বক তিনি বলিলেন,—"লেখ।" লুসিয়ান তাঁহার সিংহাসন-ত্যাগপত্র লিখিতে লাগিলেন। নেপোলিয়ান বলিলেন;—

"ফরাসীগণ, জাতীয় স্বাধীনতা-সংরক্ষণ-সঙ্কল্পে এই যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া আমি সহস্র জাতির সমবেত চেষ্টা ও সম্মতির উপর নির্ভর করিয়াছিলাম; আমাদের দেশে নেতৃগণ তাহার সমর্থন করিবেন, এ বিশ্বাসও আমার ছিল। আমার জয়লাভের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল, আমার বিরুদ্ধে সম্মিলিত রাজগণ যে ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া আমি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু ঘটনাচক্রে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। এখন ফ্রান্সের শত্রুগণের হস্তে আমি আত্মসমর্পণ করিয়াছি। তাঁহারা তাঁহাদের ঘোষণার সম্মানরক্ষার জন্য কেবল আমার প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন করিয়া ক্ষান্ত থাকুক, ইহাই প্রার্থনা।

"আমার রাজনৈতিক জীবনের অবসান হইয়াছে, আমি আমার পুত্রকে দ্বিতীয় নেপোলিয়ান নামে ফরাসী জাতির সম্রাট্পদে সংস্থাপিত করিলাম। বর্ত্তমান মন্ত্রি-সমাজই এখন রাজ্যশাসন করিবেন। সকলে জাতীয় শান্তি-সংস্থাপনসঙ্কল্পে একত্র হউন, ফরাসী দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকুক্।

এলিসি-প্রাসাদ, ২২এ জুন, ১৮১৫। নেপোলিয়ান।"

নেপোলিয়ানের সিংহাসনত্যাগের পর পারিসে বিশৃঙ্খলার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সকলেই পরিচালকের আসন গ্রহণ করিতে চাহে; কিন্তু কেহ কাহাকেও গ্রাহ্য করে না। বোর্ব্বোঁগণ আবার সিংহাসনের অত্যন্ত নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা নাই, শাসনতন্ত্র শাসনশৃঙ্খলা নাই; ফরাসীদেশে ঘোর অরাজকতার প্রেতকীর্ত্তি আরম্ভ হইল।

সিংহাসনত্যাগের পর নেপোলিয়ান কয়েকদিন মালমাই-সন প্রাসাদে বাস করিয়াছিলেন। সেখানে অতীত জীবনের প্রতিদিনের সহস্র স্মৃতি তাঁহাকে ব্যথিত ও তাঁহার কল্পনাস্রোত উদ্বেলিত করিয়া তুলিত। একদিন তিনি বিদীর্ণ-প্রায় হৃদয়ে আক্ষেপ করিয়া বলিতেছিলেন, "এখানকার প্রত্যেক দ্রব্যই কোন না কোন অতীত স্মৃতির সহিত বিজড়িত, আমাকে অনেক পুরাতন কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। মালমাইসন আমার প্রথম বাসস্থান, আমি স্বোপার্জ্জিত অর্থে ইহা ক্রয় করিয়াছিলাম। ইহা আমার সুখের আগার ছিল, কিন্তু যিনি ইহার প্রধান অলঙ্কার ছিলেন, তিনি আর ইহলোকে নাই। আমার দুর্ভাগ্যই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। দশ বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার কল্পনাও করিতে পারি নাই যে, একদিন আততায়ীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে আমাকে এখানে আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইবে।"

অতঃপর নেপোলিয়ান সার্ব্বজনীন স্বাধীনতার লীলা-নিকেতন আমেরিকা দেশে আশ্রয়গ্রহণের অভিপ্রায় করিলেন। পারিসপ্রবাসী কয়েকজন আমেরিক ভদ্রলোক তাঁহাকে আশা দিলেন যে, যুক্তসাম্রাজ্যের গবর্ণমেণ্ট এবং আমেরিক প্রজাপুঞ্জ আগ্রহপূর্ণ-হৃদয়ে তাঁহার অভ্যর্থনা করিবেন। প্রতিনিধি-সভা মনে করিলেন, যত শীঘ্র তিনি ফ্রান্স পরিত্যাগ করেন, ততই ফ্রান্সের পক্ষে মঙ্গল; কারণ, তাহা হইলে সম্মিলিত রাজগণের সহিত তাঁহাদের সন্ধিস্থাপনের সুবিধা হইবে। প্রতিনিধি-সভা নেপোলিয়ানের নিকট তাঁহাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তিনি বলিলেন, "আমি ফরাসী দেশ পরিত্যাগে প্রস্তুত আছি, দুইখানি জাহাজ পাইলেই আমি আমার নিজস্ব লইয়া যুক্তসাম্রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করি।" তদনুসারে পররাষ্ট্র-সচিব দুইখানি জাহাজ তাঁহার দ্রব্যসামগ্রীতে পূর্ণ করিবার আদেশ করিলেন। এই সময় ফরাসী দেশের সমুদ্রোপকূল বৃটিশ-জাহাজে পরিপূর্ণ ছিল, পাছে তাহারা সম্রাটের গমনে বাধা দান করে, এই

আশঙ্কায় পররাষ্ট্রসচিব মহাশয় ডিউক অব ওয়েলিংটনের নিকট নেপোলিয়ানের জন্য দেশত্যাগের একখানি অনুমতি-পত্রের প্রার্থনা করিলেন। এ দিকে নেপোলিয়ান যাহাতে মতপরিবর্ত্তনপূর্ব্বক উত্তেজিত প্রজাসাধারণের সহিত সম্মিলিত হইয়া সাম্রাজ্যের বিপদ্‌রাশি বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতে না পারেন, এই অভিপ্রায়ে সেনাপতি বেকারকে মালমাইসন প্রাসাদে এক দল সৈন্যের সহিত প্রেরণ করা হইল। এই সকল সৈন্য সম্রাটের দেহরক্ষিরূপে অবস্থান করিলেও সম্রাট্‌কে বন্দী করিয়া রাখাই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইল।

বুদ্ধিমান্ দূরদর্শী নেপোলিয়ান রাজ্যের পরিচালকবর্গের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন। নেপোলিয়ানের বন্ধুবর্গও অত্যন্ত ভীত হইলেন, তাঁহাদের আশঙ্কা হইল, হয় ত নেপোলিয়ানকে অপমানিত ও কারারুদ্ধ করা হইবে, তাঁহার প্রাণবিনাশ করাও অসম্ভব নহে। দুঃখে, কষ্টে, আশঙ্কায় হরতেনস্ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

নেপোলিয়ান ফ্রান্স ত্যাগ করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি গবর্ণমেণ্টকে পুনর্ব্বার জাহাজের জন্য পত্র লিখিলেন, গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তাঁহাকে লেখা হইল,—"জাহাজ প্রস্তুত, কিন্তু ডিউক অব ওয়েলিংটনের নিকট হইতে এখনও অনুমতিপত্র পাওয়া যায় নাই, এ অবস্থায় নেপোলিয়ান ফ্রান্সদেশ পরিত্যাগ করিলে যদি ইংরাজহস্তে নিপতিত হন, তাহা হইলে আক্ষেপের সীমা থাকিবে না।"

কিন্তু ডিউক অব ওয়েলিংটন অনুমতিপত্র প্রদানে সম্মত হইলেন না। সম্মত হওয়া দূরের কথা, নেপোলিয়ান যাহাতে ফ্রান্স পরিত্যাগপূর্ব্বক পলাইতে না পারেন, এই অভিপ্রায়ে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ফরাসীসমুদ্রের রণতরীর সংখ্যা বর্দ্ধিত করিলেন। অন্য উপায় না দেখিয়া ফরাসী গবর্ণমেণ্ট অনুমতিপত্র না লইয়া নেপোলিয়ানকে ছদ্মবেশে ফ্রান্সত্যাগের জন্য অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন, নেপোলিয়ান ফ্রান্স ত্যাগ না করিলে তাঁহাদের নিরাপদ্ হইবার আশা নাই।

শত্রুসৈন্যগণ দ্রুতবেগে পারিস অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল; তাহাদিগের গতিরোধ করিবার জন্য কোন চেষ্টা হইল না, সকলেই স্ব স্ব স্বার্থসাধনে কৃতসঙ্কল্প! নেপোলিয়ান ফরাসীভূমি রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সে অনুমতি দান করিলেন না। নেপোলিয়ানের হস্তে সৈন্যভার প্রদান করিতে আর কাহারও সাহস হইল না। নেপোলিয়ান ক্ষোভে,দুঃখে অধীর হইয়া মালমাইসনের নির্জ্জন কক্ষে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি তাঁহার সুখ-দুঃখের বন্ধু কলেনকোর্টকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—"কলেনকোর্ট,আমি দুর্ভাগ্যের শেষ সীমায় পদার্পণ করিয়াছিলাম, শত্রুহস্ত হইতে রাজ্য রক্ষা করিয়া তাহার পর ফ্রান্স পরিত্যাগ করিব। শত্রুগণের আক্রমণে বাধা দান করাই আমার একমাত্র অভিপ্রায় ছিল, রাজত্বের সুখ আমি পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিয়াছি, আমি আর সে সুখের প্রয়াসী নহি, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আমি একজন সৈনিক পুরুষ। যখন আমি কামানের ভৈরব গর্জ্জন শুনিতে পাই, যখন আমি মনে করি, আমার সৈন্যগণ পরিচালকবিহীন হইয়া কোষরুদ্ধ তরবারি লইয়া অবনত-মস্তকে পরাজয় স্বীকার করিতেছে, তখন আর আমি কোন প্রকারে অশ্রু-সংবরণ করিতে পারি না; ঘৃণায় আমার দেহের শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠে। আমার একমাত্র ইচ্ছা—একমাত্র আশা, সাহসী সৈন্যগণের সহিত রণক্ষেত্রে এ দেহ বিসর্জ্জন করিব। কিন্তু আমার সাহায্য গ্রহণ করিলে স্বার্থপর স্বদেশদ্রোহিগণের স্বার্থে আঘাত পড়িবে, ইহা তাহারা বুঝিয়াছে। তাহারা ফরাসী-ভূমিকে বিক্রয় করিয়াছে, আত্মরক্ষার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া তাহারা শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। জয়-পরাজয়-নির্দ্ধারণের পূর্ব্বেই তিন কোটি বিংশতি লক্ষ লোককে এক গর্ব্বোদ্ধত সম্রাটের চরণতলে লুণ্ঠিত হইবার জন্য বাধ্য করা হইয়াছে। আজ ফরাসীভূমি যে হীনতা প্রকাশ করিতেছে, পৃথিবীর কোন জাতি কোন কালে এমন হীনতা প্রকাশ করে নাই।"

সম্রাট ক্ষণকাল স্তব্ধ হইলেন, উত্তেজিতভাবে তিনি কক্ষে পাদচারণ করিতে লাগিলেন,—"ফ্রান্সের সম্মান, জাতীয় গৌরব—সমস্ত—সমস্তই অন্তর্হিত হইল। নরাধম ফোচে মনে করিয়াছে, আমি এখনও রাজ্যের এই হীনতা ও দুর্দ্দশা সত্ত্বেও রাজপদ লাভ করিবার জন্য লোলুপ রহিয়াছি! এখন আর রাজপদের কি গৌরব আছে? ইহাতে লোভনীয় কিছুই নাই; আমি আমার ভবিষ্যৎসম্বন্ধে খন সম্পূর্ণ উদাসীন, জীবনে আর আমার কিছুমাত্র মমতা নাই।"

সহসা প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে অশ্বের খুরধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল। নেপোলিয়ান কক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার জন্য শকট আসিতেছে, এই শকটেই তিনি পারিস ত্যাগ করিবেন। তাঁহার মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস প্রবাহিত হইল, ক্ষণকালের জন্য তিনি অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইলেন। তাহার পর কলেনকোর্টের নিকট আসিয়া আবেগভরে তাঁহার করগ্রহণপূর্ব্বক নীরবে একদৃষ্টে অবস্থান করিলেন। তাঁহার সে দৃষ্টিতে স্নেহ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, চাহিতে চাহিতে তাঁহার চক্ষু অশ্রুভরে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দুঃখের তরঙ্গ তাঁহার হৃদয়তটে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তিনি বিচলিত হইলেন, অশ্রুধারা রোধ করিতে পারিলেন না। কোন কথা বলিতে না পারিয়া নীরবে কলেনকোর্টের করকম্পনপূর্ব্বক তাঁহাকে বিদায়সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিলেন।

তাহার পর সম্রাট্ তাঁহার দুহিতৃ তুল্যা স্নেহাস্পদা রাজ্ঞী হরতেন্সের নিকট বিদায় হইতে আসিলেন। হরতেন্সের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল, তাঁহার দুঃখপ্রকাশের ভাষা ছিল না। নেপোলিয়ান একে একে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু ও পরিচিতগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সম্রাট্-গৌরব যতই থাক্, সম্রাট-গর্ব্ব কোন দিন ছিল না; এই বিদায়ের দিনে তিনি সরলভাবে নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন, সকলের হৃদয় শোকে দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িল। তিনি শকটে আরোহণপূর্ব্বক ধীরে ধীরে মালমাইসন প্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন। চতুর্দ্দিকে নন্দনকাননতুল্য উপবনের শোভা, নবীন লতা পত্রে ফলে-ফুলে নিকুঞ্জ-শোভা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, শরদাগমে বিহঙ্গমকুল মিষ্টস্বরে তরুশাখায় গান করিয়া কুঞ্জভবনে অমৃতধারা প্রবাহিত করিতেছে; আজ দুর্ভাগ্যের নিম্নতম সোপানে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার মনে পড়িল, এই প্রমোদোদ্যানে কত জ্যোৎস্নাময়ী মধুযামিনী তিনি তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী যোসেফিনের মধুরালিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইয়া সুখস্বপ্নের ন্যায় অতিবাহিত করিয়াছেন! আজ সে সুখ—সে আনন্দ কোথায়? তখন একদিনও কি তিনি কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন যে, যোসেফিন তাঁহার সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্যুত অবস্থায় তাঁহার দুঃখের কথা ভাবিতে ভাবিতে ভগ্নহৃদয়ে দেহ ত্যাগ করিবেন? কোন দিন কি তিনি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলেন, সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটি অস্বাস্থ্যকর, পাষাণকঙ্করময়, অনুর্ব্বর, সুখ-সৌন্দর্য্যহীন, বৈচিত্র্যবিরহিত ক্ষুদ্র দ্বীপের একটি জীর্ণ সংকীর্ণ পর্ব্বতগহ্বরের ন্যায় অন্ধকারময় কারাগারে তাঁহার অন্তিম নিশ্বাস প্রবাহিত হইবে? এই বিদায়মুহূর্ত্তেও তিনি জানিতেন না, অদৃষ্ট তাঁহাকে কোন্ পথে লইয়া যাইবে। তিনি আমেরিকাযাত্রায় বহির্গত হইয়া ভাগ্যদেবতার ইঙ্গিতে যে ইংরাজ-কারাগার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন, তাহা কেহই কল্পনা করে নাই।

পারিস ত্যাগ করিয়া নেপোলিয়ান রকফোর্ট অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাহাতে পথে কেহ তাঁহার প্রাণসংহারে কৃতকার্য্য না হয়, এজন্য তাঁহার বন্ধুগণ যথাযোগ্য উপায় অবলম্বন করিলেন।

৩রা জুলাই প্রভাতে নেপোলিয়ান রকফোর্ট নগরে পদার্পণ করিলেন। পথে তাঁহাকে কোন বিপদে পড়িতে হয় নাই, বরং তিনি যেখানে উপস্থিত হইয়াছেন,সেই স্থানের প্রজা-সাধারণেই তাঁহাদের হিতৈষী বান্ধব ও করুণাময় সম্রাট্‌রূপে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছেন। রকফোর্টেও তাঁহার ভক্ত প্রজাবৃন্দ তাঁহার চতুর্দ্দিকে সমবেত হইল, সমস্বরে তাঁহার প্রতি তাহাদিগের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে লাগিল। নেপোলিয়ান রক্‌ফোর্টবাসিগণের সহৃদয় ব্যবহারে প্রীত হইয়া বলিলেন,—"ইহাদের দেশের উন্নতিকল্পে আমি যে সহায়তা করিয়াছিলাম, তাহা এখনও ইহারা আনন্দের সহিত স্মরণ রাখিয়াছে। আমি যেখানে যাইতেছি, সেইখানেই আমার ভক্ত প্রজাবৃন্দ আমার উদ্দেশে আশীর্ব্বাদধারা বর্ষণ করিতেছে!"

কিন্তু অগণ্য ফরাসী প্রজামণ্ডলীর হৃদয়ভরা আশীর্ব্বাদেও নেপোলিয়ানের পরিতপ্ত হৃদয় সুশীতল হইল না, তাঁহার নিদারুণ অন্তর্জ্বালা নিবারিত হইল না। দুর্জ্জয় বাসনাকে জয় করিয়াও আজ তিনি তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। তিনি জাহাজে উঠিবার জন্য অধীরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, শত্রুপক্ষের দৃষ্টি অতিক্রমপূর্ব্বক নূতন পৃথিবীতে নূতন সমাজে নূতনভাবে জীবনযাপন করিবেন, এই ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল। পাঁচ দিন পরে ৮ই জুলাই তিনি শুনিতে পাইলেন, জাহাজদ্বয় তাঁহাকে লইয়া কূলত্যাগের জন্য প্রস্তুত।

সাল ও মেডুশা নামক দুইখানি ক্ষুদ্র জাহাজ তাঁহাকে সমুদ্র-পারে বহন করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। ৮ই জুলাই বেলা চারি ঘটিকার সময় নেপোলিয়ান সমুদ্রতটে সকলের নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক 'সাল' জাহাজের একখানি তরণীতে আরোহণ করিলেন। সে দিন বায়ুবেগ অত্যন্ত প্রবল ছিল এবং সমুদ্রও অত্যন্ত ভীষণভাব ধারণ করিয়াছিল। জাহাজ দুইখানি জেঠী হইতে সমুদ্রবক্ষে বহুদূরে অবস্থান করায় জাহাজের নিকটে উপস্থিত হইতে রাত্রি প্রায় আটটা বাজিল। সাল জাহাজে আরোহণপূর্ব্বক নেপোলিয়ান শয়নাগারে বিশ্রামার্থ প্রবেশ করিলেন. কিন্তু জাহাজ নঙ্গর উঠাইল না, যেখানে ছিল, সেইখানেই অবস্থান করিতে লাগিল। নেপোলিয়ান ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই একখানি ইংরাজ-জাহাজ মারফৎ তাঁহার সমুদ্রযাত্রার অনুমতি প্রেরণ করিবেন, সেই পত্র পাইলেই জাহাজ পরিচালিত করা হইবে। নেপোলিয়ান মনে করিলেন, তাহা হইলে তাঁহার ফ্রান্সত্যাগে আর কাহারও আপত্তি হয় নাই, তিনি নিরাপদে আমেরিকায় উপস্থিত হইতে পারিবেন। তাঁহার উদ্বেগ কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত হইল। ইতিমধ্যে সম্মিলিত রাজসৈন্যগণ পারিসে প্রবেশ করিলে বিশ্বাসঘাতক নেতৃগণ বোর্ব্বোঁদিগের হস্তে রাজধানী সমর্পণ করিলেন; বোর্ব্বোঁগণ নেপোলিয়ানের জাহাজের পরিচালককে জানাইল, নেপোলিয়ান যদি পুনর্ব্বার ফ্রান্সের কূলে অবতরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে রাজদ্রোহী বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১১ই প্রভাতে ডিউক অব রেভিগ্নো এবং লাসকাসাস সন্ধিপতাকা লইয়া ইংরাজ-রণতরী বেলেরোফনে উপস্থিত হইয়া নেপোলিয়ানের ফ্রান্সত্যাগের অনুমতিপত্র প্রার্থনা করিলেন। বেলেরোফনের কাপ্তেন মেণ্টল্যাণ্ড তাঁহাদিগকে জানাইলেন, যে কোন জাহাজ বন্দর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাত্রা করিবে, সেই জাহাজই ধৃত করিবার জন্য তিনি আদেশ পাইয়াছেন।

সুতরাং নেপোলিয়ানকে জাহাজের উপরেই কয়েকদিন অতিবাহিত করিতে হইল। ১৪ই জুলাই নেপোলিয়ান পুনর্ব্বার সাভারীও লাসকাসাসকে বেলেরোফন জাহাজে প্রেরণ করিলেন। কাপ্তেন মেটল্যাণ্ড বলিলেন,—"যদি সম্রাট্ ইংলণ্ডে গমন করিতে প্রস্তুত থাকেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে জাহাজে লইয়া শ্বেতদ্বীপে যাত্রা করিতে পারেন।" এই সংবাদ পাইয়া নেপোলিয়ান প্রথমে তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি বন্ধুগণের সহিত পরামর্শ করিতে বসিলেন। সকলেই নেপোলিয়ানকে ইংলণ্ডের সম্মান ও অতিথিপরায়ণতার উপর নির্ভর করিবার পরামর্শ দান করিলেন। কেবল সেনাপতি গরগার্ড ও কাউণ্ট মন্‌থোলন এ প্রস্তাবের প্রতিকূলে মত প্রকাশ করিলেন; তাঁহারা বলিলেন,—"ইংলণ্ডের অভিজাতবংশীয় মন্ত্রিবর্গ তাঁহার ঘোরতর বিরোধী।" কিন্তু নেপোলিয়ান অন্য উপায়ের অভাবে ইংলণ্ডের হস্তেই আত্মসমর্পণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। নেপোলিয়ানের নিকট হইতে এক পত্র লইয়া সেনাপতি গরগার্ড ইংলণ্ডযাত্রা করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে ইংলণ্ডভূমে অবতরণ করিতে দেওয়া হইল না।

সেই রাত্রে অনেকেই নেপোলিয়ানকে ইংলণ্ডের সহৃদয়তা ও আতিথেয়তায় বিশ্বাসস্থাপন করিতে নিষেধ করিলেন;—বলিলেন, তাঁহার ন্যায় শত্রুর প্রতি সদাচরণের আশা দুরাশামাত্র। যখন এই সকল কথার আলোচনা চলিতেছিল, সেই সময় সেনাপতি বেকার নেপোলিয়ানের নিকট অত্যন্ত ব্যস্তভাবে উপস্থিত হইয়া প্রকাশ করিলেন যে, বোর্ব্বোঁগণ নেপোলিয়ানকে ধৃত করিবার জন্য কয়েকজন কর্ম্মচারীকে রকফোর্ট অভিমুখে প্রেরণ করিয়াছেন। নেপোলিয়ান তখন নিরুপায় হইয়া পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক সঙ্গিগণের সহিত 'এবার-ভয়ার' নামক একখানি ক্ষুদ্র পোতে আরোহণপূর্ব্বক ইংরাজ-জাহাজে চলিলেন। নেপোলিয়ান অশ্রুপূর্ণনেত্রে সেনাপতি বেকারের নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া তাঁহার জাহাজ ত্যাগ করিলেন।

'বেলেরোফন জাহাজের অধ্যক্ষ কাপ্তেন মেটল্যাণ্ড অত্যন্ত সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। নেপোলিয়ান বেলেরোফনে পদার্পণ করিয়াই কাপ্তেনকে বলিলেন,—"কাপ্তেন মেটল্যাণ্ড, আমি ইংলণ্ডীয় আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য আপনার জাহাজে উপস্থিত হইলাম।" কাপ্তেন সম্ভ্রমের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। জাহাজের কর্ম্মচারিবর্গের ব্যবহারে তাঁহার বিশ্বাস হইল, তাঁহার আশঙ্কা অমূলক, ইংলণ্ডের নিকট তিনি সদ্ব্যবহারই লাভ করিবেন।

২৫এ জুলাই বেলা নয় ঘটিকার সময় বেলেরোফন টর্বের বন্দরে নঙ্গর করিল। এই জাহাজে নেপোলিয়ান

ইংলণ্ডযাত্রা করিয়াছেন শুনিয়া বহুলোক তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য নৌকারোহণে জাহাজের নিকট উপস্থিত হইল। নেপোলিয়ান ডেকের উপর আসিয়া তাহাদিগকে দর্শনদানপূর্ব্বক তুষ্ট করিলেন। এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নেপোলিয়ানের জন্য বহুবিধ ফল উপহার প্রেরণ করিলেন, মহিলাগণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের করস্থ রুমাল আন্দোলনপূর্ব্বক নেপোলিয়ানের প্রতি তাঁহাদিগের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। এডমিরাল কেইথ প্লিমাউথে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি নেপোলিয়ানের আগমন-সংবাদে কাপ্তেন মেটল্যাণ্ডকে লিখিলেন,—"সম্রাট্‌কে জানাও, আমি তাঁহার সুখস্বচ্ছন্দতাবিধানের জন্য আমার সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব, তাঁহাকে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া বলিবে, তিনি আমার আহত ও বন্দীভূত ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি ওয়েলিংটন-যুদ্ধের পর যে সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা আমি কখনও বিস্মৃত হইব না।"—এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ইংলণ্ডবাসিগণের সদাশয়তার উপর নেপোলিয়ানের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বর্দ্ধিত হইল।

২৫এ জুলাই রাত্রিকালে বেলেরোফন প্লিমাউথের অভিমুখে যাত্রা করিল। পরদিন মধ্যাহ্নকালে জাহাজ প্লিমাউথে উপস্থিত হইল। প্লিমাউথে আসিয়া নেপোলিয়ান ও তাঁহার সহচরবৃন্দ তাঁহাদের সহিত ইংরাজের ব্যবহারের ঘোর পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন, কাপ্তেন মেটল্যাণ্ড অত্যন্ত বিষণ্ণ, চিন্তাকুল ও বিমর্ষভাব ধারণ করিলেন, শত শত রণতরী বেলেরোফনের চতুর্দ্দিকে সতত প্রহরীর ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল এবং নৌ-অধ্যক্ষের অনুমতি ব্যতীত কাহাকেও জাহাজের নিকটে আসিতে দেওয়া হইল না। বস্তুতঃ নেপোলিয়ানের প্রতি এমন সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইল যে, ইংরাজ-প্রজামণ্ডলী ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া নেপোলিয়ানকে ইংলণ্ডের সিংহাসনে স্থাপনসঙ্কল্প করিলেও গবর্ণমেণ্ট ইহা অপেক্ষা অধিক সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারিতেন না। ইংলণ্ডের দৈনিক পত্রসমূহে নেপোলিয়ানের পরিণামসম্বন্ধে নানা প্রকার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে লাগিল। কেহ বলিলেন, নেপোলিয়ানকে সামরিক বিচারে গুলী করিয়া নিহত করা হইবে; কেহ বলিলেন, সেণ্টহেলেনার পার্ব্বত্য উপকূলে তাঁহাকে চির-নির্ব্বাসিত করা হইবে। ইংলণ্ডের সৌভাগ্যবান্ মহাবীর ওয়েলিংটন নেপোলিয়ান বোনাপার্টকে ঈর্ষাকুলচক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন, কেহ কেহ অনুমান করেন, নেপোলিয়ানের বীরত্ব-গৌরব ও রণপাণ্ডিত্যের খ্যাতি ডিউক অব ওয়েলিংটনের অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল, সুতরাং কাউণ্ট মনথোলনের রচনা বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, মহামান্য ডিউক মহাশয় বন্দুকের গুলীতে নেপোলিয়ানের প্রাণসংহারেরই পক্ষপাতী ছিলেন। নেপোলিয়ানের জীবনী-লেখক মহামতি এবট বলেন, ডিউক অব ওয়েলিংটনের যে এরূপ মহৎ সংকল্প ছিল, ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ২৪এ ও ২৫এ তারিখের টাইমস্ পত্রিকায় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ওয়াটারলুর যুদ্ধাবসানে নেপোলিয়ানের সেনাপতি মার্শেল নের ফ্রান্স-প্রত্যাবর্ত্তনের পর তোপের মুখে উড়াইয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিয়া ডিউক অব ওয়েলিংটন যে অবিনশ্বর খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, নেপোলিয়ানের প্রতি সেইরূপ আদেশ প্রদানের সুবিধা পাইলে মহামান্য ডিউক মহোদয়ের সেই যশোমহিমা যে সমধিক পরিবর্দ্ধিত হইত, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, মহদাশয় ডিউক অব এসেক্স গবর্ণমেণ্টের সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিয়া গবর্ণমেণ্টকে কিঞ্চিৎ দ্রব করিলেন; গবর্ণমেণ্ট করুণাপরবশ হইয়া এক গুলীর আঘাতে ইউরোপ-বিজয়ী মহাবীর নেপোলিয়ানের প্রাণবধের সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে সেণ্টহেলেনা দ্বীপের একটি দুর্গম কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া শত অভাব ও অপমানে তিল তিল করিয়া তাঁহার জীবনান্ত করিবার পক্ষপাতী হইলেন।

জাহাজ প্লিমাউথে উপস্থিত হইল। নেপোলিয়ান ইংলণ্ডে আসিয়াছেন শুনিয়া দেশের মধ্যে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল, ত্রিশ মাইল দূর হইতেও সহস্র সহস্র লোক ইউরোপ-বিজয়ী মহাবীরকে দেখিবার জন্য সাগরপ্রান্তে সমাগত হইতে লাগিল; ইংলণ্ডের সর্ব্বস্থান হইতে দলে দলে লোক আসিল. এমন কি, বেলেরোফন জাহাজখানি পরিবেষ্টনপূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ সহস্রাধিক নৌকা সমুদ্রবক্ষে বিরাজ করিতে লাগিল, প্রজা-সাধারণের জয়ধ্বনিতে সমুদ্রবক্ষ প্রকম্পিত হইতে লাগিল এবং তাহা ইংলণ্ডীয় মন্ত্রিসমাজের নির্ভীক চিত্ত পর্য্যন্ত বিকম্পিত করিয়া তুলিল। তাঁহাদের আশঙ্কা হইল, ইংলণ্ড-ভূমিতে নেপোলিয়ানের ভক্তবৃন্দের সংখ্যা যেরূপ অপরিমিত, তাহাতে হয় ত তিনি বৃটিশ-বন্দরস্থ

বৃটিশ-জাহাজ হইতেও পলায়ন করিতে পারিবেন। সুতরাং (সার ওয়ালটার স্কট লিখিয়াছেন) "বেলেরো-ফনের প্রতি তীব্রদৃষ্টি রাখিবার জন্য দুইখানি রণতরী তাহার অদূরে স্থাপিত হইল, অষ্ট প্রহরের জন্য প্রহরীর সংখ্যা দুই তিন গুণ বৃদ্ধি করা হইল।"

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট তখনও চক্ষু-কর্ণ হইতে বঞ্চিত হন নাই, তিনি সকলই বুঝিতে লাগিলেন। তিনি কিছুমাত্র অধীরতা বা উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন না। "আনায়মাঝারে সিংহ পাইলে কি কভু ছাড়ে রে কিরাত তারে"—বিজ্ঞ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে এই নীতি অবলম্বন করিবেন, তাহা তিনি পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই, সুতরাং নীরবে তিনি সকলই সহ্য করিতে লাগিলেন। যে অপদার্থ বিপদে অধীর হয়, সেই রোদন করে এবং লোকের সহানুভূতিলাভের আশায় নিজের ক্ষোভের কাহিনী নানাভাবে কীর্ত্তন করিতে থাকে; কিন্তু যাঁহার হৃদয়ে আত্মসম্মান ও তেজস্বিতা বর্ত্তমান, তিনি ধীরভাবে সকল যন্ত্রণা সহ্য করেন, প্রবল মানসিক শক্তির সহায়ে সকল অত্যাচারে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। এখন নেপোলিয়ানের সেই অবস্থা। কিন্তু তাঁহার বন্ধুগণ ও তাঁহার হিতৈষিবর্গ তাঁহার পরিণাম আশঙ্কায় নিদারুণ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে সত্য সত্যই বজ্রাঘাত হইল। ৩০এ জুলাই অপরাহ্নে বৃটিশ রাজ্যের অণ্ডর-সেক্রেটারী সার হেনরী বান্‌বরি নৌ-অধ্যক্ষ আডমিরাল কেইথের সহিত নেপোলিয়ানের জাহাজে আসিয়া এক স্বাক্ষরবিহীন পত্র পাঠ করিলেন। পত্রখানিতে উদারতা ও সহানুভূতি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল; তাহা এই—"বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সেনাপতি বোনাপার্ট সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় করিয়াছেন, তাহা আপনি অবিলম্বে তাঁহার গোচর করিবেন ঃ—

"জেনারেল বোনাপার্ট যদি পুনর্ব্বার ইউরোপের শান্তি বিনষ্ট করিবার সুবিধা পান, তাহা হইলে আমাদের দেশের প্রতি এবং ইংলণ্ডেশ্বরের সহযোগী রাজন্যবৃন্দের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য অসম্পন্ন রহিয়া যাইবে। এই হেতু তাঁহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংযত করা অত্যন্ত আবশ্যকীয় হইয়াছে। সেণ্টহেলেনা দ্বীপ তাঁহার ভবিষ্যৎ বাসের জন্য মনোনীত করা হইয়াছে। স্থানটি স্বাস্থ্যকর এবং অন্য স্থান অপেক্ষা এখানে তাঁহার প্রতি অপেক্ষাকৃত সদয় ব্যবহার সম্ভবপর হইবে। তাঁহার দেহরক্ষার জন্য যেরূপ সাবধানতা অপরিহার্য্য, তাহা অবলম্বনের নিমিত্ত অন্যত্র এই পরিমাণ সদয় ব্যবহার অনুমোদিত হইত না।"

এই পত্রে এ কথাও লিখিত হইয়াছিল যে, সেনাপতি বোনাপার্ট এক জন চিকিৎসক, সাভরি ও লালিমণ্ড ব্যতীত যে কোন তিন জন সহচর এবং দ্বাদশ জন ভৃত্য সঙ্গে লইতে পারেন, কিন্তু এই সকল লোককেও বন্দিভাবে জীবনযাপন করিতে হইবে। সার জর্জ্জ ককবর্ণ বন্দিগণকে তাহাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট কারাগারে রাখিয়া আসিবেন।

সার জর্জ্জের প্রতি আদেশ হইল, তিনি নেপোলিয়ানকে কখন সম্রাট্‌ভাবে দেখিবেন না, সেনাপতিরূপেই গণ্য করিবেন। নেপোলিয়ানের সঙ্গে যে সকল দ্রব্যসামগ্রী ছিল, তাহাও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল। স্থির হইল, অর্থাদি যাহা কিছু পাওয়া যাইবে, তাহা সচিবগণের হস্তে প্রদত্ত হইবে, তাহা ব্যবসায়ে খাটাইয়া যে সুদ পাওয়া যাইবে, তাহা হইতে নেপোলিয়ানের কারা-জীবনের আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে।

বৃটিশ মন্ত্রিসমাজ এইরূপে নেপোলিয়ানের আতিথ্যসৎকার করিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হইল না, তাঁহার অপরাধের কোন বিচার হইল না, অথচ তাঁহার প্রতি চিরনির্ব্বাসনদণ্ড বিহিত হইল! বোধ হয়, তাঁহাদের নয়নপ্রান্ত হইতে চক্ষুলজ্জা নামক পদার্থটি সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাসিত হয় নাই, এই জন্য তাঁহারা এই আদেশলিপিতে নাম স্বাক্ষর করিতে বিরত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে জন্য আদেশ-বিধির অঙ্গহানি হয় নাই।

নেপোলিয়ান মন্ত্রিসমাজের এই আদেশবাক্য নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করিলেন, তাঁহার ললাটের একটি শিরাও কম্পিত হইল না, তাঁহার মুখভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হইল না, তিনি কিছুমাত্র উদ্বেগ বা অধীরতা প্রকাশ করিলেন না। সুতরাং তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে যে অনলবাহী মহাসিন্ধু-তরঙ্গ গর্জ্জন করিতেছিল, তাহার পরিচয় কে পাইবে? যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই নেপোলিয়ানের বিপুল মনোবল ও অসাধারণ সংযমশক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; তাঁহারা বুঝিলেন, প্রকৃত মহাপ্রাণ ব্যক্তি ভিন্ন এমন অপমান কেহ এরূপ অবহেলাভরে বহন করিতে পারেন না; বজ্রাঘাতে শালশীর্ষ চূর্ণ হইলেও অভ্রভেদী

গিরিশিখর অকম্পিতভাবে সেই আঘাত গ্রহণ করে, সে পীড়নে ভূধর অধীর হয় না।

নেপোলিয়ান মন্ত্রিসমাজের আদেশ শ্রবণ করিয়া অতি ধীরভাবে সংযত-ভাষায় বলিলেন,--"আমি ইংলণ্ডের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি, তাঁহার হস্তে বন্দী হই নাই। আমি স্বেচ্ছাক্রমে বৃটিশ-আইনের আশ্রয় অবলম্বন করিতে আসিয়াছি। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার স্বদেশের ব্যবস্থা ভঙ্গ করিলেন। ইংরাজজাতির আইন লঙ্ঘিত হইল, আতিথ্যের পবিত্র ব্রত উপেক্ষিত হইল। আমি বৃটিশজাতির ন্যায়পরতার নিকট ইহার বিচার প্রার্থনা করি।"

নৌ-অধ্যক্ষ কেইথ ও সার হেনরী বান্‌সরি জাহাজ পরিত্যাগ করিলে বন্ধুগণের নিকট নেপোলিয়ান তাঁহার উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ আগ্নেয়গিরির আগ্নেয় ধাতু-স্রোতের ন্যায় নিঃসারিত করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রোধে ও ঘৃণায় প্রজ্বলিত হইয়া বলিলেন,—"সেণ্টহেলেনায় নির্ব্বাসনের কল্পনাও দুঃসহ। স্বদেশ হইতে বহু দূরবর্ত্তী উষ্ণমণ্ডলের একটি দ্বীপে পৃথিবীর সকল সম্বন্ধচ্যুত হইয়া সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে চিরজীবনের জন্য নির্ব্বাসন! ইহা তৈমুরলঙ্গের লৌহপিঞ্জর অপেক্ষাও ভয়াবহ। বোর্ব্বোঁগণের হস্তে নিপতিত হওয়া ইহা অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেয়ঃ ছিল। ইহারা আমাকে সেনাপতি নামে অভিহিত করিতে চাহে। আমাকে ত ইহারা আর্ক বিসপ নামেও অভিহিত করিতে পারিত। আমি কেবল সেনানায়ক ছিলাম না। যদি তাহারা আমাকে লণ্ডন টাউয়ারে বন্দী করিত, যদি ইংলণ্ডের কোন দুর্গে আবদ্ধ করিত, তাহা হইলে আমার অভিযোগ করিবার গুরুতর কারণ থাকিত না; কিন্তু আমি উষ্ণমণ্ডলের একটা দ্বীপে নির্ব্বাসিত হইলাম। তাহারা কেন আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান না করিল? আমার পক্ষে এই নির্ব্বাসন সম্পূর্ণ অসহনীয়।"

বেলেরোফন জাহাজের কর্ম্মচারিবর্গ, এমন কি, ক্ষুদ্রতম খালাসী পর্য্যন্ত নেপোলিয়ানের ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার অনুরক্ত হইয়াছিল। তাহারা মন্ত্রিসমাজের এই হৃদয়হীন ব্যবহারে অত্যন্ত অপ্রসন্ন ও ব্যথিত হইল। ইংলণ্ডের অনেক সহৃদয় ভদ্রলোক নেপোলিয়ানের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক বৃটিশ-আইনের আশ্রয়-গ্রহণে তাঁহার সহায়তায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং দুইখানি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক তাঁহার অনুকূলে তীব্রভাবে লেখনী পরিচালন করিতে লাগিলেন। বেলেরোফনের চতুর্দ্দিকে তাঁহার হিতৈষিবর্গের, নৌকার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, অবশেষে নৌকাসমূহকে দূর করিবার জন্য বন্দুকের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইল। সাধারণ প্রজাবর্গের হৃদয় নেপোলিয়ানের প্রতি অবিচারে ব্যথিত হইয়া উঠিল। নিদারুণ দুশ্চিন্তায় মন্ত্রিসমাজের আহার-নিদ্রা বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।

আডমিরাল কক্‌বরণ-পরিচালিত নরদামবারল্যাণ্ড নামক জাহাজ নেপোলিয়ানকে সেণ্টহেলেনা দ্বীপে বিসর্জ্জনদানের জন্য লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, কিন্তু উক্ত জাহাজখানি পোর্টমাউথ নামক বন্দরে দীর্ঘকাল অকর্ম্মণ্য অবস্থায় নিপতিত ছিল। নেপোলিয়ানের প্রতিষ্ঠা দর্শনে ব্যাকুল মন্ত্রিসমাজ জাহাজখানি ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; ইতিমধ্যে কয়েকজন সহৃদয় ইংরাজ ব্যবহারাজীবের পরামর্শে নেপোলিয়ান বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট এই দুর্ব্যবহারের প্রতিবিধান সংকল্পে এক আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও বৃটিশ মন্ত্রিসমাজের অস্তিত্ব পৃথক্ ছিল না, সুতরাং ফরিয়াদীর নিকট আসামী বিচার প্রার্থনা করিলে যে ফল হয়, নেপোলিয়ান সেইরূপ ফলই লাভ করিলেন। কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত ফলও পাইলেন। কারণ, অতঃপর মন্ত্রিসমাজ আদেশ করিবেন, বেলেরোফন জাহাজের নঙ্গর উঠাইয়া জাহাজখানিকে অবিলম্বে বহিঃসমুদ্রে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। বৃটিশ মন্ত্রিসমাজের সাহস এ সময় এতদূর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, কোন বৃটিশ বন্দরেই জাহাজখানি নঙ্গর করিবার আদেশ প্রদান সঙ্গত বোধ হয় নাই। সুতরাং বেলেরোফন নঙ্গর তুলিয়া কর্তৃপক্ষের মতানুসারে বহিঃসমুদ্রে গমন করিল।

গ্রাণ্ড মার্শেল বারট্রাণ্ড, কাউণ্ট মন্‌থোলন এবং কাউণ্ট লাসকাসাস্‌কে নেপোলিয়ান তাহার নির্ব্বাসন সহচর মনোনীত করিয়াছিলেন। সেনাপতি গরগার্ড নেপোলিয়ানের সঙ্গে যাইবার জন্য বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছিলেন, সুতরাং সম্রাট তাঁহাকে সঙ্গে না লইয়া পারিলেন না। এ দিকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তিন জন মাত্র সহচরের অনুমতি দান করিয়াছিলেন, সেই জন্য লাসকাসাস্ তাঁহার সহচর-পদাভিষিক্ত না হইয়া তাঁহার খাসমুন্সী নামে পরিগণিত হইলেন।

৭ই আগষ্ট সায়ংকালে নরদামবারল্যাণ্ড দুইখানি রণতরীর সহিত বেলেরোফনের সন্নিকটে উপস্থিত হইল। আডমিরাল কেইথ ও এডমিরাল কক্‌বরণ বেলেরোফনে পদার্পণ করিলেন, উভয়েই কিছু লজ্জিত, বোধ হয়, এই মহাগৌরবপূর্ণ কার্য্যভার গ্রহণ করিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি ছিল না। আডমিরাল কেইথ অত্যন্ত ভদ্র ও মার্জ্জিতরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, নেপোলিয়ানের অপমানে তিনি আন্তরিক ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু উপায় নাই, রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেই হইবে। লজ্জায় কপোলদেশ লোহিতবর্ণ করিয়া ভগ্নস্বরে তিনি নেপোলিয়ানকে জানাইলেন যে, তাঁহার দ্রব্যসামগ্রী পরীক্ষার জন্য তিনি অনুমতি পাইয়াছেন, তাঁহাদের টাকা-কড়ি যাহা কিছু পাওয়া যাইবে, তাহা সমস্তই হস্তগত করিতে হইবে। তবে আডমিরাল অনুগ্রহপূর্ব্বক এই কথাও জানাইলেন যে, ঐ সকল অর্থ আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায় গবর্ণমেণ্টের নাই, গবর্ণমেণ্ট উহা সাবধানেই রাখিবেন, পাছে নেপোলিয়ান পলায়নের চেষ্টায় দুরন্ত বালকের ন্যায় উহার অপব্যয় করেন, এই আশঙ্কাতেই মন্ত্রিসমাজ এই বিজ্ঞজনোচিত কর্ত্তব্যসাধন সঙ্গত মনে করিয়াছেন। সেনাপতি বোনাপার্ট যখন ঈশ্বরানুগ্রহে প্রাণত্যাগ করিবেন, তখন তিনি উইল করিয়া গেলে যে সেই উইল অনুসারে কাজ হইবে, আডমিরাল এ কথাও নেপোলিয়ানকে জ্ঞাত করিতে ভুলিলেন না। জেনারেল বোনাপার্টকে এ কথাও জানান হইল যে, যদি তিনি পলায়নের কোন চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহার কারা-যন্ত্রণা সমধিক বর্দ্ধিত হইবে।—কয়েকমাস পরে পার্লিয়ামেণ্টের মহাসভায় একটি আইন পাশ হইয়াছিল, এই আইনের বিধান হইয়াছিল যে, তাঁহার সহচরবর্গের মধ্যে কেহ তাঁহার পলায়ন-চেষ্টায় সহায়তা করিলে তাহার প্রাণদণ্ড করা হইবে।

অতঃপর আডমিরাল কক্‌বরণ নেপোলিয়ানের দ্রব্যসামগ্রীর পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই প্রকার হীনতাপূর্ণ, অপমানজনক কার্য্য সংঘটিত হইতে দেখিয়া যে সকল ফরাসী ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা লজ্জায় অধোবদন হইয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন। সম্রাটের প্রধান ভৃত্য মারচেণ্ড তোরঙ্গগুলি খুলিয়া দিলে পরীক্ষা আরম্ভ হইল, সকল সামগ্রী তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষিত হইল, সম্রাটের পরিচ্ছদগুলিও ভাঁজ খুলিয়া পরীক্ষা করা হইল। সম্রাটের তোরঙ্গের ভিতর প্রায় লক্ষ টাকার স্বর্ণমুদ্রা ছিল, তাহা গ্রহণ করিয়া কেবল সাড়ে বারো শত টাকার স্বর্ণমুদ্রা মারচেণ্ডের হস্তে সমর্পণ করা হইল। বলিয়া দেওয়া হইল, এই অর্থে সম্রাটের ব্যয় নির্ব্বাহ ও ভৃত্যবর্গের বেতনাদি প্রদত্ত হইবে। যাহা হউক, আডমিরাল যে একটি সহৃদয়তার কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না; তিনি নেপোলিয়ানের গাত্রস্থ পরিচ্ছদের পকেট পরীক্ষা করেন নাই, কিংবা সম্রাটকে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র খুলিয়া দেখাইতে অনুমতি করেন নাই! বাণিজ্যজীবী বৃটিশজাতির এক জন জাহাজ-পরিচালকের পক্ষে ইহা সামান্য মহত্ত্ব বা উদারতা নহে। কিন্তু তাঁহার এই উদারতার কথা প্রকাশ হইয়া পড়িলে তাঁহার চাকরী থাকিত কি না, এখন তাহা অনুমান করা কঠিন।

নেপোলিয়ানের দ্রব্যসামগ্রী পরীক্ষিত হইলে আড্‌মিরালদ্বয় নেপোলিয়ানের নিকট উপস্থিত হইলেন। নেপোলিয়ান তখন জাহাজের একটি বাতায়ন-সন্নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া বিষণ্ণ-দৃষ্টিতে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া ছিলেন। লাস্‌কাসাস, কাউণ্ট মন্‌থোলন, জেনারেল বারট্রাণ্ড, এবং জেনারেল গরগার্ড তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া বৃটিশ কর্ম্মচারিগণের এই ঘৃণিত ব্যবহারের জন্য নিষ্ফল ক্রোধে দগ্ধ হইতেছিলেন। লর্ড কেইথ সঙ্কুচিতচিত্তে নেপোলিয়ানের সম্মুখে আসিয়া লজ্জাজড়িতস্বরে বলিলেন,—"ইংলণ্ডের অনুমতি, আপনি আপনার অসি ত্যাগ করুন।"

এবার সুপ্তসিংহ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। রোষপূর্ণ দৃষ্টিতে আড্‌মিরালের মুখের দিকে চাহিয়া নেপোলিয়ান সবেগে তাঁহার তরবারিতে হস্তার্পণ করিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি মনোভাব সংযত করিলেন, তরবারি নিষ্কোষিত করিলেন না। তাঁহার সেই ক্রোধ ও ঘৃণামিশ্রিত অগ্নিবর্ষিণী-দৃষ্টির সম্মুখে সঙ্কুচিত না হইত, এমন লোক পৃথিবীতে অতি অল্পই ছিল। লর্ড কেইথ সেই দৃষ্টিপাতে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইলেন, তাঁহার শুভ্রকেশপূর্ণ মস্তক তাঁহার বক্ষের উপর নত হইয়া পড়িল; তিনি পিশাচ নহেন, মনুষ্য মাত্র; অর্দ্ধপৃথিবীজয়ী মহাবীর নেপোলিয়ানের এই শোচনীয় দুর্দ্দিনে নির্দ্দয়ভাবে তাঁহার হৃদয়ে অধিকতর অপমানের ছুরিকা বিদ্ধ করিতে তিনি অসমর্থ হইলেন, সসম্মানে সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া তিনি ধীরে ধীরে তাঁহার সম্মুখ

হইতে অপসৃত হইলেন। লর্ড কেইথের কেরাণীটি তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিল যে, মন্ত্রিসমাজের আদেশ,—নেপোলিয়ানের তরবারি যেরূপেই হউক, অধিকার করিতে হইবে। কেরাণীর এই ধৃষ্টতায় লর্ড কেইথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রোষ-কষায়িত-নেত্রে তাহার দিকে ফিরিয়া তাহার স্বকর্ত্তব্যে মনোযোগ দানের আদেশ প্রদান করিলেন। মহতের অপমান করা যে কিরূপ আত্মদ্রোহকর ব্যাপার, তাহা হীনচেতা ক্ষুদ্রাশয়গণ কখন অনুভব করিতে পারে না। এই গর্হিত আদেশ প্রতিপালিত না হওয়ায় স্পর্দ্ধিত মন্ত্রি-সমাজ উন্নত-হৃদয় বৃদ্ধ আড্‌মিরালের অপদার্থতার জন্য তাঁহার প্রতি কোন প্রকার কটূক্তিবর্ষণ করিয়াছিলেন কি না, ইতিহাসে তাহার উল্লেখ নাই।

নেপোলিয়ান কাপ্তেন মেট্‌ল্যাণ্ডের সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায় করিলে, কাপ্তেন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন,—"আপনি আপনার বেলেরোফন জাহাজে আমার অবস্থানকালে আমার প্রতি যে দয়া ও সদাচার প্রদর্শন করিয়াছেন, সে জন্য আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের জন্য আহ্বান করিয়াছি, আপনার অধীনস্থ কর্ম্মচারিবর্গকেও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবেন। ইংলণ্ডে আমি যে ভাবে অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছি, ইহা অচিন্ত্যপূর্ব্ব! গবর্ণমেণ্টের ব্যবহার দ্বারা প্রজাসাধারণের বিচার করা যে সঙ্গত নহে, সে বিষয়ে আমার আর অধিক অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের আবশ্যক নাই। আপনি ও আপনার কর্ম্মচারিগণ-এ পর্য্যন্ত আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন, তাহা আত্মসম্মান-সম্পন্ন ভদ্রলোকেরই উপযুক্ত।"

মিঃ ওমিয়ারা বেলেরোফন জাহাজের চিকিৎসক ছিলেন, তিনি অল্পদিনের মধ্যে নেপোলিয়ানের প্রতি এরূপ অনুরক্ত হইয়া উঠেন যে, নেপোলিয়ানের চিকিৎসাপদ গ্রহণপূর্ব্বক তিনি সেণ্টহেলেনায় গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বেলা ১১ ঘটিকার সময় নেপোলিয়ান বন্ধুবান্ধবের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক সহচরগণের সহিত নরদামবারল্যাণ্ড জাহাজে আরোহণার্থ বেলেরোফন ত্যাগ করিলেন। বেলেরোফনের কর্ম্মচারিগণ সম্রাটের ন্যায় তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

নরদামবারল্যাণ্ড অতি বৃহৎ জাহাজ। ইহার কর্ম্মচারী, খালাসী প্রভৃতির সংখ্যা সহস্রাধিক হইবে। নেপোলিয়ান ও তাঁহার সহচরবৃন্দ একখানি তরণীযোগে নরদামবারল্যাণ্ডে উপনীত হইলে, সেই সহস্রাধিক ব্যক্তি সমবেত হইয়া আগ্রহপূর্ণ-দৃষ্টিতে ইউরোপবিজয়ী মহাবীর নেপোলিয়ানকে দর্শন করিতে লাগিলেন, দেখিয়া বোধ হইল যেন, তাঁহারা নির্ব্বাকভাবে দেবদর্শন করিতেছেন। নেপোলিয়ান ধীরপদবিক্ষেপে ডেকের উপর উঠিলেন, জাহাজের কর্ম্মচারিগণ মস্তকাবরণ অপসারণপূর্ব্বক দৈবনিপীড়িত মহাবীরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন, রক্ষিবৃন্দ অস্ত্র উন্নত করিয়া তাঁহার অভিবাদন করিল। হায়! তথাপি নেপোলিয়ান বন্দী; সম্রাটের মহিমায় যাঁহার আপাদমস্তক অলঙ্কৃত, ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তি ঈর্ষাপ্রণোদিত হইয়া স্পর্দ্ধাভরে তাঁহার সেই গৌরব যে কখন অপহরণ করিতে পারে না, ইংরাজের জাহাজের ইংরাজ কর্ম্মচারিগণই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। নেপোলিয়ান অত্যন্ত ভদ্রতার সহিত তাঁহাদিগকে দুই চারিটি কথা বলিয়া তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নির্ব্বাসিত জীবন

১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ৯ই আগষ্ট নরদামবারল্যাণ্ড জাহাজ আরও কয়েকখানি ক্ষুদ্র জাহাজ ও রণতরীর সহিত সেণ্টহেলেনা যাত্রা করিল। দশখানি জাহাজ ইংলণ্ডের বন্দর পরিত্যাগ করিল। ইংলিস সাগর হইতে বহির্গত হইবার সময় নেপোলিয়ান নরদামবারল্যাণ্ডের ডেকের উপর দণ্ডায়মান হইয়া বহুদূরে সীমান্ত-রেখায় বিলীনপ্রায় রবিকরদীপ্ত চিরপ্রীতিময়ী ফরাসীভূমির দিকে একবার সতৃষ্ণ-নয়নে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের উপর হইতে যুগপৎ শতকণ্ঠে 'ফ্রান্স, ফ্রান্স,' এই বাণী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

যে মহিমাময়ী ভূখণ্ডের উপর নেপোলিয়ান এত দিন

সগৌরবে তাঁহার সুবিশাল শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়াছেন, ইহজীবনে আর যেখানে পদার্পণ করিবার তাঁহার সাধ্য নাই, অতীত জীবনের সুখস্বপ্নের সেই লীলাক্ষেত্র, তাঁহার শতকীর্ত্তি সমুজ্জ্বল কর্ম্মজীবনের বিপুল সাধনাপরিপূরিত সেই কল্যাণময়ী ভূখণ্ডের দিকে স্নেহবিহ্বল দৃষ্টিতে নীরবে মুহূর্ত্তমাত্র চাহিয়া তিনি তাঁহার শিরস্ত্রাণ অপসারণপূর্ব্বক উদ্বেলিতহৃদয়ে আবেগপূর্ণস্বরে বলিলেন,—"অয়ি বীরপ্রসবিনি ফ্রান্স, আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি। আজ বিদায়—মাতঃ ফরাসীভূমি! চিরজীবনের মত বিদায়!"

নেপোলিয়ানের এই আবেগপূর্ণ কণ্ঠস্বর জাহাজের উপর শত শত হৃদয়ে বৈদ্যুতিক প্রবাহের সঞ্চার করিল। এমন কি, ইংরাজ কর্ম্মচারিগণও নেপোলিয়ানের এই আন্তরিকতাপূর্ণ, স্নেহাদর-বিরহবেদনা-বিজড়িত উচ্ছ্বাসময়ী বিদায়বাণী শ্রবণ করিয়া মস্তকাবরণ উন্মোচনপূর্ব্বক নেপোলিয়ানের সুগভীর ক্ষোভে সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

জাহাজের উপর নেপোলিয়ান সর্ব্বসাধারণের সহিত এমনভাবে ব্যবহার করিতে লাগিলেন, অথচ সেই সঙ্গে তাঁহার চরিত্রের মহত্ব ও স্বাতন্ত্র্য এরূপ পরিস্ফুটভাবে সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিল যে, তিনি সকলেরই সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করিতে সমর্থ হইলেন। সকলে বুঝিতে পারিলেন, শত্রুহস্তে বন্দী হইলেই মনুষ্যজীবন কলঙ্কিত বা ব্যর্থ হয় না।

তিনি একাকী তাঁহার কেবিনে আহার করিতেন, তাহার পর তাঁহার সহচরগণকে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক কথোপকথন ও পাঠে বেলা চারিটা পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিতেন। বেলা চারি ঘটিকার সময় তিনি পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণের ব্যবহার্য্য কেবিনে আসিয়া প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা দাবাখেলায় ব্যাপৃত থাকিতেন। অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকার সময় জাহাজের অধ্যক্ষ তাঁহাকে আহারের জন্য আহ্বান করিতেন। নেপোলিয়ান বহুব্যক্তির সহিত একত্র বসিয়া আহারের পক্ষপাতী ছিলেন না। পঞ্চদশ মিনিটের অধিক সময় তাঁহার আহারের জন্য প্রয়োজন হইত না। এই জাহাজের উপর আরোহিগণ এক ঘণ্টা ধরিয়া আহার করিতেন, তাহার পর মদ্যপানে আরও দুই এক ঘণ্টা ক্ষেপণ করা হইত। নেপোলিয়ান তাঁহার সহযাত্রিগণের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের অনুরোধে আহারের সমস্ত সময়ই টেবিলের নিকট বসিয়া থাকিতেন; তাঁহার দুই জন পরিচারক তাঁহার চেয়ারের সন্নিকটে দণ্ডায়মান থাকিত; তাহারাই তাঁহার ভোজনদ্রব্য পরিবেশন করিত। তিনি অত্যন্ত পরিমিতাহারী ছিলেন, লঘুপাক দ্রব্য আহার করিতেন। আহারসামগ্রী অতি উৎকৃষ্ট হইলেও তিনি প্রশংসা করিতেন না, নিকৃষ্ট হইলেও তাঁহার মুখ হইতে কোন দিন কোন প্রকার অসন্তোষবাক্য নিঃসৃত হইত না।

মহিলাগণ আহার-টেবিল পরিত্যাগ করিলে নেপোলিয়ানও সঙ্গে সঙ্গে আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিতেন; তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইতেন এবং তিনি যতক্ষণ দৃষ্টিপথের অতীত না হইতেন, ততক্ষণ তাঁহারা পুনর্ব্বার আসন গ্রহণ করিতেন না। আহারের পর কোন কোন সহচরের সহিত সম্রাট্ ডেকের উপর ভ্রমণ করিতেন, বন্ধুগণের সহিত প্রসন্নভাবে নানা বিষয়ের গল্প বলিতেন। তাঁহার জীবনকাহিনী, তাঁহার জয়-পরাজয়ের ইতিহাস বর্ণনা করিতে তিনি কখন অসন্তোষ বা অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেন না। তিনি যাহা বলিতেন, তাহা অন্তরের সহিত বলিতেন, তাঁহার মুখে কেহ কোন দিন তাঁহার শত্রুগণের প্রতি বিদ্বেষবাক্য শুনিতে পাইত না। এই প্রকারে জাহাজের উপর তিনি দশ সপ্তাহ অতিবাহিত করিলেন।

এই জাহাজে কয়েকজন ইতালীয় কর্ম্মচারী ছিলেন, কয়েকজন খালাসী ও নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারী সুন্দররূপে অনর্গল ফরাসী ভাষা বলিতে পারিত। নেপোলিয়ান সময়ে সময়ে তাহাদিগকে নিকটে আহ্বান করিয়া দোভাষীর কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। যে ব্যক্তি এই জাহাজের পরিচালক, সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারিরূপে পরিগণিত না হওয়ায় জাহাজের অধ্যক্ষ কক্বর্ণ ও তাঁহার সহযোগিবর্গের সহিত সে একত্র বসিয়া আহার করিতে পাইত না। নেপোলিয়ান একদিন এই লোকটির সহিত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নানা বিষয়ের আলাপ করিলেন, তাহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া তিনি বিশেষ আনন্দানুভব করিলেন, অবশেষে তাহাকে বিদায়দানের সময় সদয়ভাবে বলিলেন,—"আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ করিতেছি, কা'ল আমার সহিত একত্র বসিয়া আহার করিবে।"

সম্রাটের অদ্ভুত কথা শুনিয়া বেচারা একেবারে হতবুদ্ধি! সম্রাটের আশাতিরিক্ত অনুগ্রহ দর্শনে সে লজ্জিত হইয়া ভগ্নস্বরে বলিল,—"জাহাজের অধ্যক্ষ ও কাপ্তেন জাহাজের পরিচালকের সহিত একত্র বসিয়া আহার করিতে সম্মত হইবেন না।"

সম্রাট্ সহাস্যে বলিলেন,—"আচ্ছা, যদি তাহাই হয়, তবে তুমি আমার কেবিনে আমার সহিত একত্র বসিয়া আহার করিবে।"

ইহার অল্পক্ষণ পরে জাহাজের অধ্যক্ষ সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইলে, সম্রাট্ জাহাজ-পরিচালকের কথা তাঁহার গোচর করিলেন। অধ্যক্ষ মহাশয় বলিলেন, "সেনাপতি বোনাপার্ট যখন কোন ব্যক্তির সহিত এক টেবিলে আহার করিতে উৎসুক, সে ব্যক্তি উচ্চপদস্থ বা সম্মানিত লোক না হইলেও তাহার সহিত একত্র আহারে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না।" অধ্যক্ষ মহাশয় পরিচালককে আহ্বান-পূর্ব্বক পরদিন তাহাকে তাঁহাদের সহিত একত্র ভোজনের জন্য অনুরোধ করিলেন।

নেপোলিয়ান কোন দিন এই প্রকার সদাশয়তা-প্রদর্শনে বিরত ছিলেন না; কিন্তু ইংরাজ জাহাজের কর্ম্মচারী বা খালাসীগণ পূর্ব্বে তাঁহার এ মহদ্গুণের কথা জানিত না, তাহারা এই সংবাদে নেপোলিয়ানকে দেবতা বলিয়া মনে করিতে লাগিল। তাহারা বুঝিল, সম্রাট্ হইলেও নেপোলিয়ান তাহাদেরই একজন। একদল ইংরাজ-সৈন্য নেপোলিয়ানের কারাগারে প্রহরী হইবার জন্য এই জাহাজেই সেণ্টহেলেনায় যাইতেছিল। তাহারা ও জাহাজের খালাসীগণ সম্রাট্কে যেরূপ ভক্তি করিতে লাগিল, ফরাসী সৈন্যগণ কোন দিন তাঁহাকে তদপেক্ষা অধিক ভক্তি করিতে পারে নাই।

১৬ই অক্টোবর মধ্যাহ্নকালে নরদাম্বারল্যাণ্ড সেণ্ট-হেলেনার বন্দরে আসিয়া নঙ্গর করিল। নেপোলিয়ান তাঁহার দূরবীক্ষণ সহযোগে অবিচলিতচিত্তে তাঁহার অভি-নব বাসস্থান সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, পাহাড়টি বৃক্ষলতাবর্জ্জিত, অসমান, কৃষ্ণবর্ণ এবং অত্যন্ত উচ্চ; বহুসংখ্যক কামানে উহার ক্রোড়দেশ আচ্ছন্ন। বৃটিশ মন্ত্রিসমাজ আদেশ করিয়াছেন, সমুদ্রোপকণ্ঠে নেপো-লিয়ানের জন্য রক্ষিত কারাগার সুরক্ষিত হইবার পূর্ব্বে যেন তাঁহাকে জাহাজ হইতে নামিতে দেওয়া না হয়। কিন্তু আড্মিরাল কক্বর্ণ মন্ত্রিসমাজের এই অশিষ্ট আদেশপালনে অসম্মত হইয়া নেপোলিয়ানের সহচরবর্গকে জ্ঞাপন করিলেন যে, তিনি তাঁহার নিজস্কন্ধে সকল দায়িত্ব গ্রহণপূর্ব্বক পরদিন সকলকে জাহাজ হইতে তীরে অবতরণের অনুমতি দান করিবেন।

সেণ্টহেলেনা দ্বীপটি যে কেবল সমুদ্রমধ্যেই অবস্থিত, তাহা নহে, ইহা সর্ব্বপ্রকারে সুরক্ষিত। এই সময়ে এখানে প্রায় পাঁচ শত শ্বেতাঙ্গের বাস ছিল, তন্মধ্যে দুই শত ইংরাজ সৈন্য। তিন শত ক্রীতদাসও এখানে বাস করিত। এমন অস্বাস্থ্যকর স্থান পৃথিবীতে অধিক নাই, লিভারের পীড়া ও আমাশয় এখানে রাজচক্রবর্ত্তী ইংরাজের অপেক্ষাও প্রচণ্ড-প্রতাপে রাজত্ব করিত। মন্থোলন বলেন, স্থানীয় অধি-বাসী ও ক্রীতদাসগণের পরমায়ু এখানে পঞ্চাশ বৎসরেই নিঃশেষিত হইত।

১৬ই অক্টোবর অপরাহ্ণে নেপোলিয়ান তাঁহার সহচরবর্গে পরিবৃত হইয়া নৌকারোহণে তীরে উঠিলেন। জাহাজ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তিনি জাহাজের অধ্যক্ষ ও তাঁহার সহযোগিবর্গের প্রতি তাঁহার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। জাহাজের সমস্ত লোক, সকল কর্ম্মচারী ও খালাসীগণ নেপোলিয়ানের বিদায়দৃশ্য সন্দর্শনের জন্য জাহাজের প্রান্তভাগে সমাগত হইল। যাহারা কখন রোদন করে নাই, রোদন করা কাপুরুষের কার্য্য মনে করিত, তাহাদিগের চক্ষুও অশ্রুজলে রুদ্ধ হইয়া গেল। এ বিদায়দৃশ্য যেন একটি সমাধির দৃশ্য, সকলে নির্ব্বাক্ভাবে সম্রাটকে বিদায় দান করিলেন। জাহাজের দাঁড়ি-মাঝিগণ সবেগে নৌকা পরিচালনপূর্ব্বক তাঁহার সমাধিতটে উপস্থিত হইল।

তখন দিবাকর পশ্চিমগগনপ্রান্তে মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গরাশির সীমান্তে অস্তগমন করিয়াছেন, অস্তমিত তপনের লোহিতাভ নিষ্প্রভ রশ্মিজাল পর্ব্বতের অনুর্ব্বর ধূসর-শৃঙ্গে প্রতিফলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিদায়-বিষাদের সকরুণবার্ত্তা বিঘোষিত করিতেছিল। নেপোলিয়ান সহচরবর্গের সহিত তরণী হইতে অবতরণপূর্ব্বক জেমস্টাউনের কঙ্করময় রাজপথে অগ্রসর হইলেন। এই হতশ্রী গ্রামে একটি ক্ষুদ্র অব্যবহার্য্য গৃহে, ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দী—ইউরোপের

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট্ তাঁহার নির্ব্বাসিত জীবনপাতের জন্য নীত হইলেন। একখানি লৌহ-নির্ম্মিত খট্টা সম্রাটের শয়নের জন্য গৃহমধ্যে প্রসারিত হইল, জাহাজ হইতে অবশ্য প্রয়োজনীয় দুই একটি সামগ্রীও আনীত হইল। শান্ত্রীগণ বন্দুকের উপর সঙ্গীন চড়াইয়া বাতায়ন ও দ্বারপথে দণ্ডায়মান হইল। জেমসটাউনের মুষ্টিমেয় অধিবাসী ইউরোপ-বিজয়ী বীরকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার কুটীরের চতুর্দ্দিকে সমাগত হইল। নেপোলিয়ান নীরব, ধীর, বিষণ্ণ। ক্রমে সন্ধ্যা গভীর হইয়া আসিল, তিনি পরিচারক-বর্গকে বিদায় দান করিয়া আলোক নির্ব্বাণপূর্ব্বক লৌহ-খট্টায় দেহভার প্রসারিত করিলেন।—এইরূপে সেণ্টেহেলেনার কারাগারে নেপোলিয়ানের নির্ব্বাসিত জীবনের প্রথম রাত্রি অতিবাহিত হইল।

কিন্তু ইহা নেপোলিয়ানের কারাগৃহ নহে, তাঁহার কারাগারের তখন জীর্ণসংস্কার হইতেছিল। জেমসটাউনের তিন মাইল দূরে সমুদ্রগর্ভ হইতে পঞ্চদশ ফিট উচ্চে তৃণ-লতাহীন পর্ব্বতের উপর কতকগুলি শৃঙ্গপরিবেষ্টিত একটি সংকীর্ণ গিরিপথ ছিল; এই জনপ্রাণি-পরিবর্জ্জিত অতি ভীষণ গিরিকন্দরে একটি ক্ষুদ্র ভগ্নপ্রায় কুটীর ছিল, স্থানটি নিস্তব্ধ, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, ভয়াবহ। এই কুটীর পূর্ব্বে গোশালা ছিল, কোন কোন পথশ্রান্ত রৌদ্রতপ্ত পথিক কখন কখন এখানে কিছুকালের জন্য আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক শ্রান্তি দূর করিত। ইউরোপবিজয়ী সম্রাট্ নেপোলিয়ানের জন্য এই গোশালাই তাঁহার কারাগৃহে পরিণত হইল।

১৭ই অক্টোবর প্রত্যূষে নেপোলিয়ান আড্‌মিরাল কক্‌বর্ণ ও জেনারেল বারট্রাণ্ডের সহিত অশ্বারোহণে তাঁহার কারাগার অথবা সমাধিক্ষেত্র সন্দর্শন করিতে গমন করিলেন। কারাগারের দৃশ্য দেখিয়া সম্রাটের হৃদয় ভয় ও বিষাদে পরিপূর্ণ হইল, কিন্তু তিনি বিপুলবলে তাঁহার মানসিক চাঞ্চল্য গোপন করিলেন। এই কারাগৃহের সংস্কার করিতে তখনও দুই মাস বিলম্ব ছিল, এই সময় পর্য্যন্ত ব্রয়োর্স নামক স্থানে তাঁহার প্রতি অবস্থানের আদেশ হইল।

কিন্তু এখানে তিনি যে গৃহটি পাইলেন, তাহাও অতি ক্ষুদ্র, তাঁহার শয়ন, বিশ্রাম, আহার, উপবেশন ও পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তন সকলই একসঙ্গে সম্পন্ন করিতে হইল। এমন কি, এই কক্ষ পরিষ্কার করিবার সময় তাঁহাকে বাহিরে অনাবৃত স্থানে গিয়া বাস করিতে হইত। তাঁহার জন্য অতি জঘন্য খাদ্যদ্রব্য অন্য স্থান হইতে আনীত হইত। তাঁহার জীবিকা-নির্ব্বাহের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদিও তিনি পাইতেন না। তাঁহার জন্য যে রুটী ও মদ্য দান করা হইত, তাহা এতই অপকৃষ্ট যে, তিনি তাহা স্পর্শ করিতেও ঘৃণা বোধ করিতেন। তাঁহার ব্যবহারের জন্য যে জল, কাফি, মাখন ও তৈল প্রেরিত হইত, তাহাও ব্যবহারের অযোগ্য। এখানে স্নানের কোন উপায় ছিল না, অশ্বারোহণের অধিকার হইতেও তিনি বঞ্চিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহচর ও ভৃত্যগণকে দুই মাইল দূরে বাস করিতে হইত এবং প্রহরীর সহিত ভিন্ন তাহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে পাইত না।

এই সকল অসুবিধার উপর তাঁহার প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিবার জন্য প্রত্যহ নূতন নূতন নিয়ম প্রচার করা হইত। পাছে তিনি কোন প্রকারে পলায়ন করেন, এই ভয়ে প্রহরিগণ দিবা-রাত্রি তাঁহার গৃহদ্বার রক্ষা করিত, অদূরবর্ত্তী সমুদ্রে রণতরীসমূহ তাঁহার পলায়ন নিবারণের জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত থাকিত। তাঁহার গতিবিধি বিজ্ঞাপিত করিবার জন্য টেলিগ্রাম স্থাপন করা হইয়াছিল, তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে ইংরাজ সৈনিক পুরুষগণের সঙ্গে তাঁহাদিগকে আসিতে হইত।

১০ই ডিসেম্বর নেপোলিয়ানকে লংউড নামক নূতন কারাগৃহে প্রেরণ করা হইল। এই গৃহের পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি, এখানে আসিয়া নেপোলিয়ানের অসুবিধা শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু নেপোলিয়ানের ও তাঁহার বন্ধুগণের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নিকট বার্ষিক তিন লক্ষ ফ্রাঙ্ক আদায় করিতেন। এই ক্ষুদ্র গৃহে স্থানাভাববশতঃ তাঁহার অনুরক্ত বন্ধুগণ নিকটে কোন বস্ত্রাবাস কিংবা দূরে কোন জীর্ণ কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, কিছু দিন পরে তাঁহাদিগের জন্য এক একটি কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এখানে আসিয়া নেপোলিয়ান অশ্বারোহণের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রহরিহীন হইয়া তিনি অর্দ্ধঘণ্টার অধিক কাল ভ্রমণ করিতে পাইতেন না। অধিক দূর ভ্রমণ করিতে হইলে তাঁহাকে কোন ইংরাজ কর্ম্মচারীর

সঙ্গে বাহির হইবার নিয়ম হইয়াছিল, এই নিয়ম তাঁহার নিকট এরূপ কঠোর ও অপমানজনক বোধ হইল যে, তিনি এ ভাবে ভ্রমণ করিতে সম্মত হইলেন না। জীবনের সহস্র প্রকার কঠোরতা ও অভাবের মধ্যে প্রতিদিন তিনি অধিক বিমর্ষ ও অসুস্থ হইতে লাগিলেন।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী লাসকাসাস্ ডাক্তার ওমিয়োরার নিকট হইতে ইংরাজ লেখক গোল্ডস্মিথ-প্রণীত 'বোনাপার্টের রাজদরবারের রহস্য' নামক একখানি ইতিহাস আনিয়া সম্রাটকে পাঠ করিতে দিলেন। নেপোলিয়ান দেখিলেন, তিনি তাঁহার নিজের সম্বন্ধে যে সকল কথা বিন্দুমাত্র জানিতেন না, গ্রন্থকার তাঁহার উর্ব্বর ঐতিহাসিক কল্পনার সহায়তায় সেই সকল কথা টীকা-টীপ্পনী সহযোগে পল্লবিত করিয়া পরম সরসভাবে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে এমন সকল সম্মানহানিকর, অসংযত, অন্যায় কথা লিখিত ছিল যে, তাহা পাঠ করিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, তাঁহার মনে বিন্দুমাত্রও ক্রোধের সঞ্চার হইল না। এই গ্রন্থপাঠে কখন তিনি হাসিলেন, কখন বা বিদ্বেষপূর্ণ নির্লজ্জ মিথ্যা সংবাদে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন; তাহার পর যেখানে তিনি দেখিলেন, পুণ্যবতী, নিষ্কলঙ্কচরিত্রা, রমণীজাতির গৌরব-স্বরূপিণী তাঁহার জননীকেও অত্যন্ত কঠোর-ভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে, সেখানে আর তিনি আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না—পুস্তকখানি দূরে নিক্ষেপ করিয়া আবেগ-ভরে উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলিলেন,—"হায় মা, অভাগিনী জননী আমার, তোমার উন্নত-চরিত্রেও কটাক্ষপাত! ভাগ্যে তোমার হাতে কখন এ পুস্তক পড়ে নাই! হা ভগবান্!"

এপ্রেল মাসের মধ্যভাগে সেণ্টহেলেনার নূতন শাসন-কর্ত্তা সার হড্‌সন লো লংউডে পদার্পণ করিলেন; নেপোলিয়ানের সহিত গবর্ণর সাহেবের সাক্ষাৎ হইল। সাক্ষাতের পর নেপোলিয়ান তাঁহার বন্ধুগণকে বলিলেন,—"লোকটা কি কদাকার! এমন কুৎসিত মুখ সর্ব্বদা দেখা যায় না, কিন্তু আমরা তাড়াতাড়ি তাহার সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিব না। তাহার মুখ দেখিয়া আমার মনে যে ভাবের সঞ্চার হইয়াছে, তাহার সহিত ব্যবহারে হয় ত তাহা দূর হইতে পারে। এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে।"

সার হড্‌সন লো সেণ্টহেলেনা দ্বীপে পদার্পণ করিয়াই নেপোলিয়ানের সঙ্গী ও ভৃত্যবর্গকে বলিলেন, যদি তাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা নেপোলিয়ানের সহিত সেণ্ট-হেলেনায় নির্ব্বাসিত-জীবন যাপন করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদিগকে সম্মতি-পত্র লিখিয়া দিতে হইবে এবং নেপোলিয়ানের জন্য যে সকল ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে, তাঁহাদিগকেও সেই সকল ব্যবস্থা অনুসারে চলিতে হইবে। নেপোলিয়ানের প্রভুভক্ত সহচর ও ভৃত্যগণ অবিচলিতচিত্তে সম্মতিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন।

জুলাই মাসের প্রথমে ইংলণ্ড হইতে মিঃ হবহাউস তাঁহার প্রণীত "সম্রাট্ নেপোলিয়ানের শেষ রাজত্ব" নামক একখানি পুস্তক সার হড্‌সন লোর নিকটে পাঠাইয়া তাঁহাকে অনুরোধ করেন, পুস্তকখানি যেন নির্ব্বাসিত সম্রাটের হস্তে প্রদান করা হয়। সার হড্‌সন এই অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন না, কারণ, পুস্তকের উপর স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত ছিল—"সম্রাট্ নেপোলিয়ানের জন্য!"

সার হড্‌সন লো মধ্যে মধ্যে নেপোলিয়ানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নানাভাবে স্ব-মহিমার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন, তাঁহার ব্যবহার দিন দিন নেপোলিয়ানের অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল, তিনি বলিতেন, "লোকটা হৃদয়হীন, সাধারণ কারাসমূহের সামান্য প্রহরিগণও তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে সার হড্‌সন একদিন নেপোলিয়ানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। আলাপ ক্রমে বিষম কলহে পরিণত হইল। অত্যাচার ও অপমানে নেপোলিয়ানের স্বাভাবিক ধৈর্য্য বিনষ্ট হইল। সার হড্‌সন বলিলেন, "নেপোলিয়ান তাঁহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক তিন লক্ষ ফ্রাঙ্ক প্রদান না করিলে তাঁহার জীবিকা-নির্ব্বাহের ব্যয় হ্রাস করা হইবে।" নেপোলিয়ান গবর্ণরকে তাঁহার প্রবর্ত্তিত কঠোরতা ও অনাবশ্যক বিরক্তিজনক নিয়মসমূহের জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিলেন, সার হড্‌সনও তাঁহাকে অনেক কঠোর কথা বলিলেন; উভয়ের মনান্তর শতগুণে বর্দ্ধিত হইল।

এই ঘটনার পরদিন সার হড্‌সন ডাক্তার ওমিয়ারাকে বলিলেন,—"জেনারেল বোনাপার্টকে জানাইবে যে, তাঁহার সুখদুঃখ এখন সম্পূর্ণরূপে আমার হস্তে নির্ভর

করিতেছে, যদি তিনি আমার প্রতি ক্রমাগত এমন অসম্মান প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে আমার ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিব। তিনি এখন এখানে বন্দী, আমার অধীন, তাঁহার ব্যবহার অনুসারে তাঁহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিবার বা তাঁহাকে নিগৃহীত করিবার আমার অধিকার আছে। আমি তাঁহাকে সায়েস্তা করিব। তিনি দশ লক্ষ লোকের মৃত্যুর কারণ হইয়াছেন, যদি তিনি কোন প্রকারে মুক্তি লাভ করেন, তাহা হইলে পুনর্ব্বার বহু লোকের মৃত্যুর কারণ হইবেন। বোনাপার্ট অপেক্ষা আলি পাশাকে আমি অনেক পরিমাণে ভদ্র নরপিশাচ বলিয়া মনে করি।"

সেপ্টেম্বর মাসে সার হড্‌সন কাউণ্ট মন্‌থোলনের দ্বারা নেপোলিয়ানকে জানাইলেন যে, নেপোলিয়ানের জীবিকা-নির্ব্বাহের ব্যয় বিশেষরূপে হ্রাস করা আবশ্যক এবং তাঁহার ভৃত্যগণেরও সংখ্যা হ্রাস করিতে হইবে। মাসে তিনি পঁচিশ হাজার ফ্রাঙ্কের অধিক অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন না। যদি জেনারেল বোনাপার্ট এই ব্যয়সঙ্কোচে অসম্মত হন, তাহা হইলে তিনি যেন অতিরিক্ত ব্যয়ভার স্বয়ং বহন করেন। নেপোলিয়ান প্রসন্নমনে এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিলেন, অতিরিক্ত ব্যয় তিনি নিজেই করিবেন, কিন্তু তিনি সেণ্টহেলেনা, পারিস বা লণ্ডন নগরস্থিত ইংরাজ মন্ত্রিসমাজের অনুমোদিত যে কোন ব্যাঙ্কে মোহর করা পত্র পাঠাইয়া তাঁহার উত্তর আনাইতে চান। তিনি ইহাও জানাইলেন যে, এই পত্রে টাকাকড়ির কথা ভিন্ন অন্য কোন কথা থাকিবে না, তবে সে পত্র তিনি অন্য কাহাকেও দেখাইতে ইচ্ছুক নহেন। সার হড্‌সন বলিলেন, তিনি নেপোলিয়ানের কোন মোহর করা পত্র অন্যত্র পাঠাইতে সম্মত নহেন। এইরূপে সার হড্‌সন নেপোলিয়ানের অর্থসঞ্চয়ের পথ রুদ্ধ করিলেন, কিন্তু তাঁহার ব্যয়-সঙ্কোচের জন্য তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়ান অত্যন্ত বিরক্ত ও বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহার তৈজসপত্র বিক্রয়পূর্ব্বক অতি কষ্টে ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ছয় জন ভৃত্যকেও তিনি বিদায় দান করিতে বাধ্য হইলেন।

লাস্‌কাসাস ১৬ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা এইরূপ লিখিয়াছেন,—"সকালে চাকরেরা আসিয়া জানাইল, সকালের আহারের জন্য কাফি, চিনি, দুধ, রুটী কিছুই সঞ্চয় নাই। গতকল্য মধ্যাহ্নভোজনের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে অত্যন্ত ক্ষুধাবোধ হওয়ায় আমি একটু রুটী চাহিলাম; শুনিলাম, একটু রুটীও নাই। এইরূপে খাদ্যসামগ্রী হইতেও আমরা বঞ্চিত হইতেছি। এ কথা হয় ত কাহারও বিশ্বাস হইবে না, কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি, তাহার একবর্ণ মিথ্যা কিংবা অতিরঞ্জিত নহে।" লাস্‌কাসাস ইহার পর লিখিতেছেন,—"অতঃপর তিন মাসের মধ্যে সম্রাটের ব্যবহার্য্য বাসনগুলি ভাঙ্গিয়া বিক্রয় করা হইল, কেবল একটা বাটি অবশিষ্ট থাকিল। সার হড্‌সন লো স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, নেপোলিয়ানের নিশ্চয়ই গুপ্তধন আছে, উৎপীড়ন করিলেই তিনি তাহা বাহির করিবেন; নেপোলিয়ান যখন নিতান্ত সাধারণ পাত্রে ভোজন আরম্ভ করিতে বাধ্য হইলেন, তখন আর তাঁহার আহারে রুচি রহিল না। একদিন তিনি ডিনার-টেবিল ত্যাগ করিবার সময় বলিলেন, "দেখিতেছ, এই সকল কদর্য্য পাত্রে ভোজন করিতে আমার কিরূপ অপ্রবৃত্তি হইতেছে, কিন্তু আমি যখন শিশু ছিলাম, তখন আমি লৌহপাত্রে আহার করিতাম। বস্তুতঃ আমি আমার এই রুচি-পরিবর্ত্তনে আন্তরিক লজ্জা অনুভব করিতেছি।"

অবশেষে সার হড্‌সন লোর পাষাণ-হৃদয় কিঞ্চিৎ কোমল হইল। তিনি জানাইলেন, গুপ্তধনের কথা বিশ্বাস করিয়াই তিনি নেপোলিয়ানকে এত কষ্ট দিয়াছেন এবং সামান্য লোকের ন্যায় তাঁহাকে তৈজসপত্র বিক্রয় করিয়া দিনপাত করিতে হইয়াছে।

নেপোলিয়ানের বন্ধুগণ যখন তাঁহার এই দুরবস্থার কাহিনী শুনিতে পাইলেন, তখন তাঁহার অভাব দূর করিবার জন্য তাঁহারা যথেষ্ট অর্থ-সাহায্য প্রেরণ করিলেন। নেপোলিয়ানের মাতা, যোসেফ, হরতেনস্, পলিন, এলিজা, যেরোমি, লুইস সকলেই মুক্তহস্তে তাঁহার সাহায্য করিলেন। এইরূপে তাঁহার কারাবাসের প্রথম বৎসর অতীত হইল।

এই অস্বাস্থ্যকর স্থানে নির্ব্বাসিত জীবন বহন করিয়া, মনের অশান্তিতে বহু কষ্ট সহ্য করিয়া, তুচ্ছ বিষয়ের জন্য প্রতিদিন অপমানিত ও উৎপীড়িত হইয়া নেপোলিয়ানের অটুট স্বাস্থ্য ধীরে ধীরে ভাঙ্গিয়া পড়িল। ইংরাজ প্রহরী

সঙ্গে লওয়া ভিন্ন তাঁহার অশ্বারোহণের অনুমতি ছিল না, রক্ষিগণ বন্দুকের উপর সুতীক্ষ্ণ সঙ্গীন উদ্যত করিয়া তাঁহার দ্বার ও বাতায়ন রক্ষা করিত। এমন কি, কোন ইংরাজ কর্ম্মচারীর সম্মুখ ভিন্ন স্থানীয় কোন লোকের সহিত তাঁহার বাক্যালাপেরও অধিকার ছিল না। অবশেষে এই সকল কঠোর নিয়মেও সন্তুষ্ট না হইয়া সার হড্‌সন নেপোলিয়ানের সহচরবৃন্দের প্রতি আদেশ করিলেন, তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে—

"আমি, নিম্নস্বাক্ষরকারী এতদ্দ্বারা অঙ্গীকার করিতেছি যে, বোনাপার্টের উপর যে সকল নিয়ম জারী হইবে, সেই সকল নিয়মে বাধ্য হইয়া আমি সেণ্টহেলেনায় বাস করিতে সম্মত আছি।"

নেপোলিয়ানের প্রতি এই প্রকার অবজ্ঞাসূচক-উক্তিপূর্ণ প্রতিজ্ঞা-পত্রে তাঁহারা কেহই স্বাক্ষর করিতে সম্মত হইলেন না। তাঁহারা একবাক্যে প্রকাশ করিলেন যে, "বোনাপার্টের" পরিবর্ত্তে 'সম্রাট্' কথাটি বসাইয়া দিলে তাঁহাদের স্বাক্ষরের কোনই আপত্তি হইবে না।

এই প্রকার দৃঢ়তায় সার হড্‌সনের ক্রোধ সমধিক বর্দ্ধিত হইল। সেই দিন রাত্রে কাউণ্ট বারট্রাণ্ড সার হড্‌সনের নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন, তাহাতে গবর্ণর সাহেব বিশেষ তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, ফরাসী কর্ম্মচারিগণ তাঁহার প্রেরিত প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর না করায় তাঁহাদিগের প্রতি অবিলম্বে সেণ্টহেলেনা পরিত্যাগের আদেশ হইল, জাহাজ প্রস্তুত; অবিলম্বে তাঁহাদিগকে সেণ্টহেলেনা ত্যাগ করিয়া উত্তমাশা অন্তরীপে যাত্রা করিতে হইবে। এই পত্রপাঠ করিয়া নেপোলিয়ানের সহচরবৃন্দ ক্ষুব্ধ ও ভীত হইলেন, কিন্তু কোনই উপায় দেখিলেন না, তাঁহারা অবশেষে অগত্যা এই পত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন।

অক্টোবর মাসের শেষে সম্রাট্ অত্যন্ত অসুস্থ হইলেন, তাঁহার অসুস্থতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, এই অবস্থায় এক মাসের মধ্যেই নেপোলিয়ানের আর একটি গুরুতর মনক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইল। তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু ও সহচর লাস্‌কাসাস ও তাঁহার পুত্রকে সহসা তাঁহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইল। প্রথম একমাস তাঁহাদিগকে কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়া তাহার পর তাঁহাদিগকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হইল। লাস্‌কাসাসের অপরাধ এই যে, তিনি সেণ্টহেলেনায় নেপোলিয়ানের নিদারুণ কষ্টের কথা বর্ণনা করিয়া লেডী ক্লেভারিংয়ের নিকট এক পত্র লিখিয়াছিলেন এবং এই পত্র সার হড্‌সনের অজ্ঞাতসারে ইংলণ্ডগমনোদ্যত একজন ভৃত্যের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ানের কঠিন পীড়ার সময় তাঁহার নিত্যসহচরের প্রতি এই প্রকার বর্ব্বরোচিত ব্যবহারে নেপোলিয়ানের হৃদয়ে কঠিন আঘাত লাগিল, লাস্‌কাসাস বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেও তাঁহার বিদায়-মুহূর্ত্তে নেপোলিয়ানের সহিত তাঁহাকে ক্ষণকালের জন্যও সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইল না। সম্রাট্ একখানি অতি আক্ষেপপূর্ণ পত্র লিখিয়া তাহা লাস্‌কাসাসের নিকটে প্রেরণ করিলেন। পত্রখানি বন্ধ করিয়া তাহার গালা-মোহর করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, লাস্‌কাসাসের হস্তে এই পত্র সমর্পণ করিবার জন্য সার হড্‌সন লোর নিকট প্রেরণ করা হইল। সার হড্‌সন এই পত্র নেপোলিয়ানের নিকট ফেরত পাঠাইলেন;—বলিলেন, তিনি এরূপ গালা-মোহর করা পত্র পাঠাইতে প্রস্তুত নহেন, যদি ইহা যথাস্থানে পাঠাইতে হয়, তাহা হইলে তিনি ইহা প্রথমে পাঠ করিবেন এবং অনুমোদনীয় হইলে যথাস্থানে প্রেরণ করিবেন। নেপোলিয়ান সার হড্‌সন লোর এই প্রকার অসাধারণ কর্ত্তব্যানুরাগে বিস্মিত বা বিচলিত হইলেন না। যখন এই পত্র তাঁহার নিকট পুনঃ প্রেরিত হইল, তখন তিনি অবসন্নভাবে তাঁহার রোগ-খিন্ন দেহ একখানি সোফায় স্থাপন করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, সমস্ত কথা শুনিয়া তিনি ভৃত্যের হস্ত হইতে পত্রখানি টানিয়া লইলেন এবং স্বহস্তে গালা-মোহর ভাঙ্গিয়া তাহা পত্রবাহকের হস্তে পুনঃপ্রদান করিলেন। লাস্‌কাসাসের সহিত সম্রাটের আর এ জীবনে সাক্ষাৎ হইল না। প্রিয়বন্ধুকে রোগশয্যায় পরিত্যাগ করিতে লাস্‌কাসাসের স্নেহার্দ্র হৃদয় দুঃখ ও ক্ষোভে চঞ্চল হইয়া উঠিল, কাতরভাবে অশ্রুমোচন করিতে করিতে তিনি সেণ্টহেলেনার পার্ব্বত্য কারাগার পরিত্যাগ করিলেন।

কাউণ্ট মন্‌থোলন লিখিয়াছেন,—"একদিন সম্রাটের কোন পরিচারক আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল, গবর্ণর সাহেব আধ ঘণ্টা ধরিয়া সম্রাটের কক্ষে আসিবার জন্য

জেদ করিতেছেন, তিনি দেখিতে চান, সম্রাট্ সত্যই গৃহে আছেন, কি কোন উপায়ে পলায়ন করিয়াছেন। সার হড্‌সন লো বলিয়াছেন যে, যদি সহজে তাঁহাকে নেপোলিয়ানের কক্ষে প্রবেশ করিতে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে তিনি বল প্রকাশপূর্ব্বক সেখানে প্রবেশ করিবেন। সম্রাট্ এই কথা শুনিয়া ঘৃণার সহিত বলিলেন, তাহা হইলে তিনি এ কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমাকে জীবিত দেখিতে পাইবেন না। এই কথা শুনিয়া সার হড্‌সন তাঁহার চেষ্টা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

এই সময় কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের জজ সার টমাস্ ষ্ট্রেঞ্জ সেণ্টহেলেনা দ্বীপে পদার্পণ করেন। সার হড্‌সন নেপোলিয়ানকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যেন একবার জজ বাহাদুরের সহিত আলাপ করেন। নেপোলিয়ান সার হডসন লোর এই অনুরোধ শুনিয়া বলিলেন, "গবর্ণরকে বলিবে, যে ব্যক্তি সমাধিশয্যা গ্রহণ করিয়াছে, তাহার সহিত কোন ব্যক্তির আলাপ হইতে পারে না। জজকে যেন তিনি এ কথা অবগত করেন।"

কাউণ্ট মন্‌থোলন লিখিয়াছেন, "জেনারেল বারট্রাণ্ডের মুখে এই কথা শুনিয়া সার হড্‌সন লো ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না, ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সার টমাস্ রীড ক্রোধে দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি যদি এ দ্বীপের শাসনকর্ত্তা হইতাম, তাহা হইলে এ ফরাসী কুকুরটাকে চৈতন্য দান করিতাম। আমি তাহাকে তাহার মত নরাধম বন্ধুগুলার সঙ্গ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতাম। তাহাকে পুস্তক পর্য্যন্ত পড়িতে দিতাম না। এ লোকটা একটা নীচাশয় রাজদ্রোহী ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহার সহিত সেইরূপই ব্যবহার করা উচিত। এরূপ লোকের ধ্বংস-সাধন করিলে ফ্রান্সের অধীশ্বরের প্রকৃত কল্যাণসাধন করা হইবে। তাহাকে কোর্টমার্শেলে বিচারার্থ না পাঠাইয়া এখানে পাঠানকে অত্যন্ত কাপুরুষতা প্রকাশিত হইয়াছে।" —এই প্রকার লোকের দ্বারা সার হড্‌সন লো নিত্য পরিবেষ্টিত থাকিতেন।

এই প্রকার উৎপীড়ন, অপমান ও গঞ্জনায় নেপোলিয়ানের দিন কাটিতে লাগিল। সার হড্‌সন লো তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নিষ্ঠুরতাবলে প্রতিদিন নব নব উপদ্রবের সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ডাক্তার ওমিয়ারা ইংরাজ কর্ম্মচারী হইয়াও নেপোলিয়ানের প্রতি উৎপীড়নে সার হড্‌সন লোর সহায়তায় অসম্মত হওয়ায় হড্‌সন তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন, লং-উডের বহির্দ্দেশে গমনাগমনে তাঁহার অধিকার রহিল না। ডাক্তার অবশেষে অন্য উপায় না দেখিয়া কার্য্যত্যাগের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। নেপোলিয়ানের রোগশয্যার পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক তিনি অশ্রুপূর্ণ-লোচনে তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে সম্রাট্ বলিলেন,—"ডাক্তার, তুমি শীঘ্রই এ স্থান পরিত্যাগ করিবে, কিন্তু ইহারা যে অবশেষে আমার চিকিৎসক দ্বারা আমাকে নিপীড়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, ইহাদের এই নীচতার কথা কি পৃথিবীর লোকে বিশ্বাস করিবে? তুমি যেরূপ যত্নের সহিত আমার চিকিৎসা করিয়াছ, সে জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ কর। যত শীঘ্র পার, তুমি এই পাপান্ধকার-পূর্ণ নরক পরিত্যাগ কর। আমি এই শয্যায় রোগ-জর্জ্জরিত অবস্থায় বিনা চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করিব। আমার মৃত্যুতে তোমাদের দেশের যে কলঙ্ক হইবে, সে কলঙ্ক কখন দূর হইবে না।"

কিন্তু সম্মিলিত রাজগণের প্রতিনিধিবর্গ সার হড্‌সন লোর এই ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া এমনভাবে তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিলেন যে, অবশেষে তিনি ডাক্তার ওমিয়ারার প্রতি যে কঠোর আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, অগত্যা তাহা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইলেন। সাতাইশ দিন তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়া পরে তাঁহাকে পুনর্ব্বার নেপোলিয়ানের চিকিৎসা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার অনুমতি দান করিলেন। ডাক্তারের প্রাণপণ চেষ্টায় সম্রাট্ তাঁহার রোগ-যন্ত্রণা হইতে কিঞ্চিৎ অব্যাহতি লাভ করিলেন; কিন্তু তাঁহার দেহ সম্পূর্ণ সুস্থ হইল না, তিনি একটি বাগানে ব্যায়ামের জন্য প্রতিদিন অল্প অল্প পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিলেন। এই ভাবে তাঁহার নির্ব্বাসিত জীবনের তিন বৎসর বড় কষ্টে অতিবাহিত হইল।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে নেপোলিয়ানের পীড়া, কষ্ট ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতি উৎপীড়ন সমধিক বর্দ্ধিত হইল। বর্ষান্তে আবার নববর্ষের আবির্ভাব হইল, কিন্তু তাঁহার দুঃখনিশার অবসান হইল না। ১৮১৯ অব্দের জানুয়ারীতে তাঁহার স্বাস্থ্য এমনভাবে ভঙ্গ

হইল যে, ইংরাজদিগের ‘কংকর’ নামক জাহাজের চিকিৎসক ডাক্তার ষ্টোকেকে তাঁহার রোগচিকিৎসার জন্য আহ্বান করা হইল।

ডাক্তার ষ্টোকে দেখিলেন, নেপোলিয়ানের সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, তিনি উত্থান-শক্তি-রহিত। ডাক্তার ষ্টোকে দুই একবারমাত্র ভিন্ন নেপোলিয়ানকে দেখিবার অবসর পান নাই, তাঁহাকে সে অবসর দেওয়া হয় নাই, সার হড্‌সন লোর এরূপ ইচ্ছা ছিল না যে, তিনি নেপোলিয়ানের চিকিৎসা করেন, সুতরাং ডাক্তার ষ্টোকে নেপোলিয়ানের চিকিৎসার জন্য সার হড্‌সনের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াও পাইলেন না, অগত্যা অনিচ্ছাসত্বে ডাক্তারকে পীড়িত বন্দীর শয্যাপ্রান্ত পরিত্যাগ করিতে হইল।

রোগ-শয্যায় অসহ্য যন্ত্রণায় নেপোলিয়ান ক্রমে নয়মাস অতিবাহিত করিলেন, কিন্তু সার হড্‌সন লোর অত্যাচারের অবসান হইল না। এই বৎসর আগষ্ট মাসে, কাউন্ট মন্‌থোলন পীড়িত হইলে, সার হড্‌সন লো কাউন্ট বারট্রাণ্ডকে পত্রাদি লিখিতে অসম্মত হইয়া আদেশ করিলেন, স্বয়ং নেপোলিয়ানকে প্রত্যহ দুইবার ইংরাজ কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বা স্বহস্তে পত্র লিখিয়া উত্তর দিতে হইবে। নেপোলিয়ান তখন রোগযন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর, তাঁহার শয্যাত্যাগের পর্য্যন্ত সামর্থ্য ছিল না, সার হড্‌সন লোর এই প্রকার কঠোর আদেশ-পালনে তিনি অসম্মত হইলেন। তাঁহার এই গভীর কষ্টে ও অসহ্য রোগযন্ত্রণাতেও তাঁহাকে উৎপীড়িত করিতে সার হড্‌সন লোর মনে কিছুমাত্র সঙ্কোচের উদ্রেক হইল না। এমন পাশবিকতার বিকাশ এ পৃথিবীতে সম্ভ্রান্তসমাজের মানবজীবনে একান্ত দুর্লভ!

অবশেষে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট নেপোলিয়ানের চিকিৎসার জন্য ইউরোপ হইতে সুচিকিৎসক লইয়া যাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ১৯এ সেপ্টেম্বর ডাক্তার এণ্টোমার্কি নেপোলিয়ানের চিকিৎসক নির্ব্বাচিত হইয়া সেণ্টহেলেনা দ্বীপে পদার্পণ করিলেন। নেপোলিয়ান বিশ্বাসী খৃষ্টান ছিলেন, তাঁহার অনুরোধে দুই জন ধর্ম্মযাজকও ডাক্তারের সহিত সেণ্টহেলেনায় উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার এণ্টোমার্কি নেপোলিয়ানের কক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সম্রাটের কক্ষটি মধ্যাহ্নকালেও অত্যন্ত অন্ধকারপূর্ণ; এরূপ অন্ধকার যে, গৃহপ্রবেশপূর্ব্বক প্রথমে তিনি সম্রাট্‌কে দেখিতেই পাইলেন না। সম্রাট্ তাঁহার রোগশয্যা হইতে অতি ক্ষীণস্বরে ডাক্তারকে তাঁহার শয্যাপ্রান্তে আহ্বান করিলেন। তিনি ধীরে ধীরে ডাক্তারকে তাঁহার পরিচয়, তাঁহার অতীত জীবনের ইতিহাস এবং সেণ্টহেলেনার মত দূরবর্ত্তী স্থানে তাঁহার চাকরী গ্রহণের কারণ প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিলেন। ডাক্তারের উত্তর সম্রাটের প্রীতিকর হইলে তিনি ডাক্তারের সহিত ইউরোপস্থ বন্ধুগণের সম্বন্ধে আলাপ করিতে লাগিলেন।

নানা কথার পর নেপোলিয়ান ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আমার জন্য কোন পুস্তকাদি আনিয়াছেন?”

ডাক্তার বলিলেন,—“হাঁ, কতকগুলি পুস্তক আনিয়াছি, কিন্তু কি কি পুস্তক, তাহা আমার জানা নাই, আমি তাহা ক্রয় করি নাই।”

সম্রাট্ বলিলেন,—“আমি সমস্তগুলিই দেখিতে চাই।”

ডাক্তার বলিলেন,—“আমার আশঙ্কা হয়, কোন কোন পুস্তকে আপনার চরিত্র-সম্বন্ধে অনেক কঠোর মন্তব্য দেখিতে পাওয়া যাইবে।”

নেপোলিয়ান উত্তর দিলেন,—“ওঃ—ইহারা আমার চরিত্রে যত কলঙ্ক নিক্ষেপ করিতেছে, সূর্য্যের তত কলঙ্ক নাই। কুৎসাকারিগণের নূতন কুৎসা প্রচারের আর কোন বিষয়ই নাই। আমাকে পুস্তকগুলি দেখান।”

অল্পক্ষণ পরে একখানি শকটে পুস্তকের বাক্সগুলি আসিয়া উপস্থিত হইল। বাক্স খুলিয়া ডাক্তার সম্রাট্‌হস্তে কয়েকখানি পুস্তক প্রদান করিলেন। সম্রাট্ আগ্রহভরে বলিলেন, “না, আমি কেবল পুস্তকই চাহি না। বাক্সের মধ্যে ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখুন, ইউরোপ হইতে প্রেরিত বাক্সে পুস্তক ভিন্ন আরও কিছু থাকিতে পারে। পুত্রের জনক সর্ব্বপ্রথমে পুস্তকের জন্যই আগ্রহ প্রকাশ করে না।”

নেপোলিয়ান নিরাশ হইলেন না। ইউজিন এই বাক্সে সম্রাট্-তনয়ের একখানি চিত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা নেপোলিয়ানের হস্তে প্রদত্ত হইল। এই সুদূর গিরিকন্দরে নিরানন্দময় রোগশয্যায় জীবনের অনন্ত যন্ত্রণার মধ্যে দীর্ঘকাল পরে প্রিয়তম পুত্রের সুন্দর চিত্র দেখিয়া তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি চিত্রখানি লইয়া তাঁহার বিরহ-খিন্ন বেদনা-বিদীর্ণ জীর্ণ বক্ষে আগ্রহভরে চাপিয়া

ধরিলেন, তাঁহার সুগভীর পুত্র-স্নেহের এই নিদর্শন সন্দর্শন করিয়া তাঁহার বন্ধুগণের ও ভৃত্যবর্গের চক্ষু সহানুভূতি-ভরে আর্দ্র হইয়া উঠিল। নেপোলিয়ান গদ্গদস্বরে বলিলেন,—"আমার প্রিয় শিশু, যদি রাজনৈতিক বিড়ম্বনায় তাহার জীবন ব্যর্থ না হয়, তাহা হইলে সে তাহার পিতার অযোগ্য সন্তান হইবে না।"

অক্টোবর মাসে নেপোলিয়ান আরও অধিক দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মনও অধিকতর অবসন্ন হইয়া উঠিল। তিনি অতি কষ্টে তাঁহার রোগশয্যা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অদূরবর্ত্তী বৃক্ষমূলে তৃণরাশির উপর তাঁহার দেহ-ভার স্থাপন করিতেন, কত চিন্তায় তাঁহার ব্যথিত চিত্ত আলোড়িত হইত, তাহা কে বলিতে পারে? একদিন তিনি ধীরে ধীরে ডাক্তারকে বলিলেন, "ডাক্তার! কর্শিকার সেই সুখদায়ক জলবায়ু, আলোক, উত্তাপ এ সকল কোথায়? আমার শৈশবের সুখস্মৃতি-বিজড়িত আমার প্রিয়তম সেই সকল দৃশ্য জীবনে আর দেখিতে পাইব না, অদৃষ্ট তাহার প্রতিবাদী। যদি আমি কর্শিকায় প্রত্যাগমন করিতাম, তাহা হইলে আমি পুনর্ব্বার ক্ষমতালাভের প্রয়াসী হইতাম না। চারিদিক্ হইতে শত্রুদল আমাকে আক্রমণ করিত না। তাহাদের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইত না, আমাকেও এখানে আসিতে হইত না। কর্শিকার কি সুমধুর স্মৃতি আমার হৃদয়ে গ্রথিত হইয়া আছে! কল্পনায় এখনও আমি তাহার প্রান্তর ও গিরি-শ্রেণীর মাধুর্য্য উপভোগ করি। আমার বোধ হয়, এখন যেন আমি তাহার বক্ষে বিচরণ করিতেছি, আমার ঘ্রাণশক্তির দ্বারা তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি।"

কর্শিকার উন্নতিসাধনের জন্য তিনি কি কি উপায় অবলম্বনের মনস্থ করিয়াছিলেন, তাহা ডাক্তারের নিকট ধীরে ধীরে বিবৃত করিয়া অবশেষে নেপোলিয়ান বলিলেন, —"আমার শত্রুগণ যুদ্ধক্ষেত্রে আমাকে সর্ব্বদা ব্যাপৃত রাখিয়া আমার এই সকল অভিপ্রায় ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। যে ব্যক্তি চিরশান্তির উপাসক ছিল, ইহারা তাহাকে যুদ্ধের দানবে পরিণত করিয়াছে। চাতুরী দ্বারা ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতিকে প্রবঞ্চিত করা হইয়াছে; সকলেই এক-কালে আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া আমাকে পরাস্ত করিয়াছে।"

নেপোলিয়ানের এই সকল হৃদয়োচ্ছ্বাস ডাক্তার এন্টো-মার্কির হৃদয় বিগলিত করিল, তাঁহার নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে অশ্রু নেপোলিয়ানের দৃষ্টি অতিক্রম করিল না, নেপোলিয়ানের হৃদয়ে তাহা আবেগ-তরঙ্গের সৃষ্টি করিল, তিনি বিচলিত-কণ্ঠে বলিলেন,—"ডাক্তার, আমাদের স্বদেশ! আমাদের স্বদেশ! যদি সেণ্টহেলেনা ফ্রান্স হইত, তাহা হইলে এই কদর্য্য কঠিন পর্ব্বতকেও আমি ভালবাসিতাম।"

আমরা পরপদদলিত, পরমুখাপেক্ষী ভারতবাসী, হীন স্বার্থপরতা ও অপরিহার্য্য দুর্ভাগ্য আমাদিগের নিত্য-সহচর; আমরা কখন স্বদেশকে এমন ভাবে ভালবাসি নাই, ভাল-বাসিতে শিখি নাই, স্বদেশপ্রীতি কি মহার্ঘ্য রত্ন, কি অপার্থিব পদার্থ, তাহা আমাদিগকে কেহ শিখায় নাই, তথাপি আমাদের স্বদেশের এমন অধম সন্তান কে আছে, যাহার হৃদয় স্বদেশের প্রতি নেপোলিয়ানের এই প্রকার অনির্ব্বচনীয় বাৎসল্যের পরিচয় পাইয়া ক্ষণকালের জন্য মুগ্ধ না হয়! এই অমৃতময়ী স্বদেশপ্রেম নেপোলিয়ানের কঠোরতামণ্ডিত, শান্তিহীন, দুর্ভাগ্য জীবনের অন্তিম মুহূর্ত্তেও তাঁহার বিশুষ্ক হৃদয়-মরুভূমে মনুষ্যত্বের সরস উৎস-ধারা উন্মুক্ত রাখিয়াছিল। এই ভাবে তাঁহার নির্ব্বাসিত-জীবনের চতুর্থ বৎসর অতীত হইল। তাঁহার আশাহীন, সুখহীন, শান্তিহীন, অবলম্বনহীন জীবন প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর অনাদি অনন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন বিস্মৃতি-নিমগ্ন ভীষণ কন্দরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

নির্ব্বাসনের পঞ্চম বর্ষের প্রথমে নবেম্বর মাসের মধ্য-ভাগে নেপোলিয়ানের পীড়া অত্যন্ত কঠিন আকার ধারণ করিল, প্রত্যহই রোগযন্ত্রণা ও অবসাদ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি ক্রমাগত অন্ধকারময় বিষাদাচ্ছন্ন কক্ষে আবদ্ধ থাকিতে না পারিয়া একদিন অতি কষ্টে তাঁহার কুটীর-সংলগ্ন বাগানে গিয়া বসিলেন, বিষণ্ণভাবে একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, দেখিলেন,—বাহ্য-প্রকৃতিও সর্ব্বপ্রকার প্রসন্নতা ও রমণীয়তা-বঞ্চিত। তিনি সবিষাদে ডাক্তারকে বলিলেন,—"ডাক্তার, ফ্রান্স কোথায়? তাহার সে হাস্যময়ী প্রকৃতিই বা কোথায়? যদি আমি একবার তাহা দেখিতে পাইতাম! সেই সুখময়ী ফরাসী-ভূমির বক্ষ-প্রবাহিত মুক্ত সমীরণের আনন্দ-হিল্লোল যদি আমি

একবার গ্রহণ করিতে পারিতাম! আমাদের জননী জন্মভূমির ব্যাধিবিনাশের কি অদ্ভুত শক্তি আছে! এন্টিয়াস জন্মভূমির মৃত্তিকা স্পর্শমাত্র নবজীবন লাভ করিয়াছিলেন। আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, আমিও সেইরূপ নবজীবন লাভ করিতে পারিতাম! যদি আমি একবার মুহূর্ত্তের জন্য আমাদের স্বদেশের উপকূলে পদার্পণ করিতে পারিতাম! আমাদের স্বদেশের উপকূল! হায়, আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, কাপুরুষতা কৌশলক্রমে জয়লাভ করিয়াছে, ইহার আর পুনর্ব্বিচার নাই!"

এই সময়ে লং-উডবাসিগণ সার হড্‌সন লোর দাম্ভিকতা ও ক্ষমতাপ্রিয়তায় জর্জ্জরিত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার অনাবশ্যক কঠোরতা ও সাবধানতা অনেকের অসহ্য হইতে লাগিল, কিন্তু উপায় নাই, সকলেই নতশিরে সে অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিলেন; কারণ, সার হড্‌সন লো মহিমান্বিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি! ডাক্তার এণ্টোমার্কির নেপোলিয়ানের প্রতি বিশেষ অনুরাগ লক্ষ্য করিয়া সার হড্‌সনের রোষের সীমা রহিল না; প্রহরিদল কয়েক দিন পথের মধ্যে তাঁহাকে অপমানিত করিল। অবশেষে তিনি অপমানভয়ে স্বগৃহ হইতে আর বহির্গত হইতেন না। অযথা উৎপীড়নে ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি সার হড্‌সন লো ও বৃটিশ মন্ত্রিসমাজকে তিরস্কারপূর্ব্বক পত্র লিখিলেন।

এই পত্র পাইয়া সার হড্‌সন লো ডাক্তারের প্রতি অপেক্ষাকৃত সদয় ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তিনি ডাক্তারকে জানাইলেন, নেপোলিয়ানের ন্যায় পরস্বাপহারী তস্করকে সম্রাট্ নামে অভিহিত করিয়া পত্র লিখিলে তিনি ডাক্তারের পত্রের কোন উত্তর দিবেন না।

নেপোলিয়ান অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া সার হড্‌সন লোকে বিরক্ত করিবার ও তাঁহার ক্রোধ উত্তেজিত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলেন না। একদিন নেপোলিয়ান এবেভিগনাবি নামক একজন ধর্ম্মযাজককে তাঁহার পরিচ্ছদের ন্যায় একটি পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া অশ্বারোহণে দ্বীপ-প্রদক্ষিণে প্রেরণ করিলেন। প্রহরিগণের অনুমান হইল, নেপোলিয়ান পলায়ন করিতেছেন। চারিদিকে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল, টেলিগ্রাফে টেলিগ্রাফে ক্ষুদ্র দ্বীপ আচ্ছন্ন হইল, সকলের দুঃখ, ভয় ও উদ্বেগে সেণ্টহেলেনার শান্তিভঙ্গ হইল। সার হড্‌সন লো অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া সদলে লংউড অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, অবশেষে তিনি দেখিলেন, এই অশান্তি ও ভীষণ উদ্বেগের কারণ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, একটি নিরীহ পাদরী অশ্বারোহণে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন, ইহাতেই চায়ের পেয়ালায় তাঁহারা তুফান তুলিয়াছেন। সার হড্‌সন লজ্জিত ও হতভম্ব হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

শীতান্তে নেপোলিয়ানের স্বাস্থ্য আবার নষ্ট হইল। পুনর্ব্বার তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, আবার রোগ-যন্ত্রণায় তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল। ১৮২০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে একদিন তিনি তাঁহার জীর্ণ, সিক্ত, অন্ধকারময় কুটীরে বসিয়া তাঁহার দুর্ভাগ্য-জীবনের কষ্টের কথা চিন্তা করিতেছিলেন, ক্রমে তাঁহার কল্পনা সেই দুঃসহ দুঃখ-দারিদ্র্য-পূর্ণ কারাপ্রকোষ্ঠে এবং আনন্দহীন নীরস পার্ব্বত্যদ্বীপ হইতে বহুদূরে, বহু সাগর-গিরি ও কান্তার অতিক্রমপূর্ব্বক রোম নগরের অন্তর্ব্বর্ত্তী একটি প্রাসাদ-শিখরে প্রধাবিত হইল। তাঁহার শৈশবের অদ্বিতীয় অবলম্বন, তাঁহার জীবন-পোতের মঙ্গল-কিরণবর্ষী ধ্রুবনক্ষত্র, তাঁহার মহৎ উন্নত চরিত্রের আদর্শ-স্থানীয়া স্নেহময়ী জননীর স্নেহভারানত সকরুণ সুমধুর দৃষ্টি তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। অভাগিনী রোমনগরে তখনও জীবিতা ছিলেন। মাতার স্নেহ, যত্ন, আদর প্রভৃতির কথা আজ এই নিরবলম্ব জীবনসন্ধ্যায় ধীরে ধীরে তাঁহার মানসপথে সমুদিত হইল। ডাক্তার পাশেই বসিয়াছিলেন, নেপোলিয়ান দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—"ডাক্তার, আমার প্রতি তোমার স্নেহ অত্যন্ত অধিক। আমার রোগ-যন্ত্রণা-প্রশমনের জন্য তোমার শ্রান্তি, ক্লান্তি, কষ্ট বোধ নাই। কিন্তু মাতৃস্নেহ ইহা অপেক্ষা সুগভীর! হায়! মা ল্যাটিসিয়া!"—এই কঠোর নির্ব্বাসনে নিদারুণ রোগযন্ত্রণায় অধীর নেপোলিয়ান জননীর আদর, যত্ন ও স্নেহপূর্ণ কথা মনে করিয়া আর কোন ক্রমে আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না; উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া মাতৃ-ক্রোড়াবচ্যুত অসহায় শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে বর্ষ শেষ হইয়া আসিল, নেপোলিয়ানও ধীরে ধীরে জীবনীশক্তি হইতে বঞ্চিত হইতে লাগিলেন। মৃত্যুর অন্ধকার তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিবার জন্য মুক্তপক্ষে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। একদিন ডাক্তার তাঁহাকে

অবসন্নভাবে রোগ-শয্যায় নিপতিত দেখিয়া মধুরবচনে আশ্বাসদানের চেষ্টা করিলেন। নেপোলিয়ান ধীরস্বরে বলিলেন,—"ডাক্তার, ক্ষান্ত হও, মনে রাখিও, নিদ্রাতেই আমাদের পরম সুখ; অভাব, কষ্ট, উদ্বেগ, যন্ত্রণা তখন আর আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না।"—সম্রাট্ আর অধিক কথা বলিতে পারিলেন না, তিনি ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিত করিলেন, যন্ত্রণাহারিণী নিদ্রা তাঁহার চেতনা আচ্ছন্ন করিল।

এই সময় প্রকৃতির অবস্থাও অত্যন্ত অপ্রীতিকর হইয়া উঠিয়াছিল, আকাশ দিবারাত্রি মেঘাচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি ও ঝটিকা। যন্ত্রণাপূর্ণ, অবসাদ-বিজড়িত, ভারবহ দেহে নেপোলিয়ান তাঁহার শয্যাতলে পতিত থাকিয়া দিনপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার ললাটে মৃত্যুর পাণ্ডুরচ্ছবি অঙ্কিত হইল, সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া গেল। শয্যাত্যাগে আর তাঁহার সামর্থ্য রহিল না। এইরূপে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর অতিবাহিত হইল। তিনি তাঁহার দুর্ভর কারা-জীবনের, জীবন্ত সমাধির পঞ্চম বর্ষ যাপন করিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার দিন ফুরাইয়া আসিল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

দীপ-নির্ব্বাণ

এইরূপে নেপোলিয়ানের নির্ব্বাসিত জীবনের পাঁচটি বৎসর ধীরে ধীরে অতিবাহিত হইল, ষষ্ঠ বৎসর আরম্ভ হইল। সময় কাহারও পড়িয়া থাকে না, নেপোলিয়ানের সময়ও পড়িয়া রহিল না; কিন্তু বড় কষ্টে তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল। একে নির্ব্বাসন, তাহার উপর রোগ-যন্ত্রণা, সুতরাং বস্ত্রহীনের পক্ষে হিমযামিনীর ন্যায়, ক্ষুৎপিপাসাতুরের পক্ষে দীর্ঘ দিনের ন্যায়, আতপত্রহীনের পক্ষে নিদাঘ-মধ্যাহ্নে মরুভূমি ভ্রমণের ন্যায় অতি কষ্টে তাঁহার অন্তিম জীবনের এই কয়টি বৎসর অতীত হইল। হয় ত ক্ষুদ্র, নগণ্য, চিরদুঃখী নির্ধনের পক্ষে এই ভাবে কালযাপন তত কষ্টকর হইত না; কিন্তু অর্দ্ধধরণীর অধীশ্বর, ইউরোপীয় রাজগণের ভাগ্যনিয়ন্তা, ঐশ্বর্য্যে কুবেরভাণ্ডারের অধিকারী, মহাবীর নেপোলিয়ানের পক্ষে এ কষ্ট অসহ্য। অন্য লোক হইলে হয় ত এত দিন আত্মহত্যা দ্বারা সকল যন্ত্রণার অবসান করিতেন, কিন্তু নেপোলিয়ান বোনাপার্ট সাধারণ মনুষ্য ছিলেন না। সাধারণের ন্যায় বিপদের কশাঘাতে তিনি ভগ্ন-মেরুদণ্ড লইয়া ধরাতল অবলম্বন করেন নাই। সহিষ্ণুতা তাঁহার জীবনের প্রধান শক্তি ছিল, আত্মহত্যাকে তিনি নৈতিক অবনতির নিম্নতম সোপান বলিয়া মনে করিতেন। তিনি ঘোর অদৃষ্টবাদী ছিলেন; সুতরাং তিনি প্রশান্তচিত্তে সকল কষ্ট সহ্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু কষ্ট যখন অসহ্য হইত, অবিনয়, উৎপীড়ন, স্বেচ্ছাচার যখন বিকটমূর্ত্তিতে তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিত, অতীতের সহস্র সুখকর স্মৃতি যখন তাঁহার মানসপটে প্রতিফলিত হইয়া বর্ত্তমানের দুঃখান্ধকারকে অধিকতর গভীর করিয়া তুলিত এবং প্রিয়তমা পত্নী ও প্রাণাধিক পুত্রের কথা তাঁহার নির্ব্বাসিত হৃদয়ে শোকের তরঙ্গ প্রবাহিত করিত, তখন আর তিনি আত্মসংবরণ করিতে পারিতেন না। তাঁহার সকল গর্ব্ব, সকল পৌরুষ, সমস্ত দৃঢ়তা সেই বিপুল তরঙ্গে ভাসিয়া যাইত। কাপুরুষতা বলিতে হয় বল, কিন্তু ইহাই মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম;—নেপোলিয়ান মনুষ্যমাত্র ছিলেন।

তাই নিতান্ত নিরানন্দভাবে তাঁহার দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, যিনি অধিক অত্যাচার সহ্য করিতে পারেন, তিনিই অত্যাচার উপেক্ষা করিতে সমর্থ। নেপোলিয়ান তাঁহার কারাধ্যক্ষের অত্যাচার, রোগের অত্যাচার, অভাবের অত্যাচার, নীচতার অত্যাচার—সকল অত্যাচার ধীরভাবে সহ্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু যিনি অধিক সহ্য করেন, তাঁহার হৃদয় তাহাতে বিদীর্ণ হইয়া যায়। নদীর জলরাশি বর্ষার প্লাবনে তটদেশে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলে যেমন প্রত্যেক তরঙ্গাভিঘাতে তট-ভূমি বিকম্পিত হইতে থাকে এবং একদিন তাহা ভাঙ্গিয়া পড়ে, তেমনই নির্ব্বাসন ও রোগযন্ত্রণার

আঘাতে তাঁহার জীবন বিন্দু বিন্দু করিয়া ক্ষয় হইতে লাগিল। তিনি জানিতেন না, কোন্ দিন তাহা কালসিন্ধু-জলে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তবে তিনি বুঝাইয়াছিলেন, আর অধিক বিলম্ব নাই। কিন্তু বুঝিয়া কি হইবে? যখন শক্তি ছিল, স্বাস্থ্য ছিল, স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল, তখন তিনি অসম্ভব শব্দকে নির্ব্বোধের অভিধানভুক্ত করিয়াছিলেন; তিনি তখন মনে করিতেন, মানবের এই দুইখানি হস্ত পৃথিবীকে নন্দন-কাননে পরিণত করিতে পারে, মানবের ক্ষুদ্রজীবন পৃথিবীতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি-স্থাপন করিতে পারে, একান্ত আগ্রহ, উৎসাহ ও পরিশ্রম দ্বারা বুদ্ধিবলে মানব সমস্ত ধরণীর উপর একাধিপত্য করিতে পারে। একদিন তিনি সেই চেষ্টায় আংশিক কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। কিন্তু সে দিন আর নাই; এখন তিনি বুঝিয়াছেন, মানুষের শক্তি অতি ক্ষীণ, মানুষের স্বাস্থ্য অত্যন্ত ক্ষণভঙ্গুর, মানুষের স্বাধীনতা নিতান্তই যৎসামান্য। তাই অক্টোবরের গাঢ় কুজ্ঝটিকাজালে যখন সেণ্টহেলেনার কৃষ্ণবর্ণ গিরিপৃষ্ঠ আচ্ছন্ন হইত, বিষম ঝটিকার প্রবল বেগ যখন সমুদ্র ও পর্ব্বতে প্রলয়ের লীলাঞ্চল প্রসারিত করিত, কড় কড় বজ্রনাদে জড়প্রকৃতির প্রচণ্ড প্রতাপ সঙ্কুচিত হইয়া উঠিত এবং অশ্রান্ত বৃষ্টির কলকল শব্দে বিষাদিনী পার্ব্বত্য-প্রকৃতির অব্যক্ত ক্রন্দনধ্বনি পরিস্ফুট হইত, তখন নেপোলিয়ান শূন্যমনে অনিমেষ-নেত্রে বাহ্যজগতের সেই সুবিশাল বিপ্লবের দিকে চাহিয়া থাকিতেন, তাঁহার অশান্ত হৃদয়ের অনন্ত বিপ্লববহ্নি ধীরে ধীরে সংযত হইয়া আসিত।

অক্টোবর মাসের অবসানকালে তাঁহার একটি নূতন উপসর্গের সৃষ্টি হইল, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অহোরাত্র কাঁপিতে লাগিল, ক্ষণকালের জন্যও তিনি পিপাসার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। শীতের প্রাবল্য অত্যন্ত অধিক, তাহার উপর সর্ব্বস্থান সিক্ত। নেপোলিয়ান তাঁহার কুটীরস্থ একটি অগ্নিকুণ্ডে দেহ উত্তপ্ত করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু সে দেহ আর উত্তপ্ত হইত না। তাঁহার সমস্ত শক্তি যেন বহু অত্যাচার সহ্য করিয়া এখন নিরাশ্রয় দেখিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে। তাই সম্রাট্ একদিন ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "ইহাকে জীবন বলা যায় না, ইহা অস্তিত্ব মাত্র। মৃত্যু শীঘ্রই আমার সকল যন্ত্রণার অবসান করিবে। ডাক্তার, আমি এখন কেমন আছি? সমস্ত দ্রব্যই, বোধ হইতেছে, যেন আমাকে চাপিয়া ধরিয়া অবসন্ন করিয়া তুলিতেছে। দেহভার আর ধারণ করিতে পারিতেছি না। তোমার চিকিৎসা-শাস্ত্রে কি এমন কোন উপায় নাই, যদ্দ্বারা এই দেহযন্ত্রণার ভিতরে জীবনী শক্তির সঞ্চার করিতে পার?"

নেপোলিয়ান তাঁহার গৃহের অদূরে একটি বৃহৎ পাত্রে কতকগুলি ক্ষুদ্র মৎস্য রাখিয়াছিলেন, তিনি অনেক সময় এই মৎস্যগুলির কাছে আসিয়া বসিতেন, স্বচ্ছসলিলে তাহাদিগের চঞ্চলগতি নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দলাভ করিতেন, আদর করিয়া তাহাদিগকে আহার দান করিতেন, তাহাদের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। সহসা তাহাদের মধ্যে কি এক সংক্রামক পীড়ার আবির্ভাব হইল, কয়েকদিনের মধ্যেই মৎস্যগুলি একে একে মরিয়া গেল। জলের উপর তাহাদের মৃতদেহ ভাসিতে দেখিয়া তিনি আক্ষেপভরে ডাক্তারকে বলিলেন,—"দেখ, দুর্ভাগ্য আমাকে কি ভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে। যাহা আমার প্রিয়, যাহার সহিত আমার সম্বন্ধ আছে, তাহাই নষ্ট হইতেছে।"

অতঃপর নেপোলিয়ান নিদ্রাহীনতায় আক্রান্ত হইলেন, লিভারে ভয়ানক বেদনা আরম্ভ হইল, তাঁহার দেহে বিন্দুমাত্র বলও বর্ত্তমান রহিল না। এই অবস্থায় একদিন তিনি বলিলেন, "ডাক্তার, বিশ্রাম কি সুখকর! আমার শয্যাই এখন আমার নিকট বিলাসের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত পৃথিবীর সিংহাসনের বিনিময়েও আমি ইহা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহি। হায়, কি ঘোর পরিবর্ত্তন! আমার কি অধঃপতনই না হইয়াছে! একদিন আমার কর্ম্মশীলতার সীমা ছিল না, আমার চিত্তবৃত্তি কখন বিশ্রামগ্রহণ করে নাই, আর এখন আমি অবসাদ-বিজড়িত! এখন চক্ষু খুলিতেও আমার কষ্ট হয়। এমন এক সময় ছিল, যখন আমি আমার চারি পাঁচ জন কর্ম্মচারীকে একই সময়ে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে পত্র লিখাইতে পারিতাম, উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া যাইতে পারিতাম; কিন্তু তখন আমি নেপোলিয়ান ছিলাম, এখন কিছুই নহি। আমার বল, আমার ধারণাশক্তি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, ইহাকে জীবনধারণ করা বলে না, এখন আমার অস্তিত্ব মাত্র বর্ত্তমান।"

নবেম্বরের শেষে নেপোলিয়ান আরও অধিক দুর্ব্বল হইলেন, বিষণ্ণতা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করিল।

কথা পর্য্যন্ত কহিবার শক্তি বিলুপ্ত হইয়া আসিল, নিতান্ত আবশ্যক না হইলে আর তিনি কথা কহিতেন না এবং যাহা কহিতেন,তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। এক দিন ডাক্তার তাঁহাকে ঔষধ-সেবনের জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিলে তিনি বলিলেন, —"আর কেন ডাক্তার! আর কোন্ আশায় ঔষধ খাইব? যাহাতে কোন ফল নাই, তাহা করিবার আবশ্যক কি?"

ডিসেম্বরের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই ভাবে কাটিল, দুর্ব্বলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; এক দিন তিনি গৃহে পাদচারণের ইচ্ছা করিলেন, তাঁহার পদদ্বয় ভারবহনে অসমর্থ হইল, তিনি বসিয়া পড়িলেন। তিনি বিষণ্ণভাবে বলিলেন, "অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছি, দেখ, আর কিছুই নাই, কেবল কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট আছে। সকলেরই শেষ আছে, আমারও শেষ হইয়া আসিল; আর আমি সে জন্য দুঃখিত নহি, জীবনের প্রতি অনুরাগের কোন্ প্রলোভন আছে?"

২৬এ ডিসেম্বর ইউরোপ হইতে কয়েকখানি সংবাদপত্র আসিল। নেপোলিয়ান তাঁহার দেহের এই অবস্থাতেও অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে তাহা পাঠ করিলেন, এই সকল পত্রিকায় তিনি তাঁহার স্নেহময়ী ভগিনী এলিজার মৃত্যু-সংবাদ পাঠ করিলেন। ডাক্তার এণ্টোমার্কি লিখিয়াছেন,—"এই সংবাদ পাঠ করিয়া নেপোলিয়ানের সংজ্ঞালোপ হইল। তিনি একখানি কেদারার উপর বসিয়াছিলেন, তাঁহার মস্তক বক্ষঃস্থলে লুটাইয়া পড়িল, সকল অঙ্গ অসাড় হইয়া গেল; বোধ হইল, গভীর দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, তথাপি তিনি চাঞ্চল্য-বিরহিত! দীর্ঘকাল ব্যবধানে তাঁহার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতে লাগিল। অবশেষে তিনি চক্ষু উন্মীলিত করিলেন। প্রথমে নতদৃষ্টিতে চাহিয়া তাহার পর নির্নিমেষভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কতক্ষণ পরে নির্ব্বাক্ভাবে আমার দিকে তাঁহার বাহু প্রসারিত করিলেন, আমি তাঁহার ধমনীর গতি পরীক্ষা করিলাম—দেখিলাম, তাহা যেমন দুর্ব্বল, তেমনই চঞ্চল। আমি তাঁহাকে অল্পপরিমাণে কমলা-ফুলের জল পান করিতে অনুরোধ করিলাম; কিন্তু তিনি আমার কথা শুনিতে পাইয়াছেন বলিয়া বোধ হইল না।"

অতঃপর মুক্তবায়ুতে আসিয়া নেপোলিয়ান কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া ডাক্তারকে বলিলেন,—"ডাক্তার, দেখিতেছ, এলিজা আমাদের পথ দেখাইয়া দিল। মৃত্যু আমাদিগের পরিবারকে ভুলিয়া ছিল, কিন্তু এখন আমাদিগকে আক্রমণ করিল। আমারও সময় বোধ হয় ফুরাইয়া আসিয়াছে। আমার আর শক্তি, উদ্যম, উৎসাহ কিছুই নাই। এখন আর আমি নেপোলিয়ান নহি। জীবন পলায়ন করিতেছে, তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছ! ডাক্তার, বৃথা চেষ্টা! তোমার চেষ্টায় অদৃষ্টের গতি পরিবর্ত্তিত হইবে না! অদৃষ্টলিপি অখণ্ডনীয়, ইহা পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। এলিজার পর আমাদের পরিবারে আমি—মহান্ নেপোলিয়ান—এই শোচনীয় জীবনের অবসানে সমাধিগর্ভে আশ্রয়গ্রহণ করিব। আমি এখন নিজের ভার নিজে বহন করিতে পারিতেছি না, এখনও আমার ভয়ে সমস্ত ইউরোপ কম্পান্বিত, কিন্তু আমার সকলই শেষ হইয়াছে, এই কঠিন পর্ব্বতে শীঘ্রই আমার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইবে।"

১৮২১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার রোগ-যন্ত্রণা এত বৃদ্ধি পাইল যে, তিনি উত্থানশক্তি-রহিত হইয়া পড়িলেন। চতুর্দ্দিকে দিগন্তব্যাপী কুজ্ঝটিকা; কখন নিরন্তর বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতে লাগিল, ঝটিকার বেগে সমস্ত প্রকৃতি আন্দোলিত ও আলোড়িত হইতে লাগিল এবং নেপোলিয়ান তাঁহার নিরানন্দময় কক্ষে রোগশয্যায় নিপতিত হইয়া সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।—যেন বাহ্য প্রকৃতি তাঁহার বেদনায় অধীর হইয়া অশ্রুবর্ষণে মনোভাব জ্ঞাপন করিতেছে।

মার্চ্চ মাস শেষ হইয়া আসিল, নেপোলিয়ানের রোগ যন্ত্রণা প্রশমিত না হইয়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তিনি প্রচুর ঔষধ উদরস্থ করিয়াছেন, ঔষধে কোন উপকার হইবে, সে আশা তাঁহার ছিল না, এখন তিনি ঔষধ সেবনে অত্যন্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তিনি বলিলেন, "আর আমার ঔষধ-সেবনের সামর্থ্য নাই, ঔষধের উপর আমার ভয়ঙ্কর বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। বিপদ্ দেখিয়া আর আমার মনে বিন্দুমাত্র আশঙ্কার উদয় হয় না। আমি অসঙ্কোচে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু ঔষধের পাত্র মুখের কাছে আনিতে প্রস্তুত নহি।"—তথাপি বন্ধুগণের অনুরোধ ও চিকিৎসকের আগ্রহে তাঁহাকে ঔষধ সেবন করিতে হইল।

এ অবস্থাতেও নেপোলিয়ানের প্রতি অত্যাচারের হ্রাস হইল না। একজন ইংরাজ কর্ম্মচারীকে প্রত্যহ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সার হড্‌সন লোর নিকট তাঁহার

বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতে হইত, তাঁহাকে লিখিতে হইত যে, তিনি স্বচক্ষে 'জেনারেল' বোনাপার্টকে দেখিয়াছেন। ৭ই মার্চ্চ হইতে নেপোলিয়ান সম্পূর্ণরূপে শয্যাগত ছিলেন; যে কর্ম্মচারীর উপর নেপোলিয়ানের কক্ষে উপস্থিত হইবার ভার প্রদত্ত হইয়াছিল, তিনি হৃদয়হীন ছিলেন না, তিনি নেপোলিয়ানের মৃত্যুশয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অপ্রীতি-উৎপাদনে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইহাতে সার হড্‌সন লো অত্যন্ত বিচলিত হইলেন; তিনি তাঁহার পারিষদ্‌বর্গে পরিবৃত হইয়া লং-উডে উপস্থিত হইলেন এবং সেই ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর উপর অবাধ্যতার অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তাঁহাকে শাস্তিদানের ভয় প্রদর্শন করিলেন।

কর্ম্মচারী মহাশয় এই ব্যাপারে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন. তিনি জেনারেল মন্‌থোলন ও মারচেণ্ডের শরণ লইলেন। তাঁহারা বলিলেন, সম্রাটের অজ্ঞাতসারে দূর হইতে যাহাতে কর্ম্মচারী মহাশয় তাঁহাকে দেখিতে পান, তাঁহারা তাহার উপায় করিবেন। তদনুসারে সম্রাট্ যখন তাঁহার কক্ষে শয্যা-পরিবর্ত্তন করিতেন, তখন একদিন একবার দ্বার খুলিয়া ইংরাজ কর্ম্মচারীকে সম্রাটের অস্তিত্ব প্রদর্শন করা হইল। কর্ম্মচারীটি এই উপায়ে সার হড্‌সন লোর ক্রোধ হইতে রক্ষা পাইলেন।

কিন্তু ইহাতেও সার হড্‌সন লোর ক্রোধানল নির্ব্বাপিত হইল না, তিনি আদেশ করিলেন, জেনারেল বোনাপার্ট আছেন কি পলাইয়াছেন, তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতে হইবে। ইহাতে যদি কেহ বাধা দান করে, তবে তিনি দলবল লইয়া 'জেনারেল বোনাপার্টের' গৃহে প্রবেশ করিবেন, ইহার ফলাফলের দিকে তিনি লক্ষ্য করিবেন না। জেনারেল মন্‌থোলন এই প্রকার অপমানজনক ও রূঢ় আদেশের অনেক প্রতিবাদ করিলেন, ইহাতে পীড়িত নেপোলিয়ানের সহসা প্রাণসংশয় হইতে পারে, তাহাও জানাইলেন; কিন্তু সার হড্‌সন যুক্তি-তর্কের আবশ্যকতা স্বীকার করিলেন না; তিনি বলিলেন, তাঁহার আদেশ অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে। এই প্রকার কথাবার্ত্তা হইতেছে,এমন সময় ডাক্তার এণ্টোমার্কি সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। নেপোলিয়ানের প্রতি এই প্রকার বর্ব্বরোচিত ব্যবহারে ঘৃণা ও ক্রোধে তিনি ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন; এই অবস্থায় সার হড্‌সন লো তাঁহাকে উদ্ধতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জেনারেল বোনাপার্ট কোথায়?" ডাক্তার এণ্টোমার্কি সমান উদ্ধতভাবে বলিলেন, —"জেনারেল বোনাপার্ট নামে কোন লোক এখানে নাই।"

সার হড্‌সন বলিলেন,—"নাই? কত দিন সে অন্তর্ধান করিয়াছে?"

ডাক্তার এণ্টোমার্কি উত্তর দিলেন,—"তা আমার ঠিক মনে নাই। আবুকারের যুদ্ধই জেনারেল বোনাপার্টের শেষ যুদ্ধ। তিনি সভ্যতাবিস্তারের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন; আর তোমরা বর্ব্বতার প্রশ্রয় দান করিতেছিলে। তিনি তোমাদের সহযোগিবর্গকে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার সম্পূর্ণ জয়লাভ হইয়াছিল। তাহার পর হইতে আর জেনারেল বোনাপার্টের কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। এখন যাও, সম্রাটের যে পরমায়ুটুকু অবশিষ্ট আছে, তাহা শেষ করিয়া তোমার কলঙ্কের ভরা পূর্ণ কর।"

সার হড্‌সন লো এই স্পষ্টবাক্যে ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইলেন, তাহার পর ঘৃণাভরে বলিলেন,—"সম্রাট্! কোন্ সম্রাট্?"

এণ্টোমার্কি অসঙ্কোচে উত্তর দিলেন,—"তিনিই—যিনি ইংলণ্ডকে কম্পান্বিতকলেবর করিয়া তুলিয়াছিলেন, যিনি ইউরোপের হস্তে তোমাদের আভিজাত্যধ্বংসের জন্য মৃত্যুশর প্রদান করিয়া গিয়াছেন; শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, তাহা তোমাদের আভিজাত্যের নিপাতসাধন করিবে।"

ব্যাপার ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠে দেখিয়া কাউণ্ট বারট্রাণ্ড ও জেনারেল মন্‌থোলন মধ্যস্থ হইয়া এই বাগ্‌যুদ্ধ মিটাইতে আসিলেন এবং তাঁহাদের বিশেষ অনুরোধে সম্রাট্ ডাক্তার আর্ণটকে তাঁহার অন্যতম চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত করিলেন। স্থির হইল, ডাক্তার আর্ণট সার হড্‌সন লোর নিকট নেপোলিয়ানের উপস্থিতি-সম্বন্ধে রিপোর্ট করিবেন এবং কোন গোলযোগ হইলে তাঁহাকেই দায়ী করা হইবে।

এপ্রেল মাসের প্রথমে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট নেপোলিয়ানের জন্য একটি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; ইন্দুর-পরিপূর্ণ, জীর্ণ, রুদ্ধপ্রায় পুরাতন কুটীর ত্যাগ করিয়া এই নবগৃহে আসিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করা হইল

ডাক্তার আর্ণটও তাঁহাকে সেই অস্বাস্থ্যকর গুহাসদৃশ কক্ষ-ত্যাগের জন্য অনুরোধ করিলেন। নেপোলিয়ান ডাক্তার, এণ্টোমার্কির দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ডাক্তার তোমারও কি এই মত ?"

এণ্টোমার্কি বলিলেন,—"না মহাশয়, জ্বর এখন অত্যন্ত প্রবল, এখন এই শরীর লইয়া এ গৃহ হইতে গৃহান্তর-গমনে অতি ভয়ানক ফল ফলিতে পারে।"

সম্রাট্ ডাক্তার আর্ণটকে বলিলেন,—"শুনিলে ত, এ সম্বন্ধে আর কথা নাই।"

ডাক্তার আর্ণট পুনর্ব্বার অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সম্রাট্ আর সে কথার উত্তর দিলেন না।

৫ই এপ্রেল রাত্রে রোগযন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল, তিনি অত্যন্ত কাতরভাবে অস্পষ্টস্বরে বলিলেন,—"আঃ! যদি আমাকে এমনই ভাবে মরিতে হইল, তবে কামানের গুলীতে মরিলাম না কেন ?" জীবনের আর আশা নাই বিবেচনা করিয়া নেপোলিয়ান ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রেল এক উইল প্রস্তুত করিলেন। উইলে লিখিত হইল—

"পঞ্চাশ বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে যে এপসোলিকাল রোমান ধর্ম্মে আমার জন্ম হইয়াছিল, সেই ধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়াই আমি দেহত্যাগ করিতেছি। আমার ইচ্ছা, আমার প্রিয়তম ফরাসীজাতির বাসস্থানে সীননদীতীরে আমার ভস্মাবশেষ সমাহিত হয়। প্রিয়তমা মহিষী সাম্রাজ্ঞী মেরিয়া লুইসার প্রতি আমার বিশেষ অনুরাগ ছিল, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আমি সেই অনুরাগ হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিয়াছি। আমার অনুরোধ, তিনি যেন আমার পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ করেন; সে যে বিপদ্‌জালে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে, তাহা হইতে যেন তাহাকে রক্ষা করেন। আমার পুত্রের প্রতি অনুরোধ, সে যেন এ কথা বিস্মৃত না হয় যে, সে ফরাসী-রাজপুত্র হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে যেন ইউরোপের উৎপীড়ক শক্তিত্রয়ের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকা না হয়। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যেন কখন অস্ত্রধারণ না করে কিংবা তাহার কোন অপকারে প্রবৃত্ত না হয়। 'ফরাসী প্রজাবর্গের জন্যই সকল', আমার এই নীতির যেন সে অনুসরণ করে।"—এতদ্ভিন্ন তিনি তাঁহার জীবিত বন্ধুবর্গের জন্য যথেষ্ট অর্থসম্পদ্ দানের আদেশ করিলেন, তাঁহার যে সকল সুহৃদ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের স্ত্রী-পুত্রাদির জন্যও তিনি ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার দয়া হইতে কেহই ব ন না।

এই উইল লিখিবার পর নেপোলিয়ান দিন বেশ সুস্থ ছিলেন এবং তাঁহার যন্ত্রণা অনেক পরিমাণে লাঘব হইয়াছিল। সকলেই তাঁহাকে প্রসন্ন দেখিয়া সুখী হইলেন; এমন কি, তাঁহার কোন কোন বন্ধু মনে করিলেন, তিনি এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন; তাঁহারা বুঝিলেন না, নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের উজ্জ্বলতা মাত্র! কিন্তু ভাবে লিয়ান তাহা বুঝিয়াছিলেন, তাই তিনি তাঁহার প্রবাহিত সহাস্যে বলিলেন—"বন্ধুগণ, তোমাদের দীপের অচির-আজকাল আমি একটু ভাল আছি হতে গৃহে একটি বুঝিতে পারিতেছি, আমার অন্তিমকাল ন এক একবার হইতেছে। আমার মৃত্যুর পর তোমরা ইউরোপে ছেন, গমনপূর্ব্বক শান্তিলাভ করিতে পারিবে। তোমার কেহ কেহ স্বদেশে তোমাদিগের আত্মীয়-বন্ধুকে দেখি পাইবে, আর আমি পরলোকে আমার সাহসী সহচরদের সহিত সম্মিলিত হইব। হাঁ, ক্লেবার, দেশাই, বেশায়ার, ডুরো, নে, মুরাট, মেসানা ও বার্থিয়ার সকলেই আমার সহিত সম্মিলিত হইবে। আমরা একত্র কত কাজ করিয়াছি, তাহা তাহাদের মুখে শুনিতে পাইব, তাহারাও আমার অন্তিমজীবনের এই শোচনীয় কাহিনী শ্রবণ করিবে; আমাকে দেখিয়া পুনর্ব্বার তাহাদের হৃদয় গৌরব ও উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। সিপি ও হানিবল, সিজার ও ফ্রেডারিকের সহিত আমরা যুদ্ধের গল্প বলিব। তাহাতে খুব সুখ আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু পরলোকে এতগুলি যোদ্ধাকে একত্র সমবেত দেখিয়া সেখানে মহা বিভীষিকার সঞ্চার না হয়!"

২৪এ এপ্রেল তারিখের কথা উল্লেখ করিয়া মন্‌থোলন লিখিয়াছেন, "সম্রাট্ আজ আবার আমাকে তাঁহার উইলের কথা বলিতেছিলেন। তিনি কাহাকে কি সাহায্য দান করিবেন, ক্রমাগত কেবল তাহাই ভাবিতেছেন। কত কালের কোন্ পুরাতন ভৃত্যকে কি দেওয়া উচিত, কাহার কথা তাঁহার মনে নাই, ইহাই এখন তাঁহার চিন্তার বিষয় হইয়াছে।"

২৫এ এপ্রেল রাত্রে সম্রাটের সুনিদ্রা হইয়াছিল। কাউণ্ট মন্‌থোলন তাঁহার শয্যাপ্রান্তে উপবিষ্ট ছিলেন;

রাত্রি তিনি ব্র সময় নেপোলিয়ান সহসা জাগিয়া উঠিলেন। ৭ই মা সম্পূর্ণ জাগ্রতাবস্থা নহে, তন্দ্রাঘোরে প্রলাপ ব ে যে ারম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন,—"আমি এখনই আমার প্রিয়তমা যোসেফিনের দেখা পাইয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে আলিঙ্গন দান করিলেন না; আমি তাঁহাকে আমার বাহুপাশে আবদ্ধ করিতে যাইব, ে সময় তিনি অন্তর্দ্ধান করিলেন। তিনি ঐখানে তিনি লেন, আমার বোধ হইতেছে, আমি তাঁহাকে কাল হইলেন এব াছি। তাঁহার কোন পরিবর্ত্তন দেখিলাম অভিযোগ উপস্থি তেমনই প্রগাঢ় প্রণয় এখনও বর্ত্তমান প্রদর্শন করিলেন। কে বলিলেন,—'শীঘ্রই আবার আমরা কর্ম্মচারী মধ্যের কখনও বিচ্ছেদ ঘটিবে না।' তুমি উঠিলে াকে দেখিতে পাইয়াছ?"—নেপোলিয়ান আর লইয়ে কথা বলিলেন না, আবার গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইহইয়ে—হায়! নির্ব্বাসিত জীবনে মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া তাঁহাকে গভীর যাতনাই না সহ্য করিতেছ! তথাপি তুমি তাঁ বসমাজে মহাপ্রাণ ব্যক্তি আর তোমার উৎপীড়কবৃন্দ ান্য ক্ষুদ্র নয়! ইহাদের পশুবল কেবল মনুষ্যের নৈতিক র্ব্বলতাই প্রকাশ করিতেছে!

পরদিন সম্রাটের অনুমতি অনুসারে কাউণ্ট মন্থোলন সার হড্‌সন লোকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিলেন,—

"গবর্ণর মহাশয়! সম্রাট্‌—তারিখে সুদীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণাভোগের পর প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আপনাকে আমি এই সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সম্রাট্ আপনাকে তাঁহার অন্তিম ইচ্ছা জানাইবার আদেশ করিয়া গিয়াছেন। আপনি তাঁহার মৃতদেহ ফ্রান্সে পাঠাইবার এবং তাঁহার সহচরবৃন্দকে স্বদেশে প্রেরণ করিবার কি বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহা জানাইয়া বাধিত করিবেন।

আপনার বাধ্য কাউণ্ট মন্থোলন।"

সম্রাট্ কাউণ্টকে অনুরোধ করিলেন,যেন এই পত্র তাঁহার মৃত্যুর পর সার হড্‌সন লোর নিকট প্রেরণ করা হয়।

২৮এ এপ্রেল সম্রাটের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল। তিনি প্রশান্তভাবে তাঁহার আসন্ন মৃত্যুসম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সহচরবর্গের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দান করিলেন; তাঁহার মৃতদেহ কোন ইংরাজ ডাক্তারকে স্পর্শ করিতে দিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন, তাঁহার হৃৎপিণ্ড যেন স্পিরিটে ডুবাইয়া তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী মেরিয়া লুইসার নিকট প্রেরণ করা হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর রোমনগরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তাঁহার জননীকে তাঁহার অন্তিমজীবনের সকল কথা বলিবার জন্যও তিনি তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিলেন।

এই সকল কথা বলিতে তিনি এতই অধিক পরিশ্রান্ত হইলেন যে, তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধপ্রায় হইল, তিনি অতি কষ্টে অস্ফুটস্বরে প্রলাপ বকিতে লাগিলেন।

৩০এ এপ্রেল প্রভাতে ডাক্তার এণ্টোমার্কি দেখিলেন, সম্রাটের জীবনীশক্তি ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তখনও তাঁহার জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হয় নাই। তিনি স্থিরভাবে শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, ডাক্তার তাঁহার পাকাশয়ের উপর ব্লিষ্টার লাগাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে তিনি বলিলেন,—"তুমি যখন এত আগ্রহ করিতেছ, তখন ব্লিষ্টার লাগাইতে পার, কিন্তু আমি ইহাতে কোন ফল পাইবার আশা করি না। আমার মৃত্যুর অধিক বিলম্ব নাই, এখন আমি তোমার আগ্রহ পূর্ণ করিয়া আমার প্রতি তোমার যত্ন ও আমার মঙ্গলার্থে তোমার অকাতর পরিশ্রমের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে চাই।"

২রা মে সম্রাটের জ্বরের বেগ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইল, সমস্ত রাত্রি তিনি প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করিলেন। তাঁহার আত্মা যেন তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহার দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অতীতের কর্ম্মভূমিতে পর্য্যটন করিতে লাগিল,ফরাসীভূমিতে উপস্থিত হইল; তাঁহার প্রিয়তম পুত্রকে স্নেহ-আলিঙ্গন দান করিল, তাঁহার গৌরব ও পরিশ্রমের সহযোগী বীরেন্দ্রবৃন্দের সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইল; আবার যেন তিনি তাঁহার নির্ব্বাপিতপ্রায় কল্পনালোকে দেখিলেন, চতুর্দ্দিকে মহাসমরের প্রলয়ঙ্কর অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে, তাঁহার অক্লান্ত শত্রুগণ তাঁহার ধ্বংসসাধনের জন্য আবার চতুর্দ্দিকে সমবেত হইয়াছে। তিনি ভগ্নস্বরে আবেগভরে বলিলেন,—"ষ্টিনজেন, দেশাই, মেশানা! হাঁ, জয়লাভের আর বিলম্ব নাই। শত্রুর পশ্চাতে ধাবিত হও, শত্রুকে আক্রমণ কর, বিলম্ব করিও না, আমরা নিশ্চয় তাহাদিগকে হস্তগত করিব।" সহসা অন্তিম উৎসাহে ভর করিয়া তিনি তাঁহার শয্যা হইতে সবেগে লম্ফপ্রদান করিলেন,

কিন্তু দেহে বিন্দুমাত্র শক্তি ছিল না, তৎক্ষণাৎ গৃহপ্রাঙ্গণে নিপতিত হইলেন।

বেলা নয় ঘটিকার সময় জ্বরের প্রকোপ হ্রাস হইল, কিন্তু মধ্যাহ্নকালে আবার দ্বিগুণবেগে জ্বর আসিল। সম্রাট্ ডাক্তারের মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—"ডাক্তার, আমি বড় অসুস্থ—আমি বুঝিতেছি, আমার মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই।"—সে দিন রাত্রে নেপোলিয়ানের সুনিদ্রা হইল, প্রভাতে তিনি জাগরিত হইয়া তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর মার্চ্চেণ্ডকে বলিলেন,—"মার্চ্চেণ্ড, জানালা খুলিয়া দাও; বেশ ভাল করিয়া খুলিয়া দাও; যেন আমি দয়াময় বিধাতার অমূল্য দান মুক্ত সমীরণ প্রাণ ভরিয়া সেবন করিতে পারি।"

৪ঠা মে রাত্রিকালে প্রকৃতি কি প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিল! গভীর অন্ধকার রাত্রি, স্তূপাকার মেঘ কৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বতগাত্রে একবার পুঞ্জীভূত হইতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ প্রবল প্রভঞ্জনতাড়নায় দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত হইতেছে, যেন সর্ব্বসংহারিণী প্রকৃতির মুক্তকেশপাশের ন্যায় তাহা অনন্ত অম্বরতলে উড্ডীয়মান। কড় কড় বজ্রনাদে ক্ষুদ্র দ্বীপ প্রকম্পিত হইতেছে, সমুদ্রবক্ষে সেই ধ্বনি বিকট প্রতিধ্বনি প্রসারিত করিতেছে। আর দূরে গগনমণ্ডলে বিদ্যুতের কি দিগন্তব্যাপী লোলজিহ্বা! সমস্ত পার্ব্বত্যপ্রদেশ মুহূর্ত্তের জন্য আলোকিত করিয়া আবার তাহা মেঘের অন্তরালে অদৃশ্য হইতেছে; প্রকৃতির ভীষণ মূর্ত্তি ভীষণতর আকার ধারণ করিতেছে। ক্রমে প্রচণ্ডবেগে মুষলধারে বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল; প্রলয়ের বারিধারার ন্যায় অশ্রান্ত-বেগে বৃষ্টিধারা ঝরিতে লাগিল; আর অনন্ত অন্ধকারের আবরণতলে একটি ক্ষুদ্র কুটীরের ম্লানদীপালোকে মহাপ্রাণ নেপোলিয়ানের জীবন-বন্ধন প্রতিমুহূর্ত্তে টুটিয়া আসিতে লাগিল! ভীষণ প্রকৃতির ক্রোড়ে কি করুণদৃশ্য! নেপো-লিয়ানের জীবনাবসানের আর বিলম্ব নাই বুঝিয়া তাঁহার আত্মীয়-বন্ধুগণ ও তাঁহাদিগের স্ত্রী, পুত্র, কন্যাসমূহ তাঁহার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই চক্ষু অশ্রুময়, সকলেরই হৃদয় গভীর শোকে আচ্ছন্ন; করুণ-রোদনে সেই ক্ষুদ্র কক্ষ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সেই [illegible]রাত্রে ধরণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটের সর্ব্বাপেক্ষা শোচ[illegible] জীবনান্ত-দৃশ্য ইতিহাসফলকে যথাযথরূপে চিত্রিত করিয়া রাখিতে পারেন, এমন চিত্রকর কোথায়?

রাত্রি ক্রমে শেষ হইয়া আসিতে লাগিল, দুর্য্যোগের অবসান হইল না। নেপোলিয়ানের প্রাণবিহঙ্গ তাঁহার দেহপিঞ্জরে আকুল হইয়া উঠিল। তিনি অচেতনভাবে শয্যায় নিপতিত—এক একবার গাঢ় নিশ্বাস প্রবাহিত হইতেছে; যেন তাহা নির্ব্বাপিতপ্রায় জীবনদীপের অচির-স্থায়ী আলোকস্ফুরণ! অস্ফুট রোদনধ্বনিতে গৃহে একটি করুণরোল উত্থিত হইতেছে এবং নেপোলিয়ান এক একবার প্রলাপঘোরে দুই একটি অস্পষ্ট শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন, ম্লান দীপালোক সেই কক্ষের অন্ধকার ও বিষাদাচ্ছন্ন ভাব সমধিক বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছে।

রাত্রি প্রভাত হইল; প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত সংযতভাব ধারণ করিলেন। বেলা অধিক হইলে মেঘান্তরালপথে সূর্য্যালোক সেই পার্ব্বত্যপ্রদেশের উপর বিস্তীর্ণ হইয়া সিক্ত-প্রকৃতির বিষাদভারাবনতবদনে চাঞ্চল্যহীন করুণ হাস্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। নেপোলিয়ান তখনও তাঁহার মৃত্যুশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন; তাঁহার নিষ্প্রভ নেত্র নির্নিমেষ, যেন কোন গভীরচিন্তায় তাঁহার হৃদয় আচ্ছন্ন; কিন্তু সে চিন্তা বাহ্যিক চাঞ্চল্যবিহীন। সে চিন্তা যেন ইহলোকের দুঃখযন্ত্রণা দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে; যেন তাহা পরলোকের কোন পরমানন্দরসসিঞ্চনে স্ফীত, তাই তাঁহার বদনমণ্ডল প্রসন্ন, শান্তিরসে পরিপ্লুত। এই ভাবে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। অবশেষে অপরাহ্নকালে যখন তপনদেব লোহিত রশ্মিজালে মণ্ডিত হইয়া সুবিশাল সুনীল মহাসমুদ্রের সীমান্তরেখায় ধীরে ধীরে অস্তগমন করিলেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে উনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর তাঁহার কার্য্যপূর্ণ মহাগৌরবময় জীবনের অন্তিমশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। ভগবান্ অংশুমালী তাঁহার অনন্ত তেজের যে ক্ষুদ্র পরমাণু নেপোলিয়ানকে দান করিয়া তাঁহাকে সেই যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীররূপে স্থাপন করিয়াছিলেন, বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানে যেন আজ এই দিবাবসানকালে তিনি তাঁহার সেই তেজঃকণিকা পুনর্গ্রহণপূর্ব্বক বীরত্বজগতে নৈশ-অন্ধকাররাশি প্রসারিত করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ফ্রান্সের গৌরবর[illegible] অস্তমিত হইল!

চিরপ্রেমময়[illegible]ভাগিনী যোসেফিন নির্জ্জন ফরাসী

রাজ-প্রাসাদ-কক্ষ হইতে অন্তিম-মুহূর্ত্তে "এলবাদ্বীপ—নেপোলিয়ান !" এই দুইটি অতৃপ্ত-আকাঙ্ক্ষা-বিজড়িত বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, আর—আজ তাহার কত বৎসর পরে সুখ-শান্তিহীন, অসহ্য-যন্ত্রণাতাড়িত, নিত্যনিপীড়িত, মর্ম্মাহত জীবনের অবসানকালে, কত গিরি, নদী, সাগর-উপসাগরের ব্যবধান হইতে তেমনই আবেগপূর্ণ নিশ্বাসগদ্গদ-স্বরে নেপোলিয়ান বলিলেন,"ফরাসীভূমি—সৈন্যমণ্ডলী—যোসেফিন—"

এই ঘটনার পঞ্চবিংশতি বৎসর পরে "ফরাসী-ভূমি নেপোলিয়ানের ভৌতিক দেহের ধ্বংসাবশেষ সংগ্রহপূর্ব্বক মহা সমারোহে তাহা সীনতটে সমাহিত করিয়া তাঁহার জীবনের একমাত্র অন্তিমবাসনা পরিপূর্ণ করিলেন। একদিন যে নেপোনিয়ানকে শত্রুহস্তে বিড়ম্বিত দেখিয়া ফরাসী সাম্রাজ্যের অধিবাসিগণ স্বহস্তে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল, মৃত্যুর পর তাহারাই আবার মহা সম্ভ্রমে তাঁহার দেহাবশেষের অভ্যর্থনা করিল! তাঁহার বীরত্বের, মহত্ত্বের, প্রতিভার মহাকীর্ত্তিময় স্মৃতিস্তম্ভ সংস্থাপন করিল। জীবনে যিনি অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলেন, মৃত্যুর পর তাঁহাকে চির-স্মরণীয় করিবার জন্য জাতীয় ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত হইল।

হায় ভবিতব্যতা!—"অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান!"

সম্পূর্ণ